ধ্বন্যালোক ও লোচন

মূল // আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্ত

অনুবাদ // সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য

আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য-প্রণীত

ধ্বন্যালোক

ও

আচার্য্য অভিনবগুপ্ত-বিরচিত

লোচন

(মূল ও সটীক অনুবাদ)

অনুবাদক

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

ও

কালীপদ ভট্টাচার্য্য



এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লি

কলকাতা · বোম্বে · দিল্লী · হায়দ্রাবাদ

প্রকাশক :
রাজীব নিয়োগী
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩

দ্বিতীয় সংস্করণ :
পৌষ ১৩৯২
জানুয়ারি ১৯৮৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
বিজন ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর :
শ্রীশিবনাথ পাল
প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলিকাতা ৪

নিবেদন

চল্লিশ বৎসরের অধিককাল আগে আমি অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিত 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থ পড়িয়া চমৎকৃত হই। ইহার পর সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কে বিশেষ করিয়া আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্ত কর্তৃক বিবৃত ও ব্যাখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। এই সময়ে আমি (অধুনা বাংলাদেশস্থিত) রাজশাহী কলেজে বদলি হই। সেইখানে মহারাণী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থের কাছে ধ্বন্যালোক ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। এই সময়ে রাজশাহী কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন আমার সহাধ্যায়ী বন্ধুবর শ্রী গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য। সাহিত্যতত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনা করিতে হইলে নানা কূট দার্শনিক প্রশ্ন সমুপস্থিত হয়। সুহৃদ্বর গোপীনাথ এই সকল সমস্যার মৌখিক এবং কখনও কখনও লিখিত সমাধান দিয়া আমার পথ সুগম করিয়া দেন। এই সময়ে আমি দেওঘর বালানন্দ সংস্কৃত কলেজের এবং পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত হরিনন্দন ঝার সংস্পর্শে আসিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাই এবং তিনি বহু দুরূহ প্রশ্নের উপর আলোকসম্পাত করিয়া আমাকে সাহায্য করেন।

পূর্বোল্লিখিত বিদগ্ধজনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি ধ্বন্যালোক ও লোচন-গ্রন্থদ্বয়ের বাংলা অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। আমার মনে হইয়াছিল—এখনও এই বিশ্বাস অটুট আছে—ভারতীয় সাহিত্য শাস্ত্রের এই অমূল্য সম্পদ বাংলা-সাহিত্যে সংযোজিত হইলে বাংলা সমালোচনার মান উন্নীত হইবে। এই সময় আমার তদানীন্তন সহকর্মী রাজশাহী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক কালীপদ ভট্টাচার্য্য কাব্যব্যাকরণতীর্থের সহযোগিতা প্রার্থনা করি এবং তাঁহার সহযোগিতার ফলেই এই গ্রন্থের উদ্ভব হয়। যদিও সমগ্র অনুবাদের খসড়া আমি করিয়াছি তবু ইহা অবশ্যস্বীকার্য অধ্যাপক কালীপদ ভট্টাচার্য্য আমার অনুবাদ তন্ন তন্ন করিয়া সংশোধিত ও পরিমার্জিত করেন। তাঁহার এই সহযোগিতা এত ব্যাপক যে আমি ইহা আমাদের দুইজনের যৌথ প্রচেষ্টারূপে প্রকাশ করিবার সংকল্প করি। ধ্বন্যালোক ও লোচন—উভয় গ্রন্থেই ব্যাকরণ, মীমাংসা, ন্যায় ও বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে নানা তত্ত্বের বা প্রবচনের উল্লেখ আছে; পাঠকের বোধসৌকর্যের জন্য বন্ধুবর

গোপীনাথের সাহায্যে এইসব বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ ও প্রবচনের একটি টীকা প্রস্তুত করিয়া তাহা গ্রন্থের পরিশেষে সংযোজন করিয়া দিই।

দেশবিভাগের প্রাক্কালে আমি পুনরায় কর্মসূত্রেই কলিকাতায় আসি। তখন অনুবাদ টীকা ও ভূমিকা সংবলিত পাণ্ডুলিপি আমার সঙ্গেই ছিল। ভূমিকা ও টীকার দায়িত্ব আমার, কিন্তু অনুবাদটি আমার ও কালীপদ ভট্টাচার্য্যের যৌথ প্রচেষ্টার ফল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বড় ও ছোট প্রকাশনসংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া আমি ব্যর্থমনোরথ হই। আমার মনে হইয়াছিল, যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিতে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহাদের সংস্কৃতের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় থাকিবে। সুতরাং বাংলা হরফে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ছাপিলে জিজ্ঞাসু পাঠক প্রয়োজনমত মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়া তাঁহারা আচার্যদ্বয়ের অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃতে বিরচিত ধ্বন্যালোক ও লোচন অনুবাদের সঙ্গে মুদ্রিত করিতে চাই। মুদ্রণকার্যের জটিলতা ও ব্যয়-বহুলতা গণনা করিয়া কোন প্রকাশক ইহা গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। এ. মুখার্জী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা-স্বত্বাধিকারী অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিদ্বান্ ছিলেন না কিন্তু তাঁহার মত বিদ্যোৎসাহী লোক সচরাচর দেখা যায় না। এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি আমাকে লইয়া নানা প্রেসে যাতায়াত করিয়া ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন এবং ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে ইহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন। পাঠকবর্গ যাহাতে সুবিধাজনক মূল্যে এই গ্রন্থ কিনিতে পারেন সেইজন্য আমি ও কালীপদ বাবু কোন পারিশ্রমিক দাবি করিলাম না এবং মহানুভব প্রকাশক মুনাফার প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিয়া শুধু মুদ্রণ-ব্যয়ের ভিত্তিতে বইয়ের দাম নির্দ্ধারিত করিলেন। ইহার পর তিনি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার জন্য শিক্ষাদপ্তরের দ্বারস্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা প্রহসনে পরিণত হইল। তবে পাঠকসমাজের সহৃদয়তায় প্রথম সংস্করণের বই নিঃশেষ হইতে দেরি হইল না।

একটু ফুরসৎ পাইলেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিবেন, অমিয়বাবু এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অবকাশ তাঁহার আর আসে নাই। আমি নূতন কর্ম গ্রহণ করিয়া মধ্যপ্রদেশে চলিয়া যাই, অমিয়বাবুও চিরবিশ্রাম লাভ করেন। ইহার পর এই সংস্থার পক্ষে এই জাতীয় কাজের ভার গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। অন্য দুই-একজন প্রকাশক অগ্রসর হইয়া পিছাইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি এ. মুখার্জী কোম্পানী হাত বদল করিয়াছে এবং ইহার নূতন স্বত্বাধিকারীরা এই

আয়াসসাধ্য অভিযানে ব্রতী হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, পণ্ডিত হরিনন্দন ঝা এবং সহযোগী কালীপদ ভট্টাচার্য্য গত হইয়াছেন। সুধী পাঠকবর্গ আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন যে বাংলা অনুবাদ বিশুদ্ধ ও প্রমাদশুণ বিশিষ্ট; সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণে উহাতে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। অথচ সংস্কৃত অংশে অনেক ভুল আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পংক্তি বাদ পড়িয়া গিয়াছে। এই দিকে আমাদেরও দৃষ্টি ছিল; সুতরাং ৺কালীপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য নির্ভুল পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, নূতন প্রকাশকেরা বহু চেষ্টা করিয়াও সেই সংশোধিত গ্রন্থ উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

আমি প্রাচীন হইয়াছি, আমার পক্ষে নূতন করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা বা প্রুফ দেখা সম্ভব নয়। এই সংকটে আমার ভূতপূর্ব ছাত্র নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশনের আবাসিক ডিগ্রি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাগ্রহে এই কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ত্রুটিমুক্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং প্রুফ দেখার কাজও সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও অভিনিবেশের জন্যই এই সংস্করণের পাঠকবর্গ সাহিত্যতত্ত্বের এই প্রামাণ্য গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য পাঠ হাতের কাছে পাইবেন। আমি শ্রীমান্ প্রদ্যোৎকুমারকে যথোচিত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি—

১০ পৌষ ১৩৯২

২/৪ একডালিয়া রোড

কলিকাতা-১৯

বিনীত

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভূমিকা

আনন্দবর্দ্ধনের 'ধ্বন্যালোক' ও তাহার অভিনবগুপ্ত-বিরচিত 'লোচন' টীকা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ব্যাকরণে যেমন 'পাণিনি' ও পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' অলঙ্কারশাস্ত্রেও তেমনি 'ধ্বন্যালোক' ও 'লোচন'।

'ধ্বন্যালোক' রচয়িতা আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কাশ্মীরে রাজা অবন্তিবর্ম্মার রাজত্বকালে (খ্রীঃ ৮৫৫-৮৮৪) প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তদ্বিরচিত 'ধ্বন্যালোক' চারিটি উদ্দ্যোতে বিভক্ত। প্রত্যেকটি উদ্দ্যোতেই কতকগুলি পদ্যে লিখিত কারিকা আছে। এই সংক্ষিপ্ত কারিকাগুলি গদ্যে রচিত বৃত্তিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আনন্দবর্দ্ধনের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত অভিনবগুপ্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নানাবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; বিশেষ করিয়া কাশ্মীরীয় শৈবদর্শন সম্বন্ধে তাঁহার রচনা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। পরবর্ত্তী লেখকেরা তাঁহাকে 'অভিনবগুপ্ত তাতপাদাচার্য্য' বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি 'লোচন'-টীকা লিখিয়া ধ্বনিবাদকে সম্পূর্ণতা দান করেন।

প্রথমেই সন্দেহ জাগে, 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থের যে দুই অংশ আছে—কারিকা ও বৃত্তি—তাহারা একই লোকের রচনা কিনা। কেহ কেহ মনে করেন যে কারিকা-অংশ আনন্দবর্দ্ধনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লেখকের কীর্ত্তি; আনন্দবর্দ্ধন বৃত্তি যোজনা করিয়া ইহাকে প্রচারিত করিয়াছেন। অভিনবগুপ্ত স্বীয় টীকার নাম দিয়াছেন—'সহৃদয়ালোক লোচন'। ইহা হইতে মনে হয় যে মূল গ্রন্থের আর এক নাম ছিল 'সহৃদয়ালোক' এবং এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে কারিকা অংশের লেখকের নাম 'সহৃদয়'। অভিনব কোন কোন জায়গায় কারিকা-কার বা মূল গ্রন্থকারের সঙ্গে বৃত্তিকারের বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু অভিনব লিখিয়াছেন আনন্দবর্দ্ধনের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে। লেখক হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব যত অবিসংবাদিতই হউক না কেন, অনেকে মনে করেন যে আনন্দবর্দ্ধন কতটুকু নিজে লিখিয়াছিলেন বা না লিখিয়াছিলেন সেই বিষয়ে তাঁহার মত প্রামাণ্য হইতে পারে না। অপর কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি আনন্দবর্দ্ধনকেই কারিকার রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে

অভিনবের রচনার মধ্যেই এই যুক্তির সমর্থন পাওয়া যাইবে। তবে 'লোচন-টীকার কোন কোন স্থলে কারিকা-কার ও বৃত্তিকার যে পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন তাহার কারণ এই যে অভিনব কারিকা ও বৃত্তিনিহিত যুক্তির ক্রম দেখাইতে চাহেন। এই মতানুসারে, বাস্তবিক পক্ষে পার্থক্য করা হইয়াছে কারিকা ও বৃত্তির মধ্যে, কারিকা-কারও বৃত্তিকারের মধ্যে নহে।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব অন্বেষণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং এই প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিলাম। তবে একটি কথা মনে হয়। অভিনবগুপ্ত বহু গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন। আনন্দবর্দ্ধন ছাড়া মূল গ্রন্থের যদি কোন লেখকের কথা তাঁহার জানা থাকিত তবে তাঁহার কথা তিনি আরও স্পষ্টভাবে বলিবেন না ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু তাঁহার মহামহোপাধ্যায় পি ভি কানে ও ডক্টর শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দে'র রচনা আলোচনা করিয়া দেখিবেন। ধ্বনি-তত্ত্বের অতিশয় তীক্ষ্ণ ও আধুনিক রুচিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে; তাঁহার রচনা পড়িয়াই আমি এই পথে আকৃষ্ট হই। বর্ত্তমান ভূমিকার শেষ পর্য্যন্ত পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে শ্রীযুক্ত অতুলবাবুর মত ও ব্যাখ্যা এবং আমার মত ও ব্যাখ্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। কিন্তু 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র গ্রন্থকারের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা সর্ব্বাধিক।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট আমি 'ধ্বন্যালোক' অধ্যয়ন করি। আর এই গ্রন্থরচনার অভিযানে প্রতি পদক্ষেপে সতীর্থ শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি। এই সুযোগে তাঁহাদের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

(১)

কাব্য ও সাহিত্য শব্দ ও অর্থের সৃষ্টি। 'সাহিত্য'-কথার অর্থ এই যে তাহার মধ্যে শব্দ ও অর্থের সংযোগ হইয়াছে। কাব্য ও সাহিত্য যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে তাহারও বৈশিষ্ট্য এখানেই পাওয়া যাইতে পারে। নিসর্গসৌন্দর্য্য মানুষের সৃষ্টি নয়; তাহা সাহিত্য ও সকল প্রকার শিল্পকলার সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক। সঙ্গীত শব্দময়, কিন্তু সঙ্গীতের শব্দে অর্থ থাকিবার প্রয়োজন নাই, অধিকাংশ সময় অর্থ থাকেও না। চিত্রকলা, স্থপতি-শিল্প প্রভৃতিতে শব্দের প্রয়োগ হয় না এবং

তাহাদের যদি কোন অর্থ থাকে তাহা শব্দার্থ নহে। সুতরাং সাহিত্যের যে সৌন্দর্য্য, শব্দ ও অর্থের পথেই তাহার সূত্রের সন্ধান করিতে হইবে।

আমরা শব্দগুলি যে পর পর সাজাইয়া যাই তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের তারতম্য থাকে। কোথাও সজ্জা খুব জমকালো রকমের হয়, কোথাও হাল্‌কা রকমের হয়। এই সজ্জার উপায় হইতেছে বর্ণ ও পদের সংঘটনা। কিন্তু বর্ণ ও পদের এই যে সজ্জা—ইহার লক্ষ্য হইতেছে মাধুর্য্য, দীপ্তি বা ওজস্বিতা প্রভৃতি গুণলাভ। এই গুণগুলির মধ্যে কোন কোন গুণ কোন কোন দেশের রচনারীতিতে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় বলিয়া সেই সেই দেশের নামানুসারে রচনার রীতির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কোন রীতিকে বলা হয় বৈদর্ভী। কোন রীতিকে বলা হয় গৌড়ী, কোন রীতিকে বলা হয় পাঞ্চালী; রচনার কৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপর যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম বৃত্তি। উপনাগরিকা, গ্রাম্যা, পরুষা—এই সকল নাম হইতেই ইহাদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বৃত্তি ও রীতি কাব্যশোভার বৈশিষ্ট্যের নাম মাত্র, সেই শোভার রহস্যের সন্ধান তাহারা দিতে পারে না।

শুধু গুণের ব্যাখ্যা করিলেও কাব্যজিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হইবে না। গুণীর ধর্ম্ম হইতেছে গুণ, গুণীকে না জানিলে গুণের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। শূরের গুণ শৌর্য্য, দীপ্তিমানের গুণ দীপ্তি। কোন বিশিষ্ট অর্থকে যদি কাব্যের আত্মা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে মাধুর্য্যাদি গুণ তাহাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান থাকে এইরূপ বলা যাইতে পারে। গুণ শুধু নামকরণ নহে, তাহা কাব্যের বৈশিষ্ট্যের আংশিক পরিচয়ও বটে। কিন্তু কাব্যশোভার রহস্য প্রকাশ করিতে হইলে সেই আত্মার সন্ধান করিতে হইবে গুণসমূহ যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

কাব্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে ইহা অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং রমণীর দেহ যেমন কটক-কেয়ূরাদি অলঙ্কারের দ্বারা শোভাসমন্বিত হয়, তেমনি শব্দ ও অর্থের কৌশলময় প্রয়োগের দ্বারা কাব্য সৌন্দর্য্য লাভ করে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কোন সৌন্দর্য্যশালী বাক্যের বা সন্দর্ভের বিশ্লেষণ করিলেই কতকগুলি সাধারণ সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই সামান্য ধর্ম্মগুলির সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলিকে বলা হয় শব্দালঙ্কার, যেমন অনুপ্রাসাদি; কতকগুলিকে বলা হয় অর্থালঙ্কার, যেমন উপমা-রূপকাদি। একথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে অনুপ্রাস-উপমাদি কাব্যের শোভা বর্দ্ধন করে এবং বোধহয় এইজন্যই আমাদের দেশে সাহিত্য

তত্ত্বকে অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু তবু এই মত সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রথমতঃ, অলঙ্কার বলিলে অলঙ্কার্য্য থাকিবে। কেহ নিজে নিজের অলঙ্কার হইতে পারে না। সুতরাং গুণের অন্তরালে যেমন গুণীকে খুঁজিতে হয় তেমনি অলঙ্কারের অন্তরালে অলঙ্কার্য্যকে পাইতে হইবে। তারপর অলঙ্কারের ধর্ম্মই এই যে তাহা অবসর মত গ্রহণ ও ত্যাগ করা যায়। আবার এমন অনেক রূপসী আছেন যাহাদের রূপ নিরাভরণতার মধ্য দিয়াই সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তেমনি এমন কাব্যও আছে যাহার মধ্যে কোন পরিচিত অলঙ্কার না থাকিলেও তাহার কাব্যসৌন্দর্য্যের অণুমাত্র হানি হয় না। আচার্য্য মম্মটভট্ট এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করিয়াছেন।

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

যে নায়ক আমার কৌমার্য্য হরণ করিয়াছিল সে তেমনি আছে; সেই চৈত্র-রজনীও আছে, উন্মেষিত মালতীকুসুমের সৌরভাকুল কদম্ববনের প্রগল্‌ভ বায়ু পূর্ব্বের মতই আছে; আমিও তেমনি আছি। তবু রেবাতীরস্থ বেতস-বৃক্ষের তলে সুরতলীলার জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়।

এই কবিতাটির সৌন্দর্য্য অপরূপ, অথচ ইহার মধ্যে কোন অলঙ্কার নাই। ইহার সৌন্দর্য্যকে আশ্রয় করিয়া একটা নূতন অলঙ্কারের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এইভাবে অগ্রসর হইলে অলঙ্কার অসংখ্য হইয়া পড়িবে, এবং তাহার দ্বারা কাব্যসৌন্দর্য্যের কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে না।

রমণীদেহের তুলনাটি স্মরণ রাখিলে আর একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া অলঙ্কারবাদের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করা যাইতে পারে। অলঙ্কার বাহিরের বস্তু, কিন্তু রূপসীর অলঙ্কারের অপেক্ষা অধিক মনোহারী হইতেছে তাহার লাবণ্য। এই লাবণ্য অবয়বসংস্থানের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অবয়বসংস্থান হইতে পৃথকরূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে। অলঙ্কার এই সৌন্দর্য্যকে বাড়াইয়া দেয়, কিন্তু তাহা এই সৌন্দর্য্যের প্রাণ হইতে পারে না। রমণীদেহ অনেক সময় অলঙ্কারের বাহুল্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়; তখন সৌন্দর্য্য উপচিত না হইয়া

বরং ক্ষুণ্ণই হয়। কিন্তু কেহ বলিবে না কোন রমণী লাবণ্যবাহুল্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়াছে। তেমনি অনেক কাব্যও অলঙ্কারের আতিশয্যে পীড়িত হয়। অথচ কোন শ্রেষ্ঠ কাব্যেই সৌন্দর্য্যের বাহুল্য হইতে পারে না।

(২)

এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে শব্দার্থের কোন্ শক্তির বলে কাব্যের সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্ :

কৃতে বরকথালাপে কুমার্যঃ পুলকোদ্গমৈঃ।
সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ॥

ভাবী বরের বিষয় আলোচিত হইলে কুমারীরা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া পুলক উদ্গমের দ্বারা অন্তঃস্থিত স্পৃহা সূচিত করে। এখানে বক্তব্য কথা সহজ, সাধারণভাবে কথিত হইয়াছে। এই অর্থ ই কালিদাস 'কুমারসম্ভব'-কাব্যে এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন :

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী॥

দেবর্ষি নারদ পার্ব্বতীর শিবের সঙ্গে বিবাহের কথা বলিলে পার্ব্বতী পিতার পাশে অবনতমুখে বসিয়া লীলাপদ্মের দল গণিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকটিকে কেহ শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিবেন না, উহাকে কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতেই অধিকাংশ পাঠক আপত্তি করিবেন। দ্বিতীয়টি যে সুন্দর কাব্য ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ইহার কাব্যত্ব কোথায়? খানিকটা কাব্যত্ব আহৃত হইয়াছে পার্ব্বতীর পূর্ব্ব ইতিহাস হইতে। যাঁহারা পার্ব্বতীর তপশ্চর্য্যা প্রভৃতির কথা জানেন তাঁহারা তাঁহার ব্যবহারের তাৎপর্য্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। কিন্তু সেই পূর্ব্ব ইতিহাসের সঙ্গে 'কৃতে বরকথালাপে' পদ্যটি যোগ করিয়া দিলে বিশেষ চারুত্বলাভ হইত না। কালিদাসের শ্লোকটি আলোচনা করিলে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রকট হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে লজ্জা বা স্পৃহার কথা সোজাসুজি-ভাবে বলা হয় নাই। শুধু যে লজ্জা, পুলক, স্পৃহা প্রভৃতি শব্দই ব্যবহৃত হয় নাই তাহা নহে; যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের আক্ষরিক অর্থ করিলেও সপুলক লজ্জা পাওয়া যাইবে না। অপর যে কেহ অনন্তকাল ধরিয়া লীলাপদ্ম গণনা করিতে পারে, পার্ব্বতীও অন্য সময়ে লীলাপদ্ম গণনা করিতে পারেন। কেহ

বলিবে না যে তাহা লজ্জা বা স্পৃহা বুঝাইবে। কিন্তু এখানে অধোমুখীনতা ও লীলাকমলের গণনার নিজস্ব, সহজবোধ্য অর্থ গৌণ হইয়া গিয়াছে এবং সলজ্জ প্রেমাতুরতাই প্রাধান্য পাইয়াছে। এই প্রধানীভূত দ্বিতীয় অর্থের নাম ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি এবং আনন্দবর্দ্ধন-অভিনবগুপ্তের মতে ইহাই কাব্যের প্রাণ !

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাব্যে শব্দের দুইটি অর্থ পাওয়া যাইতে পারে। একটি শব্দের সহজ, সাধারণ অর্থ। শব্দের সৃষ্টি কেমন করিয়া হয় সেই রহস্যে প্রবেশ না করিয়াই বলা যাইতে পারে যে প্রত্যেক শব্দই একটি বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। মনে হয় ইহাই তাহার সৃষ্টির প্রয়োজন। প্রথমে অর্থ না প্রথমে শব্দ, সেই তর্ক এখানে অবান্তর। ইহা মানিতেই হইবে যে প্রত্যেক শব্দের সঙ্গেই একটি অর্থ গাঁথা থাকে ; ইহাকে বলা যাইতে পারে সঙ্কেত। এই সঙ্কেতিত অর্থের নাম বাচ্যার্থ। ইহার অপর নাম অভিধা। শব্দ সাক্ষাৎভাবে এই অর্থ জানাইয়া দেয়। এই অর্থ ও শব্দের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই।

অনেক সময় অভিধা গ্রহণ করিলে কোন সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। পুরুষসিংহ বলিলে নরসিংহ অবতার বুঝায় না অথচ পুরুষ তো আর সিংহ নয়। আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়—কালো বাজার। আক্ষরিক অর্থ করিলে ইহার দ্বারা মসীকৃষ্ণ বিপণিশ্রেণী বোঝা যাইবে, কিন্তু সেই অর্থ অর্থহীন। 'কালো'-শব্দের ও 'সিংহ'-শব্দের মুখ্য অভিহিত অর্থ এখানে বাধিত হইয়াছে। 'পুরুষসিংহ' বলিলে তেজস্বিতা বুঝিব আর 'কালো বাজার' বলিলে কি বুঝিব তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এই জাতীয় অর্থকে বলে লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থ। কিন্তু এই অর্থও বাচ্য অর্থের অঙ্গই। কারণ 'কালো বাজার' বা 'পুরুষসিংহ' বলিলে প্রথমে কৃষ্ণত্ব বা সিংহত্ব বুঝাইয়া পরে দুর্নীতি ও তেজস্বিতা বুঝায় না। প্রাথমিক অর্থ বাধিত হওয়ায় অভিপ্রেত অর্থ সোজাসুজিভাবে লক্ষিত হয় ; এই সোজাসুজিভাবে পাওয়া লক্ষিত অর্থের পরেও আর একটি অর্থ দ্যোতিত হইতে পারে, কিন্তু নাও হইতে পারে। আবার 'এবংবাদিনি'—প্রভৃতিতে এই জাতীয় লাক্ষণিক অর্থ একেবারেই নাই, অথচ প্রথম অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত দ্বিতীয় অর্থ প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করিতে হইবে যে এখানে প্রাথমিক অর্থ বাধিত হয় নাই ; বরং নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া দ্বিতীয় অর্থ আক্ষিপ্ত করিতেছে। ফল কথা এই যে, লাক্ষণিক অর্থ এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে তাহা সোজাসুজিভাবেই প্রকাশিত হয়, প্রাথমিক অর্থ ও লাক্ষণিক অর্থের মধ্যে কোন ক্রম থাকে না, কারণ

অভিধামূলক প্রাথমিক অর্থ উদ্বোধিতই হয় না। সুতরাং লাক্ষণিক অর্থ বাচ্য অর্থেরই অন্তর্গত।

'এবংবাদিনি দেবর্ষৌ'—পদ্যবন্ধটি খাঁটি ব্যঞ্জনার নিদর্শন। ইহার বিশ্লেষণ করিলে বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের পার্থক্য এবং ব্যঞ্জনার বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন হইবে। বাচ্য অর্থ সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়া থাকে; ইহা শব্দের সঙ্গে সম্বদ্ধ। ব্যঙ্গ্য অর্থ শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক—উভয়ই হইতে পারে। কিন্তু কোথাও ইহা সাক্ষাৎভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত নহে। শব্দের সঙ্গে সম্বদ্ধ যে বাচ্যার্থ ইহা তাহার সঙ্গে সম্বদ্ধ। সুতরাং শব্দের বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে খানিকটা দূরত্ব থাকে। এই ক্রম সব সময় লক্ষিত হয় না এবং অধিকাংশ সময় বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ পৃথক্ হইয়া প্রতীতও হয় না। কিন্তু তবু এই দূরত্ব বা ক্রম অবশ্যম্ভাবী। অধোমুখীনতা ও পদ্মদলগণনার সহজ অর্থের উপলব্ধির পর ব্যঙ্গ্য লজ্জা ও স্পৃহা দ্যোতিত হয়।

কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করিলে বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের পার্থক্য আরও স্পষ্ট হইবে। নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রথমে বিচার করা যাক্:

যেন ধ্বস্তমনোভবেন বলিজিৎকায়ঃ পুরাস্ত্রীকৃতো
যশ্চোদ্বৃত্তভুজঙ্গহারবলয়ো গঙ্গাং চ যোঽধারয়ৎ।
যস্যাহুঃ শশিমচ্ছিরো হর ইতি স্তুত্যং চ নামাপরাঃ
পায়াৎ স স্বয়ং অন্ধকক্ষয়করস্ত্বাং সর্ব্বদোমাধবঃ।

(অনুবাদ—পৃ. ১৩৪-৩৫)

এই শ্লোক বিষ্ণু অথবা শিবের স্তব হিসাবে পড়া যাইতে পারে। কিন্তু একটি অর্থ হইতে আর একটি অর্থে উপনীত হইতে হয় না। শব্দগুলিই দুইটি অর্থ সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করে। যেমন 'সর্ব্বদোমাধবঃ' শব্দের দ্বারা 'সর্ব্বদাতা মাধব' অথবা 'সর্ব্বদা উমাধব' উভয়ই বুঝাইতে পারে। এইভাবে প্রসঙ্গানুসারে প্রত্যেক শব্দের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। একটি অর্থ আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত করিতেছে না। ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাক্:

রম্যা ইতি প্রাপ্তবতীঃ পতাকাঃ রাগং বিবিক্তা ইতি বর্দ্ধয়ন্তীঃ।
যস্যামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধূভির্বলভীর্যুবানঃ॥

(অনুবাদ—পৃ. ১৬৩)

যবারা বধদিগের সহিত বলভীদিগকে সেবা করিত, ইহাই এখানে বাচ্য অর্থ।

কিন্তু এই বাচ্য অর্থের বোধের পর আর একটি প্রতীতি ধ্বনিত হয়। তাহা হইতেছে এই যে বলভীগুলি বধূদের মতই। 'বলীকাঃ' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে যে দুইটি অর্থ আছে তাহাই এই তুল্যরূপতার মূল। সুতরাং শ্লেষমূলক অর্থ এখানে ব্যঞ্জনার সাহায্যে পাওয়া যাইতেছে এবং বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে খানিকটা দূরত্ব আছে। এই দূরত্ব আরও স্পষ্ট হইবে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে :

অত্রান্তরে কুসুমসময়যুগমুপসংহরন্নজ্‌স্তত গ্রীষ্মাভিধানঃ ফুল্লমল্লিকাধবলাট্টহাসো মহাকালঃ। (অনুবাদ—পৃ. ১৪০)

এখানে প্রসঙ্গ হইল গ্রীষ্মঋতুর অভ্যাগম। কিন্তু শব্দগুলি এমনভাবে নির্ব্বাচিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে যে গ্রীষ্মের বর্ণনার অন্তরালে মহাকালাখ্য শিবের মহিমাই প্রতিভাত হইয়াছে। ইহা প্রসঙ্গ-বহির্ভূত এবং বাচ্য অর্থের সঙ্গে অসম্বদ্ধ, কারণ কালের সঙ্গে শিবের সম্বন্ধ সাক্ষাৎভাবে প্রতীত হয় নাই। সেইজন্য বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট। অথচ যুগের সংহরণ করিয়া অট্টহাসের সহিত যিনি নিজেকে বিজ্‌স্তিত করিলেন তিনি কালের অধীশ্বর মহাদেব ছাড়া আর কে হইবেন ?

বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের পার্থক্য অন্যভাবেও বিচার করা যাইতে পারে ? বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ ; তাহা শব্দের সঙ্গে প্রসক্ত হইয়া থাকে। যে মুহূর্তে কোন পদ উচ্চারিত হইবে তখনই একটি অর্থের বোধ হইবে। ইহাকে বলা যাইতে পারে শব্দের সঙ্গে অর্থের নিয়ত সম্বন্ধ। কিন্তু বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে কোন কোন স্থানে এই নিয়তসম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করিয়া আর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত হইতে পারে। এই আরোপিত, ঔপাধিক, অনিয়ত সম্বন্ধকে ব্যঞ্জনা বলা যাইতে পারে। চন্দ্রেব শীতল কিরণ সন্তাপ দূর করে, সন্তাপের সৃষ্টি করিতে পারে না। শীতল কিরণের ইহাই অর্থ। কিন্তু কোন বিরহী চন্দ্রকিরণ দেখিয়া সমধিক সন্তপ্ত হইতে পারে। তাহার পক্ষে শীতল কিরণ শীতলত্ব পরিত্যাগ করিয়া চিত্তদাহ সৃষ্টি করিবে। চন্দ্রকিরণের সন্তাপক তীক্ষ্ণতার কথা যদি কেহ বলে, তবে সেই অর্থ কোন বিশেষ বক্তার অভিপ্রায়-প্রণোদিত হইয়াই প্রতিভাত হইবে এবং বিশেষ অধিকারী বোদ্ধাই তাহা উপলব্ধি করিবে। এই বিশেষ বক্তা ও শ্রোতাকে বলা হয় সহৃদয় ; ইহারা একে অপরের কথা বুঝিতে পারে। বিশেষ-অভিপ্রায়-প্রণোদিত অর্থ ইহাদের সম্পদ ; বাচ্য অর্থ সহৃদয়-অসহৃদয় সকলের সম্পত্তি।

শব্দ ও অর্থের দ্বারা মানুষ যে সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছে তাহাদিগকে

মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলিকে বলা যাইতে পারে প্রমাণমূলক—ইতিহাস ও বিজ্ঞানশাস্ত্র এই শ্রেণীতে পড়ে। ইহা এইরূপ হইয়াছিল, ইহা এইরূপ হয়, ইহা এইরূপ হইবে—এই জ্ঞান অব্যভিচারী, সকলের সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য, বক্তার অভিপ্রায় এখানে অকিঞ্চিৎকর, প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞা প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসাপেক্ষ। এই জাতীয় শাস্ত্রে শব্দের বাচ্য অর্থই একমাত্র অবলম্বন। 'শীতল'-শব্দে শীতলত্ব ছাড়া অন্য কিছু বুঝাইতে গেলে এই শাস্ত্র সর্ব্বথা বাধিত হইবে। ধূম শুধু যে আগুনের অস্তিত্বই সূচিত করে তাহা নহে, তাহার অন্য বহু ধর্ম্ম আছে। কিন্তু অগ্নিজ্ঞাপকত্ব ধূমের একটি অব্যভিচারী ধর্ম্ম। অর্থাৎ ধূম থাকিলে যে আগুন থাকিবে ইহার কখনও ব্যত্যয় হইতে পারে না। 'ধূম' শব্দের এই নিয়ত অর্থই প্রমাণ-শাস্ত্র গ্রহণ করে। কোন বক্তা যদি মনে করেন ধূমের এমন অর্থ গ্রহণ করিবেন যাহার মধ্যে অগ্নিজ্ঞাপকতা নাই এবং তাহার বিরোধিতা আছে তাহা হইলে তাহা ইতিহাস-বিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এক শ্রেণীর প্রমাণ আছে যেখানে প্রথমতঃ মনে হয় যে শুধু বাচ্য অর্থই যথেষ্ট নহে। দেবদত্ত দিনে ভোজন করে না অথচ সে স্থূলকায়। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে দেবদত্ত রাত্রিতে ভোজন করে। লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে এই অর্থ বক্তার ইচ্ছাধীন নহে। ইহাও প্রাথমিক বাচ্য অর্থেরই অন্তর্গত; এই অর্থ বুঝাইয়াই বাচ্য অর্থ পরিসমাপ্তি লাভ করিতেছে।

আর এক শ্রেণীর শাস্ত্র আছে যাহাকে বলা যায়—ধর্ম্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্র। এখানে বক্তা কোন কাজে অপর সকলকে নিযুক্ত করিতেছেন। এই শাস্ত্র প্রচারকের উদ্দেশ্যনিষ্ঠ বলিয়া সাধারণতঃ ইহা ইতিহাস-বিজ্ঞানের মত প্রামাণ্য হইতে পারে না। কিন্তু প্রচারের সাফল্যের উদ্দেশ্যেই প্রচারক নিজের অভিপ্রায়কে গৌণ করিয়া বলিতে চেষ্টা করেন যে তাঁহার বক্তব্য সর্বসাধারণপ্রযোজ্য; তিনি এই নীতির প্রচারক হইলেও তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ইহার নিয়ামক নহে। যাঁহারা ঈশ্বরে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস করেন তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্মগ্রন্থকে অপৌরুষের বলিয়া মনে করেন; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বজনপ্রচারিত, ব্যক্তির ইচ্ছানিরপেক্ষ অর্থ গ্রহণ করে। যদি সেই অর্থ ছাড়া অপর অর্থ আরোপ করার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে ইহার সার্ব্বজনীনতা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই তথায় বাচ্য অর্থের উপযোগিতা স্পষ্ট হইবে। যদি বক্তার বা সহৃদয়ের ইচ্ছানুসারে শব্দের অর্থ করা যাইত তাহা হইলে প্রমাণ-প্রয়োগ

উঠিয়া যাইত, সর্ব্ববাদিসম্মত, ন্যায়শাস্ত্রের অনুমোদিত কোন তত্ত্ব প্রচার করা হইত না।

বক্তার অভিপ্রায়কে প্রাধান্য দিলে শব্দ ও অর্থের প্রতিপাদ্যবিষয়েরও রূপান্তর ঘটে, তাহাদের মধ্যে দিয়া নূতন সুর ধ্বনিত হয়। দুইজনে মিলিয়া কথা বলিতেছি। আমার ইচ্ছা নয় যে শ্রোতা কোন একটি জায়গায় যায়। আমি সেই স্থানের উল্লেখ করিয়া বলিলাম, যাইয়াই দেখ সেখানে। যে প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতেছি সেই প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়া এবং আমার বলিবার ভঙ্গী হইতে শ্রোতা বুঝিতে পারিল যে তাহার যাওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। এখানে 'যাও' কথার বাচ্যার্থ 'যাওয়া' কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ হইল, 'যাইও না'! এইখানে ব্যঞ্জনা সূচিত হইয়াছে, কিন্তু কেহ বলিবে না ইহা কাব্য। সুতরাং ব্যঞ্জনা থাকিলেই যে কাব্যত্ব থাকিবে তাহা বলা যায় না। ইহার সঙ্গে তুলনা করি :

ভ্রম ধার্ম্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।
গোদাবরীনদীকূললতাগহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন॥

(অনুবাদ—পৃ. ২১)

উভয়ত্র বাচ্য অর্থে রহিয়াছে বিধি এবং ব্যঙ্গ্যে রহিয়াছে নিষেধ। ধ্বনিত বা ব্যঙ্গ্য বস্তু দ্বিতীয় উদাহরণে কাব্যকথায় পরিণত হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? পূর্ব্বে "রম্যা ইতি প্রাপ্তবতীঃ পতাকাঃ"—ইত্যাদি যে পদ্যাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্লেষ অলঙ্কার ব্যঞ্জিত হইয়াছে এবং যুবাদের রতিভাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ অলঙ্কার-ধ্বনির উদাহরণ, কারণ এখানে 'বলীকা'-প্রভৃতি শব্দের দ্ব্যর্থবোধকত্বের উপর এতটা জোর দেওয়া হইয়াছে যে রতিভাব অপেক্ষা অলঙ্কারের কারুকার্য্য প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহার সঙ্গে তুলনা করি :

বীরাণাং রমতে ঘুসৃণারুণে ন তথা প্রিয়াস্তনোৎসঙ্গে।
দৃষ্টী রিপুগজকুম্ভস্থলে যথা বহলসিন্দূরে॥

(অনুবাদ—পৃ. ১৫৮)

এখানে বলা হইতেছে যে বীরেরা শত্রুর গজকুম্ভ বিমর্দ্দন করিতে যতটা আনন্দ পাইয়া থাকেন প্রিয়ার স্তনে ততটা পান না। এখানে ব্যতিরেক অলঙ্কারের অন্তরালে প্রিয়ার স্তন ও গজকুম্ভের সাদৃশ্যমূলক উপমা ধ্বনিত হইতেছে। এই দুইটি শ্লোক পূর্ব্বোদাহৃত 'রম্যা ইতি' প্রভৃতি অপেক্ষা কাব্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ। তাহার কারণ কি?

উপরের দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সেই সব পদ্যবন্ধই কাব্যত্ব

লাভ করে যেখানে হৃদয়স্থিত ভাব প্রকাশিত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হয়। যে রমণী ধার্ম্মিককে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছিল সে গোদাবরীকূললতাগহনে প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিত। তাহার নিষেধের মধ্য দিয়া তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষাই প্রকাশিত হইয়াছে। গজকুম্ভের সঙ্গে রমণীর কুচের তুলনা উপমাগর্ভ অতিশয়োক্তি-মাত্র, কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকে এই উপমার মধ্য দিয়া বীরের উৎসাহ ও প্রণয়ীর রতি চিত্রিত হইয়াছে এবং ইহাই কাব্যত্বের প্রধান উৎস। কাব্য রসাত্মক বাক্য এবং এই কবিতায় শৃঙ্গাররস ও বীররস প্রকাশিত হইয়াছে, সেই জন্যই ইহা চারুত্ব লাভ করিয়াছে। উপমা এই চারুত্ব লাভের উপায় মাত্র।

(৪)

রস কি বস্তু? তাহার জন্য ব্যঞ্জনার প্রয়োজন ও উপযোগিতা কি? মানবের হৃদয়ে কতকগুলি প্রবৃত্তি বা ভাব নিহিত আছে—যেমন রতি, শোক, উৎসাহ, ক্রোধ প্রভৃতি। অলৌকিক জীবনে ইহারা প্রকাশিত হয় লৌকিক কর্ম্মের মধ্য দিয়া; বুদ্ধি ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং ইহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যখন লৌকিক জীবনে ইহারা নিক্রিয় থাকে তখনও পূর্বসংস্কার ও অভিজ্ঞতার ফলে ইহারা বাসনারূপে নিহিত থাকে। লৌকিক জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ভাবের দ্বারা উদ্বোধিত হইয়া কাজে নিযুক্ত হয় এবং যাহা নিতান্ত পরগত অর্থাৎ যে ভাবের দ্বারা সে স্পৃষ্ট হয় না সেই সম্পর্কে সে উদাসীন থাকে। এই সমস্ত ভাব যদি ভাষায় প্রকাশ করিতে হয় তাহা হইলে বাচ্য অর্থই সমধিক উপযোগী, কারণ বাচ্য অর্থের দ্বারাই ইহারা সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু এই প্রকাশের প্রয়োজন লৌকিক জগতে ইষ্টসিদ্ধি এবং এই প্রয়োজনের জগতে একে অপরের ভাবের সম্পর্কে উদাসীন থাকিবে, যদি না সেই ভাব তাহাকে স্পর্শ করে।

এখন প্রশ্ন এই, এমন একটি জগৎ কি রচনা করা সম্ভব যেখানে ভাবগুলি ব্যক্তিগত গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যাইবে, যেখানে পরগত অনুভব সম্পর্কে আমরা উদাসীন হইব না, যেখানে লৌকিক জগতের ইষ্টসিদ্ধির অভিপ্রায়ে ইহাদিগকে সঙ্কুচিত করিতে হইবে না, যেখানে কর্ম্মের মরুবালুতে ইহাদের স্রোত বাধা পাইবে না? এই জগৎই রসের ও কাব্যের জগৎ, যেহেতু ইহা লৌকিক জগৎ হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন তাই রসকে বলা হয় অলৌকিক। ভাবকে রসরূপতা পাইতে হইলে তাহাকে ব্যক্তিগত গণ্ডি অতিক্রম করিয়া অন্য আধার খুঁজিতে হইবে। মুনি

বাল্মীকি ক্রৌঞ্চ-মিথুনের একটির মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন; সেই শোক তাঁহার নিজস্ব ভাব, ইহা লৌকিক জগতে কোন না কোন ভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কবি বাল্মীকি যখন কাব্য রচনা করিলেন, তখন ইহা আর তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত শোক হইয়া রহিল না। ইহা নিখিল মানবের আনন্দনিধান করুণরসে রূপান্তরিত হইল। চিত্তবৃত্তি সাধারণতঃ উচ্ছলনশীল; পূর্ণকুম্ভ হইতে যেমন জল উচ্ছলিত হইয়া পড়ে তেমনিভাবে বাল্মীকির পরিপূর্ণ শোক হইতে যে অংশ উছলিয়া পড়িল, তাহা ব্যক্তিবিশেষের শোকমাত্র নহে, তাহা সকলের উপভোগ্য বস্তু হইয়া পড়িল। এই পরিবর্ত্তনে ক্রৌঞ্চেরও কোন বাস্তবরূপ রহিল না, সে হইল করুণরসের আলম্বনবিভাব অর্থাৎ তাহাকে আশ্রয় করিয়া করুণরস আস্বাদিত হইল। লৌকিক জগতে যাহাকে বলা যায় কারণ অলৌকিক জগতে তাহাকে বলা হয় বিভাব।

আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। রাজা দুষ্মন্তকে দেখিয়া আশ্রম-মৃগ যে পলায়নতৎপর হইয়াছিল তাহার বর্ণনা কালিদাস দিয়াছেন এইভাবে :

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রযাতি ॥

এই যে ভয় ইহা কাহার ভয়? যদি বলি ইহা মৃগশিশুর ভয় তাহা হইলে ঠিক বলা হয় না। কারণ সে তো ভয়ে পলাইতেছে, অভিরাম গ্রীবাভঙ্গী দেখিবার অবকাশ তাহার নাই। যদি বলা যায় যে তাহার ভয়ই বর্ণিত হইতেছে তাহা হইলে এই জাতীয় বর্ণনা বাক্‌বাহুল্য বলিয়া বর্জ্জিত হইবে; তাহা হইলে শুধু এই কথা বলিলেই চলিত, মৃগশিশু ভয়ে পলাইতেছে, এবং তৎসম্পর্কে আমরা উদাসীন থাকিতাম। যদি বলি ইহা কবি বা পাঠকের ভয় তাহাও ঠিক হইবে না, কারণ তাহা হইলে কবি ও পাঠক মৃগশিশুর মত ভয়ে পলাইতেন। তৎপরিবর্ত্তে আমরা মৃগশিশুর কার্য্যকলাপ কল্পনানেত্রে দেখিয়া ভয়ানক রস উপলব্ধি করি। 'ভয়'-শব্দ প্রযুক্ত হইলেও তাহা রসসৃষ্টির উপায় নহে, রসসৃষ্টির উপায় হইতেছে মৃগশিশু যাহা করিতেছে, তাহার অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি। অলৌকিক রসজগতে ইহার নাম অনুভাব; মূল ভয়ের সঙ্গে আনুষঙ্গিক যে শ্রান্তির কথা লিখিত হইয়াছে তাহা হইল স্থায়ীর সহযোগী সঞ্চারী ভাব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রসে যে ভাবের প্রকাশ হয় তাহা স্বগতও নয় পরগতও নয়। এই রস অলৌকিক বস্তু; বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে ইহা নিষ্পন্ন হয়—এইরূপ মত ভরতমুনি প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিতসূত্রে তিনি স্থায়ী ভাবের নাম করেন নাই, অথচ আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি যে ভাবই রসে পরিণত হয়। অন্ততঃ রসের মূল উপাদান যে ভাব সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ভাব কবি বা সহৃদয়ের স্বীয় চিত্তবৃত্তিতে থাকে এবং সেইখানেই ইহার উপলব্ধি হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কবি-সহৃদয়ের নিজস্ব বস্তুমাত্র হইলে ইহা লৌকিক অনুভবের পর্য্যায়েই পড়িত। ইহা উদ্বোধিত হয় অপরের দ্বারা এবং অপরের মধ্যে ভাব যে সমস্ত সঞ্চারী ভাব-সমন্বিত হইয়া অনুভাবে পর্য্যবসিত হয় তাহাই কবি-সহৃদয়ের ভাবকে রসরূপতা দান করে। কবির শোক রহিল কবির হৃদয়ে, ক্রৌঞ্চের শোক রহিল ক্রৌঞ্চের হৃদয়ে। কিন্তু ক্রৌঞ্চের কাতরতা ও ক্রন্দন প্রভৃতির সংযোগে কবির শোকের যে অংশ হৃদয় হইতে উদ্বেলিত হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল তাহাই করুণ রসের সৃষ্টি করিল। এখানে ক্রৌঞ্চ বিভাবমাত্র, অর্থাৎ সে রসসঞ্চারের কারণ। ইহার অতিরিক্ত মূল্য তাহার নাই।

কবি-সহৃদয়ও কি ক্রৌঞ্চের সজাতীয়? আর রস যদি মুনির শোকও না হয়, ক্রৌঞ্চের শোকও না হয়, তবে তাহার আধার কোথায়? সেই আধার হইল কবি-সহৃদয়ের প্রতীতি; ইহাই বিভাব হইতে কবি সহৃদয়ের পার্থক্য। শুধু আস্বাদ্যমানতাই রসের প্রাণ এবং ইহাই 'রস'-নামের সার্থকতা। প্রতীতি-ব্যতিরিক্ত ইহার অন্য কোন আধার নাই বলিয়াই ইহা অলৌকিক এবং এই জন্যই এই প্রতীতির অভিব্যক্তির জন্য ব্যঞ্জনা অপরিহার্য্য। যে বাচ্য অর্থ লৌকিক জগতের কার্য্য ও প্রয়োজন প্রকাশ করে, যাহা প্রমাণসাপেক্ষ ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির বাহন তাহা কেমন করিয়া ইহা প্রকাশ করিবে? কেহ কেহ বলিয়াছেন যে কাব্যের প্রাণ হইতেছে বক্রোক্তি, মূলকথাকে গোপন করিয়া তাহাকে বক্রোক্তির সাহায্যে প্রকাশ করাই কাব্যের ধর্ম্ম। কাব্যে বক্রোক্তি থাকিলেও বক্রোক্তিই কাব্যের প্রাণ নহে। কোন কোন স্থলে বক্রোক্তি ব্যতিরেকেই কাব্যত্ব লাভ হইতে পারে। যেমন,

সঙ্কেতকালমনসং বিটং জ্ঞাত্বা বিদগ্ধ্যা।
হসন্নেত্রার্পিতাকূতং লীলাপদ্মং নিমীলিতম্॥ (অনুবাদ—পৃ. ১৪৭)

এখানে লীলাকমল নিমীলনের ব্যঞ্জকত্ব সোজাসুজিভাবে অ-বক্র উক্তির দ্বারাই কথিত হইয়াছে। সন্ধ্যার অভ্যাগম সম্পর্কে যেটুকু বক্রোক্তি আছে তাহা অকিঞ্চিৎকর। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে আপাততঃ বক্রোক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় সেইখানেও প্রকৃতপক্ষে কোন বক্রোক্তি নাই। যাহা আমাদের কাছে বক্রোক্তি বলিয়া মনে হয় রসসৃষ্টির পক্ষে তাহাই একমাত্র উপায়, যেহেতু রস অলৌকিক এবং লৌকিক জগতে ব্যবহার্য্য ভাষা সেইখানে প্রযুক্ত হইলে তাহা অলৌকিকের স্পর্শ পাইবে এবং এই স্পর্শ হইতেই ব্যঙ্গ্য অর্থ বক্রতা লাভ করে। এইজন্যই বলা যাইতে পারে যে কাব্যের ভাষা বক্র-স্বভাবোক্তি; লৌকিক জগতে যাহা বক্রোক্তি কাব্যের পক্ষে তাহাই স্বভাবোক্তি।

রস ব্যঞ্জনার দ্বারাই লভ্য। কিন্তু ব্যঞ্জনার প্রাধান্য না হইলে রস সম্পূর্ণতঃ লাভ করিতে পারে না। কাব্যে দুইটি অর্থ থাকিলেই ধ্বনি-কাব্যের সৃষ্টি হয় না; রসাভিমুখী অর্থকে মুখ্য হইয়া প্রতিভাত হইতে হইবে। বাচ্য যে অর্থ তাহার চারুত্ব থাকিতে পারে; অর্থাৎ তাহাকে এমন ভাবে সাজান যাইতে পারে যে তাহা অপর কোন অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলেও সুন্দর হইতে পারে। যেমন 'বীরাণাং রমতে'—প্রভৃতিতে নায়িকার কুচযুগের সঙ্গে গজকুম্ভের যে তুলনা করা হইয়াছে তাহার অল্লাধিক সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য তখনই শ্রেষ্ঠ কাব্য হইবে যখন আমরা তাহাকে রসের অঙ্গ বলিয়া মনে করিব। ইহাই অলঙ্কারের উপযোগিতা। অলঙ্কার বাচ্য অর্থ সম্পর্কেই প্রযোজ্য; তাহা কাব্যের দেহের ভূষণ। অলঙ্কারবর্গ তখনই শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ হইয়া থাকে যখন তাহারা প্রতীয়মান রসকে আক্ষিপ্ত করে। যেখানে ব্যঙ্গ্যের স্পর্শ থাকিলেও ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য থাকে না সেই রচনা কাব্য হইলেও ধ্বনির উদাহরণ হইবে না। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্:

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোঽপি রাগাদ্গলিতং ন লক্ষিতম্॥

(অনুবাদ—পৃ. ৫২)

এখানে সূর্য্যাস্তের পর সন্ধ্যার অভ্যাগম বর্ণিত হইয়াছে: ইহাই প্রাথমিক অর্থ, ইহাই বাচ্য এবং প্রধান। ইহা বুঝাইবার জন্য নিশা ও শশীকে নায়িকা ও নায়করূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এই যে শৃঙ্গাররসের আরোপ হইয়াছে ইহা প্রধান নহে, ইহা রাত্রির অভ্যাগমের বর্ণনার অঙ্গ। অর্থাৎ যাহা বাচ্য ইহা

তাহাকেই ঐশ্বর্য্যবান্ করিতেছে। ইহা সমাসোক্তি অলঙ্কারের নিদর্শন। ইহার সঙ্গে যদি 'অত্রান্তরে কুসুমসময়যুগমুপসংহরন্নজ্ৃম্ভত'—প্রভৃতির তুলনা করি তাহা হইলে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারি। এই শেষোক্ত বর্ণনায় মহাকাল শিবের মহিমা ব্যঙ্গ্য এবং ইহা বাচ্য নিসর্গবর্ণনা অপেক্ষা মুখ্যতর।

আর একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলে বিষয়টি স্ফুটতর হইবে :

কিং হাস্যেন ন মে প্রযাস্যসি পুনঃ প্রাপ্তশ্চিরাদ্দর্শনং
কেয়ং নিষ্করুণ প্রবাসরুচিতা কেনাসি দূরীকৃতঃ।
স্বপ্নান্তেষ্বিতি তে বদন্ প্রিয়তমব্যাসক্তকণ্ঠগ্রহো
বুদ্ধা রোদিতি রিক্তবাহুবলয়স্তারং রিপুস্ত্রীজনঃ॥

(অনুবাদ—পৃ. ১০৪)

এখানে কোন চাটুকার বলিতেছেন, "তুমি শত্রু নিধন করিতেছ।" এই নিরলঙ্কার বাক্যে কোন সৌন্দর্য্য নাই। ইহাকে চারুত্ব দান করার জন্য কবি শত্রুললনাদের দুর্দ্দশার কথা বলিতেছেন। ইহা করুণরস এবং করুণরস এখানে বাচ্য। বীরের প্রভাবাতিশয্য এখানে ব্যঙ্গ্য, সেই ব্যঙ্গ্য অর্থকে অলঙ্কৃত করিতেছে করুণরস। কাজেই ইহাও অলঙ্কারেরই উদাহরণ—ধ্বনির নহে। আনন্দবর্দ্ধন ইহার নাম দিয়াছেন রসবদ্ অলঙ্কার। নাম যাহাই হউক, ধ্বনিবাদীদের মূল যুক্তি এই যে, বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ দুইটি পৃথক বস্তু। একটি অপরটিকে আক্ষিপ্ত করে। যেখানে ব্যঙ্গ্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহাই ধ্বনির বিষয়। বস্তু, অলঙ্কার ও রস—এই তিনই ধ্বনিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কার-ধ্বনি রসধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইলে তাহারা শ্রেষ্ঠ কাব্যত্ব লাভ করে। যেখানে বাচ্য প্রাধান্য লাভ করে তাহা ধ্বনি নহে। অলঙ্কারবর্গ বাচ্যেরই অন্তর্গত ; এমন কি রসাদিও যদি ব্যঙ্গ্য বস্তুর উপকরণ হয় তাহা হইলে তাহা অলঙ্কারের পর্য্যায়েই পড়ে।

(৫)

এখন প্রশ্ন এই : বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য, লৌকিক ও অলৌকিক, কাব্য ও দর্শনবিজ্ঞান প্রভৃতির মধ্যে সম্পর্ক কোথায় ? রস কি শুধু আস্বাদস্বরূপ ? যদি তাহাই হয়, তবে তাহার পক্ষে লৌকিক ভাব বা ইতিহাসাদির প্রয়োজন হয় কেন ? আনন্দবর্দ্ধন বাচ্যকে রসসৃষ্টি হইতে একেবারে বাদ দেন নাই। তিনি বাচ্য অর্থকে ব্যঞ্জনার

ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে আলোকার্থী যেমন দীপশিখায় যত্নবান্ হয়েন, ব্যঙ্গ্যার্থ প্রয়াসীও তেমনি বাচ্যের প্রতি অভিনিবেশ করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যার্থকে জানা যায় তেমনি বাচ্যার্থের সাহায্যে ব্যঙ্গ্যকে জানা যায়। যদিও বাক্যার্থের উপলব্ধিতে পদের অর্থ পৃথকভাবে প্রতিভাত হয় না, তবুও বাক্যের অর্থ প্রকাশিত হইলেও পদের অর্থ দূরীভূত হয় না। আলো প্রকাশ করিয়াই প্রদীপশিখা নিবৃত্ত হয় না, সে নিজের অস্তিত্বও জানাইয়া দেয়। বাচ্য ইতিবৃত্তাদি বর্ণনা করে এবং সেই ইতিবৃত্ত কাব্যের শরীর। ব্যঙ্গ্য অর্থ শরীরের অন্তরস্থিত আত্মা। আবার তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে ব্যঙ্গ্য হইতেছে অবয়বসংস্থানাতিরিক্ত দেহলাবণ্য। অন্য উপমার সাহায্যে তিনি বলিয়াছেন যে বাচ্য হইতেছে নিমিত্ত এবং ব্যঙ্গ্য হইতেছে নৈমিত্তিক। বিভাবাদি বাচ্যকে নিমিত্ত করিয়াই নৈমিত্তিক ব্যঙ্গ্য রস প্রতীত হয়।

এই সমস্ত তুলনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্বরূপ স্পষ্ট হয় নাই। টীকাকার অভিনবগুপ্ত রসের আস্বাদময়ত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া বাচ্যার্থকে একটু ছোট করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বাচ্যার্থের নির্ব্বিবাদসিদ্ধত্ব স্বীকার করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থের বিবরণ দিয়াছেন; তাঁহার আলোচনা হইতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন আস্বাদস্বরূপ প্রতীতি বাচ্যনিরপেক্ষ। কিন্তু এই মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে। বিভাবাদি যদি বাচ্য হয় এবং তাহা যদি ব্যঙ্গ্য অর্থের নিমিত্ত হয় তাহা হইলে রস কি বিভাবাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না? নৈমিত্তিক কি নিমিত্ত-নিরপেক্ষ হইতে পারে? শাস্ত্র-ইতিহাসাদি বাচ্য এবং বাচ্য হিসাবে তাহা রসব্যঞ্জনার কারণস্বরূপ; যদি তাই হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক যাহা প্রমাণ করেন, আজ্ঞাশাস্ত্র যাহা প্রচার করিতে চাহে রসপ্রতীতিতে তাহার স্থান কোথায়? যখন আমরা রসে তন্ময় হইয়া থাকি তখন বাচ্যপ্রতীতি কি দূরে থাকে? যখন বাক্যের অর্থের বোধ হয় তখন পদের অর্থের বোধ কি লুপ্ত হইয়া যায়, না তাহা নিমগ্ন থাকিয়া বাক্যার্থকে নিয়ন্ত্রিত করে? আর যদি বাচ্য অর্থ পৃথকভাবে প্রতীত না হয়, তাহা হইলে তাহা তো রসপ্রতীতিরও অঙ্গ। Beauty is Truth ইহা মানিয়া লইতে হয়ত ততটা বাধা নাই, কিন্তু যদি বলি Truth is Beauty, তাহা হইলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সত্য সুন্দরের নিয়ামক।

অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে রসের আস্বাদ পানকরসের আস্বাদের অনুরূপ, কিন্তু পানকরসের আস্বাদ তো মিশ্র আস্বাদ; তাহা গুড়মরিচাদির আস্বাদের দ্বারা সৃষ্ট। আলোক দীপশিখার সৃষ্টি; দীপের শক্তি অনুসারে কি আলোকের তারতম্য হইবে না?

এই প্রসঙ্গে ভট্টনায়কের একটি উক্তি উদ্ধারযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, রসের অভিব্যক্তিও হইতে পারে না। কারণ সহৃদয়ের অনুভবস্থলে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতে সূক্ষ্মরূপে যে শৃঙ্গারাদি থাকে তাহারাই অভিব্যক্ত হয় ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে যে সকল বিষয় এই অভিব্যক্তির উপায় তাহাদের অর্জ্জন বা সম্পাদন ব্যাপারে সামাজিকের প্রবৃত্তির তারতম্য লক্ষিত হইত। তাহা কিন্তু হয় না।" অভিব্যক্তিমাত্রেরই তারতম্য হইয়া থাকে। এই তারতম্য অভিব্যক্তির উপায়ের তারতম্যের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তাহা হইলে, কোন সামাজিক অধিক মাত্রায় রসানুভব কামনা করিলে, তাঁহাকে অধিক পরিমাণে বিভাবাদি অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা কিন্তু করিতে হয় না। সুতরাং ভট্টনায়ক অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিতে পারেন নাই। অভিনবগুপ্ত এই যুক্তির উত্তর দেন নাই। ভাব যদি চিত্তবৃত্তিতে বাসনারূপে নিহিত থাকে এবং তাহা যদি বিভাবাদির দ্বারা উদ্রিক্ত হইয়া রসপ্রতীতি বা রসাভিব্যক্তি আনয়ন করে এবং ইহাই যদি লৌকিক ও অলৌকিকের মধ্যে এক মাত্র সংযোগ-সূত্র হয় তাহা হইলে লৌকিক জীবনে যে যত ভাবের চর্চ্চা করিবে তাহার বা বাসনাসংস্কার তত প্রবল হইবে এবং সে তত বেশী পরিমাণে সহৃদয়ত্ব লাভ করিবে। অর্থাৎ যে যত বেশী ক্রোধী হইবে সে তত রৌদ্ররস আস্বাদন করিতে পারিবে। যোগী শৃঙ্গাররস উপলব্ধি করিতে পারিবেন না এবং লম্পট সামাজিকত্ব লাভ করিবে।

আর একটি দিক্ হইতেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। ভাব কি শুধু অনুভবমূলক প্রবৃত্তি (emotive disposition) না তাহার মধ্যে বুদ্ধিও আছে? শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, কাব্যও চতুর্ব্বর্গ আনয়ন করে; কাব্যের সঙ্গে শাস্ত্রাদির পার্থক্য এই যে আজ্ঞাশাস্ত্র প্রভুসদৃশ বাক্য রচনা করে, ইতিহাসাদির বাক্য মিত্র-সদৃশ এবং কাব্যবাক্য কান্তাসম্মিত। এখানে বাক্যের অর্থের কথা বলা হয় নাই। কাব্যবাক্যের মনোহারিত্ব কি অলঙ্কারের মত বহিরঙ্গ না তাহা কাব্যের প্রাণেরও অঙ্গ? যদি তাই হয় তাহা হইলে এই মনোহারিত্বের বৈশিষ্ট্য এবং শাস্ত্র-ইতিহাসাদির সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট করিতে হইবে। ভাবের মধ্যে যদি বুদ্ধিগ্রাহ্য

মতও অনুপ্রবিষ্ট হয় তাহা হইলে কাব্যের আস্বাদ এবং ইতিহাসের ব্যুৎপত্তি ও শাস্ত্রের আজ্ঞা পরস্পরসম্পৃক্ত হইয়া পড়ে। প্রাচীনেরা নয়টি স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন : রতি, হাস, শোক, উৎসাহ, বিস্ময়, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা ও নির্ব্বেদ। অন্যান্য প্রবৃত্তিগুলিকে যদি বা বিচার-নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, সংসারের প্রতি বৈরাগ্যকে প্রবৃত্তিমাত্র মনে করা কঠিন। জানি না এই জন্যই কিনা প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ নির্ব্বেদকে স্থায়ী ভাব বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এই যুক্তি অন্যান্য ভাব সম্পর্কেও প্রযোজ্য। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। জুগুপ্সা হইতে বীভৎসরসের প্রতীতি হয়। পতিতাবৃত্তি অনেকের হৃদয়ে জুগুপ্সা জাগ্রত করে। কেহ ইহাকে দেখিবেন নীতির দিক দিয়া আর কেহ দেখিবেন অর্থনীতির দিক দিয়া। ইহাদের যে প্রতীতি হইবে তাহা কি বিশুদ্ধ বীভৎস রস, না ইহাদের রসপ্রতীতি নৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য লাভ করিবে? আবার কোন কোন কবি পতিতার জীবনের দুঃখময় দিক্‌টা দেখিবেন, কেহ হয়ত তাহার মধ্যে হাস্যকর বস্তু পাইবেন। ইহাদের যে রসানুভূতি হইবে তাহার মধ্যে হয়ত করুণ-রস ও হাস্যরস থাকিবে। ইহাদের বৈশিষ্ট্য বিচার করিব কোন্ মাপকাঠি দিয়া? শেক্সপীয়রের Doll Tearsheet, হুডের One More Unfortunate এবং এবং বার্নার্ড শ'য়ের Mrs Warren, রবীন্দ্রনাথের পতিতা—লৌকিক জীবনে ইহারা সমগোত্রীয়া। রসলোকে ইহাদের যে বৈষম্য—তাহা কি শুধু ব্যভিচারী ভাব ও অনুভাবের সংযোগের পার্থক্য, না ইহাদের মধ্যে স্রষ্টার নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মত সৃজনী প্রতিভাকে উদ্বোধিত করিয়া স্বীয় ঔচিত্যের দ্বারা বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা না হইলে রসের তাৎপর্য্য বোঝা যাইবে না।

(৬)

এই প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বাচ্য অর্থের স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে পূর্ব্বে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্তসার দিয়া আলোচনা সুরু করিতে হইবে। পুনরুক্তি মার্জ্জনীয়।

বাচ্য অর্থ হইতেছে শব্দের সেই অর্থ যাহা শব্দ উচ্চারণ করিলে সহজেই

আমাদের কাছে প্রতিভাসিত হয়; ইহা শব্দের অবিচলিত, অনৌপাধিক আত্মা। বাক্যস্থিত পদগুলির সহজভাবে অর্থ করিলে এই অর্থ পাওয়া যায়; কাহারও অভিপ্রায়ের উপর ইহা নির্ভর করিবে না। 'নীল' বলিলে সকলের কাছেই নীল বস্তুর নীলত্ব বুঝাইবে, কাহারও কাছে পীতত্ব বুঝাইবে না। বলা বাহুল্য সাধারণ লৌকিক ব্যাপারে শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে লৌকিক জীবনযাত্রা অসম্ভব হইবে,—'গরু' বলিলে কখনও কখনও ঘোড়া বুঝাইবে, কেহ গরম জল চাহিলে ঠাণ্ডা জল পাইবে। ইতিহাসাদি বস্তু ও ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দেয়; ঘটনার অন্তরালে যদি কোন ব্যক্তিগত অনুভব থাকে তাহারও ব্যক্তিনিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করে। সেইজন্য ইতিহাসাদিতেও শব্দের ও শব্দ-রচিত বাক্যের প্রাথমিক অর্থই গৃহীত হইয়া থাকে। গণিত, বিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্র এই বিষয়ে ইতিহাসের সমগোত্রীয়।

দর্শন ও নীতিশাস্ত্র ইতিহাস-বিজ্ঞান হইতে পৃথক; তাহাদের সত্যের মাপকাঠিও ইতিহাস-বিজ্ঞানের মাপকাঠি হইতে স্বতন্ত্র! কিন্তু তাহারাও ব্যক্তিনিরপেক্ষ সার্ব্বজনীন সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করে এবং তাহারা যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি গ্রহণ করে। সেইজন্য একদিকে যেমন আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনে মিশিয়া যাইতেছে তেমনি অন্যদিকে আধুনিক দর্শন বৈজ্ঞানিক রীতিতে লিখিত হইতেছে। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে দর্শনও বাচ্য অর্থকেই আশ্রয় করে। প্লেটো, বের্গসঁ প্রভৃতি দার্শনিকের রচনা ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ; তবু দর্শন হিসাবে বিচার করিবার সময় ব্যঙ্গ্য অর্থকে অগ্রাহ্য করিয়া বাচ্য অর্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সকল সময় তাহা সম্ভব হয় না; সেই কারণে বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা ইঁহাদিগকে খাঁটি দার্শনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। ইঁহারা যে ব্যঙ্গ্য অর্থের বহুল সমাবেশ করিতে পারিয়াছেন তাহারও অন্যতম কারণ এই যে দর্শনের প্রমাণ-প্রয়োগ বিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ-প্রয়োগ অপেক্ষা অনেক শিথিল।

বাচ্য অর্থের আর একটি ক্ষেত্র হইতেছে বিভাবাদির বর্ণনায় ও অলঙ্কারাদির প্রয়োগে। রাম, রাবণ, দুষ্মন্তাদির কার্য্যকলাপ, তাঁহাদের লীলাদি অনুভাব ও হর্ষাদি সঞ্চারী ভাবের বর্ণনাকে কেহ ঐতিহাসিক বর্ণনা বলিবে না। কেহ যদি বলে যে তাহার প্রিয়ার মুখ চন্দ্রসদৃশ তাহা হইলে ইহা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্য বলিয়া কেহ গ্রহণ করিবে না। কিন্তু এই সকল বর্ণনার অভ্যন্তরে

যে ভাব নিহিত রহিয়াছে তাহাকে বাদ দিয়া যদি শুধু এই বর্ণনাগুলিকেই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বর্ণনার বাচ্য অর্থ ছাড়া অন্য অর্থ প্রকাশিত হয় না। এইভাবে বিচার করিলে অলঙ্কার প্রভৃতির উপযোগিতা স্পষ্ট হইবে। যদি তাহারা কাব্যের গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিতে সাহায্য করে তাহা হইলে তাহারা কাব্যে যথাযোগ্য স্থান পাইবে। যদি তাহারাই প্রাধান্য লাভ করে তাহা হইলে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হইবে। এই বিষয়ে অলঙ্কারের সঙ্গে ছন্দের সাদৃশ্য আছে। ছন্দ কাব্যের বাহন, কিন্তু অর্থ অপেক্ষা ছন্দ প্রধান হইলে তাহা কাব্যের গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অলঙ্কার কাব্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে, কিন্তু অলঙ্কারই কাব্য নহে।

অলঙ্কার প্রভৃতি বাচ্য অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হয়। দর্শন ও ইতিহাসেও বাচ্য অর্থই গ্রাহ্য হইয়া থাকে; কিন্তু ইহারা মূলতঃ পৃথক্। অলঙ্কারের সঙ্গে কাব্যের সম্বন্ধ কাব্যের পক্ষে মুখ্যবস্তু নহে। অলঙ্কার ছাড়াও কাব্য রচিত হইতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে অর্থের উপর, অলঙ্করণের উপর নহে। কিন্তু কবির জীবনবেদ বা জীবনদর্শন অর্থেরই অঙ্গ; সুতরাং কাব্যে তাহার স্থান নির্ণয় করিতে হইবে। ইতিবৃত্তসম্পর্কেও সেই কথা খাটে। ইতিবৃত্ত কাব্যের শরীরবিশেষ; তাহা অলঙ্করণ নহে! সুতরাং ইতিবৃত্তও কাব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাচ্য অর্থ শব্দেরই ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু দর্শন ও ইতিহাসে বাচ্য অর্থই প্রধানতঃ গৃহীত হইয়া থাকে সেইজন্য উপচারবলে ইহাদিগকে বাচ্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; বাচ্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ্যের যে সম্পর্ক তাহা শাস্ত্র-ইতিহাসাদির সঙ্গে কাব্যের সম্পর্কের প্রতিরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এবং সেই ভাবেই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

একশ্রেণীর আধুনিক সমালোচকগণ মনে করেন যে কাব্য ও দর্শনের মধ্যে অর্থাৎ বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। সাহিত্য সৃষ্টি করে একক, রূপ-বিশিষ্ট ছবি আর দর্শনে আমরা সর্ব্বজনগ্রাহ্য, রূপহীন তথ্যে উপনীত হই। সেই কারণে সত্যাসত্য বা প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য সম্পর্কে বুদ্ধি যে তর্কবিচার করে তাহা সাহিত্যের পক্ষে গৌণ। সাহিত্যে তর্কবিচার থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ছবির অন্তর্গত। এই মত সর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি পাইয়াছে ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচের রচনায়। ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে দান্তে দার্শনিকতার জন্য বিখ্যাত; সবাই তাঁহাকে দার্শনিক কবি বলিয়া থাকেন। কিন্তু ক্রোচে বলিয়াছেন যে

দান্তের কাব্যে দর্শন বা ধর্ম্মতত্ত্ব থাকিতে পারে ; তবে তাহার সঙ্গে কাব্যের কাব্যত্বের কোন সম্পর্ক নাই। কবির রচনার দার্শনিক মতবাদ লইয়া আলোচনা করা অযৌক্তিক নহে, কবির কাব্যত্ব লইয়া আলোচনা করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এই দুইটি আলোচনা মিশ্রিত করিবার অধিকার কাহারও নাই।

অনেকে আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্তের রচনায় এই মতের সমর্থন পান। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ধ্বনি-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই মতের অতি বিশদ বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

"আজকের দিনের মানুষের কাছে সমাজ-বন্ধন ও সমাজ-ব্যবস্থা খুব বড় হয়ে উঠেছে। এত বড়, যেন মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও সব সৃষ্টির ঐ হচ্ছে চরম লক্ষ্য। যে সৃষ্টি ঐ বন্ধন ও ব্যবস্থার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনও কাজে লাগে না, তার যে কোনও মূল্য আছে, সে কথা ভাবা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়েছে। এ মনোভাব খুব প্রাচীন নয়। গত শ-দেড়েক বছর হ'ল পশ্চিম-ইউরোপের লোকেরা কতকগুলি কলকৌশলকে আয়ত্ত ক'রে মানুষের নিত্য ঘরকন্না ও সমাজ-ব্যবস্থার যে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে—তাতেই এই মনোভাবের জন্ম।···লোকের ভরসা হয়েছে, এই পরিবর্ত্তনশীল সমাজ-ব্যবস্থা একদিন, এবং সে দিন খুব দূর নয়, সমস্ত মানুষকে দুঃখলেশহীন সকল রকম সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী করে দেবে। এবং সংসার ও সমাজ থেকে মানুষের প্রাপ্তির আশা যত বেড়েছে, মানুষের 'তনু মন ধন'-এর উপরে এদের দাবীও তত বেড়েছে।···কবির রসসৃষ্টির শক্তি এই সংসার ও সমাজের মঙ্গলে নিজেকে ব্যয় করে সার্থক হয়, একথা আর অসঙ্গত মনে হয় না।

"প্রাচীন আলঙ্কারিকদের সামনে আশার এই মরীচিকা ছিল না। তখনকার জ্ঞানী লোকেরা জন্মজরামৃত্যুগ্রস্ত সংসারকে মোটের উপর দুঃখময় বলেই জানতেন।··· আজ যদি আমরা সংসারকে দুঃখময় বলতে মনে দুঃখ পাই, তবুও এ কথা কি ক'রে অস্বীকার করা যায় যে, গাছের ফলের কাজ তার মূলকে পরিপুষ্ট করা নয়। কাব্য মানুষের যে সভ্যতাবৃক্ষের ফল, তার মূল মাটি থেকে রস টানে বলেই ও-গাছ অবশ্য বেঁচে থাকে এবং মূল যদি রস টানা বন্ধ করে, তবে ফল ধরাও নিশ্চয় বন্ধ হবে। কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধি-বিপর্য্যয় না ঘটলে মূলের কাজে ফলের কতটা সহায়তা, তা দিয়ে তার দাম যাচাইয়ের কথা কেউ মনে ভাবে না। সেই ফলই কেবল গাছের পুষ্টিসাধন করে যা মুকুলেই ঝ'রে যায়।

"লৌকিক জীবনের উপর যে কাব্যরসের ফল নেই, তা নয়। কিন্তু সে ফল ঐ জীবনের পুষ্টিতে নয়, তা থেকে মানুষের মুক্তিতে। লৌকিক জীবনের লৌকিকত্বকে কাব্যরসের অলৌকিক ধারায় অভিসিঞ্চিত ক'রে।···

"···কবি কীটস্ সত্য ও সুন্দরের যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে এই বৈজ্ঞানিক যুগের কবিপ্রতিনিধি হিসাবে। নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে এ সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে, সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান। বস্তু-নিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তুকে সত্য দৃষ্টিতে দেখার উপর রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। রস ও সত্যের সত্য-সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে, বৈজ্ঞানিক মায়ায়। কবি রসের ছলে উপদেশ দেন একথা যেমন অযথার্থ, কাব্য রসের সাজে সত্যকে প্রকাশ করে, এও তেমনি অসত্য। শিল্পী তার মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে পাথরকে প্রকাশ করে, এ কথা কেউ বলে না।"

প্রসঙ্গান্তরে তিনি বলিয়াছেন :

"কাব্য লোককে কৃত্যে প্রবৃত্তি ও অকৃত্যে নিবৃত্তি দেয়। কাব্য পাঠককে উপদেশ করে, 'রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ',··· তবে এ উপদেশ নীরস শাস্ত্র-বাক্যের উপদেশ নয়···কান্তার উপদেশের মত সরস, অর্থাৎ অম্ল-মধুর উপদেশ।

"কাব্য-রসের এই ফলশ্রুতি আলঙ্কারিকদের মনের কথা নয়, সমাজ ও সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপোসের কথা, তার প্রমাণ, ও সব কথা তাঁদের গ্রন্থারম্ভেই আছে, গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে তাদের লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া যায় না।"

(৭)

উল্লিখিত মতের বিচারের প্রারম্ভেই বলা দরকার যে এই কথা সত্য নহে যে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শুধু আপোসে গ্রন্থারম্ভে চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যকে অলৌকিক বলিয়া স্বীকার করিলেও এবং কান্তাসম্মিত কাব্যের সঙ্গে প্রভুসম্মিত শাস্ত্র ও মিত্রসদৃশ ইতিহাসাদির পার্থক্য মানিয়া লইলেও কাব্য মনন-নিরপেক্ষ অথবা লৌকিক জীবনে তাহার ফল নাই এই কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা একাধিকবার বলিয়াছেন, কাব্য প্রীতিপূর্ব্বক ব্যুৎপত্তি আনয়ন করে, ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিকালে বাচ্যপ্রতীতি বিনষ্ট হয় না। সুতরাং যে দার্শনিক মত বাচ্যের অন্তর্গত তাহাও ব্যঙ্গ্যপ্রতীতির মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে।

তাঁহারা ভাবের রসীকরণের কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু আমরা যেমন ভাবকে নিছক ইমোশন্ বা অনুভব বলিয়া গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি, তাঁহারা সেইরূপ মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। বরং মনে হয় তাঁহাদের কাছে ভাব ছিল ইমোশন্ ও আইডিয়া, অনুভব ও চিন্তনের সম্মিশ্র পদার্থ। তাঁহারা যে ভাবে ঔচিত্যের বিচার করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে তাঁহারা ভাব বলিতে যাহা বুঝিতেন তাহা নিছক অনুভব মাত্র নহে, সত্যাসত্য, নীতি-দুর্নীতি সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত রসের ঔচিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। তাহা না হইলে তাঁহারা বিশেষ গুণসম্পন্ন নায়ক সৃষ্টি করার নির্দ্দেশ দিতেন কি না সন্দেহ। শুধু তাহাই নহে। 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্দবর্দ্ধন মহাভারত-কাব্যের বিচার করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে ইহার মধ্যে বৈরাগ্যজনন-তাৎপর্য্যরূপ শাস্ত্র-কথাই বিবৃত হইয়াছে ; ইহার বর্ণনীয় বিষয় হইল মোক্ষলক্ষণ পুরুষার্থ ও শান্তরস। টীকায় অভিনব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যাহা শাস্ত্রনয়ে 'মোক্ষ' নামক পুরুষার্থ তাহাই চমৎকারযুক্ত হইয়া কাব্যে শান্তরস বলিয়া কথিত হয়। "কাব্য রসের সাজে সত্যকে প্রকাশ করে"—শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই মতকে অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহা কি আনন্দবর্দ্ধন-অভিনবগুপ্তের মত হইতে খুব বেশী দূরবর্ত্তী ?

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দর্শন ও কাব্যের এবং লৌকিক ও অলৌকিকের সমন্বয়ের যে চেষ্টার কথা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন তাহা মোটেই আধুনিক নহে। দান্তের কাব্যের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ধর্ম্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবেই গ্রীসদেশে নাটকের উদ্ভব হয় এবং মধ্য যুগেও গীর্জ্জার অঙ্গনেই নাটক জন্মলাভ করে। বরং রেনেসাঁসের ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মস্থাপনের পর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে স্রোত ইউরোপে প্রবাহিত হয় তাহার ফলেই ক্রমে কাব্যকে সর্ব্বজনগ্রাহ্য সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্যক্তির অনুভবের প্রকাশমাত্র বলিয়া প্রচার করা হয়। সমালোচকরা যাহাই বলুন, সাহিত্য কিন্তু কবিমনের সমগ্রতারই পরিচয় দেয়। শেক্সপীয়রের কথাই ধরা যাক্। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন যে রস-সৃষ্টির যেখানে চরম অভিব্যক্তি, সেখানে কবির সামাজিকতা ঢাকা পড়িয়া যায়, যেমন শেক্সপীয়রের নাটকে। সামাজিকতাকে ঢাকিয়া তিনি যে রসের আস্বাদ করিয়াছেন তাহার স্বরূপ তিনি প্রকাশ করেন নাই। ক্রোচে সেই চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টা তেমন সার্থক হয় নাই। যাঁহাদের রসোপলব্ধি অনস্বীকার্য্য—

যেমন কোল্‌রিজ বা ব্রাডলি—তাঁহাদের আলোচনা পড়িলে দেখা যায় যে শেক্সপীয়রের মধ্যে তাঁহারা যে রসের সন্ধান পাইয়াছেন তাহা শুধু অনুভবের প্রকাশ নহে, সেই অনুভবের সঙ্গে সত্য ও শিব সম্পর্কে কতকগুলি তত্ত্বও জড়িত হইয়া আছে। যে ভাব সেখানে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা শুধু ইমোশন নহে, আইডিয়াও।

অপর একটি বিষয়েও এই সকল সমালোচকেবা একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়ে। তাহা হইতেছে সাহিত্যের উপাদান সম্পর্কে। কবি সৃষ্টি করেন শব্দার্থের সাহায্যে, চিত্রকর গ্রহণ করেন রং ও তূলিকা, ভাস্কর যান পাথরের সন্ধানে। এই সব বস্তু উপাদান বা material। আবার ইহারা সবাই কোন সত্যের উপলব্ধির দ্বারা উদ্বোধিত হয়েন। তাহাও উপাদান বা material। একই শব্দ ব্যবহৃত হইলেও, এই দুই বস্তু যে এক নহে তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ উপরে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের যে মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা পড়িলে দেখা যাইবে এই দুইটির পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি অবহিত নহেন। পাথর, শব্দ বা রঞ্জনদ্রব্য শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে কিনা সেই প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। কিন্তু যদিও কেহ এই কথা বলিবে না যে শিল্পী মূর্তির মধ্য দিয়া পাথরকে প্রকাশ করেন, তবুও একথা বলিলে দোষ হইবে না যে তিনি তাহার মধ্য দিয়া ভাব বা আইডিয়াকে রূপ দান করেন।

আর একটি মিথ্যা ধারণারও নিরসন করা প্রয়োজন। ক্রোচে বলিয়াছেন যে, সাহিত্যে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব নিরর্থক, কারণ সাহিত্য প্রমাণশাস্ত্র নহে। কিন্তু সত্যের কোন অবিচলিত মাপকাঠি নাই। গণিতে প্রমাণের যে মানদণ্ড উপস্থাপিত হয় তাহা বিজ্ঞানে গ্রহণ করা হয় বটে, কিন্তু ইতিহাস বা দর্শনে তাহা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া ইতিহাস বা দর্শন মিথ্যা নহে। নিউটন যে ভাবে তাঁহার মতবাদ প্রমাণ করিয়াছেন, কাণ্ট যে ভাবে করেন নাই। কিন্তু তাহার জন্য কাণ্টের দর্শনের সত্যত্ব নষ্ট হইয়া যায় নাই। আজ নিউটনের বিজ্ঞান কতটা চালু আছে তাহা বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন, কিন্তু কাণ্টদর্শন অচল হইয়া যায় নাই। দর্শন, ইতিহাস বা বিজ্ঞান—ইহাদের কোনটির মানদণ্ডই সাহিত্য গ্রহণ করে না। কিন্তু সাহিত্যে সত্যমিথ্যার দ্বন্দ্ব অচল বা অর্থহীন এইরূপ বলা যায় না। শেক্স্‌পীয়র যে আমাদের ভাল লাগে তাহার অন্যতম কারণ এই যে তাহার কথা খুব সত্য বলিয়া মনে হয়। আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত স্বীকার করিয়াছেন যে ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণপরম্পরা

কাব্যে প্রযোজ্য নহে। কিন্তু কাব্য সত্যাসত্য সম্পর্কে একেবারে উদাসীন নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাঁহাদের ঔচিত্যবিচারের মধ্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন যে বস্তুকে সত্যদৃষ্টিতে দেখার উপর রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। এই 'অনেকটা' যে কতটা তাহা তিনি বিচার করেন নাই। যদি সাহিত্যের সত্যনির্ভরতাই মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহার অপর মত—রসের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করা কাব্যের কাজ নহে—অচল হইয়া পড়ে।

(৮)

এখন প্রশ্ন এই : সাহিত্যের স্বরূপের সন্ধান কেমন করিয়া করিব? ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্য প্রতীতিই হউক, অভিব্যক্তিই হউক, আর উৎপত্তিই হউক, তাহার মধ্যে এমন একটা বস্তু থাকে যাহার প্রকাশ, উদ্ভব বা আস্বাদন হয়। এই বস্তু সকল পক্ষেই অপরিহার্য্য। ইহাকে ভাব বলা যাইতে পারে। ইহা কাব্য হইতে কাব্যান্তরে বৈচিত্র্য লাভ করে; ইহাকে আট বা নয় বা অন্য কোন সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত নহে। ইহার প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা নিছক ইমোশন বা অনুভব নহে, নিছক আইডিয়া বা চিন্তাও নহে, ইহাকে বৃক্ষের ফলমূলের সঙ্গে তুলনা করাও উচিত নহে, কারণ বৃক্ষ ফল বা মূলের অভিব্যক্তি নহে। ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, কবি ইহাকে স্বীয় চিত্তবৃত্তিতে উপলব্ধি করেন এবং সেই উপলব্ধির মধ্য দিয়া ইহা সাধারণীকৃত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহিরের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে কবির হৃদয়স্থিত ভাব রসে পরিণত হয়। প্রাচীন পারিভাষিক শব্দ ছাড়িয়া সহজ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, কবি যে সত্যকে কাব্যে প্রকাশ করেন তাহা অপরের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ইহাকে তিনি বিশেষভাবে নিজের বলিয়াই উপলব্ধি করেন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক স্বীয় মননশক্তির বলে নানা সত্যে উপনীত হয়েন, কিন্তু তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিকের, এই মমত্ব-বোধ নাই। ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিকের মত নিরপেক্ষ হইতে পারেন না বলিয়া ইতিহাস অংশতঃ আর্ট বা শিল্পকলার পর্য্যায়ে পরিগণিত হয়।

সাহিত্যিক ভাবগুলিকে এমন ভাবে অনুভব করেন যে ইহারা প্রাণবন্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। অশরীরী অনুভব ও তত্ত্ব হস্তপদবিশিষ্ট হইয়া সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। কবিকর্ম্মের বোধ হয় ইহাই প্রধান লক্ষণ। কিন্তু এ কথা

বলিলে চলিবে না যে ইহাই কাব্য-বিচারের একমাত্র মানদণ্ড; ইহা আবশ্যিক কিন্তু একক নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে এক কবি হইতে অপর কবির পার্থক্য করা সম্ভব হইত না। রূপ দেওয়ার শক্তি না থাকিলে কেহ কবি হইতে পারিবে না। কিন্তু অন্যফলনিরপেক্ষত্ব-বাদীদের মতে, এই শক্তি থাকিলে কবিকর্ম্ম সম্পূর্ণ হইয়া গেল; আর কিছু বলিবার থাকিল না। ইহা মানিয়া লইলে কাব্য-বিচার প্রারম্ভেই বাধিত হইয়া যায়। ক্রোচে এই সমস্যা এড়াইতে চাহিয়াছেন এই বলিয়া যে কাব্যে কাব্যে পার্থক্য হইল পরিমাণাত্মক (quantitative), প্রকৃতিমূলক (qualitative) নহে। তাহা হইলে সাহিত্যের আস্বাদ ও বিচার শুধু ছবির তালিকা রচনায় পর্য্যবসিত হইবে। ক্রোচে ও ক্রোচেপন্থীদের সমালোচনা পড়িলে অনেক সময় এই সন্দেহই মনে জাগ্রত হয়। তাঁহারা কোন চিত্র বিশ্লেষণ করিতে ভয় পান, পাছে এই বিশ্লেষণের ফলে কোন তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়ে, কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের মতবাদকে রক্ষা করা যাইবে না। 'রসগঙ্গাধর'-রচয়িতা আচার্য্য জগন্নাথ রসকে ভগ্নাবরণচৈতন্য বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন। ইঁহারা আবরণ অতিক্রম করিয়া চৈতন্যে পঁহুছাইতে পারেন না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কাব্যে কাব্যে, কবিতে কবিতে যে প্রভেদ তাহা প্রকৃতিমূলক (qualitative), পরিমাণাত্মক (quantitative) নহে। আমি যদি বলি যে The Rape of the Look সার্থক কবিতা কিন্তু তাহা Hamlet হইতে নিকৃষ্ট তাহা হইলে ইহা বুঝাইবে না যে Hamlet-নাটকে চরিত্র বা চিত্র বা অলঙ্কারের সংখ্যা বেশী! তাহা হইলে ইহাই বোঝা যাইবে যে Hamlet নাটকের চরিত্র অধিকতর জটিল, তাহার মধ্যে যে অনুভব-শক্তির প্রকাশ হইয়াছে তাহা তীব্রতর এবং তাহা যে জীবনবেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত তাহা গভীরতর ও ব্যাপকতর।

(৯)

ধ্বনি-তত্ত্ব সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। 'সমালোচনা সাহিত্য'-গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "ব্যঞ্জনা একটী মাত্র শ্লোকে সীমাবদ্ধ ও প্রকাশভঙ্গী-বৈচিত্র্যের হেতুরূপে অলংকার-ধ্বনির পর্য্যায়ভুক্ত মনে হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি যাহাতে মনে হইতে পারে যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব,

শকুন্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি দীর্ঘ রচনার সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত রসবৈশিষ্ট্যটী সমালোচকের চিত্তে প্রতিভাত হইয়াছিল ? প্রত্যেকটী রেখার টান, বর্ণনানুরঞ্জনের সূক্ষ্মতম অনুমিশ্রণ যে কেন্দ্রীয় ভাবানুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতনতা, কাব্যরসের সামগ্রিক বিচার সম্বন্ধে আগ্রহ কি প্রাচীন সমালোচনারীতিতে লক্ষ্য করা যায় ?···

"এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয় তাহা এই যে যদিও প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ধ্বনি গা ব্যঞ্জনাকে কাব্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়া একটি মৌলিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তথাপি এই ব্যঞ্জনার চরম-শক্তির পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ব্যঞ্জনার ক্রিয়া কাব্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে উদাহৃত, সমগ্র কাব্যদেহ-পরিব্যাপ্ত নহে। যাহাকে বলা হয় atmosphere বা সামগ্রিক ভাবাবহ, কাব্যালোচনায় তাঁহাদের দৃষ্টি সেই পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।···

"সাধারণীকরণ সংস্কৃত সাহিত্যের একটি চমকপ্রদ মৌলিক আবিষ্ক্রিয়া।··· কিন্তু কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে কবি-প্রতিভার দ্বারা এই সাধারণীকরণ নিষ্পন্ন হইয়াছে কিনা তাহার অভ্রান্ত মানদণ্ড ইঁহাদের আয়ত্তাধীন ছিল কিনা সন্দেহ। ···পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপরিণত, প্রতি শিরাস্নায়ু তন্ত্রীজালে সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধ ব্যক্তিত্ব রহস্যের স্বচ্ছদর্পণে যে সার্ব্বভৌম ব্যঞ্জনা আভাসিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্যে সেরূপ কোন প্রতিবিম্বন দেখা যায় না। এখানে সাধারণীকরণের ভিত্তি অপরিণত ব্যক্তিত্বের উপর শ্রেণীদ্যোতক ব্যঞ্জনার আরোপ।"

আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোক লইয়া তাঁহাদের বিচার করিয়া ধ্বনি-তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; বোধ হয় তাঁহারা দেখাইতে চাহেন যে, যে-রস সর্ব্বব্যাপী তাহা প্রত্যেক শ্লোকে এমন কি তাহার উপসর্গ, প্রত্যয়ে প্রকাশিত হইবে। ইঁহারা শ্লোক এবং শ্লোকাংশ হইতে সমগ্র কাব্যের বিচার উপনীত হইতে যে একেবারে চেষ্টা করেন নাই তাহা নহে। অনেক জায়গায় তাঁহারা কাব্যের গঠন-বিধি এবং চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। 'ধ্বন্যালোক'-গ্রন্থের চতুর্থ উদ্দ্যোতে আনন্দবর্দ্ধন রামায়ণ ও মহাভারতের সামগ্রিক বিচার করিয়াছেন ; তাঁহার মতে, এই দুই গ্রন্থ প্রধানতঃ দুইটি বিশিষ্ট রসের প্রকাশ। সমুদ্রলঙ্ঘন, যুদ্ধবিগ্রহাদি অন্য যাহা কিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহা অঙ্গী রসের অন্তর্ভূত। এই বিচার সার্থক হইয়াছে কিনা সেই সম্পর্কে তর্ক উপস্থাপিত হইতে

পারে, কিন্তু তিনি রসকে যে atmosphere বা সামগ্রিক ভাবাবহে পরিব্যাপ্ত করিতে চাহিয়াছেন সেই সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

অবশ্য ইহা সত্ত্বেও ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যে অসম্পূর্ণতা দোষের কথা বলিয়াছেন তাহা আংশিকভাবে স্বীকার করিতে হইবে। তিনি এই অসম্পূর্ণতার যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহার আলোচনা না করিয়া বিষয়টিকে অন্যভাবেও বিচার করা যাইতে পারে। প্রত্যেকটি কাব্য একটি একক, সমগ্র পদার্থ। সেই হিসাবে প্রত্যেকটি কাব্যই একটি ভাবের প্রকাশ। কিন্তু আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত ভরতের রস-বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন নয়টি স্থায়ী ভাব, তাহার অধীনে কতকগুলি সঞ্চারী ভাব। ইহাদের বিভাগ, উপ-বিভাগ করিয়া নানারূপ কাব্যের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের আদর্শে তাঁহারাও ধ্বনির নানাপ্রকার চুলচেরা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন! ধ্বনি, ভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সমন্বয়ে সংখ্যাতীত কাব্যপ্রকারের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সৃষ্টি কবির সৃষ্টি নহে, সমালোচকের পরিকল্পনা ; সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এই পরিকল্পনা অনুসারে কাব্যকে সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। মনে হয় তাঁহাদের কাছে সূত্র আসিয়াছে আগে এবং তাহার পশ্চাতে আসিয়াছে কাব্য। স্থায়ী ভাব আটটি বা নয়টি থাকিতে পারে। ধ্বনি প্রধানতঃ দুইটি থাকিতে পারে। যদৃচ্ছাক্রমে ইহাদের প্রভেদ ও উপ-প্রভেদগুলিকে বাড়ান-কমান যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রত্যেক কাব্যের ব্যঞ্জনা একান্তভাবে স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কোন পূর্ব্বস্বীকৃত ধ্বনি, অলঙ্কার বা রীতির উদাহরণ মাত্র নহে। এই যে একান্ত স্বতন্ত্র 'ভাব' ইহা প্রধানতঃ চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, কারণ প্রজাপতির মত কবিও প্রজা সৃষ্টি করেন। তাহা অলঙ্কার, অনুভাব, শব্দপ্রয়োগ প্রভৃতি সমস্ত বস্তুর মধ্যেই প্রতিফলিত হইবে, কিন্তু তাহার প্রধান লক্ষণ তাহার অনন্যতা ও সমগ্রতা। ভরতের সূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য আনন্দ-বর্দ্ধন ও অভিনবগুপ্ত কবির সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ছোট করিয়া দেখিয়াছেন এবং সেইজন্য তাঁহারা বিচ্ছিন্ন শ্লোকের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অবশ্য তাঁহাদের সাহিত্য-বিচারের যে অসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখ করা হইল তাঁহাদের কৃতিত্বের তুলনায় তাহা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর। লৌকিক জগৎ ও অলৌকিক রসলোকের সম্পর্ক, বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং সাধারণীকরণ বা হৃদয়-সংবাদ--তাঁহারা এই সব তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা কাব্যজগতে বস্তুতঃই

'লোচন'-স্বরূপ; বিবুধজনের উদ্যানে তাহার মহিমা 'কল্পতরুসমান'। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছেন, "সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য-বিচারের মধ্যে যে আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শিতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার সহিত তুলনায় গ্রীক্ সমালোচনাকে অনেকটা তথ্যপ্রধান ও বহিরঙ্গমূলক বলিয়া মনে হয়। এমন কি আধুনিক সাহিত্য-বিচারে যে পরিণত অন্তর্মুখিতা তাহারও সহিত ইহা সমকক্ষতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে। কাব্য-সৌন্দর্যের স্বরূপ সন্ধানে ইহা যেরূপ বিশ্লেষণের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে অবতরণ করিয়াছে, অনুভূতির আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে সৃষ্টিরহস্যের মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, চরম সত্য আবিষ্কারের প্রেরণায় পূর্ব্বতন সিদ্ধান্তকে 'এহ বাহ্য' বলিয়া অতিক্রম করিয়া দুর্গম-তর পথে পদক্ষেপে সাহসী হইয়াছে তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে বিরল।"

প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলিকাতা
ফাল্গুন ১৩৫৭

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

ধ্বন্যালোক ও লোচন

শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনাচার্য্যপ্রণীতো

ধ্বন্যালোকঃ

শ্রীনৃহরয়ে নমঃ—

স্বেচ্ছাকেসরিণঃ স্বচ্ছস্বচ্ছায়ায়াসিতেন্দবঃ।
ত্রায়ন্তাং বো মধুরিপোঃ প্রপন্নার্তিচ্ছিদো নখাঃ॥

লোচনম্

ভট্টেন্দুরাজচরণাব্জকৃতাধিবাস-
হৃদ্যশ্রুতোঽভিনবগুপ্তপদাভিধোঽহম্।
যৎকিঞ্চিদপ্যনুরণন্ স্ফুটয়ামি কাব্যা-
লোকং স্বলোচননিয়োজনয়া জনস্য॥

স্বয়মব্যুচ্ছিন্নপরমেশ্বরনমস্কারসম্পত্তিচরিতার্থোঽপি ব্যাখ্যাতৃশ্রোতৄণামবিঘ্নেনাভীষ্ট-ব্যাখ্যাশ্রবণলক্ষণফলসম্পত্তয়ে সমুচিতাশীঃপ্রকটনদ্বারেণ পরমেশ্বরসাংমুখ্যং করোতি বৃত্তিকারঃ—স্বেচ্ছেতি।

মধুরিপোর্নখাঃ বো যুষ্মান্ ব্যাখ্যাতৃশ্রোতৄং স্ত্রায়ন্তাম্, তেষামেব সম্বোধনযোগ্যত্বাৎ; সম্বোধনসারো হি যুষ্মদর্থঃ। ত্রাণং চাভীষ্টলাভং প্রতি সাহায্যকাচরণং তচ্চ তৎপ্রতিদ্বন্দ্বিবিঘ্নাপসারণাদিনা ভবতীতি। ইয়দত্র ত্রাণং বিবক্ষিতম্; নিত্যোদ্যোগিনশ্চ ভগবতোঽসম্মোহাধ্যবসায়যোগিত্বেনোৎসাহপ্রতীতের্বীররসো ধ্বন্যতে, নখানাং প্রহরণত্বেন প্রহরণেন চ রক্ষণে কর্তব্যে নখানামব্যতিরিক্তত্বেন করণত্বাৎ সাতিশয়-

কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাতপূর্ব্ব
স্তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহুস্তমন্যে।

শক্তিতা কর্ত্তৃত্বেন সূচিতা, ধ্বনিতশ্চ পরমেশ্বরস্য ব্যতিরিক্তকরণাপেক্ষাবিরহঃ, মধুরিপোরিত্যনেন তস্য সদৈব জগৎত্রাসাপসারণোদ্যম উক্তঃ। কীদৃশস্য মধুরিপোঃ? স্বেচ্ছয়া কেসরিণঃ, ন তু কর্ম্মপারতন্ত্র্যেণ, নাপ্যন্যদীয়েচ্ছয়া, অপি তু বিশিষ্টদানবহননোচিততথাবিধেচ্ছাপরিগ্রহৌচিত্যাদেব স্বীকৃতসিংহরূপস্যেত্যর্থঃ, কীদৃশা নখাঃ? প্রপন্নানামার্ত্তিং যে ছিন্দন্তি; নখানাং হি ছেদকত্বমুচিতম্; আর্ত্তেঃ পুনশ্ছেদ্যত্বং নখান্ প্রত্যসম্ভাবনীয়মপি তদীয়ানাং নখানাং স্বেচ্ছানির্ম্মাণৌচিত্যাৎ সম্ভাব্যত এবেতি ভাবঃ। অথবা ত্রিজগৎকণ্টকো হিরণ্যকশিপু র্বিশ্বস্যোৎক্লেশকর ইতি স এব বস্তুতঃ প্রপন্নানাং ভগবদেকশরণানাং জনানামার্ত্তিকারিত্বান্মূর্ত্তৈবার্ত্তিস্তং বিনাশয়দ্ভিরার্ত্তিরেবোচ্ছিন্না ভবতীতি পরমেশ্বরস্য তস্যামপ্যবস্থায়াং পরমকারুণিকত্বমুক্তম্, কিঞ্চ তে নখাঃ স্বচ্ছেন স্বচ্ছতাগুণেন নৈর্ম্মল্যেন; স্বচ্ছমৃদুপ্রভৃতয়ো হি মুখ্যতয়া ভাববৃত্তয় এব; স্বচ্ছায়য়া চ বক্রহৃদ্যরূপয়াঽহকৃত্যাঽহয়াসিতঃ খেদিত ইন্দুর্যৈঃ। অত্রার্থশক্তিমূলেন ধ্বনিনা বালচন্দ্রত্বং ধ্বন্যতে, আয়াসনেন তৎ সন্নিধৌ চন্দ্রস্য বিচ্ছায়ত্বপ্রতীতিরহৃদ্যত্বপ্রতীতিশ্চ ধ্বন্যতে, আয়াসকারিত্বং চ নখানাং সুপ্রসিদ্ধম্; নরহরিনখানাং তচ্চ লোকোত্তরেণ রূপেণ প্রতিপাদিতম্, কিঞ্চ তদীয়াং স্বচ্ছতাং কুটিলিমানং চাবলোক্য বালচন্দ্রঃ স্বাত্মনি খেদমনুভবতি; তুল্যেঽপি স্বচ্ছকুটিলাকারযোগেঽমী প্রপন্নার্ত্তিনিবারণকুশলাঃ; ন ত্বহমিতি ব্যতিরেকালঙ্কারোঽপি ধ্বনিতঃ; কিঞ্চাহং পূর্ব্বমেক এবাসাধারণবৈশদ্যহৃদ্যাকারযোগাৎ সমস্তজনাভিলষণীয়তাভাজনমভবম্, অদ্য পুনরেবংবিধা নখাঃ দশ বালচন্দ্রাকারাঃ সন্তাপার্ত্তিচ্ছেদকুশলাশ্চেতি তানেব লোকো বালেন্দুবহুমানেন পশ্যতি, ন তু মামিত্যাকলয়ন্ বালেন্দুরবিরতমায়াসমনুভবতীবেত্যুৎপ্রেক্ষাপহ্নুতিধ্বনিরপি, এবং বস্ত্বলঙ্কাররসভেদেন ত্রিধা ধ্বনিরত্র শ্লোকে অস্মদ্গুরুভির্ব্যাখ্যাতঃ।

অথ প্রাধান্যেনাভিধেয়স্বরূপমভিদধদপ্রধানতয়া প্রয়োজনপ্রয়োজনং তৎসম্বন্ধং প্রয়োজনং চ সামর্থ্যাৎ প্রকটয়ন্নাদিবাক্যমাহ কাব্যস্যাত্মেতি। কাব্যাত্মশব্দসংনিধানাদ্ বুধশব্দোঽত্র কাব্যাত্মাববোধনিমিত্তক ইত্যভিপ্রায়েণ বিবৃণোতি কাব্যতত্ত্ববিদ্ভিরিতি। আত্মশব্দস্য তত্ত্বশব্দেনার্থং বিবৃণ্বানঃ সারত্বমপরশাব্দবৈলক্ষণ্যকারিত্বং চ দর্শয়তি। ইতিশব্দঃ স্বরূপপরত্বং ধ্বনিশব্দস্যাচষ্টে, তদর্থস্য বিবাদাস্পদীভূততয়া নিশ্চয়া-

কেচিদ্বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ং
তেন ব্রূমঃ সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপম্ ॥ ১ ॥

বুধৈঃ কাব্যতত্ত্ববিদ্ভিঃ, কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি সংজ্ঞিতঃ, পরম্পরয়া যঃ সমাম্নাতপূর্ব্বঃ সম্যক্ আ সমন্তাদ্ ম্নাতঃ প্রকটিতঃ, তস্য সহৃদয়জনমনঃ প্রকাশমানস্যাপ্যভাবমন্যে জগদুঃ।

লোচনম্

ভাবেনার্থত্বাযোগাৎ। এতদ্ বিবৃণোতি—সংজ্ঞিত ইতি। বস্তুতস্তু ন তৎসংজ্ঞামাত্রেণোক্তম্, অপি ত্বস্ত্যেব ধ্বনিশব্দবাচ্যং প্রত্যুত সমস্তসারভূতম্। ন হ্যন্যথা বুধাস্তাদৃশমামনেয়ুরিত্যভিপ্রায়েণ বিবৃণোতি—তস্য সহৃদয়েত্যাদিনা। এবং তু যুক্ততরম্—ইতিশব্দো ভিন্নক্রমো বাক্যার্থপরামর্শকঃ, ধ্বনিলক্ষণোঽর্থঃ কাব্যস্যাত্মেতি যঃ সমাম্নাত ইতি। শব্দপদার্থকত্বে হি ধ্বনিসংজ্ঞিতোঽর্থ ইতি কা সংগতিঃ? এবং হি ধ্বনিশব্দঃ কাব্যস্যাত্মেত্যুক্তং ভবেদ্, গবিত্যয়মাহেতি যথা। ন চ বিপ্রপত্তিস্থানমসদেব, প্রত্যুত সত্যেব ধর্ম্মিণি ধর্ম্মমাত্রকৃতা বিপ্রতিপত্তিরিত্যলমপ্রস্তুতেন ভূয়সা স্বহৃদয়জনোদ্বেজনেন। বুধস্যৈকস্য প্রামাদিকমপি তথাভিধানং স্যাৎ, ন তু ভূয়সাং তদ্যুক্তম্। তেন বুধৈরিতি বহুবচনম্। তদেব ব্যাচষ্টে—পরম্পরয়েতি। অবিচ্ছিন্নেন প্রবাহেণ তৈরেতদুক্তং বিনাঽপি বিশিষ্টপুস্তকেষু বিনিবেশনাদিত্যভিপ্রায়ঃ। ন চ বুধা ভূয়াংসোঽনাদরণীয়ং বস্তু.াদরেণোপদিশেয়ুঃ, এতত্ত্বাদরেণোপদিষ্টম্। তদাহ—সম্যগাম্নাতপূর্ব্ব ইতি। পূর্ব্বগ্রহণেনেদম্প্রথমতা নাত্র সম্ভাব্যত ইত্যাহ, ব্যাচষ্টে চ—সম্যগাসমন্তাদ্ ম্নাতঃ প্রকটিত ইত্যনেন। তস্যেতি। যস্যাধিগমায় প্রত্যুত যতনীয়ং, কা তত্রাভাবসম্ভাবনা। অতঃ কিং কুর্ম্মঃ, অপারং মৌর্খ্যমভাববাদিনামিতি ভাবঃ। ন চাস্মাভিরভাববাদিনাং বিকল্পাঃ শ্রুতাঃ, কিন্তু সম্ভাব্য দূষয়িষ্যন্তে, অতঃ পরোক্ষত্বম্। ন চ ভবিষ্যদ্বস্তু দূষয়িতুং যুক্তম্, অনুৎপন্নত্বাদেব। তদপি বুদ্ধ্যারোপিতং দূষ্যত ইতি চেৎ; বুদ্ধ্যারোপিতত্বাদেব ভবিষ্যত্ত্বহানিঃ। অতো ভূতকালোন্মেষাৎ পারোক্ষ্যাদ্বিশিষ্টাদ্যতনত্বপ্রতিভানাভাবাচ্চ লিটা প্রয়োগঃ কৃতঃ জগদুরিতি। তদ্ব্যাখ্যানায়ৈব সম্ভাব্য দূষণং প্রকটয়িষ্যতি। সম্ভাবনাঽপি নেয়মসম্ভবতো যুক্তা, অপি তু সম্ভবত এব, অন্যথা সম্ভাবনানামপর্যবসানং স্যাৎ দূষণানাং চ। অতঃ সম্ভাবনামভিধাস্যমাণাং সমর্থয়িতুং পূর্ব্বং সম্ভবন্তীত্যাহ।

তদভাববাদিনাং চামী বিকল্পাঃ সংভবন্তি তত্র কেচিদাচক্ষীরন্

লোচনম্

সম্ভাব্যন্ত ইতি তূচ্যমানং পুনরুক্তার্থমেব স্যাৎ। ন চ সম্ভবস্যাপি সম্ভাবনা, অপি তু বর্ত্তমানতৈব স্ফুটেতি বর্ত্তমানেনৈব নির্দ্দেশঃ। ননু চ সম্ভবদ্বস্তুমূলয়া সম্ভাবনয়া যৎ সম্ভাবিতং তদ্দূষয়িতুমশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিকল্পা ইতি। ন তু বস্তু সম্ভবতি তাদৃক্ যত ইয়ং সম্ভাবনা, অপি তু বিকল্পা এব। তে চ তত্ত্বাববোধবন্ধ্যতয়া স্ফুরেয়ুরপি, অত এব 'আচক্ষীরন্' ইত্যাদয়োঽত্র সম্ভাবনাবিষয়া লিঙ্‌প্রয়োগা অতীতপরমার্থে পর্য্যবস্যন্তি। যথা।

যদি নামাস্য কায়স্য যদন্তস্তদ্বহির্ভবেৎ।
দণ্ডমাদায় লোকোঽয়ং শুনঃ কাকাংশ্চ বারয়েৎ॥

ইত্যত্র। যদ্যেবং কায়স্য দৃষ্টতা স্যাত্তদৈবমবলোক্যেতেতি ভূতপ্রাণতৈব। যদি ন স্যাত্ততঃ কিং স্যাদিত্যত্রাপি, কিং বৃত্তং যদি পূর্ব্ববন্ন ভবনস্য সম্ভাবনেত্যয়মেবার্থ ইত্যলমপ্রকৃতেন বহুনা। তত্র সময়াপেক্ষণেন শব্দোঽর্থপ্রতিপাদক ইতি কৃত্বা বাচ্যব্যতিরিক্তং নাস্তি ব্যঙ্গ্যম্, সদপি বা তদভিধাবৃত্ত্যাক্ষিপ্তং শব্দাবগতার্থবলাকৃষ্টত্বাদ্ভাক্তম্, তদনাক্ষিপ্তমপি বা ন বক্তুং শক্যম্ কুমারীষ্বিব ভর্তৃসুখমতদ্বিত্‌সু ইতি ত্রয় এবৈতে প্রধানবিপ্রতিপত্তিপ্রকারাঃ। তত্রাভাব বিকল্পস্য ত্রয়ঃ প্রকারাঃ —শব্দার্থগুণালঙ্কারাণ্যমেব শব্দার্থশোভাকারিত্বাল্লোকশাস্ত্রাতিরিক্তসুন্দরশব্দার্থময়স্য কাব্যস্য ন শোভাহেতুঃ কশ্চিদন্যোঽস্তি যো ঽস্মাভির্ন গণিত ইত্যেকঃ প্রকারঃ, যো বা ন গণিতঃ স শোভাকার্য্যেব ন ভবতীতি দ্বিতীয়ঃ, অথ শোভাকারী ভবতি তর্হ্যস্মদুক্ত এব গুণে বালঙ্কারে বান্তর্ভবতি, নামান্তরকরণে তু কিয়দিদং পাণ্ডিত্যম্। তথাপ্যুক্তেষু গুণেষ্বলঙ্কারেষু বা নান্তর্ভাবঃ, তথাপি কিঞ্চিদ্বিশেষলেশমাশ্রিত্য নামান্তরকরণমুপমাবিচ্ছিত্তিপ্রকারাণামসংখ্যত্বাৎ। তথাপি গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তত্বাভাব এব। তাবন্মাত্রেণ চ কিং কৃতম? অন্যস্যাপি বৈচিত্র্যস্য শক্যোৎপ্রেক্ষ্যত্বাৎ। চিরন্তনৈর্হি ভরতমুনিপ্রভৃতিভির্যমকোপমে এব শব্দার্থালঙ্কারত্বেনেষ্টে, তৎপ্রপঞ্চদিক্‌প্রদর্শনং ত্বন্যৈরলঙ্কারকারৈঃ কৃতম্। তদ্যথা—'কর্ম্মণ্যণ' ইত্যত্র কুম্ভকারাদ্যুদাহরণং শ্রুত্বা স্বয়ং নগরকারাদিশব্দা উৎপ্রেক্ষ্যন্তে, তাবতা ক আত্মনি বহুমানঃ। এবং প্রকৃতেঽপি ইতি তৃতীয়ঃ প্রকারঃ। এবমেকস্ত্রিধা বিকল্পঃ, অন্যৌ চ দ্বাবিতি পঞ্চবিকল্পা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ তানেব ক্রমেণাহ—শব্দার্থশরীরং তাবদিত্যা-

—শব্দার্থশরীরং তাবৎ কাব্যম্। তত্র চ শব্দগতাশ্চারুত্বহেতবোঽনু-প্রাসাদয়ঃ প্রসিদ্ধা এব। অর্থগতাশ্চোপমাদয়ঃ। বর্ণসংঘটনাধর্ম্মাশ্চ যে মাধুর্য্যাদয়স্তেঽপি প্রতীয়ন্তে। তদনতিরিক্তবৃত্তয়ো বৃত্তয়োঽপি যাঃ কৈশ্চিদুপনাগরিকাদ্যাঃ প্রকাশিতাঃ, তা অপি গতাঃ শ্রবণগোচরম্।

লোচনম্

দিনা। তাবদ্গ্রহণেন কস্যাপ্যত্র ন বিপ্রতিপত্তিরিতি দর্শয়তি। তত্র শব্দার্থৌ ন তাবদ্ধ্বনিঃ। যতঃ সংজ্ঞামাত্রেণ হি কো গুণঃ। অথ শব্দার্থয়োশ্চারুত্বং ন ধ্বনিঃ। তথাপি দ্বিবিধং চারুত্বং—স্বরূপমাত্রনিষ্ঠং সংঘটনাশ্রিতং চ। তত্র শব্দানাং স্বরূপ-মাত্রকৃতং চারুত্বং শব্দালঙ্কারেভ্যঃ, সংঘটনাশ্রিতং তু শব্দগুণেভ্যঃ। এবমর্থানাং চারুত্বং স্বরূপমাত্রনিষ্ঠমুপমাদিভ্যঃ। সংঘটনাপর্য্যবসিতং ত্বর্থগুণেভ্য ইতি ন গুণা-লঙ্কারব্যতিরিক্তো ধ্বনিঃ কশ্চিৎ। সংঘটনাধর্ম্মা ইতি। শব্দার্থয়োরিতি শেষঃ। যদ্গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তং তচ্চারুত্বকারি ন ভবতি, নিত্যানিত্যদোষা অসাধুদুঃশ্রবাদয় ইব। চারুত্বহেতুশ্চ ধ্বনিঃ, তন্ন তদ্ব্যতিরিক্ত ইতি ব্যতিরেকিহেতুঃ। নন্বু বৃত্তয়ঃ রীতয়শ্চ যথা গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তাশ্চারুত্বহেতবশ্চ, তথা ধ্বনিরপি তদ্ব্যতিরিক্তশ্চ চারুত্বহেতুশ্চ ভবিষ্যতীত্যসিদ্ধো ব্যতিরেক ইত্যনেনাভিপ্রায়েণাহ—তদনতিরিক্ত-বৃত্তয় ইতি। নৈব বৃত্তিরীতীনাং তদ্ব্যতিরিক্তত্বম্ সিদ্ধম্। তথা হ্যনুপ্রাসানামেব দীপ্তমসৃণমধ্যমবর্ণনীয়োপযোগিতয়া পরুষত্বললিতত্বমধ্যমত্বস্বরূপবিবেচনায় বর্গত্রয়-সম্পাদনার্থং তিস্রোঽনুপ্রাসজাতয়ো বৃত্তয় ইত্যুক্তাঃ, বর্ত্তন্তেঽনুপ্রাসভেদা আস্বিতি। যদাহ—

স্বরূপব্যঞ্জনন্যাসং তিসৃষ্বেতাসু বৃত্তিষু।
পৃথক্পৃথগনুপ্রাসমুশন্তি কবয়ঃ সদা॥ ইতি॥

পৃথক্ পৃথগিতি। পরুষানুপ্রাসা নাগরিকা। মসৃণানুপ্রাসা উপনাগরিকা, ললিতা। নাগরিকয়া বিদগ্ধয়া উপমিতেতি কৃত্বা। মধ্যমমকোমলপরুষমিত্যর্থঃ। অতএব বৈদগ্ধ্যবিহীনস্বভাবাসুকুমারাপরুষগ্রাম্যবনিতাসাদৃশ্যাদিয়ং বৃত্তিগ্রাম্যেতি। তত্র তৃতীয়ঃ কোমলানুপ্রাস ইতি বৃত্তয়োঽনুপ্রাসজাতয় এব। ন চেহ বৈশেষিকবদ্-বৃত্তির্বিবক্ষিতা, যেন জাতৌ জাতিমতো বর্ত্তমানত্বং ন স্যাৎ, তদনুগ্রহ এব হি তত্র বর্ত্তমানত্বম্। যথাহ কশ্চিৎ—

লোকোত্তরে হি গাম্ভীর্য্যে বর্ত্তন্তে পৃথিবীভুজঃ। ইতি।

রীতয়শ্চ বৈদর্ভীপ্রভৃতয়ঃ। তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽয়ং ধ্বনির্নামেতি। অন্যে ব্রূয়ুঃ—নাস্ত্যেব ধ্বনিঃ। প্রসিদ্ধপ্রস্থানব্যতিরেকিণঃ কাব্যপ্রকারস্য কাব্যত্বহানেঃ। সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদিশব্দার্থময়ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্। ন

লোচনম্

তস্মাদ্ বৃত্তয়োঽনুপ্রাসাদিভ্যোঽনতিরিক্তবৃত্তয়ো নাভ্যধিকব্যাপারাঃ। অতএব ব্যাপারভেদাভাবান্ন পৃথগনুমেয়স্বরূপা অপীতি বৃত্তিশব্দস্য ব্যাপারবাচিনোঽভিপ্রায়ঃ। অনতিরিক্তত্বাদেব বৃত্তিব্যবহারো ভামহাদিভির্ন কৃতঃ। উদ্ভটাদিভিঃ প্রযুক্তেঽপি তস্মিন্নর্থে কশ্চিদধিকো হৃদয়পথমবতীর্ণ ইত্যভিপ্রায়েণাহ—গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি। রীতয়শ্চেতি। তদনতিরিক্তবৃত্তয়োঽপি গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি সম্বন্ধঃ। তচ্ছব্দেনাত্র মাধুর্য্যাদয়ো গুণাঃ, তেষাং চ সমুচিতবৃত্ত্যর্পণে যদন্যোন্যমেলনক্ষমত্বেন পানক ইব গুড়মরিচাদিরসানাং সংঘাতরূপতাগমনং দীপ্তললিতমধ্যমবর্ণনীয়বিষয়ং গৌড়ীয়-বৈদর্ভপাঞ্চালদেশহেবাকপ্রাচুর্য্যদৃশা তদেব ত্রিবিধং রীতিরিত্যুক্তম্। জাতির্জাতি-মতো নান্যা, সমুদায়শ্চ সমুদায়িনো নান্য ইতি বৃত্তিরীতয়ো ন গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তা ইতি স্থিত এবাসৌ ব্যতিরেকী হেতুঃ। তদাহ—তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽয়ং ধ্বনিরিতি। নৈষ চারুত্বস্থানং শব্দার্থরূপত্বাভাবাৎ। নাপি চারুত্বহেতুঃ, গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত-ত্বাদিতি। তেনাখণ্ডবুদ্ধিসমাস্বাদ্যমপি কাব্যমপোদ্ধারবুদ্ধ্যা যদি বিভজ্যতে তথাপ্যত্র ধ্বনিশব্দবাচ্যো ন কশ্চিদতিরিক্তোঽর্থো লভ্যত ইতি নামশব্দেনাহ।

ননু মা ভূদসৌ শব্দার্থস্বভাবঃ, মা চ ভূত্তচ্চারুত্বহেতুঃ, তেন গুণালঙ্কারব্যতি-রিক্তোঽসৌ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়মভাববাদপ্রকারমাহ অন্য ইতি। ভবত্বেবম্; তথাপি নাস্ত্যেব ধ্বনির্যাদৃশস্তব লিলক্ষয়িষিতঃ। কাব্যস্য হ্যসৌ কশ্চিদ্বক্তব্যঃ। ন চাসৌ নৃত্যগীতবাদ্যাদিস্থানীয়ঃ কাব্যস্য কশ্চিৎ। করণীয়ং কাব্যং, তস্য ভাবশ্চ কাব্যত্বম্। ন চ নৃত্যগীতাদি কবনীয়মিত্যুচ্যতে।

প্রসিদ্ধেতি। প্রসিদ্ধং প্রস্থানং শব্দার্থৌ তদ্গুণালঙ্কারাশ্চেতি; প্রতিষ্ঠন্তে পরম্পরয়া ব্যবহরন্তি যেন মার্গেণ তৎপ্রস্থানম্। কাব্যপ্রকারস্যেতি। কাব্যপ্রকারত্বেন তব স মার্গোঽভিপ্রেতঃ, 'কাব্যস্যাত্মা' ইত্যুক্তত্বাৎ। ননু কস্মাত্তৎকাব্যম্ ন ভবতীত্যাহ—সহৃদয়েতি। মার্গস্যেতি। নৃত্যগীতাক্ষিনিকোচনাদিপ্রায়স্যেত্যর্থঃ। তদিতি। সহৃদয়েত্যাদিকাব্যলক্ষণমিত্যর্থঃ। ননু যে তাদৃশমপূর্ব্বং কাব্যরূপতয়া জানন্তি, ত এব সহৃদয়াঃ। তদভিমতত্বং চ নাম কাব্যলক্ষণমুক্তপ্রস্থানাতিরেকিণ

চোক্তপ্রস্থানাতিরেকিণো মার্গস্য তৎ সম্ভবতি। ন চ তৎসময়ান্তঃপাতিনঃ সহৃদয়ান্ কাংশ্চিৎ পরিকল্প্য তৎপ্রসিদ্ধ্যা ধ্বনৌ কাব্যব্যপদেশঃ প্রবর্ত্তিতোঽপি সকলবিদ্বন্মনোগ্রাহিতামবলম্বতে।

লোচনম্

এব ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। যথা হি খড়্গলক্ষণং করোমীত্যুক্ত্বা আতানবিতানাত্মা প্রাব্রিয়মাণঃ সকলদেহাচ্ছাদকঃ সুকুমারশ্চিত্রতন্তুবিরচিতঃ সংবর্ত্তনবিবর্ত্তনসহিষ্ণুরচ্ছেদকঃ সুচ্ছেদ্য উৎকৃষ্টঃ খড়্গ ইতি ব্রুবাণঃ, পরৈঃ পটঃ খল্বেবংবিধো ভবতি ন খড়্গ ইত্যযুক্ততয়া পর্যনুযুজ্যমান এবং ব্রূয়াৎ—ঈদৃশ এব খড়্গো মমাভিমত ইতি তাদৃগেবৈতৎ। প্রসিদ্ধং হি লক্ষ্যং ভবতি ন কল্পিতমিতি ভাবঃ। তদাহ সকলবিদ্বদিতি। বিদ্বাংসোঽপি হি তৎসময়জ্ঞা এব ভবিষ্যন্তীতি শঙ্কাং সকলশব্দেন নিরাকরোতি। এবং হি কৃতেঽপি ন কিঞ্চিৎকৃতম্ স্যাদুন্মত্ততা পরং প্রকটিতেতি ভাবঃ।

যস্ত্বত্রাভিপ্রায়ং ব্যাচষ্টে—জীবিতভূতো ধ্বনিস্তাবত্তবাভিমতঃ জীবিতং চ নাম প্রসিদ্ধপ্রস্থানাতিরিক্তমলঙ্কারকারৈরনুক্তত্বাত্তচ্চ ন কাব্যমিতি লোকে প্রসিদ্ধমিতি। তস্যেদং সর্ব্বং স্ববচনবিরুদ্ধম্। যদি হি তৎকাব্যস্যানুপ্রাণকং তেনাঙ্গীকৃতং পূর্ব্বপক্ষবাদিনা তচ্চিরন্তনৈরনুক্তমিতি প্রত্যুত লক্ষণার্হমেব ভবতি। তস্মাৎ প্রাক্তন এবাত্রাভিপ্রায়ঃ।

নন্বু ভবত্বসৌ চারুত্বহেতুঃ শব্দার্থগুণালঙ্কারান্তর্ভূ'তশ্চ, তথাপি ধ্বনিরিত্যমুয়া ভাষয়া জীবিতমিত্যসৌ ন ন কেনচিদুক্ত ইত্যভিপ্রায়মাশঙ্ক্য তৃতীয়মভাববাদমুপন্যস্যতি পুনরপর ইতি। কামনীয়কমিতি কমনীয়স্য কর্ম্ম চারুত্বধীহেতুতেতি যাবৎ। নন্বু বিচ্ছিত্তীনামসংখ্যত্বাৎ কাচিত্তাদৃশী বিচ্ছিত্তিরস্মাভির্দৃষ্টা, যা নানুপ্রসাদৌ নাপি মাধুর্য্যাদাবুক্তলক্ষণেঽন্তর্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাভ্যুপগমপূর্ব্বকং পরিহৃতি—বাগ্বিকল্পানামিতি। বক্তীতি বাক্ শব্দঃ। উচ্যত ইতি বাগর্থঃ। উচ্যতে অনয়েতি বাগভিধাব্যাপারঃ। তত্র শব্দার্থ বৈচিত্র্যপ্রকারোঽনন্তঃ। অভিধাবৈচিত্র্যপ্রকারোঽপ্যসংখ্যেয়ঃ। প্রকারলেশ ইতি। স হি চারুত্বহেতুর্গু'ণো বালঙ্কারো বা। স চ সামান্যলক্ষণেন সংগৃহীত এব। যদাহুঃ—'কাব্যশোভায়াঃ কর্ত্তারো ধর্ম্মা গুণাঃ, তদতিশয়হেতবস্ত্বলঙ্কারাঃ' ইতি/তথা 'বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কৃতিঃ' ইতি। ধ্বনির্ধ্বনিরিতি বীপ্সয়া সম্ভ্রমং সূচয়ন্নাদরং দর্শয়তি—নৃত্যত ইতি। তল্লক্ষণকৃদ্ভিস্তদ-

পুনরপরে তস্যাভাবমন্যথা কথয়েয়ুঃ—ন সম্ভবত্যেব ধ্বনির্নামাপূর্ব্বঃ কশ্চিৎ। কামনীয়কমনতিবর্ত্তমানস্য তস্যোক্তেষ্বেব চারুত্বহেতুষ্বন্তর্ভাবাৎ। তেষামন্যতমস্যৈব বা অপূর্ব্বসমাখ্যামাত্রকরণে যৎকিঞ্চন কথনং স্যাৎ। কিঞ্চ বাগ্বিকল্পানামানন্ত্যাৎ সম্ভবত্যপি বা কস্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণ-বিধায়িভিঃ প্রসিদ্ধৈরপ্রদর্শিতে প্রকারলেশে ধ্বনির্ধ্বনিরিতি যদেত-দলীকসহৃদয়ত্বভাবনামুকুলিতলোচনৈর্নৃত্যতে, তত্র হেতুং ন বিদ্মঃ। সহস্রশো হি মহাত্মভিরন্যৈরলঙ্কারপ্রকারাঃ প্রকাশিতাঃ প্রকাশ্যন্তে চ। ন চ তেষামেষা দশা শ্রূয়তে। তস্মাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনিঃ। ন ত্বস্য ক্ষোদক্ষমং তত্ত্বং কিঞ্চিদপি প্রকাশয়িতুং শক্যম্।

তথা চান্যেন কৃত এবাত্র শ্লোকঃ—

লোচনম্

যুক্তকাব্যবিধায়িভিস্তচ্ছ্রবণোদ্ভূতচমৎকারৈশ্চ প্রতিপত্তৃভিরিতি শেষঃ। ধ্বনিশব্দে কোঽত্যাদর ইতি ভাবঃ। এষা দশেতি স্বয়ং দর্পঃ পরৈশ্চ স্তূয়মানতেত্যর্থঃ। বাগ্বিবিকল্পাঃ বাক্‌প্রবৃত্তিহেতুপ্রতিভাব্যাপারপ্রকারা ইতি বা। তস্মাৎ প্রবাদমাত্র-মিতি। সর্বেষামভাববাদিনাং সাধারণ উপসংহারঃ। যতঃ শোভাহেতুত্বে গুণালঙ্কা-রেভ্যো ন ব্যতিরিক্তঃ যতশ্চ ব্যতিরিক্তত্বে ন শোভাহেতুঃ যতশ্চ শোভাহেতুত্বেঽপি নাদরাস্পদং তস্মাদিত্যর্থঃ। ন চেয়মভাবসম্ভাবনা নির্ম্মূলৈব দূষিতেত্যাহ—তথা চান্যেনেতি। গ্রন্থকৃৎসমানকালভাবিনা মনোরথনাম্না কবিনা। যতো ন সালঙ্কৃতি অতো ন মনঃপ্রহ্লাদি।

অনেনার্থলঙ্কারাণামভাব উক্তঃ। ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈরিতি শব্দা-লঙ্কারাণাম্। বক্রোক্তিঃ উৎকৃষ্টা সংঘটনা, তচ্ছূন্যমিতি শব্দার্থগুণানাম্। বক্রোক্তি-শূন্যশব্দেন সামান্যলক্ষণাভাবেন সর্ব্বালঙ্কারাভাব উক্তা ইতি কেচিৎ। তৈঃ পুনরুক্তত্বং ন পরিহৃতমেবেত্যলম্। প্রীত্যেতি। গতানুগতিকানুরাগেণেত্যর্থঃ। স্বমতিনেতি। জড়েন পৃষ্টো ভ্রূভঙ্গকটাক্ষাদিভিরেবোত্তরং দদত্তৎস্বরূপং কামমাচক্ষীতেতিভাবঃ।

এবমেতেঽভাববিকল্পাঃ শৃঙ্খলাক্রমেণাগতাঃ, ন ত্বন্যোন্যাসম্বন্ধা এব। তথা হি তৃতীয়াভাবপ্রকারনিরূপণোপক্রমে পুনঃ শব্দস্যায়মেবাভিপ্রায়ঃ, উপসংহারৈক্যং চ সঙ্গচ্ছতে। অভাববাদস্য সম্ভাবনাপ্রাণত্বেন ভূতত্বমুক্তম্। ভাক্তবাদস্ত্ববিচ্ছিন্নঃ পুস্তকে-

যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিংচন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
কাব্যং তদ্ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসঞ্জড়ো
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ।

-ষিত্যভিপ্রায়েণ ভাক্তমাহুরিতি নিত্যপ্রবৃত্তবর্ত্তমানাপেক্ষয়াভিধানম্। ভজ্যতে সেব্যতে পদার্থেন প্রসিদ্ধতয়োৎপ্রেক্ষ্যত ইতি ভক্তির্ধর্মোঽভিধেয়েন সামীপ্যাদিঃ, তত আগতো ভাক্তো লাক্ষণিকোঽর্থঃ। যদাহুঃ—

অভিধেয়েন সামীপ্যাৎ সারূপ্যাৎ সমবায়তঃ।
বৈপরীত্যাৎ ক্রিয়াযোগাল্লক্ষণা পঞ্চধা মতা॥

ইতি॥ গুণসমুদায়বৃত্তেঃ শব্দস্যার্থভাগস্তৈক্ষ্ণ্যাদির্ভক্তিঃ, তত আগতো গৌণোঽর্থো ভাক্তঃ। ভক্তিঃ প্রতিপাদ্যে সামীপ্যতৈক্ষ্ণ্যাদৌ শ্রদ্ধাতিশয়ঃ, তাং প্রয়োজনত্বেনোদ্দিশ্য তত আগতো ভাক্ত ইতি গৌণো লাক্ষণিকশ্চ। মুখ্যস্য চার্থস্য ভঙ্গো ভক্তিরিত্যেবং মুখ্যার্থবাধা, নিমিত্তং, প্রয়োজনমিতি ত্রয়সদ্ভাব উপচারবীজমিত্যুক্তং ভবতি। কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তিরিতি। সামানাধিকরণ্যস্যায়ং ভাবঃ—যদ্যপ্যবিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনিভেদে 'নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ' ইত্যাদাবুপচারোঽস্তি, তথাপি ন তদাত্মৈব ধ্বনিঃ, তদ্ব্যতিরেকেণাপি ভাবাৎ, বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য প্রভেদাদৌ অবিবক্ষিতবাচ্যেঽপ্যুপচার এব, ন ধ্বনিরিতি বক্ষ্যামঃ। তথা চ বক্ষ্যতি—

ভক্ত্যা বিভর্ত্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধ্বনিঃ।
অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তথা॥

ইতি॥ কস্যচিদ্ ধ্বনিভেদস্য সা তু স্যাদুপলক্ষণম্। ইতি চ।

গুণাঃ সামীপ্যাদয়ো ধর্মাস্তৈক্ষ্ণ্যাদয়শ্চ। তৈরুপায়ৈর্বৃত্তিরর্থান্তরে যস্য, তৈরুপায়ৈর্বৃত্তির্বা শব্দস্য যত্র স গুণবৃত্তিঃ শব্দোঽর্থো বা। গুণদ্বারেণ বা বর্ত্তনং গুণবৃত্তিরমুখ্যোঽভিধাব্যাপারঃ। এতদুক্তং ভবতি—ধ্বনতীতি বা, ধ্বন্যত ইতি বা, ধ্বননমিতি বা যদি ধ্বনিঃ, তথাপ্যুপচরিতশব্দার্থব্যাপারাতিরিক্তো নাসৌ কশ্চিৎ। মুখ্যার্থে হ্যভিধৈবেতি পারিশেষ্যাদমুখ্য এব ধ্বনিঃ, তৃতীয়রাশ্যভাবাৎ।

নমু কেনৈতদুক্তং ধ্বনি র্গুণবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপি চেতি। অন্যো বেতি। গুণালঙ্কারপ্রকার ইতি যাবৎ। দর্শয়তেতি। ভট্টোদ্ভটবামনাদিনা। ভামহেনোক্তং 'শব্দাশ্ছন্দোঽভিধানার্থাঃ' ইতি অভিধানস্য শব্দাদ্ ভেদং ব্যাখ্যাতুং ভট্টোদ্ভটো বভাষে

ভাক্তমাহুস্তমন্যে। অন্যে তং ধ্বনিসংজ্ঞিতং কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তি-রিত্যাহুঃ। যদ্যপি চ ধ্বনিশব্দসংকীর্ত্তনেন কাব্যলক্ষণবিধায়িভির্গুণ-বৃত্তিরন্যো বা ন কশ্চিৎ প্রকারঃ প্রকাশিতঃ তত্রাপি অমুখ্যবৃত্ত্যা কাব্যেষু ব্যবহারং দর্শয়তা ধ্বনিমার্গো মনাক্স্পৃষ্টোঽপি ন লক্ষিত ইতি পরিকল্প্যৈবমুক্তম্—'ভাক্তমাহুস্তমন্যে' ইতি।

কেচিৎপুন র্লক্ষণকরণশালীনবুদ্ধয়ো ধ্বনেস্তত্ত্বং গিরামগোচরং সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যমেব সমাখ্যাতবন্তঃ। তেনৈবংবিধাসু বিমতিষু স্থিতাসু

—শব্দানামভিধানমভিধাব্যাপারো মুখ্যো গুণবৃত্তিশ্চ ইতি। বামনোঽপি সাদৃশ্যাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃ ইতি। মনাক্ স্পৃষ্ট ইতি। তৈস্তাবদ্ধ্বনিদিগুন্মীলিতা, যথা লিখিত-পাঠকৈস্তু স্বরূপবিবেকং কর্ত্তুমশক্নুবদ্ভিস্তৎস্বরূপবিবেকো ন কৃতঃ, প্রত্যুতোপালভ্যতে, অভগ্ননারিকেলবৎ যথাশ্রুততদগ্রন্থোদ্গ্রহণমাত্রেণেতি। অত এবাহ—পরিকল্প্যৈবমুক্ত-মিতি। যদ্যেবং ন যোজ্যতে তদা ধ্বনিমার্গঃ স্পৃষ্ট ইতি পূর্ব্বপক্ষাভিধানং বিরুধ্যতে।

শালীনবুদ্ধয় ইতি। অপ্রগল্ভমতয় ইত্যর্থঃ এতে চ ত্রয় উত্তরোত্তরং ভব্যবুদ্ধয়ঃ প্রাচ্যা হি বিপর্যস্তা এব সর্বথা। মধ্যমাস্তু তদ্রূপং জানানা অপি সন্দেহেনাপহ্নুয়তে। অন্ত্যাস্ত্বনপহ্নুবানা অপি লক্ষয়িতুং ন জানত ইতি ক্রমেণ বিপর্যাসসন্দেহাজ্ঞানপ্রাধান্য-মেতেষাম্। তেনেতি। একৈকোঽপ্যয়ং বিপ্রতিপত্তিরূপো বাক্যার্থো নিরূপণে হেতুত্বং প্রতিপদ্যত ইত্যেকবচনম্। এবংবিধাসু বিমতিষ্বিতি নির্দ্ধারণে সপ্তমী। আসু মধ্যে একোঽপি যো বিমতিপ্রকারস্তেনৈব হেতুনা তৎস্বরূপং ব্রূম ইতি, ধ্বনিস্বরূপমভি-ধেয়ম্, অভিধানাভিধেয়লক্ষণো ধ্বনিশাস্ত্রয়োর্বক্তৃশ্রোত্রোর্ব্যুৎ-পাদ্যব্যুৎপাদকভাবঃ সম্বন্ধঃ, বিমতিনিবৃত্ত্যা তৎস্বরূপজ্ঞানং প্রয়োজনম্ শাস্ত্রপ্রয়োজনয়োঃ সাধ্যসাধনভাবঃ সম্বন্ধ ইত্যুক্তম্।

অথ শ্রোতৃগতপ্রয়োজনপ্রয়োজনপ্রতিপাদকং 'সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে' ইতি ভাগং ব্যাখ্যাতুমাহ—তস্য ইতি। বিমতিপদপতিতস্যেত্যর্থঃ। ধ্বনেঃ স্বরূপং লক্ষয়তাং সম্বন্ধিনি মনসি আনন্দো নির্বৃত্যাত্মা চমৎকারাপরপর্য্যায়ঃ, প্রতিষ্ঠাং পরৈর্বিপর্যা-সাদ্যপহৈতৈরনুন্মূল্যমানত্বেন স্থেমানং, লভতামিতি প্রয়োজনং সম্পাদয়িতুং তত্স্বরূপং প্রকাশ্যত ইতি সঙ্গতিঃ। প্রয়োজনং চ নাম তৎসম্পাদকবস্তুপ্রযোক্তৃতাপ্রাণতয়ৈব তথা ভবতীত্যাশয়েন 'প্রীতয়ে তত্স্বরূপং ব্রূমঃ' ইত্যেকবাক্যতয়া ব্যাখ্যেয়ম্।

সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে তৎস্বরূপং ক্রমঃ। তস্য হি ধ্বনেঃ স্বরূপং সকল-সৎকবিকাব্যোপনিষদ্ভূতমতিরমণীয়মণীয়সীভিরপি চিরন্তনকাব্যলক্ষণ-বিধায়িনাং বুদ্ধিভিরনুন্মীলিতপূর্বম্। অথ চ রামায়ণমহাভারত-প্রভৃতিনি লক্ষ্যে সর্বত্র প্রসিদ্ধব্যবহারং লক্ষয়তাং সহৃদয়ানামানন্দো মনসি লভতাং প্রতিষ্ঠামিতি প্রকাশ্যতে। ১

তৎস্বরূপশব্দং ব্যাচক্ষাণঃ সংক্ষেপেণ তাবৎ পূর্বোদীরিতবিকল্পপঞ্চকোদ্ধরণং সূচয়তি —সকলেত্যাদিনা। সকলশব্দেন সৎকবিশব্দেন চ প্রকারলেশে কস্মিংশ্চিদিতি নিরাকরোতি। অতিরমণীয়মিতি ভাক্তাদ্ব্যতিরেকমাহ। ন হি 'সিংহো বটুঃ' 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যত্র রম্যতা কাচিৎ। উপনিষদ্ভূতশব্দেন তু অপূর্ব্বসমাখ্যামাত্র-করণ ইত্যাদি নিরাকৃতম্। অণীয়সীভিরিত্যাদিনা গুণালঙ্কারান্তর্ভূতত্বং সূচয়তি। অথ চেত্যাদিনা 'তৎসময়ান্তঃপাতিন' ইত্যাদিনা যৎ সাময়িকত্বং শঙ্কিতং তন্নিরব-কাশীকরোতি। রামায়ণমহাভারতশব্দেনাদিকবেঃ প্রভৃতি সর্ব্বৈরেব সূরিভিরস্যাদরঃ কৃত ইতি দর্শয়তি। লক্ষয়তামিত্যনেন বাচাম্ স্থিতমবিষয় ইতি পরাস্যতি। লক্ষ্যতেঽনেনেতি লক্ষো লক্ষণম্। লক্ষেণ নিরূপয়ন্তি লক্ষয়ন্তি, তেষাং লক্ষণদ্বারেণ নিরূপয়তামিত্যর্থঃ। সহৃদয়ানামিতি। যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে সহৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ। যথোক্তম্

যোঽর্থঃ হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন শুষ্কং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা॥ ইতি॥

আনন্দ ইতি। রসচর্বণাত্মনঃ প্রাধান্যং দর্শয়ন্ রসধ্বনেরেব সর্ব্বত্র মুখ্যভূতমাত্মত্বমিতি দর্শয়তি। তেন যদুক্তম্

ধ্বনির্নামাপরো যোঽপি ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকং।
তস্য সিদ্ধেঽপি ভেদে স্যাৎ কাব্যেঽংশত্বং ন রূপতা॥

ইতি তদপহস্তিতং ভবতি। তথা হ্যভিধাভাবনারসচর্বণাত্মকেঽপি ত্র্যংশে কাব্যে রস-চর্বণা তাবজ্জীবিতভূতেতি ভবতোঽপ্যবিবাদেঽস্তি। যথোক্তং তত্রৈব—

কাব্যে রসয়িতা সর্বো ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাক্। ইতি।

তদ্বস্ত্বলঙ্কারধ্বন্যভিপ্রায়েণাংশমাত্রত্বমিতি সিদ্ধসাধনম্। রসধ্বন্যভিপ্রায়েণ তু স্বাভ্যু-পগমপ্রসিদ্ধিসংবেদনবিরুদ্ধমিতি। তত্র কবেস্তাবৎ কীর্ত্যাপি প্রীতিরেব সম্পাদ্যা। যদাহ —'কীর্ত্তিং স্বর্গফলামাহুঃ' ইত্যাদি। শ্রোতৃণাং চ ব্যুৎপত্তিপ্রীতী যদ্যপি স্তঃ, যথোক্তং—

তত্র ধ্বনেরেব লক্ষয়িতুমারব্ধস্য ভূমিকাং রচয়িতুমিদমুচ্যতে—

যোঽর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ।

বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ॥ ২

ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।

করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিং চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥ ইতি॥

তথাপি তত্র প্রীতিরেব প্রধানম্। অন্যথা প্রভুসম্মিতেভ্যো বেদাদিভ্যো মিত্রসম্মিতেভ্যশ্চেতিহাসাদিভ্যো ব্যুৎপত্তিহেতুভ্যঃ কোঽস্য কাব্যস্বরূপস্য ব্যুৎপত্তিহেতোর্জায়াসম্মিতত্বলক্ষণো বিশেষ ইতি প্রাধান্যেনানন্দ এবোক্তঃ। চতুর্বর্গব্যুৎপত্তেরপি চানন্দ এব পার্যন্তিকং মুখ্যং ফলম্।

আনন্দ ইতি চ গ্রন্থকৃতো নাম। তেন স আনন্দবর্ধনাচার্য এতচ্ছাস্ত্রদ্বারেণ সহৃদয়হৃদয়েষু দেবতায়তনাদিবদনশ্বরীং স্থিতিং গচ্ছত্বিতি ভাবঃ। যথোক্তম্—

'উপেয়ুষামপি দিবং সন্নিবন্ধবিধায়িনাম্।

আস্ত এব নিরাতঙ্কং কান্তং কাব্যময়ং বপুঃ॥ ইতি॥

যথা মনসি প্রতিষ্ঠা এবংবিধমস্য মনঃ, সহৃদয় চক্রবর্ত্তী খল্বয়ং গ্রন্থকৃদিতি যাবৎ। যথা—'যুদ্ধে প্রতিষ্ঠা পরমার্জ্জুনস্য' ইতি। স্বনামপ্রকটীকরণং শ্রোতৃণাং প্রবৃত্ত্যঙ্গমেব সম্ভাবনাপ্রত্যয়োৎপাদনমুখেনেতি গ্রন্থান্তে বক্ষ্যামঃ। এবং গ্রন্থকৃতঃ কবেঃ শ্রোতুশ্চ মুখ্যং প্রয়োজনমুক্তম্॥ ১॥

ননু 'ধ্বনিস্বরূপং ব্রূম' ইতি প্রতিজ্ঞায় বাচ্যপ্রতীয়মানাখ্যৌ দ্বৌ ভেদাবর্থস্যেতি বাচ্যাভিধানে কা সঙ্গতিঃ কারিকায়া ইত্যাশঙ্ক্য সঙ্গতিং কর্তুমবতরণিকাং করোতি তত্রেতি। এবংবিধেঽভিধেয়ে প্রয়োজনে চ স্থিত ইত্যর্থঃ। ভূমিরিব ভূমিকা। যথা অপূর্বনির্মাণে চিকীর্ষিতে পূর্বং ভূমির্বিরচ্যতে, তথা ধ্বনিস্বরূপে প্রতীয়মানাখ্যে নিরূপয়িতব্যে নির্বিবাদসিদ্ধবাচ্যাভিধানং ভূমিঃ। তৎপৃষ্ঠেঽধিকপ্রতীয়মানাংশোল্লিঙ্গনাৎ।

বাচ্যেন সমশীর্ষিকতয়া গণনং তস্যাপ্যনপহ্নবনীয়ত্বং প্রতিপাদয়িতুম্। স্মৃতাবিত্যনেন 'যঃ সমাম্নাতপূর্ব' ইতি দ্রঢ়য়তি। শব্দার্থশরীরং কাব্যমিতি যদুক্তং,' তত্র শরীরগ্রহণাদেব কেনচিদাত্মনা তদনুপ্রাণকেন ভাব্যমেব। তত্র শব্দস্তাবচ্ছরীরভাগ এব সন্নিবিশতে সর্বজনসংবেদ্যধর্মত্বাৎ স্থূলকৃশাদিবৎ। অর্থঃ পুনঃ সকলজনসংবেদ্যো ন ভবতি। ন হ্যর্থমাত্রেণ কাব্যব্যপদেশঃ, লৌকিকবৈদিকবাক্যেষু তদভাবাৎ

কাব্যস্য হি ললিতোচিতসন্নিবেশচারুণঃ শরীরস্যেবাত্মা সাররূপতয়া স্থিতঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যো যোঽর্থস্তস্য বাচ্যঃ প্রতীয়মানশ্চেতি দ্বৌ ভেদৌ।

তত্র বাচ্যঃ প্রসিদ্ধো যঃ প্রকারৈরুপমাদিভিঃ।
বহুধা ব্যাকৃতঃ সোঽন্যৈঃ
কাব্যলক্ষবিধায়িভিঃ।
ততো নেহ প্রতন্যতে ॥ ৩

তদাহ—সহৃদয়শ্লাঘ্য ইতি। স এক এবার্থো দ্বিশাখতয়া বিবেকিভির্বিভাগবুদ্ধ্যা বিভজ্যতে।

তথা হি—তুল্যেঽর্থরূপত্বে কিমিতি কস্মৈচিদেব সহৃদয়াঃ শ্লাঘন্তে। তদ্ভবিতব্যং তত্র কেনচিদ্বিশেষেণ। যো বিশেষঃ, প্রতীয়মানভাগো বিবেকিভির্বিশেষহেতুত্বাদাত্মেতি ব্যবস্থাপ্যতে। বাচ্যসংবলনাবিমোহিতহৃদয়ৈস্তু তৎপৃথগ্‌ভাবে বিপ্রতিপদ্যতে, চার্বাকৈরিবাত্মপৃথগ্‌ভাবে। অতএব অর্থ ইত্যেকতয়োপক্রম্য সহৃদয়শ্লাঘ্য ইতি বিশেষণদ্বারা হেতুমভিধায়াপোদ্ধারদৃশা তস্য দ্বৌ ভেদাবংশাবিত্যুক্তম্, ন তু দ্বাবপ্যাত্মানৌ কাব্যস্যেতি।

কারিকাভাগগতং কাব্যশব্দং ব্যাকর্তুমাহ—কাব্যস্য হীতি। ললিতশব্দেন গুণালঙ্কারানুগ্রমাহ। উচিতশব্দেন রসবিষয়মেবৌচিত্যং ভবতীতি দর্শয়ন্ রসধ্বনের্জীবিতত্বং সূচয়তি। তদভাবে হি কিমপেক্ষয়েদমৌচিত্যং নাম সর্বত্রোদ্‌ঘোষ্যত ইতি ভাবঃ। যোঽর্থ ইতি যদানুবদন্ পরেণাপ্যেতত্তাবদভ্যুপগতমিতি দর্শয়তি। তস্যেত্যাদিনা তদভ্যুপগম এব দ্ব্যংশত্বে সত্যুপপদ্যত ইতি দর্শয়তি। তেন যদুক্তম্—চারুত্বহেতুত্বাদ্‌গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তো ন ধ্বনিঃ ইতি, তত্র ধ্বনেরাত্মস্বরূপত্বাদ্ধেতুরসিদ্ধ ইতি দর্শিতম্। ন হ্যাত্মা চারুত্বহেতুর্দেহস্যেতি ভবতি। অথাপ্যেবং স্যাত্তথাপি বাচ্যেঽনৈকান্তিকো হেতুঃ। ন হ্যলঙ্কার্য্য এব অলঙ্কারঃ, গুণী এব গুণঃ। এতদর্থমপি বাচ্যাংশোপক্ষেপঃ। অতএব বক্ষ্যতি 'বাচ্যঃ প্রসিদ্ধঃ' ইতি।

তত্রেতি। দ্ব্যংশত্বে সত্যপীত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধ ইতি। বনিতাবদনোদ্যানেন্দূদয়াদিলৌকিক এবেত্যর্থঃ। 'উপমাদিভিঃ প্রকারৈঃ স ব্যাকৃতো বহুধেতি সঙ্গতিঃ। অন্যৈরিতি কারিকাভাগং কাব্যেত্যাদিনা ব্যাচষ্টে। 'ততো নেহ প্রতন্যত' ইতি বিশেষপ্রতিষেধেন শেষাভ্যনুজ্ঞেতি দর্শয়তি—কেবলমিত্যাদিনা ॥ ৩

অন্যদেব বস্ত্বিতি। পুনশ্‌শব্দো বাচ্যাদ্বিশেষদ্যোতকঃ। তদ্ব্যতিরিক্তং সারভূতং

কেবলমনূদ্যতে পুনর্যথোপযোগমিতি ।

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্ ।
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥ ৪

চেত্যর্থঃ । মহাকবীনামিতি বহুবচনমশেসবিষয়ব্যাপকত্বমাহ । এতদভিধাস্যমান-প্রতীয়মানানুপ্রাণিতকাব্যনির্মাণনিপুণপ্রতিভাভাজনত্বেনৈব মহাকবিব্যপদেশো ভবতীতি ভাবঃ । যদেবংবিধমস্তি তদ্ভাতি । ন হ্যত্যন্তাসতো ভানমুপপন্নম্ ; রজতাদ্যপি নাত্যন্তমসদ্ভাতি । অনেন সত্ত্বপ্রযুক্তং তাবদ্ভানমিতি ভানাৎ সত্ত্বমব-গম্যতে । তেন যদ্ভাতি তদস্তি তথেত্যুক্তং ভবতি । তেনায়ং প্রয়োগার্থঃ—প্রসিদ্ধং বাচ্যং ধর্মি, প্রতীয়মানেন ব্যতিরিক্তেন তদ্বৎ, তয়া ভাসমানত্বাৎ লাবণ্যোপেতাঙ্গনাঙ্গবৎ । প্রসিদ্ধশব্দস্য সর্বপ্রতীতিত্বমলংকৃতত্বং চার্থঃ । যত্তদিতি সর্বনামসমুদায়শ্চমৎকারসারতাপ্রকটীকরণার্থমব্যপদেশ্যত্বমন্যোন্যসংবলনাকৃতং চাব্য-তিরেকভ্রমং দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্দর্শয়তি । এতচ্চ কিমপীত্যাদিনা ব্যাচষ্টে । লাবণ্যং হি নামাবয়বসংস্থানাভিব্যঙ্গ্যমবয়বব্যতিরিক্তং ধর্মান্তরমেব । ন চাবয়বানামেব নির্দোষতা বা ভূষণযোগো বা লাবণ্যম্, পৃথঙ্‌ নির্বর্ণ্যমানকাণাদিদোষশূন্যশরীরা-বয়বযোগিন্যামপ্যলঙ্কৃতায়ামপি লাবণ্যশূন্যেয়মিতি, অতথাভূতায়ামপি কস্যাশ্চি-ল্লাবণ্যামৃতচন্দ্রিকেয়মিতি সহৃদয়ানাং ব্যবহারাৎ ।

ননু লাবণ্যং তাবৎ ব্যতিরিক্তং প্রথিতম্ । প্রতীয়মানং কিং তদিত্যেব ন জানীমঃ, দূরে তু ব্যতিরেকপ্রথেতি । তথা ভাসমানত্বমসিদ্ধো হেতুরিত্যাশঙ্ক্য স হ্যর্থ ইত্যাদিনা স্বরূপং তস্যাভিধত্তে । সর্ব্বেষু চেত্যাদিনা চ ব্যতিরেকপ্রথাং সাধয়িষ্যতি । তত্র প্রতীয়মানস্য তাবদ্ দ্বৌ ভেদৌ—লৌকিকঃ, কাব্যব্যাপারৈক-গোচরশ্চেতি । লৌকিকো যঃ স্বশব্দবাচ্যতাং কদাচিদধিশেতে, স চ বিধিনিষেধা-দ্যনেকপ্রকারো বস্তুশব্দেনোচ্যতে । সোঽপি দ্বিবিধঃ—যঃ পূর্ব্বং ক্বাপি বাক্যার্থেঽ-লঙ্কারভাবমুপমাদিরূপতয়ান্বভূৎ, ইদানীং ত্বনলঙ্কাররূপ এবান্যত্র গুণীভাবাভাবাৎ, স পূর্ব্বপ্রত্যভিজ্ঞানবলাদলঙ্কারধ্বনিরিতিব্যপদিশ্যতে ব্রাহ্মণশ্রমণন্যায়েন । তদ্রূপতা-ভাবেন তূপলক্ষিতং বস্তুমাত্রমুচ্যতে । মাত্রগ্রহণেন হি রূপান্তরং নিরাকৃতম্ । যস্তু স্বপ্নেঽপি ন স্বশব্দবাচ্যো ন লৌকিকব্যবহারপতিতঃ, কিন্তু শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়-সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুচিতপ্রাগ্বিনিবিষ্টরত্যাদিবাসনানুরাগসুকুমারস্বসংবিদান-ন্দচর্ব্বণাব্যাপাররসনীয়রূপো রসঃ, স কাব্যব্যাপারৈকগোচরো রসধ্বনিরিতি, স চ

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বাচ্যাদ্বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্। যত্তৎ-সহৃদয়সুপ্রসিদ্ধং প্রসিদ্ধেভ্যোঽলঙ্কৃতেভ্যঃ প্রতীতেভ্যো বাবয়বেভ্যো ব্যতিরিক্তত্বেন প্রকাশতে লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু। যথা হ্যঙ্গনাসু লাবণ্যং পৃথঙ্ নির্ব্বর্ণ্যমানং নিখিলাবয়বব্যতিরেকি কিমপ্যন্যদেব সহৃদয়লোচনা-মৃতং তত্ত্বান্তরং তদ্বদেব সোঽর্থঃ। স হ্যর্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তং বস্তু-মাত্রমলঙ্কাররসাদয়শ্চেত্যনেকপ্রভেদপ্রভিন্নো দর্শয়িষ্যতে। সর্ব্বেষু চ তেষু প্রকারেষু তস্য বাচ্যাদন্যত্বম্।

ধ্বনিরেবেতি, স এব মুখ্যতয়াত্মেতি। যদুচে ভট্টনায়কেন—'অংশত্বং ন রূপতা' ইতি তদ্বস্ত্বলঙ্কারধ্বন্যোরেব যদি নামোপালম্ভঃ, রসধ্বনিস্তু তেনৈবাত্মতয়াঙ্গীকৃতঃ, রসচর্ব্বণাত্মনস্তৃতীয়স্যাংশস্যাভিধাভাবনাংশদ্বয়োত্তীর্ণত্বেন নির্ণয়াৎ, বস্ত্বলঙ্কারধ্বন্যো রসধ্বনিপর্য্যন্তত্বমেবেতি বয়মেব বক্ষ্যামস্তত্রেত্যাস্তাং তাবৎ। বাচ্যসামার্থ্যাক্ষিপ্তমিতি ভেদত্রয়ব্যাপকং সামান্যলক্ষণম্। যদ্যপি হি ধ্বননং শব্দস্যৈব ব্যাপারঃ, তথাপ্যর্থ-সামর্থ্যস্য সহকারিণঃ সর্ব্বত্রানপায়াদ্বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তত্বম্। শব্দশক্তিমূলানুরণনব্যঙ্গ্যেঽ-প্যর্থসামর্থ্যাদেব প্রতীয়মানাবগতিঃ, শব্দশক্তিঃ কেবলমবান্তরসহকারিণীতি বক্ষ্যামঃ। দূরং বিভেদবানিতি। বিধিনিষেধৌ বিরুদ্ধাবিতি ন কস্যচিদপি বিমতিঃ। এতদর্থং প্রথমং তাবেবোদাহরতি—

ভ্রম ধার্ম্মিক বিস্রব্ধঃ স শুনকোঽস্য মারিতস্তেন।
গোদাবরীনদীকূললতাগহনবাসিনা দৃপ্তসিংহেন॥

কস্যাশ্চিৎসঙ্কেতস্থানং জীবিতসর্ব্বস্বায়মানং ধার্ম্মিকসঞ্চরণান্তরায়দোষাত্তদবলুপ্যমান-পল্লবকুসুমাদিবিচ্ছায়ীকরণাচ্চ পরিত্রাতুমিয়মুক্তিঃ। তত্র স্বতঃসিদ্ধমপি ভ্রমণং শ্বভয়ে-নাপোদিতমিতি প্রতিপ্রসবাত্মকো নিষেধাভাবরূপঃ, ন তু নিয়োগঃ প্রৈষাদিরূপোঽত্র বিধিঃ, অতিসর্গপ্রাপ্তকালয়োর্হ্যয়ং লোট্। তত্র ভাবতদভাবয়োর্বিরোধাদ্ দ্বয়ো-স্তাবন্ন যুগপদ্বাচ্যতা, ন ক্রমেণ, বিরম্য ব্যাপারাভাবাৎ। 'বিশেষ্যং নাভিধা গচ্ছেৎ' ইত্যাদিনাভিধাব্যাপারস্য বিরম্য ব্যাপারাসম্ভবাভিধানাৎ। ননু তাৎপর্য্যশক্তির-পর্য্যবসিতা বিবক্ষয়া দৃপ্তধার্ম্মিকতদাদিপদার্থানন্বয়রূপমুখ্যার্থবাধবলেন বিরোধ-নিমিত্তয়া বিপরীতলক্ষণয়া চ বাক্যার্থভূতনিষেধপ্রতীতিমভিহিতান্বয়দৃশা করোতীতি শব্দশক্তিমূল এব সোঽর্থঃ। এবমনেনোক্তমিতি হি ব্যবহারঃ, তন্ন বাচ্যাতিরিক্তোঽ-ন্যোঽর্থ ইতি।

তথা হ্যান্যস্তাবৎপ্রভেদো বাচ্যাদ্ দূরং বিভেদবান্। স হি কদাচিদ্বাচ্যে বিধিরূপে প্রতিষেধরূপঃ। যথা—

'ভম ধম্মিঅ বীসথো সো সুনও অজ্জ মারিও দেণ।
গোলাণইকচ্ছকুড়ঙ্গবাসিণা দরিঅ সীহেণ॥

নৈতৎ; ত্রয়ো হ্যত্র ব্যাপারাঃ সংবেদ্যন্তে—পদার্থেষু সামান্যাত্মস্বভিধাব্যাপারঃ, সময়াপেক্ষয়ার্থাবগমনশক্তি র্হ্যভিধা! সময়শ্চ তাবত্যেব, ন বিশেষাংশে, আনন্ত্যাদ্ব্যভিচারাচ্চৈকস্য। ততো বিশেষরূপে বাক্যার্থে তাৎপর্য্যশক্তিঃ পরস্পরান্বিতে, 'সামান্যান্যন্যথাসিদ্ধের্বিশেষং গময়ন্তি হি' ইতি ন্যায়াৎ। তত্র চ দ্বিতীয়কক্ষায়াং 'ভ্রমে'তি বিধ্যতিরিক্তং ন কিঞ্চিৎ প্রতীয়তে, অন্বয়মাত্রস্যৈব প্রতিপন্নত্বাৎ। ন হি 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', 'সিংহো বটুঃ' ইত্যত্র যথান্বয় এব বুভূষন প্রতিহন্যতে, যোগ্যতাবিরহাৎ, তথা তব ভ্রমণনিষেদ্ধা স শ্বা সিংহেন হতঃ। তদিদানীং ভ্রমণনিষেধকারণবৈকল্যাদ্ ভ্রমণং তবোচিতমিত্যন্বয়স্য কাচিৎ ক্ষতিঃ। অতএব মুখ্যার্থবাধা নাত্র শঙ্কেতি ন বিপরীতলক্ষণায়া অবসরঃ। ভবতু বাসৌ। তথাপি দ্বিতীয়স্থানসংক্রান্ততাবদসৌ ন ভবতি। তথাহি—মুখ্যার্থবাধায়াং লক্ষণায়াঃ প্রক্লৃপ্তিঃ। বাধা চ বিরোধপ্রতীতিরেব। ন চাত্র পদার্থানাং স্বাত্মনি বিরোধঃ। পরস্পরং বিরোধ ইতি চেৎ—সোহয়ং তর্হ্যন্বয়ে বিরোধঃ প্রত্যেয়ঃ। ন চাপ্রতিপন্নেঽন্বয়ে বিরোধপ্রতীতিঃ প্রতিপত্তিশ্চান্বয়স্য নাভিধাশক্ত্যা, তস্যাঃ পদার্থপ্রতিপত্ত্যুপক্ষীণায়া বিরম্যাব্যাপারাৎ ইতি তাৎপর্য্যশক্ত্যৈবান্বয়প্রতিপত্তিঃ।

নন্বেবং অঙ্গুল্যগ্রে করিবরশতম্' ইত্যত্রাপ্যন্বয়প্রতীতিঃ স্যাৎ। কিং ন ভবত্যন্বয়প্রতীতিঃ দশদাড়িমাদিবাক্যবৎ, কিন্তু প্রমাণান্তরেণ সোঽন্বয়ঃ প্রত্যক্ষাদিনা বাধিতঃ প্রতিপন্নোঽপি শুক্তিকায়াং রজতমিবেতি তদবগমকারিণো বাক্যস্যাপ্রামাণ্যম্। 'সিংহো মাণবকঃ' ইত্যত্র দ্বিতীয়কক্ষ্যানিবিষ্টতাৎপর্য্যশক্তিসমর্পিতান্বয়বাধকোল্লাসানন্তরমভিধাতাৎপর্য্যশক্তিদ্বয়ব্যতিরিক্তা তাবৎ তৃতীয়ৈব শক্তিস্তদ্বাধকবিধুরীকরণনিপুণা লক্ষণাভিধানা সমুল্লসতি।

নন্বেবং 'সিংহো বটুঃ' ইত্যত্রাপি কাব্যরূপতা স্যাৎ, ধ্বননলক্ষণস্যাত্মনোঽত্রাপি সমনন্তরং বক্ষ্যমাণতয়া ভাবাৎ। ননু ঘটেঽপি জীবব্যবহারঃ স্যাৎ, আত্মনো বিভুত্বেন তত্রাপি ভাবাৎ। শরীরস্য খলু বিশিষ্টাধিষ্ঠানযুক্তস্য সত্যাত্মনি জীবব্যবহারঃ, ন যস্য কস্যচিদিতি চেৎ—গুণালঙ্কারৌচিত্যসুন্দরশব্দার্থশরীরস্য সতি ধ্বননাখ্যাত্মনি

কাব্যরূপতাব্যবহারঃ। ন চাত্মনোঽসারতা কাচিদিতি চ সমানম্। ন চৈবং ভক্তিরেব ধ্বনিঃ, ভক্তির্হি লক্ষণাব্যাপারস্তৃতীয়কক্ষ্যানিবেশী। চতুর্থ্যাং তু কক্ষ্যায়াং ধ্বননব্যাপারঃ। তথা হি ত্রিতয়সন্নিধৌ লক্ষণা প্রবর্ত্তত ইতি তাবদ্ভবন্ত এব বদন্তি। তত্র মুখ্যার্থবাধা তাবৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরমূলা। নিমিত্তং চ যদভিধীয়তে সামীপ্যাদি তদপি প্রমাণান্তরাবগম্যমেব।

যত্ত্বিদং ঘোষস্যাতিপবিত্রত্বশীতলত্বসেব্যত্বাদিকং প্রয়োজনমশব্দান্তরবাচ্যং প্রমাণান্তরাপ্রতিপন্নম্, বটোর্ব্বা পরাক্রমাতিশয়শালিত্বং, তত্র শব্দস্য ন তাবন্ন ব্যাপারঃ। তথা হি তৎসামীপ্যাত্তদ্ধর্ম্মত্বানুমানমনৈকান্তিকম্; সিংহশব্দবাচ্যত্বং চ বটোরসিদ্ধম্। অথ যত্র যত্রৈবং শব্দপ্রয়োগস্তত্র তত্র তদ্ধর্ম্মযোগ ইত্যনুমানম্, তস্যাপি ব্যাপ্তিগ্রহণকালে মৌলিকং প্রামাণান্তরং বাচ্যম্, ন চাস্তি। ন চ স্মৃতিরিয়ম্, অননুভূতে তদযোগাৎ, নিয়মাপ্রতিপত্তের্বক্তুরেতৎ বিবক্ষিতমিত্যধ্যবসায়াভাবপ্রসঙ্গাচ্চেত্যস্তি তাবদত্র শব্দস্যৈব ব্যাপারঃ। ব্যাপারশ্চ নাভিধাত্মা, সময়াভাবাৎ। ন তাৎপর্য্যাত্মা তস্যান্বয়প্রতীতাবেব পরিক্ষয়াৎ। ন লক্ষণাত্মা, উক্তাদেব হেতোঃ স্খলদ্গতিত্বাভাবাৎ। তত্রাপি হি স্খলদ্গতিত্বে পুনর্মুখ্যার্থবাধা নিমিত্তং প্রয়োজনমিত্যনবস্থা স্যাৎ। অতএব যৎ কেনচিল্লক্ষিতলক্ষণেতি নাম কৃতং তদ্ব্যসনমাত্রম্। তস্মাদভিধাতাৎপর্যলক্ষণাব্যতিরিক্তশ্চতুর্থোঽসৌ ব্যাপারো ধ্বননদ্যোতনব্যঞ্জনপ্রত্যায়নাবগমনাদিসোদরব্যপদেশনিরূপিতোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। যদ্বক্ষ্যতি—

মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্ত্যার্থদর্শনম্।
যদুদ্দিশ্য ফলং তত্র শব্দো নৈব স্খলদ্গতিঃ॥ ইতি॥

তেন সময়াপেক্ষা বাচ্যাবগমনশক্তিরভিধাশক্তিঃ। তদন্যথানুপপত্তিসহায়ার্থাববোধনশক্তিস্তাৎপর্য্যশক্তিঃ। মুখ্যার্থবাধাদিসহকার্য্যপেক্ষার্থপ্রতিভাসনশক্তির্লক্ষণাশক্তিঃ। তচ্ছক্তিত্রয়োপজনিতার্থাবগমমূলজাততৎপ্রতিভাসপবিত্রিতপ্রতিপত্তৃপ্রতিভাসহায়ার্থদ্যোতনশক্তির্ধ্বননব্যাপারঃ, স চ প্রাগ্‌ বৃত্তং ব্যাপারত্রয়ং ন্যক্কুর্ব্বন্ প্রধানভূতঃ কাব্যাত্মেত্যাশয়েন নিষেধপ্রমুখতয়া চ প্রয়োজনবিষয়োঽপি নিষেধবিষয় ইত্যুক্তম্। অভ্যুপগমমাত্রেণ চৈতদুক্তম্, ন ত্বত্র লক্ষণা, অত্যন্ততিরস্কারান্যসংক্রমণয়োরভাবাৎ। ন হ্যর্থশক্তিমূলেঽস্যা ব্যাপারঃ। সহকারিভেদাচ্চ শক্তিভেদঃ স্পষ্ট এব, যথা তস্যৈব শব্দস্য ব্যাপ্তিস্মৃত্যাদিসহকৃতস্য বিবক্ষাবগতাবনুমাপকত্বব্যাপারঃ। অক্ষাদিসংস্কৃতস্য বা বিকল্পকত্বব্যাপারঃ। এবমভিহিতান্বয়বাদিনামিয়দনপহ্নবনীয়ম্।

যোঽপ্যন্বিতাভিধানবাদী যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ, ইতি হৃদয়ে গৃহীত্বা শরবদ-

ক্বচিদ্বাচ্যে প্রতিষেধরূপে বিধিরূপো যথা—
'অত্তা এত্থ ণিমজ্জই এত্থ অহং দিঅসঅং পলোএহি।
মা পহিঅ রত্তিঅন্ধঅ সেজ্জাএ ম হণিমজ্জহিসি।

ভিধাব্যাপারমেব দীর্ঘদীর্ঘমিচ্ছতি, তস্য যদি দীর্ঘো ব্যাপারস্তদেকোঽসাবিতি কুতঃ? ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। অথানেকোঽসৌ? তদ্বিষয়সহকারিভেদাদসজাতীয় এব যুক্তঃ। সজাতীয়ে চ কার্য্যে বিরম্য ব্যাপারঃ শব্দকর্ম্মবুদ্ধ্যাদীনাং পদার্থবিদ্ভির্নিষিদ্ধঃ। অসজাতীয়ে চাস্মন্নয় এব।

অথ যোঽসৌ চতুর্থকক্ষানিবিষ্টোঽর্থঃ, স এব ঝটিতি বাক্যেনাভিধীয়ত ইতোবংবিধং দীর্ঘদীর্ঘত্বং বিবক্ষিতম্, তর্হি তত্র সঙ্কেতাকরণাৎ কথং সাক্ষাৎ প্রতিপত্তিঃ। নিমিত্তেষু সঙ্কেতঃ, নৈমিত্তিকস্ত্বসাবর্থঃ সঙ্কেতানপেক্ষ এবেতি চেৎ—পশ্যত শ্রোত্রিয়স্যোক্তিকৌশলম্। যো হ্যসৌ পর্যান্তকক্ষাভাগর্থঃ প্রথমং প্রতীতিপথমবতীর্ণঃ, তস্য পশ্চাত্তনাঃ পদার্থাবগমাঃ নিমিত্তিভাবং গচ্ছন্তীতি নূনং মীমাংসকস্য প্রপৌত্রং প্রতি নৈমিত্তিকত্বমভিমতম্।

অথোচ্যতে—পূর্ব্বং তত্র সঙ্কেতগ্রহণসংস্কৃতস্য তথা প্রতিপত্তির্ভবতীত্যমুয়া বস্তুস্থিত্যা নিমিত্তত্বং পদার্থানাং, তর্হি তদনুসরণোপযোগি ন কিঞ্চিদপ্যুক্তং স্যাৎ। ন চাপি প্রাক্পদার্থেষু সঙ্কেতগ্রহণং বৃত্তম্, অন্বিতানামেব সর্ব্বদা প্রয়োগাৎ। আবাপোদ্বাপাভ্যাং তথাভাব ইতি চেৎ—সঙ্কেতঃ পদার্থমাত্র এবেত্যভ্যুপগমে পাশ্চাত্ত্যৈব বিশেষপ্রতীতিঃ।

অথোচ্যতে—দৃষ্টৈব ঝটিতি তাৎপর্যপ্রতিপত্তিঃ কিমত্র কুর্ম্ম ইতি। তদিদং বয়মপি ন নাঙ্গীকুর্ম্মঃ। যদ্বক্ষ্যামঃ—

তদ্বৎ সচেতসাং সোঽর্থো বাক্যার্থবিমুখাত্মনাম্।
বুদ্ধৌ তত্ত্বাবভাসিন্যাং ঝটিত্যেবাবভাসতে ॥ ইতি ॥

কিন্তু সাতিশয়ানুশীলনাভ্যাসাত্তত্র সম্ভাব্যমানোঽপি ক্রমঃ সজাতীয়তদ্বিকল্পপরম্পরানুদয়াদভ্যস্তবিষয়ব্যাপ্তিসময়স্মৃতিক্রমবন্ন সংবেদ্যত ইতি। নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবশ্চাবশ্যাশ্রয়ণীয়ঃ, অন্যথা গৌণলাক্ষণিকয়োর্মুখ্যাদ্ভেদঃ 'শ্রুতিলিঙ্গাদিপ্রমাণষট্কস্য পারদৌর্ব্বল্যম্, ইত্যাদি প্রক্রিয়াবিঘাতঃ নিমিত্ততাবৈচিত্র্যেণৈবাস্যাঃ সমর্থিতত্বাৎ। নিমিত্ততাবৈচিত্র্যে চাভ্যুপগতে কিমপরমস্মাস্বসূয়য়া। যোঽপ্যবিভক্তং স্ফোটং বাক্যং তদর্থং চাহুঃ, তৈরপ্যবিদ্যাপদপতিতৈঃ সর্ব্বেয়মনুসরণীয়া প্রক্রিয়া। তদুত্তীর্ণত্বে তু

কচিদ্বাচ্যে বিধিরূপেঽনুভয়রূপো যথা—
বচ্চ মহ বিবঅ একেই হোন্তু নীসাসরোইঅব্বাইং।
মা তুজ্জ বি তীঅ বিণা দক্‌খিণ্ণহঅস্‌স জাঅন্তু॥

সর্ব্বং পরমেশ্বরাদ্বয়ং ব্রহ্মেত্যস্মচ্ছাস্ত্রকারেণ ন ন বিদিতং তত্ত্বালোকগ্রন্থং বিরচয়তে-ত্যাস্তাম্। যত্তু ভট্টনায়কেনোক্তম্—ইহ দৃপ্তসিংহাদিপদপ্রয়োগে চ ধার্ম্মিকপদ-প্রয়োগে চ ভয়ানকরসাবেশকৃতৈব নিষেধাবগতিঃ তদীয়ভীরুবীরত্বপ্রকৃতিনিয়মাবগম-মন্তরেণৈকান্ততোনিষেধাবগত্যভাবাদিতি তন্ন কেবলার্থসামর্থ্যনিষেধাবগতের্নিমিত্ত-মিতি। তত্রোচ্যতে—কেনোক্তমেতৎ 'বক্তৃপ্রতিপত্তৃবিশেষাবগমবিরহেণ শব্দগত ধ্বননব্যাপারবিরহেণ চ নিষেধাবগতিঃ' ইতি। প্রতিপত্তৃপ্রতিভাসহকারিত্বং হ্যস্মা-ভির্দ্যোতনস্য প্রাণত্বেনোক্তম্। ভয়ানকরসাবেশশ্চ ন নিবার্য্যতে, তস্য ভয়মাত্রোৎ-পত্ত্যভ্যুপগমাৎ। প্রতিপত্তুশ্চ রসাবেশো রসাভিব্যক্ত্যৈব। রসশ্চ ব্যঙ্গ্য এব, তস্য চ শব্দবাচ্যত্বং তেনাপি নোপগতমিতি ব্যঙ্গ্যত্বমেব। প্রতিপত্তুরপি রসাবেশো ন নিয়তঃ, ন হ্যসৌ নিয়মেন ভীরুধার্ম্মিকসব্রহ্মচারী সহৃদয়ঃ।

অথ তদ্বিশেষোঽপি সহকারী কল্প্যতে, তর্হি বক্তৃপ্রতিপত্তৃপ্রতিভাপ্রাণিতো ধ্বননব্যাপারঃ কিং ন সহ্যতে। কিং চ বস্তু ধ্বনিং দূষয়তা রসধ্বনিস্তদনুগ্রাহকঃ সমর্থ্যত ইতি সুষ্ঠুতরাং ধ্বনিধ্বংসোঽয়ম্। যদাহ—'ক্রোধোঽপি দেবস্য বরেণ তুল্যঃ' ইতি। অথ রসস্যৈবেয়তা প্রাধান্যমুক্তম্, তত্ কো ন সহতে। অথ বস্তুমাত্রধ্বনেরেতদুদাহরণং ন যুক্তমিত্যুচ্যতে, তথাপি কাব্যোদাহরণত্বাৎ দ্বাবপ্যত্র ধ্বনী স্তঃ, কো দোষঃ।

যদি তু রসানুবেধেন বিনা ন তুষ্যতি, তৎ ভয়ানকরসানুবেধো নাত্র সহৃদয়হৃদয়-দর্পণমধ্যাস্তে, অপি তু উক্তনীত্যা সম্ভোগাভিলাষবিভাবসংকেতস্থা নোচিতবিশিষ্ট-কাকাদ্যনুভাবশবলনোদিতশৃঙ্গাররসানুবেধঃ। রসস্যালৌকিকত্বাত্তাবন্মাত্রাদেব চান-বগমাৎ প্রথমং নির্ব্বিবাদসিদ্ধবিবিক্তবিধিনিষেধপ্রদর্শনাভিপ্রায়েণ চৈতদ্বস্তুধ্বনেরু-দাহরণং দত্তম্।

বস্তুধ্বনিব্যাখ্যানোত্তত্তাৎপর্য্যশক্তিমেব বিবক্ষাসূচকত্বমেব বা ধ্বননমবোচৎ, স নাস্মাকং হৃদয়মাবর্জ্জয়তি। যদাহুঃ—'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' ইতি। তদেতদগ্রে যথাযথং প্রতনিষ্যাম ইত্যাস্তাং তাবৎ। ভ্রমেতি। অতিসৃষ্টোঽসি প্রাপ্তস্তে ভ্রমণ-কালঃ। ধার্ম্মিকেতি। কুসুমাদ্যুপকরণার্থং যুক্তং তে ভ্রমণম্। বিস্রব্ধ ইতি

ক্বচিদ্বাচ্যে প্রতিষেধরূপেঽনুভয়রূপো যথা—

দে আ পসিঅং ণিবত্তসু মুহসসিজোহ্নাবিলুত্ততমণিবহে।
অহিসারিআগঁবিণ্ঁঘং করোসি আন্নান্ঁ বি হ আসে॥

শঙ্কাকারণবৈকল্যাৎ। স ইতি যস্তে ভয়প্রকম্প্রামঙ্গলতিকামকৃত। অদ্যেতি। দিষ্ট্যা বর্দ্ধস ইত্যর্থঃ। মারিত ইনি পুনরস্যানুত্থানম্। তেনেতি। যঃ পূর্ব্বং কর্ণোপকর্ণিকয়া ত্বয়াপ্যাকর্ণিতো গোদাবরীকচ্ছগহনে প্রতিবসতীতি। পূর্ব্বমেব হি তদ্রক্ষায়ৈতত্ত্বয়োপশ্রাবিতোঽসৌ, স চাধুনা তু দৃপ্তত্বাত্ততো গহনান্নিঃসরতীতি প্রসিদ্ধ-গোদাবরীতীরপরিসরানুসরণমপি তাবৎ কথাশেষীভূতং কা কথা তল্লতাগহনপ্রবেশ-শঙ্কয়েতি ভাবঃ। অত্তা ইতি।

শ্বশ্রূরত্র শেতে অথবা নিমজ্জতি অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়।
মা পথিক রাত্র্যন্ধ শয্যায়ামাবয়োঃ শয়িষ্ঠাঃ॥

মহ ইতি নিপাতোঽনেকার্থবৃত্তিরত্রাবয়োরিত্যর্থে ন তু মমেতি। এবং হি বিশেষ-বচনমেব শঙ্কাকারি ভবেদিতি প্রচ্ছন্নাভ্যুপগমো ন স্যাৎ। কাঞ্চিৎ প্রোষিতপতিকাং তরুণীমবলোক্য প্রবৃদ্ধমদনাঙ্কুরঃ সংপন্নঃ পান্থোঽনেন নিষেধদ্বারেণ ত্বয়াভ্যুপগত ইতি নিষেধাভাবোঽত্রবিধিঃ। ন তু নিমন্ত্রণরূপোঽপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনাস্বভাবঃ সৌভাগ্যা-ভিমানখণ্ডনাপ্রসঙ্গাৎ। এতএব রাত্র্যন্ধেতি সমুচিতসময়সংভাব্যমানবিকারাকুলিতত্বং ধ্বনিতম্। ভাবতদ্ভাবয়োশ্চ সাক্ষাৎ বিরোধাদ্বাচ্যাদ্ব্যঙ্গ্যস্য স্ফুটমেবান্যত্বম্।

যত্তাহ ভট্টনায়কঃ—'অহমিত্যভিনয়বিশেষেণাত্মদশাবেদনাচ্ছান্দমেতদপী'তি। তত্রাহমিতি শব্দস্য তাবন্নায়ং সাক্ষাদর্থঃ, কাকাদিসহায়স্য চ ভাবতি ধ্বননমেব ব্যাপার ইতি ধ্বনের্ভূষণমেতৎ। অত্তেতি প্রযত্নেনানিভৃতসংভোগপরিহারঃ। অথ যদ্যপি ভবান্মদনশরাসারদীর্য্যমাণহৃদয় উপেক্ষিতুং ন যুক্তঃ তথাপি কিং করোমি পাপো দিবসকোঽয়মনুচিতত্বাৎ কুৎসিতোঽয়মিত্যর্থঃ। প্রাকৃতে পুংনপুংসকয়োরনিয়মঃ। ন চ সর্ব্বথা ত্বামুপেক্ষে, যতোঽত্রৈবাহং তৎ প্রলোকয় নান্যতোঽহং গচ্ছামি, তদন্যো-ন্যবদনাবলোকনবিনোদেন দিনং তাবদতিবাহয়াব ইত্যর্থঃ। প্রতিপন্নমাত্রায়াঞ্চ রাত্রাবন্ধীভূতো মদীয়ায়াং শয্যায়াং মা শ্লিষঃ, অপি তু নিভৃতনিভৃতমেবাত্তাভিধান-নিকটকণ্টকনিদ্রান্বেষণপূর্ব্বকমিতীয়দত্র ধ্বন্যতে।

ব্রজ মমৈবৈকস্যা ভবন্তু নিঃশ্বাসরোদিতব্যানি।
মা তবাপি তয়া বিনা দাক্ষিণ্যহতস্য জনিষত॥

ক্বচিদ্বাচ্যাদ্বিভিন্নবিষয়ত্বেন ব্যবস্থাপিতো যথা—

কস্‌স ব ণ হোই রোসো দট্‌ঠূণ পিআএ সব্বণং অহরম্‌।
সভমরপউমগ্‌ঘাইণি বারিঅবামে সহস্‌সু এহ্নিম্‌॥

অন্যে চৈবংপ্রকারা ব্যাচ্যাদ্বিভেদিনঃ প্রতীয়মানভেদাঃ সম্ভবন্তি। তেষাং দিঙ্মাত্রমেতৎ প্রদর্শিতম্‌। দ্বিতীয়োঽপি প্রভেদো বাচ্যাদ্বিভিন্নঃ সপ্রপঞ্চমগ্রে দর্শয়িষ্যতে। তৃতীয়স্তু রসাদিলক্ষণঃ প্রভেদো বাচ্য-সামর্থ্যাক্ষিপ্তঃ প্রকাশতে, ন তু সাক্ষাচ্ছব্দব্যাপারবিষয় ইতি বাচ্যাদ্বিভিন্ন

তত্র ব্রজেতিবিধিঃ। ন প্রমাদাদেব নায়িকান্তরসঙ্গমনং তব, অপি তু গাঢ়ানুরাগাৎ; যেনাস্যাদৃঙ্‌মুখরাগঃ গোত্রস্খলনাদি চ, কেবলং পূর্ব্বকৃতানুপালনাত্মনা দাক্ষিণ্যে-নৈকরূপত্বাভিমানেনৈব ত্বমত্র স্থিতঃ, তৎ সর্ব্বথা শঠোঽসীতি গাঢ়মন্যুরূপোঽয়ং খণ্ডিতন্যয়িকাভিপ্রায়োঽত্র প্রতীয়তে। ন চাসৌ ব্রজ্যাতাবরূপো নিষেধঃ, নাপি বিধ্যন্তরমেবান্যনিষেধাভাবঃ। দে ইতি নিপাতঃ প্রার্থনায়াম্‌। আ ইতি তাবচ্ছব্দার্থে। তেনায়মর্থঃ—

প্রার্থয়ে তাবৎ প্রসীদ নিবর্ত্তস্ব মুখশশিজ্যোৎস্না বিলুপ্ততমোনিবহে।
অভিসারিকাণাং বিঘ্নং করোষ্যন্যাসামপি হতাশে॥

অত্র ব্যবসিতাদ্গমনান্নিবর্ত্তস্বেতি প্রতীতের্নিষেধো বাচ্যঃ। গৃহাগতা নায়িকা গোত্রস্খলিতাদ্যপরাধিনি নায়কে সতি ততঃ প্রতিগন্তুং প্রবৃত্তা, নায়কেন চাটূপক্রম-পূর্ব্বকং নিবর্ত্ত্যতে। ন কেবলং স্বাত্মনো মম চ নির্বৃত্তিবিঘ্নং করোসি, যাবদন্যাসামপি ততস্তব ন কদাচন সুখলবলাভোঽপি ভবিষ্যতীত্যত এব হতাশাসীতি বল্লভাভি-প্রায়রূপশ্চাটুবিশেষো ব্যঙ্গ্যঃ।

যদি বা সখ্যোপদিশ্যমানাপি তদবধীরণয়া গচ্ছন্তী সখ্যোচ্যতে—ন কেবল-মাত্মনো বিঘ্নং করোষি, লাঘবাদবহুমানাস্পদমাত্মানং কুর্ব্বতী, অতএব হতাশা, যাবদ্বদনচন্দ্রিকাপ্রকাশিতমার্গতয়ান্যাসামপ্যভিসারিকাণাং বিঘ্নং করোষীতি সখ্যভি-প্রায়রূপশ্চাটুবিশেষো ব্যঙ্গ্যঃ। অত্র তু ব্যাখ্যানদ্বয়েঽপি ধ্যবসিতাৎ প্রতীপগমনাৎ প্রিয়তমগৃহগমনাচ্চ নিবর্ত্তস্বেতি পুনরপি বাচ্য এব বিশ্রান্তের্গুণীভূতব্যঙ্গ্যভেদস্য প্রেয়োরসবদলঙ্কারস্যোদাহরণমিদং স্যাৎ, ন ধ্বনেঃ।

তেনায়মত্র ভাবঃ—কাচিদ্রভসাৎ প্রিয়তমমভিসরন্তী তদ্গৃহাভিমুখমাগচ্ছতা তেনৈবহৃদয়বল্লভেনৈবমুপশ্লোক্যতেঽপ্রত্যভিজ্ঞানচ্ছলেন, অতএবাত্মপ্রত্যভিজ্ঞাপ-

এব। তথা হি বাচ্যত্বং তস্য স্বশব্দনিবেদিতত্বেন বা স্যাৎ, বিভাবাদি প্রতিপাদনমুখেন বা। পূর্ব্বস্মিন্ পক্ষে স্বশব্দনিবেদিতত্বাভাবে রসাদীনামপ্রতীতিপ্রসঙ্গঃ। ন চ সর্ব্বত্র তেষাং স্বশব্দনিবেদিতত্বম্। যত্রাপ্যস্তি তৎ, তত্রাপি বিশিষ্টবিভাবাদিপ্রতিপাদনমুখেনৈবৈষাং

নার্থমেধ নর্ম্মবচনং হতাশ ইতি। অন্যাসাঞ্চ বিঘ্নং করোষি তব চেপ্সিতলাভো ভবিষ্যতীতি কা প্রত্যাশা। অতএব মদীয়ং বা গৃহমাগচ্ছ, ত্বদীয়ং বা গচ্ছাবেত্যুভয়ত্রাপি তাৎপর্য্যাদনুভয়রূপো বল্লভাভিপ্রায়শ্চাটু্বাত্মা ব্যঙ্গ্য ইয়ত্যেব ব্যবতিষ্ঠতে। অন্যে তু—'তটস্থানাং সহৃদয়ানামভিসারিকাং প্রতীয়মুক্তিঃ' ইত্যাহুঃ। তত্র হতাশে ইত্যামন্ত্রণাদি যুক্তময়ুক্তং বেতি সহৃদয়া এব প্রমাণম্।

এবং বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োর্ধার্ম্মিকপান্থপ্রিয়তমাভিসারিকাবিষয়ৈক্যেঽপি স্বরূপভেদাদ্ভেদ ইতিপ্রতিপাদিতম্ অধুনা তু বিষয়ভেদাদপি ব্যঙ্গ্যস্য বাচ্যাদ্ভেদ ইত্যাহ—ক্বচিদ্বাচ্যাদিতি। ব্যবস্থাপিত ইতি বিষয়ভেদোঽপি বিচিত্ররূপো ব্যবতিষ্ঠমানঃ সহৃদয়ৈর্ব্ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ।

কস্য বা ন ভবতি রোষো দৃষ্ট্বা প্রিয়ায়াঃ সব্রণমধরম্।
সভ্রমরপদ্মাঘ্রাণশীলে বারিতবামে সহস্বেদানীম্॥

কস্য বেতি। অনীর্য্যালোরপি ভবতি রোষো দৃষ্ট্বৈব, অকৃত্বাপি কুতশ্চিদেবাপূর্ব্বতয়া প্রিয়ায়াঃ সব্রণমধরবলোক্য। সভ্রমরপদ্মাঘ্রাণশীলে শীলং হি কঞ্চিদপি বারয়িতুং ন শক্যম্। বারিতে বারণায়াং, বামে তদনঙ্গীকারিণি। সহস্বেদানীমুপালম্ভপরম্পরামিত্যর্থঃ। অত্রায়ং ভাবঃ—কাচিদবিনীতা কুতশ্চিৎ খণ্ডিতাধরা নিশ্চিততৎসবিধসন্নিধানে তদ্ভর্ত্তরি তমনবলোকমানয়েব কয়াচিদ্বিদগ্ধসখ্যা তদ্বাচ্যতাপরিহারায়ৈবমুচ্যতে।' সহস্বেদানীমিতি বাচ্যমবিনয়বতীবিষয়ম্। ভর্ত্তৃবিষয়ং তু অপরাধো নাস্তীত্যাবেদ্যমানং ব্যঙ্গ্যম্। সহস্বেত্যপি চ তদ্বিষয়ং ব্যঙ্গ্যম্। তস্যাং চ প্রিয়তমেন গাঢ়মুপালভ্যমানায়াং তদ্ব্যলীকশঙ্কিতপ্রাতিবেশিকলোকবিষয়ং চাবিনয়প্রচ্ছাদনেন প্রত্যায়নং ব্যঙ্গ্যম্। তৎসপত্ন্যাং চ তদুপালম্ভতদবিনয়প্রহৃষ্টায়াং সৌভাগ্যাতিশয়খ্যাপনং প্রিয়ায়া ইতি শব্দবলাদিতি সপত্নীবিষয়ং ব্যঙ্গ্যম্। সপত্নীমধ্যে ইয়তা খলীকৃতাস্মীতি লাঘবমাত্মনি গ্রহীতুং ন যুক্তং; প্রত্যুতায়ং বহুমানঃ, সহস্ব শোভস্বেদানীমিতি সখীবিষয়ং সৌভাগ্যপ্রখ্যাপনং ব্যঙ্গ্যম্। অদ্যেয়ং তব প্রচ্ছন্নানুরাগিণী হৃদয়বল্লভেত্থং রক্ষিতা, পুনঃ প্রকটরদনদংশনবিধির্ন বিধেয় ইতি তচ্চৌর্য্যকামুকবিষয়-

প্রতীতিঃ। স্বশব্দেন সা কেবলমনূদ্যতে, ন তু তৎকৃতা। বিষয়ান্তরে তথা তস্যা অদর্শনাৎ। ন হি কেবলশৃঙ্গারাদিশব্দমাত্রভাজি বিভাবাদি-প্রতিপাদনরহিতে কাব্যে মনাগপি রসবত্ত্ব প্রতীতিরস্তি। যতশ্চ স্বাভিধানমন্তরেণ কেবলেভ্যোঽপি বিভাবাদিভ্যো বিশিষ্টেভ্যো রসা-

---

সম্বোধনং ব্যঙ্গ্যম্। ইত্থং ময়ৈতদপহ্নুতমিতি স্ববৈদগ্ধ্যখ্যাপনং তটস্থবিদগ্ধলোকবিষয়ং ব্যঙ্গ্যমিতি। তদেতদুক্তং ব্যবস্থাপিতশব্দেন। অগ্র ইতি দ্বিতীয়োদ্দ্যোতে 'অসং-লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ ক্রমেণোদ্দ্যোতিতঃ পরঃ' ইতি বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্য দ্বিতীয়প্রভেদ-বর্ণনাবসরে। যথা হি বিধিনিষেধতদনুভয়াত্মনারূপেণ সংকল্প্য বস্তুধ্বনিঃ সংক্ষেপেণ সুবচঃ, তথা নালঙ্কারধ্বনিঃ, অলঙ্কারাণাং ভূয়স্ত্বাৎ। তত এবোক্তম্—সপ্রপঞ্চমিতি। তৃতীয়স্ত্বিতি। তুশব্দো ব্যতিরেকে। বস্ত্বলঙ্কারাবপি শব্দাভিধেয়ত্বমধ্যাসাতে। তাবৎ। রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমা পুনর্ন কদাচিদভিধীয়ন্তে, অথ চাস্বাদ্যমানতা প্রাণতয়া ভান্তি। তত্র ধ্বননব্যাপারাদৃতে নাস্তি কল্পনান্তরম্। স্খলদ্গতিত্বাভাবে মুখ্যার্থবাধাদের্লক্ষণানিবন্ধনস্যানাশঙ্কনীয়ত্বাৎ। ঔচিত্যেন প্রবৃত্তৌ চিত্তবৃত্তেরাস্বাদ্যত্বে স্থায়িন্যা রসো, ব্যভিচারিণ্যা ভাবঃ, অনৌচিত্যেন তদাভাসঃ, রাবণেস্যেব সীতায়াং রতেঃ। যদ্যপি তত্র হাস্যরসরূপতৈব, 'শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যঃ' ইতি বচনাৎ। তথাপি পাশ্চাত্যেয়ং সামাজিকানাং স্থিতিঃ, তন্ময়ীভবনদশায়াং তু রতেরেবাস্বাদ্যতেতি শৃঙ্গারতৈব ভাতি পৌর্ব্বাপর্য্যবিবেকাবধারণেন 'দূরাকর্ষণ মোহমন্ত্র ইব মে তন্নাম্নি যাতে শ্রুতিম্,' ইত্যাদৌ। তদসৌ শৃঙ্গাররসাভাস এব। তদঙ্গং ভাবাভাসশ্চিত্তবৃত্তেঃ প্রশম এব প্রক্রান্তারা হৃদয়মাহ্লাদয়তি যতো বিশেষেণ, তত এব তৎসংগৃহীতোঽপি পৃথগ্‌গণিতোঽসৌ। যথা—

একস্মিন্ শয়নে পরাঙ্মুখতয়া বীতোত্তরং তাম্যতো
রন্যোন্যস্য হৃদি স্থিতেঽপ্যনুনয়ে সংরক্ষতো গৌরবম্।
দম্পত্যোঃ শনকৈরপাঙ্গবলনামিশ্রীভবচ্চক্ষুষো
র্ভগ্নো মানকলিঃ সহাসরভসব্যাবৃত্তকণ্ঠগ্রহম্॥

ইত্যত্রের্ষ্যারোষাত্মনো মানস্য প্রশমঃ। ন চায়ং রসাদিরর্থঃ 'লুত্রস্তে জাতঃ,' ইত্যতো যথা হর্ষো জায়তে তথা। নাপি লক্ষণয়া। অপি তু সহৃদয়স্য হৃদয়-সংবাদবলাদ্বিভাবানুভাবপ্রতীতৌ তন্ময়ীভাবেনাস্বাদ্যমান এব রস্যমানতৈকপ্রাণঃ সিদ্ধস্বভাব সুখাদিবিলক্ষণঃ পরিস্ফুরতি। তদাহ—প্রকাশত ইতি। তেন তত্র

দীনাং প্রতীতিঃ। কেবলাচ্চ স্বাভিধানাদপ্রতীতিঃ। তস্মাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপ্তত্বমেব রসাদীনাম্। ন ত্বভিধেয়ত্বং কথঞ্চিৎ, ইতি তৃতীয়োঽপি প্রভেদো বাচ্যাদ্ভিন্ন এবেতি স্থিতম্। বাচ্যেন ত্বস্য সহেব প্রতীতিরিত্যগ্রে দর্শয়িষ্যতে।

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥ ৫ ॥

শব্দস্য ধ্বননমেব ব্যাপারোঽর্থসহকৃতস্যেতি। না বিভাবাদ্যর্থোঽপি ন পুত্রজননহর্ষন্যায়েন তাং চিত্তবৃত্তিং জনয়তীতি জননাতিরিক্তোঽর্থস্যাপি ব্যাপারো ধ্বননমেবোচ্যতে।' স্বশব্দেতি। শৃঙ্গারাদিনা শব্দেনাভিধাব্যাপারবশাদেব নিবেদিতত্বেন। বিভাবাদীতি। তাৎপর্য্যশক্ত্যেত্যর্থঃ। তত্র স্বশব্দস্যান্বয়ব্যতিরেকৌ রস্যমানতাসারং রসং প্রতি নিরাকুর্ব্বন ধ্বননস্যৈব তাবিতি দর্শয়তি—ন চ সর্ব্বত্রেতি। যথা ভট্টেন্দুরাজস্য।

যদ্বিশ্রম্য বিলোকিতেষু বহুশো নিঃস্থেমনী লোচনে
যদ্গাত্রাণি দরিদ্রতি প্রতিদিনং লূনাব্জিনীনালবৎ।
দূর্ব্বাকাণ্ডবিড়ম্বকশ্চ নিবিড়ো যৎপাণ্ডিমা গণ্ডয়োঃ
কৃষ্ণে যূনি সযৌবনাসু বনিতাস্বেষৈব বেষস্থিতিঃ॥

ইত্যত্রানুভাববিভাবাববোধনোত্তরমেব তন্ময়ীভবনযুক্ত্যা তদ্বিভাবানুভাবোচিতচিত্তবৃত্তিবাসনানুরঞ্জিতস্বসংবিদানন্দচর্ব্বণাগোচরোঽর্থো রসাত্মা স্ফুরত্যেবাভিলাধচিন্তৌৎসুক্যনিদ্রাধৃতিগ্লান্যালস্যশ্রমস্মৃতিবিতর্কাদিশব্দাভাবেঽপি। এবং ব্যতিরেকাভাবং প্রদর্শ্যান্বয়াভাবং দর্শয়তি—যত্রাপীতি। তদিতি স্বশব্দনিবেদিতত্বম্। প্রতিপাদনমুখেনেতি। শব্দপ্রযুক্তয়া বিভাবাদিপ্রতিপত্ত্যেত্যর্থঃ। সা কেবলমিতি। তথাহি—

যাতে দ্বারবতীং তদা মধুরিপৌ তদ্দত্তঝম্পানতাং
কালিন্দীতটরূঢ়বঞ্জুললতামালিঙ্গ্য সোৎকণ্ঠয়া।
তদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্॥

ইত্যত্র বিভাবানুভাবম্লানতয়া প্রতীয়তে। উৎকণ্ঠা চ চর্ব্বণাগোচরং প্রতিপদ্যত এব। সোৎকণ্ঠা শব্দঃ কেবলং সিদ্ধং সাধয়তি, উৎকমিত্যনেন তূক্তানুভাবানুকর্ষণং কর্ত্তুং সোৎকণ্ঠাশব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যনুবাদোঽপি নানর্থকঃ, পুনরনুভাবপ্রতিপাদনে

বিবিধবাচ্যবাচকরচনাপ্রপঞ্চচারুণঃ কাব্যস্য স এবার্থঃ সারভূতঃ। তথা চাদিকবের্বাল্মীকেঃ নিহতসহচরীবিরহকাতরক্রৌঞ্চাক্রন্দজনিতঃ শোক এব শ্লোকতয়া পরিণতঃ।

হি পুনরুক্তিরতন্ময়ীভাবো বা ন তু তৎকৃতেত্যত্র হেতুমাহ—বিষয়ান্তর ইতি। 'যদ্বিশ্রম্য' ইত্যাদৌ। ন হি যদভাবেঽপি যদ্ভবতি তৎকৃতং তদিতি ভাবঃ। অদর্শনমেব দ্রঢ়য়তি ন হীতি কেবলশব্দার্থং স্ফুটয়তি বিভাবাদীতি। কাব্য ইতি। তব মতে কাব্যরূপতয়া প্রসজ্যমান ইত্যর্থঃ। মনাগপীতি।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥

ইত্যত্র। এবং স্বশব্দেন সহ রসাদের্ব্যতিরেকান্বয়াভাবমুপপত্ত্যা প্রদর্শ্য তথৈবোপসংহরতি—যতশ্চেত্যাদিনা কথঞ্চিদিত্যন্তেন। অভিধেয়মেব সামর্থ্যং সহকারিশক্তিরূপং বিভাবাদিকং রসধ্বননে শব্দস্য কর্ত্তব্যে, অভিধেয়স্য চ পুত্রজন্মহর্ষভিন্নযোগক্ষেমতয়া জননব্যতিরিক্তে দিবাভোজনাভাববিশিষ্টপীনত্বানুমিতরাত্রিভোজনবিলক্ষণতয়া চানুমানব্যতিরিক্তে ধ্বননে কর্ত্তব্যে সামর্থ্যং শক্তিঃ বিশিষ্টসমুচিতো বাচকসাকল্যমিতি দ্বয়োরপি শব্দার্থয়োর্ধ্বননং ব্যাপারঃ। এবং দ্বৌ পক্ষাবুপক্রম্যাদ্যো দূষিতঃ। দ্বিতীয়স্তু কথঞ্চিদ্দূষিতঃ কথঞ্চিদঙ্গীকৃতঃ জননানুমানব্যাপারাভিপ্রায়েণ দূষিতঃ। ধ্বননাভিপ্রায়েণাঙ্গীকৃতঃ।

যত্ত্বত্রাপি তাৎপর্য্যশক্তিমেব ধ্বননং মন্যতে, স ন বস্তুতত্ত্ববেদী। বিভাবানুভাবপ্রতিপাদকে হি বাক্যে তাৎপর্য্যশক্তির্ভেদে সংসর্গে বা পর্যবস্যেৎ; ন তু রস্যমানতাসারে রসে ইত্যলং বহুনা। ইতি শব্দো হেত্বর্থে। 'ইত্যপি হেতোস্তৃতীয়োঽপি প্রকারো বাচ্যাদ্ভিন্ন এবে'তি সম্বন্ধঃ। সহেবেতি। ইবশব্দেন বিদ্যমানোঽপি ক্রমো ন সংলক্ষ্যত ইতি তদ্দর্শয়তি—অগ্র ইতি। দ্বিতীয়োদ্দ্যোতে॥ ৪॥

এবং 'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব' ইতীয়তা ধ্বনিস্বরূপং ব্যাখ্যাতম্। অধুনা কাব্যাত্মত্বমিতিহাসব্যাজেন চ দর্শয়তি—কাব্যাস্যাত্মেতি। স এবেতি প্রতীয়মানমাত্রেঽপি প্রক্রান্তে তৃতীয় এব রসধ্বনিরিতি মন্তব্যম্ ইতিহাসবলাৎ প্রক্রান্তবৃত্তিগ্রন্থার্থবলাচ্চ। তেন রস এব বস্তুত আত্মা, বস্ত্বলঙ্কারধ্বনী তু সর্ব্বথা রসং প্রতি পর্য্যবস্যেতে ইতি বাচ্যাদুৎকৃষ্টৌ তাবিত্যভিপ্রায়েণ ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মে'তি সামান্যেনোক্তম্। শোক ইতি। ক্রৌঞ্চস্য দ্বন্দ্ববিয়োগেন সহচরীহননোদ্ভূতেন সাহচর্য্যধ্বংসনেনোত্থিতো যঃ

শোকো হি করুণস্থায়িভাবঃ। প্রতীয়মানস্য চান্যভেদদর্শনেঽপি রসভাবমুখেনৈবোপলক্ষণম্ প্রাধান্যাৎ।

শোকঃ স্থায়িভাবো নিরপেক্ষভাবত্বাৎ বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারোচিতরতিস্থায়িভাবাদন্য এব, স এব তথাভূতবিভাবতদুত্থাক্রন্দাদ্যনুভাবচর্ব্বণয়া হৃদয়সংবাদতন্ময়ীভবনক্রমাদাস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণরসরূপতাং লৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তদ্রুতিসমাস্বাদ্যসারাং প্রতিপন্নো রসপরিপূর্ণকুম্ভোচ্চলনবচ্চিত্তবৃত্তিনিঃস্যন্দস্বভাববাগ্বিলাপাদিবচ্চ সময়ানপেক্ষত্বেঽপি চিত্তবৃত্তিব্যঞ্জকত্বাদিতি নয়েনাকৃতকতয়ৈবাবেশবশাৎ সমুচিতশব্দচ্ছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিতশ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ ইতি

ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্। এবং হি সতি তদ্দুঃখেন সোঽপি দুঃখিত ইতি কৃত্বা রসস্যাত্মতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন চ দুঃখসন্তপ্তস্যৈষা দশেতি। এবং চর্ব্বণোচিতশোকস্থায়িভাবাত্মককরুণরসমুচ্চলনস্বভাবত্বাৎ স এব কাব্যস্যাত্মা সারভূতস্বভাবোঽপরশাব্দবৈলক্ষণ্যকারকঃ।

এতদেবোক্তং হৃদয়দর্পণে—'যাবৎ পূর্ণে ন চৈতেন তাবন্নৈব বমত্যমুম্' ইতি। অগম ইতি ছান্দসেনাড়াগমেন। স এবেত্যেবকারেণেদমাহ—নান্য আত্মেতি। তেন যদাহ ভট্টনায়কঃ—

শব্দপ্রাধান্যমাশ্রিত্য তত্র শাস্ত্রং পৃথগ্বিদুঃ।
অর্থতত্ত্বেন যুক্তং তু বদন্ত্যাখ্যানমেতয়োঃ॥
দ্বয়োর্গুণত্বে ব্যাপারপ্রাধান্যে কাব্যধীর্ভবেৎ॥

ইতি তদপাস্তম্। ব্যাপারো হি যদি ধ্বননাত্মা রসনাস্বভাবস্তন্নাপূর্ব্বমুক্তম্। অথাভিধৈব ব্যাপারস্তথাপ্যস্যাঃ প্রাধান্যং নেত্যাবেদিতং প্রাক্।

শ্লোকং ব্যাচষ্টে—বিবিধেতি। বিবিধং তত্তদভিব্যঞ্জনীয়রসানুগুণ্যেন বিচিত্রং কৃত্বা বাচ্যে বাচকে রচনায়াং চ প্রপঞ্চেন যচ্চারু শব্দার্থালঙ্কারযুক্তমিত্যর্থঃ। তেন সর্ব্বত্রাপি ধ্বননসদ্ভাবেঽপি ন তথা ব্যবহারঃ। আত্মসদ্ভাবেঽপি ক্বচিদেব জীবব্যবহার ইত্যুক্তং প্রাগেব। তেনৈতন্নিরবকাশম্ যদুক্তং হৃদয়দর্পণে—'সর্ব্বত্র তর্হি কাব্যব্যবহারঃ স্যাৎ' ইতি। নিহতসহচরীতি বিভাব উক্তঃ। আক্রন্দিতশব্দেনানুভাবঃ। জনিত ইতি। চর্ব্বণাগোচরত্বেনেতি শেষঃ।

সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু নিঃষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাম্।
অলোকসামান্যমভিব্যনক্তি পরিস্ফুরন্তং প্রতিভাবিশেষম্ ॥ ৬ ॥

তৎ বস্তুতত্ত্বং নিঃষ্যন্দমানা মহতাং কবীনাং ভারতী অলোকসামান্যং প্রতিভাবিশেষং পরিস্ফুরন্তমভিব্যনক্তি। যেনাস্মিন্নতিবিচিত্রকবিপরম্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয় ইতি গণ্যন্তে। ইদং চাপরং প্রতীয়মানস্যার্থস্য সদ্ভাবসাধনং প্রমাণম্—

শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স তু কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্ ॥ ৭ ॥

নন্বু শোকশ্চর্ব্বণাতো যদি শ্লোক উদ্ভূতস্তৎপ্রতীয়মানং বস্তু কাব্যস্যাত্মেতি কুত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—শোকো হীতি। করুণস্য তচ্চর্ব্বণাগোচরাত্মনঃ স্থায়িভাবঃ। শোকে হি স্থায়ীভাবে যে বিভানুভাবাস্তৎসমুচিতা চিত্তবৃত্তিশ্চর্ব্যমাণাত্মা রস ইত্যৌচিত্যাৎ স্থায়িনো রসতাপত্তিরিত্যুচ্যতে। প্রাক্‌স্বসংবিদিতং পরত্রানুমিতং চ চিত্তবৃত্তিজাতং সংস্কারক্রমেণ হৃদয়সংবাদমাদধানং চর্ব্বণায়ামুপযুজ্যতে যতঃ। নন্বু প্রতীয়মানরূপমাত্মা তত্র বিভেদং প্রতিপাদিতং ন তু রসৈকরূপম্, অনেন চেতিহাসেন রসস্যৈবাত্মভূতত্বমুক্তং ভবতীত্যাশঙ্কাভ্যুপগমেনৈবোত্তরমাহ—প্রতীয়মানস্য চেতি। অন্যো ভেদো বস্ত্বলঙ্কারাত্মা। ভাবগ্রহণেন ব্যভিচারিণোঽপি চর্ব্যমাণস্য তাবন্মাত্রাবিশ্রান্তাবপি স্থায়িচর্ব্বণাপর্য্যবসানোচিতরসপ্রতিষ্ঠামনবাপ্যাপি প্রাণত্বং ভবতীত্যুক্তম্। যথা—

নখং নখাগ্রেণ বিঘট্টয়ন্তী বিবর্তয়ন্তী বলয়ং বিলোলম্।
আমন্দ্রমাশিঞ্জিতনূপুরেণ পাদেন মন্দং ভুবমালিখন্তী ॥

ইত্যত্র লজ্জায়াঃ। রসভাবশব্দেন চ তদাভাসতৎপ্রশমাবপি সংগৃহীতাবেব, অবান্তরবৈচিত্র্যেঽপি তদেকরূপত্বাৎ। প্রাধান্যাদিতি। রসপর্য্যবসানাদিত্যর্থঃ। তাবন্মাত্রাবিশ্রান্তাবপি চান্যশাব্দবৈলক্ষণ্যকারিত্বেন বস্ত্বলঙ্কারধ্বনেরপি জীবিতত্বমৌচিত্যাদুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

এবমিতিহাসমুখেন প্রতীয়মানস্য কাব্যাত্মতাং প্রদর্শ্য স্বসংবিৎসিদ্ধমপ্যেতদিতি দর্শয়তি—সরস্বতীতি। বাগ্‌রূপা ভগবত্যর্থঃ। বস্তুশব্দেনার্থশব্দং তত্ত্বশব্দেন চ বস্তুশব্দং ব্যাচষ্টে—নিঃষ্যন্দমানেতি। দিব্যমানন্দরসং স্বয়মেব প্রস্নুবানেত্যর্থঃ। যদাহ ভট্টনায়কঃ—

সোঽর্থো যস্মাৎ কেবলং কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব জ্ঞায়তে। যদি চ বাচ্যরূপ এবাসাবর্থ স্যাত্তদ্বাচ্যবাচকরূপপরিজ্ঞানাদেব তৎপ্রতীতিঃ স্যাৎ। অথ চ বাচ্যবাচকলক্ষণমাত্রকৃতশ্রমাণাং কাব্যতত্ত্বার্থভাবনা-বিমুখানাং স্বরশ্রুত্যাদিলক্ষণমিবাঽপ্রগীতানাং গান্ধর্বলক্ষণবিদামগোচর এবাসাবর্থঃ। এবং বাচ্যব্যতিরেকিণো ব্যঙ্গ্যস্য সদ্ভাবং প্রতিপাদ্য প্রাধান্যং তস্যৈবেতি দর্শয়তি—

সোঽর্থস্তদ্ব্যক্তিসামর্থ্যযোগী শব্দশ্চ কশ্চন।
যত্নতঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ তৌ শব্দার্থৌ মহাকবেঃ ॥ ৮ ॥

বাগ্ধেনুর্দুগ্ধ এতং হি রসং যদ্বালতৃষ্ণয়া।
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্ দুহ্যতে যোগিভি র্হি যঃ ॥

তদাবেশেন বিনাপ্যাক্রান্ত্যা হি যো যোগিভির্দুহ্যতে। অতএব—

যং সর্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহু র্ধরিত্রীম্ ॥

ইত্যনেন সারাগ্র্যবস্তুপাত্রত্বং হিমবত উক্তম্। 'অভিব্যনক্তি পরিস্ফুরন্তমি'তি। প্রতিপত্তৃন্ প্রতি সা প্রতিভা নানুমীয়মানা, অপি তু তদাবেশেন ভাসমানেত্যর্থঃ। যদুক্তমস্মদুপাধ্যায়ভট্টতৌতেন—'নায়কস্য কবেঃ শ্রোতুঃ সমানোঽনুভবস্তত' ইতি। 'প্রতিভা' অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা, তস্যা 'বিশেষো' রসাবেশবৈশদ্যসৌন্দর্য্যং কাব্যনির্মাণক্ষমত্বম্। যদাহ মুনিঃ—'কবেরন্তর্গতং ভাবম্' ইতি। যেনেতি। অভি-ব্যক্তেন স্ফুরতা প্রতিভাবিশেষণনিমিত্তেন মহাকবিত্বগণনেতি যাবৎ ॥ ৬ ॥

ইদং চেতি। ন কেবলং 'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব' ইত্যেতৎকারিকাসূচিতৌ স্বরূপবিষয়ভেদাবেব, যাবদ্ভিন্নসামগ্রীবেদ্যত্বমপি বাচ্যাতিরিক্তত্বে প্রমাণমিতি যাবৎ। বেদ্যত ইতি। ন তু ন বেদ্যতে, যেন ন স্যাদসাবিতি ভাবঃ। কাব্যস্য তত্ত্বভূতো যোঽর্থস্তস্য ভাবনা বাচ্যাতিরেকেণানবরতচর্বণা তত্র বিমুখানাম্। স্বরাঃ ষড়্জাদয়ঃ সপ্ত। শ্রুতির্নাম শব্দস্য বৈলক্ষণ্যমাত্রকারি যদ্রূপান্তরং তৎপরিমাণা স্বরতদন্তরালো-ভয়ভেদকল্পিতা দ্বাবিংশতিবিধা। আদিশব্দেন জাত্যংশকগ্রামরাগভাষাবিভাষান্তর-ভাষাদেশী মার্গা গৃহ্যন্তে। প্রকৃষ্টং গীতং গানং যেষাং তে প্রগীতাঃ, গাতুং বা প্রারব্ধা ইত্যাদি কর্ম্মণি ক্তঃ। প্রারম্ভেণ চাত্র ফলপর্য্যন্ততা লক্ষ্যতে ॥ ৭ ॥

এবমিতি। স্বরূপভেদেন ভিন্নসামগ্রীজ্ঞেয়ত্বেন চেত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞেয়াবিত্য-

ব্যঙ্গ্যোবহ্‌র্থস্তদ্ব্যক্তিসামর্থ্যযোগী শব্দশ্চ কশ্চন, ন শব্দমাত্রম্। তাবেব শব্দার্থৌ মহাকবেঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ। ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকাভ্যামেব সুপ্রযুক্তাভ্যাং মহাকবিত্বলাভো মহাকবীনাং, ন বাচ্যবাচকরচনা-মাত্রেণ। ইদানীং ব্যঙ্গব্যঞ্জকয়োঃ প্রাধান্যেঽপি যদ্বাচ্যবাচকাবেব প্রথমমুপাদদতে কবয়স্তদপি যুক্তমেবেত্যাহ—

আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবাঞ্জনঃ।

তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ॥ ৯॥

যথা হ্যালোকার্থী সন্নপি দীপশিখায়াং যত্নবাঞ্জনো ভবতি তদুপা-য়তয়া। ন হি দীপশিখামন্তরেণালোকঃ সম্ভবতি। তদ্বদ্ব্যঙ্গ্যমর্থং প্রত্যাদৃতো জনো বাচ্যেঽর্থে যত্নবান্ ভবতি। অনেন প্রতিপাদকস্য কবের্ব্যঙ্গ্যমর্থং প্রতি ব্যাপারো দর্শিতঃ।

প্রতি পাদ্যস্যাপি তং দর্শয়িতুমাহ—

যথা পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে।

বাচ্যার্থপূর্বিকা তদ্বৎ প্রতিপত্তস্য বস্তুনঃ॥ ১০॥

র্হার্থে কৃত্যঃ, সর্ব্বো হি তথা যততে ইতীয়তা প্রাধান্যে লোকসিদ্ধত্বং প্রমাণং উক্তম্। নিয়োগার্থেন চ কৃত্যেন শিক্ষাক্রম উক্তঃ। প্রত্যভিজ্ঞেয়শব্দেনেদমাহ—

'কাব্যং তু জাতু জায়েত কস্যচিৎ প্রতিভাবতঃ',

ইতি নয়েন যদ্যপি স্বয়মস্যৈতৎপরিস্ফুরতি, তথাপীদমিত্থমিতি বিশেষতো নিরূপ্যমাণং সহস্রশাখী ভবতি যথোক্তমস্মৎপরমগুরুভিঃ শ্রীমদুৎপলপাদৈঃ—

তৈস্তৈরপ্যুপযাচিতৈরুপনতস্তন্ব্যাঃ স্থিতোঽপ্যন্তিকে

কান্তো লোকসমান এবমপরিজ্ঞাতো ন রন্তুং যথা।

লোকস্যৈষ তথা নবেক্ষিতগুণঃ স্বাত্মাপি বিশ্বেশ্বরো

নৈবালং নিজবৈভবায় তদিয়ং তৎপ্রত্যভিজ্ঞোদিতা॥ ইতি॥

তেন জ্ঞাতস্যাপি বিশেষতো নিরূপণমনুসন্ধানাত্মকমত্র প্রত্যভিজ্ঞানম্, ন তু তদেবেদ-মিত্যেতাবন্মাত্রম্। মহাকবেরিতি। যো মহাকবিরহং ভূয়াসমিত্যাশাস্তে। এবং ব্যঙ্গ্যপদার্থস্য ব্যঞ্জকস্য শব্দস্য চ প্রাধান্যং বদতা ব্যাঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবস্যাপি প্রাধান্যমুক্ত-মিতি ধ্বনতি ধ্বন্যতে ধ্বননমিতি ত্রিতয়মভ্যুপপন্নমিত্যুক্তং॥ ৮॥

যথা হি পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থাবগমস্তথা বাচ্যার্থপ্রতীতিপূর্ব্বিকা ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য প্রতিপত্তিঃ। ইদানীং বাচ্যার্থপ্রতীতিপূর্ব্বকত্বেঽপি তৎপ্রতীতের্ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য প্রাধান্যাং যথা ন ব্যালুপ্যতে তথা দর্শয়তি—

স্বসামর্থ্যবশেনৈব বাক্যার্থং প্রতিপাদয়ন্।
যথা ব্যাপারনিষ্পত্তৌ পদার্থো ন বিভাব্যতে ॥ ১১ ॥

যথা স্বসামর্থ্যবশেনৈব বাক্যার্থং প্রকাশয়ন্নপি পদার্থো ব্যাপার-নিষ্পত্তৌ ন ভাব্যতে বিভক্ততয়া।

তদ্বৎ সচেতসাং সোঽর্থো বাচ্যার্থবিমুখাত্মনাম্।
বুদ্ধৌ তত্ত্বার্থদর্শিন্যাং ঝটিত্যেবাবভাসতে ॥ ১২ ॥

নন্নু প্রথমোপাদীয়মানত্বাদ্বাচ্যবাচকতদ্ভাবস্যৈব প্রাধান্যমিত্যাশঙ্ক্যোপায়ানামেব প্রথমমুপাদানম্ ভবতীত্যভিপ্রায়েণ বিরুদ্ধোঽয়ং প্রাধান্যে সাধ্যে হেতুরিতি দর্শয়তি ইদানীমিত্যাদিনা। আলোকনমালোকঃ; বনিতাবদনারবিন্দাদিবিলোকনমিত্যর্থঃ। তত্র চোপায়ো দীপশিখা ॥ ৯ ॥

প্রতিপদিতি ভাবে ক্বিপ্। 'তস্য বস্তুন' ইতি ব্যঙ্গ্যরূপস্য সারস্যেতার্থঃ। অনেন শ্লোকেনাত্যন্তসহৃদয়ো যো ন ভবতি তস্যৈষ স্ফুটসংবেদ্য এব ক্রমঃ। যথাত্যন্তশব্দ-বৃত্তজ্ঞো যো ন ভবতি তস্য পদার্থবাক্যার্থক্রমঃ। কাষ্ঠাপ্রাপ্তসহৃদয়ভাবস্য তু বাক্যবৃত্তকুশলস্যেব সন্নপি ক্রমোঽভ্যস্তানুমানাবিনাভাবস্মৃত্যাদিবদসংবেদ্য ইতি দর্শিতম্ ॥ ১০ ॥

ন ব্যালুপ্যত ইতি। প্রাধান্যাদেব তৎপর্যন্তানুসরণরণরণকত্বরিতা মধ্যে বিশ্রান্তিং ন কুর্ব্বত ইতি ক্রমস্য সতোঽপ্যলক্ষণং প্রাধান্যে হেতুঃ। স্বসামর্থ্যমাকাঙ্ক্ষাযোগ্যতা-সন্নিধয়ঃ। বিভাব্যত ইতি। বিশব্দেন বিভক্ততোক্তা, বিভক্ততয়া ন ভাব্যত ইত্যর্থঃ। অনেন বিদ্যমান এব ক্রমো ন সংবেদ্যত ইত্যুক্তম্। তেন যৎস্ফোটাভিপ্রায়েণাসন্নেব ক্রম ইতি ব্যাচক্ষতে তৎ প্রত্যুত বিরুদ্ধমেব। বাচ্যেঽর্থে বিমুখো বিশ্রান্তিনিবন্ধনং পরিতোষমলভমান আত্মা হৃদয়ং যেষামিত্যনেন সচেতসামিত্যস্যৈবার্থোঽভিব্যক্তঃ। সহৃদয়ানামেব তর্হ্যয়ং মহিমাস্তু, ন তু কাব্যস্যাসৌ কশ্চিদতিশয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অবভাসত ইতি। তেনাত্র বিভক্ততয়া ন ভাসতে, ন তু বাচ্যস্য সর্ব্বথৈবানবভাসঃ। অতএব তৃতীয়োদ্দ্যোতে ঘটপ্রদীপদৃষ্টান্তবলাদ্ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিকালেঽপি বাচ্যপ্রতীতির্ন বিঘটত ইতি যদ্বক্ষ্যতি তেন সহাস্য গ্রন্থস্য ন বিরোধঃ ১১. ১২

এবং বাচ্যব্যতিরেকিণো ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য সদ্ভাবং প্রতিপাদ্য প্রকৃত উপযোজয়ন্নাহ—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ ॥ ১৩ ॥

যত্রার্থো বাচ্যবিশেষঃ বাচকবিশেষঃ শব্দো বা তমর্থং ব্যঙক্তঃ, স কাব্যবিশেষো ধ্বনিরিতি। অনেন বাচ্যবাচকচারুত্বহেতুভ্য উপমাদিভ্যোঽনুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব ধ্বনের্বিষয় ইতি দর্শিতম্। যদপ্যুক্তম্

সদ্ভাবমিতি। সত্তাং সাধুভাবং প্রাধান্যং চেত্যর্থঃ। দ্বয়ং হি প্রতিপিপাদয়িষিতম্। প্রকৃত ইতি লক্ষণে। উপযোজয়ন্ উপযোগং গময়ন্। তমর্থমিতি চায়মুপযোগঃ। স্বশব্দ আত্মবাচী। স্বশ্চার্থশ্চ তৌ স্বার্থৌ তৌ গুণীকৃতৌ যাভ্যাম্; যথাসংখ্যেন তেনার্থো গুণীকৃতাত্মা, শব্দো গুণীকৃতাভিধেয়ঃ। তমর্থমিতি। 'সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু' ইতি যদুক্তম্। ব্যঙ্‌ক্তঃ দ্যোতয়তঃ। ব্যঙ্‌ক্তঃ ইতিদ্বিবচনেনেদমাহ—যদ্যপ্যবিবক্ষিতবাচ্যে শব্দ এব ব্যঞ্জকস্তথাপ্যর্থস্যাপি সহকারিতা ন ত্রুট্যতি, অন্যথা অজ্ঞাতার্থোঽপি শব্দস্তদ্ব্যঞ্জকঃ স্যাৎ। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে চ শব্দস্যাপি সহকারিত্বং ভবত্যেব, বিশিষ্টশব্দাভিধেয়তয়া বিনা তস্যার্থস্যাব্যঞ্জকত্বাদিতি সর্ব্বত্র শব্দার্থয়োরুভয়োরপি ধ্বননং ব্যাবারঃ। তেন যদ্‌ভট্টনায়কেন দ্বিবচনং দূষিতং তদ্‌গজনিমীলিকয়ৈব। অর্থঃ শব্দো বেতি তু বিকল্পাভিধানং প্রাধান্যাভিপ্রায়েণ। কাব্যঞ্চ তদ্বিশেষশ্চাসৌ কাব্যস্য বা বিশেসঃ। কাব্যগ্রহণাদ্‌গুণালঙ্কারোপস্কৃতশব্দার্থপৃষ্ঠপাতী ধ্বনিলক্ষণ 'আত্মে'ত্যুক্তম্। তেনৈতন্নিরবকাশং শ্রুতার্থাপত্তাবপি ধ্বনিব্যবহারঃ স্যাদিতি। যচ্চোক্তম্—'চারুত্বপ্রতীতিস্তর্হিকাব্যস্যাত্মা স্যাৎ', ইতি তদঙ্গীকুর্ম এব। নাম্নি খল্বয়ং বিবাদ ইতি। যচ্চোক্তম্—'চারুণঃপ্রতীতির্যদি কাব্যাত্মা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাদপি সা ভবন্তী তথা স্যাৎ' ইতি। তত্র শব্দার্থময়কাব্যাত্মাভিধানপ্রস্তাবে ক এয প্রসঙ্গ ইতি ন কিঞ্চিদেতৎ। স ইতি। অর্থো বা শব্দো বা, ব্যাপারো বা। অর্থোঽপি বাচ্যো বা ধ্বনতীতি, শব্দোঽপ্যেবম্। ব্যঙ্গ্যো বা ধ্বন্যত ইতি ব্যাপারো বা শব্দার্থয়োর্ধ্বননমিতি। কারিকয়া তু প্রাধান্যেন সমুদায় এব কাব্যরূপো মুখ্যতয়া ধ্বনিরিতি প্রতিপাদিতম্। বিভক্ত ইতি। গুণালঙ্কারাণাং বাচ্যবাচকভাবপ্রাণত্বাৎ। অস্য চ তদন্যব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবসারত্বান্নাস্য তেষ্বন্তর্ভাব ইতি। অনন্তত্র ভাবো বিষয়শব্দার্থঃ। এবং তদ্ব্যতিরিক্তঃ কোঽয়ং ধ্বনিরিতি নিরাকৃতম্।

'প্রসিদ্ধপ্রস্থানাতিক্রমিণো মার্গস্য কাব্যত্বহানের্ধ্বনির্নাস্তি' ইতি, তদপ্যযুক্তম্। যতো লক্ষণকৃতামেব স কেবলং ন প্রসিদ্ধঃ, লক্ষ্যে তু পরীক্ষ্যমাণে স এব সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদকারি কাব্যতত্ত্বম্। ততোঽন্য-চ্চিত্রমেবেত্যগ্রে দর্শয়িষ্যামঃ। যদপ্যুক্তম্—'কামনীয়কমনতিবর্ত্তমানস্য তস্যোক্তালঙ্কারাদিপ্রকারেষ্বন্তর্ভাবঃ' ইতি, তদপ্যসমীচীনম্; বাচ্য-বাচকমাত্রাশ্রয়িণি প্রস্থানে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকসমাশ্রয়েণ ব্যবস্থিতস্য ধ্বনেঃ কথমন্তর্ভাবঃ, বাচ্যবাচকচারুত্বহেতবো হি তস্যাঙ্গভূতাঃ, স ত্বঙ্গিরূপ এবেতি প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। পরিকরশ্লোকশ্চাত্র—

ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকসম্বন্ধনিবন্ধনতয়া ধ্বনেঃ।
বাচ্যবাচকচারুত্বহেত্বন্তঃপাতিতা কুতঃ॥

নন্থ যত্র প্রতীয়মানস্যার্থস্য বৈশদ্যেনাপ্রতীতিঃ স নাম মা ভূদ্ ধ্বনে-র্বিষয়ঃ যত্র তু প্রতীতিরস্তি, যথা—সমাসোক্ত্যাক্ষেপানুক্তনিমিত্ত

লক্ষণকৃতামেবেতি। লক্ষণকারাপ্রসিদ্ধতা বিরুদ্ধো হেতুঃ, তত এব হি যত্নেন লক্ষণীয়তা। লক্ষ্যে ত্বপ্রসিদ্ধত্বমসিদ্ধো হেতুঃ। যচ্চ নৃত্তগীতাদিকল্পং, তৎ কাব্যস্য ন কিঞ্চিৎ। চিত্রমিতি। বিস্ময়কৃদ্‌বৃত্তাদিবশাৎ, ন তু সহৃদয়াভিলষণীয়চমৎকার-সাররসনিঃষ্যন্দময়মিত্যর্থঃ। কাব্যানুকারিত্বাদ্বা চিত্রম্, আলেখমাত্রত্বাদ্বা, কলামাত্র-ত্বাদ্বা। অগ্র ইতি।

প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্যৈবং ব্যবস্থিতম্।
দ্বিধা কাব্যং ততোঽন্যদ্‌যত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে॥

ইতি তৃতীয়োদ্দ্যোতে বক্ষ্যতি। পরিকরার্থং কারিকার্থস্যাধিকাবাপং কর্ত্তুং শ্লোকঃ পরিকরশ্লোকঃ। যত্রেত্যলঙ্কারে। বৈশদ্যেনেতি। চারুতয়া স্ফুটতয়া চেত্যর্থঃ। অভিহিতমিতি ভূতপ্রয়োগ আদৌ ব্যঙ্‌ক্তে ইত্যস্য ব্যাখ্যাতত্বাৎ। গুণীকৃতাত্মেতি। আত্মেত্যনেন স্বশব্দস্যার্থো ব্যাখ্যাতঃ। ন চৈতদিতি। ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যম্। প্রাধান্যং চ যদ্যপি জুগুপ্সৌ ন চকাস্তি, 'বুদ্ধৌ তত্ত্বাবভাসিন্যাম্' ইতি নয়েনাখণ্ডচর্ব্বণাবিশ্রান্তেঃ, তথাপি বিবেচকৈর্জীবিতান্বেষণে ক্রিয়মাণে যদা ব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ পুনরপি বাচ্যমেবানু-প্রাণয়ন্নাস্তে তদা তদুপকরণত্বাদেব তস্যালঙ্কারতা। ততো বাচ্যাদেব তদুপস্কৃতা-চ্চমৎকারলাভ ইতি। যদ্যপি পর্য্যন্তে রসধ্বনিরস্তি, তথাপি মধ্যকক্ষানিবিষ্টোঽসৌ

বিশেষোক্তিপর্যায়োক্তাপহ্নুতিদীপকসঙ্করালঙ্কারাদৌ, তত্র ধ্বনেরন্তর্ভাবো ভবিষ্যতীত্যাদি নিরাকর্ত্তুমভিহিতম্—'উপসর্জ্জনীকৃতস্বার্থৌ' ইতি। অর্থো গুণীকৃতাত্মা, গুণীকৃতাভিধেয়ঃ শব্দো বা যত্রার্থান্তরমভিব্যনক্তি স ধ্বনিরিতি। তেষু কথং তস্যান্তর্ভাবঃ। ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে হি ধ্বনিঃ। ন চৈতৎ সমাসোক্ত্যাদিম্বস্তি। সমাসোক্তৌ তাবৎ—

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং
তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া
পুরোঽপি রাগাদ্গলিতং ন লক্ষিতম্॥

ব্যঙ্গ্যোঽর্থো ন রসোন্মুখী ভবতি; স্বাতন্ত্র্যেণাপি তু বাচ্যমেবার্থং সংস্কর্ত্তুং ধাবতীতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যতোক্তা সমাসোক্তাবিতি।

যত্রোক্তৌ গম্যতেঽন্যোঽর্থস্তৎসমানৈর্বিশেষণৈঃ।
সা সমাসোক্তিরুদিতা সংক্ষিপ্তার্থতয়া বুধৈঃ॥

ইত্যত্র সমাসোক্তের্লক্ষণস্বরূপং হেতুর্নাম তন্নির্বচনমিতি পাদচতুষ্টয়েন ক্রমাদুক্তম্। উপোঢ়ো রাগঃ সান্ধ্যোঽরুণিমা প্রেম চ যেন। বিলোলাস্তারকা জ্যোতীংষি নেত্রত্রিভাগাশ্চ যত্র। তথেতি ঝটিত্যেব প্রেমরভসেন চ। গৃহীতমাভাসিতং পরিচুম্বিতুমাক্রান্তং চ। নিশায়া মুখং প্রারম্ভো বদনকোকনদং চেতি। যথেতি। ঝটিতিগ্রহণেন প্রেমরভসেন চ। তিমিরং চাংশুকাশ্চ সূক্ষ্মাংশবস্তিমিরাংশুকং রশ্মিশবলীকৃতং তমঃপটলং, তিমিরাংশুকং নীলজালিকা নবোঢ়াপ্রৌঢ়বধূচিতা। রাগাদ্রক্তত্বাৎ সন্ধ্যাকৃতাদনন্তরং প্রেমরূপাচ্চ হেতোঃ পুরোঽপি পূর্ব্বস্যাং দিশি অগ্রে চ। গলিতং প্রশান্তং পতিতং চ। রাত্র্যা করণভূতয়া সমস্তং মিশ্রিতম্, উপলক্ষণত্বেন বা। ন লক্ষিতং রাত্রিপ্রারম্ভোঽসাবিতি ন জ্ঞাতম্, তিমিরসংবলিতাংশুদর্শনে হি রাত্রিমুখমিতি লোকেন লক্ষ্যতে ন তু স্ফুট আলোকে। নায়িকাপক্ষে তু তয়েতি কর্ত্তৃপদম্। রাত্রিপক্ষে তু অপিশব্দো লক্ষিতমিত্যস্যানন্তরঃ। অত্র চ নায়কেন পশ্চাদ্গতেন চুম্বনোপক্রমে পুরো নীলাংশুকস্য গলনং পতনম্। যদি বা 'পুরোঽগ্রে নায়কেন তথা গৃহীতং মুখম্'ইতি সম্বন্ধঃ। তেনাত্র ব্যঙ্গ্যে প্রতীতেঽপি ন প্রাধান্যম্। তথা হি নায়কব্যবহারো নিশাশশিনাবেব শৃঙ্গারবিভাবরূপৌ সংস্কুর্ব্বাণোঽলঙ্কারতাং

ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যেনানুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতীয়তে সমারোপিত নায়িকানায়কব্যবহারয়োর্নিশাশশিনোরেব বাক্যার্থত্বাৎ। আক্ষেপেঽপি ব্যঙ্গ্যবিশেষাক্ষেপিণোঽপি বাচ্যস্যৈব চারুত্বং প্রাধান্যেন বাক্যার্থ আক্ষেপোক্তিসামর্থ্যাদেব জ্ঞায়তে। তথা হি—তত্র শব্দোপারূঢো

ভজতে, ততস্তু বাচ্যাদ্বিভাবীভূতাদ্রসনিঃষ্যন্দঃ। যস্তু ব্যাচষ্টে—'তয়া নিশয়েতি কর্তৃপদং, ন চাচেতনায়াঃ কর্তৃত্বমুপপন্নমিতি শব্দেনৈবাত্র নায়কব্যবহার উন্নীতোঽভিধেয় এব, ন ব্যঙ্গ্য ইত্যত এব সমাসোক্তিঃ' ইতি। স প্রকৃতমেব গ্রন্থার্থমত্যজদ্ব্যঙ্গ্যেনানুগতমিতি। একদেশবিবর্তি। চেত্থং রূপকং স্যাৎ, 'রাজহংসৈরবীজ্যন্ত শরদৈব সরোনৃপাঃ' ইতিবৎ, ন তু সমাসোক্তিঃ, তুল্যবিশেষণাভাবাৎ। গম্যত ইতি চানেনাভিধাব্যাপারনিরাসাদিত্যলমবান্তরেণ বহুনা। নায়িকায়া নায়কে যো ব্যবহারঃ স নিশায়াঃ সমারোপিতঃ; নায়িকায়াং নায়কস্য যো ব্যবহারঃ স শশিনি সমারোপিত ইতি ব্যাখ্যানে নৈকশেষপ্রসঙ্গঃ। আপেক্ষ ইতি।

প্রতিষেধ ইবেষ্টস্য যো বিশেষাভিধিৎসয়া।
বক্ষ্যমাণোক্তবিষয়ঃ স আক্ষেপো দ্বিধা মতঃ॥

তত্রাদ্যো যথা—অহং ত্বাং যদি নেক্ষেয় ক্ষণমপ্যুৎসুকা ততঃ।
ইয়দেবাস্ত্বতোঽন্যেন কিমুক্তেনাপ্রিয়েণ তে॥

ইতি বক্ষ্যমাণমরণবিষয়ো নিষেধাত্মাক্ষেপঃ। তত্রেয়দস্ত্বিত্যেতদেবাত্র ম্রিয়ে ইত্যাক্ষিপৎ সচ্চারুত্বনিবন্ধনমিত্যাক্ষেপ্যেণাক্ষেপকমলঙ্কৃতং সৎ প্রধানম্। উক্তবিষয়স্তু যথা মমৈব—

ভো ভোঃ কিং কিমকাণ্ড এব পতিতস্ত্বং পান্থ কান্থা গতিঃ
তত্তাদৃক্তৃষিতস্য মে খলমতিঃ সোঽয়ং জলং গূহতে।
অস্থানোপনতামকালসুলভাং তৃষ্ণাং প্রতি ক্রুধ্য ভোঃ
ত্রৈলোক্যপ্রথিতপ্রভাবমহিমা মার্গঃ পুনর্মারবঃ॥

অত্র কশ্চিৎ সেবকঃ প্রাপ্তঃ প্রাপ্তব্যমস্মাৎ কিমিতি ন লভ ইতি প্রত্যাশাবিশস্যমানহৃদয়ঃ কেনচিদমুনাক্ষেপেণ প্রতিবোধ্যতে। তত্রাক্ষেপেণ নিষেধরূপেণ বাচ্যস্যৈবাসৎপুরুষসেবাতদ্বৈফল্যতৎকৃতোদ্বেগাত্মনঃ শান্তরসস্থায়িভূতিনির্বেদবিভাবরূপতয়া চমৎকৃতিদায়িত্বম্। বামনস্য তু 'উপমানাক্ষেপ' ইত্যাক্ষেপলক্ষণম্। উপমানস্য চন্দ্রাদেরাক্ষেপঃ; অস্মিন্ সতি কিং ত্বয়া কৃত্যমিতি; যথা—

বিশেষাভিধানেচ্ছয়া প্রতিষেধরূপো য আক্ষেপঃ স এব ব্যঙ্গ্য-বিশেষমাক্ষিপন্মুখ্যং কাব্যশরীরম্। চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনা হি বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্যবিবক্ষা। যথা—

অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ।
অহো দৈবগতিঃ কীদৃক্তথাপি ন সমাগমঃ॥

অত্র সত্যামপি ব্যঙ্গ্যপ্রতীতৌ বাচ্যস্যৈব চারুত্বমুৎকর্ষবদিতি তস্যৈব প্রাধান্যবিবক্ষা।

তস্যাস্তন্মুখমস্তি সৌম্যসুভগং কিং পার্ব্বণেনেন্দুনা
সৌন্দর্য্যস্য পদং দৃশৌ যদি চ তৈঃ কিং নাম নীলোৎপলৈঃ।
কিং বা কোমলকান্তিভিঃ কিশলয়ৈঃ সত্যেব তত্রাধরে
হী ধাতুঃ পুনরুক্তবস্তুরচনারম্ভেষপূর্ব্বো গ্রহঃ॥

অত্র ব্যঙ্গ্যোঽপ্যুপমার্থো বাচ্যস্যৈবোপস্কুরুতে। কিং তেন কৃত্যমিতি ত্বপহস্তনারূপ আক্ষেপো বাচ্য এব চমৎকারকারণম্। যদি বোপমানস্যাক্ষেপঃ সামর্থ্যাদাকর্ষণম্। যথা—

ঐন্দ্রং ধনুঃ পাণ্ডুপয়োধরেণ শরদ্দধানার্দ্রনখক্ষতাভম্।
প্রসাদয়ন্তী সকলঙ্কমিন্দুং তাপং রবেরভ্যধিকং চকার॥

ইত্যত্রের্ষ্যাকলুষিতনায়কান্তরমুপমানমাক্ষিপ্তমপি বাচ্যার্থমেবালঙ্করোতীত্যেষা তু সমাসোক্তিরেব। তদাহ—চারুত্বোৎকর্ষেতি। অত্রৈব প্রসিদ্ধং দৃষ্টান্তমাহ—অনুরাগবতীতি। তেনাক্ষেপপ্রমেয়সমর্থনমেবাপরিসমাপ্তমিতি মন্তব্যম্। তত্রোদাহরণত্বেন সমাসোক্তিশ্লোকঃ পঠিতঃ। অহো দৈবগতিরিতি। গুরুপারতন্ত্র্যাদিনিমিত্তোঽসমাগম ইত্যর্থঃ। তস্যৈবেতি। বাচ্যস্যৈবেতি যাবৎ। বামনাভিপ্রায়েণায়মাক্ষেপঃ, ভামহাভিপ্রায়েণ তু সমাসোক্তিরিত্যমুমাশয়ং হৃদয়ে গৃহীত্বা সমাসোক্ত্যাক্ষেপয়োঃ যুক্ত্যেদমেকমেবোদাহরণং ব্যতরদ্ গ্রন্থকৃৎ। এষাপি সমাসোক্তির্বাস্তু অক্ষেপো বা, কিমনেনাস্মাকম্। সর্ব্বথালঙ্কারেষু ব্যঙ্গ্যং বাচ্যে গুণীভবতীতি নঃ সাধ্যমিত্যত্রা-শয়োঽত্র গ্রন্থেঽস্মদ্গুরুভির্নিরূপিতঃ।

এবং প্রাধান্যবিবক্ষায়াং দৃষ্টান্তমুক্ত্বা ব্যপদেশোঽপি প্রাধান্যকৃত এব ভবতীত্যত্র দৃষ্টান্তং স্বপরপ্রসিদ্ধমাহ—যথা চৈতি। উপময়া ইতি। উপমানোপমেয়ভাবস্যেত্যর্থঃ। তয়েত্যুপময়া। দীপকে হি 'আদিমধ্যান্তবিষয়ং ত্রিধা দীপকমিষ্যতে' ইতি লক্ষণম্।

যথা চ দীপকাপহ্নুত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যত্বেনোপমায়াঃ প্রতীতাবপি প্রাধান্যেনা-বিবক্ষিতত্বান্ন তয়া ব্যপদেশস্তদ্বদত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। অনুক্তনিমিত্তায়া-মপি বিশেষোক্তৌ—

আহূতোঽপি সহায়ৈঃ ওমিত্যুক্ত্বা বিমুক্তনিদ্রোঽপি।
গন্তুমনা অপি পথিকঃ সংকোচং নৈব শিথিলয়তি ॥

ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যস্য প্রকরণসামর্থ্যাৎ প্রতীতিমাত্রম্। ন তু তৎপ্রতীতি-

---

মণিঃ শাণোল্লীঢ়ঃ সমরবিজয়ী হেতিদলিতঃ
কলাশেষশ্চন্দ্রঃ সুরতমৃদিতা বালললনা।
মদক্ষীণো নাগঃ শরদি সরিদাশ্যানপুলিনা
তনিম্না শোভন্তে গলিতবিভবাশ্চার্থিষু জনাঃ।

ইত্যত্র দীপনকৃতমেব চারুত্বম্। 'অপহ্নুতিরভীষ্টস্য কিঞ্চিদন্তর্গতোপমা' ইতি। তত্রাপহ্নুত্যৈব শোভা। যথা—

নেয়ং বিরৌতি ভৃঙ্গালী মদেন মুখরা মুহুঃ।
অয়মাকৃষ্যমাণস্য কন্দর্পধনুষো ধ্বনিঃ ॥ ইতি ॥

এবমাক্ষেপং বিচার্য্যোদ্দেশক্রমেণৈব প্রমেয়ান্তরমাহ—অনুক্তনিমিত্তায়ামিতি।

একদেশস্য বিগমে যা গুণান্তরসংস্তুতিঃ।
বিশেষপ্রথনায়াসৌ বিশেষোক্তিরিতি স্মৃতা।

যথা— স একস্ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমায়ুধঃ।
হরতাপি তনুং যস্য শম্ভুনা ন হৃতং বলম্ ॥

ইয়ং চাচিন্ত্যনিমিত্তেতি নাস্যাং ব্যঙ্গ্যস্য সম্ভাবঃ। উক্তনিমিত্তায়ামপি বস্তু-স্বভাবমাত্রত্বে পর্য্যবসানমিতি তত্রাপি ন ব্যঙ্গ্যসম্ভাবশঙ্কা। যথা—

কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে ॥

তেন প্রকারদ্বয়মবধীর্য্য তৃতীয়ং প্রকারমাশঙ্কতে—অনুক্তনিমিত্তায়ামপীতি। ব্যঙ্গ্যস্যেতি। শীতকৃতা খল্বার্ত্তিরত্র নিমিত্তমিতি ভট্টোদ্ভটঃ, তদভিপ্রায়েণাহ—নত্বত্র কাচিচ্চারুত্বনিষ্পত্তিরিতি। যত্তু রসিকৈরপি নিমিত্তং কল্পিতম্—'কান্তাসমাগমে গমনাদপি লঘুতরমুপায়ং স্বপ্নং মন্যমানো নিদ্রাগমবুদ্ধ্যা সংকোচং নাত্যজৎ' ইতি তদপি নিমিত্তং চারুত্বহেতুতয়া নালঙ্কারবিত্তিঃ কল্পিতম্, অপি তু বিশেষোক্তিভাগ

নিমিত্তা কাচিচ্চারুত্বনিষ্পত্তিরিতি ন প্রাধান্যম্। পর্য্যায়োক্তেঽপি যদি প্রাধান্যেন ব্যঙ্গ্যত্বং তত্তবতু নাম তস্য ধ্বনাবন্তর্ভাবঃ। ন তু ধ্বনেস্তত্রান্তর্ভাবঃ, তস্য মহাবিষয়ত্বেনাঙ্গিত্বেন চ প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাৎ। ন পুনঃ পর্য্যায়োক্তে ভামহোদাহৃতসদৃশে ব্যঙ্গ্যস্যৈব প্রাধান্যম্।

বাচ্যস্য তত্রোপসর্জ্জনাভাবেনাবিবক্ষিতত্বাৎ। অপহ্নুতিদীপকয়োঃ

এব ন শিথিলয়তীত্যেবম্ভূতোঽভিব্যজ্যমাননিমিত্তোপস্কৃতশ্চারুত্বহেতুঃ। অন্যথা তু বিশেষোক্তিরেবেয়ং ন ভবেৎ। এবমভিপ্রায়দ্বয়মপি সাধারণোক্ত্যা গ্রন্থকৃন্ন্যরূপয়ন্ত্বৌদ্ভটৈনৈবাভিপ্রায়েণ গ্রন্থো ব্যবস্থিত ইতি মন্তব্যম্। পর্য্যায়োক্তেঽপীতি।

পর্য্যায়োক্তং যদন্যেন প্রকারেণাভিধীয়তে।
বাচ্যবাচকবৃত্তিভ্যাং শূন্যেনাবগমাত্মনা॥

ইতি লক্ষণম্। যথা—

শক্রচ্ছেদদৃঢ়েচ্ছস্য মুনেরুৎপথগামিনঃ।
রামস্যানেন ধনুষা দেশিতা ধর্ম্মদেশনা॥ ইতি॥

অত্র ভীষ্মস্য ভার্গবপ্রভাবাভিভাবী প্রভাব ইতি যদ্যপি প্রতীয়তে, তথাপি তৎসহায়েন দেশিতা ধর্ম্মদেশনেত্যভিধীয়মানেনৈব কাব্যার্থোঽলঙ্কৃতঃ। অতএব পর্য্যায়েণ প্রকারান্তরেণাবগমাত্মনা ব্যঙ্গ্যেনোপলক্ষিতং যদ্‌যদভিধীয়তে তদভিধীয়মানমুক্তমেব সৎ পর্য্যায়োক্তমিত্যভিধীয়ত ইতি লক্ষণপদম্, পর্য্যায়োক্তমিতি লক্ষ্যপদম্, অর্থালঙ্কারত্বং সামান্যলক্ষণং চেতি সর্ব্বং যুজ্যতে। যদি ত্বভিধীয়ত ইত্যস্য বলাদ্ব্যাখ্যানমভিধীয়তে প্রতীয়তে প্রধানতয়েতি, উদাহরণং চ 'ভম ধম্মিঅ' ইত্যাদি, তদালঙ্কারত্বমেব দূরে সম্পন্নমাত্মতায়াং পর্য্যবসানাৎ। তদা চালঙ্কারমধ্যে গণনা ন কার্য্যা। ভেদান্তরাণি চাস্য বক্তব্যানি। তদাহ—যদি প্রাধান্যেনেতি, ধ্বনাবিতি। আত্মন্যন্তর্ভাবাদাত্মৈবাসৌ নালঙ্কারঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তত্রেতি। যাদৃশোঽলঙ্কারত্বেন বিবক্ষিতস্তাদৃশে ধ্বনির্নান্তর্ভবতি, না তাদৃগস্মাভির্ধ্বনিরুক্তঃ। ধ্বনির্হি মহাবিষয়ঃ সর্ব্বত্র ভাবাদ্ব্যাপকঃ সমস্তপ্রতিষ্ঠাস্থানত্বাচ্চাঙ্গী। ন চালঙ্কারো ব্যাপকোঽন্যালঙ্কারবৎ। ন চাঙ্গী, অলঙ্কার্য্যতন্ত্রত্বাৎ। অথ ব্যাপকত্বাঙ্গিত্বে তস্যোপগম্যেতে, ত্যজ্যতে চালঙ্কারতা, তর্হ্যস্মন্নয় এবায়মবলম্ব্যতে কেবলং মাৎসর্য্যগ্রহাৎ পর্যায়োক্তবাচেতি ভাবঃ। ন চেয়দপি প্রাক্তনৈর্দৃষ্টমপি ত্বস্মাভিরেবোন্মীলিতমিতি দর্শয়তি—ন পুনরিতি। ভামহস্য যাদৃক্ তদীয়ং রূপমভিমতম্ তাদৃগুদাহরণেন দর্শিতম্। তত্রাপি

পুনর্বাচ্যস্য প্রাধান্যং ব্যঙ্গ্যস্য চানুযায়িত্বং প্রসিদ্ধমেব। সঙ্করালঙ্কারেঽপি যদালংকারোঽলঙ্কারান্তরচ্ছায়ামনুগৃহ্লাতি, তদা ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যে-নাবিবক্ষিতত্বান্ন ধ্বনিবিষয়ত্বম্। অলঙ্কারদ্বয়সম্ভাবনায়াং তু বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ

নৈব ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যম্ চারুত্বাহেতুত্বাৎ। তেন তদনুসারিতয়া তৎসদৃশং যদুদা-হরণান্তরমপি কল্প্যতে তত্র নৈব ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যমিতি সঙ্গতিঃ।

যদি তু তদুক্তমুদাহরণমনাদৃত্য 'ভম ধম্মিঅ' ইত্যাদ্যুদাহ্রিয়তে তদস্মচ্ছিষ্যতৈব। কেবলং তু নয়মনবলম্ব্যাপশ্রবণেনাত্মসংস্কার ইত্যনার্য্যচেষ্টিতম্। যদাহুরৈতিহাসিকাঃ —'অবজ্ঞয়াপ্যবচ্ছাদ্য শৃণ্বন্নরকমৃচ্ছতি' ইতি। ভামহেন হ্যুদাহৃতম—

'গৃহেষ্বধ্বসু বা নান্নং ভুঞ্জ্মহে যদধীতিনঃ।
বিপ্রা ন ভুঞ্জতে' ইতি

এতদ্ধি ভগবদ্বাসুদেববচনং পর্য্যায়েণ রসদানং নিষেধতি। যৎ স এবাহ— 'তচ্চ রসদাননিবৃত্তয়ে' ইতি। ন চাস্য রসদাননিষেধস্য ব্যঙ্গ্যস্য কিঞ্চিচ্চারুত্বমস্তি যেন প্রাধান্যং শঙ্ক্যেত। অপি তু তদ্ব্যঙ্গ্যোপোদ্বলিতং বিপ্রভোজনেন বিনা যন্ন ভোজনং তদেবোক্তপ্রকারেণ পর্য্যায়োক্তং সৎ প্রাকরণিকং ভোজনার্থমলঙ্কুরুতে। ন হ্যস্য নির্বিষং ভোজনং ভবত্বিতি বিবক্ষিতমিতি পর্য্যায়োক্তমলঙ্কার এবেতি চিরন্তনানামভিমত ইতি তাৎপর্যম্। অপহ্নুতিদীপকয়োরিতি। এতৎ পূর্ব্বমেব নির্ণীতম্। অতএবাহ—প্রসিদ্ধমিতি। প্রতীতং প্রসাধিতং প্রামাণিকং চেত্যর্থঃ। পূর্ব্বং চৈতদুপমাদিব্যপদেশভাজনমেব তদ্যথা ন ভবতীত্যমুয়া ছায়য়া দৃষ্টান্ত-তয়োক্তমপ্যুদ্দেশক্রমপূরণায় গ্রন্থশয্যাং যোজয়িতুং পুনরপ্যুক্তং 'ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যাভাবান্ন ধ্বনিরি'তি। ছায়ান্তরেণ বস্তু পুনরেকমেবোপমায়া এব ব্যঙ্গ্যত্বেন ধ্বনিত্বাশঙ্কনাৎ। যত্তু বিবরণকৃৎ—দীপকস্য সর্ব্বত্রোপমান্বয়ো নাস্তীতি বহুনোদাহরণপ্রপঞ্চেন বিচারিতবাংস্তদনুপযোগি নিঃসারং সুপ্রতিক্ষেপঞ্চ।

মদো জনয়তি প্রীতিং সানঙ্গং মানভঙ্গনম্।
স প্রিয়াসঙ্গমোৎকণ্ঠাং সাসহ্যাং মনসঃ শুচম্॥ ইতি॥

অত্রাপ্যুত্তরোত্তরজন্যত্বেঽপ্যুপমানোপমেয়ভাবস্য সুকল্পত্বাৎ। ন হি ক্রমিকাণাং নোপমানোপমেয়ভাবঃ। তথাহি—

রাম ইব দশরথোঽভূদ্দশরথ ইব রঘুরজোঽপি রঘুসদৃশঃ।
অজ ইব দিলীপবংশশ্চিত্রং রামস্য কীর্ত্তিরিয়ম্॥

সমং প্রাধান্যম্। অথ বাচ্যোপসর্জ্জনীভাবেন ব্যঙ্গ্যস্য তত্রাবস্থানং তদা সোঽপি ধ্বনিবিষয়োঽস্তু, ন তু স এব ধ্বনিরিতি বক্তুং শক্যম্, পর্য্যায়োক্তনির্দ্দিষ্টন্যায়াৎ। অপি চ সঙ্করালঙ্কারেঽপি চ ক্বচিৎ

ইতি ন ন ভবতি। তস্মাৎ ক্রমিকত্বং সমং বা প্রাকরণিকত্বমুপমাং নিরুন্ধীতি কোঽয়ং ত্রাস ইত্যলং গর্দভীদোহানুবর্ত্তনেন। সঙ্করালঙ্কারেঽপীতি।

বিরুদ্ধালংক্রিয়োল্লেখে সমং তদ্বৃত্ত্যসম্ভবে।
একস্য চ গ্রহে ন্যায়দোষাভাবে চ সঙ্করঃ॥

ইতি লক্ষণাদেকঃ প্রকারঃ। যথা মমৈব—

শশিবদনা সিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্।
গগনজলস্থলসম্ভবহৃদ্যাকারা কৃতা বিধিনা॥ ইতি॥

অত্র শশী বদনমস্যাঃ তদ্বদ্বা বদনমস্যা ইতি রূপকোপমোল্লেখাদ্ যুগপদ্ দ্বয়াসম্ভবাদেকতরপক্ষত্যাগগ্রহণে প্রমাণাভাবাৎ সঙ্কর ইতি ব্যঙ্গ্যবাচ্যতায়া এবানিশ্চয়াৎ কা ধ্বনিসম্ভবনা। যোঽপি দ্বিতীয়ঃ প্রকারঃ—শব্দার্থালঙ্কারাণামেকত্রভাব ইতি তত্রাপি প্রতীয়মানস্য কা শঙ্কা। যথা—স্মর স্মরমিব প্রিয়ং রময়সে যমালিঙ্গনাৎ ইতি। অত্রৈব যমকমুপমা চ। তৃতীয়ঃ প্রকারঃ—যত্রৈকত্র বাক্যাংশেঽনেকোঽর্থালঙ্কারস্তত্রাপি দ্বয়োঃ সাম্যাৎ কস্য ব্যঙ্গ্যতা যথা—

তুল্যোদয়াবসানত্বাদ্ গতেঽস্তং প্রতি ভাস্বতি।
বাসায় বাসরঃ ক্লান্তো বিশতীব তমো গুহাম্॥ ইতি॥

অত্র হি স্বামিবিপত্তিসমুচিতব্রতগ্রহণহেবাকিকুলপুত্রকরূপণযেকদেশবিবর্ত্তিরূপকং দর্শয়তি। উৎপ্রেক্ষা চেবশব্দেনোক্তা। তদিদং প্রকারদ্বয়মুক্তম্।

শব্দার্থবর্ত্ত্যলঙ্কারা বাক্য একত্রবর্ত্তিনঃ।
সঙ্করশ্চৈকবাক্যাংশপ্রবেশাদ্বাভিধীয়তে॥ ইতি চ।

চতুর্থস্তু প্রকারঃ যত্রানুগ্রাহ্যানুগ্রাহকভাবোঽলঙ্কারাণাম্। যথা—

প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥

অত্র মৃগাঙ্গনাবলোকনেন তদবলোকনস্যোপমা যদ্যপি ব্যঙ্গ্যা, তথাপি বাচ্যস্য সা সন্দেহালঙ্কারস্যাভ্যুত্থানকারিণীত্বেনানুগ্রাহকত্বাদ্ গুণীভূতা, অনুগ্রাহ্যত্বেন হি সন্দেহে পর্য্যবসানম। যথোক্তম্—

পরস্পরোপকারেণ যত্রালঙ্কৃতয়ঃ স্থিতাঃ।

স্বাতন্ত্র্যেণাত্মলাভং নো লভন্তে সোঽপি সঙ্করঃ॥

তদাহ—যদালঙ্কার ইত্যাদি। এবং চতুর্থেঽপি প্রকারে ধ্বনিতা নিরাকৃতা। মধ্যময়োস্তু ব্যঙ্গ্যসম্ভাবনৈব নাস্তীত্যুক্তম্। আদ্যে তু প্রকারে 'শশিবদনে'-ত্যাদ্যুদাহৃতে কথঞ্চিদস্তি সম্ভাবনেত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি—অলঙ্কারদ্বয়েতি। সমমিতি। দ্বয়োরপ্যান্দোল্যমানত্বাদিতি ভাবঃ। নন্বু যত্র ব্যঙ্গ্যমেব প্রাধান্যেন ভাতি তত্র কিং কর্ত্তব্যম্। যথা—

হোই ণ গুণাণুরাও খলাণঁ ণবরং পসিদ্ধিসরণাণম্।

কির পহিণুসই সসিমণং চন্দেণ পিআমুহে দিট্ঠে॥

অত্রার্থান্তরন্যাসসম্ভাবদ্বাচ্যত্বেনাভাতি, ব্যতিরেকাপহ্নুতী তু ব্যঙ্গ্যত্বেন প্রধানতয়েত্যভিপ্রায়েণাশঙ্কতে—অথেতি। তত্রোত্তরম্—তদা সোঽপীতি। সঙ্করালঙ্কার এবায়ং ন ভবতি, অপি ত্বলঙ্কারধ্বনিনামায়ং ধ্বনের্দ্বিতীয়ো ভেদঃ। যচ্চ পর্য্যায়োক্তে নিরূপিতং তৎ সর্ব্বমত্রাপ্যনুসরণীয়ম্। অথ সর্ব্বেষু সঙ্করপ্রভেদেষু ব্যঙ্গ্যসম্ভাবনানিরাসপ্রকারং সাধারণমাহ—অপি চেতি। 'ক্বচিদপি সঙ্করালঙ্কারে চে'তি সম্বন্ধঃ সর্ব্বভেদভিন্ন ইত্যর্থঃ। সঙ্কীর্ণতা হি মিশ্রত্বং লোলীভাবঃ, তত্র কথমেকস্য প্রাধান্যং ক্ষীরজলবৎ।

অধিকারাদপেতস্য বস্তুনোঽন্যস্য যা স্তুতিঃ।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা সা ত্রিবিধা পরিকীর্ত্তিতা॥

অপ্রস্তুতস্য বর্ণনং প্রস্তুতাক্ষেপিণ ইত্যর্থঃ। স চাক্ষেপস্ত্রিবিধো ভবতি—সামান্যবিশেষভাবাৎ, নিমিত্তনিমিত্তিভাবাৎ, সারূপ্যাচ্চ। তত্র প্রথমে প্রকারদ্বয়ে প্রস্তুতাপ্রস্তুতয়োস্তুল্যমেব প্রাধান্যমিতি প্রতিজ্ঞাং করোতি—অপ্রস্তুতেত্যাদিনা প্রাধান্যমিত্যন্তেন। তত্র সামান্যবিশেষভাবেঽপি দ্বয়ী গতিঃ—সামান্যমপ্রাকরণিকং শব্দেনোচ্যতে, গম্যতে তু প্রাকরণিকো বিশেষঃ স একঃ প্রকারঃ। যথা—

অহো সংসারনৈর্ঘৃণ্যমহো দৌরাত্ম্যমাপদাম্।

অহো নিসর্গজিহ্মস্য দুরন্তা গতয়ো বিধেঃ॥

অত্র দৈবপ্রাধান্যং সর্ব্বত্র সামান্যরূপমপ্রস্তুতং বর্ণিতং সৎ প্রকৃতে বস্তুনি ক্বাপি বিনষ্টে বিশেষাত্মনি পর্য্যবস্যতি। তত্রাপি বিশেষাংশস্য সামান্যেন ব্যাপ্তত্বাৎ ব্যঙ্গ্যবিশেষবদ্বাচ্যসামান্যস্যাপি প্রাধান্যম্, ন হি সামান্যবিশেষয়োর্যুগপৎ প্রাধান্যং বিরুধ্যতে। তদা তু বিশেষোঽপ্রাকরণিকঃ প্রাকরণিকং সামান্যমাক্ষিপতি তদা দ্বিতীয়ঃ প্রকারঃ। যথা—

সঙ্করোক্তিরেব ধ্বনিসম্ভাবনাং নিরাকরোতি। অপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামপি যদা সামান্যবিশেষভাবান্নিমিত্তনিমিত্তিভাবাদ্বা অভিধীয়মানস্যাপ্রস্তুতস্য প্রতীয়মানেন প্রস্তুতেনাভিসম্বন্ধঃ তদাভিধীয়মানপ্রতীয়মানয়োঃ সমমেব প্রাধান্যম্। যদা তাবৎ সামান্যস্যাপ্রস্তুতস্যাভিধীয়মানস্য প্রাকরণিকেন বিশেষেণ প্রতীয়মানেন সম্বন্ধস্তদা বিশেষপ্রতীতৌ

এতত্তস্য মুখাৎকিয়ৎকমলিনীপত্রে কণং পাথসো
যন্মুক্তামণিরিত্যমংস্ত স জড়ঃ শৃন্বন্ যদস্মাদপি।
অঙ্গুল্যগ্রলঘুক্রিয়াপ্রবিলয়িন্যাদীয়মানে শনৈ-
স্তত্রোড্ডীয় গতো হহেত্যনুদিনং নিদ্রাতি নান্তঃ শুচা॥

অত্রাস্থানে মহত্ত্বসম্ভাবনং সামান্যং প্রস্তুতম্, অপ্রস্তুতং তু জলবিন্দৌ মণিত্বসম্ভাবনং বিশেষরূপং বাচ্যম্। তত্রাপি সামান্যবিশেষয়োর্যুগপৎ প্রাধান্যে ন বিরোধ ইত্যুক্তম্! এবমেকঃ প্রকারো দ্বিভেদোঽপি বিচারিতঃ, যদা তাবদিত্যাদিনা বিশেষস্যাপি প্রাধান্যমিত্যন্তেন। এতমেব ন্যায়ং নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেঽতিদিশংস্তস্যাপি দ্বিপ্রকারতাং দর্শয়তি – নিমিত্তেতি। কদাচিন্নিমিত্তমপ্রস্তুতং সদভিধীয়মানং নৈমিত্তিকং প্রস্তুতমাক্ষিপতি। যথা –

যে যান্ত্যভ্যুদয়ে প্রীতিং নোজ্ঝন্তি ব্যসনেষু চ।
তে বান্ধবাস্তে সুহৃদো লোকঃ স্বার্থপরোঽপরঃ॥

অত্রাপ্রস্তুতং সুহৃদ্বান্ধবরূপত্বং নিমিত্তং সজ্জনাসক্ত্যা বর্ণয়তি নৈমিত্তিকীং শ্রদ্ধেয়বচনতাং প্রস্তুতামাত্মনোঽতিব্যঙ্‌ক্তুম্; তত্র নৈমিত্তিকপ্রতীতাবপি নিমিত্তপ্রতীতিরেব প্রধানীভবত্যনুপ্রাণকত্বেনেতি ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকয়োঃ প্রাধান্যম্। কদাচিত্তু নৈমিত্তিকমপ্রস্তুতং বর্ণ্যমানং সৎ প্রস্তুতং নিমিত্তং ব্যনক্তি। যথা সেতৌ –

সগ্‌গং অপারিজাঅং কোত্থুহলচ্ছিরহিঅং মহুমহস্স উরম্।
সুমরামি মহণপুরওঅমুদ্ধঅন্দং চ হরজড়াপব্ভারম্॥

অত্র জাম্ববান্ কৌস্তুভলক্ষ্মীবিরহিতহরিবক্ষঃস্মরণাদিকমপ্রস্তুতনৈমিত্তিকং বর্ণয়তি প্রস্তুতং বৃদ্ধসেবাচিরঞ্জীবিত্বব্যবহারকৌশল্যাদিনিমিত্তভূতং মন্ত্রিতায়ামুপাদেয়মভিব্যঙ্‌ক্তুম্। তত্র নিমিত্তপ্রতীতাবপি নৈমিত্তিকং বাচ্যভূতম্; প্রত্যুত তন্নিমিত্তানুপ্রাণিতত্বেনোদ্ধুরকন্ধরীকরোত্যাত্মানমিতি সমপ্রধানত্বৈব বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ। এবং যৌ প্রকারৌ প্রত্যেকং দ্বিবিধৌ বিচার্য্য তৃতীয়ঃ প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে সারূপ্যলক্ষণঃ।

সত্যামপি প্রাধান্যেন তৎসামান্যেনাবিনাভাবাৎ সামান্যস্যাপি প্রাধান্যম্। যদাপি বিশেষস্য সামান্যনিষ্ঠত্বং তদাপি সামান্যস্য প্রাধান্যে সামান্যে সর্ব্ববিশেষাণামন্তর্ভাবাদ্বিশেষস্যাপি প্রাধান্যম্। নিমিত্তনিমিত্তিভাবে চায়মেব ন্যায়ঃ। যদা তু সারূপ্যমাত্রবশেনাপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামপ্রকৃত-প্রকৃতয়োঃ সম্বন্ধস্তদাপ্যপ্রস্তুতস্য স্বরূপস্যাভিধীয়মানস্য প্রাধান্যেনা-বিবক্ষায়াং ধ্বনাবেবান্তঃপাতঃ। ইতরথা ত্বলঙ্কারান্তরমেব। তদয়মত্র সংক্ষেপঃ—

তত্রাপি দ্বৌ প্রকারৌ—অপ্রস্তুতাৎ কদাচিদ্বাচ্যাচ্চমৎকারঃ, ব্যঙ্গ্যং তু তন্মুখপ্রেক্ষম্। যথাস্মদুপাধ্যায়ভট্টেন্দুরাজস্য—

প্রাণা যেন সমর্পিতাস্তব বলাদ্ যেন ত্বমুত্থাপিতঃ
স্কন্ধে যস্য চিরং স্থিতোঽসি বিদধে যস্তে সপর্য্যামপি।
তস্যাস্য স্মিতমাত্রকেণ জনয়ন্ প্রাণাপহারক্রিয়াম্
ভ্রাতঃ প্রত্যুপকারিণাং ধুরি পরং বেতাল লীলায়সে॥

অত্র যদ্যপি সারূপ্যবশেন কৃতঘ্নঃ কশ্চিদন্যঃ প্রস্তুত আক্ষিপ্যতে, তথাপ্যপ্রস্তুতস্যৈব বেতালবৃত্তান্তস্য চমৎকারকারিত্বম্। ন হ্যচেতনোপালম্ভবদসম্ভাব্যমানোঽয়মর্থো ন চ ন হৃদ্য ইতি বাচ্যস্যাত্র প্রধানতা। যদি পুনরচেতনাদিনাত্যন্তাসম্ভাব্যমান-তদর্থবিশেষণেনাপ্রস্তুতেন বর্ণিতেন প্রস্তুতমাক্ষিপ্যমাণং চমৎকারকারি তদা বস্তুধ্বনি-রসৌ। যথা মমৈব—

ভাবব্রাত হঠাজ্জনস্য হৃদয়ান্যাক্রম্য যন্নর্ত্তয়ন্
ভঙ্গীভির্বিবিধাভিরাত্মহৃদয়ং প্রচ্ছাদ্য সংক্রীড়সে।
স ত্বামাহ জড়ং ততঃ সহৃদয়ম্মন্যত্বদুঃশিক্ষিতো
মন্যেঽমুষ্য জড়াত্মতা স্তুতিপদং ত্বৎসাম্যসম্ভাবনাৎ॥

কশ্চিন্মহাপুরুষো বীতরাগোঽপি সরাগবদিতি ন্যায়েন গাঢ়বিবেকালোকতিরস্কৃত-তিমিরপ্রতানোঽপি লোকমধ্যে স্বাত্মানং প্রচ্ছাদয়ল্লেঁাকং চ বাচালয়ন্নাত্মপ্রতিভা-সমেবাঙ্গীকুর্ব্বংস্তেনৈব লোকেন মূর্খোঽয়মিতি যদবজ্ঞায়তে তদা তদীয়ং লোকোত্তরং চরিতং প্রস্তুতং ব্যঙ্গ্যতয়া প্রাধান্যেন প্রকাশ্যতে। জড়োঽয়মিতি হ্যাদ্যানেন্দূদয়াদি-ভাবো লোকেনাবজ্ঞায়তে, স চ প্রত্যুত কস্যচিদ্বিরহিণ ঔৎসুক্যচিন্তাদ্যুয়মানমানস-

ব্যঙ্গ্যস্য যত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ।
সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালঙ্কৃতয়ঃ স্ফুটাঃ॥
ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থানুগমেঽপি বা।
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে॥
তৎপরাবেব শব্দার্থৌ যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ।
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সঙ্করোজ্ঝিতঃ॥

তামন্যস্য প্রহর্ষপরবশতাং করোতীতি হঠাদেব লোকং যথেচ্ছং বিকারকারণাভি-র্নর্তয়তি। ন চ তস্য হৃদয়ং কেনাপি জ্ঞায়তে কীদৃগয়মিতি প্রত্যুত মহাগম্ভীরোঽ-তিবিদগ্ধঃ সুষ্ঠুগর্বহীনোঽতিশয়েন ক্রীড়াচতুরঃ স যদি লোকেন জড় ইতি তত এব কারণাৎ প্রত্যুত বৈদগ্ধ্যসম্ভাবননিমিত্তাৎ সম্ভাবিতঃ, আত্মা চ যত এব কারণাৎ প্রত্যুত জাড্যেন সম্ভাব্যস্তত এব সহৃদয়ঃ সম্ভাবিতস্তদস্য লোকস্য জড়োঽসীতি যদুচ্যতে তদা জাড্যমেবংবিধস্য ভাবব্রাতস্যাবিদগ্ধস্য প্রসিদ্ধমিতি সা প্রত্যুত স্তুতিরিতি। জড়াদপি পাপীয়ানয়ং লোক ইতি ধ্বন্যতে। তদাহ—যদা স্থিতি। ইতরথা স্থিতি। ইতরথৈব পুনরলঙ্কারান্তরত্বমলঙ্কারবিশেষত্বং ন ব্যঙ্গ্যস্য কথঞ্চিদপি প্রাধান্যমিতি ভাবঃ। উদ্দেশে যদাদিগ্রহণং কৃতং সমাসোক্তীত্যত্র দ্বন্দ্বে তেন ব্যাজ-স্তুতিপ্রভৃতিরলঙ্কারবর্গোঽপি সম্ভাব্যমানব্যঙ্গ্যানুবেশঃ সম্ভাবিতঃ। তত্র সর্বত্র সাধারণমুত্তরং দাতুমুপক্রমতে—তদয়মত্রেতি। কিয়দ্বা প্রতিপদং লিখ্যতামিতি ভাবঃ। তত্র ব্যাজস্তুতির্যথা—

কিং বৃত্তান্তৈঃ পরগৃহগতৈঃ কিন্তু নাহং সমর্থ—
স্তূষ্ণীং স্থাতুং প্রকৃতিমুখরো দাক্ষিণাত্যস্বভাবঃ।
গেহে গেহে বিপণিষু তথা চত্বরে পানগোষ্ঠ্যা-
মুন্মত্তেব ভ্রমতি ভবতো বল্লভা হন্ত কীর্তিঃ॥

অত্র ব্যঙ্গ্যং স্তুত্যাত্মকং যত্নেন বাচ্যমেবোপস্ক্রিয়তে। যত্তূদাহৃতং কেনচিৎ—

আসীন্নাথ পিতামহী তব মহী জাতা ততোঽনন্তরং—
মাতা সম্প্রতি সাম্বুরাশিরশনা জায়া কুলোদ্ভূতয়ে।
পূর্ণে বর্ষশতে ভবিষ্যতি পুনঃ সৈবানবদ্যা স্নুষা
যুক্তং নাম সমগ্রনীতিবিদুষাং কিং ভূপতীনাং কুলে॥ ইতি।

তদস্মাকং গ্রাম্যং প্রতিভাত্যত্যন্তাসভ্যস্মৃতিহেতুত্বাৎ। কা চানেন স্তুতিঃ কৃতা?

তস্মান্ন ধ্বনেরন্যত্রান্তর্ভাবঃ। ইতশ্চ নান্তর্ভাবঃ, যতঃ কাব্যবিশেষোঽঙ্গী ধ্বনিরিতি কথিতঃ। তস্য পুনরঙ্গানি—অলঙ্কারা গুণা বৃত্তয়শ্চেতি প্রতিপাদয়িষ্যন্তে। ন চাবয়ব এব পৃথগ্‌ভূতোঽবয়বীতি প্রসিদ্ধঃ। অপৃথগ্‌ভাবে তু তদঙ্গত্বং তস্য। ন তু তত্ত্বমেব। যত্রাপি বা তত্ত্বং তত্রাপি ধ্বনের্মহাবিষয়ত্বান্ন তন্নিষ্ঠত্বমেব। 'সূরিভিঃ কথিতঃ' ইতি বিদ্বদুপজ্ঞেয়মুক্তিঃ, ন তু যথা কথঞ্চিৎ প্রবৃত্তেতি প্রতিপাদ্যতে। প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ, ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ব্ববিদ্যানাম্। তে চ শ্রূয়মাণেষু বর্ণেষু ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি। তথৈবান্যৈস্তন্মতানুসারিভিঃ

ত্বং বংশক্রমেণ রাজেতি হি কিয়দিদম্? ইত্যেবংপ্রায়া ব্যাজস্তুতিঃ সহৃদয়গোষ্ঠীষু নিন্দিতেত্যুপেক্ষ্যৈব।

যস্য বিকারঃ প্রভবন্নপ্রতিবন্ধস্তু হেতুনা যেন।
গময়তি তমভিপ্রায়ং তৎপ্রতিবন্ধং চ ভাবোঽসৌ॥ ইতি।

অত্রাপি বাচ্যপ্রাধান্যে ভাবালঙ্কারতা। যস্য চিত্তবৃত্তিবিশেষস্য সম্বন্ধী বাগ্ব্যাপারাদির্বিকারোঽপ্রতিবন্ধো নিয়তঃ প্রভবংস্তং চিত্তবৃত্তিবিশেষরূপমভিপ্রায়ং যেন হেতুনা গময়তি স হেতুর্যথেষ্টোপভোগ্যত্বাদিলক্ষণোঽর্থো ভাবালঙ্কারঃ। যথা—

একাকিনী যদবলা তরুণী তথাঽস্মিন্ গৃহে গৃহপতিশ্চ গতো বিদেশম্।
কং যাচসে তদিহ বাসমিয়ং বরাকী শ্বশ্রূর্মমান্ধবধিরা ননু মূঢ়পান্থ॥

অত্র ব্যঙ্গমেকৈকত্র পদার্থে উপস্কারকারীতি বাচ্যং প্রধানম্। ব্যঙ্গ্যপ্রাধানে তু ন কাচিদলঙ্কারতেতি নিরূপিতমিত্যলং বহুনা।

যত্রেতি কাব্যে। অলঙ্কৃতয় ইতি। অলঙ্কৃতিত্বাদেব চ বাচ্যোপস্কারকত্বম্। প্রতিভামাত্র ইতি। যত্রোপমাদৌ শ্লিষ্টার্থপ্রতীতিঃ। বাচ্যার্থানুগম ইতি। বাচ্যেনার্থেনানুগমঃ সমং প্রাধান্যমপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামিবেত্যর্থঃ। ন প্রতীয়ত ইতি। স্ফুটতয়া প্রাধান্যং ন চকাস্তি, অপি তু বলাৎ কল্প্যতে, তথাপি হৃদয়ে নানুপ্রবিশতি। যথা—'দেআ পসিঅ ণিআতসু' ইত্যত্রান্যকৃতাসু ব্যাখ্যাসু। তেন চতুর্ষু প্রকারেষু ন ধ্বনিব্যবহারঃ সম্ভাবেঽপি ব্যঙ্গ্যস্য অপ্রাধান্যে শ্লিষ্টপ্রতীতৌ বাচ্যেন সমপ্রাধান্যেঽস্ফুটে প্রাধান্যে চ। ক তর্হ্যসাবিত্যাহ—তৎপরাবেবেতি। সঙ্করেণালঙ্কারানুপ্রবেশসম্ভাবনয়া উজ্ঝিত ইত্যর্থঃ। সঙ্করালঙ্কারেণেতি ত্বসৎ, অন্যালঙ্কারোপলক্ষণত্বে হি ক্লিষ্টং স্যাৎ। ইতশ্চেতি। ন কেবলমন্যোঽন্যবিরুদ্ধবাচ্যবাচকভাবব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক-

সূরিভিঃ কাব্যতত্ত্বার্থদর্শিভির্বাচ্যবাচকসংমিশ্রঃ শব্দাত্মা কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যো ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্ ধ্বনিরিত্যুক্তঃ। ন চৈবংবিধস্য ধ্বনের্বক্ষ্যমাণপ্রভেদতদ্ভেদসংকলনয়া মহাবিষয়স্য যৎ প্রকাশনং তদপ্রসিদ্ধালঙ্কারবিশেষমাত্রপ্রতিপাদনেন তুল্যমিতি তদ্ভাবিতচেতসাং যুক্ত এব সংরম্ভঃ। ন চ তেষু কথঞ্চিদীর্ষ্যয়া কলুষিতশেমুষীকত্বমাবিষ্করণীয়ম্। তদেবং ধ্বনেস্তাবদভাববাদিনঃ প্রত্যুক্তাঃ।

ভাবসমাশ্রয়ত্বান্ন তাদাত্ম্যমলঙ্কারাণাং ধ্বনেশ্চ যাবৎ স্বামিভৃত্যবদঙ্গিরূপাঙ্গরূপয়োর্বিরোধাদিত্যর্থঃ। অবয়ব ইতি। একৈক ইত্যর্থঃ। তদাহ—পৃথগ্‌ভূত ইতি। অথ পৃথগ্‌ভূতস্তথা মা ভূৎ, সমুদায়মধ্যনিপতিতস্তর্হ্যস্তু তথেত্যাশঙ্ক্যাহ—অপৃথগ্‌ভাবে স্থিতি। তদাপি ন স এক এব সমুদায়ঃ, অন্যেষামপি সমুদায়িনাং তত্র ভাবাৎ; তৎসমুদায়িমধ্যে চ প্রতীয়মানমপ্যস্তি, ন চ তদলঙ্কাররূপং, প্রধানত্বাদেব। যত্ত্বলঙ্কাররূপং তদপ্রধানত্বান্ন ধ্বনিঃ। তদাহ—ন তু তত্ত্বমেবেতি। নন্বলঙ্কার এব কশ্চিৎ ত্বয়া প্রধানতাভিষেকং দত্ত্বা ধ্বনিরিত্যাত্মেতি চোক্ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্রাপি বেতি। ন হি সমাসোক্ত্যাদীনামন্যতম এবাসৌ তথাস্মাভিঃ কৃতঃ, তদ্বিবিক্তত্বেঽপি তস্য ভাবাৎ, সমাসোক্ত্যাদ্যলঙ্কারস্বরূপস্য সমস্তস্যাভাবেঽপি তস্য দর্শিতত্বাৎ 'অত্তা এত্থ' ইতি 'কস্‌স বা ণ' ইত্যাদি; তদাহ—ন তন্নিষ্ঠত্বমেবেতি। বিদ্বদুপজ্ঞেতি। বিদ্বদ্ভ্যঃ উপজ্ঞা প্রথম উপক্রমো যস্যা উক্তেরিতি বহুব্রীহিঃ। তেন 'উপজ্ঞোপক্রমং' ইতি তৎপুরুষাশ্রয়ং নপুংসকত্বং নিরবকাশম্। শ্রূয়মাণেষ্বিতি। শ্রোত্রশষ্কুলীং সন্তানেনাগতা অন্ত্যাঃ শব্দাঃ শ্রূয়ন্ত ইতি প্রক্রিয়ায়াং শব্দজাঃ শব্দাঃ শ্রূয়মাণ্য ইত্যুক্তম। তেষাং ঘণ্টানুরণনরূপত্বং তাবদস্তি; তে চ ধ্বনিশব্দেনোক্তাঃ। যথাহ ভগবান্

যঃ সংযোগবিয়োগাভ্যাং করণৈরুপজন্যতে।
স স্ফোটঃ শব্দজাঃ শব্দা ধ্বনয়োঽন্যৈরুদাহৃতাঃ॥ ইতি॥

এবং ঘণ্টাদিনির্হ্রাদস্থানীয়োঽনুরণনাত্মোপলক্ষিতো ব্যঙ্গ্যাঽপ্যর্থো ধ্বনিরিতিঃ ব্যবহৃতঃ। তথা শ্রূয়মাণা যে বর্ণা নাদশব্দবাচ্যা অন্ত্যবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যস্ফোটাভিব্যঞ্জকাস্তে ধ্বনিশব্দেনোক্তাঃ। যথাহ ভগবান্ স এব—

প্রত্যয়ৈরনুপাখ্যেয়ৈর্গ্রহণানুগুণৈস্তথা।
ধ্বনিপ্রকাশিতে শব্দে স্বরূপমবধার্য্যতে॥ ইতি।

অস্তি ধ্বনিঃ। স চাসাববিবক্ষিতবাচ্যো বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যশ্চেতি দ্বিবিধঃ সামান্যেন।

তেন ব্যঞ্জকৌ শব্দার্থাবপীহ ধ্বনিশব্দেনোক্তৌ। কিঞ্চ বর্ণেষু তাবন্মাত্রপরিমাণেষ্বপি সৎসু। যথোক্তং—

অল্পীয়সামপি যত্নেন শব্দমুচ্চারিতং মতিঃ।
যদি বা নৈব গৃহ্লাতি বর্ণং বা সকলং স্ফুটম্॥ ইতি।

তেষু তাবৎ স্বেব শ্রূয়মাণেষু বক্তুর্যোঽন্যো দ্রুতবিলম্বিতাদিবৃত্তিভেদাত্মা প্রসিদ্ধাদুচ্চারণব্যাপারাদভ্যধিকঃ স ধ্বনিরুক্তঃ। যদাহ স এব—

শব্দস্যোর্ধ্বমভিব্যক্তের্বৃত্তিভেদে তু বৈকৃতাঃ।
ধ্বনয়ঃ সমুপোহন্তে স্ফোটাত্মা তৈর্ন ভিদ্যতে॥ ইতি।

অস্মাভিরপি প্রসিদ্ধেভ্যঃ শব্দব্যাপারেভ্যোঽভিধাতাৎপর্যলক্ষণারূপেভ্যোঽতিরিক্তো ব্যাপারো ধ্বনিরিত্যুক্তঃ। এবং চতুষ্কমপি ধ্বনিঃ। তদ্যোগাচ্চ সমস্তমপি কাব্যং ধ্বনিঃ। তেন ব্যতিরেকাব্যতিরেকব্যপদেশোঽপি ন ন যুক্তঃ। বাচ্যবাচকসংমিশ্র ইতি। বাচ্যবাচকসহিতঃ সংমিশ্র ইতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ। 'গামশ্বং পুরুষং পশুম্' ইতিবৎ সমুচ্চয়োঽত্র চকারেণ বিনাপি। (তেন বাচ্যোঽপি ধ্বনিঃ বাচকোঽপি শব্দো ধ্বনিঃ, দ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনতীতি কৃত্বা। সংমিশ্র্যতে বিভাবানুভাবসংবলনয়েতি ব্যঙ্গ্যোঽপি ধ্বনিঃ, ধ্বন্যত ইতি কৃত্বা। শব্দনং শব্দঃ শব্দব্যাপারঃ, ন চাসাবভিধাদিরূপঃ, অপি ত্বাত্মভূতঃ, সোঽপি ধ্বননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যশ্চ যোঽর্থঃ সোঽপি ধ্বনিঃ' উক্তপ্রকারধ্বনিচতুষ্টয়ময়ত্বাৎ। অতএব সাধারণহেতুমাহ—ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদিতি। ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবঃ সর্ব্বেষু পক্ষেষু সামান্যরূপঃ সাধারণ ইত্যর্থঃ।) যৎ পুনরেতদুক্তং 'বাগ্বিকল্পানামানন্ত্যাৎ' ইত্যাদি, তৎ পরিহরতি—ন চৈবংবিধস্যেতি। বক্ষ্যমাণঃ প্রভেদো যথা—মুখ্যে যে রূপে। তদ্ভেদা যথা—অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যঃ, অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ইত্যবিবক্ষিতবাচ্যস্য, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ইতি বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্যেতি। তত্রাপ্যবান্তরভেদাঃ। মহাবিষয়স্যেতি—অশেষলক্ষ্যব্যাপিন ইত্যর্থঃ। বিশেষগ্রহণেনাব্যাপকত্বমাহ। মাত্রশব্দেনাঙ্গিত্বাভাবম্। তত্রধ্বনিস্বরূপে ভাবিতং প্রণিহিতং চেতো যেষাং তেন বা চমৎকাররূপেণ ভাবিতমধিবাসিতমত এব মুকুলিত লোচনত্বাদিবিকারকারণং চেতো যেষামিতি। অভাববাদিন ইতি। অবান্তরপ্রকারত্রয়ভিন্না অপীত্যর্থঃ।

তত্রাদ্যস্যোদাহরণম্—

স্বুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুম্॥

দ্বিতীয়স্যাপি—

শিখরিণি ক্ব নু নাম কিয়চ্চিরং কিমভিধানমসাবকরোত্তপঃ।
তরুণি যেন তবাধরপাটলং দশতি বিম্বফলং শুকশাবকঃ॥

তেষাং প্রত্যুক্তৌ ফলমাহ—অস্তীতি। উদাহরণপৃষ্ঠে ভাক্তত্বং সুশঙ্কং সুপরিহরং চ ভবতীত্যভিপ্রায়েণোদাহরণদানাবকাশার্থং ভাক্তত্বালক্ষণীয়ত্বে প্রথমং পরিহরণযোগ্যেঽপ্যপ্রতিসমাধায় ভবিষ্যদুদ্দ্যোতানুবাদানুসারেণ বৃত্তিকৃদেব প্রভেদনিরূপণং করোতি—স চেতি। পঞ্চধাপি ধ্বনিশব্দার্থে যেন যত্র যতো যস্য যস্মৈ ইতি বহুব্রীহ্যর্থাশ্রয়েণ যথোচিতং সামানাধিকরণ্যং সুযোজ্যম্। বাচ্যেঽর্থে তু ধ্বনৌ বাচ্যশব্দেন স্বাত্মা তেনাবিবক্ষিতোঽপ্রধানীকৃতঃ স্বাত্মা যেনেত্যবিবক্ষিতবাচ্যো ব্যঞ্জকোঽর্থঃ। এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যেঽপি। যদি বা কর্ম্মধারয়েণার্থপক্ষে অবিবক্ষিতশ্চাসৌ বাচ্যশ্চেতি। বিবক্ষিতান্যপরশ্চাসৌ বাচ্যশ্চেতি। তত্রার্থঃ কদাচিদনুপপদ্যমানত্বাদিনা নিমিত্তেনাবিবক্ষিতো ভবতি। কদাচিদুপপদ্যমান ইতি কৃত্বা বিবক্ষিত এব, ব্যঙ্গ্যপর্য্যন্তাং তু প্রতীতিং স্বসৌভাগ্যমহিম্না করোতি। অতএবার্থোঽত্র প্রাধান্যেন ব্যঞ্জকঃ, পূর্ব্বত্র শব্দঃ। ননু চ বিবক্ষা চান্যপরত্বং চেতি বিরুদ্ধম্। অন্যপরত্বেনৈব বিবক্ষণাৎ কো বিরোধঃ? সামান্যেতি। বস্ত্বলঙ্কাররসাত্মনা হি ত্রিভেদোঽপি ধ্বনিরুভাভ্যামেবাভ্যাং সংগৃহীত ইতি ভাবঃ। ননু তন্নামপৃষ্ঠে এতন্নামনিবেশনস্য কিং ফলম্? উচ্যতে—অনেন হি নামদ্বয়েন ধ্বননাম্নি ব্যাপারে পূর্ব্বপ্রসিদ্ধাভিধাতাৎপর্য্যলক্ষণাত্মকব্যাপারত্রিতয়াবগতার্থপ্রতীতেঃ প্রতিপত্তৃগতায়াঃ প্রয়োক্ত্রভিপ্রায়রূপায়াশ্চ বিবক্ষায়াঃ সহকারিত্বমুক্তমিতি ধ্বনিস্বরূপমেব নামভ্যামেব প্রোজ্জীবিতম্।

সুবর্ণপুষ্পামিতি। সুবর্ণানি পুষ্প্যতীতি সুবর্ণপুষ্পা, এতচ্চ বাক্যমেবাসম্ভবৎস্বার্থমিতিকৃত্বাবিবক্ষিতবাচ্যম্। ততঃ এব পদার্থমভিধায়ান্বয়ং চ তাৎপর্য্যশক্ত্যাবগময্যৈব বাধকবশেন তমুপহত্য সাদৃশ্যাৎ সুলভসমৃদ্ধিসম্ভারভাজনতাং লক্ষয়তি। তল্লক্ষণাপ্রয়োজনং শূরকৃতবিদ্যসেবকানাং প্রাশস্ত্যমশব্দবাচ্যত্বেন গোপ্যমানং

যদপ্যুক্তং ভক্তির্ধ্বনিরিতি, তৎ প্রতিসমাধীয়তে—
ভক্ত্যা বিভর্ত্তি নৈকত্বং রূপভেদাদয়ং ধ্বনিঃ
অয়মুক্তপ্রকারো ধ্বনির্ভক্ত্যা নৈকত্বং বিভর্ত্তি ভিন্নরূপত্বাৎ।

সন্নায়িকাকুচকলশযুগলমিব মহার্ঘতামুপযদ্ধ্বন্যত ইতি। শব্দোঽত্র প্রধানতয়া ব্যঞ্জকঃ, অর্থস্তু তৎসহকারিতয়েতি চত্বারো ব্যাপারাঃ। শিখরিণীতি। ন হি নির্ব্বিঘ্নোত্তমসিদ্ধয়োঽপি শ্রীপর্ব্বতাদয় ইমাং সিদ্ধিং বিদধ্যুঃ। দিব্যকল্পসহস্রাদিশ্চাত্র পরিমিতঃ কালঃ : ন চৈবংবিধোত্তমফলজনকত্বেন পঞ্চাগ্নিপ্রভৃত্যপি তপঃ শ্রুতম্। তবেতি ভিন্নং পদম্। সমাসেন বিগলিততয়া প্রতীয়েত, তব দশতীত্যভিপ্রায়েণ। তেন যদাহুঃ—'বৃত্তানুরোধাত্ত্বদধরপাটলমিতি ন কৃতম্' ইতি, তদসদেব; দশতী-ত্যাস্বাদয়তি অবিচ্ছিন্নপ্রবন্ধতয়া, ন ত্বৌদরিকবৎ পরং ভুঙ্‌ক্তে; অপি তু রস-জ্ঞোঽত্রেতি তৎপ্রাপ্তিবদেব রসজ্ঞতাপ্যস্য তপঃপ্রভাবাদেবেতি। শুকশাবক ইতি তারুণ্যাদুচিতকাললাভোঽপি তপস এবেতি। অনুরাগিণশ্চ প্রচ্ছন্নস্বাভিপ্রায়-খ্যাপনবৈদগ্ধ্যচাটুবিরচনাত্মকবিভাবোদ্দীপনং ব্যঙ্গ্যম্।

অত্র চ ত্রয় এব ব্যাপারাঃ—অভিধা তাৎপর্য্যং ধ্বননং চেতি। মুখ্যার্থবাধ্য-ভাবে মধ্যমকক্ষ্যায়াং লক্ষণায়াস্তৃতীয়স্যা অভাবাৎ। যদি বাকস্মিকবিশিষ্টপ্রশ্না-র্থানুপপত্তের্মুখ্যার্থবাধায়াং সাদৃশ্যাল্লক্ষণা ভবতু মধ্যে। তস্যাস্তু প্রয়োজনং ধ্বন্যমানমেব, তত্তুর্যকক্ষ্যানিবেশি, কেবলং পূর্ব্বত্র লক্ষণৈব প্রধানং ধ্বননব্যা-পারে সহকারি। ইহ ত্বভিধাতাৎপর্যশক্তী। বাক্যার্থসৌন্দর্য্যাদেব ব্যঙ্গ্যপ্রতি পত্তেঃ কেবলং লেশেন লক্ষণাব্যাপারোপযোগোঽপ্যস্তীত্যাক্রেম্। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে তু লক্ষণাসমুন্মেষমাত্রমপি নাস্তি—অসংলক্ষ্যত্বাদেব ক্রমস্যেতি বক্ষ্যামঃ। তেন দ্বিতীয়েঽপি ভেদে চত্বার এব ব্যাপারাঃ ॥ ১৩

অতএবোভয়োদাহরণপৃষ্ঠ এব ভাক্তমাহুরিত্যনুভাষ্য দূষয়তি। অয়ং ভাবঃ—ভক্তিশ্চ ধ্বনিশ্চেতি কিং পর্যায়বত্তাদ্রূপ্যম্? অথ পৃথিবীত্বমিব পৃথিব্যা অন্যতো ব্যাবর্ত্তকধর্ম্মরূপতয়া লক্ষণম্? উত কাক ইব দেবদত্তগৃহস্য সম্ভবমাত্রাদুপলক্ষণম্? তত্র প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি—

ভক্ত্যা বিভর্ত্তীতি।

উক্তপ্রকার ইতি পঞ্চস্বর্থেষু যোজ্যম্—শব্দেঽর্থে ব্যাপারে ব্যঙ্গ্যে সমুদায়ে চ। রূপভেদং দর্শয়িতুং ধ্বনেস্তাবদ্রূপমাহ—বাচ্যেতি। তাৎপর্য্যেণ বিশ্রান্তিধামতয়া

বাচ্যব্যতিরিক্তস্যার্থস্য বাচ্যবাচকাভ্যাং তাৎপর্য্যেণ প্রকাশনং যত্র ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে স ধ্বনিঃ। উপচারমাত্রং তু ভক্তিঃ।

মা চৈতৎ স্যাদ্ভক্তির্লক্ষণং ধ্বনেরিত্যাহ—

অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তয়া ॥ ১৪ ॥

নৈব ভক্ত্যা ধ্বনির্লক্ষ্যতে। কথম্? অতিব্যাপ্তেরব্যাপ্তেশ্চ। তত্রাতিব্যাপ্তির্ধ্বনিব্যতিরিক্তেঽপি বিষয়ে ভক্তেঃ সম্ভবাৎ। যত্র হি ব্যঙ্গ্যকৃতং মহৎ সৌষ্ঠবং নাস্তি তত্রাপ্যুপচরিতশব্দবৃত্ত্যা প্রসিদ্ধ্যনুরোধপ্রবর্ত্তিতব্যবহারাঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে। যথা—

পরিম্লানং পীনস্তনজঘনসঙ্গাদুভয়ত
স্তনোর্মধ্যস্যান্তঃ পরিমিলনমপ্রাপ্য হরিতম্।
ইদং ব্যস্তন্যাসং শ্লথভুজলতাক্ষেপবলনৈঃ
কৃশাঙ্গ্যাঃ সন্তাপং বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্ ॥

প্রয়োজনত্বেনেতি যাবৎ। প্রকাশনং দ্যোতনমিত্যর্থঃ। উপচারমাত্রমিতি। উপচারো গুণবৃত্তির্লক্ষণা। উপচরণমতিশয়িতো ব্যবহার ইত্যর্থঃ। মাত্রশব্দেনেদমাহ—যত্র লক্ষণাব্যাপারাত্তৃতীয়াদন্যশ্চতুর্থঃ প্রয়োজনদ্যোতনাত্মা ব্যাপারো বস্তুস্থিত্যা সম্ভবন্নপ্যনুপযুজ্যমানত্বেনানাদ্রিয়মাণত্বাদসৎকল্পঃ। 'যমর্থমধিকৃত্য' ইতি হি প্রয়োজনলক্ষণম্। তত্রাপি লক্ষণাস্তীতি কথং ধ্বননং লক্ষণা চেত্যৈকং তত্ত্বং স্যাৎ। দ্বিতীয়ং পক্ষং দূষয়তি—অতিব্যাপ্তেরিতি। অসাবিতি ধ্বনিঃ। তয়েতি ভক্ত্যা। ননু ধ্বননমবশ্যম্ভাবীতি কথং তদ্ব্যতিরিক্তোঽস্তি বিষয় ইত্যাহ—মহৎ সৌষ্ঠবমিতি। অতএব প্রয়োজনস্যানাদরণীয়ত্বাদ্ ব্যঞ্জকত্বেন ন কৃত্যং কিঞ্চিদিতি ভাবঃ। মহদ্গ্রহণেন গুণমাত্রং ন তদ্ভবতি। যথোক্তং—'সমাধিরন্যধর্ম্মস্য ক্বাপ্যারোপো বিবক্ষিত' ইতি দর্শয়তি। ননু প্রয়োজনাভাবে কথং তথা ব্যবহার ইত্যাহ—প্রসিদ্ধ্যনুরোধেতি। পরম্পরয়া তথৈব প্রয়োগাৎ।

বয়স্তু ব্রূমঃ—প্রসিদ্ধির্যা প্রয়োজনস্যানিগূঢতেত্যর্থঃ উত্তানেনাপি রূপেণ তৎপ্রয়োজনং চকাসন্নিগূঢতাং নিধানবদপেক্ষত ইতি ভাবঃ। বদতীত্যুপচারে হি স্ফুটীকরণপ্রতিপত্তিঃ প্রয়োজনম্। যদ্যগূঢং স্বশব্দেনোচ্যেত, কিমচারুত্বং স্যাৎ? গূঢতয়া বর্ণনে বা কিং চারুত্বমধিকং জাতম্? অনেনৈবাশয়েন বক্ষ্যতি—যত

তথা—

চুম্বিজ্জই অসহুত্তং অবরুন্ধিজ্জই সহস্সহুত্তম্মি।
বিরমিঅ পুণো রমিজ্জই পিও জণো ণত্থি পুনরুত্তম্॥
(শতকৃত্বোঽবরুধ্যতে সহস্রকৃত্বঃ চুম্ব্যতে।
বিরম্য পুনা রম্যতে প্রিয়ো জনো নাস্তি পুনরুক্তম্॥
ইতিচ্ছায়া)

তথা—

কুবিআও পসন্নাও ওরণ্ণমুহীও বিহসমাণাও।
জহ গহিও তহ হিঅং হরন্তি উচ্ছিন্তমহিলাও॥

তথা—

অজ্জাএ পহারো ণবলদাএ দিণ্ণো পিএণ থণবট্টে।
মিউও বি দূসহো ব্বিঅ জাও হিঅএ সবত্তীণন্॥
(ভার্যায়াঃ প্রহারো নবলতয়া দত্তঃ প্রিয়েণ স্তনপৃষ্ঠে।
মৃদুকোঽপি দুঃসহ ইব জাতো হৃদয়ে সপত্নীনাম্॥
ইতিচ্ছায়া)

উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যদিতি। অবরুন্ধিজ্জই আলিঙ্গ্যতে। পুনরুক্তমিত্যনুপাদেয়তা লক্ষ্যতে, উক্তার্থস্যাসম্ভবাৎ।

কুপিতাঃ প্রসন্না অবরুদিতবদনা বিহসন্ত্যঃ।
যথা গৃহীতাস্তথা হৃদয়ং হরন্তি স্বৈরিণ্যো মহিলাঃ॥

অত্র গ্রহণেনোপাদেয়তা লক্ষ্যতে। হরণেন তৎপরতন্ত্রতাপত্তিঃ। তথা—অজ্জেতি। কনিষ্ঠভার্য্যায়াঃ স্তনপৃষ্ঠে নবলতয়া কান্তেনোচিতক্রীড়াযোগেন মৃদুকোঽপি প্রহারো দত্তঃ সপত্নীনাং সৌভাগ্যসূচকং তৎক্রীড়াসংবিভাগমপ্রাপ্তানাং হৃদয়ে দুঃসহো জাতঃ, মৃদুকত্বাদেব। অন্যস্য দত্তো মৃদুঃ প্রহারোঽন্যস্য চ সম্পদ্যতে। দুঃসহশ্চ মৃদুরপীতি চিত্রম্। দানেনাত্র ফলবত্ত্বং লক্ষ্যতে।

তথা—পরার্থেতি। যদ্যপি প্রস্তুতমহাপুরুষাপেক্ষয়ানুভবতিশব্দো মুখ্য এব, তথাপ্যপ্রস্তুতে ইক্ষৌ প্রশস্যমানে পীড়ায়া অনুভবনেনাসম্ভবতা পীড়াবত্ত্বং লক্ষ্যতে;

তথা—

পরার্থে যঃ পীড়ামনুভবতি ভঙ্গেঽপি মধুরো
যদীয়ঃ সর্ব্বেষামিহ খলু বিকারোঽপ্যভিমতঃ।
ন সম্প্রাপ্তো বৃদ্ধিং যদি স ভৃশমক্ষেত্রপতিতঃ
কিমিক্ষোর্দোষোঽসৌ ন পুনরগুণায়া মরুভুবঃ॥

ইত্যত্রেক্ষুপক্ষেঽনুভবতিশব্দঃ। ন চৈবংবিধঃ কদাচিদপি ধ্বনের্বিষয়ঃ। যতঃ—

উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যত্তচ্চারুত্বং প্রকাশয়ন্।
শব্দো ব্যঞ্জকতাং বিভ্রদ্ ধ্বন্যুক্তের্বিষয়ীভবেৎ॥ ১৫॥

অত্র চোদাহৃতে বিষয়ে নোক্ত্যন্তরাশক্যচারুত্বব্যক্তিহেতুঃ শব্দঃ। কিঞ্চ—

রূঢ়া যে বিষয়েঽন্যত্র শব্দাঃ স্ববিষয়াদপি।
লাবণ্যাদ্যাঃ প্রযুক্তাস্তে ন ভবন্তি পদং ধ্বনেঃ॥ ১৬॥

তচ্চ পীড্যমানত্বে পর্যবস্যতি। নন্বস্ত্যত্র প্রয়োজনং তৎ কিমিতি ন ধ্বন্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চৈবংবিধ ইতি। ১৪॥

যত উক্ত্যন্তরেণেতি। উক্ত্যন্তরেণ ধ্বন্যতিরিক্তেন স্ফুটেন শব্দার্থব্যাপারবিশেষেণেত্যর্থঃ। শব্দ ইতি পঞ্চস্বর্থেষু যোজ্যম্। ধ্বন্যুক্তের্বিষয়ীভবেদিতি—ধ্বনিশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। উদাহৃত ইতি। বদতীত্যাদৌ॥ ১৫॥

এবং যত্র প্রয়োজনং সদপি নাদরাস্পদং তত্র কো ধ্বননব্যাপার ইত্যুক্ত্বা যত্র মূলত এব প্রয়োজনং নাস্তি, ভবতি চোপচারস্তত্রাপি কো ধ্বননব্যাপার ইত্যাহ—কিঞ্চেতি। লাবণ্যাদ্যা যে শব্দাঃ স্ববিষয়াল্লবণরসযুক্তত্বাদেঃ স্বার্থাদন্যত্র হৃদ্যত্বাদৌ রূঢ়াঃ রূঢ়ত্বাদেব ত্রিতয়সন্নিধাপেক্ষণব্যবধানশূন্যাঃ। যদাহ—নিরূঢ়া লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ সামর্থ্যাদভিধানবৎ। ইতি।

তে তস্মিন্ স্ববিষয়াদন্যত্র প্রযুক্ততা অপি ন ধ্বনেঃ পদং ভবন্তি; ন তত্র ধ্বনিব্যবহারঃ। উপচরিতা শব্দস্য বৃত্তির্গৌণী, লাক্ষণিকী চেত্যর্থঃ। আদিগ্রহণেনানুলোম্যং প্রাতিকূল্যং সব্রহ্মচারীত্যেবমাদয়ঃ শব্দা লাক্ষণিকা গৃহ্যন্তে। লোমামনুগতমনুলোমং মর্দনম্। কূলস্য প্রতিপক্ষতয়া স্থিতং স্রোতঃ প্রতিকূলম্। তুল্যগুরুঃ

তেষু চোপচরিতশব্দবৃত্তিরস্তীতি। তথাবিধে চ বিষয়ে ক্বচিৎ সম্ভবন্নপি ধ্বনিব্যবহারঃ প্রকারান্তরেণ প্রবর্ত্ততে। ন তথাবিধশব্দমুখেন। অপি চ—

মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্ত্যার্থদর্শনম্।
যদুদ্দিশ্য ফলং তত্র শব্দো নৈব স্খলদ্গতিঃ ॥ ১৭ ॥

সব্রহ্মচারী ইতি মুখ্যো বিষয়ঃ। অন্যঃ পুনরুপচরিত এব। ন চাত্র প্রয়োজনং কিঞ্চিদুদ্দিশ্য লক্ষণা প্রবৃত্তেতি ন তদ্বিষয়ো ধ্বননব্যবহারঃ।

নমু 'দেবড়িতি লুণাহি পলুত্রম্মিগমিজালবণুজ্জলং গুমরিফোল্লপরণ্য' (?) ইত্যাদৌ লাবণ্যাদিশব্দসন্নিধানেঽস্তি প্রতীয়মানাভিব্যক্তিঃ; সত্যম্, সা তু ন লাবণ্যশব্দাৎ। অপি তু সমগ্রবাক্যার্থপ্রতীত্যনন্তরং ধ্বননব্যাপারাদেব। অত্র হি প্রিয়তমামুখস্যৈব সমস্তাশাপ্রকাশকত্বং ধ্বন্যত ইত্যলং বহুনা। তদাহ—প্রকারান্তরেণেতি। ব্যঞ্জকত্বেনৈব। ন তূপচরিত লাবণ্যাদিশব্দপ্রয়োগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

এবং যত্র যত্র ভক্তিস্তত্র তত্র ধ্বনিরিতি তাবন্নাস্তি। তেন যদি ধ্বনের্ভক্তির্লক্ষণং তদা ভক্তিসন্নিধৌ সর্ব্বত্র ধ্বনিব্যবহারঃ স্যাদিত্যতিব্যাপ্তিঃ। অভ্যুপগম্যাপি ক্রমঃ—ভবতু যত্র যত্র ভক্তিস্তত্র তত্র ধ্বনিঃ। তথাপি যদ্বিষয়ো লক্ষণাব্যাপারো ন তদ্বিষয়ো ধ্বননব্যাপারঃ। ন চ ভিন্নবিষয়য়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ, ধর্ম্ম এব চ লক্ষণমিত্যুচ্যতে। তত্র লক্ষণা তাবদমুখ্যার্থবিষয়ো ব্যাপারঃ। ধ্বননং চ প্রয়োজনবিষয়ম্। ন চ তদ্বিষয়োঽপি দ্বিতীয়ো লক্ষণাব্যাপারো যুক্তঃ, লক্ষণাসামগ্র্যভাবাদিত্যভিপ্রায়েণাহ—অপি চেত্যাদি। মুখ্যাং বৃত্তিমভিধাব্যাপারং পরিত্যজ্য পরিসমাপ্য গুণবৃত্ত্যা লক্ষণারূপয়ার্থস্যামুখ্যস্য দর্শনং প্রত্যায়না, সা যৎফলং কর্ম্মভূতং প্রয়োজনরূপমুদ্দিশ্য ক্রিয়তে, তত্র প্রয়োজনে তাবদ্দ্বিতীয়ো ব্যাপারঃ। ন চাসৌ লক্ষণৈব; যতঃ স্খলন্তী বাধকব্যাপারেণ বিধুরীক্রিয়মাণা গতিরববোধনশক্তির্যস্য শব্দস্য তদীয়ো ব্যাপারো লক্ষণা। ন চ প্রয়োজনমবগময়তঃ শব্দস্য বাধকযোগঃ। তথাভাবে তত্রাপি নিমিত্তান্তরস্য প্রয়োজনান্তরস্য চান্বেষণেনানবস্থানাৎ। তেনায়ং লক্ষণলক্ষণায়া ন বিষয় ইতি ভাবঃ দর্শনমিতি ণ্যন্তো নির্দ্দেশঃ। কর্ত্তব্য ইতি। অবগময়িতব্য ইত্যর্থঃ। অমুখ্যতেতি। বাধকেন বিধুরীকৃততেত্যর্থঃ। তস্যেতি শব্দস্য। দুষ্টতৈবেতি। প্রয়োজনাবগমস্য সুখসম্পত্তয়ে হি স শব্দঃ প্রযুজ্যতে তস্মিন্নমুখ্যার্থে। যদি চ 'সিংহো বটুঃ' ইতি শৌর্য্যাতিশয়েঽপ্যবগময়িতব্যে

তত্র হি চারুত্বাতিশয়বিশিষ্টার্থপ্রকাশনলক্ষণে প্রয়োজনে কর্ত্তব্যে যদি শব্দস্যামুখ্যতা তদা তস্য প্রয়োগে দুষ্টতৈব স্যাৎ। ন চৈবম্; তস্মাৎ—

বাচকত্বাশ্রয়েণৈব গুণবৃত্তির্ব্যবস্থিতা।
ব্যঞ্জকত্বৈকমূলস্য ধ্বনেঃ স্যাল্লক্ষণং কথম্ ॥ ১৮ ॥

তস্মাদন্যো ধ্বনিরন্যা চ গুণবৃত্তিঃ। অব্যাপ্তিরপ্যস্য লক্ষণস্য।

স্খলদ্গতিত্বং শব্দস্য তর্হি তৎপ্রতীতিং নৈব কুর্য্যাদিতি কিমর্থং তস্য প্রয়োগঃ। উপচারেণ করিষ্যতীতি চেত্তত্রাপি প্রয়োজনান্তরমন্বেষ্যং তত্রাপ্যুপচার ইত্যনবস্থা। অত ন তত্র স্খলদ্গতিত্বং, তর্হি প্রয়োজনেঽবগময়িতব্যে ন লক্ষণাখ্যো ব্যাপারঃ তৎসামগ্র্যভাবাৎ। ন চাস্তি ব্যাপারঃ। ন চাসাবভিধা, সময়স্য তত্রাভাবাৎ। যদ্ব্যাপারান্তরমভিধালক্ষণাতিরিক্তং স ধ্বননব্যাপারঃ। ন চৈবমিতি। ন চ প্রয়োগে দুষ্টতা কাচিৎ, প্রয়োজনস্যাবিঘ্নেনৈব প্রতীতেঃ। তেনাভিধৈব মুখ্যেঽর্থে বাধকেন প্রবিবিৎসুর্নিরুধ্যমানা সতী অচরিতার্থত্বাদন্যত্র প্রসরতি। অতএব অমুখ্যোঽস্যায়মর্থ ইতি ব্যবহারঃ। তথৈব চামুখ্যতয়া সঙ্কেতগ্রহণমপি তত্রাস্তীত্যভিধাপুচ্ছভূতৈব লক্ষণা ॥ ১৭ ॥

উপসংহরতি—তস্মাদিতি। যতোঽভিধাপুচ্ছভূতৈব লক্ষণা, ততো হেতোর্বাচকত্বমভিধাব্যাপারমাশ্রিতা তদ্বাধনেনোত্থানাত্তৎপুচ্ছভূতত্বাচ্চ গুণবৃত্তিঃ গৌণলাক্ষণিকপ্রকার ইত্যর্থঃ। সা কথং ধ্বনের্ব্যঞ্জনাত্মনো লক্ষণং স্যাৎ? ভিন্নবিষয়ত্বাদিতি। এতদুপসংহরতি—তস্মাদিতি। যতোঽতিব্যাপ্তিরুক্তা তৎপ্রসঙ্গেন চ ভিন্নবিষয়ত্বং তস্মদ্ ধ্বনিরিত্যর্থঃ। এবম 'অতিব্যাপ্তেরথাব্যাপ্তের্ন চাসৌ লক্ষ্যতে তয়া' ইতি কারিকাগতাতিব্যাপ্তিং ব্যাখ্যায়াব্যাপ্তিং ব্যাচষ্টে—অব্যাপ্তিরপ্যস্যেতি। অস্য গুণবৃত্তিরূপস্যেত্যর্থঃ। যত্র যত্র ধ্বনিস্তত্র তত্র যদি ভক্তির্ভবেন্ন স্যাদব্যাপ্তিঃ। ন চৈবম্; অবিবক্ষিতবাচ্যেঽস্তি ভক্তিঃ 'সুবর্ণপুষ্পাং' ইত্যাদৌ। 'শিখরিণি' ইত্যাদৌ তু সা কথম্। নমু লক্ষণা তাবদ্গৌণমপি ব্যাপ্নোতি। কেবলং শব্দন্তমর্থং লক্ষয়িত্বা তেনৈব সহ সামানাধিকরণ্যং ভজতে—'সিংহো বটুঃ' ইতি। অর্থো বার্থান্তরং লক্ষয়িত্বা স্ববাচকেন তদ্বাচকং সমানাধিকরণং করোতি। শব্দার্থৌ বা যুগপত্তং লক্ষয়িত্বা অন্যাভ্যামেব শব্দার্থাভ্যাং মিশ্রীভবত ইত্যেবং লাক্ষণিকাদ্ গৌণস্য ভেদঃ। যদাহ—'গৌণে শব্দপ্রয়োগঃ, ন লক্ষণায়াম্' ইতি, তত্রাপি লক্ষণাস্ত্যেবেতি সর্ব্বত্র সৈব ব্যাপিকা। সা চ পঞ্চবিধা। তদ্ যথা—অভিধেয়েন সংযোগাৎ; দ্বিরেফশব্দস্য

ন হি ধ্বনিপ্রভেদো বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যলক্ষণঃ, অন্যে চ বহবঃ প্রকারা ভক্ত্যা ব্যাপ্যন্তে। তস্মাদ্ভক্তিরলক্ষণম্।

যেঽভিধেয়ো ভ্রমরশব্দঃ দ্বৌ রেফৌ যস্যেতি কৃত্বা তেন ভ্রমরশব্দেন যস্য সংযোগঃ সম্বন্ধঃ ষট্পদলক্ষণস্যার্থস্য সোঽর্থো দ্বিরেফশব্দেন লভ্যতে, অভিধেয়সম্বন্ধং ব্যাখ্যাতরূপং নিমিত্তীকৃত্য। সামীপ্যাৎ গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। সলবায়াদিতি সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ, 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' ইতি যথা। বৈপরীত্যাৎ যথা—শত্রুমুদ্দিশ্য কশ্চিদ্ ব্রবীতি—'কিমিবোপকৃতং ন তেন মম' ইতি। ক্রিয়াযোগাদিতি কার্য্যকারণভাবাদিত্যর্থঃ। যথা—অন্নাপহারিণি ব্যবহারঃ প্রাণানয়ং হরতি ইতি। এবমনয়া লক্ষণয়া পঞ্চবিধয়া বিশ্বমেব ব্যাপ্তম্। তথা হি 'শিখরিণি' ইত্যত্রাকস্মিকপ্রশ্নবিশেষাদিবাধকানুপ্রবেশে সাদৃশ্যাল্লক্ষণাস্ত্যেব। নন্বত্রাঙ্গীকৃতৈব মধ্যে লক্ষণা কথং তর্হ্যুক্তং বিবক্ষিতান্যপরেতি। তদ্ভেদোঽত্র মুখ্যোঽসংলক্ষ্যক্রমাত্মা বিবক্ষিতঃ। তদ্ভেদশব্দেন চ রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমভেদাস্তদবান্তরভেদাশ্চ, ন চ তেষু লক্ষণায়া উপপত্তিঃ। তথাহি—বিভাবানুভাবপ্রতিপাদকে কাব্যে মুখ্যেঽর্থে তাবদ্বাধকানুপ্রবেশোঽপ্যসম্ভাব্য ইতি কো লক্ষণাবকাশঃ?

ননু কিং বাধয়া, ইয়দেব লক্ষণাস্বরূপম্—'অভিধেয়াবিনাভূতপ্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে' ইতি। ইহ চাভিধেয়ানাং বিভানুভাবাদীনামবিনাভূতা রসাদয় ইতি লক্ষ্যন্তে, বিভাবানুভাবয়োঃ কারণকার্য্যরূপত্বাৎ, ব্যভিচারিণাং চ তৎসহকারিত্বাদিতি চেৎ—মৈবম্; ধূম্রশব্দাদ্ ধূমে প্রতিপন্নে হ্যগ্নিস্মৃতিরপি লক্ষণাকৃতৈব স্যাৎ, ততোঽগ্নেঃ শীতাপনোদস্মৃতিরিত্যাদিরপর্য্যবসিতঃ শব্দার্থঃ স্যাৎ। ধূমশব্দস্য স্বার্থবিশ্রান্তত্বান্ন তাবতি ব্যাপার ইতি চেৎ, আয়াতং তর্হি মুখ্যার্থবাধো লক্ষণায়া জীবিতমিতি, সতি তস্মিন্ স্বার্থবিশ্রান্ত্যভাবাৎ। ন চ বিভাবাদিপ্রতিপাদনে বাধকং কিঞ্চিদস্তি।

নন্বেবং ধূমাবগমনানন্তরাগ্নিস্মরণবদ্বিতাবাদিপ্রতিপত্ত্যনন্তরং রত্যাদিচিত্তবৃত্তিপ্রতিপত্তিরিতি শব্দব্যাপার এবাত্র নাস্তি। ইদং তাবদয়ং প্রতীতিস্বরূপজ্ঞো মীমাংসকঃ প্রষ্টব্যঃ—কিমত্র পরচিত্তবৃত্তিমাত্রে প্রতিপত্তিরেব রসপ্রতিপত্তিরভিমতা ভবতঃ? ন চৈবং ভ্রমিতব্যম্; এবং হি লোকগতচিত্তবৃত্ত্যনুমানমাত্রমিতি কা রসতা? যস্ত্বলৌকিকচমৎকারাত্মা রসাস্বাদঃ কাব্যগতবিভাবাদিচর্বণাপ্রাণো নাসৌ স্মরণানুমানাদিসাম্যেন খিলীকারপাত্রীকর্ত্তব্যঃ। কিন্তু লৌকিকেন কার্যকারণানুমানাদিনা সংস্কৃতহৃদয়ো বিভাবাদিকং প্রতিপদ্যমান এব ন তাটস্থ্যেন প্রতিপদ্যতে

অপি তু হৃদয়সংবাদাপরপর্য্যায়সহৃদয়ত্বপরবশীকৃততয়া পূর্ণীভবিষ্যদ্রসাস্বাদাঙ্কুরীভাবেনানুমানস্মরণাদিসরণিমনারুহ্যৈব তন্ময়ীভবনোচিতচর্ব্বণাপ্রাণতয়া। ন চাসৌ চর্ব্বণা প্রমাণান্তরতো জাতা পূর্ব্বং, যেনেদানীং স্মৃতিঃ স্যাৎ। ন চাধুনা কুতশ্চিৎ প্রমাণান্তরাদুৎপন্না, অলৌকিকে প্রত্যক্ষাদ্যব্যাপারাৎ। অতএব অলৌকিক এব বিভাবাদিব্যবহারঃ। যদাহ—'বিভাবো বিজ্ঞানার্থঃ লোকে কারণমেবাভিধীয়তে ন বিভাবঃ। অনুভবোঽপ্যলৌকিক এব। 'যদয়মনুভাবয়তি বাগঙ্গসত্ত্বকৃতোঽভিনয়স্তস্মাদনুভাবঃ' ইতি। তচ্চিত্তবৃত্তিতন্ময়ীভবনমেব হ্যনুভবনম্। লোকে তু কার্য্যমেবোচ্যতে নানুভাবঃ। অতএব পরকীয়া ন চিত্তবৃত্তির্গম্যত ইত্যভিপ্রায়েণ 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ' ইতিসূত্রে স্থায়িগ্রহণং ন কৃতম্। তৎ প্রত্যুত শল্যভূতং স্যাৎ। স্থায়িনস্তু রসীভাব ঔচিত্যাদুচ্যতে, তদ্বিভাবানুভাবোচিতচিত্তবৃত্তিসংস্কারসুন্দরচর্ব্বণোদয়াৎ। হৃদয়সংবাদোপযোগিলোকচিত্তবৃত্তিপরিজ্ঞানাবস্থায়ামুদ্যানপুলকাদিভিঃ স্থায়িভূতরত্যাদ্যবগমাচ্চ। ব্যভিচারী তু চিত্তবৃত্ত্যাত্মত্বেঽপি মুখ্যচিত্তবৃত্তিপরবশ এব চর্ব্যত ইতি বিভাবানুভাবমধ্যে গণিতঃ। অতএব রস্যমানতায়া এষৈব নিষ্পত্তিঃ, যৎপ্রবন্ধপ্রবৃত্তবন্ধুসমাগমাদিকারণোদিতহর্ষাদিলৌকিকচিত্তবৃত্তিন্যগ্ভাবেন চর্বণারূপত্বম্। অতশ্চর্ব্বণাত্রাভিব্যঞ্জনমেব ন তু জ্ঞাপনম্, প্রমাণব্যাপারবৎ। নাপ্যুৎপাদনম্, হেতুব্যাপারবৎ।

ননু যদি নেয়ং জ্ঞপ্তির্ন বা নিষ্পত্তিঃ, তর্হি কিমেতৎ? ন ত্বয়মসাবলৌকিকো রসঃ। ননু বিভাবাদিরত্র কিং জ্ঞাপকো হেতুঃ, উত কারকঃ? ন জ্ঞাপকো ন কারকঃ; অপি তু চর্ব্বণোপযোগী। ননু কৈতদ দৃষ্টমন্যত্র। যত এব ন দৃষ্টং তত এবালৌকিকমিত্যুক্তম্। নন্বেবং রসোঽপ্রমাণং স্যাৎ; অস্তু, কিং ততঃ? তচ্চর্ব্বণাত এব প্রীতিব্যুৎপত্তিসিদ্ধেঃ কিমন্যদর্থনীয়ম্। নন্বপ্রমাণকমেতৎ; ন, স্বসংবেদনসিদ্ধত্বাৎ। জ্ঞানবিশেষস্যৈব চর্ব্বণাত্মত্বাৎ ইত্যলং বহুনা। অতশ্চ রসোঽয়মলৌকিকঃ। যেন ললিতপরুষানুপ্রাসস্যার্থাভিধানানুপযোগিনোঽপি রসং প্রতি ব্যঞ্জকত্বম্; কা তত্র লক্ষণায়াঃ শঙ্কাপি? কাব্যাত্মকশব্দনিপীড়নেনৈব তচ্চর্ব্বণা দৃশ্যতে। দৃশ্যতে হি তদেব কাব্যং পুনঃ পুনঃ পঠংশ্চর্ব্যমাণশ্চ সহৃদয়ো লোকঃ, ন তু কাব্যস্য তত্র; 'উপাদায়াপি যে হেয়া' ইতি ন্যায়েন কৃতপ্রতীতিকস্যানুপযোগ এবেতি শব্দস্যাপীহ ধ্বননব্যাপারঃ। অতএবালক্ষ্যক্রমতা। যত্তু বাক্যভেদঃ স্যাদিতি কেনচিদুক্তম্, তদনভিজ্ঞতয়া। শাস্ত্রং হি সকৃদুচ্চারিতং সময়বলেনার্থং প্রতিপাদয়দ্যুগপদ্বিরুদ্ধানেকসময়স্মৃত্যযোগাৎ কথমর্থদ্বয়ং প্রত্যায়য়েৎ। অবিরুদ্ধত্বে

কস্যচিদ্ ধ্বনিভেদস্য সা তু স্যাদুপলক্ষণম্

সা পুনর্ভক্তির্বক্ষ্যমাণপ্রভেদমধ্যাদন্যতমস্য ভেদস্য যদি নামোপলক্ষণতয়া সম্ভাব্যেত ; যদি চ গুণবৃত্ত্যৈব ধ্বনির্লক্ষ্যত ইত্যুচ্যতে

বা তাবানেকো বাক্যার্থঃ স্যাৎ। ক্রমেণাপি বিরম্য ব্যাপারাযোগঃ। পুনরুচ্চারিতেঽপি বাক্যে স এব, সময়প্রকরণাদেস্তাদবস্থ্যাৎ। প্রকরণসময়প্রাপ্যর্থতিরস্কারেণার্থান্তরপ্রত্যায়কত্বে নিয়মাভাব ইতি তেন 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ' ইতি শ্রুতৌ খাদেচ্ছবমাংসমিত্যেষ নার্থ ইত্যত্র কা প্রমেতি প্রসজ্যতে। তত্রাপি ন কাচিদিয়ন্তেত্যনাশ্বাসতা ইত্যেবং বাক্যভেদো দূষণম। ইহ তু বিভাবাদ্যেব প্রতিপাদ্যমানং চর্বণাবিষয়তোন্মুখমিতি সময়াদ্যুপযোগভাবঃ। ন চ নিযুক্তোঽহমত্র করবাণি, কৃতার্থোঽহমিতি শাস্ত্রীয়প্রতীতিসদৃশমদঃ। তত্রোত্তরকর্তব্যৌন্মুখ্যেন লৌকিকত্বাৎ। ইহ তু বিভাবাদিচর্বণাদ্ভুতপুষ্পবত্তৎকালসারৈবোদিতা ন তু পূর্বাপরকালানুবন্ধিনীতি লৌকিকাদাস্বাদাদ্যোগিবিষয়াচ্চান্য এবায়ং রসাস্বাদঃ। অতএব 'শিখরিণি' ইত্যাদাবপি মুখ্যার্থবাধাদিক্রমমনপেক্ষ্যৈব সহৃদয়া বক্তৃভিপ্রায়ং চাটুপ্রীত্যাত্মকং সংবেদয়ন্তে। অতএব গ্রন্থকারঃ সামান্যেন বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে ধ্বনৌ ভক্তেরভাবমভ্যবাৎ। অস্মাভিস্তু দুর্দুরূটং প্রত্যায়য়িতুমুক্তম—ভবত্বত্র লক্ষণা, অলক্ষ্যক্রমে তু কুপিতোঽপি কিং করিষ্যসীতি। যদি তু ন কুপ্যতে 'সুবর্ণপুষ্পাং' ইত্যাদাববিবক্ষিতবাচ্যেঽপি মুখ্যার্থবাধাদিলক্ষণাসামগ্রীমনপেক্ষ্যৈব ব্যঙ্গ্যার্থবিশ্রান্তিরিত্যলং বহুনা। উপসংহরতি—তস্মাদ্ ভক্তিরিতি ॥ ১৮ ॥

ননু মা ভূদ্ ধ্বনিরিতি ভক্তিরিতি চৈকং রূপম্। মা চ ভূদ্ভক্তির্ধ্বনের্লক্ষণম্। উপলক্ষণং তু ভবিষ্যতি ; যত্র ধ্বনির্ভবতি, তত্র ভক্তিরপ্যস্তীতি। ভক্ত্যুপলক্ষিতো ধ্বনিঃ। ন তাবদেতৎ সর্বত্রাস্তি, ইয়তা চ কিং পরস্য সিদ্ধম্? কিংবা নঃ ত্রুটিতম্। ইতি তদাহ—কস্যচিদিত্যাদি। ননু ভক্তিস্তাবচ্চিরন্তনৈরুক্তা, তদুপলক্ষণমুখেন চ ধ্বনিমপি সমগ্রভেদং লক্ষয়িষ্যন্তি জ্ঞাস্যন্তি চ। কিং তল্লক্ষণেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—যদি চেতি। অভিধানাভিধেয়ভাবো হ্যলঙ্কারাণাং ব্যাপকঃ ; ততশ্চাভিধাবৃত্তে বৈয়াকরণমীমাংসকৈর্নিরূপিতে কুত্রেদানীমলঙ্কারকারাণাং ব্যাপারঃ। তথা হেতুবলাৎ কার্যং জায়ত ইতি তার্কিকৈরুক্তে কিমিদানীমীশ্বরপ্রভৃতীনাং কর্তৄণাং জ্ঞাতৄণাং বা কৃত্যমপূর্বং স্যাদিতি সর্বো নিরারম্ভঃ স্যাৎ। তদাহ—লক্ষণকরণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ ইতি। মাভূদ্বাঽপূর্বোন্মীলনং পূর্বোন্মীলিতমেবাস্মাভিঃ সম্যঙ্ নিরূপিতং, তথাপি কো

তদভিধাব্যাপারেণ তদিতরোঽলঙ্কারবর্গঃ সমগ্র এব লক্ষ্যত ইতি প্রত্যেকমলঙ্কারাণাং লক্ষণকরণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ। কিঞ্চ

লক্ষণেঽন্যৈঃ কৃতে চাস্য পক্ষসংসিদ্ধিরেব নঃ ॥ ১৯ ॥

কৃতেঽপি বা পূর্ব্বমেবান্যৈর্ধ্বনিলক্ষণে পক্ষসংসিদ্ধিরেব নঃ; যস্মাদ্ ধ্বনিরস্তীতি নঃ পক্ষঃ। স চ প্রাগেব সংসিদ্ধ ইত্যযত্নসম্পন্নসমীহিতার্থাঃ সংবৃত্তাঃ স্মঃ। যেঽপি সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যমনাখ্যেয়মেব ধ্বনেরাত্মানমাম্নাসিষুস্তেঽপি ন পরীক্ষ্যবাদিনঃ। যত উক্তয়া নীত্যা বক্ষ্যমাণয়া চ ধ্বনেঃ সামান্যবিশেষলক্ষণে প্রতিপাদিতেঽপি যদ্যনাখ্যেয়ত্বং তৎ সর্ব্বেষামেব বস্তূনাং তৎপ্রসক্তম্। যদি পুনর্ধ্বনেরতিশয়োক্ত্যানয়া কাব্যান্তরাতিশায়ি তৈঃ স্বরূপমাখ্যায়তে তত্তেঽপি যুক্তাভিধায়িন এব ॥

দোষ ইত্যভিপ্রায়েণাহ—কিং চেত্যাদি। প্রাগেবেতি। অস্মৎপ্রযত্নাদিতি শেষঃ। এবং ত্রিপ্রকারমভাববাদং, ভক্ত্যন্তর্ভূততাং চ নিরাকুর্ব্বতা অলক্ষণীয়ত্বমেতন্মধ্যে নিরাকৃতমেব। অতএব মূলকারিকা সাক্ষাত্তন্নিরকরণার্থা ন শ্রূয়তে। বৃত্তিকৃত্তু নিরাকৃতমপি প্রমেয়শয্যাপূরণায় কণ্ঠেন তৎপক্ষমনূদ্য নিরাকরোতি—যেঽপীত্যাদিনা। উক্তয়া নীত্যা 'যত্রার্থঃ শব্দো বা' ইতি সামান্যলক্ষণং প্রতিপাদিতম্। বক্ষ্যমাণয়া তু নীত্যা বিশেষলক্ষণং ভবিষ্যতি 'অর্থান্তরে সঙ্‌ক্রমিতং' ইত্যাদিনা। তত্র প্রথমোদ্দ্যোতে ধ্বনেঃ সামান্যলক্ষণমেব কারিকাকারেণ কৃতম্। দ্বিতীয়োদ্দ্যোতে কারিকাকারোঽবান্তরবিভাগং বিশেষলক্ষণং চ বিদধদনুবাদমুখেন মূলবিভাগং দ্বিবিধং সূচিতবান্। তদাশয়ানুসারেণ তু বৃত্তিকৃদত্রৈবোদ্দ্যোতে মূলবিভাগমবোচৎ—'স চ দ্বিবিধঃ' ইতি। সর্ব্বেষামিতি। লৌকিকানাং শাস্ত্রীয়াণাং চেত্যর্থঃ। অতিশয়োক্ত্যেতি। যথা 'তান্যক্ষরাণি হৃদয়ে কিমপি স্ফুরন্তি' ইতিবদতিশয়োক্ত্যানাখ্যেয়তোক্তা সাররূপতাং প্রতিপাদয়িতুমিতি দর্শিতমিতি শিবম্ ॥ ১৯ ॥

কিং লোচনং বিনালোকো ভাতি চন্দ্রিকয়াপি হি
তেনাভিনবগুপ্তোঽত্র লোচনোন্মীলনং ব্যধাৎ ॥
যদুন্মীলনশক্ত্যৈব বিশ্বমুন্মীলতি ক্ষণাৎ।
স্বাত্মায়তনবিশ্রান্তাং তাং বন্দে প্রতিভাং শিবাম্ ॥

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচার্য্যবর্য্যাভিনবগুপ্তোন্মীলিতে সহৃদয়ালোকলোচনে ধ্বনিসঙ্কেতে প্রথম উদ্দ্যোতঃ ॥

শ্রীরস্তু

দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ।

এবমবিবক্ষিতবাচ্যবিবক্ষিতান্যপরবাচ্যত্বেন ধ্বনির্দ্বিপ্রকারঃ প্রকাশিতঃ। তত্রাবিবক্ষিতবাচ্যস্য প্রভেদপ্রতিপাদনায়েদমুচ্যতে—

অর্থান্তরে সঙ্ক্রমিতমত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্।
অবিবক্ষিতবাচ্যস্য ধ্বনের্বাচ্যং দ্বিধামতম্॥ ১॥
তথাবিধাভ্যাং চ তাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্যৈব বিশেষঃ।
তত্রার্থান্তরসঙ্ক্রমিতবাচ্যে যথা—

লোচনম্

দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ

যা স্মর্য্যমাণা শ্রেয়াংসি সূতে ধ্বংসয়তে রুজঃ।
তামভীষ্টফলোদারকল্পবল্লীং স্তবে শিবাম্॥

বৃত্তিকারঃ সঙ্গতিমুদ্দ্যোতস্য কুর্ব্বাণ উপক্রমতে—এবমিত্যাদি। প্রকাশিত ইতি। ময়া বৃত্তিকারেণ সতেতি ভাবঃ। ন চৈতন্ময়োৎসূত্রযুক্তম্, অপি তু কারিকা-কারাভিপ্রায়েণেত্যাহ—তত্রেতি। তত্র দ্বিপ্রকারপ্রকাশনে বৃত্তিকারকৃতে যন্নিমিত্তং বীজভূতমিতি সম্বন্ধঃ॥ যদি বা—তত্রেতি পূর্ব্বশেষঃ। তত্র প্রথমোদ্দ্যোতে বৃত্তি-কারেণ প্রকাশিতঃ অবিবক্ষিতবাচ্যস্য যঃ প্রভেদোঽবান্তরপ্রকারস্তৎপ্রতিপাদনায়েদ-মুচ্যতে। তদবান্তরভেদপ্রতিপাদনদ্বারেণৈব চানুবাদদ্বারেণাবিবক্ষিতবাচ্যস্য যঃ প্রভেদো বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যাৎ প্রভিন্নত্বং তৎপ্রতিপাদনায়েদমুচ্যতে। ভবতি মূলতো দ্বিভেদত্বং কারিকাকারস্যাপি সম্মতমেবেতি ভাবঃ। সংক্রমিতমিতি ণিচা ব্যঞ্জনাব্যাপারে যঃ সহকারিবর্গস্তস্যায়ং প্রভাব ইত্যুক্তং তিরস্কৃতশব্দেন চ। যেন বাচ্যেনাবিবক্ষিতেন সতাঽবিবক্ষিতবাচ্যো ধ্বনির্ব্যপদিশ্যতে তদ্বাচ্যং দ্বিধেতি সম্বন্ধঃ। যোঽর্থং উপপদ্যমানোঽপি তাবতৈবানুপযোগাদ্ধর্ম্মান্তরসংবলনয়ান্যতামিব গতো লক্ষ্যমাণোঽনুগতধর্ম্মী প্রকৃস্ত্রন্যায়েনাস্তে স রূপান্তরপরিণত উক্তঃ। যস্ত্বনুপপদ্যমান উপায়তামাত্রেণার্থান্তরপ্রতিপত্তিং কৃত্বা পলায়ত ইব স তিরস্কৃত ইতি। নন্ বাঙ্গ্যা-ত্মনো যদা ধ্বনের্ভেদো নিরূপ্যতে তদা বাচ্যস্য দ্বিধেতি ভেদকথনং ন সঙ্গতমিত্যা-

স্নিগ্ধশ্যামলকান্তিলিপ্তবিয়তো বেল্লদ্বলাকা ঘনা
বাতাঃ শীকরিণঃ পয়োদসুহৃদামানন্দকেকাঃ কলাঃ।
কামং সন্তু দৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোঽস্মি সর্বং সহে
বৈদেহী তু কথং ভবিষ্যতি হহা হা দেবী ধীরা ভব॥

ইত্যত্র রামশব্দঃ। অনেন হি ব্যঙ্গ্যধর্ম্মান্তরপরিণতঃ সংজ্ঞী প্রত্যায্যতে, ন সংজ্ঞিমাত্রম্।

শঙ্ক্যাহ—তথাবিধাভ্যাং চেতি। চো যস্মাদর্থে। ব্যঞ্জকবৈচিত্র্যাদ্ধি যুক্তং ব্যঙ্গ্যবৈচিত্র্যমিতি ভাবঃ॥ ব্যঞ্জকে ত্বর্থে যদি ধ্বনিশব্দস্তদা ন কশ্চিদ্দোষ ইতি ভাবঃ। ভেদপ্রতিপাদকেনৈবান্বর্থনাম্না লক্ষণমপি সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়েণোদাহরণমেবাহ—অর্থান্তসঙ্ক্রমিতবাচ্যো যথেতি। অত্র শ্লোকে রামশব্দ ইতি সঙ্গতিঃ। স্নিগ্ধয়া জলসম্বন্ধসরসয়া শ্যামলয়া দ্রবিড়বনিতোচিতাসিতবর্ণয়া কান্ত্যা চাকচক্যেন লিপ্তমাচ্ছুরিতং বিয়দ্ভো যৈঃ। বেল্লন্ত্যো বিজৃম্ভমাণাস্তথা চলন্ত্যঃ পরভাগবশাৎ প্রহর্ষবশাচ্চ বলাকাঃ সিতপক্ষিবিশেষা যেষু ত এবংবিধা মেঘাঃ। এবং নভস্তাবদদুরালোকং বর্ত্ততে। দিশোঽপি দুঃসহাঃ। যতঃ সূক্ষ্মজলকণোদ্গারিণো বাতা ইতি মন্দমন্দত্বমেষামনিয়তদিগাগমনং চ বহুবচনেন সূচিতম্। তর্হি গুহাসু কচিৎ প্রবিশ্যাস্যতামিত্যত আহ—পয়োদানাং যে সুহৃদস্তেষু চ সৎসু যে শোভনহৃদয়া ময়ূরাস্তেষামানন্দেন হর্ষেণ কলাঃ ষড়্জসংবাদিন্যো মধুরাঃ কেকাঃ শব্দবিশেষাঃ তাশ্চ সর্ব্বং পয়োদবৃত্তান্তং দুঃসহং স্মারয়ন্তি; স্বয়ং চ দুঃসহা ইতি ভাবঃ। এবমুদ্দীপনবিভাবোদ্বোধিতবিপ্রলম্ভঃ পরস্পরাধিষ্ঠানত্বাদ্রতেঃ বিভাবানাং সাধারণতামভিমন্যমান ইত এব প্রভৃতি প্রিয়তমাং হৃদয়ে নিধায়ৈব স্বাত্মবৃত্তান্তং তাবদাহ—কামং সন্ত্বিতি। দৃঢ়মিতি সাতিশয়ম্ কঠোরহৃদয় ইতি। রামশব্দার্থধ্বনিবিশেষাবকাশদানায় কঠোরহৃদয়পদম্। যথা 'তদ্দোহম্' ইত্যুক্তেঽপি 'নতভিত্তি' ইতি। অন্যথা রামপদং দশরথকুলোদ্ভবত্বকৌশল্যাস্নেহপাত্রত্ববাল্যচরিতজানকীলাভাদিধর্ম্মান্তরপরিণতমর্থং কথং ন ধ্বন্যেদিতি। অস্মীতি। স এবাহং ভবামীত্যর্থঃ, ভবিষ্যতীতি ক্রিয়াসামান্যম্। তেন কিং করিষ্যতীত্যর্থঃ। অথ চ ভবনমেবাস্যা অসম্ভাব্যমিতি। উক্তপ্রকারেণ হৃদয়নিহিতাং প্রিয়াং স্মরণশব্দবিকল্পপরস্পরয়া প্রত্যক্ষীভাবিতাং হৃদয়স্ফোটনোন্মুখীং সসংভ্রমমাহ—হহা হেতি। দেবীতি। যুক্তং তব ধৈর্যমিত্যর্থঃ। অনেনেতি। রামশব্দেনানুপযুজ্যমানার্থেনেতি ভাবঃ। ব্যঙ্গ্যং ধর্ম্মান্তরং প্রয়োজন-

যথা চ মমৈব বিষমবাণলীলায়াম্—

তালা জাঅন্তি গুণা জালা দে সহিঅএহিং ঘেপ্পন্তি।
রইকিরণানুগ্গহিআইঁ হোন্তি কমলাইঁ কমলাইং॥
(তদা জায়ন্তে গুণা যদা তে সহৃদয়ৈর্গৃহ্যন্তে।
রবিকিরণানুগৃহীতানি ভবন্তি কমলানি॥ ইতিচ্ছায়া।)

ইত্যত্র দ্বিতীয়ঃ কমলশব্দঃ।

অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যো যথাদিকবের্বাল্মীকেঃ—

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারাবৃতমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥ ইতি॥

রূপং রাজ্যনির্বাসনাদ্যসঙ্খ্যেয়ম্। তচ্চাসংখ্যত্বাদভিধাব্যাপারেণাশক্যসমর্পণম্। ক্রমেণার্প্যমাণমপ্যেকধীবিষয়ভাবাভাবান্ন চিত্রচর্বণাপদমিতি ন চারুত্বাতিশয়কৃৎ। প্রতীয়মানং তু তদসঙ্খ্যমনুদ্ভিন্নবিশেষত্বেনৈব কিং কিং রূপং ন সহত ইতি চিত্রপানকরসাপূপগুড়মোদকস্থানীয়বিচিত্রচর্বণাপদং ভবতি। যথোক্তম্—'উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যৎ' ইতি। এষ এব সর্ব্বত্র প্রয়োজনস্য প্রতীয়মানত্বেনোৎকর্ষহেতুর্মন্তব্যঃ। মাত্রগ্রহণেন সংজ্ঞী নাত্র তিরস্কৃত ইত্যাহ—যথা চেত্যাদি। তালা তদা জালা যদা। ঘেপ্পন্তি গৃহ্যন্তে। অর্থান্তরন্যাসমাহ—রবিকিরণেতি কমলশব্দ ইতি। লক্ষ্মীপাত্রত্বাদিধর্ম্মান্তরশতচিত্রতাপরিণতং সংজ্ঞিনমাহেত্যর্থঃ। তেন শুদ্ধেঽর্থে মুখ্যে বাধানিমিত্তং তত্রার্থে তদ্ধর্ম্মসমবায়ঃ। তেন নিমিত্তেন রামশব্দো ধর্ম্মান্তরপরিণতমর্থং লক্ষয়তি। ব্যঙ্গ্যান্যসাধারণান্যশব্দবাচ্যানি ধর্ম্মান্তরাণি। এবং কমলশব্দঃ। গুণশব্দস্ত সংজ্ঞিমাত্রমাহেতি। তত্র যদ্বলাৎ কৈশ্চিদারোপিতং তদপ্রাতীতিকম্। অনুপযোগবাধিতো হ্যর্থোঽস্য ধ্বনের্বিষয়ে লক্ষণা মূলে হ্যস্য।

যত্তু হৃদয়দর্পণ উক্তম্—'হহা হেতি সংরম্ভার্থোঽয়ং চমৎকারঃ' ইতি। তত্রাপি সংরম্ভঃ আবেগো বিপ্রলম্ভব্যভিচারীতি রসধ্বনিস্তাবদুপগতঃ। ন চ রামশব্দাভিব্যক্তার্থসাহায়কেন বিনা সংরম্ভোল্লাসোঽপি। অহং সহে তস্যাঃ কিং বর্ত্তত ইত্যেবমাত্মা হি সংরম্ভঃ। কমলপদে চ কঃ সংরম্ভ ইত্যাস্তাং তাবৎ। অনুপযোগাত্মিকা চ মুখ্যার্থবাধাত্রাস্তীতি লক্ষণামূলত্বাদবিবক্ষিতবাচ্যভেদতাস্যোপপন্নৈব শুদ্ধার্থস্যাবিবক্ষণাৎ। ন চ তিরস্কৃতত্বং ধর্ম্মিরূপেণ, তস্যাপি তাবত্যনুগমাৎ। অতএব চ

অত্রান্ধশব্দঃ।

গঅণং চ মত্তমেহং ধারালুলিঅজ্জুণাইং অ বনাইং।
নিরহঙ্কারমিঅঙ্কা হরন্তি নীলাও বি ণিসাও॥

অত্র মত্তনিরহঙ্কারশব্দৌ।

অসংলক্ষ্যক্রমোদ্দ্যোতঃ ক্রমেণ দ্যোতিতঃ পরঃ।
বিবক্ষিতাভিধেয়স্য ধ্বনেরাত্মা দ্বিধা মতঃ॥২॥

পরিণতবাচো যুক্ত্যা ব্যবহৃতম্—আদিকবেরিতি। ধ্বনের্লক্ষ্যপ্রসিদ্ধতামাহ—রবীতি। হেমন্তবর্ণনে পঞ্চবট্যাং রামস্যোক্তিরিয়ম্। অন্ধ ইতি চোপহতদৃষ্টিঃ। জাত্যন্ধস্যাপি গর্ভে দৃষ্ট্যুপঘাতাৎ। অন্ধোঽয়ং পুরোঽপি ন পশ্যতীত্যত্র তিরস্কারোঽন্ধার্থস্য ন ত্বত্যন্তম্। ইহ ত্বাদর্শস্যান্ধত্বমারোপ্যমাণমপি ন সহ্যমিতি। অন্ধশব্দোঽত্র পদার্থস্ফুটীকরণাশক্তত্বং নষ্টদৃষ্টিগতং নিমিত্তীকৃত্যাদর্শং লক্ষণয়া প্রতিপাদয়তি। অসাধারণবিচ্ছায়ত্বানুপযোগিত্বাদিধর্ম্মজাতমসংখ্যং প্রয়োজনং ব্যনক্তি। ভট্টনায়কেন তু যদুক্তম্—'ইবশব্দযোগাদ্গৌণতাপ্যত্র ন কাচিৎ' ইতি তচ্ছ্লোকার্থমপরামৃশ্য। আদর্শচন্দ্রমসোর্হি সাদৃশ্যমিবশব্দো দ্যোতয়তি। নিঃশ্বাসান্ধ ইতি চাদর্শবিশেষণম্। ইবশব্দস্যান্ধার্থেন যোজনে আদর্শচন্দ্রমা ইত্যুদাহরণং ভবেৎ। যোজনং চৈতদিবশব্দস্য ক্লিষ্টম্। ন চ নিঃশ্বাসেনান্ধ ইবাদর্শঃ স ইব চন্দ্র ইতি কল্পনা যুক্তা। জৈমিনীয়সূত্রে হ্যেবং যোজ্যতে ন কাব্যেঽপীত্যলম্। গঅণমিতি।

গগনং চ মত্তমেঘং ধারালুলিতার্জ্জুনানি চ বনানি।
নিরহঙ্কারমৃগাঙ্কা হরন্তি নীলা অপি নিশাঃ॥

ইতি চ্ছায়া। চশব্দোঽপিশব্দার্থে। গগনং মত্তমেঘমপি ন কেবলং তারকিতম্। ধারালুলিতার্জুনবৃক্ষাণ্যপি বনানি ন কেবলং মলয়মারুতান্দোলিতসহকারাণি। নিরহঙ্কারমৃগাঙ্কা নীলা অপি নিশা ন কেবলং সিতকরকরধবলিতাঃ। হরন্তি উৎসুকয়ন্তীত্যর্থঃ। মত্তশব্দেন সর্ব্বথৈবেহাসম্ভবৎস্বার্থেন বাধিতমদ্যোপযোগক্ষীবাত্মকমুখ্যার্থেন সাদৃশ্যান্মেঘাল্লঁক্ষয়তাঽসমঞ্জসকারিত্বদুর্নিবারত্বাদিধর্ম্মসহস্রং ধ্বন্যতে। নিরহঙ্কারশব্দেনাপি চন্দ্রং লক্ষয়তা তৎপারতন্ত্র্যবিচ্ছায়ত্বোজ্জিগমিষারূপজিগীষাত্যাগপ্রভৃতিঃ॥১॥

অবিবক্ষিতবাচ্যস্ত প্রভিন্নত্বমিতি যদুক্তং তৎকুতঃ? ন হি স্বরূপাদেব ভেদো ভবতীত্যাশঙ্ক্য বিবক্ষিতবাচ্যাদেবাস্য ভেদো ভবতি, বিবক্ষা তদভাবয়োর্বিরোধা-

মুখ্যতয়া প্রকাশমানো ব্যঙ্গ্যোঽর্থো ধ্বনেরাত্মা। স চ বাচ্যার্থাপেক্ষয়া কশ্চিদলক্ষ্যক্রমতয়া প্রকাশতে, কশ্চিৎ ক্রমেণেতি দ্বিধা মতঃ।

তত্র

রসভাবতদাভাসতৎপ্রশান্ত্যাদিরক্রমঃ।
ধ্বনেরাত্মাঙ্গিভাবেন ভাসমানো ব্যবস্থিতঃ॥ ৩॥

দিত্যভিপ্রায়েণাহ—অসংলক্ষ্যেতি। সম্যঙ্ ন লক্ষয়িতুং শক্যঃ ক্রমো যস্য তাদৃশ উদ্দ্যোত উদ্দ্যোতনব্যাপারোঽস্যেতি বহুব্রীহিঃ। ধ্বনিশব্দসান্নিধ্যাদ্বিবক্ষিতাভিধেয়ত্বেনান্যপরত্বমত্রাক্ষিপ্তমিতি স্বকণ্ঠেন নোক্তম্। ধ্বনেরিতি। ব্যঙ্গ্যস্যেত্যর্থঃ। আত্মেতি। পূর্ব্বশ্লোকেন ব্যঙ্গ্যস্য বাচ্যমুখেন ভেদ উক্তঃ। ইদানীং তু দ্যোতনব্যাপারমুখেন দ্যোত্যস্য স্বাত্মনিষ্ঠ এবেত্যর্থঃ। ব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনের্দ্যোতনে স্বাত্মনি কঃ ক্রম ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচ্যার্থাপেক্ষয়েতি। বাচ্যোঽর্থো বিভাবাদিঃ॥ ২॥

তত্রেতি। তয়োর্মধ্যাদিত্যর্থঃ। যো রসাদিরর্থঃ স এবাক্রমো ধ্বনেরাত্মা ন ত্বক্রম এব সঃ। ক্রমত্বমপি হি তস্য কদাচিদ্ভবতি। তথা চার্থশক্ত্যুদ্ভবানুস্বানরূপভেদতেতি বক্ষ্যতে। আত্মশব্দঃ স্বভাববচনঃ প্রকারমাহ। তেন রসাদির্যোঽর্থঃ স ধ্বনেরক্রমো নামভেদঃ। অসংলক্ষ্যক্রম ইতি যাবৎ। নন্থ কিং সর্ব্বদৈব রসাদিরর্থো ধ্বনেঃ প্রকারঃ? নেত্যাহ কিন্তু যদাঙ্গিত্বেন প্রধানত্বেনাবভাসমানঃ। এতচ্চ সামান্যলক্ষণে 'গুণীকৃত স্বার্থাবিত্যত্র যদ্যপি নিরূপিতম্, তথাপি রসবদাদ্যলঙ্কারপ্রকাশনাবকাশদানায়ানূদিতম্। স চ রসাদির্ধ্বনিবার্বস্থিত এব; ন হি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি। যদ্যপি চ রসেনৈব সর্ব্বং জীবতি কাব্যম্, তথাপি তস্য রসস্যৈকঘনচমৎকারাত্মনোঽপি কুতশ্চিদংশাৎ প্রযোজকীভূতাদধিকোঽসৌ চমৎকারো ভবতি। তত্র যদা কশ্চিদুদ্রিক্তাবস্থাং প্রতিপন্নো ব্যভিচারী চমৎকারাতিশয়প্রযোজকো ভবতি, তদা ভাবধ্বনিঃ। যথা—

তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ প্রভাবপিহিতা দীর্ঘং ন সা কুপ্যতি
স্বর্গায়োৎপতিতা ভবেন্ময়ি পুনর্ভাবার্দ্রমস্যা মনঃ।
তাং হর্তুং বিবুধদ্বিষোঽপি ন চ মে শক্তাঃ পুরোবর্ত্তিনীং
সা চাত্যন্তমগোচরং নয়নয়োর্যাতেতি কোঽয়ং বিধিঃ॥

অত্র হি বিপ্রলম্ভরসসদ্ভাবেঽপীয়তি বিতর্কাখ্যব্যভিচারিচমৎক্রিয়াপ্রযুক্ত আস্বা-

দাতিশয়ঃ। ব্যভিচারিণ উদয়স্থিত্যপায়ত্রিধর্ম্মকাঃ। যদাহ—বিবিধমাভিমুখ্যেন চরন্তীতি ব্যাভিচারিণঃ' ইতি। তত্রোদয়াবস্থাপ্রযুক্তঃ কদাচিৎ। যথা—

যাতে গোত্রবিপর্য্যয়ে শ্রুতিপথং শয্যামনুপ্রাপ্তয়া
নির্ধ্যাতং পরিবর্ত্তনং পুনরপি প্রারব্ধমঙ্গীকৃতম্।
ভূয়স্তৎ প্রকৃতং কৃতং চ শিথিলক্ষিপ্তৈকদোর্লেখয়া।
তন্বঙ্গ্যা ন তু পারিতঃ স্তনভরঃ ক্রষ্টুং প্রিয়স্যোরসঃ॥

অত্র হি প্রণয়কোপস্যোজ্জিগমিষৈব যদবস্থানং ন তু পারিত ইত্যুদয়াবকাশনিরাকরণাত্তদেবাস্বাদজীবিতম্। স্থিতিঃ পুনরুদাহৃত—'তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ' ইত্যাদিনা। ক্বচিত্তু ব্যভিচারিণঃ প্রশমাবস্থয়া প্রযুক্তশ্চমৎকারঃ। যথোদাহৃতং প্রাক্ 'একস্মিন্ শয়নে পরাঙ্মুখতয়া' ইতি। অয়ং তৎপ্রশম ইত্যুক্তঃ। অত্র চের্যাবিপ্রলম্ভস্য রসস্যাপি প্রশম ইতি শক্যং যোজয়িতুম্। ক্বচিত্তু ব্যভিচারিণঃ সন্ধিরেব চর্ব্বণাস্পদম। যথা—

ওস্বরু স্বভিঠ আইং মুহু চুম্বিউ জেণ।
অমিঅরসঘোণ্টাণং পড়িজাণিউ তেণ॥

ইত্যত্র শ্রুত্যুক্তে তু কোপে কোপকষারগদ্গদমন্দরুদিতায়া যেন মুখং চুম্বিতং তেনামৃতরসনিগরণবিশ্রান্তিপরম্পরাণাং তৃপ্তির্জ্ঞাতেতি কোপপ্রসাদসন্ধিশ্চমৎকারস্থানম্। ক্বচিদ্ব্যভিচার্য্যন্তরশবলতৈব বিশ্রান্তিপদম্। যথা—

ক্বাকার্য্যং শশলক্ষ্মণঃ ক্ব চ কুলং ভূয়োঽপি দৃশ্যেত সা
দোষাণাং প্রশমায় মে শ্রুতমহো কোপেঽপি কান্তং মুখম্।
কিং বক্ষ্যন্ত্যপকল্মষাঃ কৃতধিয়ঃ স্বপ্নেঽপি সা দুর্লভা
চেতঃ স্বাস্থ্যমুপৈতি কঃ খলু যুবা ধন্যোঽধরং ধাস্যতি॥

অত্র হি বিতর্কৌৎসুক্যে মতিস্মরণে শঙ্কাদৈন্যে ধৃতিচিন্তনে পরস্পরং বাধ্যবাধকভাবেন দ্বন্দ্বশো ভবন্তী, পর্যন্তে তু চিন্তায়া এব প্রধানতাং দদতী পরমাস্বাদস্থানম্। এবমন্যদপ্যুৎপ্রেক্ষ্যম। এতানি চোদয়সন্ধিশবলত্বাদিকানি কারিকায়ামাদিগ্রহণেন গৃহীতানি।

নন্বেবং বিভাবানুভাবমুখেনাপ্যধিকশ্চমৎকারো দৃশ্যত ইতি বিভাবধ্বনিরনুভাবধ্বনিশ্চ বক্তব্যঃ। মৈবম্; বিভানুভাবৌ তাবৎ স্বশব্দবাচ্যাবেব। তচ্চর্বণাপি চিত্তবৃত্তিষ্বেব পর্য্যবস্যতীতি রসাভাবেভ্যো নাধিকং চর্ব্বণীয়ম্। যদা তু বিভাবানুভাবাবপি ব্যঙ্গ্যৌ ভবতস্তদা বস্তুধ্বনিরপি কিং ন সহ্যতে। যদা তু বিভাবাভাসা-

রসাদিরর্থো হি সহেব বাচ্যেনাবভাসতে। স চাঙ্গিত্বেনাবভাসমানো ধ্বনেরাত্মা।

ইদানীং রসবদলঙ্কারাদলক্ষ্যক্রমদ্যোতনাত্মনো ধ্বনের্বিভক্তো বিষয় ইতি প্রদর্শ্যতে—

বাচ্যবাচকচারুত্বহেতূনাং বিবিধাত্মনাম্।
রসাদিপরতা যত্র স ধ্বনের্বিষয়ো মতঃ॥ ৪ ॥

রত্যাভাসোদয়স্তদা বিভাবানুভাসাচ্চর্বণাভাস ইতি রসাভাসস্য বিষয়ঃ। যথা রাবণকাব্যাকর্ণনে শৃঙ্গারাভাসঃ। যদ্যপি 'শৃঙ্গারানুকৃতির্যা তু স হাস্যঃ ইতি মুনিনা নিরূপিতং তথাপ্যৌত্তরকালিকং তত্র হাস্যরসত্বম্।

দূরাকর্ষণমোহমন্ত্র ইব মে তন্নাম্নি যাতে শ্রুতিং
চেতঃ কালকলামপি প্রকুরুতে নাবস্থিতিং তাং বিনা।

ইত্যত্র তু ন হাস্যচর্বণাবসরঃ। নন্বু নাত্র রতিঃ স্থায়িভাবোঽস্তি। পরম্পরাস্থাবন্ধাভাবাৎ কৈনৈতদুক্তং রতিরিতি। রত্যাভাসো হি সঃ। অতশ্চাভাসতা যেনাস্য সীতা ময্যপেক্ষিকা দ্বিষ্টা বেতি প্রতিপত্তির্হৃদয়ং ন স্পৃশত্যেব। তৎস্পর্শে হি তস্যাপ্যভিলাষো বিলীয়েত। ন চ ময়ীয়মনুরক্তেত্যপি নিশ্চয়েন কৃতং কামকৃতান্মোহাৎ। অতএব তদাভাসত্বং বস্তুতস্তত্র স্থাপ্যন্তে শুক্তৌ রজতাভাসবৎ। এতাচ্চ শৃঙ্গারানুকৃতিশব্দং প্রযুঞ্জানো মুনিরপি সূচিতবান্। অনুকৃতিরমুখ্যতা আভাস ইতি হ্যেকোঽর্থঃ। অত্রএবাভিলাষে একতরনিষ্ঠেঽপি শৃঙ্গারশব্দেন তত্র তত্র ব্যবহারস্তদাভসতয়া মন্তব্যঃ। শৃঙ্গারেণ বীরাদীনামপ্যাভাসরূপতোপলক্ষিতৈব এবং রসধ্বনেরেবামী ভাবধ্বনিপ্রভৃতয়ো নিষ্যন্দা আস্বাদে প্রধানং প্রযোজকমেবমংশং বিভজ্য পৃথগ্ব্যবস্থাপ্যতে। যথা গন্ধযুক্তিজ্ঞৈরেকরসসম্মূর্চ্ছিতামোদোপভোগেঽপি শুদ্ধমাংস্যাদিপ্রযুক্তমিদং সৌরভমিতি। রসধ্বনিস্তু স এব যোঽত্র মুখ্যতয়া বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোজনোদিতস্থায়িপ্রতিপ্রত্তিকস্য প্রতিপত্তুঃ স্থায্যংশচর্বণাপ্রযুক্ত এবাস্বাদপ্রকর্ষঃ। যথা—

কৃচ্ছেণোরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে
মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিঃস্পন্দতামাগতা।
মদ্দৃষ্টিস্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌ স্তনৌ
সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে॥

অত্র হি নায়িকাকারানুবর্ণ্যমানস্বাত্মপ্রতিকৃতিপবিত্রিতচিত্রফলকাবলোকনাদ্বৎসরাজস্য পরম্পরাস্থাবন্ধরূপো রতিস্থায়িভাবো বিভাবানুভাবসংযোজনবশেন চর্বণারূঢ় ইতি। তদলং বহুনা! স্থিতমেতৎ—রসাদিরর্থোঽঙ্গিত্বেন ভাসমানোঽসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনেঃ প্রকার ইতি। সহেবেতি। ইবশব্দেনাসংলক্ষ্যতা বিদ্যমানত্বেঽপি ক্রমস্য ব্যঙ্গ্যতা। বাচ্যেনেতি। বিভাবানুভাবাদিনা ॥ ৩ ॥

নন্বঙ্গিত্বেনাভাসমান ইত্যুচ্যতে; তত্রাঙ্গত্বমপি কিমস্তি রসাদের্যেন তন্নিরাকরণায়ৈতদ্বিশেষণমিত্যভিপ্রায়েণোপক্রমতে—ইদানীমিত্যাদিনা। অঙ্গত্বমস্তি রসাদীনাং রসবৎপ্রেয়উর্জস্বিসমাহিতালঙ্কাররূপতায়ামিতি ভাবঃ। অনয়া চ ভঙ্গ্যা রসবদাদিষ্বলঙ্কারেষু রসাদিধ্বনের্নান্তর্ভাব ইতি সূচয়তি। পূর্ব্বং হি সমাসোক্ত্যাদিষু বস্তুধ্বনের্নান্তর্ভাব ইতি দর্শিতম্। বাচ্যং চ বাচকং চ তচ্চারুত্বহেতবশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। বৃত্তাবপি শব্দাশ্চালঙ্কারাশ্চার্থাশ্চালঙ্কারাশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। মত ইতি। পূর্ব্বমেবৈতদুক্তমিত্যর্থঃ। ননূক্তং ভট্টনায়কেন—"রসো যদা পরগততয়া প্রতীয়তে তর্হি তাটস্থ্যমেব স্যাৎ। ন চ স্বগতত্বেন রামাদিচরিতময়াৎ কাব্যাদসৌ প্রতীয়তে। স্বাত্মগতত্বেন চ প্রতীতৌ স্বাত্মনি রসস্যোৎপত্তিরেবাভ্যুপগতা স্যাৎ। সা চাযুক্তা সীতায়াঃ সামাজিকং প্রত্যবিভাবত্বাৎ। কান্তাত্বং সাধারণং বাসনবিকাসহেতুর্বিভাবতায়াং প্রযোজকমিতি চেৎ—দেবতাবর্ণনাদৌ তদপি কথম্। ন চ স্বকান্তাস্মরণং মধ্যে সংবেদ্যতে। অলোকসামান্যানাং চ রামাদীনাং যে সমুদ্রসেতুবন্ধাদয়ো বিভাবাস্তে কথং সাধারণ্যং ভজেয়ুঃ। ন চোৎসাহাদিমান্ রামঃ স্মর্য্যতে, অননুভূতত্বাৎ। শব্দাদপি তৎপ্রতিপত্তৌ ন রসোপজনঃ। প্রত্যক্ষাদিব নায়কমিথুনপ্রতিপত্তৌ উৎপত্তিপক্ষে চ করুণস্যোৎপাদাদ্ দুঃখিত্বে করুণপ্রেক্ষাসু পুনরপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। তন্ন উৎপত্তিরপি, নাপ্যভিব্যক্তিঃ, শক্তিরূপস্য হি শৃঙ্গারস্যাভিব্যক্তৌ বিষয়ার্জনতারতম্যপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। তত্রাপি কিং স্বসতোঽভিব্যজ্যতে রসঃ পরগতো বেতি পূর্ব্ববদেব দোষঃ। তেন ন প্রতীয়তে নোৎপদ্যতে নাভিব্যজ্যতে কাব্যেন রসঃ। কিন্ত্বন্যশব্দবৈলক্ষণ্যং কাব্যাত্মনঃ শব্দস্য ত্র্যংশতাপ্রসাদাৎ। তত্রাভিধায়কত্বং বাচ্যবিষয়ম্, ভাবকত্বং রসাদিবিষয়ম্, ভোগকৃত্ত্বং সহৃদয়বিষয়মিতি ত্রয়োঽংশভূতা ব্যাপারাঃ। তত্রাভিধাভাগো যদি শুদ্ধঃ স্যাত্তত্তন্ত্রাদিভ্যঃ শাস্ত্রন্যায়েভ্যঃ শ্লেষাদ্যলঙ্কারাণাং কো ভেদঃ? বৃত্তিভেদবৈচিত্র্যং চাকিঞ্চিৎকরম্। শ্রুতিদুষ্টাদিবর্জনং চ কিমর্থম্? তেন রসভাবনাখ্যো দ্বিতীয়ো ব্যাপারঃ; যদ্বশাদভিধা বিলক্ষণৈব তচ্চেতদ্ভাবকত্বং নাম রসান্ প্রতি যৎকাব্যস্য তদ্বিভাবাদীনাং সাধারণত্বাপাদানং নাম। ভাবিতে চ রসে তস্য ভোগঃ যোঽনুভবস্মরণপ্রতিপত্তিভ্যো

বিলক্ষণ এব দ্রুতিবিস্তরবিকাশাত্মা রজস্তমোবৈচিত্র্যানুবিদ্ধসত্ত্বময়নিজচিৎস্বভাবনির্বৃতি বিশ্রান্তিলক্ষণঃ পরব্রহ্মাস্বাদসবিধঃ। স এব চ প্রধানভূতোঽংশঃ সিদ্ধরূপ ইতি ব্যুৎপত্তির্নামাপ্রধানমেবে'তি।

অত্রোচ্যতে—রসস্বরূপ এব তাবদ্বিপ্রতিপত্তয়ঃ প্রতিবাদিনাম্। তথাহি—পূর্ব্বাবস্থায়াং যঃ স্থায়ী স এব ব্যভিচারিসম্পাতাদিনা প্রাপ্তপরিপোষোঽনুকার্য্যগত এব রসঃ। নাট্যে তু প্রযুজ্যমানত্বান্নাট্যরস ইতি কেচিৎ। প্রবাহধর্ম্মিণ্যাং চিত্তবৃত্তৌ চিত্তবৃত্তেঃ চিত্তবৃত্ত্যন্তরেণ কঃ পরিপোষার্থঃ? বিস্ময়শোকক্রোধাদেশ্চ ক্রমেণ তাবন্ন পরিপোষ ইতি নানুকার্য্যে রসঃ। অনুকর্ত্তরি চ তদ্ভাবে লয়াদ্যননুসরণং স্যাৎ। সামাজিকগতে বা কশ্চমৎকারঃ? প্রত্যুত করুণাদৌ দুঃখপ্রাপ্তিঃ। তস্মান্নায়ং পক্ষঃ। কস্তর্হি? ইহানন্ত্যান্নিয়তস্যানুকারো ন শক্যঃ, নিষ্প্রয়োজনশ্চ বিশিষ্টতাপ্রতীতৌ তাটস্থ্যেন ব্যুৎপত্ত্যভাবাৎ।

তস্মাদনিয়তাবস্থাত্মকং স্থায়িনমুদ্দিশ্য বিভাবানুভাবব্যভিচারিভিঃ সংযুজ্যমানৈরয়ং রামঃ সুখীতি স্মৃতিবিলক্ষণা স্থায়িনি প্রতীতিগোচরতযাস্বাদরূপা প্রতিপত্তিরনুকর্ত্রালম্বনা নাট্যৈকগামিনী রসঃ। স চ ন ব্যতিরিক্তমাধারমপেক্ষতে। কিন্ত্বনুকার্য্যাভিন্নাভিমতে নর্তকে আস্বাদয়িতা সামাজিক ইত্যেতাবন্মাত্রমদঃ। তেন নাট্য এব রসঃ, নানুকার্য্যাদিম্বিতি কেচিৎ।

অন্যে তু—অনুকর্ত্তরি যঃ স্থায্যবভাসোঽভিনয়াদিসামগ্র্যাদিকৃতো ভিত্তাবিব হরিতালাদিনা অশ্বাবভাসঃ, স এব লোকাতীততয়াস্বাদাপরসংজ্ঞয়া প্রতীত্যা রস্যমানো রসঃ ইতি নাট্যাদ্রসা নাট্যরসাঃ। অপরে পুনর্বিভাবানুভাবমাত্রমেব বিশিষ্টসামগ্র্যা সমর্প্যমাণং তদ্বিভাবনীয়ানুভাবনীয়স্থায়িরূপচিত্তবৃত্ত্যুচিতবাসনানুষক্তং স্বনির্বৃতিচর্বণাবিশিষ্টমেব রসঃ। তন্নাট্যমেব রসাঃ। অন্যে তু শুদ্ধং বিভাবম্, অপরে শুদ্ধমনুভাবম্, কেচিত্তু স্থায়িমাত্রম্, ইতরে ব্যভিচারিণম্, অন্যে তৎসংযোগম্ একেঽনুকার্য্যম্ কেচন সকলমেব সমুদায়ং রসমাহুরিত্যলং বহুনা।

কাব্যেঽপি চ লোকনাট্যধর্ম্মিস্থানীয়েন স্বভাবোক্তিবক্রোক্তিপ্রকারদ্বয়েনালৌকিকপ্রসন্নমধুরৌজস্বিশব্দসমর্প্যমাণবিভাবাদিযোগাদিয়মেব রসবার্ত্তা। অস্তু বাত্র নাট্যাদ্বিচিত্ররূপা রসপ্রতীতিঃ; উপায়বৈলক্ষণ্যাদিয়মেব তাবদত্র সরণিঃ। এবং স্থিতে প্রথমপক্ষ এবৈতানি দূষণানি প্রতীতেঃ স্বপরগতত্বাদিবিকল্পনেন। সর্ব্বপক্ষেষু চ প্রতীতিরপরিহার্য্যা রসস্য। অপ্রতীতং হি পিশাচবদব্যবহার্যং স্যাৎ। কিন্তু যথা প্রতীতিমাত্রত্বেনাবিশিষ্টত্বেঽপি প্রাত্যক্ষিকী আনুমানিকী আগমোত্থা প্রতিভান-

কৃতা যোগিপ্রত্যক্ষজা চ প্রতীতিরুপায়বৈলক্ষণ্যাদন্যৈব, তদ্বদিয়মপি প্রতীতিশ্চর্বণা-স্বাদনভোগাপরনামা ভবতু। তন্নিদানভূতায়া হৃদয়সংবাদাদ্যুপকৃতায়া বিভাবাদি-সামগ্র্যা লোকোত্তররূপত্বাৎ। রসাঃ প্রতীয়ন্ত ইতি ওদনং পচতীতিবদ্ব্যবহারঃ, প্রতীয়মান এব হি রসঃ। প্রতীতিরেব বিশিষ্টা রসনা। সা চ নাট্যে লৌকিকানু-মানপ্রতীতের্বিলক্ষণা ; তাং চ প্রমুখে উপায়তয়া সন্দধানা। এবং কাব্যে অন্যশব্দ-প্রতীতের্বিলক্ষণা, তাং চ প্রমুখে উপায়তয়াপেক্ষমাণা।

তস্মাদনুত্থানোপহতঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। রামাদিচরিতং তু ন সর্ব্বস্য হৃদয়সংবাদীতি মহৎ সাহসম্। চিত্রবাসনাবিশিষ্টত্বাচ্চেতসঃ। যদাহ—"তাসামনাদিত্বং আশিষো নিত্যত্বাৎ। জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ" ইতি। তেন প্রতীতিস্তাবদ্রসস্য সিদ্ধা। সা চ রসনারূপা প্রতীতিরুৎপদ্যতে। বাচ্যবাচক-য়োস্তত্রাভিধাদিবিবিক্তো ব্যঞ্জনাত্মা ধ্বননব্যাপার এব। ভোগীকরণব্যাপারশ্চ কাব্যস্য রসবিষয়ো ধ্বননাত্মৈব, নান্যৎ কিঞ্চিৎ। ভাবকত্বমপি সমুচিতগুণালঙ্কার-পরিগ্রহাত্মকমস্মাভিরেব বিতত্য বক্ষ্যতে। কিমেতদপূর্ব্বম্? কাব্যং চ রসান্ প্রতি ভাবকমিতি যদুচ্যতে, তত্র ভবতৈব ভাবনাদুৎপত্তিপক্ষ এব প্রত্যুজ্জীবিতঃ। ন চ কাব্যশব্দানাং কেবলানাং ভাবকত্বম্, অর্থাপরিজ্ঞানে তদভাবাৎ। ন চ কেবলানাম-র্থানাম্, শব্দান্তরেণার্প্যমাণত্বে তদযোগাৎ। দ্বয়োস্তু ভাবকত্বমস্মাভিরেবোক্তম্। 'যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থং ব্যঙক্তঃ' ইত্যত্র। তস্মাদ্ব্যঞ্জকত্বাখ্যেন ব্যাপারেণ গুণা-লঙ্কারৌচিত্যাদিত্যাদিকয়েতিকর্ত্তব্যতয়া কাব্যং ভাবকং রসান্ ভাবয়তি, ইতি ত্র্যংশায়ামপি ভাবনায়াং করণাংশে ধ্বননমেব নিপততি। ভোগোঽপি ন কাব্য-শব্দেন ক্রিয়তে, অপি তু ঘনমোহান্ধসঙ্কটতানিবৃত্তিদ্বারেণাস্বাদাপরনাম্নি অলৌকিকে দ্রুতিবিস্তরবিকাশাত্মনি ভোগে কর্ত্তব্যে লোকোত্তরে ধ্বননব্যাপার এব মূর্ধাভিষিক্ত। তচ্চেদং ভোগকৃত্ত্বং রসস্য ধ্বননীয়ত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধম্। রস্যমানতোদিতচমৎ-কারানতিরিক্তত্বাদ্ভোগস্যেতি। সত্ত্বাদীনাং চাঙ্গাঙ্গিভাববৈচিত্র্যস্যানন্ত্যাদ দ্রুত্যা-দিত্বেনাস্বাদগণনা চ যুক্তা। পরব্রহ্মাস্বাদসব্রহ্মচারিত্বং চাস্তস্য রসাস্বাদস্য। ব্যুৎ-পাদনং চ শাসনপ্রতিপাদনাভ্যাং শাস্ত্রেতিহাসকৃতাভ্যাং বিলক্ষণম্। যথা রামস্তথা-হমিত্যুপমানাতিরিক্তাং রসাস্বাদোপায়স্বপ্রতিভাবিজৃম্ভারূপাং ব্যুৎপত্তিমন্তে করোতীতি কমুপালভামহে। তস্মাৎ স্থিতমেতৎ—অভিব্যজ্যন্তে রসাঃ প্রতীত্যৈব চ রস্যন্ত ইতি তত্রাভিব্যক্তিঃ প্রধানতয়া ভবত্বন্যথা বা। প্রধানত্বে ধ্বনিঃ, অন্যথা

রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমলক্ষণং মুখ্যমর্থমনুবর্ত্তমানা যত্র শব্দার্থালঙ্কারা গুণাশ্চ পরস্পরং ধ্বন্যপেক্ষয়া বিভিন্নরূপা ব্যবস্থিতাস্তত্র কাব্যে ধ্বনিরিতি ব্যপদেশঃ।

প্রধানেঽন্যত্র বাক্যার্থে যত্রাঙ্গং তু রসাদয়ঃ।
কাব্যে তস্মিন্নলঙ্কারো রসাদিরিতি মে মতিঃ ॥ ৫ ॥

যদ্যপি রসবদলঙ্কারস্যান্যৈর্দর্শিতো বিষয়স্তথাপি যস্মিন্ কাব্যে প্রধানতয়ান্যোঽর্থো বাক্যার্থীভূতস্তস্য চাঙ্গভূতা যে রসাদয়স্তে রসাদেরলঙ্কারস্য বিষযা ইতি মামকীনঃ পক্ষঃ। তদ্যথা চাটুষু প্রেয়োলঙ্কারস্য বাক্যার্থত্বেঽপি রসাদয়োঽঙ্গভূতা দৃশ্যন্তে।

রসাদ্যলঙ্কারাঃ। তদাহ—মুখ্যমর্থমিতি। ব্যবস্থিতা ইতি। পূর্ব্বোক্তযুক্তিভির্বিভাগেন ব্যবস্থাপিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

অন্যত্রেতি। রসস্বরূপে বস্তুমাত্রেঽলঙ্কারতাযোগ্যে বা। মে মতিরিত্যন্যপক্ষং দুষ্টত্বেন হৃদি নিধায়াভিষ্টত্বাৎ স্বপক্ষং পূর্ব্বং দর্শয়তি—তথাপীতি। স হি পরদর্শিতো বিষয়ো ভাবিনীত্যা নোপপন্ন ইতি ভাবঃ। যস্মিন্ কাব্যে ইতি স্পষ্টত্বেনাসঙ্গতং বাক্যমিত্থং যোজনীয়ম্—যস্মিন্ কাব্যে তে পূর্ব্বোক্তা রসাদয়োঽঙ্গভূতা বাক্যার্থীভূতশ্চান্যোঽর্থঃ, চশব্দস্তু শব্দস্যার্থে; তস্য কাব্যস্য সম্বন্ধিনো যে রসাদয়োঽঙ্গভূতাস্তে রসাদেরলঙ্কারস্য রসবদাদ্যলঙ্কারশব্দস্য বিষয়াঃ; স এবালঙ্কারশব্দবাচ্যো ভবতি যোঽঙ্গভূতঃ, ন ত্বন্য ইতি যাবৎ। অত্রোদাহরণমাহ—তদ্যথেতি। তদিত্যঙ্গত্বম্। যথাত্র বক্ষ্যমাণোদাহরণে, তথান্যত্রাপীত্যর্থঃ। ভামহাভিপ্রায়েণ চাটুষু প্রেয়োঽলঙ্কারস্য বাক্যার্থত্বেঽপি রসাদয়োঽঙ্গভূতা দৃশ্যন্ত ইতীদমেকং বাক্যম্। ভামহেন হি গুরুদেবনৃপতিপুত্রবিষয়প্রীতিবর্ণনং প্রেয়োলঙ্কার ইত্যুক্তম্। তত্র প্রেয়ানলঙ্কারো যত্র স প্রেয়োলঙ্কারোঽলঙ্করণীয় ইহোক্তঃ। ন ত্বলঙ্কারস্য বাক্যার্থত্বং যুক্তম্। যদি বা বাক্যার্থত্বং প্রধানত্বম্। চমৎকারকারিতেতি যাবৎ। উদ্ভটমতানুসারিণস্তু ভঙ্‌ক্ত্বা ব্যাচক্ষতে—চাটুষু চাটুবিষয়ে বাক্যার্থত্বে চাটূনাং বাক্যার্থত্বে প্রেয়োলঙ্কারস্যাপি বিষয় ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। উদ্ভটমতে হি ভাবালঙ্কার এব প্রেয় ইত্যুক্তঃ, প্রেম্না ভাবানামুপলক্ষণত্বাৎ। ন কেবলং রসবদলঙ্কারস্য বিষয়ঃ যাবৎ প্রেয়ঃপ্রভৃতেরপীত্যপিশব্দার্থঃ। রসবচ্ছব্দেন প্রেয়ঃশব্দেন চ সর্ব্ব এব রসবদাদ্যলঙ্কারা উপলক্ষিতাঃ, তদেবাহ—রসাদয়োঽঙ্গভূতা দৃশ্যন্ত ইতি উক্ত বিষয় ইতি শেষঃ।

স চ রসাদিরলঙ্কারঃ শুদ্ধঃ সঙ্কীর্ণো বা। তত্রাদ্যো যথা—

কিং হাস্যেন ন মে প্রযাস্যসি পুনঃ প্রাপ্তশ্চিরাদ্দর্শনং
কেয়ং নিষ্করুণ প্রবাসরুচিতা কেনাসি দূরীকৃতঃ।
স্বপ্নান্তেষ্বিতি তে বদন্ প্রিয়তমব্যাসক্তকণ্ঠগ্রহো
বুদ্ধ্বা রোদিতি রিক্তবাহুবলয়স্তারং রিপুস্ত্রীজনঃ।

শুদ্ধ ইতি। রসান্তরেণাঙ্গভূতেনালঙ্কারান্তরেণ বা ন মিশ্রঃ, আমিশ্রস্তু সঙ্কীর্ণঃ। স্বপ্নস্যানুভূতসদৃশত্বেন ভবনমিতি হসন্নেব প্রিয়তমঃ স্বপ্নেঽবলোকিতঃ। ন মে প্রযাস্যতি পুনরিতি। ইদানীং তাং বিদিতশঠভাবং বাহুপাশবন্ধান্ন মোক্ষ্যামি। অতএব রিক্তবাহুবলয় ইতি। স্বীকৃতস্য চোপালম্ভো যুক্ত ইত্যাহ—কেয়ং নিষ্করুণেতি। কেনাসীতি। গোত্রস্খলনাদাবপি ন ময়া কদাচিৎ খেদিতোঽসি। স্বপ্নান্তেষু স্বপ্নায়িতেষু সুপ্তপ্রলপিতেষু পুনঃপুনরুদ্ভূততয়া বহুশ্বিতি বদন্ যুষ্মাকং সম্বন্ধী রিপুস্ত্রীজনঃ প্রিয়তমে বিশেষেণাসক্তঃ কণ্ঠগ্রহো যেন তাদৃশ এব সন্ বুদ্ধ্বা শূন্যবলয়াকারীকৃতবাহুপাশঃ সন্ তারং মুক্তকণ্ঠং রোদিতীতি। অত্র শোকস্থায়িভাবেন স্বপ্নদর্শনোদ্দীপিতেন করুণরসেন চর্ব্যমাণেন সুন্দরীভূতো নরপতিপ্রভাবো ভাতীতি করুণঃ শুদ্ধ এবালঙ্কারঃ। ন হি ত্বয়া রিপবো হতা ইতি যাদৃগনলঙ্কৃতোঽয়ং বাক্যার্থস্তাদৃগয়ম্, অপি তু সুন্দরীতরীভূতোঽত্র বাক্যার্থঃ, সৌন্দর্য্যং চ করুণরসকৃতমেবেতি। চন্দ্রাদিনা বস্তুনা তথা বস্ত্বন্তরং বদনাদ্যলঙ্ক্রিয়তে তদুপমিতত্বেন চারুতয়াবভাসাৎ। তথা রসেনাপি বস্তু বা রসান্তরং বোপস্কৃতং সুন্দরং ভাতি ইতি রসস্যাপি বস্তুন ইবালঙ্কারত্বে কো বিরোধঃ?

নন্থ রসেন কিং কুর্ব্বতা প্রকৃতোঽর্থেঽলঙ্ক্রিয়তে। তর্হি উপময়াপি কিং কুর্ব্বত্যলঙ্ক্রিয়েত। নন্থ তয়োপমীয়তে প্রস্তুতোঽর্থঃ। রসেনাপি তর্হি সরসীক্রিয়তে সোঽর্থ ইতি স্বসংবেদ্যমেতৎ। তেন যৎকেনচিদচূচুদন্—'অত্র রসেন বিভাবাদীনাং মধ্যে কিমলঙ্ক্রিয়তে' ইতি তদনভ্যুপগমপরাহতম্; প্রস্তুতার্থস্যালঙ্কার্য্যত্বেনাভিধানাৎ। অস্যার্থস্য ভূয়সা লক্ষ্যে সম্ভাব ইতি দর্শয়তি—এবমিতি। যত্র রাজাদেঃ প্রভাবখ্যাপনং তাদৃশ ইত্যর্থঃ। ক্ষিপ্ত ইতি। কামিপক্ষেঽনাদৃত ইতরত্র ধূতঃ। অবধূত ইতি ন প্রতীপ্সিতঃ প্রত্যালিঙ্গনেন, ইতরত্র সর্ব্বাঙ্গধুননেন বিশরারুকৃতঃ। সাশ্রুত্বমেকত্রের্ষ্যয়া অন্যত্র নিষ্প্রত্যাশতয়া। কামীবেত্যনেনোপমানেন শ্লেষানুগৃহীতেনের্ষ্যাবিপ্রলম্ভো য আকৃষ্টস্তস্য শ্লেষোপমাসহিতস্যাঙ্গত্বম্,

ইত্যত্র করুণরসস্য শুদ্ধস্যাঙ্গভাবাৎ স্পষ্টমেব রসবদলঙ্কারত্বম্।
এবমেবংবিধে বিষয়ে রসান্তরাণাং স্পষ্ট এবাঙ্গভাবঃ।

সংকীর্ণো রসাদিরঙ্গভূতো যথা—

ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ প্রসভমভিহিতোঽপ্যাদদানোঽংশুকান্তং
গৃহ্ণন্ কেশেষ্বপাস্তশ্চরণনিপতিতো নেক্ষিতঃ সম্ভ্রমেণ।
আলিঙ্গন্যোঽবধূতস্ত্রিপুরযুবতিভিঃ সাশ্রুনেত্রোৎপলাভিঃ
কামীবার্দ্রাপরাধঃ স দহতু দুরিতং শাম্ভবো বঃ শরাগ্নিঃ॥

ইত্যত্র ত্রিপুররিপুপ্রভাবাতিশয়স্য বাক্যার্থত্বে ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভস্য শ্লেষসহিতস্যাঙ্গভাব ইতি, এবংবিধ এব রসবদাদ্যলঙ্কারস্য ন্যায্যো বিষয়ঃ। অতএব চের্ষ্যাবিপ্রলম্ভকরুণয়োরঙ্গত্বেন ব্যবস্থানাৎ সমাবেশো

ন কেবলস্য। যদ্যপ্যত্র করুণো রসো বাস্তবোঽপ্যস্তি তথাপি স তচ্চারুত্বপ্রতীত্যৈ ন ব্যাপ্রিয়ত ইত্যনেনাভিপ্রায়েণ শ্লেষসহিতস্যেত্যেতাবদেবাবোচৎ, ন তু করুণসহিতস্যেত্যপি। এতমর্থমপূর্ব্বতয়োৎপ্রেক্ষিতং দ্রঢীকর্ত্তুমাহ—এবংবিধ এবেতি। অতএবেতি। যতোঽত্র বিপ্রলম্ভস্যালঙ্কারত্বং ন তু বাক্যার্থতা, অতো হেতোরিত্যর্থঃ। ন দোষ ইতি। যদি হ্যন্যতরস্য রসস্য প্রাধান্যমভবিষ্যন্ন দ্বিতীয়ো রসঃ সমাধিশেৎ। রতিস্থায়িভাবত্বেন তু সাপেক্ষভাবো বিপ্রলম্ভঃ স চ শোকস্থায়িভাবত্বেন নিরপেক্ষভাবস্য করুণস্য বিরুদ্ধ এব। এবমলঙ্কারশব্দপ্রসঙ্গেন সমাবেশং প্রসাধ্য এবংবিধ এবেতি যদুক্তং তত্রৈবকারস্যাভিপ্রায়ং ব্যাচষ্টে—যত্র হীতি। সর্ব্বাসামুপমাদীনাম্।

অয়ং ভাবঃ—উপমাদীনামলঙ্কারত্বে যাদৃশী বার্ত্তা তাদৃশ্যেব রসাদীনাম্। তদবশ্যমন্যেনালঙ্কার্য্যেণ ভবিতব্যম্। তচ্চ যদ্যপি বস্তুমাত্রমপি ভবতি, তথাপি তস্য পুনরপি বিভাবাদিরূপতাৎপর্য্যাবসানাদ্রসাদিতাৎপর্য্যমেবেতি সর্ব্বত্র রসধ্বনেরেবাত্মভাবঃ। তদুক্তং রসভাবাদিতাৎপর্য্যমিতি। তস্যেতি। প্রধানস্যাত্মভূতস্য। এতদুক্তং ভবতি—উপময়া যদ্যপি বাচ্যোঽর্থোঽলঙ্ক্রিয়তে তথাপি তস্য তদেবালঙ্করণং যদ্ব্যঙ্গ্যার্থাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যাধানমিতি বস্তুতো ধ্বন্যাত্মৈবালঙ্কার্য্যঃ। কটককেয়ূরাদিভিরপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আত্মৈব তত্তচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষৌচিত্যসূচনাত্মতয়ালঙ্ক্রিয়তে। তথা হি অচেতনং শবশরীরং কুণ্ডলাদ্যুপেতমপি ন ভাতি অলঙ্কার্য্যস্যাভাবাৎ। যতিশরীরং কটককাদিযুক্তং হাস্যাবহং ভবতি, অলঙ্কার্য্যস্যানৌচিত্যাৎ। ন হি দেহস্য কিঞ্চিদনৌচিত্যমিতি বস্তুত আত্মৈবালঙ্কার্য্যঃ, অহম-

ন দোষঃ। যত্র হি রসস্য বাক্যার্থীভাবস্তত্র কথমলঙ্কারত্বম্? অলঙ্কারো হি চারুত্বহেতুঃ প্রসিদ্ধ: ন ত্বসাবাত্মৈবাত্মনশ্চারুত্বহেতুঃ।

তথা চায়মত্র সংক্ষেপঃ—

রসভাবাদিতাৎপর্য্যমাশ্রিত্য বিনিবেশনম্।
অলঙ্কৃতীনাং সর্ব্বাসামলঙ্কারত্বসাধনম্॥

তস্মাদ্ যত্র রসাদয়ো বাক্যার্থীভূতাঃ স সর্ব্বঃ ন রসাদেরলঙ্কারস্য বিষয়ঃ; স ধ্বনেঃ প্রভেদঃ, তস্যোপমাদয়োঽলঙ্কারাঃ। যত্র তু প্রাধান্যেনার্থান্তরস্য বাক্যার্থীভাবে রসাদিভিশ্চারুত্বনিষ্পত্তিঃ ক্রিয়তে, স রসাদেরলঙ্কারতায়া বিষয়ঃ।

এবং ধ্বনেরুপমাদীনাং রসবদলঙ্কারস্য চ বিভক্তবিষয়তা ভবতি। যদি তু চেতনানাং বাক্যর্থীভাবো রসাদ্যলঙ্কারস্য বিষয় ইত্যুচ্যতে তর্হ্যুপমাদীনাং প্রবিরলবিষয়তা নির্বিষয়তা বাভিহিতা স্যাৎ।

লঙ্কৃত ইত্যভিমানাৎ। রসাদেরলঙ্কারতায়া ইতি ব্যাধিকরণষষ্ঠ্যৌ, রসাদের্যালঙ্কারতা তস্যাঃ স এব বিষয়ঃ। এতদনুসারেণৈব পূর্ব্বত্রাপি বাক্যে যোজ্যম্; রসাদিকর্ত্তৃকস্যালঙ্করণক্রিয়াত্মনো বিষয় ইতি। এবমিতি। অস্মদুক্তেন বিষয়বিভাগেনেত্যর্থঃ। উপমাদীনামিতি। যত্র রসস্যালঙ্কার্য্যতা রসান্তরং চাঙ্গভূতম্ নাস্তি তত্র শুদ্ধা এবোপমাদয়ঃ। তেন সংসৃষ্ট্যা নোপমাদীনাং বিষয়াপহার ইতি ভাবঃ। রসবদলঙ্কারস্য চেতি। অনেন ভাবাদ্যলঙ্কারা অপি প্রেয়স্বূর্জস্বিসমাহিতা গৃহ্যন্তে। তত্র ভাবালঙ্কারস্য শুদ্ধস্যোদাহরণং যথা—

তব শতপত্রপত্রমৃদুতাম্রতলশ্চরণশ্চলকলহংসনূপুরকলধ্বনিনা মুখরঃ।
মহিষমহাসুরস্য শিরসি প্রসভং নিহিতঃ কনকমহামহীধ্রগুরুতাং কথমম্ব গতঃ॥

ইত্যত্র দেবীস্তোত্রে বাক্যার্থীভূতে বিতর্কবিস্ময়াদিভাবস্য চারুত্বহেতুতেতি তস্যাঙ্গত্বাদ্ভাবালঙ্কারস্য বিষয়ঃ। রসাভাসস্যালঙ্কারতা যথা মমৈব স্তোত্রে—

সমস্তগুণসম্পদঃ সমমলঙ্‌ক্রিয়াণাং গণৈ—
র্ভবন্তি যদি ভূষণং তব তথাপি নো শোভসে।
শিবং হৃদয়বল্লভং যদি যথা তথা রঞ্জয়েঃ
তদেব ননু বাণি তে ভবতি সর্ব্বলোকোত্তরম্॥

যস্মাদচেতনবস্তুবৃত্তে বাক্যার্থীভূতে পুনশ্চেতনবস্তুবৃত্তান্তযোজনয়া যথা কথঞ্চিদ্ভবিতব্যম্ অথ সত্যামপি তস্যাং যত্রাচেতনাং বাক্যার্থীভাবো নাসৌ রসবদলঙ্কারস্য বিষয় ইত্যুচ্যতে। তৎ মহতঃ কাব্যপ্রবন্ধস্য রসনিধানভূতস্য নীরসত্বমভিহিতম্ স্যাৎ। যথা—

তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিতবিহগশ্রেণীরশনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথাবিদ্ধং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো
নদীরূপেণেয়ং ধ্রুবমসহমানা সা পরিণতা॥

যথা বা—

তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ
শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্বিশ্রান্ত পুষ্পোদ্গমা।
চিন্তা মৌনমিবাশ্রিতা মধুকৃতাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে
চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং জাতানুতাপেব সা॥

যথা বা—

তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্দশৈলতনয়াতীরে লতাবেশ্মনাম্।

অত্র হি পরমেশস্তুতিমাত্রং বাচঃ পরমোপাদেয়মিতি বাক্যার্থে শৃঙ্গারাভাসশ্চারুত্ব-হেতুঃ শ্লেষসহিতঃ। ন হ্যয়ং পূর্ণঃ শৃঙ্গারো নায়িকায়া নির্গুণত্বে নিরলঙ্কারত্বে চ ভবতি। 'উত্তমযুবপ্রকৃতিরুজ্জ্বলবেষাত্মকঃ' ইতি চাভিধানাৎ। ভাবাভাসাঙ্গতা যথা—

স পাতু বো যস্য হতাবশেষাস্তত্তুল্যবর্ণাঞ্জনরঞ্জিতেষু।
লাবণ্যযুক্তেষ্বপি বিত্রসন্তি দৈত্যাঃ স্বকান্তানয়নোৎপলেষু॥

অত্র রৌদ্রপ্রকৃতীনামনুচিতস্ত্রাসো ভগবৎপ্রভাবকারণ কৃত ইতি ভাবাভাসঃ। এবং তৎপ্রশমস্যাঙ্গত্বমুদাহার্য্যম্। যে মতিরিত্যনেন যৎ পরমতং সূচিতং তদ্দূষণ-মুপন্যস্যতি—যদীত্যাদিনা। পরস্য চায়মাশয়ঃ—অচেতনানাং চিত্তবৃত্তিরূপরসাদ্যসম্ভ-বাত্তদ্বর্ণনে রসবদলঙ্কারস্যানাশঙ্ক্যত্বাত্তদ্বিভক্ত এবোপমাদীনাং বিষয় ইতি। এতদ্-দূষয়তি—তর্হীতি। তস্মাদ্বচনাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। নম্বচেতনবর্ণনং বিষয় ইত্যুক্তমিত্যা-

বিচ্ছিন্নে স্মরতল্পকল্পনমৃদুচ্ছেদোপযোগেঽধুনা
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লবাঃ ॥

ইত্যেবমাদৌ বিষয়েঽচেতনানাং বাক্যার্থীভাবেঽপি চেতনবস্তুবৃত্তান্তযোজনাস্ত্যেব। অথ যত্র চেতনবস্তুবৃত্তান্তযোজনাস্তি তত্র রসাদিলঙ্কারঃ। তদেবং সত্যুপমাদয়ঃ নির্ব্বিষয়াঃ প্রবিরলবিষয়া বা স্যুঃ যস্মান্নাস্ত্যেবাসাবচেতনবস্তুবৃত্তান্তো যত্র চেতনবস্তুবৃত্তান্তযোজনা নাস্ত্যন্ততো বিভাবত্বেন। তস্মাদঙ্গত্বেন চ রসাদীনামলঙ্কারতা। যঃ পুনরঙ্গী রসো ভাবো বা সর্ব্বাকারমলঙ্কার্য্যঃ স ধ্বনেরাত্মেতি।

শঙ্ক্য হেতুমাহ—যস্মাদিতি। যথাকথঞ্চিদিতি বিভাবাদিরূপতয়া। তস্যামিতি। চেতনবৃত্তান্তযোজনায়াম্। নীরসত্বমিতি। যত্র হি রসস্তত্রাবশ্যং রসবদলঙ্কার ইতি পরমতম্। ততো ন রসবদলঙ্কারশ্চেন্ন্যূনং তত্র রসো নাস্তীতি পরমতাভিপ্রায়ান্নীরসত্বমুক্তম্। ন ত্বস্মাকং রসবদলঙ্কারাভাবে নীরসত্বম্, অপি তু ধ্বন্যাত্মভূতরসাভাবে, তাদৃক্ চ রসোঽত্রাস্ত্যেব।

তরঙ্গেতি। তরঙ্গা এব ভ্রূভঙ্গা যস্যাঃ। বিকর্ষন্তী বিলম্বমানং বলাদাক্ষিপন্তী। বসনমংশুকম্। প্রিয়তমাবলম্বননিষেধায়েতি ভাবঃ। বহুশো যৎ স্খলিতং যেঽপরাধাস্তানভিসন্ধায় হৃদয়েনৈকীকৃত্যাসহমানা মানিনীত্যর্থঃ। অথ চ মদ্বিয়োগপশ্চাত্তাপাসহিষ্ণুস্তাপশান্তয়ে নদীভাবং গতেতি।

তন্বীতি। বিয়োগকৃশাপ্যনুতপ্তা চাভরণানি ত্যজতি। স্বকালো বসন্তগ্রীষ্মপ্রায়ঃ। উপায়চিন্তনার্থং মৌনং, কিমিতি পাদপতিতমিতি দয়িতমবধূতবত্যহমিতি চ চিন্তয়া মৌনম্। চণ্ডী কোপনা। এতৌ শ্লোকৌ নদীলতাবর্ণনপরৌ তাৎপর্য্যেণ পুরূরবস উন্মাদাক্রান্তস্যোক্তিরূপৌ।

তেষামিতি। হে ভদ্র! তেষামিতি যে মমৈব হৃদয়ে স্থিতাস্তেষাম্। গোপবধূনাং গোপীনাং যে বিলাসসুহৃদো নর্ম্মসচিবাস্তেষাম্ প্রচ্ছন্নানুরাগিণীনাং হি নান্যো নর্ম্মসুহৃদ্ভবতি। রাধায়াশ্চ সাতিশয়ং প্রেমস্থানমিত্যাহ—রাধাসম্ভোগানাং যে সাক্ষাদ্দ্রষ্টারঃ, কলিন্দশৈলতনয়া যমুনা তস্যাস্তীরে লতাগৃহাণাং ক্ষেমং কুশলমিতি কাক্বা প্রশ্নঃ। এবং তৎ পৃষ্ট্বা গোপদর্শনপ্রবুদ্ধসংস্কার আলম্বনোদ্দীপনবিভাবস্মরণাৎ প্রবুদ্ধরতিভাবমাত্মগতমৌৎসুক্যগর্ভমাহ দ্বারকাগতো ভগবান্ কৃষ্ণঃ—স্মরতল্পস্য মদনশয্যায়াঃ কল্পনার্থং মৃদু সুকুমারং কৃত্বা যশ্ছেদস্ত্রোটনং স এবোপযোগঃ সাফল্যম্।

কিঞ্চ—

তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলঙ্কারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ॥ ৬॥

যে তমর্থং রসাদিলক্ষণমঙ্গিনং সন্তমবলম্বন্তে তে গুণাঃ শৌর্য্যাদিবৎ। বাচ্যবাচকলক্ষণান্যঙ্গানি যে পুনস্তদাশ্রিতাস্তেঽলঙ্কারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ।

অথ চ স্মরতল্পে যৎকল্পনং কৢপ্তিঃ স এব মৃদুঃ সুকুমার উৎকৃষ্টশ্ছেদোপযোগস্ত্রোটন-ফলং তস্মিন্নিচ্ছিন্নে। ময্যনাসীনে কা স্মরতল্পকল্পনেতি ভাবঃ। অতএব পরস্পরানু-রাগনিশ্চয়গর্ভমেবাহ—তে জান ইতি। বাক্যার্থস্যাত্র কর্ম্মত্বম্। অধুনা জরঠী-ভবন্তীতি। ময়ি তু সন্নিহিতেঽনবরতকথিতোপযোগান্নেমে জরাজীর্ণতাখিলীকারং কদাচিদবাপ্নুবন্তীতি ভাবঃ। বিগলন্তী নীলা ত্বিড্ যেষামিত্যনেন কতিপয়কাল-প্রোষিতস্যাপ্যৌৎসুক্যনির্ভরত্বং ধ্বনিতম্। এবমাত্মগতেয়মুক্তির্যদি বা গোপং প্রত্যেব সংপ্রধারণোক্তিঃ। বহুভিরুদাহরণৈর্মহতো ভূয়সঃ প্রবন্ধস্যেতি যদুক্তং তৎ সূচিতম্। অথেত্যাদি। নীরসত্বমত্র মা ভূদিত্যভিপ্রায়েণেতি শেষঃ। ননু যত্র চেতনবৃত্তস্য সর্ব্বথা নানুপ্রবেশঃ স উপমাদের্বিষয়ো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মা-দিত্যাদি। অন্তত ইতি। স্তম্ভপুলকাদ্যচেতনমপি বর্ণ্যমানমনুভাবত্বাচ্চেতনমা-ক্ষিপত্যেব তাবৎ। কিমত্রোচ্যতে। অতিজড়োঽপি চন্দ্রোদ্যানপ্রভৃতিঃ স্ববিশ্রা-ন্তোঽপি বর্ণ্যমানোঽবশ্যং চিত্তবৃত্তিবিভাবতাং ত্যক্ত্বা কাব্যেঽনাখ্যেয় এব স্যাৎ; শাস্ত্রেতিহাসয়োরপি বা। এবং পরমতং দূষয়িত্বা স্বমতমেব প্রত্যাম্নায়েনোপসংহরতি —তস্মাদিতি। যতঃ পরোক্তো বিষয়বিভাগো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। ভাবো বেতি। বাগ্রহণাত্তদাভাসতৎপ্রশমাদয়ঃ। সর্ব্বাকারমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। তেন সর্ব্বপ্রকার-মিত্যর্থঃ। অলঙ্কার্য্য ইতি। অত এব নালঙ্কার ইতি ভাবঃ॥ ৫॥

অলঙ্কার্য্যব্যতিরিক্তশ্চালঙ্কারোঽভ্যুপগন্তব্যঃ, লোকে তথা সিদ্ধত্বাৎ, যথা গুণি-ব্যতিরিক্তো গুণঃ। গুণালঙ্কারব্যবহারশ্চ গুণ্যলঙ্কার্য্যে চ সতি যুক্তঃ। স চাস্মৎ-পক্ষ এবোপপন্ন ইত্যভিপ্রায়দ্বয়েনাহ—কিঞ্চেত্যাদি। ন কেবলমেতাবদ্যুক্তিজাতম্ রসস্যাঙ্গিত্বে, যাবদন্যদপীতি সমুচ্চয়ার্থঃ। কারিকাপ্যভিপ্রায়দ্বয়েনৈব যোজ্যা। কেবলং প্রথমাভিপ্রায়ে প্রথমং কারিকার্দ্ধং দৃষ্টান্তাভিপ্রায়েণ ব্যাখ্যেয়ম্। এবং বৃত্তিগ্রন্থোঽপি যোজ্যঃ॥ ৬॥

তথা চ—

শৃঙ্গার এব মধুরঃ পরঃ প্রহ্লাদনো রসঃ।
তন্ময়ং কাব্যমাশ্রিত্য মাধুর্যং প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭ ॥

শৃঙ্গার এব রসান্তরাপেক্ষয়া মধুরঃ প্রহ্লাদহেতুত্বাৎ। তৎপ্রকাশনপরশব্দার্থতয়া কাব্যস্য চ মাধুর্যলক্ষণো গুণঃ। শ্রব্যত্বং পুনরোজসোঽপি সাধারণমিতি।

শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবৎ।
মাধুর্যমার্দ্রতাং যাতি যতস্তত্রাধিকং মনঃ ॥ ৮ ॥

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারকরুণয়োস্তু মাধুর্যমেব প্রকর্ষবৎ। সহৃদয়হৃদয়াবর্জনাতিশয়নিমিত্তত্বাদিতি।

নন্থ শব্দার্থয়োর্মাধুর্য্যাদয়ো গুণাঃ, তৎকথমুক্তং রসাদিকমঙ্গিনং গুণা আশ্রিতা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেত্যাদি। তেন বক্ষ্যমাণেন বুদ্ধিস্থেন পরিহার প্রকারেণোপপদ্যতে চৈতদিত্যর্থঃ। শৃঙ্গার এবেতি। মধুর ইত্যত্র হেতুমাহ—পরঃ প্রহ্লাদন ইতি। রতৌ হি সমস্তদেবতির্যঙ্নরাদিজাতিষ্ববিচ্ছিন্নৈব বাসনাস্ত ইতি ন কশ্চিত্তত্র তাদৃগ্যো ন হৃদয়সংবাদময়ঃ, যতেরপি হি তচ্চমৎকারোঽস্ত্যেব। অত এব মধুর ইত্যুক্তম্। মধুরো হি শর্করাদিরসো বিবেকিনোঽবিবেকিনো বা স্বস্থস্যাতুরস্য বা ঝটিতি রসনানিপতিতস্তাবদভিলষণীয় এব ভবতি। তন্ময়মিতি। স শৃঙ্গার আত্মত্বেন প্রকৃতো যত্র ব্যঙ্গ্যতয়া। কাব্যমিতি শব্দার্থাবিত্যর্থঃ। প্রতিতিষ্ঠতীতি। প্রতিষ্ঠাং গচ্ছতীতি যাবৎ। এতদুক্তং ভবতি—বস্তুতো মাধুর্যং নাম শৃঙ্গারাদে রসস্যৈব গুণঃ। তন্মধুররসাভিব্যঞ্জকয়োঃ শব্দার্থয়োরুপচরিতং মধুরশৃঙ্গাররসাভিব্যক্তিসমর্থতা শব্দার্থয়োর্মাধুর্যমিতি হি লক্ষণম্।—তস্মাদ্ব্যক্তমুক্তম্ 'তমর্থমি'ত্যাদি। কারিকার্থং বৃত্ত্যাহ—শৃঙ্গার ইতি। নন্থ 'শ্রব্যং নাতিসমস্তার্থশব্দং মধুরমিষ্যতে' ইতি মাধুর্যস্য লক্ষণম্। নেত্যাহ—শ্রব্যত্বমিতি। সর্বং লক্ষণমুপলক্ষিতম্। ওজসোঽপীতি। 'যো যঃ শস্ত্রম্ ইত্যত্র হি শ্রব্যত্বমসমস্তত্বং চাস্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

সম্ভোগশৃঙ্গারান্মধুরতরো বিপ্রলম্ভঃ, ততোঽপি মধুরতমঃ করুণ ইতি তদভিব্যঞ্জনকৌশলং শব্দার্থয়োর্মধুরতরত্বং মধুরতমত্বং চেত্যভিপ্রায়েণাহ—শৃঙ্গার ইত্যাদি। করুণে চেতি চশব্দঃ ক্রমমাহ। প্রকর্ষবদিতি। উত্তরোত্তরং তরতমযোগেনেতি ভাবঃ। আর্দ্রতামিতি। সহৃদয়স্য চেতঃ স্বাভাবিকমনাবিষ্টত্বাত্মকং কাঠিন্যং ক্রোধাদি-

রৌদ্রাদয়ো রসা দীপ্ত্যা লক্ষ্যন্তে কাব্যবর্তিনঃ।
তদ্ব্যক্তিহেতূ শব্দার্থাবাশ্রিত্যৌজো ব্যবস্থিতম্ ॥ ৯ ॥

রৌদ্রাদয়ো হি রসাঃ পরাং দীপ্তিমুজ্জ্বলতাং জনয়ন্তীতি লক্ষণয়া ত এব দীপ্তিরিত্যুচ্যতে। তৎপ্রকাশনপরঃ শব্দো দীর্ঘসমাসরচনালঙ্কৃতং বাক্যম্। যথা—

চঞ্চদ্ভুজভ্রমিতচণ্ডগদাভিঘাত-
সঞ্চূর্ণিতোরুযুগলস্য সুযোধনস্য।
স্ত্যানাববদ্ধঘনশোণিতশোণপাণি-
রুত্তংসয়িষ্যতি কচাংস্তব দেবি ভীমঃ ॥

তৎপ্রকাশনপরশ্চার্থোঽনপেক্ষিতদীর্ঘসমাসরচনঃ প্রসন্নবাচকাভিধেয়ঃ। যথা—

যো যঃ শস্ত্রং বিভর্তি স্বভুজগুরুমদঃ পাণ্ডবীনাং চমূনাং
যো যঃ পাঞ্চালগোত্রে শিশুরধিকবয়া গর্ভশয্যাং গতো বা।
যো যস্তৎকর্ম্মসাক্ষী চরতি ময়ি রণে যশ্চ যশ্চ প্রতীপঃ
ক্রোধান্ধস্তস্য তস্য স্বয়মপি জগতামন্তকস্যান্তকোঽহম্।

ইত্যাদৌ দ্বয়োরোজস্ত্বম্।

দীপ্তরূপত্বং বিস্ময়হাসাদিরাগিত্বং চ ত্যজতীত্যর্থঃ। অধিকমিতি। ক্রমেণেত্যাশয়ঃ। তেন করুণেঽপি সর্বথৈব চিত্তং দ্রবতীত্যুক্তং ভবতি। নন্বু করুণেঽপি যদি মধুরিমাস্তি, তর্হি পূর্বকারিকায়াং শৃঙ্গার এবেত্যেবকারঃ কিমর্থঃ। উচ্যতে—নানেন রসান্তরং ব্যবচ্ছিদ্যতে; অপি ত্বাত্মভূতস্য রসস্যৈব পরমার্থতো গুণা মাধুর্যাদয়ঃ, উপচারেণ তু শব্দার্থয়োরিত্যেবকারেণ দ্যোত্যতে। বৃত্ত্যার্থমাহ—বিপ্রলম্ভেতি। ॥ ৮ ॥

রৌদ্রেত্যাদি। আদিশব্দঃ প্রকারে। তেন বীরাদ্ভুতয়োরপি গ্রহণম্ ॥ দীপ্তিঃ প্রতিপত্তুর্হৃদয়ে বিকাসবিস্তারপ্রজ্বলনস্বভাবা। সা চ মুখ্যতয়া ওজঃশব্দবাচ্যা। তদাস্বাদময়া রৌদ্রাদ্যাঃ, তয়া দীপ্ত্যা আস্বাদবিশেষাত্মিকয়া কার্যরূপয়া লক্ষ্যন্তে রসান্তরাৎ পৃথক্তয়া। তেন কারণে কার্যোপচারাদ্রৌদ্রাদিরেবৌজঃশব্দবাচ্যঃ। ততো লক্ষিতলক্ষণয়া তৎপ্রকাশনপরঃ শব্দো দীর্ঘসমাসরচনবাক্যরূপোঽপি দীপ্তিরিত্যুচ্যতে। যথা 'চঞ্চদি'ত্যাদি। তৎপ্রকাশনপরশ্চার্থঃ প্রসন্নৈর্গমকৈর্বাচকৈরভিধীয়মানঃ

সমর্পকত্বং কাব্যস্য যত্তু সর্বরসান্ প্রতি।
স প্রসাদো গুণো জ্ঞেয়ঃ সর্বসাধারণক্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥

প্রসাদস্তু স্বচ্ছতা শব্দার্থয়োঃ। স চ সর্বরসসাধারণো গুণঃ সর্বরচনাসাধারণশ্চ ব্যঙ্গ্যার্থাপেক্ষয়ৈব মুখ্যতয়া ব্যবস্থিতো মন্তব্যঃ।

সমাসানপেক্ষ্যাপি দীপ্তিরিত্যুচ্যতে। যথা—'যো যঃ' ইত্যাদি। চঞ্চদিতি। চঞ্চদ্ভ্যাং বেগাদাবর্তমানাভ্যাং ভুজাভ্যাং ভ্রমিতা যেয়ং চণ্ডা দারুণা গদা তয়া যোঽভিতঃ সর্বত উর্বোর্ঘাতস্তেন সম্যক্ চূর্ণিতং পুনরনুত্থানোপহতং কৃতমূরুযুগলং যুগপদেবোরুদ্বয়ং যস্য তং সুযোধনমরাদৃত্যৈব স্ত্যানেনাশ্যানতয়া ন তু কালান্তরশুষ্কতয়াববদ্ধং হস্তাভ্যামবিগলদ্রূপমত্যন্তমাভ্যন্তরতয়া ঘনং ন তু রসমাত্রস্বভাবং যচ্ছোণিতং রুধিরং তেন শোণৌ লোহিতৌ পাণী যস্য সঃ। অত এব স ভীমঃ কাতরত্রাসদায়ী। তবেতি। যস্মাত্তত্তদপমানজাতং কৃতং দেব্যনুচিতমপি তস্মাত্তব কচানুত্তংসয়িষ্যত্যুত্তংসবতঃ করিষ্যতি, বেণীত্বমপহরন্ করবিচ্যুতশোণিতসকলৈর্লোহিতকুসুমাপীড়েনেব যোজয়িষ্যতীত্যুৎপ্রেক্ষা। দেবীত্যনেন কুলকলত্রখিলীকারস্মরণকারিণা ক্রোধস্যৈবোদ্দীপনবিভাবত্বং কৃতমিতি নাত্র শৃঙ্গারশঙ্কা কর্তব্যা। সুযোধনস্য চানাদরণং দ্বিতীয়গদাঘাতদানাদ্যনুদ্যমঃ। স চ সঞ্চূর্ণিতোরুত্বাদেব। স্ত্যানগ্রহণেন দ্রৌপদীমন্যুপ্রক্ষালনে ত্বরা সূচিতা। সমাসেন চ সন্ততবেগবহনস্বভাবাৎ তাবত্যের মধ্যে বিশ্রান্তিমলভমানা চূর্ণিতোরুদ্বয়সুযোধনানাদরণপর্যন্তা প্রতীতিরেকত্বেনৈব ভবতীত্যৌদ্ধত্যস্য পয়ং পরিপোষিকা। অন্যে তু সুযোধনস্য সম্বন্ধি যৎ স্ত্যানাববদ্ধং ঘনং শোণিতং তেন শোণপাণিরিতি ব্যাচক্ষতে।

স ইতি। স্বভুজয়োর্গুর্কর্মদো যস্য চমূনাং মধ্যেঽর্জুনাদিরিত্যর্থঃ। পাঞ্চালরাজপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন দ্রোণস্য ব্যাপাদনাত্তৎকুলং প্রত্যধিকঃ ক্রোধাবেশোঽশ্বত্থাম্নঃ। তৎকর্মসাক্ষীতি কর্ণপ্রভৃতিঃ। রণে সংগ্রামে কর্তব্যে যো ময়ি মদ্বিষয়ে প্রতীপং চরতি সমরবিঘ্নমাচরতি। যদ্বা ময়ি চরতি সতি সংগ্রামে যঃ প্রতীপং প্রতিকূলং কৃত্বাস্তে স এবংবিধো যদি সকলজগদন্তকো ভবতি তস্যাপ্যহমন্তকঃ কিমুতান্যস্য মনুষ্যস্য দেবস্য বা। অত্র পৃথগ্‌ভূতৈরেব ক্রমাদ্বিমৃশ্যমানৈরর্থৈঃ পদাৎ পদং ক্রোধঃ পরাং ধারামাশ্রিত ইত্যসমস্তৈব দীপ্তিনিবন্ধনম্। এবং মাধুর্যদীপ্তী পরস্পরং প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া স্থিতে শৃঙ্গারাদিরৌদ্রাদিগতে ইতি প্রদর্শয়তা তৎসমাবেশবৈচিত্র্যং হাস্যভয়ানকবীভৎসশান্তেষু দর্শিতম্। হাস্যস্য শৃঙ্গারাঙ্গতয়া মাধুর্য্যং প্রকৃষ্টং বিকাসধর্মতয়া চৌ-

শ্রুতিদুষ্টাদয়ো দোষা অনিত্যা যে চ দর্শিতাঃ।
ধ্বন্যাত্মন্যেব শৃঙ্গারে তে হেয়া ইত্যুদাহৃতাঃ॥ ১১ ॥

অনিত্যা দোষাশ্চ যে শ্রুতিদুষ্টাদয়ঃ সূচিতাস্তেঽপি ন বাচ্যে অর্থমাত্রে, ন চ ব্যঙ্গ্যে শৃঙ্গারব্যতিরেকিণি শৃঙ্গারে বা ধ্বনেরনাত্মভূতে। কিং তর্হি? ধ্বন্যাত্মন্যেব শৃঙ্গারেঽঙ্গিতয়া ব্যঙ্গ্যে তে হেয়া ইত্যুদাহৃতাঃ। অন্যথা হি তেষামনিত্যদোষতৈব ন স্যাৎ। এবময়মসংলক্ষ্যক্রমদ্যোতো ধ্বনেরাত্মা প্রদর্শিতঃ সামান্যেন।

তস্যাঙ্গানাং প্রভেদা যে প্রভেদাঃ স্বগতাশ্চ যে।
তেষামানন্ত্যমন্যোন্যসম্বন্ধপরিকল্পনে॥ ১২ ॥

জোঽপি প্রকৃষ্টমিতি সাম্যং দ্বয়োঃ। ভয়ানকস্য মগ্নচিত্তবৃত্তিস্বভাবত্বেঽপি বিভাবস্য দীপ্ততয়া ওজঃ প্রকৃষ্টং মাধুর্য্যমল্পম্। বীভৎসেঽপ্যেবম্। শান্তে তু বিভাববৈচিত্র্যাৎ কদাচিদোজঃ প্রকৃষ্টং কদাচিন্মাধুর্যমিতি বিভাগঃ॥ ৯ ॥

সমর্পকত্বং সম্যগর্পকত্বং হৃদয়সংবাদেন প্রতিপত্তৄন্ প্রতি স্বাত্মাবেশেন ব্যাপারকত্বং ঝটিতি শুষ্ককাষ্ঠাগ্নিদৃষ্টান্তেন। অকলুষোদকদৃষ্টান্তেন চ তদকালুষ্যং প্রসন্নত্বং নাম সর্ব্বরসানাং গুণঃ। উপচারাত্তু তথাবিধে ব্যঙ্গ্যেঽর্থে যচ্ছব্দার্থয়োঃ সমর্থকত্বং তদপি প্রসাদঃ। তমেব ব্যাচষ্টে—প্রসাদেতি। ননু রসগতো গুণস্তৎ কথং শব্দার্থয়োঃ স্বচ্ছতেত্যাশঙ্ক্যাহ—স চেতি। চ শব্দোঽবধারণে। সর্বরসসাধারণ এব গুণঃ। স এব চ গুণ এবংবিধঃ। সর্বা যেয়ং রচনা শব্দগতা চার্থগতা চ সমস্তা চাসমস্তা চ তত্র সাধারণঃ। মুখ্যতয়েতি। অর্থস্য তাবৎ সমর্পকত্বং ব্যঙ্গ্যং প্রত্যেব সম্ভবতি নান্যথা। শব্দস্যাপি স্ববাচ্যার্পকত্বং নাম কিয়দলৌকিকং যেন গুণঃ স্যাদিতি ভাবঃ। এবং মাধুর্য্যৌজঃপ্রসাদা এব ত্রয়ো গুণা উপপন্না ভামহাভিপ্রায়েণ। তে চ প্রতিপত্ত্রাস্বাদময়া মুখ্যতয়া তত আস্বাদ্যে উপচরিতা রসে ততস্তদ্ব্যঞ্জকয়োঃ শব্দার্থয়োরিতি তাৎপর্য্যম্॥ ১০ ॥

এবমস্মৎপক্ষ এব গুণালঙ্কারব্যবহারো বিভাগেনোপপদ্যত ইতি প্রদর্শ্য নিত্যানিত্যদোষবিভাগোঽপ্যস্মৎপক্ষ এব সংগচ্ছত ইতি দর্শয়িতুমাহ—শ্রুতিদুষ্টাদয় ইত্যাদি। বান্তাদয়োঽসভ্যস্মৃতিহেতবঃ। শ্রুতিদুষ্টা অর্থদুষ্টা বাক্যার্থবলাদশ্লীলার্থপ্রতিপত্তিকারিণঃ। যথা 'ছিদ্রান্বেষী মহাংস্তব্ধো ঘাতায়ৈবোপসর্পতি' ইতি। কল্পনা-

অঙ্গিতয়া ব্যঙ্গ্যো রসাদির্বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্য ধ্বনেরেক আত্মা য উক্তস্তস্যাঙ্গানাং বাচ্যবাচকানুপাতিনামলঙ্কারাণাং যে প্রভেদা নিরবধয়ো যে চ স্বগতাস্তস্যাঙ্গিনোঽর্থস্য রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমলক্ষণা বিভাবানুভাবব্যভিচারিপ্রতিপাদনসহিতা অনন্তাঃ স্বাশ্রয়াপেক্ষয়া নিঃসীমানো বিশেষাস্তেষামন্যোন্যসম্বন্ধপরিকল্পনে ক্রিয়মাণে কস্যচিদন্যতমস্যাপি রসস্য প্রকারাঃ পরিসঙ্খ্যাতুং ন শক্যন্তে কিমূত সর্বেষাম্। তথা হি শৃঙ্গারস্যাঙ্গিনস্তাবদাদ্যৌ দ্বৌ ভেদৌ – সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ। সম্ভোগস্য চ পরস্পরপ্রেমদর্শনসুরতবিহরণাদিলক্ষণাঃ প্রকারাঃ। বিপ্রলম্ভস্যাপ্যভিলাষের্ষ্যাবিরহপ্রবাসবিপ্রলম্ভাদয়ঃ। তেষাং চ প্রত্যেকং বিভাবানুভাবব্যভিচারিভেদঃ। তেষাং চ দেশকালাদ্যাশ্রয়াবস্থাভেদ ইতি স্বগতভেদাপেক্ষয়ৈকস্য তস্যাপরিমেয়ত্বম্, কিং পুনরঙ্গপ্রভেদকল্পনায়াম্। তে হ্যঙ্গপ্রভেদাঃ প্রত্যেকমঙ্গিপ্রভেদসম্বন্ধপরিকল্পনে ক্রিয়মাণে সত্যানন্ত্যমেবোপযান্তি।

দুষ্টাস্তু দ্বয়োঃ পদয়োঃ কল্পনয়া। যথা 'কুরু রুচিম্' ইত্যত্র ক্রমব্যত্যাসে। শ্রুতিকষ্টস্তু অধাক্ষীৎ অক্ষোৎসীৎ তৃণেঢ়ি ইত্যাদি। শৃঙ্গার ইত্যুচিতরসোপলক্ষণার্থম্। বীরশান্তাদ্ভুতাদাবপি তেষাং বর্জনাৎ। সূচিতা ইতি। ন ত্বেষাং বিষয়বিভাগপ্রদর্শনেনানিত্যত্বং ভিন্নবৃত্তাদিদোষেভ্যো বিবিক্তং প্রদর্শিতম্। নাপি গুণেভ্যো ব্যতিরিক্তত্বম্। বীভৎসহাস্যরৌদ্রাদৌ ত্বেষামস্মাভিরুপগমাৎ শৃঙ্গারাদৌ চ বর্জনাদনিত্যত্বং চ দোষত্বং চ সমর্থিতমেবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

অঙ্গানামিত্যলঙ্কারাণাম্। স্বগতা ইতি। আত্মগতাঃ সম্ভোগবিপ্রলম্ভাদ্যা আত্মীয়গতা বিভাবাদিগতাস্তেষাং লোষ্টপ্রস্তারেণাঙ্গাঙ্গিভাবে কা গণনেতি ভাবঃ। স্বাশ্রয়ঃ স্ত্রীপুংসপ্রকৃত্যৌচিত্যাদিঃ। পরস্পরং প্রেম্ণা দর্শনমিত্যুপলক্ষণং সম্ভাষণাদেরপি। সুরতং চাতুঃষষ্ঠিকমালিঙ্গনাদি। বিহরণমুদ্যানগমনম্। আদিগ্রহণেন জলক্রীড়াপানকচন্দ্রোদয়ক্রীড়াদি। অভিলাষবিপ্রলম্ভো দ্বয়োরপ্যন্যোন্যজীবিতসর্বস্বাভিমানাত্মিকায়াং রতাবুৎপন্নায়ামপি কুতশ্চিদ্ধেতোরপ্রাপ্তসমাগমত্বে মন্তব্যঃ। যথা 'সুখয়তীতি কিমুচ্যত' ইত্যতঃ প্রভৃতি বৎসরাজরত্নাবল্যোঃ, ন তু পূর্বং রত্নাবল্যাঃ। তদা হি রত্যভাবে কামাবস্থামাত্রং তৎ। ঈর্ষাবিপ্রলম্ভঃ

দিঙ্মাত্রং তূচ্যতে যেন ব্যুৎপন্নানাং সচেতসাম্।
বুদ্ধিরাসাদিতালোকা সর্বত্রৈব ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

দিঙ্মাত্রকথনেন হি ব্যুৎপন্নানাং সহৃদয়ানামেকত্রাপি রসভেদে সহালঙ্কারৈরঙ্গাঙ্গিভাবপরিজ্ঞানাদাসাদিতালোকা বুদ্ধিঃ সর্বত্রৈব ভবিষ্যতি।

তত্র—

শৃঙ্গারস্যাঙ্গিনো যত্নাদেকরূপানুবন্ধবান্।
সর্বেষ্বেব প্রভেদেষু নানুপ্রাসঃ প্রকাশকঃ ॥ ১৪ ॥

অঙ্গিনো হি শৃঙ্গারস্য যে উক্তাঃ প্রভেদাস্তেষু সর্বেষ্বেকপ্রকারানুবন্ধিতয়া প্রবন্ধেন প্রবৃত্তোঽনুপ্রাসো ন ব্যঞ্জকঃ। অঙ্গিন ইত্যনেনাঙ্গভূতস্য শৃঙ্গারস্যৈকরূপানুবন্ধ্যনুপ্রাসনিবন্ধনে কামচারমাহ।

প্রণয়খণ্ডনাদিনা খণ্ডিতয়া সহ। বিরহবিপ্রলম্ভঃ পুনঃ খণ্ডিতয়া প্রসাদ্যমানয়াপি প্রসাদমগৃহ্নন্ত্যা ততঃ পশ্চাত্তাপপরীতত্বেন বিরহোৎকণ্ঠিতয়া সহ মন্তব্যঃ। প্রবাসবিপ্রলম্ভঃ প্রোষিতভর্তৃকয়া সহেতি বিভাগঃ। আদিগ্রহণাচ্ছাপাদিকৃতঃ, বিপ্রলম্ভ ইব চ বিপ্রলম্ভঃ। বঞ্চনায়াং হ্যভিলষিতো বিষয়ো ন লভ্যতে; এবমত্র। তেষাং চেতি। একত্র সম্ভোগাদীনামপরত্র বিভাবাদীনাম্। আশ্রয়ো মলয়াদিঃ মারুতাদীনাং বিভাবানামিতি যদুচ্যতে তদ্দেশশব্দেন গতার্থম্। তস্মাদাশ্রয়ঃ কারণম্। যথা মমৈব—

দয়িতয়া গ্রথিতা স্রগিয়ং ময়া হৃদয়ধামনি নিত্যনিয়োজিতা।
গলতি শুষ্কতয়াপি সুধারসং, বিরহদাহরুজাং পরিহারকম্ ॥

তস্যেতি শৃঙ্গারস্য। অঙ্গিনাং রসাদীনাং প্রভেদস্তৎসম্বন্ধকল্পনেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ যেনেতি। দিঙ্মাত্রোক্তেনেত্যর্থঃ। সচেতসামিতি। মহাকবিত্বং সহৃদয়ত্বং চ প্রেপ্সূনামিতি ভাবঃ। সর্বত্রেতি। সর্বেষু রসাদিষ্বাসাদিত আলোকোঽবগমঃ সম্যগ্ব্যুৎপত্তির্যয়েতি সম্বন্ধ ॥ ১৩ ॥

তত্রেতি। বক্তব্যে দিঙ্মাত্রে সতীত্যর্থঃ। যত্নাদিতি। যত্নতঃ ক্রিয়মাণত্বাদিতি হেত্বর্থোঽভিপ্রেতঃ। একরূপং ত্বনুবন্ধং ত্যক্ত্বা বিচিত্রোঽনুপ্রাসো নিবধ্যমানো ন দোষায়েত্যেকরূপগ্রহণম্ ॥ ১৪ ॥

ধ্বন্যাত্মভূতে শৃঙ্গারে যমকাদিনিবন্ধনম্।
শক্তাবপি প্রমাদিত্বং বিপ্রলম্ভে বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥

ধ্বনেরাত্মভূতঃ শৃঙ্গারস্তাৎপর্য্যেণ বাচ্যবাচকাভ্যাং প্রকাশ্যমানস্তস্মিন্ যমকাদীনাং যমকপ্রকারাণাং নিবন্ধনং দুষ্করশব্দভঙ্গশ্লেষাদীনাং শক্তাবপি প্রমাদিত্বম্। 'প্রমাদিত্ব' মিত্যনেনৈতদ্দর্শ্যতে—কাকতালীয়েন কদাচিৎ কস্যচিদেকস্য যমকাদের্নিষ্পত্তাবপি ভূম্নালঙ্কারান্তরবদ্রসাঙ্গত্বেন নিবন্ধো ন কর্ত্তব্য ইতি। 'বিপ্রলম্ভে বিশেষত' ইত্যনেন বিপ্রলম্ভে সৌকুমার্য্যাতিশয়ঃ খ্যাপ্যতে। তস্মিন্দ্যোত্যে যমকাদেরঙ্গস্য নিবন্ধো নিয়মান্ন কর্ত্তব্য ইতি।

অত্র যুক্তিরভিধীয়তে—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্ যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ ॥ ১৬ ॥

যমকাদীত্যাদিশব্দঃ প্রকারবাচী। দুষ্করং মুরজচক্রবন্ধাদি। শব্দভঙ্গনশ্লেষ ইতি। অর্থশ্লেষো ন দোষায় 'রক্তস্ত্বং' ইত্যাদৌ; শব্দভঙ্গোঽপি ক্লিষ্ট এব দুষ্টঃ, ন ত্বশোকাদৌ ॥ ১৫ ॥

যুক্তিরিতি। সর্ব্বব্যাপকং বস্ত্বিত্যর্থঃ। রসেতি। রসসমবধানেন বিভাবাদিঘটনামেব কুর্ব্বংস্তন্নান্তরীয়কতয়া যমাসাদয়তি স এবাত্রালঙ্কারো রসমার্গে, নান্যঃ। তেন বীরাদ্ভুতাদিরসেষপি যমকাদি কবেঃ প্রতিপত্তুশ্চ রসবিঘ্নকার্য্যেব সর্বত্র। গড্ডুরিকাপ্রবাহোপহতসহৃদয়ধুরাধিরোহণবিহীনলোকাবর্জনাভিপ্রায়েণ তু ময়া শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভে চ বিশেষত ইত্যুক্তমিতি ভাবঃ। তথা চ 'রসেঽঙ্গত্বং তস্মাদেষাং ন বিদ্যতে' ইতি সামান্যেন বক্ষ্যতি। নিষ্পত্তাবিতি। প্রতিভানুগ্রহাৎ স্বয়মেব সম্পত্তৌ নিষ্পাদনানপেক্ষায়ামিত্যর্থঃ। আশ্চর্যভূত ইতি। কথমেষ নিবদ্ধ ইত্যদ্ভুতস্থানম্। করকিসলয়ন্যস্তবদনা শ্বাসতান্তাধরা প্রবর্ত্তমানবাষ্পভরনিরুদ্ধকণ্ঠি অবিচ্ছিন্নরুদিতচঞ্চৎকুচতটা রোষমপরিত্যজন্তী চাটূক্ত্যা যাবৎ প্রসাদ্যতে তাবদীর্ষ্যাবিপ্রলম্ভগতানুভাবচর্বণাবহিতচেতস এব বক্তুঃ শ্লেষরূপকব্যতিরেকাদ্যা অযত্ননিষ্পন্নাশ্চর্যয়িতুরপি ন রসচর্বণাবিঘ্নমাদধতীতি। লক্ষণমিতি। ব্যাপকমিত্যর্থঃ। 'প্রবন্ধেন ক্রিয়মাণ' ইতি সম্বন্ধঃ। অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বমবশ্যম্ভাবীতি বুদ্ধিপূর্বকশব্দ

নিষ্পত্তাবাশ্চর্য্যভূতোঽপি যস্যালঙ্কারস্য রসাক্ষিপ্ততয়ৈব বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ সোঽস্মিন্নলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে ধ্বনাবলঙ্কারো মতঃ। তস্যৈবরসাঙ্গত্বং মুখ্যমিত্যর্থঃ। যথা—

কপোলে পত্রালী করতলনিরোধেন মৃদিতা
নিপীতো নিঃশ্বাসৈরয়মমৃতহৃদ্যোঽধররসঃ।
মুহুঃ কণ্ঠে লগ্নস্তরলয়তি বাষ্পস্তনতটীং
প্রিয়ো মন্যুর্জাতস্তব নিরনুরোধে ন তু বয়ম্॥

রসাঙ্গত্বে চ তস্য লক্ষণমপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্ত্যত্বমিতি যো রসং বন্ধুমধ্যবসিতস্য কবেরলঙ্কারস্তাং বাসনামত্যূহ্য যত্নান্তরমাস্থিতস্য নিষ্পদ্যতে স ন রসাঙ্গমিতি। যমকে চ প্রবন্ধেন বুদ্ধিপূর্বকং ক্রিয়মাণে নিয়মেনৈব যত্নান্তরপরিগ্রহ আপততি শব্দবিশেষান্বেষণরূপঃ। অলঙ্কারান্তরেষ্বপি তত্তুল্যমিতি চেৎ—নৈবম্। অলঙ্কারান্তরাণি হি নিরূপ্যমাণদুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেরহম্পূর্বিকয়া পরাপতন্তি। যথা কাদম্বর্য্যাং কাদম্বরীদর্শনাবসরে। যথা চ মায়ারামশিরোদর্শনেন বিহ্বলায়াং সীতাদেব্যাং সেতৌ। যুক্তং চৈতৎ, যতো রসা বাচ্যবিশেষৈরেবাক্ষেপ্তব্যাঃ। তৎপ্রতিপাদকৈশ্চ শব্দৈস্তৎপ্রকাশিনো বাচ্যবিশেষা এব রূপকাদয়োঽলঙ্কারাঃ। তস্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ। যমকদুষ্করমার্গেষু তু তৎ স্থিতমেব। যত্তু রসবন্তি কানিচিদ্ যমকাদীনি দৃশ্যন্তে, তত্র রসাদীনামঙ্গতা যমকাদীনাং

উপাত্তঃ। রসসমবধানাদন্যো যত্নো যত্নান্তরম্। নিরূপ্যমাণানি সন্তি দুর্ঘটনানি। বুদ্ধিপূর্বং চিকীর্ষিতান্যপি কর্ত্তুমশক্যানীত্যর্থঃ। তথা নিরূপ্যমাণে দুর্ঘটনানি কথমেতাকি রচিতানীত্যেবং বিস্ময়াবহানীত্যর্থঃ। অহম্পূর্বঃ অগ্র্য ইত্যর্থঃ। অহমাদাবহমাদৌ প্রবর্ত্ত ইত্যর্থঃ। অহম্পূর্ব ইত্যস্য ভাবোঽহম্পূর্বিকা। অহমিতি নিপাতো বিভক্তিপ্রতিরূপকোঽস্মদর্থবৃত্তিঃ। এতদিতি। অহংপূর্বিকয়া পরাপতনমিত্যর্থং। কানিচিদিতি। কালিদাসাদিকৃতানীত্যর্থঃ। শক্তস্যাপি পৃথগযত্নো জায়ত ইতি সম্বন্ধঃ। এষামিতি। যমকাদীনাম্। ধ্বন্যাত্মভূতে শৃঙ্গারে ইতি যদুক্তং তৎ প্রাধান্যেনার্দ্ধশ্লোকেন সংগৃহীতে ধ্বন্যাত্মভূত ইতি॥ ১৬॥

ত্বঙ্গিতৈব। রসাভাসে চাঙ্গত্বমপ্যবিরুদ্ধম্। অঙ্গিতয়া তু ব্যঙ্গ্যে রসে নাঙ্গত্বং পৃথক্ প্রযত্ননির্ব্বর্ত্ত্যত্বাদ্ যমকাদেঃ।

অস্যৈবার্থস্য সংগ্রহশ্লোকাঃ—

রসবন্তি হি বস্তূনি সালঙ্কারাণি কানিচিৎ।
একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্ত্যন্তে মহাকবেঃ॥
যমকাদিনিবন্ধে তু পৃথগ্ যত্নোঽস্য জায়তে।
শক্তস্যাপি রসেঽঙ্গত্বং তস্মাদেষাং ন বিদ্যতে॥
রসাভাসাঙ্গভাবস্তু যমকাদের্ন বার্য্যতে।
ধ্বন্যাত্মভূতে শৃঙ্গারে ত্বঙ্গতা নোপপদ্যতে॥

ইদানীং ধ্বন্যাত্মভূতস্য শৃঙ্গারস্য ব্যঞ্জকোঽলঙ্কারবর্গ আখ্যায়তে—

ধ্বন্যাত্মভূতে শৃঙ্গারে সমীক্ষ্য বিনিবেশিতঃ।
রূপকাদিরলঙ্কারবর্গ এতি যথার্থতাম্॥ ১৭॥

অলঙ্কারো হি বাহ্যালঙ্কারসাম্যাদঙ্গিনশ্চারুত্বহেতুরুচ্যতে। বাচ্যালঙ্কারবর্গশ্চ রূপকাদির্যাবানুক্তো বক্ষ্যতে চ কৈশ্চিৎ, অলঙ্কারাণামনন্তত্বাৎ।

ইদানীমিতি। হেয়বর্গ উক্তঃ, উপাদেয়বর্গস্তু বক্তব্য ইতি ভাবঃ। ব্যঞ্জক ইতি। যশ্চ যথা চেত্যধ্যাহারঃ। যথার্থতামিতি। চারুত্বহেতুতামিত্যর্থঃ। উক্ত ইতি। ভামহাদিভিরলঙ্কারলক্ষণকারৈঃ। বক্ষ্যতে চেত্যত্র হেতুমাহ অলঙ্কারাণামনন্তত্বাদিতি। প্রতিভানন্ত্যাৎ অন্যৈরপি ভাবিভিঃ কৈশ্চিদিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

সমীক্ষ্যেতি। সমীক্ষ্যেত্যনেন শব্দেন কারিকায়ামুক্তেতি ভাবঃ। শ্লোকপাদেষু চতুর্ষু শ্লোকার্দ্ধে চাঙ্গত্বসাধনমিদম্; রূপকাদিরিতি প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ। যমলঙ্কারং তদঙ্গতয়া বিবক্ষতি নাঙ্গিত্বেন, যমবসরে গৃহ্লাতি, যমবসরে ত্যজতি, যং নাত্যন্তং নির্বোঢ়ুমিচ্ছতি, যং যত্নাদঙ্গত্বেন প্রত্যবেক্ষতে, স এবমুপনিবধ্যমানো রসাভিব্যক্তিহেতুর্ভবতীতি বিততং মহাকাব্যম্। তন্মহাবাক্যমধ্যে চোদাহরণাবকাশমুদাহরণস্বরূপং তদ যোজনম্ তৎসমর্থনং চ নিরূপয়িতুং গ্রন্থান্তরমিতি বৃত্তিগ্রন্থস্য সম্বন্ধঃ।

স সর্ব্বোঽপি যদি সমীক্ষ্য বিনিবেশ্যতে তদলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনেরঙ্গিনঃ সর্ব্বস্যৈব চারুত্বহেতুর্নিষ্পদ্যতে।

এষা চাস্য বিনিবেশনে সমীক্ষা—

বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিত্বেন কদাচন।
কালে চ গ্রহণত্যাগৌ নাতিনির্বহণৈষিতা ॥ ১৮ ॥
নির্ব্যূঢ়াবপি চাঙ্গত্বে যত্নেন প্রত্যবেক্ষণম্।
রূপকাদিরলঙ্কারবর্গস্যাঙ্গত্বসাধনম্ ॥ ১৯ ॥

রসবন্ধেষ্বত্যাদৃতমনাঃ কবির্যমলঙ্কারং তদঙ্গতয়া বিবক্ষতি। যথা—

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ।
করৌ ব্যাধুন্বত্যাঃ পিবসি রতিসর্ব্বস্বমধরং
বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতা ত্বং খলু কৃতী ॥

অত্র হি ভ্রমরস্বভাবোক্তিরলঙ্কারো রসানুগুণঃ। 'নাঙ্গিত্বেনেতি' ন প্রাধান্যেন। কদাচিদ্রসাদিতাৎপর্য্যেণ বিবক্ষিতোঽপি হ্যলঙ্কারঃ কশ্চিদঙ্গিত্বেন বিবক্ষিতো দৃশ্যতে। যথা—

চক্রাভিঘাতপ্রসভাজ্ঞয়ৈব চকার যো রাহুবধূজনস্য।
আলিঙ্গনোদ্দামবিলাসবন্ধ্যং রতোৎসবং চুম্বনমাত্রশেষম্ ॥

চলাপাঙ্গামিতি। হে মধুকর, বয়মেবংবিধাভিলাষচাটুপ্রবণা অপি তত্ত্বান্বেষণাদ্বস্তুবৃত্তেঽন্বিষ্যমাণে হতা আয়াসমাত্রপাত্রীভূতা জাতাঃ। ত্বং খল্বিতি নিপাতেনাযত্নসিদ্ধং তবৈব চরিতার্থত্বমিতি শকুন্তলাং প্রত্যভিলাষিণো দুষ্যন্তস্যেয়মুক্তিঃ। তথা হি কথমেতদীয়কটাক্ষগোচরা ভূয়াস্ম, কথমেষাস্মদভিপ্রায়ব্যঞ্জকং রহোবচনমাকর্ণ্যাৎ, কথং নু হঠাদনিচ্ছন্ত্যা অপি পরিচুম্বনং বিধেয়াস্মেতি যদস্মাকং মনোরাজ্যপদবীমধিশেতে তত্তবাযত্নসিদ্ধম্। ভ্রমরো হি নীলোৎপলধিয়া তদাশঙ্কাকরীং দৃষ্টিং পুনঃপুনঃ স্পৃশতি। শ্রবণাবকাশপর্য্যঙ্কত্বাচ্চ নেত্রয়োরুৎপলশঙ্কানপগমাত্তত্রৈব দন্ধ্বন্যমান আস্তে। সহজসৌকুমার্যত্রাসকাতরায়াশ্চ রতিনিধানভূতং বিকসিতারবিন্দকুবলয়ামোদমধুরমধরং পিবতীতি ভ্রমরস্বভাবোক্তিরলঙ্কারোঽঙ্গতামেব প্রকৃত-

অত্র হি পর্য্যায়োক্তস্যাঙ্গিত্বেন বিবক্ষা রসাদিতাৎপর্যে সত্যপীতি। অঙ্গত্বেন বিবক্ষিতমপি যমবসরে গৃহ্লাতি নানবসরে। অবসরে গৃহীতির্যথা—

উদ্দামোৎকলিকাং বিপাণ্ডুররুচং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণা-
দায়াসং শ্বসনোদ্গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ।
অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাং ধ্রুবং
পশ্যন্ কোপবিপাটলদ্যুতি মুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহম্॥

ইত্যত্র উপমাশ্লেষস্য। গৃহীতমপি চ যমবসরে ত্যজতি তদ্রসানুগুণতয়ালঙ্কারান্তরাপেক্ষয়া। যথা—

রক্তস্ত্বং নবপল্লবৈরহমপি শ্লাঘ্যৈঃ প্রিয়ায়া গুণৈ-
স্ত্বামায়ান্তি শিলীমুখাঃ স্মরধনুর্মুক্তাস্তথা মামপি।
কান্তাপাদতলাহতিস্তব মুদে তদ্বন্মমাপ্যাবয়োঃ
সর্বং তুল্যমশোককেবলমহং ধাত্রা সশোকঃ কৃতঃ॥

রসস্যোপগতঃ। অন্যে তু ভ্রমরস্বভাবে উক্তির্যস্যেতি ভ্রমরস্বভাবোক্তিরত্র রূপকব্যতিরেক ইত্যাহুঃ।

চক্রাভিঘাত এব প্রসভাজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়ো নিয়োগস্তয়া যো রাহুদয়িতানাং রতোৎসবং চুম্বনমাত্রশেষং চকার। যত আলিঙ্গনমুদ্দামং প্রধানং যেষু বিলাসেষু তৈর্বন্ধ্যঃ শূন্যোঽসৌ রতোৎসবঃ। অত্রাহ কশ্চিৎ—পর্যায়োক্তমেবাত্র কবেঃ প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং, ন তু রসাদি। তৎ কথমুচ্যতে রসাদিতাৎপর্য্যে সত্যপী'তি। নৈবম্; বাসুদেবপ্রতাপো হ্যত্র বিবক্ষিতঃ। স চাত্র চারুত্বহেতুতয়া ন চকাস্তি, অপি তু পর্য্যায়োক্তমেব। যদ্যপি চাত্র কাব্যে ন কাচিদ্দোষাশঙ্কা, তথাপি দৃষ্টান্তবদেতৎ—যৎপ্রকৃতস্য পোষণীয়স্য স্বরূপতিরস্কারকোঽঙ্গভূতোঽপ্যলঙ্কারঃ সম্পদ্যতে। ততশ্চ ক্বচিদনৌচিত্যমাগচ্ছতীত্যয়ং গ্রন্থকৃত আশয়ঃ। তথা চ গ্রন্থকার এবমগ্রে দর্শয়িষ্যতি। মহাত্মনাং দূষণোদ্ঘোষণমাত্মন এব দূষণমিতি নেদং দূষণোদাহরণং দত্তম্।

উদ্দামা উদ্গতাঃ কলিকা যস্যাঃ। উৎকলিকাশ্চ রুহরুহিকাঃ। ক্ষণাত্তস্মিন্নেবাবসরে প্রারব্ধা জৃম্ভা বিকাসো যয়া। জৃম্ভা চ মন্মথকৃতোঽঙ্গমর্দ্দঃ। শ্বসনোদ্গমৈ-

অত্র হি প্রবন্ধপ্রবৃত্তোঽপি শ্লেষো ব্যতিরেকবিবক্ষয়া ত্যজ্যমানো রসবিশেষং পুষ্ণাতি। নাত্রালঙ্কারদ্বয়সন্নিপাতঃ, কিং তর্হি ? অলঙ্কারান্তরমেব শ্লেষব্যতিরেকলক্ষণং নরসিংহবদিতি চেৎ – ন ; তস্য প্রকারান্তরেণ ব্যবস্থাপনাৎ। যত্র হি শ্লেষবিষয় এব শব্দে প্রকারান্তরেণ ব্যতিরেকপ্রতীতির্জায়তে স তস্য বিষয়ঃ। যথা – 'স হরির্নাম্না দেবঃ সহরির্বরতুরগনিবহেন' ইত্যাদৌ। অত্র হ্যন্য এব শব্দঃ শ্লেষস্য বিষয়োঽন্যশ্চ ব্যতিরেকস্য। যদি চৈবংবিধে বিষয়েঽলঙ্কারান্তরত্বকল্পনা ক্রিয়তে তৎসংসৃষ্টের্বিষয়াপহার এব স্যাৎ। শ্লেষমুখেনৈবাত্র ব্যতিরেকস্যাত্মলাভ ইতি নায়ং সংসৃষ্টের্বিষয় ইতি চেৎ – ন ; ব্যতিরেকস্য প্রকারান্তরেণাপি দর্শনাৎ। যথা –

নো কল্পাপায়বায়োরদয়রয়দলৎক্ষ্মাধারস্যাপি শম্যা
গাঢ়োদ্গীর্ণোজ্জ্বলশ্রীরহনি ন রহিতা নো তমঃকজ্জলেন।
প্রাপ্তোৎপত্তিঃ পতঙ্গান্ন পুনরুপগতা মোষমুষ্ণত্বিষো বো
বর্তিঃ সৈবান্যরূপা সুখয়তু নিখিলদ্বীপদীপস্য দীপ্তিঃ॥

বসন্তমারুতোল্লাসৈরাত্মনো লতালক্ষণস্যায়াসমায়াসনমান্দোলনযত্নমাতন্বতীম্। নিঃশ্বাসপরম্পরাভিশ্চাত্মন আয়াসং হৃদয়স্থিতং সন্তাপমাতন্বতীং প্রকটীকুর্বাণাম্। সহ মদনাখ্যেন বৃক্ষবিশেষেণ মদনেন কামেন চ। অত্রোপমাশ্লেষ ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভস্য ভাবিনো মার্গপরিশোধকত্বেন স্থিতস্তচ্চর্বণাভিমুখ্যং কুর্বন্নবসরে রসস্য প্রমুখীভাবদশায়াং পুরঃসরায়মাণো গৃহীত ইতি ভাবঃ। অভিনয়েঽপ্যত্র প্রাকরণিকে প্রতিপদম্। অপ্রাকরণিকে তু বাক্যার্থাভিনয়েনোপাঙ্গাদিনা। ন তু সর্বথা নাভিনয় ইত্যলমবান্তরেণ। ধ্রুবশব্দশ্চ ভাবীর্ষ্যাবকাশপ্রদান জীবিতম্।

রক্তো লোহিতঃ। অহমপি রক্তঃ প্রবুদ্ধানুরাগঃ। তত্র চ প্রবোধকো বিভাবস্তদীয়পল্লবরাগ ইতি মন্তব্যম্। এবং প্রতিপাদমাদ্যোঽর্থো বিভাবত্বেন ব্যাখ্যেয়ঃ। অতএব হেতুশ্লেষোঽয়ম্। সহোক্ত্যুপমাহেত্বলঙ্কারাণাং হি ভূয়সা শ্লেষানুগ্রাহকত্বম্। অনেনৈবাভিপ্রায়েণ ভামহো ন্যরূপয়ৎ-'তৎসহোক্ত্যুপমাহেতুনির্দেশাৎত্রিবিধম্' ইত্যুক্ত্যা ন ত্বন্যালঙ্কারানুগ্রহনিরাচিকীর্ষয়া। রসবিশেষমিতি বিপ্রলম্ভম্। সশোকশব্দেন ব্যাতিরেকমানয়তা শোকসহভূতানাং নির্বেদ-

অত্র হি সাম্যপ্রপঞ্চপ্রতিপাদনং বিনৈব ব্যতিরেকো দর্শিতঃ। নাত্র শ্লেষমাত্রাচ্চারুত্বপ্রতীতিরস্তীতি শ্লেষস্যব্যতিরেকাঙ্গত্বেনৈব বিবক্ষিতত্বাৎ ন স্বতোঽলঙ্কারতেত্যপি ন বাচ্যম্। যত এবংবিধে বিষয়ে সাম্যমাত্রাদপি সুপ্রতিপাদিতাচ্চারুত্বং দৃশ্যত এব। যথা—

আক্রন্দাঃ স্তনিতৈর্বিলোচনজলান্যশ্রান্তধারাম্বুভি
স্তদ্বিচ্ছেদভুবশ্চ শোকশিখিনস্তুল্যাস্তড়িদ্বিভ্রমৈঃ।
অন্তর্মে দয়িতামুখং তব শশী বৃত্তিঃ সমৈবাবয়ো-
স্তৎ কিং মামনিশং সখে জলধর ত্বং দগ্ধুমেবোদ্যতঃ॥

ইত্যাদৌ। রসনির্বহণৈকতানহৃদয়ো যং চ নাত্যন্তং নির্বোঢ়ুমিচ্ছতি। যথা—

চিন্তাদীনাং ব্যভিচারিণাং বিপ্রলম্ভপরিপোষকাণামবকাশো দত্তঃ। কিং তর্হীতি। সঙ্করালঙ্কার এক এবায়ম; তত্র কিং ত্যক্তং কিং বা গৃহীতমিতি পরস্যাভিপ্রায়ঃ। তস্যেতি সঙ্করস্য। একত্র হি বিষয়েঽলঙ্কারদ্বয়প্রতিভোল্লাসঃ সঙ্করঃ। সহরিশব্দ একো বিষয়ঃ। সঃ হরিঃ, যদি বা সহ হরিভিঃ সহরিরিতি। অত্র হীতি। হিশব্দস্তু-শব্দস্যার্থে, 'রক্তস্ত্ব' মিত্যত্রেত্যর্থঃ। অন্য ইতি রক্ত ইত্যাদিঃ। অন্যশ্চ অশোক-সশোকাদিঃ। নন্বেকং বাক্যাত্মকং বিষয়মাশ্রিত্যৈকবিষয়ত্বাদস্য সঙ্কর ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যদীতি। এবংবিধে বাক্যলক্ষণে বিষয়ে বিষয় ইত্যেকত্বং বিবক্ষিতং বোধ্যম্। একবাক্যাপেক্ষয়া যদ্যেকবিষয়ত্বমুচ্যতে তন্ন ক্বচিৎ সংসৃষ্টিঃ স্যাৎ, সঙ্করেণ ব্যাপ্তত্বাৎ। ননূপমাগর্ভো ব্যতিরেকঃ; উপমা চ শ্লেষমুখেনৈবায়াতেতি শ্লেষোঽত্র ব্যতিরেকস্যানুগ্রাহক ইতি সঙ্করস্যৈবৈষ বিষয়ঃ। যত্র ত্বনুগ্রাহ্যানুগ্রাহকভাবো নাস্তি তত্রৈকবাক্যগামিত্বেঽপি সংসৃষ্টিরেব; তদেতদাহ—শ্লেষেতি। শ্লেষবলানীতোপমামুখেনেত্যর্থঃ। এতৎ পরিহরতি—নেতি। অয়ং ভাবঃ—কিং সর্বত্রোপমায়াঃ স্বশব্দেনাভিধানে বতিরেকো ভবত্যুত গম্যমানত্বে। তত্রাদ্যং পক্ষং দূষয়তি—প্রকারান্তরেণেতি। উপমাভিধানেন বিনাপীত্যর্থঃ।

শম্যা শময়িতুং শক্যেত্যর্থঃ। দীপবর্ত্তিস্তু বায়ুমাত্রেণ শময়িতুং শক্যতে। তম এব কজ্জলং তেন। ন নো রহিতা অপি তু রহিতৈব। দীপবর্ত্তিস্তু তমসাপি যুক্তা ভবতি। অত্যন্তমপ্রকটত্বাৎ কজ্জলেন চোপরিচরেণ। পতঙ্গাদর্কাৎ। দীপ-

কোপাৎ কোমললোলবাহুলতিকাপাশেন বদ্ধা দৃঢ়ং
নীত্বা বাসনিকেতনং দয়িতয়া সায়ং সখীনাং পুরঃ।
ভূয়ো নৈবমিতি স্খলৎকলগিরা সংসূচ্য দুশ্চেষ্টিতং
ধন্যো হন্যত এব নিহ্নুতিপরঃ প্রেয়ান্ রুদত্যা হসন্ ॥

অত্র হি রূপকমাক্ষিপ্তমনির্ব্যূঢ়ং চ পরং রসপুষ্টয়ে। নির্বোঢ়ুমিষ্টমপি যং যত্নাদঙ্গত্বেন প্রত্যবেক্ষতে যথা—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
গণ্ডচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্থং কচিদপি ন তে ভীরু সাদৃশ্যমস্তি ॥

ইত্যাদৌ। স এবমুপনিবধ্যমানোঽলঙ্কারো রসাভিব্যক্তিহেতুঃ কবের্ভবতি। উক্তপ্রকারাতিক্রমে তু নিয়মেনৈব রসভঙ্গহেতুঃ সম্পদ্যতে। লক্ষ্যং চ তথাবিধং মহাকবিপ্রবন্ধেষ্বপি দৃশ্যতে বহুশঃ। তত্তু সূক্তিসহস্রদ্যোতিতাত্মনাং মহাত্মনাং দোষোদ্‌ঘোষণমাত্মন এব

বর্ত্তিঃ পুনঃ শলভাদ্ধ্বংসতে নোৎপদ্যতে। সাম্যেতি। সাম্যস্যোপমায়াঃ প্রপঞ্চেন প্রবন্ধেন যৎ প্রতিপাদনং স্বশব্দেন তেন বিনাপীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—প্রতীয়মানৈবোপমা ব্যতিরেকস্যানুগ্রাহিণী ভবন্তী নাভিধানং স্বকণ্ঠেনাপেক্ষতে। তস্মান্ন শ্লেষোপমা ব্যতিরেকস্যানুগ্রাহিত্বেনোপাত্তা। ননু যদ্যপ্যত্র নৈবং, তথাপীহ তৎপ্রাবণ্যেনৈব সোপাত্তা; তদপ্রাবণ্যে স্বয়ং চারুত্বহেতুত্বাভাবাদিতি শ্লেষোপমাত্র পৃথগলঙ্কারভাবমেন ন ভজতে। তদাহ—নাত্রেতি। এতদসিদ্ধং স্বসংবেদন বাধিতত্বাদিতি হৃদয়ে গৃহীত্বা স্বসংবেদনমপহ্নুবানং পরং শ্লেষং বিনোপমামাত্রেণ চারুত্বসম্পন্নমুদাহরণান্তরং দর্শয়ন্নিরুত্তরীকরোতি—যত ইত্যাদিনা। উদাহরণশ্লোকে তৃতীয়ান্তপদেষু তুল্যশব্দোঽভিসম্বন্ধনীয়ঃ। অন্যৎ সর্ব্বং 'রক্তস্ত্বম্' ইতিবদ্‌যোজ্যম্।

এবং গ্রহণত্যাগৌ সমর্থ্য 'নাতিনির্বহণৈষিত' ইতি ভাগং ব্যাচষ্টে—রসেতি। চকারঃ সমীক্ষাপ্রকারসমুচ্চয়ার্থঃ। বাহুলতিকায়াঃ বন্ধনীয়পাশত্বেন রূপণং যদি নির্বাহয়েৎ, দয়িতা ব্যাধবধূঃ বাসগৃহং কারাগারপঞ্জরাদিতি পরমনৌচিত্যং স্যাৎ।

দূষণং ভবতীতি ন বিভজ্য দর্শিতম্। কিন্তু রূপকাদেরলঙ্কারবর্গস্য যেয়ং ব্যঞ্জকত্বে রসাদিবিষয়ে লক্ষণদিগ্ দর্শিতা তামনুসরন্ স্বয়ং চান্যল্লক্ষণমুৎপ্রেক্ষমাণো যদ্যলক্ষ্যক্রমপ্রতিভমনন্তরোক্তমেনং ধ্বনেরাত্মানমুপনিবধ্নাতি সুকবিঃ সমাহিতচেতাস্তদা তস্যাত্মলাভো ভবতি মহীয়ানিতি।

ক্রমেণ প্রতিভাত্যাত্মা যোঽস্যানুস্বানসন্নিভঃ।
শব্দার্থশক্তিমূলত্বাৎ সোঽপি দ্বেধা ব্যবস্থিতঃ॥ ২০ ॥

অস্য বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্য ধ্বনেঃ সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যত্বাদনুরণনপ্রখ্যো য আত্মা সোঽপি শব্দশক্তিমূলোঽর্থশক্তিমূলশ্চেতি দ্বিপ্রকারঃ

সখীনাং পুর ইতি। ভবত্যোঽনবরতং ব্রুবতে নায়মেবং করোতীতি তৎপশ্যন্ত্বিদানীমিতি ভাবঃ। স্খলন্তী কোপাবেশেন কলা মধুরা চ গীর্যস্যাঃ সা। কাসৌ গীরিত্যাহ—ভূয়ো নৈবমিত্যেবংরূপা। এবমিতি যদুক্তং তৎ কিমিত্যাহ—দুশ্চেষ্টিতং নখপদাদি সংসূচ্য অঙ্গুল্যাদিনির্দেশেন। হন্ত এবেতি। ন তু সখ্যাদিকৃতোঽনুনয়োঽনুরুধ্যতে। যতোঽসৌ হসনং নিমিত্তীকৃত্য নিহ্নুতিপরঃ প্রিয়তমশ্চ তদীয়ং ব্যলীকং কা সোঢ়ুং সমর্থেতি।

নির্বোঢ়ুমিতি। নিঃশেষেণ পরিসমাপয়িতুমিত্যর্থঃ। শ্যামাসু সুগন্ধিপ্রিয়ঙ্গুলতাসু পাণ্ডিম্না তনিম্না কণ্টকিতত্বেন চ যোগাৎ। শশিনীতি পাণ্ডুরত্বাৎ। উৎপশ্যামীতি যত্নেনোৎপ্রেক্ষে। জীবিতসন্ধারণায়েত্যর্থঃ হন্তেতি কষ্টম্, একস্য সাদৃশ্যাভাবে হি দোলায়মানোঽহং সর্বত্র স্থিতো ন কুত্রচিদেকস্য ধৃতিং লভ ইতি ভাবঃ। ভীরিবিতি—যো হি কাতরহৃদয়ো ভবতি নাসৌ সর্বস্বমেকস্থং ধারয়তীত্যর্থঃ। অত্র হ্যুৎপ্রেক্ষায়াস্তদ্ভাবাধ্যারোপরূপায়া অনুপ্রাণকং সাদৃশ্যং যথোপক্রান্তং, তথা নির্বাহিতমিতি বিপ্রলম্ভরসপোষকমেব জাতম্। তত্তু লক্ষ্যং ন দর্শিতমিতি সম্বন্ধঃ। প্রত্যুদাহরণে হ্যদর্শিতেঽপ্যুদাহরণানুশীলনদিশা কৃতকৃত্যতেতি দর্শয়তি—কিং ত্বিতি। অন্যল্লক্ষণমিতি। পরীক্ষাপ্রকারমিত্যর্থঃ। তদ্যথাবসরে ত্যক্তস্যাপি পুনর্গ্রহণমিত্যাদি যথা মমৈব—

শীতাংশোরমৃতচ্ছটা যদি করাঃ কস্মান্মনো মে ভৃশং
সংপ্লুষ্যন্ত্যথ কালকূটপটলীসংবাসসন্দূষিতাঃ।
কিং প্রাণান্ন হরন্ত্যুত প্রিয়তমাসঞ্জল্পমন্ত্রাক্ষরৈ
রক্ষ্যন্তে কিমু মোহমেমি হহহা নো বেদ্মি কেয়ং গতিঃ॥

ননু শব্দশক্ত্যা যত্রার্থান্তরং প্রকাশতে স যদি ধ্বনেঃ প্রকার উচ্যতে তদিদানীং শ্লেষস্য বিষয় এবাপহৃতঃ স্যাৎ, নাপহৃত ইত্যাহ—

আক্ষিপ্ত এবালঙ্কারঃ শব্দশক্ত্যা প্রকাশতে।
যস্মিন্নুক্তঃ শব্দেন শব্দশক্ত্যুদ্ভবো হি সঃ ॥ ২১ ॥

যস্মাদলঙ্কারো ন বস্তুমাত্রং যস্মিন্ কাব্যে শব্দশক্ত্যা প্রকাশতে স শব্দশক্ত্যুদ্ভবো ধ্বনিরিত্যস্মাকং বিবক্ষিতম্। বস্তুদ্বয়ে চ শব্দশক্ত্যা প্রকাশমানে শ্লেষঃ। যথা—

যেন ধ্বস্তমনোভবেন বলিজিৎকায়ঃ পুরাস্ত্রীকৃতো
যশ্চোদ্বৃত্তভুজঙ্গহারবলয়ো গঙ্গাং চ যোঽধারয়ৎ।
যস্যাহুঃ শশিমচ্ছিরো হর ইতি স্তুত্যং চ নামামরাঃ
পায়াৎ স স্বয়মন্ধকক্ষয়করস্ত্বাং সর্বদোমাধবঃ ॥

নন্বহঙ্কারান্তরপ্রতিভায়ামপি শ্লেষব্যপদেশো ভবতীতি দর্শিতং ভট্টোদ্ভটেন, তৎ পুনরপি শব্দশক্তিমূলো ধ্বনির্নিরবকাশ ইত্যাশঙ্ক্যেদমুক্তং 'আক্ষিপ্তঃ' ইতি। তদয়মর্থঃ—যত্র শব্দশক্ত্যা সাক্ষাদলঙ্কারান্তরং বাচ্যং সৎ প্রতিভাসতে স সর্বঃ শ্লেষবিষয়ঃ। যত্র তু শব্দশক্ত্যা সামর্থ্যা-

---

ইত্যত্র হি রূপকসন্দেহনিদর্শনাস্ত্যক্ত্বা পুনরুপাত্তা রসপরিপোষায়েত্যলম্ ॥ ১৮, ১৯ ॥

এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনেঃ প্রথমং ভেদমলক্ষ্যক্রমং বিচার্য দ্বিতীয়ং ভেদং বিভক্তুমাহ—ক্রমেণেত্যাদি। প্রথমপাদোঽনুবাদভাগো হেতুত্বেনোপাত্তঃ। ঘণ্টায়া অনুরণনমভিঘাতজশব্দাপেক্ষয়া ক্রমেণৈব ভাতি। সোঽপীতি। ন কেবলং মূলতো ধ্বনির্দ্বিবিধঃ। নাপি কেবলং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যো দ্বিবিধঃ। অয়মপি দ্বিবিধ এবেত্যপিশব্দার্থঃ ॥ ২০ ॥

কারিকাগতং হিশব্দং ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। অলঙ্কারশব্দস্য ব্যবচ্ছেদ্যং দর্শয়তি ন বস্তুমাত্রমিতি। বস্তুদ্বয়ে চেতি। চশব্দস্তুশব্দস্যার্থে। যেনেতি। যেন ধ্বস্তং বালক্রীড়ায়মানঃ শকটম্। অভবেনাজেন সতা। বলিনো দানবান্ জয়তি তাদৃগেন কায়ো বপুঃ পুরামৃতহরণকালে স্ত্রীত্বং প্রাপিতঃ। যশ্চোদ্বৃত্তং সমদং কালিয়াখ্যং ভুজঙ্গং হতবান্। রবে শব্দে লয়ো যস্য। 'অকারো বিষ্ণুঃ' ইত্যুক্তেঃ।

ক্ষিপ্তং বাচ্যব্যতিরিক্তং ব্যঙ্গ্যমেবালঙ্কারান্তরং প্রকাশতে স ধ্বনের্বিষয়ঃ। শব্দশক্ত্যা সাক্ষাদলঙ্কারান্তরপ্রতিভা যথা—

তস্যা বিনাপি হারেণ নিসর্গাদেব হারিণৌ।
জনয়ামাসতুঃ কস্য বিস্ময়ং ন পয়োধরৌ॥

অত্র শৃঙ্গারব্যভিচারী বিস্ময়াখ্যো ভাবঃ সাক্ষাদ্বিরোধালঙ্কারশ্চ প্রতিভাসত ইতি বিরোধচ্ছায়ানুগ্রাহিণঃ শ্লেষস্যায়ং বিষয়ঃ, ন ত্বনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনেঃ। অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য তু ধ্বনের্বাচ্যেন শ্লেষেণ বিরোধেন বা ব্যঞ্জিতস্য বিষয় এব। যথা মমৈব—

শ্লাঘ্যাশেষতনুং সুদর্শনকরঃ সর্বাঙ্গলীলাজিত-
ত্রৈলোক্যাং চরণারবিন্দললিতেনাক্রান্তলোকো হরিঃ।
বিভ্রাণাং মুখমিন্দুরূপমখিলং চন্দ্রাত্মচক্ষুর্দধৎ
স্থানে যাং স্বতনোরপশ্যদধিকাং সা রুক্মিণী বোহবতাৎ॥

অত্র বাচ্যতয়ৈব ব্যতিরেকচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষঃ প্রতীয়তে।

যশ্চাগং গোবর্দ্ধনপর্বতং গাং চ ভূমিং পাতালগতামধারয়ৎ। যস্য চ নাম স্তুত্যমৃধয় আহুঃ কিং তৎ? শশিনং মথ্নাতীতি ক্বিপ, রাহুঃ, তস্য শিরোহরো মূর্দ্ধাপহারক ইতি। স ত্বাং মাধবো বিষ্ণুঃ সর্বদঃ পায়াৎ। কীদৃক্? অন্ধকনাম্নাং জনানাং যেন ক্ষয়ো নিবাসো দ্বারকায়াং কৃতঃ। যদি বা মৌষলে ইষীকাভিস্তেষাং ক্ষয়ো বিনাশো যেন কৃতঃ। দ্বিতীয়োঽর্থঃ—যেন ধ্বস্তকায়েন সতা বলিজিতো বিষ্ণোঃ সম্বন্ধী কায়ঃ পুরা ত্রিপুরনির্দহনাবসরেঽস্ত্রীকৃতঃ শরত্বং নীতঃ। উদ্বৃত্তা ভুজঙ্গা এব হারা বলয়াশ্চ যস্য, মন্দাকিনীং চ যোঽধারয়ৎ, যস্য চ ঋষয়ঃ শশিমচ্চন্দ্রযুক্তং শির আহুঃ, হর ইতি চ যস্য নাম স্তুত্যমাহুঃ, স ভগবান্ স্বয়মেবান্ধকাসুরস্য বিনাশকারী ত্বাং সর্বদা সর্বকালমুমায়া ধবো বল্লভঃ পায়াদিতি। অত্র বস্তুমাত্রং দ্বিতীয়ং প্রতীতং নালঙ্কার ইতি শ্লেষস্যৈব বিষয়ঃ। আক্ষিপ্তশব্দস্য কারিকাগতস্য ব্যবচ্ছেদ্যং দর্শয়িতুং চোদ্যেনোপক্রমতে—নন্বলঙ্কারেত্যাদিনা।

তস্যা বিনাপীতি। অপিশব্দোঽয়ং বিরোধমাচক্ষাণোঽর্থদ্বয়েঽপ্যভিধাশক্তিং নিযচ্ছতি হরতো হৃদয়মবশ্যমিতি হারিণৌ। হারো বিদ্যতে যয়োস্তৌ হারিণাবিতি।

যথা চ—

ভ্রমিমরতিমলসহৃদয়তাং প্রলয়ং মূর্চ্ছাং তমঃ শরীরসাদম্।
মরণং চ জলদভুজগজং প্রসহ্য কুরুতে বিষং বিয়োগিনীনাম্॥

যথা বা—

চমহিঅমাণসকঞ্চণপঙ্কঅণিম্মহিঅপরিমলা জস্স।
অখণ্ডিঅদাণপসারা বাহুপ্পলিহা ব্বিঅ গইন্দা॥
(খণ্ডিতমানসকাঞ্চনপঙ্কজনির্ম্মথিতপরিমলা যস্য।
অখণ্ডিতদানপ্রসরা বাহুপরিঘা ইব গজেন্দ্রাঃ॥ ইতি ছায়া)

অত্র রূপকচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষো বাচ্যতয়ৈবাবভাসতে।

স চাক্ষিপ্তোঽলঙ্কারো যত্র পুনঃ শব্দান্তরেণাভিহিতস্বরূপস্তত্র ন শব্দশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিব্যবহারঃ। তত্র বক্রোক্ত্যাদিবাচ্যালঙ্কারব্যবহার এব।

অতএব বিস্ময়শব্দোঽস্যৈবার্থস্যোপোদ্বলকঃ। অপিশব্দাভাবে তু ন তত এবার্থদ্বয়স্যাভিধা স্যাৎ, স্বসৌন্দর্যাদেব স্তনয়োর্বিস্ময়হেতুত্বোপপত্তেঃ। বিস্ময়াখ্যো ভাব ইতি দৃষ্টান্তাভিপ্রায়েণোপাত্তম্। যথা বিস্ময়ঃ শব্দেন প্রতিভাতি বিস্ময় ইত্যনেন তথা বিরোধোঽপি প্রতিভাত্যপীত্যনেন শব্দেন। ননু কিং সর্বথাত্র ধ্বনির্নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—অলক্ষ্যেতি। বিরোধেন বেতি। বাগ্রহণেন শ্লেষবিরোধসঙ্করালঙ্কারোঽয়মিতি দর্শয়তি, অনুগ্রহযোগাদেকতরত্যাগগ্রহণনিমিত্তাভাবো হি বা শব্দেন সূচ্যতে। সুদর্শনং চক্রং করে যস্য। ব্যতিরেকপক্ষে সুদর্শনৌ শ্লাঘ্যৌ করাবেব যস্য। চরণারবিন্দস্য ললিতং ত্রিভুবনাক্রমণক্রীড়নম্। চন্দ্র রূপং চক্ষুর্ধারয়ন্। বাচ্যতয়ৈবেতি। স্বতনোরধিকামিতি শব্দেন ব্যতিরেকস্যোক্তত্বাৎ। ভুজগশব্দার্থপর্যালোচনাবলাদেব বিষশব্দো জলমভিধায়াপি ন বিরন্তুমুৎসহতে, অপি তু দ্বিতীয়মর্থং হালাহললক্ষণমাহ। তদভিধানেন বিনাভিধায়া এবাসমাপ্তত্বাৎ। ভ্রমিপ্রভৃতীনাং তু মরণান্তানাং সাধারণ এবার্থঃ। নিরাশীকৃতত্বেন খণ্ডিতানি যানি মানসানি শক্রহৃদয়ানি তান্যেব কাঞ্চনপঙ্কজানি। সসারত্বাৎ তৈর্হেতুভূতৈঃ। ণিম্মহিঅপরিমলা ইতি। প্রসৃতপ্রতাপসারা অখণ্ডিতবিতরণপ্রসরা বাহুপরিঘা এব যস্য গজেন্দ্রা ইতি।

যথা —

দৃষ্ট্যা কেশব গোপরাগহৃতয়া কিঞ্চিন্ন দৃষ্টং ময়া
তেনৈব স্খলিতাস্মি নাথ পতিতাং কিং নাম নালম্বসে।
একস্ত্বং বিষমেষু খিন্নমনসাং সর্বাবলানাং গতি-
র্গোপ্যৈবং গদিতঃ সলেশমবতাদ্ গোষ্ঠে হরির্বশ্চিরম্॥

এবঞ্জাতীয়কঃ সর্ব এব ভবতু কামং বাচ্যশ্লেষস্য বিষয়ঃ। যত্র তু সামর্থ্যাক্ষিপ্তং সদলঙ্কারান্তরং শব্দশক্ত্যা প্রকাশতে স সর্ব এব ধ্বনের্বিষয়ঃ। যথা —

'অত্রান্তরে কুসুমসময়যুগমুপসংহরন্নজৃম্ভিত গ্রীষ্মাভিধানঃ ফুল্লমল্লিকাধবলাট্টহাসো মহাকালঃ।'

গজেন্দ্রশব্দবশাচ্চমহিঅশব্দঃ পরিমলশব্দো দানশব্দশ্চ ত্রোটনসৌরভমদলক্ষণানর্থান্ প্রতিপাদ্যাপি ন পরিসমাপ্তাভিধাব্যাপারা ভবন্তীত্যুক্তরূপং দ্বিতীয়মপ্যর্থমভিদধত্যেব।

এবমাক্ষিপ্তশব্দস্য ব্যবচ্ছেদ্যং প্রদর্শ্যৈবকারস্য ব্যবচ্ছেদ্যং দর্শয়িতুমাহ — স চেতি। উভয়ার্থপ্রতিপাদনশক্তশব্দপ্রয়োগে, যত্র তাবদেকতরবিষয়নিয়মনকারণমভিধায়া নাস্তি, যথা — 'যেন ধ্বস্তমনোভবেন' ইতি।

যত্র বা প্রত্যুত দ্বিতীয়াভিধাব্যাপারসদ্ভাবাদেকং প্রমাণমস্তি, যথা — 'তস্যা বিনা' ইত্যাদৌ, তত্র তাবৎ সর্বথা 'চমহিঅ' ইত্যন্তে। সোঽর্থোঽভিধেয় এবেতি স্ফুটমদঃ। যত্রাপ্যভিধায়া একত্র নিয়মহেতুঃ প্রকরণাদির্বিদ্যতে তেন দ্বিতীয়স্মিন্নর্থে নাভিধা সংক্রামতি। তত্র দ্বিতীয়োঽর্থোঽসাবাক্ষিপ্ত ইত্যুচ্যতে; তত্রাপি যদি পুনস্তাদৃক্ শব্দো বিদ্যতে যেনাসৌ নিয়ামকঃ প্রকরণাদিরপহতশক্তিকঃ সম্পাদ্যতে অতএব সাভিধাশক্তির্বাধিতাপি সতী প্রতিপ্রসূতেব তত্রাপি ন ধ্বনের্বিষয় ইতি তাৎপর্য্যম্। চশব্দোঽপিশব্দার্থে ভিন্নক্রমঃ আক্ষিপ্তোঽপ্যাক্ষিপ্ততয়া ঝটিতি সম্ভাবয়িতুমারব্ধোঽপীত্যর্থঃ। ন ত্বসাবাক্ষিপ্তঃ, কিন্তু শব্দান্তরেণান্যেনাভিধায়াঃ প্রতিপ্রসবনাদভিহিতস্বরূপঃ সম্পন্নঃ। পুনর্গ্রহণেন প্রতিপ্রসবং ব্যাখ্যাতং সূচয়তি। তেনৈবকার আক্ষিপ্তাভাসং নিরাকরোতীত্যর্থঃ।

হে কেশব, গোধূলিহৃতয়া দৃষ্ট্যা ন কিঞ্চিদ্দৃষ্টং ময়া তেন কারণেন স্খলিতাস্মি মার্গে। তাং পতিতাং সতীং মাং কিং নাম কঃ খলু হেতুর্যন্নালম্বসে হস্তেন।

যথা চ—

উন্নতঃ প্রোল্লসদ্ধারঃ কালাগুরুমলীমসঃ।
পয়োধরভরস্তন্ব্যাঃ কং ন চক্রেঽভিলাষিণম্॥

যথা বা·

দত্তানন্দাঃ প্রজানাং সমুচিতসময়াকৃষ্টসৃষ্টৈঃ পয়োভিঃ
পূর্বাহ্ণে বিপ্রকীর্ণা দিশি দিশি বিরমত্যহ্নি সংহারভাজঃ।
দীপ্তাংশোর্দীর্ঘদুঃখপ্রভবভবভয়োদন্বদুত্তারনাবো
গাবো বঃ পাবনানাং পরমপরিমিতাং প্রীতিমুৎপাদয়ন্তু॥

এষূদাহরণেষু শব্দশক্ত্যা প্রকাশমানে সত্যপ্রাকরণিকেঽর্থান্তরে বাক্যস্যাসম্বদ্ধার্থাভিধায়িত্বং মা প্রসাঙ্ক্ষীদিত্যপ্রাকরণিকপ্রাকরণিকার্থয়োরুপমানোপমেয়ভাবঃ কল্পয়িতব্যঃ সামর্থ্যাদিত্যর্থাক্ষিপ্তোঽয়ং

যতস্ত্বমেবৈকোঽতিশয়েন বলবান্নিম্নোন্নতেষু সর্বেষামবলানাং বালবৃদ্ধাঙ্গনাদীনাং খিন্নমনসাং গন্তুমশক্নুবতাং গতিরালম্বনাভ্যুপায় ইত্যেবংবিধেঽর্থে যদপ্যেতে প্রকরণেন নিয়ন্ত্রিতাভিধাশক্তয়ঃ শব্দাস্তথাপি দ্বিতীয়েঽর্থে ব্যাখ্যাস্যমানেঽভিধাশক্তির্নিরুদ্ধা সতী সলেশমিত্যনেন প্রত্যুজ্জীবিতা। অত্র সলেশং 'সসূচনমিত্যর্থঃ, অল্পীভবনং হি সূচনমেব। হে কেশব! গোপস্বামিন্! রাগহৃতয়া দৃষ্ট্যেতি। কেশবগেন উপরাগেণ হৃতয়া দৃষ্ট্যেতি বা সম্বন্ধঃ। স্খলিতাস্মি খণ্ডিতচরিত্রা জাতাস্মি। পতিতামিতি ভর্তৃভাবং মাং প্রতি। এক ইত্যসাধারণসৌভাগ্যশালী ত্বমেব। যতঃ সর্বাসামবলানাং মদনবিধুরমনসামীর্ষ্যাকালুষ্যনিরাসেন সেব্যমানঃ সন্ গতিঃ জীবিতরক্ষোপায় ইত্যর্থঃ। এবং শ্লেষালঙ্কারস্য বিষয়মবস্থাপ্য ধ্বনেরাহ—যত্র ত্বিতি। কুসুমসময়াত্মকং যদ্যুগং মাসদ্বয়ং তদুপসংহরন্। ধবলানি হৃদ্যান্যট্টান্যাপণা যেন তাদৃক ফুল্লমল্লিকানাং হাসো বিকাসঃ সিতিমা যত্র। ফুল্লমল্লিকা এব ধবলাট্টহাসোঽস্যেতি তু ব্যাখ্যানে 'জলদভুজগজম্ ইত্যেতত্তুল্যমেতৎ স্যাৎ। মহাংশ্চাসৌ দিনদৈর্ঘ্যং দুরতিবাহতাযোগাৎ কালঃ সময়ঃ। অত্র ঋতুবর্ণনপ্রস্তাবনিয়ন্ত্রিতাভিধাশক্তয়ঃ, অতএব 'অবয়বপ্রসিদ্ধেঃ সমুদায়প্রসিদ্ধির্বলীয়সী' ইতি ন্যায়মপাকুর্বন্তো মহাকালপ্রভৃতয়ঃ শব্দা এতমেবার্থমভিধায় কৃতকৃত্যা এব। তদনন্তরমর্থাবগতির্ধ্বননব্যাপারাদেব শব্দশক্তিমূলাৎ।

অত্র কেচিন্মন্যন্তে—'যত এতেষাং শব্দানাং পূর্বমর্থান্তরেঽভিধান্তরং দৃষ্টং

শ্লেষো ন শব্দোপারূঢ় ইতি বিভিন্ন এব শ্লেষাদনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনের্বিষয়ঃ। অন্যেঽপি চালঙ্কারাঃ শব্দশক্তিমূলানুস্বানরূপব্যঙ্গ্যে ধ্বনৌ সম্ভবন্ত্যেব। তথা হি বিরোধোঽপি শব্দশক্তিমুলানুস্বানরূপো দৃশ্যতে। যথা স্থানীশ্বরাখ্যজনপদবর্ণনে ভট্টবাণস্য—

'যত্র চ মাতঙ্গগামিন্যঃ শীলবত্যশ্চ গৌর্যো বিভবরতাশ্চ শ্যামাঃ পদ্মরাগিণ্যশ্চ ধবলদ্বিজশুচিবদনা মদিরামোদিশ্বসনাশ্চ প্রমদাঃ'।

অত্র হি বাচ্যো বিরোধস্তচ্ছায়ানুগ্রাহী বা শ্লেষোঽয়মিতি ন শক্যং বক্তুম্। সাক্ষাচ্ছব্দেন বিরোধালঙ্কারস্যাপ্রকাশিতত্বাৎ। যত্র হি সাক্ষাচ্ছব্দবেদিতো বিরোধালঙ্কারস্তত্র হি শ্লিষ্টোক্তৌ বাচ্যালঙ্কারস্য বিরোধস্য শ্লেষস্য বা বিষয়ত্বম্। যথা তত্রৈব—

'সমবায় ইব বিরোধিনাং পদার্থানাম্'। তথা হি—'সন্নিহিত-বালান্ধকারাপি ভাস্বন্মূর্ত্তিঃ' ইত্যাদৌ।

ততস্তথাবিধেঽর্থান্তরে দৃষ্টতদভিধাশক্তেরেব প্রতিপত্তুর্নিয়ন্ত্রিতাভিধাশক্তিকেভ্য এতেভ্যঃ প্রতিপত্তির্ধ্বননব্যাপারাদেবেতি শব্দশক্তিমূলত্বং ব্যঙ্গ্যত্বং চেত্যবিরুদ্ধমিতি'।

অন্যে তু—'সাভিধৈব দ্বিতীয়া অর্থসামর্থ্যং গ্রীষ্মস্য ভীষণদেবতাবিশেষসাদৃশ্যাত্মকং সহকারিত্বেন যতোঽবলম্বতে ততো ধ্বননব্যাপাররূপোচ্যতে' ইতি।

একে তু 'শব্দশ্লেষে তাবদ্ভেদে সতি শব্দস্য, অর্থশ্লেষেঽপি শক্তিভেদাচ্ছব্দভেদ ইতি দর্শনে দ্বিতীয়ঃ শব্দস্তত্রানীয়তে। স চ কদাচিদভিধাব্যাপারাৎ যথোভয়োরুত্তরদানায় 'শ্বেতো ধাবতি' ইতি; প্রশ্নোত্তরাদৌ বা তত্র বাচ্যালঙ্কারতা। যত্র তু ধ্বননাব্যাপারাদেব শব্দ আনীতঃ, তত্র শব্দান্তরবলাদপি তদর্থান্তরং প্রতিপন্নং প্রতীয়মানমুলত্বাৎ প্রতীয়মানমেব যুক্তম' ইতি।

ইতরে তু—'দ্বিতীয়পক্ষব্যাখ্যানে যদর্থসামর্থ্যং তেন দ্বিতীয়াভিধৈব প্রতি-প্রসূয়তে, ততশ্চ দ্বিতীয়োঽর্থোভিধীয়ত এব ন ধ্বন্যতে, তদনন্তরং তু তস্য দ্বিতীয়ার্থস্য প্রতিপন্নস্য প্রথমার্থেন প্রাকরণিকেন সাকং যা রূপণা সা তাবদ্ভাত্যেব, ন চান্যতঃ শব্দাদিতি সা ধ্বননব্যাপারাৎ। তত্রাভিধাশক্তেঃ কস্যাশ্চিদপ্যনাশঙ্কনীয়ত্বাৎ। তস্যাং চ দ্বিতীয়া শব্দশক্তির্মূলম্। তয়া বিনা রূপণায়া অনুত্থানাৎ। অত এবালঙ্কারধ্বনিরয়মিতি যুক্তম। বক্ষ্যতে চ অসম্বদ্ধার্থাভিধায়িত্বং মা প্রসাঙ্ক্ষীৎ'

যথা বা মমৈব –

সর্বৈকশরণমক্ষয়মধীশমীশং ধিয়াং হরিং কৃষ্ণম্।
চতুরাত্মানং নিষ্ক্রিয়মরিমথনম্ নমত চক্রধরম্ ॥

অত্র হি শব্দশক্তিমূলানুস্বানরূপো বিরোধঃ স্ফুটমেব প্রতীয়তে। এবংবিধো ব্যতিরেকোঽপি দৃশ্যতে। যথা মমৈব –

খং যেঽত্যুজ্জ্বলয়ন্তি লূনতমসো যে বা নখোদ্ভাসিনো
যে পুষ্ণন্তি সরোরুহশ্রিয়মপি ক্ষিপ্তাব্জভাসশ্চ যে।
যে মূর্দ্ধাস্ববভাসিনঃ ক্ষিতিভৃতাং যে চামরাণাং শিরাং-
স্যাক্রামন্ত্যভয়েঽপি তে দিনপতেঃ পাদাঃ শ্রিয়ে সন্তু বঃ ॥

এবমন্যেঽপি শব্দশক্তিমূলানুস্বানরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিপ্রকারাঃ সন্তি তে সহৃদয়ৈঃ স্বয়মনুসর্তব্যাঃ। ইহ তু গ্রন্থবিস্তারভয়ান্ন তৎপ্রপঞ্চঃ কৃতঃ।

অর্থশক্ত্যুদ্ভবস্ত্বন্যো যত্রার্থঃ স প্রকাশতে।
যস্তাৎপর্যেণ বস্ত্বন্যদ্ব্যনক্ত্যুক্তিং বিনা স্বতঃ ॥ ২২ ॥

যত্রার্থঃ স্বসামর্থ্যাদর্থান্তরমভিব্যনক্তি শব্দব্যাপারং বিনৈব সোঽর্থশক্ত্যুদ্ভবো নামানুস্বানোপমব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ।

ইত্যাদি। পূর্বত্র তু সলেশপদেনৈবাসম্বদ্ধতা নিরাকৃতা। 'যেন ধ্বস্ত' ইত্যত্রাসম্বদ্ধতা নৈব ভাতি। 'তস্যা বিনাপি' ইত্যত্রাপিশব্দেন 'শ্লাঘ্যা' ইত্যত্রাধিকশব্দেন 'ভ্রমিম' ইত্যাদৌ চ রূপকেণাসম্বদ্ধতা নিরাকৃতেতি তাৎপর্যম্। পয়োভিরিতি পানীয়ৈঃ ক্ষীরৈশ্চ। সংহারো ধ্বংসঃ একত্র ঢৌকনং চ। গাবো রশ্ময়ঃ স্বরভয়শ্চ।

অসম্বদ্ধার্থাভিধায়িত্বমিতি। অসংবেদ্যমানমেবেত্যর্থঃ। উপমানোপমেয়ভাব ইতি। তেনোপমারূপেণ ব্যতিরেচননিহ্নবাদয়ো ব্যাপারমাত্ররূপা এবাত্রাস্বাদপ্রতীতেঃ প্রধানং বিশ্রান্তিস্থানং, ন তূপমেয়াদীতি সর্বত্রালঙ্কারধ্বনৌ মন্তব্যম্। সামর্থ্যাদিতি। ধ্বননব্যাপারাদিত্যর্থঃ।

মাতঙ্গেতি। মাতঙ্গবদ্ গচ্ছন্তি তান্ শবরাংশ্চ গচ্ছন্তীতি বিরোধঃ। বিভবেষু রতাঃ বিগতমহাদেবে স্থানে চ রতাঃ। পদ্মরাগরত্নযুক্তাঃ পদ্মসদৃশলৌহিত্যযুক্তাশ্চ। ধবলৈর্দ্বিজৈর্দন্তৈঃ শুচি নির্ম্মলং বদনং যাসাং ধবলদ্বিজবদুৎকৃষ্টবিপ্রবচ্ছুচি বদনং চ যাসাম্। যত্র হীতি। যস্যাং শ্লেষোক্তৌ কাব্যরূপায়াং, তত্র যো বিরোধঃ শ্লেষো

যথা—

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥

অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতস্বরূপং শব্দব্যাপারং বিনৈবার্থান্তরং ব্যভিচারিভাবলক্ষণং প্রকাশয়তি। ন চায়মলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্যস্যৈব ধ্বনের্বিষয়ঃ। যতো যত্র সাক্ষাচ্ছব্দনিবেদিতেভ্যো বিভাবানুভাবব্যভিচাভ্যিো রসাদীনং প্রতীতিঃ, স তস্য কেবলস্য মার্গঃ। যথা কুমারসম্ভবে মধুপ্রসঙ্গে বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্ত্যা দেব্যা আগমনাদি-বর্ণনং মনোভবশরসন্ধানপর্য্যন্তং শম্ভোশ্চ পরিবৃত্তধৈর্য্যস্য চেষ্টাবিশেষ-বর্ণনাদি সাক্ষাচ্ছব্দনিবেদিতম্। ইহ তু সামর্থ্যাক্ষিপ্তব্যভিচারিমুখেন রসপ্রতীতিঃ। তস্মাদয়মন্যো ধ্বনেঃ প্রকারঃ।

বেতি সঙ্করঃ তস্য বিষয়ত্বম্। স বিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ। কস্য? বাচ্যালঙ্কারস্য বাচ্যালঙ্কতেঃ বাচ্যালঙ্কৃতিত্বস্যেত্যর্থঃ। তত্রৈব বিরোধে শ্লেষে বা বাচ্যালঙ্কারত্বং সুবচমিতি যাবৎ। বালেষু কেশেষন্ধকারঃ কার্ষ্ণ্যং, বালঃ প্রত্যগ্রশ্চান্ধকারস্তমঃ।

নন্বু মাতঙ্গেত্যাদাবপি ধর্মদ্বয়ে যশ্চকারঃ স বিরোধদ্যোতক এব। অন্যথা প্রতিধর্মসর্বধর্মান্তে বা ন ক্বচিদ্বা চকারঃ স্যাৎ যদি সমুচ্চয়ার্থঃ স্যাদিত্যভিপ্রায়েণো-দাহরণান্তরমাহ—যথেতি। শরণং গৃহমক্ষয়রূপমগৃহং কথম্। যো ন ধীশঃ স কথং ধিয়ামীশঃ। যো হরিঃ কপিলঃ স কথং কৃষ্ণঃ। চতুরঃ পরাক্রমযুক্তো যস্যাত্মা স কথং নিষ্ক্রিয়ঃ। অরীণামরযুক্তানাং যো নাশয়িতা স কথং চক্রং বহুমানেন ধারয়তি। বিরোধ ইতি। বিরোধনমিত্যর্থঃ। প্রতীয়ত ইতি। স্ফুটং নোচ্যতে কেনচিদিতি ভাবঃ। নখৈরুদ্ভাসন্তে যেঽবশ্যং খে গগনে ন উদ্ভাসন্তে। উভয়ে রশ্ম্যাত্মানোঽঙ্গুলীপার্ষ্ণ্যাদ্যবয়বিরূপাশ্চেত্যর্থঃ॥ ২১॥

এবং শব্দশক্ত্যুদ্ভবং ধ্বনিমুক্ত্বার্থশক্ত্যুদ্ভবং দর্শয়তি—অর্থেতি। অন্য ইতি শব্দশক্ত্যুদ্ভবাৎ। স্বতস্তাৎপর্যেণেত্যভিধাব্যাপারনিরাকরণপরমিদং পদং ধ্বননব্যা-পারমাহ ন তু তাৎপর্যশক্তিম্। সা হি বাচ্যার্থপ্রতীতাবেবোপক্ষীণেত্যুক্তং প্রাক্। অনেনৈবাশয়েন বৃত্তৌ ব্যাচষ্টে—যত্রার্থঃ স্বসামর্থ্যাদিতি। স্বত ইতি শব্দঃ স্বশব্দেন ব্যাখ্যাতঃ। উক্তিং বিনেতি ব্যাচষ্টে—শব্দব্যাপারং বিনৈবেতি। উদাহরতি—যথা

যত্র চ শব্দব্যাপারসহায়োঽর্থোঽর্থান্তরস্য ব্যঞ্জকত্বেনোপাদীয়তে স নাস্য ধ্বনের্বিষয়ঃ। যথা—

সঙ্কেতকালমনসং বিটং জ্ঞাত্বা বিদগ্ধ্যা।
হসন্নেত্রার্পিতাকূতং লীলাপদ্মং নিমীলিতম্॥

অত্র লীলাকমলনিমীলনস্য ব্যঞ্জকত্বমুক্ত্যৈব নিবেদিতম্।

তথা চ—

শব্দার্থশক্ত্যা ক্ষিপ্তোঽপি ব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ কবিনা পুনঃ।
যত্রাবিষ্ক্রিয়তে স্বোক্ত্যা সান্যৈবালঙ্কৃতির্ধ্বনেঃ॥ ২৩॥

শব্দশক্ত্যার্থশক্ত্যা শব্দার্থশক্ত্যা বাক্ষিপ্তোঽপি ব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ কবিনা পুনর্যত্র স্বোক্ত্যা প্রকাশীক্রিয়তে সোঽস্মাদনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যাদ্ ধ্বনেরন্য

এবমিতি। অর্থান্তরমিতি লজ্জাত্মকম্। সাক্ষাদিতি। ব্যভিচারিণাং যথালক্ষ্যক্রমতয়া ব্যবধিবন্ধ্যৈব প্রতিপত্তিঃ স্ববিভাবাদিবলাত্তত্র সাক্ষাচ্ছব্দনিবেদিতত্বং বিবক্ষিতমিতি ন পূর্বাপরবিরোধঃ। পূর্বং হ্যুক্তং ব্যাভিচারিণামপি ভাবত্বান্ন স্বশব্দতঃ প্রতিপত্তিরিত্যাদি-বিস্তরতঃ। এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি রসভাবাদিরর্থো ধ্বন্যমান এব ভবতি ন বাচ্যঃ কদাচিদপি, তথাপি ন সর্বোঽলক্ষ্যক্রমস্য বিষয়ঃ। যত্র হি বিভাবানুভাবেভ্যঃ স্থায়িগ-তেভ্যো ব্যভিচারিগতেভ্যশ্চ পূর্ণেভ্যো ঝটিত্যেব রসব্যক্তিস্তত্রাস্ত্বলক্ষ্যক্রমঃ। যথা—

নির্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভিরদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা॥

ইত্যাদৌ সম্পূর্ণালম্বনোদ্দীপনবিভাবতাযোগ্যস্বভাববর্ণনম্।

প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাত্ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।
সংমোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্॥

ইত্যনেন বিভাবতোপযোগ উক্তঃ।

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈর্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥

অত্র হি ভগবত্যাঃ প্রথমমেব তৎপ্রবণত্বাত্তস্য চেদানীং তদুন্মুখীভূতত্বাৎ প্রণয়ি-প্রিয়তয়া চ পক্ষপাতস্য সূচিতস্য গাঢ়ীভাবাদ্রত্যাত্মনঃ স্থায়িভাবস্যৌৎসুক্যাবেগ-চাপল্যহর্ষাদেশ্চ ব্যভিচারিণঃ সাধরণীভূতোঽনুভাববর্গঃ প্রকাশিত ইতি বিভাবানু-

এবালঙ্কারঃ। অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য বা ধ্বনেঃ সতি সম্ভবে স তাদৃগন্যো-ঽলঙ্কারঃ। তত্র শব্দশক্ত্যা যথা—

বৎসে মা গা বিষাদং শ্বসনমুরুজবং সন্ত্যজোর্ধ্বপ্রবৃত্তং
কম্পঃ কা বা গুরুস্তে ভবতু বলভিদা জৃম্ভিতেনাত্র যাহি।
প্রত্যাখ্যানং সুরাণামিতি ভয়শমনচ্ছদ্মনা কারয়িত্বা
যস্মৈ লক্ষ্মীমদাদ্বঃ স দহতু দুরিতং মন্থমূঢ়াং পয়োধিঃ॥

অর্থশক্ত্যা যথা—

অম্বা শেতেঽত্র বৃদ্ধা পরিণতবয়সামগ্রণীরত্র তাতো
নিঃশেষাগারকর্ম্মশ্রমশিথিলতনু কুম্ভদাসী তথাত্র।

ভাবচর্বণৈব ব্যভিচারিচর্বণায়াং পর্যবস্যতি। ব্যভিচারিণাং পারতন্ত্র্যাদেব স্রক্সূত্র-কল্পস্থায়িচর্বণাবিশ্রান্তেরলক্ষ্যক্রমত্বম্। ইহ তু পদ্মদলগণনমধোমুখত্বং চান্যথাপি কুমারীণাং সম্ভাব্যত ইতি ঝটিতি ন লজ্জায়াং বিশ্রময়তি হৃদয়ং, অপি তু প্রাগ্বৃত্ত-তপশ্চর্যাদিবৃত্তান্তানুস্মরণেন তত্র প্রতিপত্তিং করোতীতি ক্রমব্যঙ্গ্যতৈব। রসস্তত্রাপি দূরত এব ব্যভিচারিস্বরূপে পর্য্যালোচ্যমানে ভাতীতি তদপেক্ষায়াঽলক্ষ্যক্রমতৈব। লজ্জাপেক্ষয়া তু তত্র লক্ষ্যক্রমত্বম্। অমুমেব ভাবমেবশব্দঃ কেবলশব্দশ্চ সূচয়তি।

'উক্তিং বিনে'তি যদুক্তং তদ্ব্যবচ্ছেদ্যং দর্শয়িতুমুপক্রমতে—যত্র চেতি। চশব্দস্তু-শব্দস্যার্থে। অন্যেতি। অলক্ষ্যক্রমস্তু তত্রাপি স্যাদেবেতি ভাবঃ। উদাহরতি—সঙ্কেতেতি। ব্যঞ্জকত্বমিতি প্রদোষসময়ং প্রতীতি শেষঃ। উক্ত্যৈবেতি। আদ্যপাদ-ত্রয়েণেত্যর্থঃ। যদ্যপি চাত্র শব্দান্তরসন্নিধানেঽপি প্রদোষার্থং প্রতি ন কস্যচিদ-ভিধাশক্তিঃ পদস্যেতি ব্যঞ্জকত্বং ন বিঘটিতং, তথাপি শব্দেনৈবোক্তময়মর্থোঽর্থান্তরস্য ব্যঞ্জক ইতি। ততশ্চ ধ্বনের্যদ্গোপ্যমানতোদিতচারুত্বাত্মকং প্রাণিতং তদপহস্তিতম্। যথা কশ্চিদাহ—'গম্ভীরোঽহং ন মে কৃত্যং কোঽপি বেদ ন সূচিতম্। কিঞ্চিদ্ব্রবীমি' ইতি। তেন গাম্ভীর্যসূচনার্থঃ প্রত্যুত আবিষ্কৃত এব। অত এবাহ—ব্যঞ্জকত্ব-মিতি উক্ত্যৈবেতি চ।॥ ২২ ॥

প্রক্রান্তপ্রকারদ্বয়োপসংহারং তৃতীয়প্রকারসূচনং চৈকেনৈব যত্নেন করোমীত্যা-শয়েন সাধারণমবতরণপদং প্রক্ষিপতি বৃত্তিকৃৎ—তথা চেতি। তেন চোক্তপ্রকারদ্বয়ে-নায়মপি তৃতীয়ঃ প্রকারো মন্তব্য ইত্যর্থঃ। শব্দশ্চার্থশ্চ শব্দার্থৌ চেত্যেকশেষঃ।

অস্মিন্ পাপাহমেকা কতিপয়দিবসপ্রোষিতপ্রাণনাথা
পান্থায়েত্থং তরুণ্যা কথিতমবসরব্যাহৃতিব্যাজপূর্বম্ ॥

উভয়শক্ত্যা যথা—'দৃষ্ট্যা কেশবগোপরাগহৃতয়া' ইত্যাদৌ।

প্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরঃ সম্ভবী স্বতঃ।
অর্থোঽপি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো বস্তুনোঽন্যস্য দীপকঃ ॥ ২৪ ॥

অর্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যে ধ্বনৌ যো ব্যঞ্জকোঽর্থ উক্তস্তস্যাপি দ্বৌ প্রকারৌ—কবেঃ কবিনিবদ্ধস্য বা বক্তুঃ প্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীর একঃ, স্বতঃসম্ভবী চ দ্বিতীয়ঃ।

কবিপ্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরো যথা—

সজ্জেহি সুরহিমাসো ণ দাব অপ্পেই জুঅইজণলক্খমুহে।
অহিণবসহআরমুহে ণবপল্লবপত্তলে অণঙ্গস্স শরে ॥

সান্যৈবেতি। ন ধ্বনিরসৌ, অপি তু শ্লেষাদিরলঙ্কার ইত্যর্থঃ। অথবা ধ্বনিশব্দেনালক্ষ্যক্রম তস্যালঙ্কার্যস্যাঙ্গিনঃ স ব্যঙ্গ্যোঽর্থোঽন্যো বাচ্যমাত্রালঙ্কারাপেক্ষয়া দ্বিতীয়ো লোকোত্তরশ্চালঙ্কার ইত্যর্থঃ। এবমেব বৃত্তৌ দ্বিধা ব্যাখ্যাস্যতি। বিষমত্তীতি বিষাদঃ। ঊর্দ্ধপ্রবৃত্তমগ্নিমিত্যত্র চার্থো মন্তব্যঃ। কম্পোঽপাম্পতিঃ কো লক্ষ্মা বা তব গুরুঃ। বলভিদা ইন্দ্রেণ জৃম্ভিতেন ঐশ্বর্যমদমত্তেনেত্যর্থঃ। জৃম্ভিতং চ গাত্রসংমর্দনাত্মকং বলং ভিনত্তি আয়াসকারিত্বাৎ। প্রত্যাখ্যানমিতি। বচসৈবাত্র দ্বিতীয়োঽর্থোঽভিধীয়ত ইতি নিবেদিতম্। কারয়িত্বেতি। সা হি কমলা পুণ্ডরীকাক্ষমেব হৃদয়ে নিধায়োত্থিতেতি স্বয়মেব দেবান্তরাণাং প্রত্যাখ্যানং করোতি। স্বভাবসুকুমারতয়া তু মন্দরান্দোলিতজলধিতরঙ্গভঙ্গপর্যাকুলীকৃতাং তেন প্রতিবোধয়তা তৎসমর্থাচরণমন্যত্র দোষোদ্‌ঘাটনেন অত্র যাহীতি চাভিনয়বিশেষেণ সকলগুণাদরদর্শকেন কৃতম্। অতএব মন্থমূঢ়ামিত্যাহ। ইত্যুক্তপ্রকারেণ ভয়নিবারণব্যাজেন সুরাণাং প্রত্যাখ্যানং মন্থমূঢ়াং লক্ষ্মীং কারয়িত্বা পয়োধির্যস্মৈ তামদাৎস বো যুষ্মাকং দুরিতং দহত্বিতি সম্বন্ধঃ।

অস্মেতি। অত্রৈকৈকস্য পদস্য ব্যঞ্জকত্বং সহৃদয়ৈঃ সুকল্প্যমিতি স্বকণ্ঠেন নোক্তম্। ব্যাজশব্দোঽত্র স্বোক্তিঃ। এবমুপসংহারব্যাজেন প্রকারদ্বয়ং সোদাহরণং নিরূপ্য তৃতীয়ং প্রকারমাহ—উভয়েতি। শব্দশক্তিস্তাবদ্ গোপরাগাদি শব্দশ্লেষবশাৎ। অর্থ—

কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরো যথোদাহৃতমেব—'শিখরিণি' ইত্যাদি। যথা বা—

সাঅরবিইন্নজোব্বণহত্থালম্বং সমুন্নমন্তেহিম্।
অব্ভুট্ঠাণং বিঅ মম্মহস্স দিণ্ণং তুহ থণেহিম্॥

স্বতঃসম্ভবী য ঔচিত্যেন বহিরপি সম্ভাব্যমানসদ্ভাবো ন কেবলং ভণিতিবশেনৈবাভিনিষ্পন্নশরীরঃ। যথোদাহৃতম্ 'এবংবাদিনি' ইত্যাদি। যথা বা—

সিহিপিঞ্ছকণ্ণপূরা জাআ বাহস্স গব্বিরী ভমই।
মুত্তাফলরইঅপসাহণাণং মজ্ঝে সবত্তীণম্॥

অর্থশক্তেরলঙ্কারো যত্রাপ্যন্যঃ প্রতীয়তে।
অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যঃ সপ্রকারোঽপরো ধ্বনেঃ॥ ২৫॥

ব্যাচ্যালঙ্কারব্যতিরিক্তো যত্রান্যোঽলঙ্কারোঽর্থসামর্থ্যাৎ প্রতীয়মানোঽ-

---

শক্তিস্তু প্রকরণবশাৎ। যাবদত্র রাধারমণস্যাখিলতরুণীজনচ্ছন্নানুরাগগরিমাস্পদত্বং ন বিদিতং তাবদর্থান্তরস্যাপ্রতীতেঃ, সলেশমিতি চাত্র স্বোক্তিঃ॥ ২৩॥

এবমর্থশক্ত্যুদ্ভবস্য সামান্যলক্ষণং কৃতম্। শ্লেষাদ্যলঙ্কারেভ্যশ্চাস্য বিভক্তো বিষয় উক্তঃ। অধুনাস্য প্রভেদনিরূপণং করোতি—প্রৌঢ়োক্তীত্যাদিনা। যোঽর্থান্তরস্য দীপকো ব্যঞ্জকোঽর্থ উক্তঃ সোঽপি দ্বিবিধঃ। ন কেবলমনুস্বানোপমো দ্বিবিধঃ, যাবত্তদ্ভেদো যো দ্বিতীয়ঃ সোঽপি ব্যঞ্জকার্থদ্বৈবিধ্যদ্বারেণ দ্বিবিধ ইত্যপিশব্দস্যার্থঃ। প্রৌঢ়োক্তেরপ্যবান্তরভেদমাহ—কবেরিতি। তেনৈতে ত্রয়ো ভেদা ভবন্তি। প্রকর্ষেণ ঊঢ়ঃ সম্পাদয়িতব্যেন বস্তুনা প্রাপ্তস্তৎকুশলঃ প্রৌঢ়ঃ। উক্তিরপি সমর্পয়িতব্যবস্ত্বর্পণোচিতা প্রৌঢ়েত্যুচ্যতে।

সজ্জয়তি সুরভিমাসো ন তাবদর্পয়তি যুবতিজনলক্ষ্যমুখান্।
অভিনবসহকারমুখান্নবপল্লবপত্রলাননঙ্গস্য শরান্॥

অত্র বসন্তশ্চেতনোঽনঙ্গস্য সখা সজ্জয়তি কেবলং ন তাবদর্পয়তীত্যেবংবিধয়া সমর্পয়িতব্যবস্ত্বর্পণকুশলয়োক্ত্যা সহকারোদ্ভেদিনী বসন্তদশা যত উক্তা অতো ধ্বন্যমানং মন্মথোন্মাথস্যারম্ভং ক্রমেণ গাঢ়গাঢ়ীভবিষ্যন্তং ব্যনক্তি। অন্যথা বসন্তে সপল্লবসহকারোদ্গম ইতি বস্তুমাত্রং ন ব্যঞ্জকং স্যাৎ। এষা চ কবেরেবোক্তিঃ প্রৌঢ়া।

বভাসতে সোঽর্থশক্ত্যুদ্ভবো নামানুস্বানরূপব্যঙ্গ্যোঽন্যো ধ্বনিঃ। তস্য প্রবিরলবিষয়ত্বমাশঙ্ক্যেদমুচ্যতে—

রূপকাদিরলঙ্কারবর্গো যো বাচ্যতাং শ্রিতঃ।

স সর্বো গম্যমানত্বং বিভ্রদ্ ভূম্না প্রদর্শিতঃ॥ ২৬॥

অন্যত্র বাচ্যত্বেন প্রসিদ্ধো যো রূপকাদিরলঙ্কারঃ সোঽন্যত্র প্রতীয়মানতয়া বাহুল্যেন প্রদর্শিতস্তত্রভবদ্ভির্ভট্টোদ্ভটাদিভিঃ। তথা চ সসন্দেহা-

---

শিখরিণীতি। অত্র লোহিতং বিম্বফলং শুকো দশতীতি ন ব্যঞ্জকতা কাচিৎ। যদা তু কবিনিবদ্ধস্য সাভিলাষস্য তরুণস্য বক্তুরিত্থং প্রৌঢ়োক্তিস্তদা ব্যঞ্জকত্বম্।

সাদরবিতীর্ণযৌবনহস্তালম্বং সমুন্নমদ্ভ্যাম্।

অভ্যুত্থানমিব মন্মথস্য দত্তং তব স্তনাভ্যাম্॥

স্তনৌ তাবদিহ প্রধানভূতৌ ততোঽপি গৌরবিতঃ কামস্তাভ্যামভ্যুত্থানেনোপচর্যতে। যৌবনং চানয়োঃ পরিচারকভাবেন স্থিতমিত্যেবংবিধেনোক্তিবৈচিত্র্যেণ ত্বদীয়স্তনাবলোকনপ্রবৃদ্ধমন্মথাবস্থঃ কো ন ভবতীতি ভঙ্গ্যা স্বাভিপ্রায়ধ্বননং কৃতম্। তব তারুণ্যেনোন্নতৌ স্তনাবিতি হি বচনেন ব্যঞ্জকতা। ন কেবলমিতি। উক্তিবৈচিত্র্যং তাবৎ সর্বথোপযোগি ভবতীতি ভাবঃ।

শিখিপিচ্ছকর্ণপূরা জায়া ব্যাধস্য গর্বিণী ভ্রমতি।

মুক্তাফলরচিতপ্রসাধনানাং মধ্যে সপত্নীনাম্॥

শিখিমাত্রমারণমেব তদাসক্তস্য কৃত্যম্। অন্যাসু ত্বাসক্তো হস্তিনোঽপ্যমারয়দিতি হি বচনেনোক্তমুত্তমসৌভাগ্যম্। রচিতানি বিবিধভঙ্গীভিঃ প্রসাধনানীতি তাসাং সম্ভোগব্যগ্রিমাভাবাত্তদ্বিরচনশিল্পকৌশলমেব পরমিতি দৌর্ভাগ্যাতিশয় ইদানীমিতি প্রকাশিতম্। গর্বশ্চ বাল্যাবিবেকাদিনাপি ভবতীতি নাত্র শক্তিসম্ভাবশঙ্ক্যঃ। এষ চার্থো যথা যথা বর্ণ্যতে আস্তাং বা বর্ণনা, বহিরপি যদি প্রত্যক্ষাদিনাবলোক্যতে তথা তথা সৌভাগ্যাতিশয়ং ব্যাধবধ্বা দ্যোতয়তি॥ ২৪॥

এবমর্থশক্ত্যুদ্ভবো দ্বিভেদো বস্তুমাত্রস্য ব্যঞ্জনীয়ত্বে বস্তুধ্বনিরূপতয়া নিরূপিতঃ। ইদানীং তস্যৈবালঙ্কাররূপে ব্যঞ্জনীয়েঽলঙ্কারধ্বনিত্বমপি ভবতীত্যাহ—অর্থেত্যাদি। ন কেবলং শব্দশক্তেরলঙ্কারঃ প্রতীয়তে পূর্বোক্তনীত্যা যাবদর্থশক্তেরপি। যদি বা ন কেবলং যত্র বস্তুমাত্রং প্রতীয়তে যাবদলঙ্কারোঽপীত্যপিশব্দার্থঃ। অন্যশব্দং ব্যাচষ্টে —বাচ্যেতি॥ ২৫॥

দিষূপমারূপকাতিশয়োক্তীনাং প্রকশেমানত্বং প্রদর্শিতমিত্যলঙ্কারান্তর-স্যালঙ্কারান্তরে ব্যঙ্গ্যত্বং ন যত্নপ্রতিপাদ্যম্। ইয়ৎ পুনরুচ্যত এব —

অলঙ্কারান্তরস্যাপি প্রতীতৌ যত্র ভাসতে।
তৎপরত্বং ন বাচ্যস্য নাসৌ মার্গো ধ্বনের্মতঃ ॥ ২৭ ॥

অলঙ্কারান্তরেষু ত্বনুরণনরূপালঙ্কারপ্রতীতৌ সত্যামপি যত্র বাচ্যস্য ব্যাঙ্গ্যপ্রতিপাদনৌন্মুখ্যেন চারুত্বং ন প্রকাশতে নাসৌ ধ্বনের্মার্গঃ। তথা চ দীপকাদাবলঙ্কারে উপমায়া গম্যমানত্বেঽপি তৎপরত্বেন চারু-ত্বস্যাব্যবস্থানান্ন ধ্বনিব্যপদেশঃ।

যথা —

চন্দমঊএহি ণিশা ণলিনী কমলেহি কুসুমগুচ্ছেহি লআ।
হংসেহি সরঅসোহা কব্বকহা সজ্জনেহি করই গরুঈ ॥
(চন্দ্রময়ূখৈর্নিশা নলিনী কমলৈঃ কুসুমগুচ্ছৈর্লতা।
হংসৈঃ শারদশোভা কাব্যকথা সজ্জনৈঃ ক্রিয়তে গুর্বী ॥ ইতিচ্ছায়া)

আশঙ্ক্যেতি। শব্দশক্ত্যা শ্লেষাদ্যলঙ্কারো ভাসত ইতি সম্ভাব্যমেতৎ। অর্থশক্ত্যা তু কোঽলঙ্কারো ভাতীত্যাশঙ্কাবীজম্। সর্ব ইতি প্রদর্শিত ইতি চ পদেনাসম্ভাব-নাত্র মিথ্যৈবেত্যাহ।

উপমানেন তত্ত্বং চ ভেদং চ বদতঃ পুনঃ।
সসন্দেহং বচঃ স্তুত্যৈ সসন্দেহং বিদুর্যথা ॥ ইতি।

তস্যাঃ পাণিরয়ং নু মারুতচলৎপত্রাঙ্গুলিঃ পল্লবঃ ইত্যাদাবুপমা রূপকং বা ধ্বন্যতে। অতিশয়োক্তেশ্চ প্রায়শঃ সর্বালঙ্কারেষু ধ্বন্যমানত্বম্। অলঙ্কারান্তরস্যেতি। যত্রা-লঙ্কারোঽপ্যলঙ্কারান্তরং ধ্বনতি তত্র বস্তুমাত্রেণালঙ্কারো ধ্বন্যত ইতি কিয়দিদমসম্ভাব্য-মিতি তাৎপর্যেণালঙ্কারান্তরশব্দো বৃত্তিকৃতা প্রযুক্তো ন তু প্রকৃতোপযোগী; ন হ্যলঙ্কারেণালঙ্কারো ধ্বন্যত ইতি প্রকৃতমদঃ, অর্থশক্ত্যুদ্ভবে ধ্বনৌ বস্ত্বিবালঙ্কারোঽপি ব্যঙ্গ্য ইত্যেতাবতঃ প্রকৃতত্বাৎ। তথা চোপসংহারগ্রন্থে 'তেঽলঙ্কারাঃ পরাং ছায়াং যান্তি ধ্বন্যঙ্গতাং গতাঃ' ইত্যত্র শ্লোকে বৃত্তিকৃৎ 'ধ্বন্যঙ্গতা চোভাভ্যাং প্রকারাভ্যাম্' ইত্যুপক্রম্য 'তত্রেহ প্রকরণাদ্ব্যঙ্গ্যত্বেনেত্যবগন্তব্যম্' ইতি বক্ষ্যতি। অন্তরশব্দো বোভয়ত্রাপি বিশেষপর্য্যায়ঃ; বৈষায়িকী সপ্তমী, ন তু প্রাগ্ব্যাখ্যায়ামিব নিমিত্ত-

ইত্যাদিষূপমাগর্ভত্বেঽপি সতি বাচ্যালঙ্কারমুখেনৈব চারুত্বং ব্যবতিষ্ঠতে ন ব্যঙ্গ্যালঙ্কারতাৎপর্যেণ। তস্মাত্তত্র বাচ্যালঙ্কারমুখেনৈব কাব্যব্যপদেশো ন্যায্যঃ। যত্র তু ব্যঙ্গ্যপরত্বেনৈব বাচ্যস্য ব্যবস্থানং তত্র ব্যঙ্গ্যমুখেনৈব ব্যপদেশো যুক্তঃ।

যথা—

প্রাপ্তশ্রীরেষ কস্মাৎ পুনরপি ময়ি তং মন্থখেদং বিদধ্যা-
ন্নিদ্রামপ্যস্য পূর্বামনলসমনসো নৈব সম্ভাবয়ামি।
সেতুং বধ্নাতি ভূয়ঃ কিমিতি সকলদ্বীপনাথানুযাত-
স্ত্বয্যায়াতে বিতর্কানিতি দধত ইবাভাতি কম্পঃ পয়োধেঃ॥

সপ্তমী। তদয়মর্থঃ—বাচ্যালঙ্কারবিশেষবিষয়ে ব্যঙ্গ্যালঙ্কারবিশেষো ভাতীত্যুদ্ভটাদিভিরুক্তমেবেত্যর্থশক্ত্যালঙ্কারো ব্যজ্যত ইতি তৈরুপগতমেব। কেবলং তেঽলঙ্কারলক্ষণকারত্বাদ্বাচ্যালঙ্কারবিশেষবিষয়ত্বেনাহুরিতি ভাবঃ॥ ২৬॥

ননু পূর্বৈরেব যদীদমুক্তং কিমর্থং তব যত্ন ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ইয়দিতি। অস্মাভিরিতি বাক্যশেষঃ। পুনঃ শব্দস্তদুক্তাদ্বিশেষদ্যোতকঃ। চন্দমঊ ইতি। চন্দ্রময়ূখাদীনাং ন নিশাদিনা বিনা কোঽপি পরভাগলাভঃ। সজ্জনানামপি কাব্যকথাং বিনা কীদৃশী সাধুজনতা। চন্দ্রময়ূখৈশ্চ নিশায়া গুরুকীকরণং ভাস্বরত্বসেব্যত্বাদি যৎ ক্রিয়তে, কমলৈর্নলিন্যাঃ শোভাপরিমললক্ষ্ম্যাদি, কুসুমগুচ্ছৈর্লতায়া অভিগম্যত্বমনোহরত্বাদি, হংসৈঃ শারদশোভায়াঃ শ্রুতিসুখকরত্বমনোহরত্বাদি, তৎ সর্বং কাব্যকথায়াঃ সজ্জনৈরিত্যেতাবানয়মর্থো গুরুঃ ক্রিয়ত ইতি দীপকবলাচ্চকাস্তি। কথাশব্দ ইদমাহ—আসতাং তাবৎ কাব্যস্য কেচন সূক্ষ্মা বিশেষাঃ, সজ্জনৈর্বিনা কাব্যমিত্যেষ শব্দোঽপি ধ্বংসতে। তেষু তু সৎস্বাস্তে সুভগং কাব্যশব্দব্যপদেশভাগপি শব্দসন্দর্ভমাত্রং; তথা তৈঃ ক্রিয়তে যথাদরণীয়তাং প্রতিপদ্যত ইতি দীপকস্যৈব প্রাধান্যং নোপমায়াঃ। এবং তু কারিকার্থমুদাহরণেন প্রদর্শ্যাস্যা এব কারিকায়া ব্যবচ্ছেদ্যবলেন যোঽর্থোঽভিমতো যত্র তৎপরত্বং স ধ্বনের্মার্গ ইত্যেবংরূপস্তং ব্যাচষ্টে—যত্র ত্বিতি। তত্র চ বাচ্যালঙ্কারেণ কদাচিদ্ব্যঙ্গ্যমলঙ্কারান্তরং, যদি বা বাচ্যালঙ্কারস্য সম্ভাবমাত্রং ন ব্যঞ্জকতা, বাচ্যালঙ্কারস্যাভাব এব বেতি ত্রিধাবিকল্পঃ। এতচ্চ যথাযোগমুদাহরণেষু যোজ্যম্। উদাহরতি—প্রাপ্তেতি। কস্মিংশ্চিদনন্তবলসমুদায়বতি নরপতৌ সমুদ্র-

যথা বা মমৈব—

লাবণ্যকান্তিপরিপূরিতদিঙ্মুখেঽস্মিন্
স্মেরেঽধুনা তব মুখে তরলায়তাক্ষি।
ক্ষোভং যদেতি ন মনাগপি তেন মন্যে
সুব্যক্তমেব জলরাশিরয়ং পয়োধিঃ॥

ইত্যেবংবিধে বিষয়েঽনুরণনরূপরূপকাশ্রয়েণ কাব্যচারুত্বব্যবস্থানা-দ্রূপকধ্বনিরিতি ব্যপদেশো ন্যায্যঃ।

উপমাধ্বনির্যথা—

বীরাণং রমই ঘুসিণরুণম্মি ণ তদা পিআথনুচ্ছঙ্গে।
দিঠ্ঠী রিউগঅকুম্ভত্থলম্মি জহ বহলসিন্দূরে॥

পরিসরবর্তিনি পূর্ণচন্দ্রোদয়তদীয়বলাবগাহনাদিনা নিমিত্তেন পয়োধেস্তাবৎ কম্পো জাতঃ। সোঽনেন সন্দেহেনোৎপ্রেক্ষ্যত ইতি স সন্দেহোৎপ্রেক্ষয়োঃ সঙ্করাৎ সঙ্করালঙ্কারো বাচ্যঃ। তেন চ বাসুদেবরূপতা তস্য নৃপতের্ধ্বন্যতে। যদ্যপি চাত্র ব্যতিরেকো ভাতি, তথাপি স পূর্ববাসুদেবস্বরূপাপাৎ, নাদ্যতনাৎ। অদ্যতনস্থে ভগোবতোঽপি প্রাপ্তশ্রীকত্বেনানালম্ভেন সকলদ্বীপাধিপতিবিজয়িত্বেন চ বর্তমানত্বাৎ।

ন চ সন্দেহোৎপ্রেক্ষানুপপত্তিবলাদ্রূপকস্যাক্ষেপঃ, যেন বাচ্যালঙ্কারোপস্কারকত্বং ব্যঙ্গ্যস্য ভবেৎ। যো যোঽসম্প্রাপ্তলক্ষ্মীকো নিদ্রাজখিজিগীষাক্রান্তঃ স স মাং মথ্-নীয়াদিত্যাদ্যর্থসম্ভাবনাৎ। ন চ পুনরপীতি পূর্বামিতি ভূয় ইতি চ শব্দৈরয়মা-ক্লষ্টোঽর্থঃ। পুনরর্থস্য ভূয়োঽর্থস্য চ কর্তৃভেদেঽপি সমুদ্রৈকমাত্রেণাপ্যপুপত্তেঃ। যথা পৃথ্বী পূর্বং কার্তবীর্যেণ জিতা পুনরপি জামদগ্ন্যেনেতি। পূর্বা নিদ্রা চ সিদ্ধা রাজপুত্রাদ্যবস্থায়ামপীতি সিদ্ধং রূপকধ্বনিরেবায়মিতি। শব্দব্যাপারং বিনৈবার্থ-সৌন্দর্যবলাদ্রূপণাপ্রতিপত্তেঃ। যথা চ—

জ্যোৎস্নাপূরপ্রসরধবলে সৈকতেঽস্মিনসরয়্বা
বাদদ্যূতং সুচিরমভবৎ সিদ্ধযূনোঃ কয়োশ্চিৎ।
একোঽবাদীৎ প্রথমনিহতং কেশিনং কংসমন্যো
মত্বা তত্ত্বং কথয় ভবতা কো হতস্তত্র পূর্বম্॥

ইতি কেচিদুদাহরণমত্র পঠন্তি, তদসৎ; ভবতেত্যনেন শব্দবলেনাত্র ত্বং বাসুদেব ইত্যর্থস্য স্ফূটীকৃতত্বাৎ।

যথা বা মমৈব বিষমবাণলীলায়ামসুরপরাক্রমণে কামদেবস্য—

তং তাণ সিরিসহোঅররঅণাহরণম্মি হিঅ অমেক্করসম্।
বিম্বাহরে পিআণং নিবেসিঅং কুসুমবাণেণ ॥
(তত্তেষাং শ্রীসহোদররত্নাহরণে হৃদয়মেকরসম্।
বিম্বাধরে ।প্রিয়াণাং নিবেশিতং কুসুমবাণেন ॥
ইতি ছায়া)

আক্ষেপধ্বনির্যথা—

স বক্তুমখিলান্ শক্তো হয়গ্রীবাশ্রিতান্ গুণান্।
যোঽম্বুকুম্ভৈঃ পরিচ্ছেদং জ্ঞাতুং শক্তো মহোদধেঃ ॥

লাবণ্যং সংস্থানমুগ্ধিমা। কান্তিঃ প্রভা তাভ্যাং পরিপূরিতানি সংবিভক্তানি হৃদ্যানি সম্পাদিতানি দিঙ্মুখানি যেন। অধুনা কোপকালুষ্যাদনন্তরং প্রসাদোন্মুখ্যেন। স্মেরে ঈষদ্বিহসনশীলে তরলায়তে প্রসাদান্দোলনবিকাসসুন্দরে অক্ষিণী যস্যাস্তস্যা আমন্ত্রণম্। অথ চাধুনা ন এতি, বৃত্তে তু ক্ষণান্তরে ক্ষোভমগমৎ। কোপকষায়পাটলং স্মেরং চ তব মুখং সন্ধ্যারুণপূর্ণশশধরমণ্ডলমেবেতি ভাব্যং ক্ষোভেণ চলচিত্ততয়া সহৃদয়স্য। ন চৈতি তৎসুব্যক্তমনর্থতায়ং জলরাশির্জাড্যসঞ্চয়ঃ। জলাদয়ঃ শব্দা ভাবার্থপ্রধানা ইত্যুক্তং প্রাক্। অত্র চ ক্ষোভো মদনবিকারাত্মা সহৃদয়স্য তন্মুখাবলোকনেন ভবতীতীয়ত্যভিধায়া বিশ্রান্ততয়া রূপকং ধ্বন্যমানমেব। বাচ্যালঙ্কারশ্চাত্র শ্লেষঃ, স চ ন ব্যঞ্জকঃ। অনুরণনরূপং যদ্রূপকমর্থশক্তিব্যঙ্গ্যং তদাশ্রয়েণেহ কাব্যস্য চারুত্বং ব্যবতিষ্ঠতে। ততস্তেনৈব ব্যপদেশ ইতি সম্বন্ধঃ। তুল্যযোজনত্বাদুপমাধ্বন্যুদাহরণয়োর্লক্ষণং স্বকণ্ঠেন ন যোজিতম্।

বীরাণাং রমতে ধুসৃণারুণে ন তথা প্রিয়াস্তনোৎসঙ্গে।
দৃষ্টী রিপুগজকুম্ভস্থলে যথা বহলসিন্দুরে।

প্রসাধিতপ্রিয়তমাশ্বাসনপরতয়া সমনন্তরীভূতযুদ্ধত্বরিতমনস্কতয়া চ দোলায়মানদৃষ্টিত্বেঽপি যুদ্ধে ত্বরাতিশয় ইতি ব্যতিরেকো বাচ্যালঙ্কারঃ। তত্র তু যেয়ং ধ্বন্যমানোপমা প্রিয়াকুচকুড্মলাভ্যাং সকলজনত্রাসকরেষ্বপি শাত্রবেষু মর্দনোদ্যতেষু গজকুম্ভস্থলেষু তদ্বশেন রতিমাদদানানামিব বহুমান ইতি সৈব বীরতাতিশয়চমৎকারং বিধত্ত ইত্যুপমায়াঃ প্রাধান্যম্। অসুরপরাক্রমণ ইতি। ত্রৈলোক্যবিজয়ো হি তত্রাস্য বর্ণ্যতে। তেষামসুরাণাং পাতালবাসিনাং যৈঃ পুনঃ পুনরিন্দ্রপুরাবমর্দনাদি

অত্রাতিশয়োক্ত্যা হয়গ্রীবগুণানামবর্ণনীয়তাপ্রতিপাদনরূপস্যাসাধারণতদ্বিশেষপ্রকাশনপরস্যাক্ষেপস্য প্রকাশনম্।

অর্থান্তরন্যাসধ্বনিঃ শব্দশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যোঽর্থশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যশ্চ সম্ভবতি। তত্রাদ্যস্যোদাহরণম্—

দেব্বাএত্তম্মি ফলে কিং কীরই এত্তিঅং পুণা ভণিমো।
কঙ্কিল্লপল্লবাঃ পল্লবাণঁ অন্নাণ ণ সরিচ্ছা॥

পদপ্রকাশশ্চায়ং ধ্বনিরিতি বাক্যস্যার্থান্তরতাৎপর্যেঽপি সতি ন বিরোধঃ। দ্বিতীয়স্যোদাহরণং যথা—

হিঅঅট্ঠাবিঅমণ্ণুং অবরুণ্ণমুহং হি মং পসাঅন্ত।
অবরদ্ধস্স বি ণ হু দে পহুজাণঅ রোসিউং সক্কম্॥
(হৃদয়স্থাপিতমন্যুমপরোষমুখীমপি মাং প্রসাদয়ন্।
অপরাদ্ধস্যাপি ন খলু তে বহুজ্ঞ রোষিতুং শক্যম্॥ ইতি ছায়া)

কিং কিং ন কৃতং তদ্ধৃদয়মিতি যত্তেভ্যস্তেভ্যোঽতিদুষ্করেভ্যোঽপ্যকম্পনীয়ব্যবসায়ং তচ্চ। শ্রীসহোদরাণামতএবানির্বাচোৎকর্ষাণামিত্যর্থঃ। তেষাং রত্নানামাসমন্তাদ্ধরণে একরসং তৎপরং যদ্ধৃদয়ং তৎ কুসুমবাণেন সুকুমারতরোপকরণসম্ভারেণ প্রিয়াণাং বিম্বাধরে নিবেশিতম্, তদবলোকনপরিচুম্বনদর্শনমাত্রকৃতকৃত্যতাভিমানযোগি তেন কামদেবেন কৃতম্। তেষাং হৃদয়ং যদত্যন্তং বিজিগীষাজ্বলনজাজ্বল্যমানমভূদিতি যাবৎ। অত্রাতিশয়োক্তির্বাচ্যালঙ্কারঃ। প্রতীয়মানা চোপমা। সকলরত্নসারতুল্যো বিম্বাধর ইতি হি তেষাং বহুমানো বাস্তব এব। অত এব ন রূপকধ্বনিঃ। রূপকস্যারোপ্যমাণত্বেনাবাস্তবত্বাৎ। তেষামসুরাণাং বস্তুবৃত্ত্যৈব সাদৃশ্যং স্ফুরতি। তদেব চ সাদৃশ্যং চমৎকারহেতুঃ প্রাধান্যেন। অতিশয়োক্ত্যেতি। বাচ্যালঙ্কাররূপয়েত্যর্থঃ। অবর্ণনীয়তাপ্রতিপাদনমেবাক্ষেপস্য রূপমিষ্টপ্রতিষেধাত্মকত্বাৎ। তস্য প্রাধান্যং বিশেষণদ্বারেণাহ—অসাধারণেতি।

সম্ভবতীত্যনেন প্রসঙ্গাচ্ছব্দশক্তিমূলস্যাত্র বিচার ইতি দর্শয়তি।

দৈবায়ত্তে ফলে কিং ক্রিয়তামেতাবৎ পুনর্ভণামঃ।
রক্তাশোকপল্লবাঃ পল্লবানামন্যেষাং ন সদৃশাঃ॥

অশোকস্য ফলমাত্রাদিবন্নাস্তি, কিং ক্রিয়তাং পল্লবাস্ত্বতীব হৃদ্যা ইতীয়তাভিধা

অত্র হি বাচ্যবিশেষেণ সাপরাধস্যাপি বহুজ্ঞস্য কোপঃ কর্ত্তুমশক্য ইতি সমর্থকং সামান্যমন্বিতমন্যত্তাৎপর্যেণ প্রকাশতে।

ব্যতিরেকধ্বনিরপ্যুভয়রূপঃ সম্ভবতি। তত্রাদ্যস্যোদাহরণং প্রাক্ প্রদর্শিতমেব। দ্বিতীয়স্যোদাহরণং যথা—

জাএজ্জ বণুদ্দেশে খুজ্জ ব্বিঅ পাঅবো গড়িঅবত্তো।
মা মাণুসম্মি লোএ তাএক্করসো দরিদ্দো অ॥
(জায়েয় বনোদ্দেশে কুব্জ এব পাদপো গলিতপত্রঃ।
মা মানুষে লোকে ত্যাগৈকরসো দরিদ্রশ্চ॥ ইতি ছায়া)

অত্র হি ত্যাগৈকরসস্য দরিদ্রস্য জন্মানভিনন্দনং ত্রুটিতপত্র-কুব্জপাদপজন্মাভিনন্দনং চ সাক্ষাচ্ছব্দবাচ্যম্। তথাবিধাদপি পাদপাত্তা-দৃশস্য পুংস উপমানোপমেয়ত্বপ্রতীতিপূর্বকং শোচ্যতায়ামাধিক্যং তাৎ-পর্যেণ প্রকাশয়তি। উৎপ্রেক্ষাধ্বনির্যথা—

সমাপ্তৈব। অত্র ফলশব্দস্য শক্তিবশাৎ সমর্থকমস্য বস্তুনঃ পূর্বমেব প্রতীয়তে। লোকোত্তরজিগীষাতদুপায়প্রবৃত্তস্যাপি হি ফলং সম্পল্লক্ষণং দৈবায়ত্তং কদাচিন্ন ভবেদপীত্যেবংরূপং সামান্যাত্মকম্। নন্বস্য সর্ববাক্যস্যাপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রাধান্যেন ব্যঙ্গ্যা তৎকথমর্থান্তরন্যাসস্য ব্যঙ্গ্যতা, দ্বয়োর্যুগপদেকত্র প্রাধান্যাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—পদপ্রকাশেতি। সর্বো হি ধ্বনিপ্রপঞ্চঃ পদপ্রকাশো বাক্যপ্রকাশশ্চেতি বক্ষ্যতে। তত্র ফলপদেঽর্থান্তরন্যাসধ্বনিঃ প্রাধান্যেন। বাক্যে ত্বপ্রস্তুতপ্রশংসা। তত্রাপি পুনঃ ফলপদোপাত্তসামর্থ্যসমর্থকভাবপ্রাধান্যমেব ভাতীত্যর্থান্তরন্যাসধ্বনিরেবায়মিতি ভাবঃ।

হৃদয়ে স্থাপিতো ন তু বহিঃ প্রকটিতো মন্যুর্যথা। অতএবাপ্রদর্শিতরোষ-মুখীমপি মাং প্রসাদয়ন্ হে বহুজ্ঞ, অপরাদ্ধস্যাপি তব ন খলু রোষকারণং শক্যম্। অত্র বহুজ্ঞেত্যামন্ত্রণার্থো বিশেষে পর্যবসিতঃ। অনন্তরং তু তদর্থপর্যালোচনাত্তৎ-সামান্যরূপং সমর্থকং প্রতীয়তে তদেব চমৎকারকারি। সা হি খণ্ডিতা সতী বৈদগ্ধ্যা-নুনীতা তং প্রত্যসূয়াং দর্শয়ন্তীত্থমাহ। যঃ কশ্চিদ্বহুজ্ঞো ধূর্তঃ স এবং সাপরাধোঽপি স্বাপরাধাবকাশমাচ্ছাদয়তীতি মা ত্বমাত্মনি বহুমানং মিথ্যা গ্রহীরিতি। অন্বিত মিতি। বিশেষে সামান্যস্য সংবদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ।

চন্দনাসক্তভুজগনিঃশ্বাসানিলমূর্চ্ছিতঃ।
মূর্চ্ছয়ত্যেষ পথিকান্মধৌ মলয়মারুতঃ॥

অত্র হি মধৌ মলয়মারুতস্য পথিকমূর্চ্ছাকারিত্বং মন্মথোন্মাথদায়িত্বেনৈব। তত্তু চন্দনাসক্তভুজগনিঃশ্বাসানিলমূর্চ্ছিতত্বেনোৎপ্রেক্ষিতমিত্যুৎপ্রেক্ষা সাক্ষাদনুক্তাপি বাক্যার্থসামর্থ্যাদনুরণনরূপা লক্ষ্যতে। ন চৈবংবিধে বিষয়ে ইবাদিশব্দপ্রয়োগমন্তরেণাসংবদ্ধতৈবেতি শক্যতে বক্তুম্। গমকত্বাদন্যত্রাপি তদপ্রয়োগে তদর্থাবগতিদর্শনাৎ। যথা—

ঈসাকলুসস্স বি তুহ মুহস্স ণঁ এস পুন্নিমাচন্দো।
অজ্জ সরিসত্তণং পাবিউণ অঙ্গে বিঅ ণ মাই॥
(ঈর্ষ্যাকলুষস্যাপি তব মুখস্য নন্বেষ পূর্ণিমাচন্দ্রঃ।
অদ্য সদৃশত্বং প্রাপ্যাঙ্গ এব ন মাতি॥ ইতি ছায়া)

যথা বা—ত্রাসাকুলঃ পরিপতন্ পরিতো নিকেতান্
পুংভির্ন কৈশ্চিদপি ধন্বিভিরন্ববন্ধি।
তস্থৌ তথাপি ন মৃগঃ ক্বচিদঙ্গনাভি-
রাকর্ণপূর্ণনয়নেষুহতেক্ষণশ্রীঃ॥

ব্যতিরেকধ্বনিরপীতি। অপিশব্দেনার্থান্তরন্যাসবদেব দ্বিপ্রকারত্বমাহ। প্রাগিতি। 'খং যেঽত্যুজ্জ্বলয়ন্তি' ইতি 'রক্তস্ত্বং নবপল্লবৈঃ' ইতি। জায়েয়, বনোদ্দেশ এব বনস্যৈকান্তে গহনে যত্র স্ফুটতরবহুবৃক্ষসম্পত্ত্যা প্রেক্ষতেঽপি ন কশ্চিৎ। কুব্জ ইতি রূপযোটনাদাবনুপযোগী। গলিতপত্র ইতি। ছায়ামপি ন করোতি তস্য কা পুষ্পফলবত্ত্বেত্যভিপ্রায়ঃ। তাদৃশোঽপি কদাচিদাঙ্গারিকস্যোপযোগী ভবেদুলূকাদীনাং বা নিবাসায়েতি ভাবঃ। মানুষ ইতি। স্খলভার্থিজন ইতি ভাবঃ। লোক ইতি। যত্র লোক্যতে সোঽর্থিভিস্তেন চার্থিজনো ন চ কিঞ্চিচ্ছক্যতে কর্ত্তুং তন্মহদ্বৈশসমিতি ভাবঃ। অত্র বাচ্যালঙ্কা ন কশ্চিৎ। উপমানেত্যনেন ব্যতিরেকস্য মার্গপরিশুদ্ধিং করোতি। আধিক্যমিতি। ব্যতিরেকসিত্যর্থঃ। উৎপ্রেক্ষিতমিতি। বিষবাতেন হি মূর্চ্ছিতো বৃংহিত উপচিতো মোহং করোতি। একশ্চ মূর্চ্ছিতঃ পথিকমধ্যেঽন্যেষামপি ধৈর্য্যচ্যুতিং বিদধন্মূর্চ্ছাং করোতীতীত্যুভয়থোৎপ্রেক্ষা। নন্বত্র বিশেষণমধিকীভবদ্ধেতুতয়ৈব সঙ্গচ্ছতে। ততঃ কিং? ন হি হেতুতা পরমার্থতঃ।

শব্দার্থব্যবহারে চ প্রসিদ্ধিরেবপ্রমাণম্। শ্লেষধ্বনির্যথা—

রম্যা ইতি প্রাপ্তবতীঃ পতাকাঃ রাগং বিবিক্তা ইতি বর্দ্ধয়ন্তীঃ।
যস্যামসেবন্ত নমদ্বলীকাঃ সমং বধূভির্বলভীর্যুবানঃ॥

অত্র বধূভিঃ সহ বলভীরসেবন্তেতি বাক্যার্থপ্রতীতেরনন্তরং বধ্ব ইব বলভ্য ইতি শ্লেষপ্রতীতিরশব্দাপ্যর্থসামর্থ্যান্মুখ্যত্বেন বর্ততে।

যথাসংখ্যধ্বনির্যথা—

অঙ্কুরিতঃ পল্লবিতঃ কোরকিতঃ পুষ্পিতশ্চ সহকারঃ।
অঙ্কুরিতঃ পল্লবিতঃ কোরকিতঃ পুষ্পিতশ্চ হৃদি মদনঃ॥

তথাপি তু হেতুতা উৎপ্রেক্ষ্যত ইতি যৎকিঞ্চিদেতৎ। তদিতি। তস্যৈবাদের-প্রয়োগেঽপি তস্যার্থস্যেত্যুৎপ্রেক্ষারূপস্যাবগতেঃ প্রতীতের্দর্শনাৎ। এতদেবোদাহরতি —যথেতি। ঈর্ষ্যাকলুষস্যাপীষদরুণচ্ছায়াকস্য। যদি তু প্রসন্নস্য মুখস্য সাদৃশ্যমুদ্বহেৎ সর্বদা বা তৎ কিং কুর্য্যাত্ত্বন্মুখং ত্বেতদ্ভবতীতি মনোরথানামপ্যপথমিদমিত্যপিশব্দস্যাভি-প্রায়ঃ। অঙ্গে স্বদেহে ন মাত্যেব দশ দিশঃ পূরয়তি যতঃ। অদ্যেয়তা কালেনৈকং দিবসমাত্রমিত্যর্থঃ। অত্র পূর্ণচন্দ্রেণ দিশাং পূরণং স্বরসসিদ্ধমেবমুৎপ্রেক্ষ্যতে।

নন্বু নন্বুশব্দেন বিতর্কোৎপ্রেক্ষারূপমাচক্ষাণেনাসম্বদ্ধতা নিরাকৃতেতি সম্ভাবয়মান উদাহরণান্তরমাহ—যথা বেতি। পরিতঃ সর্বতো নিকেতান্ পরিপতন্নাক্রমন্ন কৈশ্চিদপি চাপপাণিভিরসৌ মৃগোঽনুবদ্ধস্তথাপি ন ক্বচিত্তস্থৌ ত্রাসচাপলযোগাৎ স্বাভাবিকা-দেব। তত্র চোৎপ্রেক্ষা ধ্বন্যতে—অঙ্গনাভিরাকর্ণপূর্ণৈর্নেত্রশরৈর্হতা ঈক্ষণশ্রীঃ সর্বস্ব-ভূতা যস্য যতোঽহতো ন তস্থৌ। নন্বেতদপ্যসম্বদ্ধমস্থিত্যাশঙ্ক্যাহ—শব্দার্থেতি। পতাকা ধ্বজপটান্ প্রাপ্তবন্তী। রম্যা ইতি হেতোঃ। পতাকাঃ প্রসিদ্ধীঃ প্রাপ্ত-বতীঃ। কিমাকারাঃ প্রসিদ্ধীঃ রম্যা ইত্যেবমাকারাঃ। বিবিক্তা জনসঙ্কুলত্বাভাবা-দিত্যতো হেতো রাগং সম্ভোগাভিলাষং বর্ধয়ন্তীঃ। অন্যে তু রাগং চিত্রশোভামিতি। তথা রাগমনুরাগং বর্ধয়ন্তীঃ। যতো হেতোঃ বিবিক্তা বিভক্তাঙ্গ্যো লটভাঃ যাঃ। নমন্তি বলীকানি ছদিপর্যন্তভাগা যাসু। নমন্ত্যো বল্যস্ত্রিবলীলক্ষণা যাসাম্। সমমিতি সহেত্যর্থঃ। নন্বু সমশব্দাত্তুল্যার্থোঽপি প্রতীতঃ। সত্যম্; সোঽপি শ্লেষবলাৎ। শ্লেষশ্চ নাভিধাবৃত্তেরাক্ষিপ্তঃ, অপি ত্বর্থসৌন্দর্যবলাদেবেতি সর্বথা ধ্বন্যমান এব শ্লেষঃ। অতএব বধ্ব ইব বলভ্য ইত্যভিদধতাপি বৃত্তিকৃতোপমাধ্বনিরিতি নোক্তম্। শ্লেষ-

অত্র হি যথোদ্দেশমনূদ্দেশে যচ্চারুত্বমনুরণনরূপং মদনবিশেষণভূতাঙ্কুরিতাদিশব্দগতং তন্মদনসহকারয়োস্তুল্যযোগিতাসমুচ্চয়লক্ষণাদ্বাচ্যাদতিরিচ্যমানমালক্ষ্যতে। এবমন্যেঽপ্যলঙ্কারা যথাযোগং যোজনীয়াঃ। এবমলঙ্কারধ্বনিমার্গং ব্যুৎপাদ্য তস্য প্রয়োজনবত্তাং খ্যাপয়িতুমিদমুচ্যতে—

শরীরীকরণং যেষাং বাচ্যত্বেন ব্যবস্থিতম্।
তেঽলঙ্কারাঃ পরাং ছায়াং যান্তি ধ্বন্যঙ্গতাং গতঃ ॥ ২৮॥

ধ্বন্যঙ্গতা চোভাভ্যাং প্রকারাভ্যাং ব্যঞ্জকত্বেন ব্যঙ্গ্যত্বেন চ। তত্রেহ

স্যৈবাত্র মূলত্বাৎ। সমা ইতি হি যদি স্পষ্টং ভবেত্তদোপমায়া এব স্পষ্টত্বাচ্ছ্লেষস্তদাক্ষিপ্তঃ স্যাৎ। সমমিতি নিপাতোঽঞ্জসা সহার্থবৃত্তির্ব্যঞ্জকত্ববলেনৈব ক্রিয়াবিশেষণত্বেন শব্দশ্লেষতামিতি। ন চ তেন বিনাভিধায়া অপরিপুষ্টতা কাচিৎ। অতএব সমাপ্তায়ামেবাভিধায়াং সহৃদয়ৈরেব স দ্বিতীয়োঽর্থোঽপৃথক্প্রযত্নেনৈবাবগম্যঃ। যথোক্তং প্রাক্—'শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব' ইত্যাদি। এতচ্চ সর্বোদাহরণেষ্বনুসর্তব্যম্। 'পীনশ্চৈত্রো দিবা নাত্তি' ইত্যত্রাভিধৈবাপর্যবসিতেতি সৈব স্বার্থনির্বাহায়ার্থান্তরং শব্দান্তরং বাকর্ষতীত্যনুমানস্য শ্রুতার্থাপত্তের্বা তার্কিকমীমাংসকয়োর্ন ধ্বনিপ্রসঙ্গ ইত্যলং বহুনা। তদাহ—অশব্দাপীতি। এবমন্যেঽপীতি। সর্বেষামেবার্থালঙ্কারাণাং ধ্বন্যমানতা দৃশ্যতে। যথা চ দীপকধ্বনিঃ—

মা ভবন্তমনলঃ পবনো বা বারণো মদকলঃ পরশুর্বা।
বজ্রমিন্দ্রকরবিপ্রসৃতং বা স্বস্তি তেঽস্তু লতয়া সহ বৃক্ষ ॥

ইত্যত্র বাধিষ্ঠেতি গোপ্যমানাদেব দীপকাদত্যন্তস্নেহাস্পদত্বপ্রতিপত্ত্যা চারুত্বনিষ্পত্তিঃ। অপ্রস্তুতপ্রশংসাধ্বনিরপি—

ঢুণ্ঢুল্লন্তো মরিহিসি কণ্টঅকলিআইং কেঅইবণাইং।
মালইকুসুমসরিচ্ছং ভমর ভমন্তো ণ পাবিহিসি ॥

প্রিয়তমেন সাকমুদ্যানে বিহরন্তী কাচিন্নায়িকা ভ্রমরমেবমাহেতি ভৃঙ্গস্যাভিধায়াং প্রস্তুতত্বমেব। ন চামন্ত্রণাদপ্রস্তুতত্বাবগতিঃ, প্রত্যুতামন্ত্রণং তস্যা মৌগ্ধ্যবিজৃম্ভিতমিতি অভিধয়া তাবন্নাপ্রস্তুতপ্রশংসা সমাপ্যা। সমাপ্তায়াং পুনরভিধায়াং বাচ্যার্থবলাদন্যাপদেশতা ধ্বন্যতে। যৎসৌভাগ্যাভিমানপূর্ণা সুকুমারপরিমলমালতীকুসুমসদৃশী কুলবধূর্নির্ব্যাজপ্রেমপরতয়া কৃতকবৈদগ্ধ্যলব্ধপ্রসিদ্ধ্যতিশয়ানি শম্ভলীকণ্টকব্যাপ্তানি দুরা-

প্রকরণাদ্ব্যঙ্গত্বেনেত্যবগন্তব্যম্। ব্যঙ্গত্বেঽপ্যলঙ্কারাণাং প্রাধান্যবিবক্ষায়ামেব সত্যাং ধ্বনাবন্তঃপাতঃ। ইতরথা তু গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বং প্রতিপাদয়িষ্যতে। অঙ্গিত্বেন ব্যঙ্গ্যতায়ামপি।

অলঙ্কারাণাং দ্বয়ী গতিঃ—কদাচিদ্বস্তুমাত্রেণ ব্যজ্যন্তে, কদাচিদলঙ্কারেণ। তত্র—

ব্যজ্যন্তে বস্তুমাত্রেণ যদালঙ্কৃতয়স্তয়া।
ধ্রুবং ধ্বন্যঙ্গতা তাসাং

অত্র হেতুঃ—

কাব্যবৃত্তিস্তদাশ্রয়া ॥ ২৯ ॥

মোদকেতকীবনস্থানীয়ানি বেশ্যাকুলানীতশ্চেতশ্চ চঙ্ক্রম্যমাণং প্রিয়তমমুপালভতে। অপহ্নুতিধ্বনির্যথাস্মদুপাধ্যায়ভট্টেন্দুরাজস্য—

যঃ কালাগুরুপত্রভঙ্গরচনাবাসৈকসারায়তে
গৌরাঙ্গীকুচকুম্ভভূরিসুভগাভোগে সুধাধামনি।
বিচ্ছেদানলদীপিতোৎকবনিতাচেতোধিবাসোদ্ভবং
সন্তাপং বিনিনীষুরেষ বিতত্তৈরঙ্গৈর্নতাঙ্গি স্মরঃ॥

অত্র চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনো লক্ষ্মণো বিয়োগাগ্নিপরিচিতবনিতাহৃদয়োদিতপ্লোষমলীমসচ্ছবিমন্মথাকারতয়াপহ্নবো ধ্বন্যতে। অত্রৈব সসন্দেহধ্বনিঃ—যতশ্চন্দ্রবর্ত্তিনস্তস্য নামাপি ন গৃহীতম্। অপি তু গৌরাঙ্গীস্তনাভোগস্থানীয়ে চন্দ্রমসি কালাগুরুপত্রভঙ্গবিচ্ছিত্ত্যাস্পদত্বেন যঃ সারতামুৎকৃষ্টতামাচরতীতি তন্ন জানীমঃ। কিমেতদ্বাস্থিতি সসন্দেহোঽপি ধ্বন্যতে। পূর্বমনঙ্গীকৃতপ্রণয়ামনুতপ্তাং বিরহোৎকণ্ঠিতাং বল্লভাগমনপ্রতীক্ষাপরত্বেন কৃতপ্রসাধনাদিবিধিতয়া বাসকসজ্জীভূতাং পূর্ণচন্দ্রোদয়াবসরে দূতীমুখানীতঃ প্রিয়তমস্ত্বদীয়কুচকলসন্যস্তকালাগুরুপত্রভঙ্গরচনা মন্মথোদ্দীপনকারিণীতি চাটুকং কুর্বাণশ্চন্দ্রবর্তিনী চেয়ং কুবলয়দলশ্যামলকান্তিরেবমেব করোতীতি প্রতিবস্তূপমাধ্বনিরপি। সুধাধামনীতি চন্দ্রপর্যায়তয়োপাত্তমপি পদং সন্তাপং বিনিনীষুরিত্যত্র হেতুতামপি ব্যনক্তীতি হেত্বলঙ্কারধ্বনিরপি। ত্বদীয়কুচশোভা মৃগাঙ্কশোভা চ সহ মদনমুদ্দীপয়ত ইতি সহোক্তিধ্বনিরপি। 'ত্বৎকুচসদৃশশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রসমস্ত্বৎকুচাভোগঃ' ইত্যর্থপ্রতীতেরুপমেয়োপমাধ্বনিরপি। এবমন্যেঽপ্যত্রভেদাঃ শক্যোৎপ্রেক্ষাঃ। মহাকবিবাচোঽস্যাঃ কামধেনুত্বাৎ। যতঃ—

যস্মাত্তত্র তথাবিধব্যঙ্গ্যালঙ্কারপরত্বেনৈব কাব্যং প্রবৃত্তম্। অন্যথা তু তদ্বাক্যমাত্রমেব স্যাৎ। তাসামেবালঙ্কৃতীনাম্—

অলঙ্কারান্তরব্যঙ্গ্যভাবে

পুনঃ—

ধ্বন্যঙ্গতা ভবেৎ।

চারুত্বোৎকর্ষতো ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যং যদি লক্ষ্যতে ॥ ৩০ ॥

উক্তং হ্যেতৎ—'চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনা ব্যচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্যবিবক্ষা' ইতি। বস্তুমাত্রব্যঙ্গ্যত্বে চালঙ্কারাণামনন্তরোপদর্শিতেভ্য এবোদাহরণেভ্যো বিষয় উন্নেয়ঃ। তদেবমর্থমাত্রেণালঙ্কারবিশেষরূপেণ

হেলাপি কস্যচিদচিন্ত্যফলপ্রসূত্যৈ কস্যাপি নালমণবেঽপি ফলায় যত্নঃ।
দিগ্দন্তিরোমচলনং ধরণীং ধুণোতি থাৎসম্পতন্নপি লতাং চলয়েন্ন ভৃঙ্গঃ ॥

এষাং তু ভেদানাং সংসৃষ্টিত্বং সঙ্করত্বং চ যথাযোগং চিন্ত্যম্। অতিশয়োক্তির্ধ্বনির্যথা মমৈব—

কেলীকন্দলিতস্য বিভ্রমমধোধূর্যং বপুস্তে দৃশৌ
ভঙ্গীভঙ্গুরকামকার্ম্মুকমিদং ভ্রূনর্মকর্ম্মক্রমঃ।
আপাতেঽপি বিকারকারণমহো বক্ত্রস্থুজন্মাসবঃ
সত্যং সুন্দরি বেধসস্ত্রিজগতীসারস্ত্বমেকাকৃতিঃ ॥

অত্র হি মধুমাসমদনাসবানাং ত্রৈলোক্যে সুভগতান্যোন্যং পরিপোষকত্বেন। তে তু ত্বয়ি লোকোত্তরেণ বপুষা সম্ভূয় স্থিতা ইত্যতিশয়োক্তির্ধ্বন্যতে। আপাতেঽপি বিকারকারণমিত্যাস্বাদপরম্পরাক্রিয়য়াপি বিনা বিকারাত্মনঃ ফলস্য সম্পত্তিরিতি বিভাবনাধ্বনিরপি। বিভ্রমমধোধূর্যমিতি তুল্যযোগিতাধ্বনিরপি। এবং সর্বালঙ্কারাণাং ধ্বন্যমানত্বমস্তীতি মন্তব্যম্। ন তু যথা কৈশ্চিন্নিয়তবিষয়ীকৃতম্। যথাযোগমিতি। ক্বচিদলঙ্কারঃ ক্বচিদ্বস্তু ব্যঞ্জকমিত্যর্থো যোজনীয় ইতি ॥ ২৭ ॥

ননূক্তান্তাবচ্চিরন্তনৈরলঙ্কারাস্তেষাং তু ভবতা যদি ব্যঙ্গ্যত্বং প্রদর্শিতং কিমিয়তেত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিত্যাদি। যেষামলঙ্কারাণাং বাচ্যত্বেন শরীরীকরণং শরীরভূতাৎ প্রস্তুতাদর্থান্তরভূততয়া অশরীরাণাং কটকাদিস্থানীয়ানাং শরীরতাপাদনং ব্যবস্থিতং সুকবীনামযত্নসম্পাদ্যতয়া। যদি বা বাচ্যত্বে সতি যেষাং শরীরতাপাদনমপি ন

বার্থেনার্থান্তরস্যালঙ্কারস্য বা প্রকাশনে চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনে সতি প্রাধান্যেঽর্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যো ধ্বনিরবগন্তব্যঃ।

এবং ধ্বনেঃ প্রভেদান্ প্রতিপাদ্য তদাভাসবিবেকং কর্ত্তুমুচ্যতে—

যত্র প্রতীয়মানোঽর্থঃ প্রম্লিষ্টত্বেন ভাসতে।
বাচ্যস্যাঙ্গতয়া বাপি নাস্যাসৌ গোচরো ধ্বনেঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বিবিধোঽপি প্রতীয়মানঃ স্ফুটোঽস্ফুটশ্চ। তত্র য এব স্ফুটঃ শব্দশক্ত্যার্থশক্ত্যা বা প্রকাশতে স এব ধ্বনের্মার্গো নেতরঃ। স্ফুটোঽপি যোঽভি-

---

ব্যবস্থিতং দুর্ঘটমিতি যাবৎ। তেঽলঙ্কারা ধ্বনের্ব্যাপারস্য কাব্যস্য বাঽঙ্গতাং ব্যঙ্গ্যরূপতয়া গতাঃ সন্তঃ পরাং দুর্লভাং ছায়াং কান্তিমাত্মরূপতাং যান্তি। এতদুক্তং ভবতি—সুকবির্বিদগ্ধপুরন্ধ্রীবদ্ভূষণং যদ্যপি শ্লিষ্টং যোজয়তি, তথাপি শরীরতাপত্তিরেবাস্য কষ্টসম্পাদ্যা কুঙ্কুমপীতিকায়া ইব। আত্মতায়াস্তু কা সম্ভাবনাপি। এবম্ভূতা চেয়ং ব্যঙ্গ্যতা যা অপ্রধানভূতাপি বাচ্যমাত্রালঙ্কারেভ্য উৎকর্ষমলঙ্কারাণাং বিতরতি। বালক্রীড়ায়ামপি রাজত্বমিবেত্যমুমর্থং মনসি কৃত্বাহ—ইতরথা ত্বিতি ॥ ২৮॥ তত্রেতি। দ্বয্যাং গতৌ সত্যাম্। অত্র হেতুরিত্যয়ং বৃত্তিগ্রন্থঃ। কাব্যস্য কবিব্যাপারস্য বৃত্তিস্তদাশ্রয়ালঙ্কারপ্রবণা যতঃ। অন্যথেতি। যদি ন তৎপরত্বমিত্যর্থঃ। তেন তত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা নৈব শঙ্ক্যেতি তাৎপর্যম্। তাসামেবালঙ্কৃতীনামিত্যয়ং পঠিষ্যমাণকারিকোপস্কারঃ। পুনরিতি কারিকামধ্য উপস্কারঃ। ধ্বন্যঙ্গতেতি। ধ্বনিভেদত্বমিত্যর্থঃ। ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যমিতি। অত্র হেতুঃ—চারুত্বোৎকর্ষত ইতি। যদীতি। তদপ্রাধান্যে তু বাচ্যালঙ্কারঃ এব প্রধানমিতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যতেতি ভাবঃ। নন্বলঙ্কারো বস্তুনা ব্যজ্যতে অলঙ্কারান্তরেণ চ ব্যজ্যত ইত্যত্রোদাহরণানি কিমিতি ন দর্শিতানীত্যাশঙ্ক্যাহ—বস্বিতি। এতৎ সংক্ষিপ্যোপসংহরতি—তদেবমিতি। ব্যঙ্গ্যস্য ব্যঞ্জকস্য চ প্রত্যেকং বস্ত্বলঙ্কাররূপতয়া দ্বিপ্রকারত্বাচ্চতুর্বিধোঽয়মর্থশক্ত্যুদ্ভব ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ২৯, ৩০ ॥

এবমিতি। অবিবক্ষিতবাচ্যো বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ইতি দ্বৌ মূলভেদৌ। আদ্যস্য দ্বৌ ভেদৌ—অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যোঽর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যশ্চ। দ্বিতীয়স্য দ্বৌ ভেদৌ—অলক্ষ্যক্রমোঽনুরণনরূপশ্চ। প্রথমোঽনন্ত ভেদঃ। দ্বিতীয়ো দ্বিবিধঃ—শব্দশক্তিমূলোঽর্থশক্তিমূলশ্চ। পশ্চিমস্ত্রিবিধঃ—কবিপ্রৌঢ়োক্তিকৃতশরীরঃ কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিকৃতশরীরঃ স্বতঃসম্ভবী চ। তে চ প্রত্যেকং ব্যঙ্গব্যঞ্জকয়ো-

ধেয়স্যাঙ্গত্বেন প্রতীয়মানোঽবভাসতে সোঽস্যানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনের-গোচরঃ। যথা –

কমলাঅরা ণ মলিআ হংসা উড্ডাবিআ ণ অ পিউচ্ছা।
কেণ বি গামতডাএ অব্ভং উত্তাণঅং ফলিহম্॥

অত্র হি প্রতীয়মানস্য মুগ্ধবধ্বা জলধরপ্রতিবিম্বদর্শনস্য বাচ্যাঙ্গত্বমেব। এবংবিধে বিষয়েঽন্যত্রাপি যত্র ব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া বাচ্যস্য চারুত্বোৎকর্ষ-প্রতীত্যা প্রধান্যমবসীয়তে, তত্র ব্যঙ্গ্যস্যাঙ্গত্বেন প্রতীতের্ধ্বনের-বিষয়ত্বম্।

যথা –

বাণীরকুড়ঙ্গোড্ডীণসউনিকোলাহলং সুণন্তীএ।
ঘরকম্ম বাবড়াএ বহুএ সীঅন্তি অঙ্গাইং॥

এবংবিধো হি বিষয়ঃ প্রায়েণ গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যোদাহরণত্বেন নির্দেক্ষ্যতে। যত্র তু প্রকরণাদিপ্রতিপত্ত্যা নির্দ্ধারিতবিশেষো বাচ্যোঽর্থঃ

রুক্তভেদনয়েন চতুর্ধেতি দ্বাদশবিধোঽর্থশক্তিমূলঃ। আদ্যাশ্চত্বারো ভেদা ইতি ষোড়শ মুখ্যভেদাঃ। তে চ পদবাক্যপ্রকাশত্বেন প্রত্যেকং দ্বিবিধা বক্ষ্যন্তে। অলক্ষ্য-ক্রমস্য তু বর্ণপদবাক্যসংঘটনাপ্রবন্ধপ্রকাশ্যত্বেন পঞ্চত্রিংশদ্ভেদাঃ। তদভাসেভ্যো ধ্বন্যাভাসেভ্যো বিবেকো বিভাগঃ। অন্যেত্যাত্মভূতস্য ধ্বনেরসৌ কাব্যবিশেষো ন গোচরঃ।

কমলাকরা ন মলিনা হংসা উড্ডায়িতা ন চ সহসা। (ন বিষণ্ণ ইত্যর্থঃ)
কেনাপি গ্রামতড়াগেঽভ্রমুত্তানিতং ক্ষিপ্তম্॥ ইতি ছায়া।

অন্যে তু পিউচ্ছা পিতৃষ্বসঃ ইত্থমামন্ত্র্যতে। কেনাপি অতিনিপুণেন। বাচ্যাঙ্গ-ত্বমেবেতি। বাচ্যেনৈব হি বিস্ময়বিভাবরূপেণ মুগ্ধিমাতিশয়ঃ প্রতীয়ত ইতি বাচ্যাদেব চারুত্বসম্পৎ। বাচ্যং তু স্বাত্মোপপত্তয়েঽর্থান্তরং স্বোপকারবাঞ্ছয়া ব্যনক্তি।

বেতসলতাগহনোড্ডীনশকুনিকোলাহলং শৃণ্বত্যাঃ।
গৃহকর্মব্যাপৃতায়া বধ্বাঃ সীদন্ত্যঙ্গানি॥ ইতিচ্ছায়া।

অত্র দত্তসঙ্কেতচৌর্যকামুকরতসমুচিতস্থানপ্রাপ্তির্ধ্বন্যমানা বাচ্যমেবোপস্কুরুতে তথা হি গৃহকর্মব্যাপৃতায়া ইত্যন্যপরায়া অপি, বধ্বা ইতি সাতিশয়লজ্জাপারতন্ত্র্য-

পুনঃ প্রতীয়মানাঙ্গত্বেনৈবাবভাসতে সোঽস্যৈবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনের্মার্গঃ। যথা—

উচ্চিণসু পড়িঅ কুসুমং মা ধুণ সেহালিঅং হলিঅসুহ্নে।
অহ দে বিসমবিরাবো সসুরেণ সুও বলঅসহো॥

অত্র হ্যবিনয়পতিনা সহ রমমাণা সখী বহিঃশ্রুতবলয়কলকলয়া সখ্যা প্রতিবোধ্যতে। এতদপেক্ষণীয়ং বাচ্যার্থপতিপত্তয়ে। প্রতিপন্নে চ বাচ্যেঽর্থে তস্যাবিনয়প্রচ্ছাদনতাৎপর্যেণাভিধীয়মানত্বাৎ পুনর্ব্যঙ্গ্যাঙ্গত্বমেবেত্যস্মিন্ননুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনাবন্তর্ভাবঃ।

বদ্ধায়া অপি, অঙ্গানীত্যেকমপি ন তাদৃগঙ্গং যদগাম্ভীর্য্যাবহিত্থবশেন সংবরীতুং পারিতম্, সীদন্তীত্যাস্তাং গৃহকর্ম্মসম্পাদনং স্বাত্মানমপি ধর্ত্তুং ন প্রভবন্তীতি। গৃহকর্মযোগেন স্ফুটং তথা লক্ষ্যমাণানীতি। অস্মাদেব বাচ্যাৎ সাতিশয়মদনপরবশতাপ্রতীতেশ্চারত্বসম্পত্তিঃ। যত্র স্থিতি। প্রকরণমাদির্যস্য শব্দান্তরসন্নিধানসামর্থ্যলিঙ্গাদেস্তদবগমাদেব যত্রার্থে নিশ্চিতসমন্তস্বভাবঃ। পুনর্বাচ্যঃ পুনরপি স্বশব্দেনোক্তোঽত এব স্বাত্মাবগতেঃ সম্পন্নপূর্বত্বাদেব তাবন্মাত্রপর্যবসায়ী ন ভবতি তথাবিধশ্চ প্রতীয়মানস্যাঙ্গতামেতীতি সোঽস্য ধ্বনের্বিষয় ইত্যনেন ব্যঙ্গ্যতাৎপর্যনিবন্ধনং স্ফুটং বদতা ব্যঙ্গ্যগুণীভাবে ত্বেতদ্বিপরীতমেব নিবন্ধনং মন্তব্যমিত্যুক্তং ভবতি।

উচ্চিনু পতিতং কুসুমং মা ধুনোহি শেফালিকাং হালিকস্নুষে।
এষ তে বিষমবিপাকঃ শ্বশুরেণ শ্রুতো বলয়শব্দঃ॥ ইতিচ্ছায়া।

যতঃ শ্বশুরঃ শেফালিকালতিকাং প্রযত্নে রক্ষংস্তস্যা আকর্ষণধূননাদিনা কুপ্যতি। তেনাত্র বিষমপরিপাকত্বং মন্তব্যম্। অন্যথা স্বোক্ত্যৈব ব্যঙ্গ্যাক্ষেপঃ স্যাৎ। অত্র চ 'কস্সবা ণ হোই রোসো' ইত্যেতদনুসারেণ ব্যাখ্যা কর্ত্তব্যা। বাচ্যার্থস্য প্রতিপত্তয়ে লাভায় এতদ্ব্যঙ্গ্যপেক্ষণীয়ম্। অন্যথা বাচ্যোঽর্থো ন লভ্যেত। স্বতঃসিদ্ধতন্না অবচনীয় এব সোঽর্থঃ স্যাদিতি যাবৎ। নন্বেবং ব্যঙ্গ্যস্যোপস্কারতা প্রত্যুতোক্তা ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতিপন্নে চেতি। শব্দেনোক্ত ইতি যাবৎ॥ ৩১॥

তদাভাসবিবেকে প্রস্তুত ইতি সপ্তমী হেতৌ। তদাভাসবিবেকপ্রস্তাবলক্ষণাৎ প্রসঙ্গাদিতি যাবৎ। কস্য তদাভাস ইত্যপেক্ষায়ামাহ—বিবক্ষিতবাচ্যস্যেতি। স্পষ্টে তু ব্যাখ্যানে প্রস্তুত ইত্যসংগতম্। পরিসমাপ্তৌ হি বিবক্ষিতাভিধেয়স্য তদাভাস-

এবং বিবক্ষিতবাচ্যস্য ধ্বনেস্তদাভাসবিবেকে প্রস্তুতে সত্যবিবক্ষিত-বাচ্যস্যাপি তং কর্ত্তুমাহ—

অব্যুৎপত্তেরশক্তের্বা নিবন্ধো যঃ স্খলদ্গতেঃ।
শব্দস্য স চ ন জ্ঞেয়ঃ সূরিভির্বিষয়ো ধ্বনেঃ॥ ৩২॥

স্খলদ্গতেরুপচরিতস্য শব্দস্যাব্যুৎপত্তেরশক্তের্বা নিবন্ধো যঃ স চ ন ধ্বনের্বিষয়ঃ। যতঃ—

সর্বেষ্বেব প্রভেদেষু স্ফুটত্বেনাবভাসনম্।
যদ্ব্যঙ্গ্যস্যাঙ্গিভূতস্য তৎপূর্ণং ধ্বনিলক্ষণম্॥ ৩৩॥

বিবেকঃ। ন ত্বধুনা প্রস্তুতঃ। নাপ্যুত্তরকালমনুবধ্নাতি। স্খলদ্গতেরিতি। গৌণস্য লাক্ষণিকস্য বা শব্দস্যেত্যর্থঃ। অব্যুৎপত্তিরনুপ্রাসাদিনিবন্ধনতাৎপর্যপ্রবৃত্তেঃ। যথা—

প্রেঙ্খৎপ্রেমপ্রবন্ধপ্রচুরপরিচয়ে প্রৌঢ়সীমন্তিনীনাং
চিত্তাকাশাবকাশে বিহরতি সততং যঃ স সৌভাগ্যভূমিঃ।

অত্রানুপ্রাসরসিকতয়া প্রেঙ্খদিতি লাক্ষণিকঃ, চিত্তাকাশ ইতি গৌণঃ প্রয়োগঃ কবিনা কৃতোঽপি ন ধ্বন্যমানরূপসুন্দরপ্রয়োজনাংশপর্যবসায়ী। অশক্তির্বৃত্তপরিপূরণাদ্যসামর্থ্যম্। যথা—

বিষমকাণ্ডকুটুম্বকসঞ্চয়প্রবর বারিনিধৌ পততা ত্বয়া।
চলতরঙ্গবিঘূর্ণিতভাজনে বিচলতাত্মনি কুড্যময়ে কৃতা॥

অত্র প্রবরান্তমাদ্যপদং চন্দ্রমস্যুপচরিতম্। ভাজনমিত্যাশয়ে, কুড্যময় ইতি চ বিচলে। অত্রৈতৎ কামপি কান্তিং ন পুষ্যতি, ঋতে বৃত্তপূরণাৎ। স চেতি। প্রথমোদ্দ্যোতে যঃ প্রসিদ্ধ্যনুরোধপ্রবর্ত্তিতব্যবহারাঃ কবয় ইত্যত্র 'বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্' ইত্যাদি ভাক্ত উক্তঃ। স ন কেবলং ধ্বনের্ন বিষয়ো যাবদয়মন্যোঽপীতি চশব্দস্যার্থঃ। উক্তমেব ধ্বনিস্বরূপং তদাভাসবিবেকহেতুতয়া কারিকাকারোঽনুবদতীত্যভিপ্রায়েণ বৃত্তিকৃদুপস্কারং দদাতি—যত ইতি। অবভাসনমিতি। ভাবানয়নে দ্রব্যানয়নমিতি ন্যায়াদবভাসমানং ব্যঙ্গ্যম্। ধ্বনিলক্ষণং ধ্বনেঃ স্বরূপং পূর্ণম্, অবভাসনং বা জ্ঞানং তদ্ধ্বনের্লক্ষণং প্রমাণং, তচ্চ পূর্ণং পূর্ণধ্বনিস্বরূপনিবেদকত্বাৎ। অথ বা জ্ঞানমেব ধ্বনিলক্ষণম্ লক্ষণস্য জ্ঞানপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ। বৃত্তাবেবকারেণ ততোঽন্যস্য চাভাসরূপত্বমেবেতি সূচয়তা তদাভাসবিবেকহেতুভাবো যঃ প্রক্রান্তঃ স এব নির্বাহিত ইতি শিবম্॥

তচ্চোদাহৃতবিষয়মেব ॥

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবর্ধনাচার্যবিরচিতে ধ্বন্যালোকে দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ।

তৃতীয়োদ্দ্যোতঃ

এবং ব্যঙ্গ্যমুখেনৈব ধ্বনেঃ প্রদর্শিতে সপ্রভেদে স্বরূপে পুনর্ব্যঞ্জক-মুখেনৈতৎ প্রকাশ্যতে—

অবিবক্ষিতবাচ্যস্য পদবাক্যপ্রকাশতা।
তদন্যস্যানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য চ ধ্বনেঃ ॥ ১ ॥

প্রাজ্যং প্রোল্লাসমাত্রং সন্তেদেনাস্ত্র্যতে যয়া।
বন্দেঽভিনবগুপ্তোঽহং পশ্যন্তীং তামিদং জগৎ ॥

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচার্য্যবর্য্যাভিনবগুপ্তোন্মীলিতে সহৃদয়ালোকলোচনে ধ্বনি-সঙ্কেতে দ্বিতীয় উদ্দ্যোতঃ ॥

তৃতীয় উদ্দ্যোতঃ

স্মরামি স্মরসংহারলীলাপাটবশালিনঃ।
প্রসহ্য শম্ভোর্দেহার্ধং হরন্তীং পরমেশ্বরীম্ ॥

উদ্দ্যোতান্তরসঙ্গতিং কর্ত্তুমাহ বৃত্তিকারঃ—এবমিত্যাদি। তত্র বাচ্যমুখেন তাবদ-বিবক্ষিতবাচ্যাদয়ো ভেদাঃ. বাচ্যশ্চ যদ্যপি ব্যঞ্জক এব। যথোক্তম্—'যত্রার্থঃ শব্দো বা' ইতি। ততশ্চ ব্যঞ্জকমুখেনাপি ভেদ উক্তঃ, তথাপি স বাচ্যোঽর্থো ব্যঙ্গ্যমুখেনৈব ভিদ্যতে। তথা হ্যবিবক্ষিতো বাচ্যো ব্যঙ্গ্যেন ন্যগ্‌ভাবিতঃ, বিবক্ষি-তান্যপরো বাচ্য ইতি ব্যঙ্গ্যার্থপ্রবণ এবোচ্যতে ইত্যেবং মূলভেদয়োরেব যথাস্বম-বান্তরভেদসহিতয়োর্ব্যঞ্জকরূপো যোঽর্থঃ স ব্যঙ্গ্যমুখপ্রেক্ষিতাশরণতয়ৈব ভেদমাসা-দয়তি। অতএবাহ—ব্যঙ্গ্যমুখেনেতি। কিঞ্চ যদ্যপ্যর্থো ব্যঞ্জকস্তথাপি ব্যঙ্গ্যতা-যোগ্যোঽপ্যসৌ ভবতীতি, শব্দস্তু ন কদাচিদ্ব্যঙ্গ্যঃ অপি তু ব্যঞ্জক এবেতি। তদাহ —ব্যঞ্জকমুখেনেতি। ন চ বাচ্যস্যাবিবক্ষিতাদিরূপেণ যো ভেদস্তত্র সর্বথৈব ব্যঞ্জক-

অবিবক্ষিতবাচ্যস্যাত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যে প্রভেদে পদপ্রকাশতা যথা মহর্ষের্ব্যাসস্য—'সপ্তৈতাঃ সমিধঃ শ্রিয়ঃ', যথা বা কালিদাসস্য—'কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াম্', যথা বা—'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্', এতেষূদাহরণেষু 'সমিধ' ইতি 'সন্নদ্ধ' ইতি 'মধুরাণামি'তি চ পদানি ব্যঞ্জকত্বাভিপ্রায়েণৈব কৃতানি। তস্যৈবার্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যে যথা—'রামেণ প্রিয়জীবিতেন তু কৃতং প্রেয়ঃ প্রিয়ে নোচিতম্'। অত্র রামেণত্যেতৎপদং সাহসৈকরসত্বাদি-ব্যঙ্গ্যাভিসংক্রমিতবাচ্যং ব্যঞ্জকম্।

ত্বং নাস্তীতি পুনঃশব্দেনাহ। ব্যঞ্জকমুখেনাপি ভেদঃ সর্বথৈব ন প্রকাশিতঃ কিন্তু প্রকাশিতোঽপ্যধুনা পুনঃ শুদ্ধব্যঞ্জকমুখেন। তথা হি ব্যঙ্গ্যমুখপ্রেক্ষিতয়া বিনা পদং বাক্যং বর্ণাঃ পদভাগঃ সংঘটনা মহাবাক্যমিতি স্বরূপত এব ব্যঞ্জকানাং ভেদঃ, ন চৈষামর্থবৎ কদাচিদপি ব্যঙ্গ্যতা সম্ভবতীতি ব্যঞ্জকৈকনিয়তং স্বরূপং যত্তন্মুখেন ভেদঃ প্রকাশ্যত ইতি তাৎপর্যম্।

যস্তু ব্যাচষ্টে—'ব্যঙ্গ্যানাং বস্ত্বলঙ্কাররসানাং মুখেন' ইতি, স এব প্রষ্টব্যঃ—এতত্তাবত্ত্রিভেদত্বং ন কারিকাকারেণ কৃতম্। বৃত্তিকারেণ তু দর্শিতম্। ন চেদানীং বৃত্তিকারো ভেদপ্রকটনং করোতি। ততশ্চেদং কৃতমিদং ক্রিয়ত ইতি কর্তৃভেদে কা সঙ্গতিঃ? ন চৈতাবতা সকলপ্রাক্তনগ্রন্থসংগতিঃ কৃতা ভবতি। অবিবক্ষিত-বাচ্যাদীনামপি প্রকারাণাং দর্শিতত্বাদিত্যলং নিজপূর্বজনসগোত্রৈঃ সাকং বিবাদেন। চকারঃ কারিকায়াং যথাসঙ্খ্যাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ। তেনাবিবক্ষিতবাচ্যো দ্বিপ্রভেদোঽপি প্রত্যেকং পদবাক্যপ্রকাশ ইতি দ্বিধা। তদন্যস্য বিবক্ষিতাভিধেয়স্য সম্বন্ধী যো ভেদঃ ক্রমদ্যোত্যো নাম স্বভেদসহিতঃ সোঽপি প্রত্যেকং দ্বিধৈব। অনুরণনেন রূপং রূপণসাদৃশ্যং যস্য তাদৃগ্ব্যঙ্গ্যং যত্তস্যেত্যর্থঃ। মহর্ষেরিত্যনেন তদনুসন্ধত্তে যৎ-প্রাগুক্তম্, অথ চ রামায়ণমহাভারতপ্রভৃতিনি লক্ষ্যে দৃশ্যত ইতি।

ধৃতিঃ ক্ষমা দয়া শৌচং কারুণ্যং বাগনিষ্ঠুরা।
মিত্রাণাং চানভিদ্রোহঃ সপ্তৈতাঃ সমিধঃ শ্রিয়ঃ॥

সমিচ্ছব্দার্থস্যাত্র সর্বথা তিরস্কারঃ, অসম্ভবাৎ। সমিচ্ছব্দেন চ ব্যঙ্গ্যোঽর্থোঽনন্যা-পেক্ষলক্ষ্ম্যুদ্দীপনক্ষমত্বং সপ্তানাং বক্তুরভিপ্রেতং ধ্বনিতম্। যদ্যপি—'নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শ-' ইত্যাদ্যুদাহরণাদপ্যয়মর্থো লভ্যতে, তথাপি প্রসঙ্গাদ্বহুলক্ষ্যব্যাপিত্বং দর্শয়ি-

যথা বা—

এমেঅ জণো তিস্সা দেউ কবোলোপমাই সসিবিম্বম্।
পরমত্থবিআরে উণ চন্দো চন্দো বিঅ বরাও॥

অত্র দ্বিতীয়শ্চন্দ্রশব্দোঽর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যঃ।

অবিবক্ষিতবাচ্যস্যাত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যে প্রভেদে বাক্যপ্রকাশতা যথা—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

তুমুদাহরণান্তরাণ্যুক্তানি। অত্র চ বাচ্যস্যাত্যন্ততিরস্কারঃ পূর্বোক্তমনুসৃত্য যোজনীয়ঃ কিং পুনরুক্তেন। সন্নদ্ধপদেন চাত্রাসম্ভবৎস্বার্থেনোদ্যতত্বং লক্ষয়তা বক্তুরভিপ্রেতা নিষ্করুণকত্বাপ্রতিকার্যত্বাপ্রেক্ষাপূর্বকারিত্বাদয়ো ধ্বন্যন্তে। তথৈব মধুরশব্দেন সর্ববিষয়রঞ্জকত্বতর্পকত্বাদিকং লক্ষয়তা সাতিশয়াভিলাষবিষয়ত্বং নাত্রাশ্চর্যমিতি বক্তুরভিপ্রেতং ধ্বন্যতে। তস্যৈবেতি। অবিবক্ষিতবাচ্যস্য যো দ্বিতীয়ো ভেদস্তস্যেত্যর্থঃ।

'প্রত্যাখ্যানরুষঃ কৃতং সমুচিতং ক্রূরেণ তে রক্ষসা
সোঢ়ং তচ্চ তথা ত্বয়া কুলজনো ধত্তে যথোচ্চৈঃ শিরঃ।
ব্যর্থং সম্প্রতি বিভ্রতা ধনুরিদং ত্বদ্ব্যাপদঃ সাক্ষিণা' ইতি।

রক্ষঃস্বভাবাদেব যঃ ক্রূরোঽনতিলঙ্ঘ্যশাসনত্বদুর্মদতয়া চ প্রসহ্য নিরাক্রিয়মাণঃ ক্রোধান্ধঃ তস্যৈতত্তাবৎস্বচিত্তবৃত্তিসমুচিতমনুষ্ঠানং যন্মূর্ধকর্তনং নাম, মান্যোঽপি কশ্চিন্মমাজ্ঞাং লঙ্ঘয়িষ্যতীতি। ত ইতি যথা তাদৃগপি ত্বয়া ন গণিতস্তস্যান্তবেত্যর্থঃ। তদপি তথা অবিকারেণোৎসবাপত্তিবুদ্ধ্যা নেত্রবিস্ফারতামুখপ্রসাদাদিলক্ষ্যমাণয়া সোঢ়ম্। যথা যেন প্রকারেণ কুলজন ইতি যঃ কশ্চিৎ পামরপ্রায়োঽপি কুলবধূশব্দবাচ্যঃ। উচ্চৈঃ শিরো ধত্তে এবংবিধাঃ কিল বয়ং কুলবধ্বো ভবাম ইতি। অথ চ শিরঃকর্তনাবসরে ত্বয়া শীঘ্রং কৃত্যতামিতি তথা সোঢ়ং তথোচ্চৈঃ শিরো ধৃতং যথান্যোঽপি কুলস্ত্রীজনো উচ্চৈঃ শিরো ধত্তে নিত্যপ্রবৃত্ততয়া। এবং রাবণস্য তব চ সমুচিতকারিত্বং নির্ব্যূঢ়ম্। মম পুনঃ সর্বমেবানুচিতং পর্যবসিতম্। তথা হি রাজ্যনির্বাসনাদিনিরবকাশীকৃতধনুর্ব্যাপারস্যাপি কলত্রমাত্ররক্ষণপ্রয়োজনমপি যচ্চাপমভূত্তৎসম্প্রতি ত্বয্যরক্ষিতব্যাপন্নায়ামেব নিষ্প্রয়োজনম্, তথাপি চ ওদ্ধারয়ামি। তন্নূনং নিজজীবিতরক্ষৈবাস্য প্রয়োজনত্বেন সম্ভাব্যতে। ন চৈতদ্যুক্তম্। রামেণেতি

অনেন হি বাক্যেন নিশার্থো ন চ জাগরণার্থঃ কশ্চিদ্বিবক্ষিতঃ। কিং তর্হি? তত্ত্বজ্ঞানাবহিতত্বমতত্ত্বপরাঙ্মুখত্বং চ মুনেঃ প্রতিপাদ্যত ইতি তিরস্কৃতবাচ্যস্যাস্য ব্যঞ্জকত্বম্।

তস্যৈবার্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যস্য বাক্যপ্রকাশতা যথা—

বিসমইও কাণ বি কাণ বি বালেই অমিঅণিম্মাও।
কাণ বি বিসামিঅমও কাণ বি অবিসামও কালো॥
(বিষময়িতঃ কেষামপি কেষামপি প্রযাত্যমৃতনির্ম্মাণঃ॥
কেষামপি বিষামৃতময়ঃ কেষামপ্যবিষামৃতঃ কালঃ॥'
ইতি ছায়া)—

সমসাহসরসত্বসত্যসংধত্বোচিতকারিত্বাদিব্যঙ্গ্যধর্ম্মান্তরপরিণতেনেত্যর্থঃ। 'কাপুরুষাদিধর্ম্মপরিগ্রহত্বাদিশব্দাৎ' ইতি যদ্ব্যাখ্যাতম্, তদসৎ; কাপুরুষস্য হ্যেতদেব প্রত্যুতোচিতং স্যাৎ। প্রিয় ইতি শব্দমাত্রমেবৈতদিদানীং সংবৃত্তম্। প্রিয়শব্দস্য প্রবৃত্তিনিমিত্তং যৎ প্রেমনাম তদপ্যনৌচিত্যকলঙ্কিতমিতি শোকালম্বনোদ্দীপনবিভাবযোগাৎ করুণরসো রামস্য স্ফুটীকৃত ইতি। এমেঅ ইতি।

এবমেব জনস্তস্যা দদাতি কপোলোপমায়াং শশিবিম্বম্।
পরমার্থবিচারে পুনশ্চন্দ্রশ্চন্দ্র ইব বরাকঃ॥ (ইতি ছায়া।)

এবমেবেতি স্বয়মবিবেকান্ধতয়া। জন ইতি লোকপ্রসিদ্ধগতানুগতিকতামাত্রশরণঃ। তস্যা ইত্যসাধারণগুণগণমহার্ঘবপুষঃ। কপোলোপমায়ামিতি নির্ব্যাজলাবণ্যসর্বস্বভূতমুখমধ্যবর্ত্তিপ্রধানভূতকপোলতলস্যোপমায়াং প্রত্যুত তদধিকবস্তুকর্ত্তব্যং ততো দূরনিকৃষ্টং শশিবিম্বং কলঙ্কব্যাজজিহ্মীকৃতম্। এবং যদ্যপি গড্ডরিকাপ্রবাহপতিতো লোকঃ, তথাপি যদি পরীক্ষকাঃ পরীক্ষন্তে তদ্বরাকঃ কৃপৈকভাজনং যশ্চন্দ্র ইতি প্রসিদ্ধঃ স চন্দ্র এব ক্ষয়িত্ববিলাসশূন্যত্বমলিনত্বধর্ম্মান্তরসংক্রান্তো যোঽর্থঃ। অত্র চ যথা ব্যঙ্গ্যধর্ম্মান্তরসংক্রান্তিস্তথা পূর্বোক্তমনুসন্ধেয়ম্। এবমুত্তরত্রাপি।

এবং প্রথমভেদস্য দ্বাবপি প্রকারৌ পদপ্রকাশকত্বেনোদাহৃত্য বাক্যপ্রকাশকত্বেনোদাহরতি—যা নিশেতি। বিবক্ষিত ইতি। তেন হ্যুক্তেন ন কশ্চিদুপদেশ্যং প্রত্যুপদেশঃ সিদ্ধ্যতি। নিশায়াং জাগরিতব্যমন্যত্র রাত্রিবদাসিতব্যমিতি কিমনেনোক্তেন। তস্মাদ্বাধিতস্বার্থমেতদ্ বাক্যং সংযমিনো লোকোত্তরতালক্ষণেন নিমিত্তেন তত্ত্বদৃষ্টাববধানং মিথ্যাদৃষ্টৌ চ পরাঙ্মুখত্বং ধ্বনতি। সর্বশব্দার্থস্য চাপেক্ষিকতয়াপ্যুপ-

অত্র হি বাক্যে বিষামৃতশব্দাভ্যাং দুঃখসুখরূপসংক্রমিতবাচ্যাভ্যাং ব্যবহারঃ। ইত্যর্থান্তরসংক্রমিত বাচ্যস্যাব্যঞ্জকত্বম্।

বিবক্ষিতাভিধেয়স্যানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য শব্দশক্ত্যুদ্ভবে প্রভেদে পদপ্রকাশতা যথা—

প্রাতুং ধনৈরর্থিজনস্য বাঞ্ছাং দৈবেন সৃষ্টো যদি নাম নাস্মি।
পথি প্রসন্নাম্বুধরস্তড়াগঃ কূপোঽথবা কিং ন জড়ঃ কৃতোঽহম্॥

অত্র হি জড় ইতি পদং নির্বিণ্ণেন বক্ত্রাত্মসমানাধিকরণতয়া প্রত্যুক্তমনুরণনরূপতয়া কূপসমানাধিকরণতাং স্বশক্ত্যা প্রতিপদ্যতে।

তস্যৈব বাক্যপ্রকাশতা যথা হর্ষচরিতে সিংহনাদবাক্যেষু—'বৃত্তেঽস্মিন্মহাপ্রলয়ে ধরণীধারণায়াধুনা ত্বং শেষঃ'।

পদ্যমানতেতি ন সর্বশব্দার্থান্যথানুপপত্ত্যায়মর্থ আক্ষিপ্তো মন্তব্যঃ। সর্বেষাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং চতুর্দশানামপি ভূতানাং যা নিশা ব্যামোহজননী তত্ত্বদৃষ্টিঃ তস্যাং সংযমী জাগর্তি কথং প্রাপ্যেতেতি। ন তু বিষয়বর্জনমাত্রাদেব সংযমীতি যাবৎ। যদি বা সর্বভূতনিশায়াং মোহিন্যাং জাগর্তি কথমিয়ং হেয়েতি। যস্যাং তু মিথ্যাদৃষ্টৌ সর্বাণি ভূতানি জাগ্রতি অতিশয়েন সুপ্রবুদ্ধরূপাণি সা তস্য রাত্রিরপ্রবোধবিষয়ঃ। তস্যাং হি চেষ্টায়াং নাসৌ প্রবুদ্ধঃ। এবমেব লোকোত্তরাচারব্যবস্থিতঃ পশ্যতি মন্যতে চ। তস্যৈবান্তর্বহিষ্করণবৃত্তিশ্চরিতার্থা। অন্যস্তু ন পশ্যতি ন চ মন্যত ইতি। তত্ত্বদৃষ্টিপরেণ ভাব্যমিতি তাৎপর্যম্। এবং চ পশ্যত ইত্যপি মুনেরিত্যপি চ ন স্বার্থমাত্রবিশ্রান্তম্। অপি তু ব্যঙ্গ্য এব বিশ্রাম্যতি। যত্তচ্ছব্দয়োশ্চ ন স্বতন্ত্রার্থতেতি সর্ব এবায়মাখ্যাতসহায়ঃ পদসমূহো ব্যঙ্গ্যপরঃ। তদাহ—অনেন হি বাক্যেনেতি। প্রতিপাদ্যত ইতি ধ্বন্যত ইত্যর্থঃ। বিষময়িতো বিষময়তাং প্রাপ্তঃ। কেষাঞ্চিদ্দুষ্কৃতিনামতিবিবেকিনাং বা। কেষাঞ্চিৎ সুকৃতিনামত্যন্তমবিবেকিনাং বা অতিক্রামতামৃতনির্ম্মাণঃ। কেষাঞ্চিন্মিশ্রকর্ম্মণাং বিবেকাবিবেকবতাং বা বিষামৃতময়ঃ। কেষামপি মূঢপ্রায়াণাং ধারাপ্রাপ্তযোগভূমিকারূঢানাং বা অবিষামৃতময়ঃ কালোঽতিক্রামতীতি সম্বন্ধঃ। বিষামৃতপদে চ লাবণ্যাদিশব্দবন্নিরূঢলক্ষণারূপতয়া সুখদুঃখসাধনয়োর্বর্ত্তেতে, যথা—বিষং নিম্বমমৃতং কপিত্থমিতি। ন চাত্র সুখদুঃখসাধনে তন্মাত্রবিশ্রান্তে, অপি তু স্বকর্তব্যসুখদুঃখপর্যবসিতে। ন চ তে সাধনে সর্বথা ন বিবক্ষিতে। নিঃসাধনয়োস্তয়োরভাবাৎ। তদাহ—সংক্রমিতবাচ্যাভ্যামিতি। কেষাঞ্চিদিতি চাস্য বিশেষে সংক্রান্তিঃ।

এতদ্ধি বাক্যমনুরণনরূপমর্থান্তরং শব্দশক্ত্যা স্ফুটমেব প্রকাশয়তি। অস্যৈব কবিপ্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরস্যার্থশক্ত্যুদ্ভবে প্রভেদে পদপ্রকাশতা যথা হরিবিজয়ে—

চূঅঙ্কুরাবঅংসং ছণমপ্যসরমহঘ্ঘণমণহরসুরামোঅম্।
অসমপ্পিঅং পি গহিঅং কুসুমসরেণ মহুমাসলচ্ছিমুহম্॥

অত্র হ্যসমর্পিতমপি কুসুমশরেণ মধুমাসলক্ষ্ম্যা মুখং গৃহীতমিত্যসমর্পিতমপীত্যেতদবস্থাভিধায়িপদমর্থশক্ত্যা কুসুমশরস্য বলাৎকারং প্রকাশয়তি।

অতিক্রামতীত্যস্য চ ক্রিয়ামাত্রসংক্রান্তিঃ। কাল ইত্যস্য চ সর্বব্যবহারসংক্রান্তিঃ। উপলক্ষণার্থং তু বিষামৃতগ্রহণমাত্রসংক্রমণং বৃত্তিকৃতা ব্যাখ্যাতম্। তদাহ—বাক্য ইতি।

এবং কারিকাপ্রথমার্ধলক্ষিতাংশ্চতুরঃ প্রকারানুদাহৃত্য দ্বিতীয়কারিকার্ধস্বীকৃতান্ ষড়ন্যান্ প্রকারান্ ক্রমেণোদাহরতি—বিবক্ষিতাভিধেয়স্যেত্যাদিনা। প্রাতুমিতি পূরয়িতুম্। ধনৈরিতি বহুবচনং যো যেনার্থী তস্য তেনেতি সূচনার্থম্। অতএবার্থিগ্রহণম্। জনস্যেতি বাহুল্যেন হি লোকো ধনার্থী ন তু গুণৈরুপকারার্থী। দৈবেনেতি। অশক্যপর্যনুযোগেনেত্যর্থঃ। অস্মীতি। অন্যো হি তাবদবশ্যং কশ্চিৎ সৃষ্টো ন ত্বহমিতি নির্বেদঃ। প্রসন্নং লোকোপযোগি অম্বু ধারয়তীতি। কূপোঽথবেতি। লোকৈরপ্যলক্ষ্যমাণ ইত্যর্থঃ। আত্মসমানাধিকরণতয়েতি। জড় কিংকর্তব্যতামূঢ় ইত্যর্থঃ। অথ চ কূপো জড়োঽর্থিতা কস্য কীদৃশীত্যসম্ভবদ্বিবেক ইতি। অতএব জড়ঃ শীতলো নির্বেদসন্তাপরহিতঃ। তথা জড়ঃ শীতজলযোগিতয়া পরোপকারসমর্থঃ। অনেন তৃতীয়ার্থেনায়ং জড়শব্দস্তটাকার্থেন পুনরুক্তার্থসম্বন্ধ ইত্যভিপ্রায়েণাহ—কূপসমানাধিকরণতামিতি। স্বশক্ত্যেতি শব্দশক্ত্যুদ্ভবত্বং যোজয়তি। মহাপ্রলয়েতি। মহস্য উৎসবস্য আসমন্তাৎ প্রলয়ো তত্র তাদৃশি শোককারণভূতে বৃত্তে ধরণ্যা রাজ্যধুরায়া ধারণায়াশ্বাসনায় ত্বং শেষঃ শিষ্যমাণঃ। ইতীয়তা পূর্ণে বাক্যার্থে কল্পাবসানে ভূপীঠভারোদ্বহনক্ষম একো নাগরাজ এব দিগ্দন্তিপ্রভৃতিষ্বপি প্রলীনেষ্বিত্যর্থান্তরম্।

চূতাঙ্কুরাবতংসং ক্ষণপ্রসরমহার্ঘমনোহরসুরামোদম্।

মহার্ঘেণ উৎসবপ্রসরেণ মনোহরস্মরস্য মন্মথদেবস্য আমোদশ্চমৎকারো যত্র তৎ। অত্র মহার্ঘশব্দস্য পরনিপাতঃ, প্রাকৃতে নিয়মাভাবাৎ। ছণ ইত্যুৎসবঃ।

অত্রৈব প্রভেদে বাক্যপ্রকাশতা যথোদাহৃতং প্রাক্ 'সজ্জেহি সুরহিমাসো' ইত্যাদি। অত্র সজ্জয়তি সুরভিমাসো ন তাবদর্পয়ত্যনঙ্গায় শরানিত্যয়ং বাক্যার্থঃ কবিপ্রৌঢোক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরো মন্মথোন্মাথকদনাবস্থাং বসন্তসময়স্য সূচয়তি।

স্বতঃসম্ভবিশরীরার্থশক্ত্যুদ্ভবে প্রভেদে পদপ্রকাশতা যথা—

বাণিঅঅ হত্থিদন্তা কুত্তো অহ্মাণ বাধকিত্তী অ।
জাব লুলিআলঅমুহী ঘরম্মি পরিসক্কএ সুহ্না॥

অত্র লুলিতালকমুখীত্যেতৎপদং ব্যাধবধ্বাঃ স্বতঃসম্ভাবিতশরীরার্থশক্ত্যা সুরতক্রীড়াসক্তিং সূচয়ংস্তদীয়স্য ভর্তুঃ সততসম্ভোগক্ষামতাং প্রকাশয়তি।

তস্যৈব বাক্যপ্রকাশতা যথা—

সিহিপিঞ্ছকণ্ণউরা বহুআ বাহস্স গব্বিরী ভমই।
মুত্তাফলরইঅপসাহণাণঁ মজ্ঝে সবত্তীণম্॥

অসমর্পিতমপি গৃহীতং কুসুমশরেণ মধুমাসলক্ষ্মীমুখম্॥

মুখং প্রারম্ভো বক্ত্রং চ। তচ্চ সুরামোদযুক্তং ভবতি। মধ্বারম্ভে কামশ্চিত্তমাক্ষিপতীত্যেতাবানয়মর্থঃ কবিপ্রৌঢোক্ত্যার্থান্তরব্যঞ্জকঃ সম্পাদিতঃ। অত্র কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢোক্তিশরীরার্থশক্ত্যুদ্ভবে পদবাক্যপ্রকাশতায়ামুদাহরণদ্বয়ং ন দত্তম্। 'প্রৌঢোক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরঃ সম্ভবী স্বত' ইতি প্রাচ্যকারিকায়া ইয়তৈবোদাহৃতত্বম্ ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ। তত্র পদপ্রকাশতা যথা—

সত্যং মনোরমাঃ কামাঃ সত্যং রম্যা বিভূতয়ঃ।
কিন্তু মত্তাঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গলোলং হি জীবিতম্॥

ইত্যত্র কবিনা যো বিরাগী বক্তা নিবদ্ধস্তৎপ্রৌঢোক্ত্যা জীবিতশব্দোঽর্থশক্তিমূলতয়েদং ধ্বনয়তি—সর্ব এবামী কামা বিভূতয়শ্চ স্বজীবিতমাত্রোপযোগিনঃ, তদভাবে হি সদ্ভিরপি তৈরসদ্রূপতাপত্তেঃ, তদেব চ জীবিতং প্রাণধারণরূপত্বাৎ প্রাণবৃত্তেশ্চ চাঞ্চল্যাদনাস্থাপদমিতি বিষয়েষু বরাকেষু কিং দোষোদ্ঘোষণদৌর্জন্যেন নিজমেব জীবিতমুপালভ্যম্, তদপি চ নিসর্গচঞ্চলমিতি ন সাপরাধমিত্যেতাবতা গাঢ়ং বৈরাগ্যমিতি। বাক্যপ্রকাশতা যথা—'শিখরিণি' ইত্যাদৌ।

অনেনাপি বাক্যেন ব্যাধবধ্বাঃ শিখিপিচ্ছকর্ণপুরায়া নবপরিণীতায়াঃ কস্যাশ্চিৎ সৌভাগ্যাতিশয়ঃ প্রকাশ্যতে। তৎসম্ভোগৈকরথো ময়ূর-মাত্রমারণসমর্থঃ পতির্জাতম্ ইত্যর্থপ্রকাশনাৎ তদন্যাসাং চিরপরিণী-তানাং মুক্তাফলরচিতপ্রসাধনানাং দৌর্ভাগ্যাতিশয়ঃ খ্যাপ্যতে। তৎ-সম্ভোগকালে স এব ব্যাধঃ করিবরবধব্যাপারসমর্থঃ আসীদিত্যর্থ-প্রকাশনাৎ।

নন্থ ধ্বনিঃ কাব্যবিশেষ ইত্যুক্তং তৎ কথং তস্য পদপ্রকাশতা। কাব্যবিশেষো হি বিশিষ্টার্থপ্রতিপত্তিহেতুঃ শব্দসন্দর্ভবিশেষঃ। তদ্ভা-বশ্চ পদপ্রকাশত্বেনোপপদ্যতে। পদানাং স্মারকত্বেনাবাচকত্বাৎ। উচ্যতে—স্যাদেষ দোষঃ যদি বাচকত্বং প্রয়োজকং ধ্বনিব্যবহারে স্যাৎ। ন ত্বেবম্; তস্য ব্যঞ্জকত্বেন ব্যবস্থানাৎ। কিঞ্চ কাব্যানাং শরীরাণামিব সংস্থানবিশেষাবচ্ছিন্নসমুদায়সাধ্যাপি চারুত্বপ্রতীতিরন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভাগেষু কল্প্যত ইতি পদানামপি ব্যঞ্জকত্বমুখেন ব্যবস্থিতো ধ্বনি-ব্যবহারো ন বিরোধী।

'অনিষ্টস্য শ্রুতির্যদ্বদাপাদয়তি দুষ্টতাম্।
শ্রুতিদুষ্টাদিষু ব্যক্তং তদ্বদিষ্টস্মৃতির্গুণম্॥

বাণিজক হস্তিদন্তাঃ কুতোঽস্মাকং ব্যাঘ্রকৃত্তয়শ্চ।
যাবল্লুলিতালকমুখী গৃহে পরিষ্বক্কতে স্নুষা॥ ইতি ছায়া।

সবিভ্রমং চংক্রম্যতে। অত্র লুলিতেতি স্বরূপমাত্রেণ বিশেষণমবলিপ্ততয়া চ হস্তিদন্তাদ্যপহরণং সম্ভাব্যমিতি বাক্যার্থস্য তাবত্যেব ন কাচিদনুপপত্তিঃ।

শিহিপিঞ্ছেতি। পূর্বমেব যোজিতা গাথা। নন্বিতি। সমুদায় এব ধ্বনিরিত্যত্র পক্ষে চোদ্যমেতৎ। তদ্ভাবশ্চেতি। কাব্যবিশেষত্বমিত্যর্থঃ। অবাচকত্বাদিতি যদুক্তং সোঽয়মপ্রযোজকো হেতুরিতি ছলেন তাবদ্দর্শয়তি—স্যাদেষ দোষ ইতি। এবং ছলেন পরিহৃত্য বস্তুবৃত্তেনাপি পরিহরতি—কিং চেতি। যদি পরো ব্রূয়াৎ—ন ময়া অবাচকত্বং ধ্বন্যভাবে হেতুকৃতং কিন্তুক্তং কাব্যম্ ধ্বনিঃ। কাব্যং চানা-কাঙ্ক্ষপ্রতিপত্তিকারি বাক্যং ন পদমিতি তত্রাহ—সত্যমেবম্, তথাপি পদং ন ধ্বনি-রিত্যস্মাভিরুক্তম্। অপি তু সমুদায় এব; তথা চ পদপ্রকাশো ধ্বনিরিতি প্রকাশ-

পদানাং স্মারকত্বেঽপি পদমাত্রাবভাসিনঃ।
তেন ধ্বনেঃ প্রভেদেষু সর্বেষ্বেবাস্তি রম্যতা ॥
বিচ্ছিত্তিশোভিনৈকেন ভূষণেনেব কামিনী।
পদদ্যোত্যেন সুকবের্ধ্বনিনা ভাতি ভারতী ॥'

ইতি পরিকরশ্লোকাঃ।—

যস্ত্বলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনির্বর্ণপদাদিষু।
বাক্যে সঙ্ঘটনায়াং চ স প্রবন্ধেঽপি দীপ্যতে ॥ ২ ॥

তত্র বর্ণানামনর্থকত্বাদ্দ্যোতকত্বমসম্ভবীত্যাশঙ্ক্যেদমুচ্যতে—

শষৌ সরেফসংযোগ ঢকারশ্চাপি ভূয়সা।
বিরোধিনঃ স্যুঃ শৃঙ্গারে তেন বর্ণা রসচ্যুতঃ ॥ ৩ ॥

পদেনোক্তম্। ননু পদস্য তত্র তথাবিধং সামর্থ্যমিতি কুতোঽখণ্ড এব প্রতীতিক্রম ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কাব্যানামিতি। উক্তং হি প্রাগ্বিবেককালে বিভাগোপদেশ ইতি।

ননু ভাগেষু কথং সা চারুত্বপ্রতীতিরারোপয়িতুং শক্যা? তানি হি স্মারকাণ্যেব। ততঃ কিম্? মনোহারিব্যঙ্গ্যার্থস্মারকত্বাদ্ধি চারুত্বপ্রতীতিনিবন্ধনত্বং কেন বার্যতে। যথা শ্রুতিদুষ্টানাং পেলবাদিপদানামসভ্যপেলাদ্যর্থং প্রতি ন বাচকত্বম্। অপি তু স্মারকত্বম্। তদ্বশাচ্চ চারুত্বরূপং কাব্যং শ্রুতিদুষ্টম্। তচ্চ শ্রুতিদুষ্টত্বমন্বয়ব্যতি-রেকাভ্যাং ভাগেষু ব্যবস্থাপ্যতে তথা প্রকৃতেঽপীতি তদাহ—অনিষ্টস্যেতি। অনিষ্টার্থস্মারকস্যেত্যর্থঃ। দুষ্টতামিত্যচারুত্বম্। গুণমিতি চারুত্বম্। এবং দৃষ্টান্তম-ভিধায় পাদত্রয়েণ তুর্যেণ দার্ষ্টান্তিকার্থ উক্তঃ। অধুনোপসংহরতি—পদানামিতি। যত এবমিষ্টস্মৃতিশ্চারুত্বমাবহতি তেন হেতুনা সর্বেষু প্রকারেষু নিরূপিতস্য পদমাত্রা-বভাসিনোঽপি পদপ্রকাশস্যাপি ধ্বনেঃ রম্যতাস্তি স্মারকত্বেঽপি পদানামিতি সমন্বয়ঃ। অপিশব্দঃ কাকাক্ষিন্যায়েনোভয়ত্রাপি সম্বধ্যতে। অধুনা চারুত্বপ্রতীতৌ পদস্যান্বয়-ব্যতিরেকৌ দর্শয়তি—বিচ্ছিত্তীতি ॥ ১ ॥

এবং কারিকাং ব্যাখ্যায় তদসংগৃহীতমলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—যস্ত্বীতি। তুশব্দঃ পূর্বভেদেভ্যোঽস্য বিশেষদ্যোতকঃ। বর্ণসমুদায়শ্চ পদম্। তৎসমুদায়ো বাক্যম্। সংঘটনা পদগতা বাক্যগতা চ। সংঘটিতবাক্যসমুদায়ঃ প্রবন্ধঃ ইত্যভি-প্রায়েণ বর্ণাদীনাং যথাক্রমমুপাদানম্। আদিশব্দেন পদৈকদেশপদদ্বিতীয়াদীনাং

ত এব তু নিবেশ্যন্তে বীভৎসাদৌ রসে যদা।
তদা তং দীপয়ন্ত্যেব তেন বর্ণা রসচ্যুতঃ ॥ ৪ ॥

শ্লোকদ্বয়েনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বর্ণানাং দ্যোতকত্বং দর্শিতং ভবতি।

পদে চালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য দ্যোতনং যথা—

উৎকম্পিনী ভয়পরিস্খলিতাংশুকান্তা
তে লোচনে প্রতিদিশং বিধুরে ক্ষিপন্তী।
ক্রূরেণ দারুণতয়া সহসৈব দগ্ধা
ধূমান্ধিতেন দহনেন ন বীক্ষিতাসি ॥

গ্রহণম্। সপ্তম্যা নিমিত্তত্বমুক্তং। দীপ্যতেঽবভাসতে সকলকাব্যাবভাসকতয়েতি পূর্ববৎ কাব্যবিশেষত্বং সমর্থিতম্ ॥ ২ ॥

ভূয়সেতি প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে। তেন শকারো ভূয়সেত্যাদি ব্যাখ্যাতব্যম্। রেফপ্রধানসংযোগঃ র্কর্দ্র ইত্যাদিঃ। বিরোধিন ইতি। পরুষা বৃত্তির্বিরোধিনী শৃঙ্গারস্য। যতস্তে বর্ণা ভূয়সা প্রযুজ্যমানা ন রসাংশ্চ্যোতন্তি স্রবন্তি। যদি বা তেন শৃঙ্গারবিরোধিত্বেন হেতুনা বর্ণাঃ শষাদয়ো রসাচ্ছৃঙ্গারাচ্চ্যবন্তে তং ন ব্যঞ্জয়ন্তীতি ব্যতিরেক উক্তঃ। অন্বয়মাহ—তএব ত্বিতি। শাদয়ঃ। তমিতি বীভৎসাদিকং রসম্। দীপয়ন্তি দ্যোতয়ন্তি। কারিকাদ্বয়ং তাৎপর্যেণ ব্যাচষ্টে—শ্লোকদ্বয়েনেতি। যথাসংখ্যপ্রসঙ্গপরিহারার্থং শ্লোকাভ্যামিতি ন কৃতম্। পূর্বশ্লোকেন হি ব্যতিরেক উক্তো দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। অস্মিন্ বিষয়ে শৃঙ্গারলক্ষণে শষাদিপ্রয়োগঃ সুকবিত্বমভিবাঞ্ছতা ন কর্ত্তব্য ইত্যেবংফলত্বাদুপদেশস্য কারিকাকারেণ পূর্বং ব্যতিরেক উক্তঃ। ন চ সর্বথা ন কর্ত্তব্যোঽপি তু বীভৎসাদৌ কর্ত্তব্য এবেতি পশ্চাদন্বয়ঃ। বৃত্তিকারেণ ত্বন্বয়পূর্বকো ব্যতিরেক ইতি শৈলীমনুসর্তুমন্বয়ঃ পূর্বমুপাত্তঃ।

এতদুক্তং ভবতি—যদ্যপি বিভাবানুভাবব্যভিচারিপ্রতীতিসম্পদেব রসাস্বাদে নিবন্ধনম্, তথাপি বিশিষ্টশ্রুতিকশব্দসমর্থ্যমানাস্তে বিভাবাদয়স্তথা ভবন্তীতি স্বসংবিৎসিদ্ধমদঃ। তেন বর্ণানামপি শ্রুতিসময়োপলক্ষ্যমাণার্থানপেক্ষ্যপি শ্রোত্রৈকগ্রাহ্যো মৃদুপরুষাত্মা স্বভাবো রসাস্বাদে সহকার্যেব। অতএব চ সহকারিতামেবাভিধাতুং নিমিত্তসপ্তমী কৃতা বর্ণপদাদিষ্বিতি। ন তু বর্ণৈরেব রসাভিব্যক্তিঃ বিভাবাদিসংযোগাদ্ধি রসনিষ্পত্তিরিত্যুক্তং বহুশঃ। শ্রোত্রৈকগ্রাহ্যোঽপি চ স্বভাবো

অত্র হি তে ইত্যেতৎ পদং রসময়ত্বেন স্ফুটমেবাবভাসতে সহৃদয়ানাম্ ।।

পদাবয়বেন দ্যোতনং যথা—

ব্রীড়াযোগান্নতবদনয়া সন্নিধানে গুরূণাং
বদ্ধোৎকম্পং কুচকলশয়োর্মন্যুমন্তর্নিগৃহ্য ।
তিষ্ঠেৎ যুক্তং কিমিব ন তয়া যৎ সমুৎসৃজ্য বাষ্পং
ময্যাসক্তশ্চকিতহরিণীহারিনেত্রত্রিভাগঃ ॥

রসনিস্যন্দে ব্যাপ্রিয়ত এব. অপদগীতধ্বনিবৎ পুষ্করবাদ্যনিয়মিতবিশিষ্টজাতিকরণভ্রাদ্য-নুকরণশব্দশ্চ । পদে চেতি । পদে চ সতীত্যর্থঃ । তেন রসপ্রতীতির্বিভাবাদেরেব । তে বিভাবাদয়ো যদা বিশিষ্টেন কেনাপি পদেনার্প্যমাণা রসচমৎকারবিধায়িনো ভবন্তি তদা পদস্যৈবাসৌ মহিমা সমর্প্যত ইতি ভাবঃ ।

অত্র হীতি । বাসবদত্তাদাহাকর্ণনপ্রবুদ্ধশোকনির্ভরস্য বৎসরাজস্যেদং পরিদেবিত-বচনম্ । তত্র চ শোকো নামেষ্টজনবিনাশপ্রভব ইতি তস্য জনস্য যে ভ্রূক্ষেপকটাক্ষ-প্রভৃতয়ঃ পূর্বং রতিবিভাবতামবলম্বন্তে স্ম ত এবাত্যন্তবিনষ্টাঃ সন্ত ইদানীং স্মৃতিগোচর-তয়া নিরপেক্ষভাবত্বপ্রাণং করুণমুদ্দীপয়ন্তীতি স্থিতম্ । তে লোচনে ইতি তচ্ছব্দস্ত-ল্লোচনগতস্বসংবেদ্যাব্যপদেশ্যানন্তগুণগণস্মরণাকারদ্যোতকো রসস্যাসাধারণনিমিত্ততাং প্রাপ্তঃ । তেন যৎ কেনচিচ্চোদিতং পরিহৃতং চ তন্মিথ্যৈব । তথা হি চোদ্যম্—প্রক্রান্ত পরামর্শকস্য তচ্ছব্দস্য কথমিয়তি সামর্থ্যমিতি । উত্তরং চ—রসাবিষ্টোঽত্র পরাম্রষ্টেতি । তদুভয়মনুত্থানোপহতম্ । যত্র হ্যনুদ্দিশ্যমানধর্মান্তরসাহিত্যযোগ্যধর্ম-যোগিত্বং বস্তুনো যচ্ছব্দেনাভিধায় তদুদ্দিষ্টধর্মান্তরসাহিত্যং তচ্ছব্দেন নির্বাচ্যতে । যত্রোচ্যতে 'যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধত্বম্,' ইতি, তত্র পূর্বপ্রক্রান্তপরামর্শকত্বং তচ্ছব্দস্য । যত্র পুনর্নিমিত্তোপনতস্মরণবিশেষাকারসূচকত্বং তচ্ছব্দস্য 'স ঘট' ইত্যাদৌ যথা, তত্র কা পরামর্শকত্বকথেত্যাস্তামলীকপরামর্শকৈঃ পণ্ডিতম্মন্যৈঃ সহ বিবাদেন ।

উৎকম্পিনীত্যাদিনা তদীয়ভয়ানুভাবোৎপ্রেক্ষণম্ । ময়াঽনির্বাহিত প্রতিকার-মিতি শোকাবেশস্য বিভাবঃ । তে ইতি সাতিশয়বিভ্রমৈকায়তনরূপে অপি লোচনে বিধুরে কান্দিশীকতয়া নির্লক্ষ্যে ক্ষিপন্তী কস্ত্রাতাকাসাবার্যপুত্র ইতি তয়োর্লোচন-য়োস্তাদৃশী চাবস্থেতি সুতরাং শোকোদ্দীপনম্ । ক্রূরেণেতি । তস্যায়ং স্বভাব এব । কি কুরুতাং তথাপি চ ধূমেনান্ধীকৃতো দ্রষ্টুমসমর্থ ইতি ন তু সবিবেকস্যেদৃশানুচিত-কারিত্বং সম্ভাব্যতে, ইতি স্মর্যমাণং তদীয়ং সৌন্দর্যমিদানীং সাতিশয়শোকাবেশ-

ইত্যত্র ত্রিভাগশব্দঃ। বাক্যরূপশ্চালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ শুদ্ধো-ঽলঙ্কারসঙ্কীর্ণশ্চেতি দ্বিধা মতঃ। তত্র শুদ্ধস্যোদাহরণং যথা রামাভ্যুদয়ে—'কৃতককুপিতৈঃ' ইত্যাদি শ্লোকঃ। এতদ্ধি বাক্যং পরস্পরানুরাগং পরিপোষপ্রাপ্তং প্রদর্শয়ৎ সর্বত এব পরং রসতত্ত্বং প্রকাশয়তি।

অলঙ্কারান্তরসঙ্কীর্ণো যথা—'স্মরনবনদীপূরেণোঢ়াঃ' ইত্যাদি শ্লোকঃ। অত্র হি রূপকেণ যথোক্তব্যঞ্জকলক্ষণানুগতেন প্রসাধিতো রসঃ সুতরামভিব্যজ্যতে।

অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ সংঘটনায়াং ভাসতে ধ্বনিরিত্যুক্তং তত্র সংঘটনা-স্বরূপমেব তাবন্নিরূপ্যতে—

বিভাবতাং প্রাপ্তমিতি। তে শব্দে সতি সর্বোঽয়মর্থো নির্ব্যূঢ়ঃ। এবং তত্র তত্র ব্যাখ্যাতব্যম্।

ত্রিভাগশব্দ ইতি। গুরুজনমবধীর্যাপি সা মাং যথা তথাপি সাভিলাষমন্যু-দৈন্যগর্বমন্থরং বিলোকিতবতীত্যেবং স্মরণেন পরস্পরহেতুকত্বপ্রাণপ্রবাসবিপ্রলম্ভো-দ্দীপনং ত্রিভাগশব্দসন্নিধৌ স্ফুটং ভাতীতি। বাক্যরূপশ্চেতি। প্রথমানির্দেশে-নাব্যতিরেকনির্দেশস্যায়মভিপ্রায়ঃ। বর্ণপদতদ্ভাগাদিষু সৎস্বেবালক্ষ্যক্রমো ব্যঙ্গ্যো নির্ভাসমানোঽপি সমস্তকাব্যব্যাপক এব নির্ভাসতে, বিভাবাদিসংযোগপ্রাণত্বাৎ। তেন বর্ণাদীনাং নিমিত্তত্বমাত্রমেব, বাক্যং তু ধ্বনেরলক্ষ্যক্রমস্য ন নিমিত্ততামাত্রেণ বর্ণাদিবদুপকারি, কিন্তু সমগ্রবিভাবাদিপ্রতিপত্তিব্যাপৃতত্বাদ্রসাদিময়মেব তন্নির্ভাসত ইতি 'বাক্য' ইত্যেতৎ কারিকায়াং ন নিমিত্তসপ্তমীমাত্রম্, অপি ত্বনন্যত্র ভাববিষয়ার্থ-মপীতি। শুদ্ধ ইত্যর্থালঙ্কারেণ কেনাপ্যসংমিশ্রঃ।

কৃতককুপিতৈর্বাষ্পাম্বুভিঃ সদৈন্যবিলোকিতৈ
র্বনমপি গতা যস্য প্রীত্যা ধৃতাপি তথাম্বয়া।
নবজলধরশ্যামাঃ পশ্যন্দিশো ভবতীং বিনা
কঠিনহৃদয়ো জীবত্যেব প্রিয়ে স তব প্রিয়ঃ।

অত্র তথা তৈস্তৈঃ প্রকারৈর্মাত্রা ধৃতাপীত্যনুরাগপরবশত্বেন গুরুবচনোল্লঙ্ঘনমপি ত্বয়া কৃতমিতি। প্রিয়ে প্রিয় ইতি পরস্পরজীবিতসর্বস্বাভিমানাত্মকো রতিস্থায়িভাব উক্তঃ। নবজলধরেত্যসোঢ়পূর্বপ্রাবৃষেণ্যজলদালোকনং বিপ্রলম্ভোদ্দীপনবিভাবত্বে-নোক্তম্। জীবত্যেবেতি। সাক্ষেপভাবতা এবকারেণ করুণাবকাশনিরাকরণায়োক্তা।

অসমাসা সমাসেন মধ্যমেন চ ভূষিতা।
তথা দীর্ঘসমাসেতি ত্রিধা সংঘটনোদিতা ॥ ৫

কৈশ্চিৎ। তাং কেবলমনূদ্যেদমুচ্যতে—

গুণানাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তী মাধুর্যাদীন্ ব্যনক্তি সা।
রসান্—

সা সংঘটনা রসাদীন্ ব্যনক্তি গুণাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তীতি। অত্র চ বিকল্প্যং গুণানাং সংঘটনায়াশ্চৈক্যং ব্যতিরেকো বা। ব্যতিরেকেঽপি দ্বয়ী গতিঃ। গুণাশ্রয়া সংঘটনা, সংঘটনাশ্রয়া বা গুণা ইতি। তত্রৈক্যপক্ষে সংঘটনাশ্রয়গুণপক্ষে চ গুণানাত্মভূতানাধেয়ভূতান্বাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তী সংঘটনা রসাদীন্ ব্যনক্তীত্যয়মর্থঃ। যদা তু নানাত্বপক্ষে

সর্বত এবেতি। নাত্রান্যতমস্য পদস্যাধিকং কিঞ্চিদ্রসব্যক্তিহেতুত্বমিত্যর্থঃ। রসতত্ত্বমিতি। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারাত্মতত্ত্বমিতি।

স্মরনবনদীপূরেণোঢ়াঃ পুনর্গুরুসেতুভি
র্যদপি বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্ত্যারাদপূর্ণমনোরথাঃ।
তদপি লিখিতপ্রখ্যৈরঙ্গৈঃ পরস্পরমুন্মুখা
নয়ননলিনীনালানীতং পিবন্তি রসং প্রিয়াঃ ॥

রূপকেণেতি। স্মর এব নবনদীপূরঃ প্রাবৃষেণ্যপ্রবাহঃ সরভসমেব প্রবৃদ্ধত্বাৎ তেনোঢ়াঃ পরস্পরসাম্মুখ্যমবুদ্ধিপূর্বমেব নীতাঃ। অনন্তরং গুরব শ্বশ্রূপ্রভৃতয় এব সেতবঃ ইচ্ছাপ্রসররোধকত্বাৎ। অথ চ গুরবোঽলঙ্ঘ্যাঃ সেতবস্তৈ বিধৃতাঃ প্রতিহতেচ্ছাঃ। অত এবাপূর্ণমনোরথাস্তিষ্ঠন্তি। তথাপি পরস্পরোন্মুখতালক্ষণেনান্যোঽন্যতাদাত্ম্যেন স্বদেহে সকলবৃত্তিনিরোধাল্লিখিতপ্রায়ৈরঙ্গৈর্নয়নান্যেব নলিনীনালানি তৈরানীতং রসং পরস্পরাভিলাষলক্ষণমাস্বাদয়ন্তি পরস্পরাভিলাষাত্মকদৃষ্টিচ্ছটামিশ্রীকারযুক্ত্যাপি কালমতিবাহয়ন্তীতি। নন্বু নাত্র রূপকং নির্ব্যূঢ়ং হংসচক্রবাকাদিরূপেণ নায়কযুগলস্যারূপিতত্বাৎ। তে হি হংসাদ্যা একনলিনীনালানীতসলিলপানক্রীড়াদিষু চিতা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যথোক্তব্যঞ্জকেতি। উক্তং হি পূর্বম্—'বিবক্ষাতৎপরত্বেন' ইত্যাদৌ 'নাতিনির্বহণৈষিতা' ইতি। প্রসাধিত ইতি। বিভাবাদিভূষণদ্বারেণ রসোঽপি প্রসাধিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩, ৪ ॥

গুণাশ্রয়সংঘটনাপক্ষঃ তদা গুণানাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তী গুণপরতন্ত্রস্বভাবা ন তু গুণরূপৈবেত্যর্থঃ। কিং পুনরেবং বিকল্পনস্য প্রয়োজনমিতি ?

অভিধীয়তে—যদি গুণাঃ সংঘটনা চেত্যেকং তত্ত্বং সংঘটনাশ্রয়া বা গুণাঃ, তদা সংঘটনায়া ইব গুণানামনিয়তবিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। গুণানাং হি মাধুর্যপ্রসাদপ্রকর্ষঃ করুণবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারবিষয় এব। রৌদ্রাদ্ভুতাদি-বিষয়মোজঃ। মাধুর্যপ্রসাদৌ রসভাবতদাভাসবিষয়াবেবেতি বিষয়-নিয়মো ব্যবস্থিতঃ, সংঘটনায়াস্তু স বিঘটতে। তথা হি শৃঙ্গারেঽপি দীর্ঘসমাসা দৃশ্যতে রৌদ্রাদিষ্বসমাসা চেতি।

তত্র শৃঙ্গারে দীর্ঘসমাসা যথা—'মন্দারকুসুমরেণুপিঞ্জরিতালকা' ইতি। যথা বা—

অনবরতনয়নজললবনিপতনপরিমুষিতপত্রলেখং তে।
করতলমিষণ্ণমবকে বদনমিদং কং ন তাপয়তি॥

ইত্যাদৌ। তথা রৌদ্রাদিষ্বপ্যসমাসা দৃশ্যতে। যথা—'যো যঃ শস্ত্রং বিভর্তি স্বভুজগুরুমদঃ' ইত্যাদৌ। তস্মান্ন সংঘটনাস্বরূপাঃ, ন চ সংঘটনাশ্রয়া গুণাঃ।

ননু যদি সংঘটনা গুণানাং নাশ্রয়স্তৎকিমালম্বনা এতে পরিকল্প্য-ন্তাম্। উচ্যতে—প্রতিপাদিতমেবৈষামালম্বনম্।

তমর্থমবলম্বন্তে যেঽঙ্গিনং তে গুণাঃ স্মৃতাঃ।
অঙ্গাশ্রিতাস্ত্বলঙ্কারা মন্তব্যাঃ কটকাদিবৎ॥ ইতি।

সংঘটনায়ামিতি ভাবে প্রত্যয়ঃ, বর্ণাদিবচ্চ নিমিত্তমাত্রে সপ্তমী। উক্তমিতি। কারিকায়াম্। নিরূপ্যত ইতি। গুণেভ্যো বিবিক্ততয়া বিচার্যত ইতি যাবৎ। রসানিতি কারিকায়াং দ্বিতীয়ার্দ্ধস্যাদ্যং পদম্। 'রসাংস্তন্নিয়মে হেতুরৌচিত্যং বক্তৃ-বাচ্যয়োঃ' ইতি কারিকার্ধম্। বহুবচনেনাদ্যর্থঃ সংগৃহীত ইতি দর্শয়তি—রসাদীনিতি। অত্র চেতি। অস্মিন্নেব কারিকার্ধে। বিকল্পেনেদমর্থজাতং কল্পয়িতুং ব্যাখ্যাতুং শক্যম্ কিং তদিত্যাহ গুণানামিতি। ত্রয়ঃ পক্ষা যে সম্ভাব্যন্তে তে ব্যাখ্যাতুং শক্যাঃ। কথমিত্যাহ—তত্রৈক্যপক্ষ ইতি। আশ্রভূতানিতি। স্বভাবস্য কল্পনয়া প্রতি-পাদনার্থং প্রদর্শিতভেদস্য স্বাশ্রয়বাচোযক্তির্দৃশ্যতে শিংশপাশ্রয়ং বৃক্ষত্বমিতি। আশ্রেয়-

অথবা ভবন্তু শব্দাশ্রয়া এব গুণাঃ, ন চৈষামনুপ্রাসাদিতুল্যত্বম্। যস্মাদনুপ্রাসাদয়োহনপেক্ষিতার্থশব্দধর্মা এব প্রতিপাদিতাঃ। গুণাস্তু ব্যঙ্গ্যবিশেষাবভাসিবাচ্যপ্রতিপাদনসমর্থশব্দধর্ম্মা এব। শব্দধর্ম্মত্বং চৈষামন্যাশ্রয়ত্বেঽপি শরীরাশ্রয়ত্বমিব শৌর্যাদীনাম্।

নন্নু যদি শব্দাশ্রয়া গুণাস্তৎসংঘটনারূপত্বং তদাশ্রয়ত্বং বা তেষাং প্রাপ্তমেব। ন হ্যসংঘটিতাঃ শব্দা অর্থবিশেষপ্রতিপাদ্যরসাদ্যাশ্রিতানাং গুণানামবাচকত্বাদাশ্রয়া ভবন্তি। নৈবম্; বর্ণপদব্যঙ্গ্যত্বস্য রসাদীনাং প্রতিপাদিতত্বাৎ।

অভ্যুপগতে বা বাক্যব্যঙ্গ্যত্বে রসাদীনাং ন নিয়তা কাচিৎ সংঘটনা তেষামাশ্রয়ত্বং প্রতিপদ্যত ইত্যনিয়তসংঘটনাঃ শব্দা এব গুণানাং ব্যঙ্গ্যবিশেষানুগতা আশ্রয়াঃ। নন্নু মাধুর্যে যদি নামৈবমুচ্যতে তদুচ্যতাম্; ওজসঃ পুনঃ কথমনিয়তসংঘটনাশব্দাশ্রয়ত্বম্। ন হ্যসমাসা সংঘটনা কদাচিদোজস আশ্রয়তাং প্রতিপদ্যতে। উচ্যতে—যদি ন প্রসিদ্ধিমাত্রগ্রহদূষিতং চেতস্তদত্রাপি ন ন ব্রূমঃ। ওজসঃ কথমসমাসা সংঘটনা নাশ্রয়ঃ। যতো রৌদ্রাদীন্ হি প্রকাশয়তঃ কাব্যস্য দীপ্তিরোজ ইতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। তচ্চৌজো যদ্যসমাসায়ামপি সংঘটনায়াং

ভূতানিতি সংঘটনায়া ধর্ম্মা গুণা ইতি ভট্টোদ্ভটাদয়ঃ, ধর্মাশ্চ ধর্ম্যাশ্রিতা ইতি প্রসিদ্ধো মার্গঃ। গুণপরতন্ত্রেতি। অত্র নাধারাধেয়ভাব আশ্রয়ার্থঃ। ন হি গুণেষু সংঘটনা তিষ্ঠতীতি। তেন রাজাশ্রয়ঃ প্রকৃতিবর্গ ইত্যত্র যথা রাজাশ্রয়ৌচিত্যেনামাত্যাদিপ্রকৃতয় ইত্যয়মর্থঃ, এবং গুণেষু পরতন্ত্রস্বভাবা তদায়ত্তা তন্মুখপ্রেক্ষিণো সংঘটনেত্যয়মর্থো লভ্যত ইতি ভাবঃ। সংঘটনায়া ইবেতি। প্রথমপক্ষে তাদাত্ম্যেন সমানযোগক্ষেমত্বাদিতরত্র তু ধর্মত্বেনেতি ভাবঃ। ভবত্বনিয়তবিষয়তেত্যাশঙ্ক্যাহ—গুণানাং হীতি। হিশব্দস্তুশব্দার্থে। ন ত্বেবমুপপদ্যতে, আপদ্যতে তু ন্যায়বলাদিত্যর্থঃ। স ইতি। যোঽয়ং গুণেষু নিয়ম উক্তোঽসাবিত্যর্থঃ। তথাত্বে লক্ষ্যদর্শনমব হেতুত্বেনাহ—তথা হীতি।

দৃশ্যত ইত্যুক্তং দর্শনস্থানমুদাহরণমাসূত্রয়তি—তত্রেতি। নাত্র শৃঙ্গারঃ কশ্চিদিত্যাশঙ্ক্য দ্বিতীয়মুদাহরণমাহ যথা—বেতি। এষা হি প্রণয়কুপিতা নায়িকাপ্রসাদ-

স্যাত্তৎ কো দোষো ভবেৎ। ন চাচারুত্বং সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্যমস্তি। তস্মাদনিয়তসংঘটনশব্দাশ্রয়ত্বে গুণানাং ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। তেষাং তু চক্ষুরাদীনামিব যথাস্বং বিষয়নিয়মিতস্য ন কদাচিদ্ব্যভিচারঃ। তস্মাদন্যে গুণা অন্যা চ সংঘটনা। ন চ সংঘটনামাশ্রিতা গুণা ইত্যেকং দর্শনম্। অথবা সংঘটনারূপা এব গুণাঃ।

যত্তূক্তম্—'সংঘটনাবদ্গুণানামপ্যনিয়তবিষয়ত্বং প্রাপ্নোতি। লক্ষ্যে ব্যভিচারদর্শনাৎ' ইতি। তত্রাপ্যেতদুচ্যতে—যত্র লক্ষ্যে পরিকল্পিত-বিষয়ব্যভিচারস্তদ্বিরূপমেবাস্তু। কথমচারুত্বং তাদৃশে বিষয়ে সহৃদয়া-নাং নাবভাতীতি চেৎ? কবিশক্তিতিরোহিতত্বাৎ। দ্বিবিধো হি দোষঃ—কবেরব্যুৎপত্তিকৃতোঽশক্তিকৃতশ্চ। তত্রাব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্তি-তিরস্কৃতত্বাৎ কদাচিন্ন লক্ষ্যতে। যস্ত্বশক্তিকৃতো দোষঃ স ঝটিতি প্রতীয়তে। পরিকরশ্লোকশ্চাত্র—

'অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ।
যস্ত্বশক্তিকৃতস্তস্য স ঝটিত্যবভাসতে॥'

নায়োক্তির্নায়কস্যেতি। তস্মাদিতি। নৈতদ্ব্যাখ্যানদ্বয়ং কারিকায়াং যুক্তমিতি যাবৎ। কিমালম্বনা ইতি। শব্দার্থালম্বনত্বে হি তদলঙ্কারেভ্যঃ কো বিশেষ ইত্যুক্তং চিরন্তনৈরিতি ভাবঃ। প্রতিপাদিতমেবেতি। অস্মন্মূলগ্রন্থকৃতেত্যর্থঃ। অথবেতি। নহ্যেকাশ্রিতত্বাদেবৈক্যং, রূপস্য সংযোগস্য চৈক্যপ্রসঙ্গাৎ। সংযোগে দ্বিতীয়মপেক্ষ্য-মিতি চেৎ—ইহাপি ব্যঙ্গ্যোপকারকবাচ্যাপেক্ষাস্ত্যেবেতি সমানম্। ন চায়ং মম স্থিতঃ পক্ষঃ, অপি তু ভবত্বেষামবিবেকিনামভিপ্রায়েণাপি শব্দধর্ম্মত্বং শৌর্যাদীনামিব শরীরধর্ম্মত্বম্। অবিবেকী হি ঔপচারিকত্ববিভাগং বিবেক্তুমসমর্থঃ। তথাপি ন কশ্চিদ্দোষঃ ইত্যেবম্পরমেতদুক্তমিত্যেতদাহ—শব্দধর্মত্বমিতি। অন্যাশ্রয়ত্বেঽপীতি। আত্মনিষ্ঠত্বেঽপীত্যর্থঃ।

শব্দাশ্রয়া ইতি। উপচারেণ যদি শব্দেষু গুণাস্তদেদং তাৎপর্যম্—শৃঙ্গারাদিরসা-ভিব্যঞ্জকবাচ্যপ্রতিপাদনসামর্থ্যমেব শব্দস্য মাধুর্যম্। তচ্চ শব্দগতং বিশিষ্টঘটনয়ৈব লভ্যতে। অথ সংঘটনা ন ব্যতিরিক্তা কাচিৎ, অপি তু সংঘটিতা এব শব্দাঃ, তদাশ্রিতং তৎসামর্থ্যমিতি সংঘটনাশ্রিতমেবেত্যুক্তং ভবতীতি তাৎপর্যম্।

তথা হি— মহাকবীনামপ্যুত্তমদেবতাবিষয়প্রসিদ্ধসম্ভোগশৃঙ্গারনিবন্ধনাদ্যনৌচিত্যং শক্তিতিরস্কৃতত্বাৎ গ্রাম্যত্বেন ন প্রতিভাসতে। যথা কুমারসম্ভবে দেবীসম্ভোগবর্ণনম্। এবমাদৌ চ বিষয়ে যথৌচিত্যাত্যাগস্তথাদর্শিতমেবাগ্রে। শক্তিতিরস্কৃতত্বং চান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবসীয়তে। তথা হি শক্তিরহিতেন কবিনা এবংবিধে বিষয়ে শৃঙ্গার উপনিবধ্যমানঃ স্ফুটমেব দোষত্বেন প্রতিভাসতে। নন্বস্মিন্ পক্ষে 'যো যঃ শস্ত্রং বিভর্তি' ইত্যাদৌ কিমচারুত্বম্? অপ্রতীয়মানমেবারোপয়ামঃ। তস্মাদ্ গুণব্যতিরিক্তত্বে গুণরূপত্বে চ সংঘটনায়া অন্যঃ কশ্চিন্নিয়মহেতুর্বক্তব্য ইত্যুচ্যতে।

তন্নিয়মে হেতুরৌচিত্যং বক্তৃবাচ্যয়োঃ ॥ ৬ ॥

নন্বু শব্দধর্মত্বং শব্দৈকাত্মকত্বং বা তাবতাস্তু, কিময়ং মধ্যে সংঘটনানুপ্রবেশ ইত্যাশঙ্ক্য স এব পূর্বপক্ষবাদ্যাহ—ন হীতি। অর্থবিশেষৈর্ন তু পদান্তরনিরপেক্ষশুদ্ধপদবাচ্যৈঃ সামান্যৈঃ প্রতিপাদ্যা ব্যঙ্গ্যা যে রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমাস্তদাশ্রিতানাং মুখ্যতয়া তন্নিষ্ঠানাং গুণানামসংটিতাঃ শব্দা আশ্রয়া ন ভবন্ত্যুপচারেণাপীতি ভাবঃ। অত্র হেতুঃ—অবাচকত্বাদিতি। ন হ্যসংঘটিতাঃ ব্যঙ্গ্যোপযোগিনিরাকাঙ্ক্ষরূপং বাচ্যমাহুরিত্যর্থঃ। এতৎ পরিহরতি—নৈবমিতি। বর্ণব্যঙ্গ্যো হি যাবদ্রস উক্তস্তাবদবাচকস্যাপি পদস্য শ্রবণমাত্রাবসেয়েন স্বসৌভাগ্যেন বর্ণবদেব যদ্রসাভিব্যক্তিহেতুত্বং স্ফুটমেব লভ্যত ইতি তদেব মাধুর্য্যাদীতি কিং সংঘটনয়া? তথা চ পদব্যঙ্গ্যো যাবদ্ধ্বনিরুক্তস্তাবচ্ছুদ্ধস্যাপি পদস্য স্বার্থস্মারকত্বেনাপি রসাভিব্যক্তিযোগ্যার্থাবভাসকত্বমেব মাধুর্যাদীতি তত্রাপি কঃ সংঘটনায়া উপযোগঃ।

নন্বু বাক্যব্যঙ্গ্যে ধ্বনৌ তর্হ্যবশ্যমনুপ্রবেষ্টব্যং সংঘটনয়া স্বসৌন্দর্য্যং বাচ্যসৌন্দর্য্যং বা, তয়া বিনা কুত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অভ্যুপগত ইতি। বাশব্দোঽপিশব্দার্থে, বাক্যব্যঙ্গ্যত্বেঽপীত্যত্র যোজ্যঃ। এতদুক্তং ভবতি—অনুপ্রবিশতু তত্র সংঘটনা, ন হি তস্যাঃ সন্নিধানং প্রত্যাচক্ষ্মহে। কিন্তু মাধুর্যস্য ন নিয়তা সংঘটনা আশ্রয়ো বা স্বরূপং বা তয়া বিনা বর্ণপদব্যঙ্গ্যে রসাদৌ ভাবান্মাধুর্য্যাদেঃ বাক্যব্যঙ্গ্যেঽপি তাদৃশীং সংঘটনাং বিহায়াপি বাক্যস্য তত্ররসব্যঞ্জকত্বাৎ সংঘটনা সন্নিহিতাপি রসব্যক্তাবপ্রযোজিকেতি। তস্মাদৌপচারিকত্বেঽপি শব্দাশ্রয়া এব গুণা ইত্যুপসংহরতি— শব্দা এবেতি। নন্বিতি। বাক্যব্যঙ্গ্যধ্বন্যভিপ্রায়েণেদং মন্তব্যমিতি কেচিৎ।

তত্র বক্তা কবিঃ কবিনিবদ্ধো বা, কবিনিবদ্ধশ্চাপি রসভাবরহিতো রসভাবসমন্বিতো বা, রসোঽপি কথানায়কাশ্রয়স্তদ্বিপক্ষাশ্রয়ো বা, কথানায়কশ্চ ধীরোদাত্তাদিভেদভিন্নঃ পূর্বস্তদনন্তরো বেতি বিকল্পাঃ। বাচ্যং চ ধ্বন্যাত্মরসাঙ্গং রসাভাসাঙ্গং বা, অভিনেয়ার্থমনভিনেয়ার্থং বা, উত্তমপ্রকৃত্যাশ্রয়ং তদিতরাশ্রয়ং বেতি বহুপ্রকারম্। তত্র যদা কবিরপগতরসভাবো বক্তা তদা রচনায়াঃ কামচারঃ। যদাপি কবিনিবদ্ধো বক্তা রসভাবরহিতস্তদা স এব ; যদা তু কবিঃ কবিনিবদ্ধো বা বক্তা রসভাবসমন্বিতো রসশ্চ প্রধানাশ্রিতত্বাদ্ ধ্বন্যাত্মভূতস্তদা নিয়মেনৈব তত্রাসমাসামধ্যসমাসে এব সংঘটনে। করুণবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারয়োস্ত্বসমাসৈব সংঘটনা। কথমিতি চেৎ ; উচ্যতে—রসো যদা প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যস্তদা তৎপ্রতীতৌ ব্যবধায়কা বিরোধিনশ্চ সর্বাত্মনৈব পরিহার্যাঃ। এবং চ দীর্ঘসমাসাসংঘটনাসমাসানামনেকপ্রকারসম্ভাবনয়া কদাচিদ্রসপ্রতীতিং ব্যবদধাতীতি তস্যাং নাত্যন্তমভিনিবেশঃ শোভতে।

বয়ং তু ব্রূমঃ—বর্ণপদব্যঙ্গ্যেঽপ্যোজসি রৌদ্রাদিস্বভাবে বর্ণপদানামেকাকিনাং স্বসৌন্দর্যমপি ন তাদৃগুন্মীলতি তাবদ্যাবত্তানি সংঘটনাঙ্কিতানি ন কৃতানীতি সামান্যেনৈবায়ং পূর্বপক্ষ ইতি। প্রকাশয়ত ইতি 'লক্ষণহেত্বোঃ' ইতি শতৃপ্রত্যয়ঃ। রৌদ্রাদিপ্রকাশনালক্ষ্যমাণমোজ ইতি ভাবঃ। ন চেতি। চশব্দো হেতৌ। যস্মাৎ 'যো যঃ শস্ত্রম্' ইত্যাদৌ না চারুত্বং প্রতিভাতি তস্মাদিত্যর্থঃ। তেষাম্বিতি গুণানাম্। যথা স্বমিতি। 'শৃঙ্গার এব পরমো মনঃপ্রহ্লাদনো রসঃ' ইত্যাদিনা চ বিষয়নিয়ম উক্ত এব। অথবেতি। রসাভিব্যক্তাবেতদেব সামর্থ্যং শব্দানাং যত্তথা তথা সংঘটমানত্বমিতি ভাবঃ।

শক্তিঃ প্রতিভানং বর্ণনীয়বস্তুবিষয়নূতনোল্লেখশালিত্বম্ ব্যুৎপত্তিস্তদুপযোগিসমস্তবস্তুপৌর্বাপর্যপরামর্শকৌশলম্। তস্যেতি কবেঃ। অনৌচিত্যমিতি। আস্বাদয়িতৃণাং যঃ চমৎকারাবিঘাতস্তদেব রসসর্বস্বং আস্বাদায়ত্তত্বাৎ। উত্তমদেবতাসম্ভোগপরামর্শে চ পিতৃসম্ভোগ ইব লজ্জাতঙ্কাদিনা কশ্চমৎকারাবকাশ ইত্যর্থঃ। শক্তিতিরস্কৃতত্বাদদিতি। সম্ভোগোঽপি হ্যসৌ বর্ণিতস্তথা প্রতিভানবতা কবিনা যথা তত্রৈব বিশ্রান্তং হৃদয়ং পৌর্বাপর্যপরামর্শং কর্তুং ন দদাতি যথা নির্ব্যাজপরাক্রমস্য পুরুষস্যা-

বিশেষতোঽভিনেয়ার্থে কাব্যে, ততোঽন্যত্র চ বিশেষতঃ করুণবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারয়োঃ। তয়োর্হি সুকুমারতরত্বাৎ স্বল্পায়ামপ্যস্বচ্ছতায়াং শব্দার্থয়োঃ প্রতীতির্মন্থরীভবতি। রসান্তরে পুনঃ প্রতিপাদ্যে রৌদ্রাদৌ মধ্যমসমাসা সংঘটনা কদাচিদ্ধীরোদ্ধতনায়কসম্বন্ধব্যাপারাশ্রয়েণ দীর্ঘসমাসাপি বা তদাক্ষেপাবিনাভাবিরসোচিতবাচ্যাপেক্ষয়া ন বিগুণা ভবতীতি সাপি নাত্যন্তং পরিহার্যা। সর্বাসু চ সংঘটনাসু প্রসাদাখ্যো গুণো ব্যাপী। স হি সর্বরসসাধারণঃ সর্বসংঘটনাসাধারণশ্চেত্যুক্তম্। প্রসাদাতিক্রমে হ্যসমাসাপি সংঘটনা করুণবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারৌ ন ব্যনক্তি। তদপরিত্যাগে চ মধ্যমসমাসাপি ন ন প্রকাশয়তি। তস্মাৎ সর্বত্র প্রসাদোঽনুসর্তব্যঃ; অতএব চ 'যো যঃ শস্ত্রং বিভর্তি' ইত্যাদৌ যদ্যোজসঃ স্থিতির্নেষ্যতে তৎপ্রসাদাখ্য এব গুণো ন মাধুর্যম্। ন চচারুত্বম্; অভিপ্রেতরসপ্রকাশনাৎ। তস্মাদ্ গুণাব্যতিরিক্তত্বে গুণব্যতিরিক্তত্বে বা সংঙটনায়া যথোক্তাদৌচিত্যাদ্বিষয়নিয়মোঽস্তীতি তস্যা

বিষয়েঽপি যুধ্যমানস্য তাবত্তস্মিন্নবসরে সাধুবাদো বিতীর্যতে ন তু পৌর্বাপর্যপরামর্শে তথাত্রাপীতি ভাবঃ। দর্শিতমেবেতি। কারিকাকারেণেতি ভূতপ্রত্যয়ঃ। বক্ষ্যতে হি —'অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্', ইত্যাদি। অপ্রতীয়মানমেবেতি। পূর্বাপরপরামর্শবিবেকশালিভিরপীত্যর্থঃ। গুণব্যতিরিক্তত্ব ইতি। ব্যতিরেকপক্ষে হি সংঘটনায়া নিয়মহেতুরেব নাস্তি ঐক্যপক্ষেঽপি ন রসো নিয়মহেতুরিত্যন্যো বক্তব্যঃ।

তন্নিয়ম ইতি কারিকাবশেষঃ। কথাং নয়তি স্বকর্তব্যাঙ্গভাবমিতি কথানায়কো যো নির্বহণে ফলভাগী। ধীরোদাত্তাদীতি। ধর্মযুদ্ধবীরপ্রধানো ধীরোদাত্তঃ। বীররৌদ্রপ্রধানো ধীরোদ্ধতঃ। বীরশৃঙ্গারপ্রধানো ধীরললিতঃ। দানধর্মবীরশান্ত প্রধানো ধীরপ্রশান্ত ইতি চত্বারো নায়কাঃ ক্রমেণ সাত্বত্যারভটীকৈশিকীভারতীলক্ষণবৃত্তিপ্রধানাঃ। পূর্বঃ কথানায়কস্তদনন্তর উপনায়কঃ। বিকল্পা ইতি। বক্তৃভেদা ইত্যর্থঃ। বাচ্যমিতি। ধ্বন্যাত্মা ধ্বনিস্বভাবো যো রসস্তস্যাঙ্গং ব্যঞ্জকমিত্যর্থঃ। অভিনেয়ো বাগঙ্গসত্ত্বাহার্যৈরাভিমুখ্যং সাক্ষাৎকারপ্রায়ং নেয়োঽর্থো ব্যঙ্গ্যরূপো ধ্বনিস্বভাবে যস্য তদভিনেয়ার্থং বাচ্যম্. স এব হি কাব্যার্থম্ ইত্যুচ্যতে। তস্যৈব

অপি রসব্যঞ্জকত্বম্। তস্যাশ্চ রসাভিব্যক্তিনিমিত্তভূতায়া যোঽয়-মনন্তরোক্তো নিয়মহেতুঃ স এব গুণানাং নিয়তো বিষয় ইতি গুণা-শ্রয়েণ ব্যবস্থানমপ্যবিরুদ্ধম্।

বিষয়াশ্রয়মপ্যন্যদৌচিত্যং তাং নিযচ্ছতি।
কাব্যপ্রভেদাশ্রয়তঃ স্থিতা ভেদাবতী হি সা ॥৭॥

বক্তৃবাচ্যগতৌচিত্যে সত্যপি বিষয়াশ্রয়মন্যদৌচিত্যং সংঘটনাং নিযচ্ছতি। যতঃ কাব্যস্য প্রভেদা মুক্তকং সংস্কৃতপ্রাকৃতাপভ্রংশনিবদ্ধম্। সন্দানিতকবিশেষককলাপককুলকানি। পর্যায়বন্ধঃ পরিকথা খণ্ডকথা-সকলকথে সর্গবন্ধোঽভিনেয়ার্থমাখ্যায়িকাকথে ইত্যেবমাদয়ঃ। তদা-শ্রয়েণাপি সংঘটনা বিশেষবতী ভবতি। তত্র মুক্তকেষু রসবন্ধাভি-নিবেশিনঃ কবেস্তদাশ্রয়মৌচিত্যম্। তচ্চ দর্শিতমেব। অন্যত্র কামচারঃ।

চাভিনয়েন যোগঃ। যদাহ মুনিঃ—'বাগঙ্গসত্ত্বোপেতাৎ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তি' ইত্যাদি তত্র তত্র। রসাভিনয়নান্তরীয়কতয়া তু তদ্বিভাবাদিরূপতয়া বচোঽর্থো-ঽভিনীয়ত ইতি বাচ্যমভিনেয়ার্থমিত্যেষৈব যুক্ততরা বাচো যুক্তিঃ। ন ত্বত্র ব্যপ-দেশিবদ্ভাবো ব্যাখ্যেয়ঃ, যথান্যৈঃ। তদিতরেতি। মধ্যমপ্রকৃত্যাশ্রয়মধমপ্রকৃত্যাশ্রয়ং চেত্যর্থঃ। এবং বক্তৃভেদান্বাচ্যভেদাংশ্চাভিধায় তদ্গতমৌচিত্যং নিয়ামকমাহ—তত্রেতি। রচনায়া ইতি সংঘটনায়াঃ রসভাবহীনোঽনাবিষ্টস্তাপসাদিরুদাসীনো-ঽপীতি বৃত্তাঙ্গতয়া যদ্যপি প্রধানরসানুযায্যেব, তথাপি তাবতি রসাদিহীন ইত্যুক্তম্। স এবেতি কামচারঃ। এবং শুদ্ধবক্ত্রৌচিত্যং বিচার্য বাচ্যৌচিত্যেন সহ তদেবাহ যদা ত্বিতি। কবির্যদ্যপি রসাবিষ্ট এব বক্তা যুক্তঃ। অন্যথা 'স এব বীতরাগশ্চেৎ' ইতি স্থিত্যা নীরসমেব কাব্যং স্যাৎ। তথাপি যদা যমকাদিচিত্রদর্শনপ্রধানোঽসৌ ভবতি, তদা 'রসাদিহীন' ইত্যুক্তম্। নিয়মেন রসভাবসমন্বিতো ন তু কথঞ্চিদপি তটস্থঃ। রসশ্চ ধ্বন্যাত্মভূত এব ন তু রসবদলঙ্কারপ্রায়ঃ। তদাসমাসমধ্যসমাসে এব সংঘটনে, অন্যথা তু দীর্ঘসমাসাপীত্যেবং যোজ্যম্। তেন নিয়মশব্দস্য দ্বয়ো-শ্চৈবকারয়োঃ পৌনরুক্ত্যমনাশঙ্ক্যম্। কথমিতি চেদিতি। কিং ধর্ম্মসূত্রকারবচন-মেতদিতি ভাবঃ। উচ্যত ইতি। ন্যায়োপপত্ত্যেত্যর্থঃ। তৎপ্রতীতাবিতি। তদা-স্বাদে যে ব্যবধায়কা আস্বাদবিঘ্নরূপাবিরোধিনশ্চ তদ্বিপরীতাস্বাদময়া ইত্যর্থঃ। সম্ভাবনয়েতি। অনেকপ্রকারঃ সম্ভাব্যতে সংঘটনা তু সম্ভাবনায়াং প্রযোক্তীতি

মুক্তকেষু প্রবন্ধেষ্বিব রসবন্ধাভিনিবেশিনঃ কবয়ো দৃশ্যন্তে। যথা হ্যমরুকস্য কবের্মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধা এব। সন্দানিতকাদিষু তু বিকটনিবন্ধনৌচিত্যান্মধ্যমসমাসাদীর্ঘসমাসে এব রচনে। প্রবন্ধাশ্রয়েষু যথোক্তপ্রবন্ধৌচিত্যমেবানুসর্তব্যম্। পর্যায়বন্ধে পুনরসমাসামধ্যমসমাসে এব সংঘটনে। কদাচিদর্থৌচিত্যাশ্রয়েণ দীর্ঘসমাসায়ামপি সংঘটনায়াং পরুষা গ্রাম্যা চ বৃত্তিঃ পরিহর্তব্যা। পরিকথায়াং কামচারঃ, তত্রেতিবৃত্তমাত্রোপন্যাসেন নাত্যন্তং রসবন্ধাভিনিবেশাৎ। খণ্ডকথাসকলকথয়োস্তু প্রাকৃতপ্রসিদ্ধয়োঃ কুলকাদিনিবন্ধনভূয়স্ত্বাদ্দীর্ঘসমাসায়ামপি ন বিরোধঃ। বৃত্ত্যৌচিত্যং তু যথা রসমনুসর্তব্যম্। সর্গবন্ধে তু রসতাৎপর্যে যথারসমৌচিত্যমন্যথা তু

দ্বৌ নিচৌ। বিশেষতোঽভিনেয়ার্থেতি। অক্রুটিতেন ব্যঙ্গ্যেন তাবৎ সমাসার্থাভিনয়ো ন শক্যঃ কর্তুম্। কাক্বাদয়োহন্তরপ্রসাদগানাদয়শ্চ। তত্র দুষ্প্রযোজ্য বহুতরসন্দেহপ্রসরা চ তত্র প্রতিপত্তির্ন নাট্যেঽনুরূপা স্যাৎ। প্রত্যক্ষরূপত্বাত্তস্যা ইতি ভাবঃ। অন্যত্র চেতি। অনভিনেয়ার্থেঽপি। মন্থরীভবতীতি। আস্বাদো বিঘ্নিতত্বাৎ প্রতিহন্যত ইত্যর্থঃ। তস্যা দীর্ঘসমাসসংঘটনায়াঃ য আক্ষেপস্তেন বিনা যো ন ভবতি ব্যঙ্গ্যাভিব্যঞ্জকস্তাদৃশো রসোচিতো রসব্যঞ্জকতয়োপাদীয়মানো বাচ্যস্তস্য যাসাবপেক্ষা দীর্ঘসমাসসংঘটনাং প্রতি সা অবৈগুণ্যে হেতুঃ। নায়কস্যাক্ষেপো ব্যাপার ইতি যদ্ব্যাখ্যাতং তন্ন শ্লিষ্যতীবেত্যলম্। ব্যাপীতি। যা কাচিৎ সংঘটনা সা তথা কর্তব্যা, যথা বাচ্যে ঝটিতি ভবতি প্রতীতিরিতি যাবৎ। উক্তমিতি। 'সমর্পকত্বং কাব্যস্য যত্তু' ইত্যাদিনা। ন ব্যনক্তীতি। ব্যঞ্জকস্য স্ববাচ্যস্যৈবাপ্রত্যায়নাদিতি ভাবঃ! তদিতি। প্রসাদস্যাপরিত্যাগে অভীষ্টত্বাদত্রার্থে স্বকণ্ঠেনান্বয়ব্যতিরেকাবুক্তৌ। ন মাধুর্যমিতি। ওজোমাধুর্য্যয়োর্হ্যন্যোন্যাভাবরূপত্বং প্রাঙ্ নিরূপিতমিতি তয়োঃ সঙ্করোঽত্যন্তং শ্রুতিবাহ্য ইতি ভাবঃ। অভিপ্রেতেতি। প্রসাদেনৈব স রসঃ প্রকাশিতঃ ন ন প্রকাশিত ইত্যর্থঃ। তস্মাদিতি। যদি গুণাঃ সংঘটনৈকরূপাস্তথাপি গুণনিয়ম এব সংঘটনায়া নিয়মঃ। গুণাধীনসংঘটনাপক্ষেঽপ্যেবম্। সংঘটনাশ্রয়গুণপক্ষেঽপি সংঘটনায়া নিয়ামকত্বেন যদ্বক্তৃবাচ্যৌচিত্যঃ হেতুত্বেনোক্তং তদ্গুণানামপি নিয়মহেতুরিতি পক্ষত্রয়েঽপি ন কশ্চিদ্বিপ্লব ইতি তাৎপর্যম্ ॥ ৫, ৬ ॥

কামচারঃ, দ্বয়োরপি মার্গয়োঃ সর্গবন্ধবিধায়িনাং দর্শনাদ্রসতাৎপর্যং সাধীয়ঃ। অভিনেয়ার্থে তু সর্বথা রসবন্ধেঽভিনিবেশঃ কার্যঃ। আখ্যায়িকাকথয়োস্তু গদ্যনিবন্ধনবাহুল্যাদগদ্যে চ ছন্দোবন্ধভিন্নপ্রস্থানত্বাদিহ নিয়মে হেতুরকৃতপূর্বোঽপি মনাক্ ক্রিয়তে।

এতদ্যথোক্তমৌচিত্যমেব তস্যা নিয়ামকম্।
সর্বত্র গদ্যবন্ধেঽপি ছন্দোনিয়মবর্জিতে ॥ ৮ ॥

যদেতদৌচিত্যং বক্তৃবাচ্যগতং সংঘটনায়া নিয়ামকমুক্তমেতদেব গদ্যে ছন্দোনিয়মবর্জিতেঽপি বিষয়াপেক্ষং নিয়মহেতুঃ। তথা হ্যত্রাপি

নিয়ামকান্তরমপ্যস্তীত্যাহ — বিষয়াশ্রয়মিতি। বিষয়শব্দেন সংঘাতবিশেষ উক্তঃ। যথা হি সেনাদ্যাত্মকসংঘাতনিবেশী পুরুষঃ কাতরোঽপি তদৌচিত্যাদনুগুণতয়ৈবাস্তে তথা কাব্যবাক্যমপি সংঘাতবিশেষাত্মকসন্দানিতকাদিমধ্যনিবিষ্টং তদৌচিত্যেন বর্ত্ততে। মুক্তকং তু বিষয়শব্দেন যদুক্তং তৎসংঘাতাভাবেন স্বাতন্ত্র্যমাত্রং প্রদর্শয়িতুং স্বপ্রতিষ্ঠিতমাকাশমিতি যথা। অপিশব্দেনেদমাহ — সত্যপি বক্তৃবাচ্যৌচিত্যে বিষয়ৌচিত্যং কেবলং তারতম্যভেদমাত্রব্যাপৃতম্, ন তু বিষয়ৌচিত্যেন বক্তৃবাচ্যৌচিত্যং নিবার্যত ইতি। মুক্তকমিতি। মুক্তমন্যেনানালিঙ্গিতং তস্য সংজ্ঞায়াং কম্। তেন স্বতন্ত্রতয়া পরিসমাপ্তনিরাকাঙ্ক্ষার্থমপি প্রবন্ধমধ্যবর্ত্তি ন মুক্তকমিত্যুচ্যতে। মুক্তকস্যৈব বিশেষণং সংস্কৃতেত্যাদি। ক্রমভাবিত্বাত্তথৈব নির্দেশঃ। দ্বাভ্যাং ক্রিয়াসমাপ্তৌ সন্দানিতকম্। ত্রিভির্বিশেষকম্। চতুর্ভিঃ কলাপকম্। পঞ্চপ্রভৃতিভিঃ কুলকম্। ইতি ক্রিয়াসমাপ্তিকৃতা ভেদা ইতি দ্বন্দ্বেন নির্দিষ্টাঃ। অবান্তরক্রিয়াসমাপ্তাবপি বসন্তবর্ণনাদিরেকবর্ণনীয়োদ্দেশেন প্রবৃত্তঃ পর্যায়বন্ধঃ একং ধর্ম্মাদিপুরুষার্থমুদ্দিশ্য প্রকারবৈচিত্র্যেণানন্তবৃত্তান্তবর্ণনপ্রকারা পরিকথা। একদেশবর্ণনা খণ্ডকথা। সকলফলান্তেতিবৃত্তবর্ণনা সকলকথা। দ্বয়োরপি প্রাকৃতপ্রসিদ্ধত্বাদ্ দ্বন্দ্বেন নির্দেশঃ। পূর্বেষাং তু মুক্তকাদীনাং ভাষায়ামনিয়মঃ। মহাকাব্যরূপঃ পুরুষার্থফলঃ সমস্তবস্তুবর্ণনাপ্রবন্ধঃ সর্গবন্ধঃ সংস্কৃত এব। অভিনেয়ার্থং দশরূপকং নাটিকাত্রোটকরাসকপ্রকরণিকাদ্যবান্তরপ্রপঞ্চসহিতমনেকভাষাব্যামিশ্ররূপম্। আখ্যায়িকোচ্ছ্বাসাদিনা বক্ত্রাপরবক্ত্রাদিনা চ যুক্তা। কথা তদ্বিরহিতা। উভয়োরপি গদ্যবন্ধস্বরূপতয়া দ্বন্দ্বেন নির্দেশঃ। আদিগ্রহণাচ্চম্পূঃ। যথাহ দণ্ডী — গদ্যপদ্যময়ী চম্পূঃ ইতি। অন্যত্রেতি। রসবন্ধানভিনিবেশে।

যদা কবিঃ কবিনিবদ্ধো বা বক্তা রসভাবরহিতস্তদা কামচারঃ। রসভাবসমন্বিতে তু বক্তরি পূর্বোক্তমেবানুসর্তব্যম্। তত্রাপি চ বিষয়ৌচিত্যমেব। আখ্যায়িকায়াং তু ভূম্না মধ্যমসমাসাদীর্ঘসমাসে এব সংঘটনে। গদ্যস্য বিকটবন্ধাশ্রয়েণ ছায়াবত্ত্বাৎ। তত্র চ তস্য প্রকৃষ্যমাণত্বাৎ। কথায়াং তু বিকটবন্ধপ্রাচুর্যেঽপি গদ্যস্য রসবন্ধোক্তমৌচিত্যমনুসর্তব্যম্।

রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং ভাতি সর্বত্র সংশ্রিতা।
রচনা বিষয়াপেক্ষং তত্তু কিঞ্চিদ্বিভেদবৎ ॥ ৯ ॥

অথবা পদ্যবদ্গদ্যবন্ধেঽপি রসবন্ধোক্তমৌচিত্যং সর্বত্র সংশ্রিতা রচনা ভবতি। তত্তু বিষয়াপেক্ষং কিঞ্চিদ্বিশেষবদ্ভবতি, ন তু সর্বাকারম্। তথা হি গদ্যবন্ধেঽপ্যতিদীর্ঘসমাসা রচনা ন বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার-

---

নন্বু মুক্তকে বিভাবাদিসংঘটনা কথং যেন তদায়ত্তো রসঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মুক্তকেম্বিতি। অমরুকস্যেতি।

কথমপি কৃতপ্রত্যাপত্তৌ প্রিয়ে স্খলিতোত্তরে
বিরহকৃশয়া কৃত্বা ব্যাজপ্রকল্পিতমশ্রুতম্।
অসহনসখীশ্রোত্রপ্রাপ্তিং বিশঙ্ক্য সসংভ্রমং
বিবলিতদৃশা শূন্যে গেহে সমুচ্ছ্বসিতং ততঃ ॥

ইত্যত্র হি শ্লোকে স্ফুটৈব বিভবাদিসম্পৎপ্রতীতিঃ। বিকটেতি। অসমাসায়াং হি সংঘটনায়াং মন্থররূপা প্রতীতিঃ সাকাঙ্ক্ষা সতী চিরেণ ক্রিয়াপদং দূরবর্ত্যনুধাবন্তী বাচ্যপ্রতীতাবেব বিশ্রান্তা সতী ন রসতত্ত্বচর্বণাযোগ্যা স্যাদিতি ভাবঃ। প্রবন্ধাশ্রয়েম্বিতি। সন্দানিতকাদিষু কুলকান্তেষু। যদি বা প্রবন্ধেঽপি মুক্তকস্যাস্ত সদ্ভাবঃ, পূর্বাপরনিরপেক্ষেণাপি হি যেন রসচর্বণা ক্রিয়তে তদেব মুক্তকম্। যথা—'ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাম্ ইত্যাদি শ্লোকঃ। কদাচিদিতি রৌদ্রাদিবিষয়ে। নাত্যন্তমিতি। রসবন্ধে যো নাত্যন্তমভিনিবেশস্তস্মাদিতি সঙ্গতিঃ। বৃত্ত্যৌচিত্যমিতি। পরুষোপনাগরিকাগ্রাম্যাণাং বৃত্তীনামৌচিত্যং যথাপ্রবন্ধং যথারসং চ। অন্যথেতি কথামাত্রতৎপর্যে বৃত্তিষ্বপি কামচারঃ। দ্বয়োরপীতি সপ্তমী কথাতাৎপর্যে সর্গবন্ধো যথা ভট্টজয়ন্তকস্য কাদম্বরীকথাসারম্। রসতাৎপর্যং যথা রঘুবংশাদি। অন্যে তু সংস্কৃতপ্রাকৃতয়োর্দ্বয়োরিতি ব্যাচক্ষতে। তত্র তু রসতাৎপর্যং সাধীয় ইতি যদুক্তং তৎ কিমপেক্ষয়েতি নেয়ার্থং স্যাৎ ॥ ৭ ॥

করুণয়োরাখ্যায়িকায়ামপি শোভতে। নাটকাদাবপ্যসমাসৈব রৌদ্র-বীরাদিবর্ণনে। বিষয়াপেক্ষং ত্বৌচিত্যং প্রমাণতোঽপকৃষ্যতে প্রকৃষ্যতে চ। তথা হ্যাখ্যায়িকায়াঃ নাত্যন্তমসমাসা স্ববিষয়েঽপি নাটকাদৌ নাতিদীর্ঘসমাসা চেতি সংঘটনায়া দিগনুসর্তব্যা।

ইদানীং অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ প্রবন্ধাত্মা রামায়ণমহাভারতাদৌ প্রকাশমানঃ প্রসিদ্ধ এব। তস্য তু যথা প্রকাশনং তৎ প্রতিপাদ্যতে।

বিভাবভাবানুভাবসঞ্চার্যৌচিত্যচারুণঃ।
বিধিঃ কথাশরীরস্য বৃত্তস্যোৎপ্রেক্ষিতস্য বা ॥ ১০ ॥
ইতিবৃত্তবশায়াতাং ত্যক্ত্বানন্গুণাং স্থিতিম্।
উৎপ্রেক্ষ্যাঽপ্যন্তরাভীষ্টরসোচিতকথোন্নয়ঃ ॥ ১১ ॥
সন্ধিসন্ধ্যঙ্গঘটনং রসাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া।
ন তু কেবলয়া শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া ॥ ১২ ॥
উদ্দীপনপ্রশমনে যথাবসরমন্তরা।
রসস্যারব্ধবিশ্রান্তেরনুসন্ধানমঙ্গি নঃ ॥ ১৩ ॥
অলঙ্কৃতীনাং শক্তাবপ্যানুরূপ্যেণ যোজনম্।
প্রবন্ধস্য রসাদীনাং ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনম্ ॥ ১৪ ॥

প্রবন্ধোঽপি রসাদীনাং ব্যঞ্জক ইত্যুক্তং তস্য ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনম্।

বিষয়াপেক্ষমিতি। গদ্যবন্ধস্য ভেদা এব বিষয়ত্বেনানুমন্তব্যাঃ ॥ ৮ ॥

স্থিতপক্ষন্তু দর্শয়তি—রসবন্ধোক্তমিতি। বৃত্তৌ চ বাশব্দোঽস্যৈব পক্ষস্য স্থিতি-দ্যোতকঃ। যথা

স্ত্রিয়ো নরপতিবহ্নির্বিষং যুক্ত্যা নিষেবিতম্।
স্বার্থায় যদি বা দুঃখসম্ভারায়ৈব কেবলম্ ॥ ইতি।

রচনা সংঘটনা। তর্হি বিষয়ৌচিত্যং সর্বথৈব ত্যক্তং নেত্যাহ—তদেব রসৌচিত্যং বিষয়ং সহকারিতয়াপেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিভেদোঽবান্তরবৈচিত্র্যং বিদ্যতে যস্য সম্পাদ্যত্বেন তাদৃশং ভবতি। এতদ্ব্যাচষ্টে তত্ত্বিতি। সর্বাকারমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। অসমাসৈবেতি। সর্বত্রৈতি শেষঃ। তথা হি বাক্যাভিনয়লক্ষণে 'চূর্ণপাদৈঃ প্রসন্নৈঃ' ইত্যাদি মুনিরভ্য-ধাৎ। অত্রাপবাদমাহ—ন চেতি। নাটকাদাবিতি। স্ববিষয়েঽপীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

প্রথমং তাবদ্বিভাবানুভাবসঞ্চার্যৌচিত্যচারুণঃ কথাশরীরস্য বিধির্যথা-যথং প্রতিপিপাদয়িষিতরসভাবাদ্যপেক্ষয়া য উচিতো বিভাবো ভাবোঽনুভাবঃ সঞ্চারী বা তদৌচিত্যচারুণঃ কথাশরীরস্য বিধির্ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনমেকম্। তত্র বিভাবৌচিত্যং তাবৎ প্রসিদ্ধম্। ভাবৌচিত্যং তু প্রকৃত্যৌচিত্যাৎ। প্রকৃতির্হ্যুত্তমমধ্যমাধমভাবেন দিব্যমানুষাদিভাবেন চ বিভেদিনী। তাং যথাযথমনুসৃত্যাসঙ্কীর্ণঃ স্থায়ী ভাব উপনিবধ্যমান ঔচিত্যভাগ্ ভবতি। অন্যথা তু কেবলমানুষাশ্রায়ণ দিব্যস্য কেবল-দিব্যাশ্রয়েণ বা কেবলমানুষস্যোৎসাহাদয় উপনিবধ্যমানা অনুচিতা ভবন্তি। তথা চ কেবলমানুষস্য রাজাদের্বর্ণনে সপ্তার্ণবলঙ্ঘনাদিলক্ষণা ব্যাপারা উপনিবধ্যমানাঃ সৌষ্ঠবভৃতোঽপি নীরসা এব নিয়মেন ভবন্তি, তত্র ত্বনৌচিত্যমেব হেতুঃ।

নন্বু নাগলোকগমনাদয়ঃ সাতবাহনপ্রভৃতীনাং শ্রূয়ন্তে, তদলোক-সামান্যপ্রভাবাতিশয়বর্ণনে কিমনৌচিত্যং সর্বোর্বীভরণক্ষমাণাং ক্ষমা-ভুজামিতি। নৈতদস্তি ; ন বয়ং ব্রূমো যৎপ্রভাবাতিশয়বর্ণনমনুচিতং রাজ্ঞাম্, কিং তু কেবলমানুষাশ্রয়েণ যোৎপাদ্যবস্তুকথা ক্রিয়তে তস্যাং দিব্যমৌচিত্যং ন যোজনীয়ম্। দিব্যমানুষ্যায়াং তু কথায়ামুভয়ৌচিত্য-যোজনমবিরুদ্ধমেব। যথা পাণ্ডবাদিকথায়াম্। সাতবাহনাদিষু তু

এবং সংঘটনায়াং চালক্ষ্যক্রমো দীপ্যত ইতি নির্ণীতম্। প্রবন্ধে দীপ্যত ইতি তু নির্বিবাদসিদ্ধোঽয়মর্থ ইতি নাত্র বক্তব্যং কিঞ্চিদস্তি। কেবলং কবিসহৃদয়ান্ ব্যুৎপাদয়িতুং রসব্যঞ্জনে যেতিকর্তব্যতা প্রবন্ধস্য সা নিরূপ্যেত্যাশয়েনাহ—ইদানী-মিতি। ইদানীং তৎপ্রকারজাতং প্রতিপাদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। প্রথমং তাবদিতি প্রবন্ধস্য ব্যঞ্জকত্বে যে প্রকারাস্তে যে প্রকারাস্তে ক্রমেণৈবোপযোগিনঃ। পূর্বং হি কথাপরীক্ষা। তত্রাধিকাবাপঃ ফলপর্যন্ততানয়নম্, রসং প্রতি জাগরণং, তদনুচিত-বিভাবাদিবর্ণনেঽলঙ্কারৌচিত্যমিতি। তৎক্রমেণ পঞ্চকং ব্যাচষ্টে—বিভাবেত্যাদিনা। তদৌচিত্যেতি। শৃঙ্গারবর্ণনেচ্ছুনা তাদৃশী কথা সংশ্রয়ণীয়া যস্যামৃতুমাল্যাদের্বি-ভাবস্য লীলাদেরনুভাবস্য হর্ষধৃত্যাদেঃ সঞ্চারিণঃ স্ফুট এব সদ্ভাব ইত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধমিতি। লোকে ভরতশাস্ত্রে চ। ব্যাপার ইতি। তদ্বিষয়োৎসাহোপলক্ষণ-

যেষু যাবদপদানং শ্রূয়তে তেষু তাবন্মাত্রমনুগম্যমানমনুগুণত্বেন প্রতিভাসতে। ব্যতিরিক্তং তু তেষামেবোপনিবধ্যমানমনুচিতম্। তদয়মত্র পরমার্থঃ—

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা॥

অতএব চ ভরতে প্রখ্যাতবস্তুবিষয়ত্বং প্রখ্যাতোদাত্তনায়কত্বং চ নাটকস্যাবশ্যকর্তব্যতয়োপন্যস্তম্। তেন হি সায়কৌচিত্যানৌচিত্য-বিষয়ে কবির্ন ব্যামুহ্যতি। যস্তূৎপাদ্যবস্তু নাটকাদি কুর্যাত্তস্যাপ্রসিদ্ধানু-চিতনায়কস্বভাববর্ণনে মহান্ প্রমাদঃ।

নমু যদুৎসাহাদিভাধবর্ণনে কথঞ্চিদ্দিব্যমানুষ্যাদ্যৌচিত্যপরীক্ষা ক্রিয়তে তৎ ক্রিয়তাম্, রত্যাদৌ তু কিং তয়া প্রয়োজনম্; রতির্হি ভারতবর্ষোচিতেনৈব ব্যবহারেণ দিদ্যানামপি বর্ণনীয়েতি স্থিতিঃ। নৈবম্; তত্রৌচিত্যাদিক্রমেণ সুতরাং দোষঃ। তথা হ্যধমপ্রকৃত্যৌ-চিত্যেনোত্তমপ্রকৃতেঃ শৃঙ্গারোপনিবন্ধনে কা ভবেন্নোপহাস্যতা। ত্রিবি-ধং প্রকৃত্যৌচিত্যং ভারতে বর্ষেঽপ্যস্তি শৃঙ্গারবিষয়ম্। যত্তু দিব্যমৌ-চিত্যং তত্তত্রানুপকারকমেবেতি চেৎ—ন বয়ং দিব্যমৌচিত্যং শৃঙ্গার-বিষয়মন্যৎ কিঞ্চিদ্ ব্রূমঃ। কিং তর্হি? ভারতবর্ষবিষয়ে যথোত্তম-নায়কেষু রাজাদিষু শৃঙ্গারোপনিবন্ধস্তথা দিব্যাশ্রয়োঽপি শোভতে।

মেতৎ। স্থায্যৌচিত্যং হি ব্যাখ্যেয়ত্বেনাপক্রান্তং নানুভাবৌচিত্যম্। সৌষ্ঠবভৃতো-ঽপীতি। বর্ণনামহিম্নেত্যর্থঃ। তত্র স্থিতি নীরসত্বে। ব্যতিরিক্তং স্থিতি। অধিকমিত্যর্থঃ।

এতদুক্তং ভবতি—তত্র বিনেয়ানাং প্রতীতিখণ্ড না ন জায়তে তাদৃগ্বর্ণনীয়ম্। তত্র কেবলমানুষস্য একপদে সপ্তার্ণবলঙ্ঘনমসম্ভাব্যমানতয়ানৃতমিতি হৃদয়ে স্ফুর-দুপদেশস্য চতুর্বর্গোপায়স্যাপ্যলীকতাং বুদ্ধৌ নিবেশয়তি। রামাদেস্তু তথাবিধমপি চরিতং পূর্বপ্রসিদ্ধিপরম্পরোপচিতসম্প্রত্যয়োপারূঢ়মসত্যতয়া ন চকাস্তি। অতএব তস্যাপি যদা প্রভাবান্তরমুৎপ্রেক্ষ্যতে তদা তাদৃশমেব। নত্বসম্ভাবনাপদং বর্ণনীয়-মিতি। তেন হীতি। প্রখ্যাতোদাত্তনায়কবস্তুত্বেন। ব্যামুহ্যতীতি কি বর্ণ্যেয়মিতি।

ন চ রাজাদিষু প্রসিদ্ধগ্রাম্যশৃঙ্গারোপনিবন্ধনং প্রসিদ্ধং নাটকাদৌ, তথৈব দেবেষু তৎ পরিহর্তব্যম্। নাটকাদেরভিনেয়ার্থত্বাদভিনেয়স্য চ সম্ভোগশৃঙ্গারবিষয়স্যাসভ্যত্বাত্তত্র পরিহার ইতি চেৎ—ন; যদ্যভিনয়স্যৈবংবিষয়স্যাসভ্যতা তৎকাব্যস্যৈবংবিষয়স্য সা কেন নিবার্যতে? তস্মাদভিনেয়ার্থেঽনভিনেয়ার্থে বা কাব্যে যদুত্তমপ্রকৃতে রাজাদেরুত্তমপ্রকৃতিভির্নায়িকাভিঃ সহ গ্রাম্যসম্ভোগবর্ণনং তৎপিত্রোঃ সম্ভোগবর্ণনমিব সুতরামসভ্যম্। তথৈবোত্তমদেবতাদিবিষয়ম্।

ন চ সম্ভোগশৃঙ্গারস্য সুরতলক্ষণ এবৈকঃ প্রকারঃ, যাবদন্যেঽপি প্রভেদাঃ পরস্পরপ্রেমদর্শনাদয়ঃ সম্ভবন্তি, তে কস্মাদুত্তমপ্রকৃতিবিষয়ে ন বর্ণ্যন্তে? তস্মাদুৎসাহবদ্রতাবপি প্রকৃত্যৌচিত্যমনুসর্তব্যম্। তথৈব বিস্ময়াদিষু। যত্ত্বেবংবিধে বিষয়ে মহাকবীনামপ্যসমীক্ষ্যকারিতা লক্ষ্যে দৃশ্যতে স দোষ এব। স তু শক্তিতিরস্কৃতত্বাত্তেষাং ন লক্ষ্যত ইত্যুক্তমেব। অনুভাবৌচিত্যং তু ভরতাদৌ প্রসিদ্ধমেব।

ইয়ত্তূচ্যতে—ভরতাদিবিরচিতাং স্থিতিং চানুবর্তমানেন মহাকবিপ্রবন্ধাংশ্চ পর্য্যালোচয়তা স্বপ্রতিভাং চানুসরতা কবিনাবহিতচেতসা ভূত্বা বিভাবাদ্যৌচিত্যভ্রংশপরিত্যাগে পরঃ প্রযত্নো বিধেয়ঃ। ঔচিত্যবতঃ কথাশরীরস্য বৃত্তস্যোৎপ্রেক্ষিতস্য বা গ্রহো ব্যঞ্জক ইত্যনেনৈতৎ

যস্থিতি কবিঃ। মহান্ প্রমাদ ইতি। তেনোৎপাদ্যবস্তু নাটকাদি ন নিরূপিতং মুনিনেতি ন কর্তব্যমিতি তাৎপর্যম্। আদিশব্দঃ প্রকারে, হিমাদেঃ প্রসিদ্ধদেবচরিতস্য সঙ্গ্রহোঽর্থঃ।

অন্যস্তু—'উপলক্ষণমুক্তো বহুব্রীহিরিতি প্রকরণমত্রোক্তমি' ত্যাহ। 'নাটকা'দি ইতি বা পাঠঃ। তত্রাদিগ্রহণং প্রকারসূচকম্, তেন মুনিনিরূপিতে নাটিকালক্ষণে 'প্রকরণনাটকযোগাদুৎপাদ্যং বস্তু নায়কো নৃপতিঃ' ইত্যত্র যথাসংখ্যেন 'প্রখ্যাতোদাত্তনৃপতিনায়কত্বং বোদ্ধব্যমিতি ভাবঃ। কথং তর্হি সম্ভোগশৃঙ্গারঃ কবিনা নিবধ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। তথৈবেতি। মুনিনাপি স্থানে স্থানে প্রকৃত্যৌচিত্যমেব বিভাবানুভাবাদিষু বহুতরং প্রমাণীকৃতং 'স্থৈর্যেণোত্তমমধ্যমাধমানাং নীচানাং সম্ভ্রমেণ' ইত্যাদি বদতা।

প্রতিপাদয়তি—যদিতিহাসাদিষু কথাসু রসবতীষু বিবিধাসু সতীষ্বপি যত্তত্র বিভাবাদ্যৌচিত্যবৎ কথাশরীরং তদেব গ্রাহ্যং নেতরৎ। বৃত্তাদপি চ কথাশরীরাদুৎপ্রেক্ষিতে বিশেষতঃ প্রযত্নবতা ভবিতব্যম্। তত্র হ্যনবধানাৎ স্খলতঃ কবেরব্যুৎপত্তিসম্ভাবনা মহতী ভবতি।

পরিকরশ্লোকশ্চাত্র—

কথাশরীরমুৎপাদ্যবস্তু কার্যং তথাতথা।
যথা রসময়ং সর্বমেব তৎ প্রতিভাসতে॥

তত্র চাভ্যুপায়ঃ সম্যগ্বিভাবাদ্যৌচিত্যানুসরণম্। তচ্চ দর্শিতমেব। কিঞ্চ—

সন্তি সিদ্ধরসপ্রখ্যা যে চ রামায়ণাদয়ঃ॥
কথাশ্রয়া ন তৈর্যোজ্যা স্বেচ্ছা রসবিরোধিনী॥

ইয়তিতি। লক্ষণজ্ঞত্বং লক্ষ্যপরিশীলনমদৃষ্টপ্রসাদোদিতস্বপ্রতিভাশালিত্বং চানুসর্তব্যমিতি সংক্ষেপঃ। রসবতীষ্বিতানাদরে সপ্তমী। রসবত্ত্বং চাবিবেচকজনাভিমানাভিপ্রায়েণ মন্তব্যম্। বিভাবাদ্যৌচিত্যেণ হি বিনা কা রসবত্তা। কবেরিতি। ন হি তত্রেতিহাসবশাদেব ময়া নিবদ্ধমিতি জাত্যুত্তরমপি সম্ভবতি। তত্র চেতি। রসময়ত্বসম্পাদনে। সিদ্ধেতি। সিদ্ধঃ আস্বাদমাত্রশেষো ন তু ভাবনীয়ো রসো যেষু। কথানামাশ্রয়া ইতিহাসাঃ, তৈরিতিহাসার্থৈঃ তৈঃ সহ স্বেচ্ছা ন যোজ্যা। সহার্থশ্চাত্র বিষয়বিষয়িভাব ইতি ব্যাচষ্টে—তেষ্বিতি সপ্তম্যা। স্বেচ্ছা তেষু ন যোজ্যা, কথঞ্চিদ্বা যদি যোজ্যতে তৎপ্রসিদ্ধরসবিরুদ্ধা ন যোজ্যা। যথা রামস্য ধীরললিতত্বযোজনেন নাটিকানায়কত্বং কশ্চিৎ কুর্যাদিতি ত্বত্যন্তাসমঞ্জসম্। যদুক্তমিতি। রামাভ্যুদয়ে যশোবর্মণা—'স্থিতমিতি যথা শয্যাম্'। কালিদাসেতি। রঘুবংশে অজাদীনাং রাজ্ঞাং বিবাহাদিবর্ণনং নেতিহাসেষু নিরূপিতম্। হরিবিজয়ে কান্তানুনয়নাঙ্গত্বেন পারিজাতহরণাদিনিরূপিতমিতিহাসেম্বদৃষ্টমপি। তথার্জুনচরিতেঽর্জুনস্য পাতালবিজয়াদিবর্ণিতমিতিহাসাপ্রসিদ্ধম্। এতদেব যুক্তমিত্যাহ—কবিনেতি। সন্ধীনামিতি। ইহ প্রভুসম্মিতেভ্যঃ শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতিভ্যঃ কর্তব্যমিদমিত্যাজ্ঞামাত্রপরমার্থেভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যো যে ন ব্যুৎপন্নাঃ, ন চাপ্যস্যেদং বৃত্তমধুষ্মাৎ কর্ম্মণ ইত্যেবং যুক্তিযুক্তকর্মফলসম্বন্ধপ্রকটনকারিভ্যো মিত্রসম্মিতেভ্য ইতিহাসশাস্ত্রেভ্যো

তেষু হি কথাশ্রয়েষু তাবৎ স্বেচ্ছৈব ন যোজ্যা। যদুক্তম্—'কথামার্গে ন চাল্পোঽপ্যতিক্রমঃ।' স্বেচ্ছাপি যদি যোজ্যা তদ্রসবিরোধিনী ন যোজ্যা।

ইদমপরং প্রবন্ধস্য রসাভিব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনম্। ইতিবৃত্তবশায়াতাং কথঞ্চিদ্রসাননুগুণাং স্থিতিং ত্যক্ত্বা পুনরুৎপ্রেক্ষ্যাপ্যন্তরাভীষ্টরসোচিত-কথোন্নয়ো বিধেয়ঃ যথা কালিদাসপ্রবন্ধেষু। যথা চ সর্বসেনবিরচিতে হরিবিজয়ে। যথা চ মদীয় এবার্জুনচরিতে মহাকাব্যে। কবিনা কাব্যমুপনিবধ্নতা সর্বাত্মনা রসপরতন্ত্রেণ ভবিতব্যম্। তত্রেতিবৃত্তে যদি

লব্ধব্যুৎপত্তয়ঃ, অথ চাবশ্যং ব্যুৎপাদ্যাঃ প্রজার্থসম্পাদনযোগ্যতাক্রান্তা রাজপুত্র-প্রায়াস্তেষাং হৃদয়ানুপ্রবেশমুখেন চতুর্বর্গোপায়ব্যুৎপত্তিরাধেয়া। হৃদয়ানুপ্রবেশশ্চ রসাস্বাদময় এব। স চ রসশ্চতুর্বর্গোপায়ব্যুৎপত্তিনান্তরীয়কবিভাবাদিসংযোগপ্রসাদো-পনত ইত্যেবং রসোচিতবিভাবাদ্যুপনিবন্ধে রসাস্বাদবৈবশ্যমেব স্বরসভাবিন্যাং ব্যুৎ-পত্তৌ প্রযোজকমিতি প্রীতিরেব বুৎপত্তেঃ প্রযোজিকা। প্রীত্যাত্মা চ রসস্তদেব নাট্যং নাট্যমেব বেদ ইত্যস্মদুপাধ্যায়ঃ। ন চৈতে প্রীতিব্যুৎপত্তী ভিন্নরূপে এব, দ্বয়োরপ্যেকবিষয়ত্বাৎ। বিভাবাদ্যৌচিত্যমেব হি সত্যতঃ প্রীতের্নিদানমিত্যসকৃদ-বোচাম। বিভাবাদীনাং তদ্রসোচিতানাং যথাস্বরূপবেদনং ফলপর্যন্তীভূততয়া ব্যুৎপত্তিরিত্যুচ্যতে। ফলং চ নাম যদদৃষ্টবশাদ্দেবতাপ্রসাদাদন্যতো বা জায়তে। ন চ তদুপদেশ্যং, তত উপায়ে ব্যুপত্ত্যযোগাৎ। তেনোপায়ক্রমেণ প্রবৃত্তস্য সিদ্ধিঃ অনুপায়দ্বারেণ প্রবৃত্তস্য নাশ ইত্যেবং নায়কপ্রতিনায়কগতত্বেনার্থানর্থোপায়ব্যুৎপত্তিঃ কার্যা। উপায়শ্চ কর্ত্রাশ্রীয়মাণঃ পঞ্চাবস্থা ভজতে। তদ্যথাস্বরূপং স্বরূপাৎ কিঞ্চি-দুচ্ছূনতাং, কার্যসম্পাদনযোগ্যতাং, প্রতিবন্ধোপনিপাতেনাশঙ্ক্যমানতাং, নিবৃত্ত-প্রতিপক্ষতায়াং, বাধকবাধনেন সুদৃঢ়ফলপর্যন্ততাম্। এবমার্তিসহিষ্ণূনাং বিপ্রলম্ভ-ভীরূণাং প্রেক্ষাপূর্বকারিণাং তাবদেবং কারণোপাদানম্। তা এবংবিধাঃ পঞ্চাবস্থাঃ কারণগতা মুনিনোক্তাঃ :—

সংসাধ্যে ফলযোগে তু ব্যাপারঃ কারণস্য যঃ।
তস্যানুপূর্ব্যা বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চাবস্থাঃ প্রযোক্তৃভিঃ॥
প্রারম্ভশ্চ প্রযত্নশ্চ তথা প্রাপ্তেশ্চ সম্ভবঃ।
নিয়তা চ ফলপ্রাপ্তিঃ ফলযোগশ্চ পঞ্চমঃ॥ ইতি

রসাননুগুণাং স্থিতিং পশ্যেত্তদেমাং ভঙ্ক্ত্বাপি স্বতন্ত্রতয়া রসানুগুণং কথান্তরমুৎপাদয়েৎ। ন হি কবেরিতিবৃত্তমাত্রনির্বহণেন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্, ইতিহাসাদেব তৎসিদ্ধেঃ।

রসাদিব্যঞ্জকত্বে প্রবন্ধস্য চেদমন্যন্মুখ্যং নিবন্ধনং যৎ সন্ধীনাং মুখপ্রতিমুখগর্ভাবমর্শনির্বহণাখ্যানাং তদঙ্গানাং চোপক্ষেপাদীনাং ঘটনং রসাভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া, যথা রত্নবল্যাম্; ন তু কেবলং শাস্ত্রস্থিতিসম্পাদ-

---

এবং যা এতাঃ কারণস্যাবস্থাস্তৎসম্পাদকং যৎকর্তুরিতিবৃত্তং পঞ্চধা বিভক্তম্। ত এব মুখপ্রতিমুখগর্ভাবমর্শনির্বহণাখ্যা অন্বর্থনামানঃ পঞ্চ সন্ধয় ইতিবৃত্তখণ্ডাঃ, সন্ধীয়ন্ত ইতি কৃত্বা। তেষামপি সন্ধীনাং স্বনির্বাহ্যং প্রতি তথা ক্রমদর্শনাদবান্তরভিন্না ইতিবৃত্তভাগাঃ সন্ধ্যঙ্গানি—'উপক্ষেপঃ পরিকরঃ পরিন্যাসো বিলোভনম্' ইত্যাদীনি।

অর্থপ্রকৃতয়োঽত্রৈবান্তর্ভূতাঃ। তথা হি স্বায়ত্তসিদ্ধের্বীজং বিন্দুঃ কার্যমিতি তিস্রঃ। বীজেন সর্বব্যাপারাঃ বিন্দুনানুসন্ধানং কার্যেণ নির্বাহঃ সন্দর্শনপ্রার্থনাব্যবসায়রূপা হেতাস্তিস্রোঽর্থসম্পাদ্যে কর্তুঃ প্রকৃতয়ঃ স্বভাববিশেষাঃ। সচিবায়ত্তসিদ্ধত্বে তু সচিবস্য তদর্থমেব বা স্বার্থমেব বা স্বার্থমপি বা প্রবৃত্তত্বেন প্রকীর্ণত্বপ্রসিদ্ধত্বাভ্যাং প্রকরীপতাকাব্যপদেশ্যতয়োভয়প্রকারসম্বন্ধী ব্যাপারবিশেষঃ প্রকরীপতাকাশব্দাভ্যামুক্ত ইতি। এবং প্রস্তুতফলনির্বহণান্তস্যাধিকারিকস্য বৃত্তস্য পঞ্চসন্ধিত্বং পূর্বসন্ধ্যঙ্গতা চ সর্বজনব্যুৎপত্তিদায়িনী নিবন্ধনীয়া। প্রাসঙ্গিকে ত্বিতিবৃত্তে নায়ং নিয়ম ইত্যুক্তম্।

'প্রাসঙ্গিকে পরার্থত্বান্ন হ্যেষ নিয়মো ভবেৎ'

ইতি মুনিনা। এবং স্থিতে রত্নাবল্যাং ধীরললিতস্য নায়কস্য ধর্মাবিরুদ্ধসম্ভোগসেবায়ামনৌচিত্যাভাবাৎ প্রত্যুত ন নিঃসুখঃ স্যাদিতি শ্লাঘ্যত্বাৎ পৃথ্বীরাজ্যমহাফলান্তরানুবন্ধিকন্যালাভফলোদ্দেশেন প্রস্তাবনোপক্রমে পঞ্চাপি সন্ধয়োঽবস্থাপঞ্চকসহিতাঃ সমুচিতসন্ধ্যঙ্গপরিপূর্ণা অর্থপ্রকৃতিযুক্তা দর্শিতা এব। 'প্রারম্ভেঽস্মিন্ স্বামিনো বৃদ্ধিহেতৌ' ইতি হি বীজাদেব প্রভৃতি 'বিশ্রান্তবিগ্রহকথঃ' ইতি রাজ্যং নির্জিতশত্রু' ইতি চ বচোভিঃ 'উপভোগসেবাবসরোঽয়ম্' ইত্যুপক্ষেপাৎ প্রভৃতি হি নিরূপিতম্। এতত্তু সমস্তসন্ধ্যঙ্গস্বরূপং তৎপাঠপৃষ্ঠে প্রদর্শ্যমানমতিতমাং গ্রন্থগৌরবমাবহতি। প্রত্যেকেন তু প্রদর্শ্যমানং পূর্বাপরানুসন্ধানবন্ধ্যতয়া কেবলং সংমোহদায়ি ভবতীতি ন বিততম্। অস্যার্থস্য যত্নাবধেয়ত্বেনেষ্টত্বাৎ স্বকণ্ঠেন যো

নেচ্ছয়া। যথা বেণীসংহারে বিলাসাখ্যস্য প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গস্য প্রকৃতরস-নিবন্ধানন্নুগুণমপি দ্বিতীয়েঽঙ্কে ভরতমতানুসরণমাত্রেচ্ছয়া ঘটনম্। ইদং চাপরং প্রবন্ধস্য রসব্যঞ্জকত্বে নিমিত্তং যদুদ্দীপনপ্রশমনে যথাবসর-মন্তরা রসস্য, যথা রত্নাবল্যামেব। পুনরারব্ধবিশ্রান্তে রসস্যাঙ্গিনোঽনু-সন্ধিশ্চ। যথা তাপসবৎসরাজে। প্রবন্ধবিশেষস্য নাটকাদে রসব্যক্তি-নিমিত্তমিদং চাপরমবগন্তব্যং যদলঙ্কৃতীনাং শক্তাবপ্যানুরূপ্যেণ যোজনম্।

ব্যতিরেক উক্তো 'ন তু কেবলয়া' ইতি তস্যোদাহরণমাহ—নত্বিতি। কেবলশব্দ-মিচ্ছাশব্দঞ্চ প্রযুঞ্জানস্যায়মাশয়ঃ ভরতমুনিনা সন্ধ্যঙ্গানাং রসাঙ্গভূতমিতিবৃত্তপ্রশস্ত্যো-পাদনমেব প্রয়োজনমুক্তম্—ন তু পূর্বরঙ্গাঙ্গবদদৃষ্টসম্পাদনং বিঘ্নাদিবারণং বা। যথোক্তম্—

ইষ্টস্যার্থস্য রচনা বৃত্তান্তস্যানপক্ষয়ঃ।
রাগপ্রাপ্তিঃ প্রয়োগস্য গুহ্যানাং চৈব গূহনম্॥
আশ্চর্যবদভিখ্যানং প্রকাশ্যানাং প্রকাশনম্।
অঙ্গানাং ষড়্‌বিধং হ্যেতদ্ দৃষ্টং শাস্ত্রে প্রয়োজনম্॥ ইতি।

ততশ্চ—

সমীহা রতিভোগার্থা বিলাসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

ইতি প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গবিলাসলক্ষণে। রতিভোগশব্দ আধিকারিকরসস্থায়িভাবো-পব্যঞ্জকবিভাবাদ্যুপলক্ষণার্থত্বেন প্রযুক্তঃ, যথাতত্ত্বং নাধিগতার্থম্ ইতি, প্রকৃতো হ্যত্র বীররসঃ। উদ্দীপন ইতি। উদ্দীপনং বিভাবাদিপরিপূরণয়া। যথা—'অয়ং স রাজা উদয়নো ত্তি' ইত্যাদি সাগরিকায়াঃ। প্রশমনং বাসবদত্তাতঃ পলায়নে। পুনরু-দ্দীপনং চিত্রফলকোল্লেখে। প্রশমনং সুসঙ্গতাপ্রবেশো ইত্যাদি। গাঢ়ং হ্যনবরত-পরিমৃদিতো রসঃ সুকুমারমালতীকুসুমবজ্ঝটিত্যেব ম্লানিমবলম্বেত। বিশেষতস্তু শৃঙ্গার। যদাহ মুনিঃ—

যদ্বামাভিনিবেশিত্বং যতশ্চ বিনিবার্যতে।
দুর্লভত্বং যতো নার্য্যা কামিনঃ সা পরা রতিঃ॥ ইতি।

বীররসাদবপি যথাবসরমুদ্দীপনপ্রশমনাভ্যাং বিনা ঝটিত্যেবাদ্ভুতফলকল্পে সাধ্যে লব্ধে প্রকটীচিকীর্ষিত উপায়োপেয়ভাবো ন প্রদর্শিত এব স্যাৎ। পুনরিতি। ইতিবৃত্ত-বশাদারব্ধাশঙ্ক্যমানপ্রায়া ন তু সর্বথৈবোপনতা বিশ্রান্তির্বিচ্ছেদো যস্য স তথা।

শক্তো হি কবিঃ কদাচিদলঙ্কারনিবন্ধনে তদাক্ষিপ্ততয়ৈবানপেক্ষিতরসবন্ধঃ প্রবন্ধমারভতে তদুপদেশার্থমিদমুক্তম্। দৃশ্যন্তে চ কবয়োঽলঙ্কারনিবন্ধনৈকরসা অনপেক্ষিতরসাঃ প্রবন্ধেষু।

কিঞ্চ—

অনুস্বানোপমাত্মাপি প্রভেদো য উদাহৃতঃ।
ধ্বনেরস্য প্রবন্ধেষু ভাসতে সোঽপি কেষুচিৎ॥ ১৫॥

রসস্যেতি। রসাঙ্গভূতস্য কস্যাপীতি যাবৎ। তাপসবৎসরাজে হি বাসবদত্তাবিষয়ো জীবিতসর্বস্বাভিমানাত্মা প্রেমবন্ধস্তদ্বিভাগ্যোচিতাং করুণবিপ্রলম্ভাদিভূমিকাং গৃহ্নন্ সমস্তেতিবৃত্তব্যাপী। রাজ্যপ্রত্যাপত্ত্যা হি সচিবনীতিমহিমোপনতয়া তদঙ্গভূতপদ্মাবতীলাভানুগতয়ানুপ্রাণ্যমানরূপা পরমামভিলষণীয়তমতাং প্রাপ্তা বাসবদত্তাধিগতিরেব তত্র ফলম্। নির্বহণে হি প্রাপ্তা দেবী ভূতধাত্রী চ ভূয়ঃ সংবন্ধোঽভূদ্দর্শকেন' ইত্যেবং দেবীলাভপ্রাধান্যং নির্বাহিতম্। ইয়তি চেতিবৃত্তবৈচিত্র্যচিত্রে ভিত্তিস্থানীয়ো বাসবদত্তাপ্রেমবন্ধঃ প্রথমমন্ত্রারম্ভাৎ প্রভৃতি পদ্মাবতীবিবাহাদৌ, তস্যৈব ব্যাপারাৎ। তেন স এব বাসবদত্তাবিষয়ঃ প্রেমবন্ধঃ কথাবশাদাশঙ্ক্যমানবিচ্ছেদোঽপ্যনুসংহিতঃ। তথা হি—প্রথমে তাবদঙ্কে স্ফুটং স এবোপনিবদ্ধঃ তদ্বক্ত্রেন্দুবিলোকনেন দিবসো নীতঃ প্রদোষস্তথা তদগোষ্ঠ্যৈব' ইত্যাদিনা, 'বদ্ধোৎকণ্ঠমিদং মনঃ কিমথবা প্রেমাঽসমাপ্তোৎসবম্' ইত্যন্তেন। দ্বিতীয়েঽপি 'দৃষ্টির্নামৃতবর্ষিণী স্মিতমধুপ্রস্যন্দি বক্ত্রং ন কিম্' ইত্যাদিনা স এব বিচ্ছিন্নোঽপ্যনুসংহিতঃ। তৃতীয়েঽপি

সর্বত্র জ্বলিতেষু বেশ্মসু ভয়াদালীজনে বিদ্রুতে
শ্বাসোৎকম্পবিহস্তয়া প্রতিপদং দেব্যা পতন্ত্যা তথা।
হা নাথেতি মুহু প্রলাপপরয়া দগ্ধং বরাক্যা তয়া
শান্তেনাপি বয়ং তু তেন দহনেনাদ্যাপি দহ্যামহে॥

ইত্যাদিনা। চতুর্থেঽপি

দেবী স্বীকৃতমানসস্য নিয়তং স্বপ্নায়মানস্য মে
তদ্গোত্রগ্রহণাদিয়ং সুবদনা যায়াৎ কথং ন ব্যথাম্।
ইত্থং যন্ত্রণয়া কথম্ কথমপি ক্ষীণা নিশা জাগ্রতে
দাক্ষিণ্যোপহতেন সা প্রিয়তমা স্বপ্নেঽপি নাসাদিতা॥

অস্য বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্য ধ্বনেরনুরণনরূপব্যঙ্গ্যোঽপি যঃ প্রভেদ উদাহৃতো দ্বিপ্রকারঃ সোঽপি প্রবন্ধেষু কেষুচিদ্দ্যোততে। তদ্যথা মধুমথনবিজয়ে। পাঞ্চজন্যোক্তিষু। যথা বা মমৈব কামদেবস্য সহচর-সমাগমে বিষমবাণলীলায়াম্। যথা চ গৃধ্রগোমায়ুসংবাদাদৌ মহাভারতে।

সুপ্তিঙ্ বচনসম্বন্ধৈস্তথা কারকশক্তিভিঃ।

কৃত্তদ্ধিতসমাসৈশ্চ দ্যোত্যোঽলক্ষ্যক্রমঃ ক্বচিৎ ॥ ১৬ ॥

ইত্যাদিনা। পঞ্চমেঽপি সমাগমপ্রত্যাশয়া করুণে নিবৃত্তে বিপ্রলম্ভেঽঙ্কুরিতে,

তথাভূতে তস্মিন্ মুনিবচসি জাতাগসি ময়ি

প্রযত্নান্তর্গূঢ়াং রুষমুপগতা মে প্রিয়তমা।

প্রসীদেতি প্রোক্তা ন খলু কুপিতেত্যুক্তিমধুরং

সমুদ্ভিন্না পীতৈর্নয়নসলিলৈঃস্থাস্যতি পুনঃ ॥

ইত্যাদিনা। ষষ্ঠেঽপি 'ত্বৎসম্প্রাপ্তিবিলোভিতেন সচিবৈঃ প্রাণা ময়া ধারিতাঃ' ইত্যাদিনা। অলঙ্কৃতীনামিতি যোজনাপেক্ষয়া কর্মণি ষষ্ঠী। দৃশ্যন্তে চেতি। যথা স্বপ্নবাসবদত্তাখ্যে নাটকে—

'স্বঞ্চিতপক্ষকপাটং নয়নদ্বারং স্বরূপতাড়েন।

উদ্ঘাট্য সা প্রবিষ্টা হৃদয়গৃহং মে নৃপতনূজা ॥ ১৪ ॥ ইতি।

ন কেবলং প্রবন্ধেন সাক্ষাদ্ব্যঙ্গ্যো রসো যাবৎ পারম্পর্যেণাপীতি দর্শয়িতুমুপ-ক্রমতে—কিঞ্চেতি। অনুস্বানোপমঃ—শব্দশক্তিমূলোঽর্থশক্তিমূলশ্চ, যো ধ্বনেঃ প্রভেদ উদাহৃতঃ স কেষুচিৎ প্রবন্ধেষু নিমিত্তভুতেষু ব্যঞ্জকেষু সৎসু ব্যঙ্গ্যতয়া স্থিতঃ সন্। অস্যেতি রসাদিধ্বনেঃ প্রকৃতস্য ভাসতে ব্যঞ্জকতয়েতি শেষঃ। বৃত্তি-গ্রন্থোঽপ্যেবমেব যোজ্যঃ! অথ বানুস্বানোপমঃ প্রভেদ উদাহৃতো যঃ প্রবন্ধেষু ভাসতে অস্যাপি 'দ্যোত্যোঽলক্ষ্যক্রমঃ ক্বচিৎ' ইত্যুত্তরশ্লোকেন কারিকাবৃত্তোঃ সঙ্গতিঃ।

এতদুক্তং ভবতি—প্রবন্ধেন কদাচিদনুরণনরূপব্যঙ্গ্যো ধ্বনিঃ সাক্ষাদ্ব্যজ্যতে স তু রসাদিধ্বনৌ পর্যবস্যতীতি। যদি তু স্পষ্টমেব ব্যাখ্যায়তে তদা গ্রন্থস্য পূর্বোত্তরস্যা-লক্ষ্যক্রমবিষয়স্য মধ্যে গ্রন্থোঽয়মসঙ্গতঃ স্যাৎ. নীরসত্বং চ পাঞ্চজন্যোক্ত্যাদীনামুক্তং স্যাদিত্যলম্। লীলাদাঢ়া গুধূড্ঢাসঅলমহিমণ্ডল সচ্চিঅ অজ্জ।

কীস মুণালাহরতুজ্জআই অঙ্গম্মি ॥

ইত্যাদয়ঃ পাঞ্চজন্যোক্তয়ো রুক্মিণীবিপ্রলব্ধবাসুদেবাশয়প্রতিভেদনাভিপ্রায়মভি-

অলক্ষ্যক্রমো ধ্বনেয়াত্মা রসাদিঃ সুব্বিশেষৈস্তিঙ্‌বিশেষৈর্বচনবিষেষৈঃ সম্বন্ধবিশেষৈঃ কারকশক্তিভিঃ কৃদ্বিশেষৈস্তদ্ধিতবিশেষৈঃ সমাসৈশ্চেতি। চশব্দান্নিপাতোপসর্গকালাদিভিঃ প্রযুক্তৈরভিব্যজ্যমানো দৃশ্যতে। যথা—

ন্যক্কারো হ্যয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ
সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ।
ধিগ্ধিক্‌ছক্রজিতং প্রবোধিতবতা কিং কুম্ভকর্ণেন বা
স্বর্গগ্রামটিকাবিলুণ্ঠনবৃথোচ্ছূনৈঃ কিমেভির্ভুজৈঃ॥

ব্যঞ্জয়ন্তি। সোঽভিব্যক্তঃ প্রকৃতরসস্বরূপপর্য্যবসায়ী। সহচরাঃ বসন্তযৌবনমলয়ানিলাদয়স্তৈঃ সহ সমাগমে।

মিঅবহগুিঅরোরোণিরঙ্কুসো অবিবেঅরহিআ বি।
সবিণ বি তুমম্মি পুণোবন্তি অ অতন্তি পংমৃসিম্মি॥

ইত্যাদয়ো যৌবনস্যোক্তয়স্তত্তন্নিজস্বভাবব্যঞ্জিকাঃ, স স্বভাবঃ প্রকৃতরসপর্ষবসায়ী। যথা চেতি। শ্মশানাবতীর্ণং পুত্রদাহার্থমুদ্যোগিনং জনং বিপ্রলব্ধুং গৃধ্রো দিবা শবশরীরভক্ষণার্থী শীঘ্রমেবাপসরত যূয়মিত্যাহ

অলং স্থিত্বা শ্মশানেঽস্মিন্ গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কুলে।
কঙ্কালবহুলে ঘোরে সর্বপ্রাণি ভয়ঙ্করে॥
ন চেহ জীবিতঃ কশ্চিৎ কালধর্মমুপাগতঃ।
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যঃ প্রাণিনাং গতিরীদৃশী॥

ইত্যাদ্যবোচৎ। গোমায়ুস্তু নিশোদয়াবধি অমী তিষ্ঠন্তু, ততো গৃধ্রাদপহৃত্যাহং ভক্ষয়িষ্যামীত্যভিপ্রায়েণাবোচৎ।

আদিত্যোঽয়ং স্থিতো মূঢ়াঃ স্নেহং কুরুত সাম্প্রতম্।
বহুবিঘ্নো মুহূর্ত্তোঽয়ং জীবেদপি কদাচন॥
অমুং কনকবর্ণাভং বালমপ্রাপ্তযৌবনম্।
গৃধ্রবাক্যাৎ কথং বালাস্ত্যক্ষ্যধ্বমবিশঙ্কিতাঃ॥

ইত্যাদি। স চাভিপ্রায়ো ব্যক্তঃ শান্তরস এব পরিনিষ্ঠিততাং প্রাপ্তঃ॥ ১৫॥

এবমলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য রসাদিধ্বনের্যদ্যপি বর্ণেভ্যঃ প্রভৃতি প্রবন্ধপর্যন্তে ব্যঞ্জকবর্গে নিরূপিতে ন নিরূপণীয়ান্তরমবশিষ্যতে, তথাপি কবিসহৃদয়ানাং শিক্ষাং দাতুং পুনরপি

অত্র হি শ্লোকে ভূয়সা সর্বেষামপ্যেষাং স্ফুটমেব ব্যঞ্জকত্বং দৃশ্যতে। তত্র 'মে যদরয়ঃ' ইত্যনেন সুপ্‌সম্বন্ধবচনানামভিব্যঞ্জকত্বম্। 'তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ' ইত্যত্র তদ্ধিতনিপাতয়োঃ। 'সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ' ইত্যত্র তিঙ্‌কারকশক্তীনাম্। 'ধিগ্ধিক্‌ছক্রজিতম্' ইত্যাদৌ শ্লোকার্দ্ধে কৃত্তদ্ধিতসমাসোপসর্গাণাম্। এবংবিধস্য ব্যঞ্জকভূয়স্ত্বে চ ঘটমানে কাব্যস্য সর্বাতিশায়িনী বন্ধচ্ছায়া সমুন্মীলতি। যত্র হি ব্যঙ্গ্যাবভাসিনঃ পদস্যৈকস্যৈব তাবদাবির্ভাবস্তত্রাপি কাব্যে কাপি বন্ধচ্ছায়া কিমুত যত্র তেষাং বহূনাং সমবায়ঃ। যথাত্রানন্তরোদিত-

---

সূক্ষ্মদৃশান্বয়ব্যতিরেকাবাশ্রিত্য ব্যঞ্জকবর্গমাহ—সুপ্তিঙ্‌ঙিত্যাদি। বয়ং ত্বিথমেতদনন্তরং সবৃত্তিকং বাক্যং বুদ্ধ্যামহে। সুবাদিভিঃ যোঽনুস্বানোপমো ভাসতে বক্ত্রভিপ্রায়াদিরূপঃ অস্যাপি সুবাদিভির্ব্যক্তস্যানুস্বানোপমস্যালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো দ্যোত্যঃ। ক্বচিদিতি পূর্বকারিকয়া সহ সংমীল্য সঙ্গতিরিতি। সর্বত্র হি সুবাদীনামভিপ্রায়বিশেষাভিব্যঞ্জকত্বমেব। উদাহরণে স ত্বভিব্যক্তোঽভিপ্রায়ো যথাস্বং বিভাবাদিরূপতাদ্বারেণ রসাদীন্ব্যনক্তি।

এতদুক্তং এবতি—বর্ণাদিভিঃ প্রবন্ধান্তৈঃ সাক্ষাদ্বা রসোঽভিব্যজ্যতে বিভাবাদিপ্রতিপাদনদ্বারেণ যদি বা বিভাবাদিব্যঞ্জনদ্বারেণ পরম্পরয়েতি তত্র বন্ধস্যৈতৎ পরম্পরয়া ব্যঞ্জকত্বং প্রসঙ্গাদাবুক্তম্। অধুনা তু বর্ণপদাদীনামুচ্যত ইতি। তেন বৃত্তাবপি 'অভিব্যজ্যমান দৃশ্যতে' ইতি। ব্যঞ্জকত্বং দৃশ্যত ইত্যাদৌ চ বাক্যশেষোঽধ্যাহার্যঃ বিভাবাদিব্যঞ্জনদ্বারতয়া পারম্পর্যেণেত্যেবংরূপঃ। মমারয় ইতি। মমশত্রুসম্ভাবো নোচিত ইতিসম্বন্ধানৌচিত্যং ক্রোধবিভাবং ব্যনক্তি অরয় ইতি বহুবচনম্। তপো বিদ্যতে যস্যেতি পৌরুষকথাহীনত্বং তদ্ধিতেন মত্বর্থীয়েনাভিব্যক্তম্। তত্রাপিশব্দেন নিপাতসমুদায়েনাত্যন্তাসম্ভাবনীয়ত্বম্। মৎকর্তৃকা যদি জীবনক্রিয়া তদা হননক্রিয়া তাবদনুচিতা। তস্যাং চ স কর্তা অপিশব্দেন মনুষ্যমাত্রকম্। অত্রৈবেতি—মদধিষ্ঠিতো দেশোঽধিকরণম্। নিঃশেষেণা হন্যমানততায়া রাক্ষসবলং চ কর্মেতি তদিদমসংভাব্যমানমুপনতমিতি পুরুষকারা সম্পত্তির্ধ্বন্যতে তিঙ্কারকশক্তিপ্রতিপাদকৈশ্চ শব্দৈঃ। রাবণ ইতি ত্বর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যত্বং পূর্বমেব ব্যাখ্যাতম্। ধিগ্ধিগিতি নিতাতস্য শক্রং জিতবানিত্যাখ্যায়িকেয়মিতি উপপদসমাসেন সহকৃতঃ স্বর্গেত্যাদিসমাসস্য স্বপৌরুষানুস্মরণং প্রতি ব্যঙ্গকত্বম্। গ্রামটিকেতি স্বার্থিকতদ্ধিতপ্রয়োগস্য

শ্লোকে। অত্র হি রাবণ ইত্যস্মিন্ পদেঽর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যেন ধ্বনিপ্রভেদেনালঙ্কৃতেঽপি পুনরনন্তরোক্তানাং ব্যঞ্জকপ্রকারাণামুদ্ভাসনম্। দৃশ্যন্তে চ মহাত্মনাং প্রতিভাবিশেষভাজাং বাহুল্যেনৈবংবিধা বন্ধপ্রকারাঃ।

যথা মহর্ষের্ব্যাসস্য—

অতিক্রান্তসুখাঃ কালাঃ প্রত্যুপস্থিতদারুণাঃ
শ্বঃ শ্বঃ পাপীয়দিবসা পৃথিবী গতযৌবনা ॥

অত্র হি কৃত্তদ্ধিতবচনৈরলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ, 'পৃথিবী গতযৌবনা' ইত্যনেন চাত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যো ধ্বনিঃপ্রকাশিতঃ।

স্ত্রীপ্রত্যয়সহিতস্যাবহুমানাস্পদত্বং প্রতি, বিলুণ্ঠনশব্দে বিশব্দস্য নির্দয়াবস্কন্দনং প্রতি ব্যঞ্জকত্বম্। বৃথাশব্দস্য নিপাতস্য স্বাত্মপৌরুষনিন্দাং প্রতি ব্যঞ্জকতা। ভুজৈরিতি বহুবচনেন প্রত্যুত ভারমাত্রমেতদিতি ব্যজ্যতে। তেন তিলশস্তিলশোঽপি বিভজ্যমানেঽত্র শ্লোকে সর্ব এবাংশো ব্যঞ্জকত্বেন ভাতীতি কিমন্যৎ। এতদর্থপ্রদর্শনস্য ফলং দর্শয়তি—এবমিতি। একস্য পদস্যেতি যদুক্তং তদুদাহরতি—যথাত্রেতি। অতিক্রান্তং ন তু কদাচন বর্তমানতামবলম্বমানং সুখং যেষু তে কালা ইতি, সর্ব এব ন তু সুখং প্রতি বর্তমানঃ স কোঽপি কাললেশ ইত্যর্থঃ। প্রতীপান্যুপস্থিতানি বৃত্তানি প্রত্যাবর্তমানানি তথা দূরভাবিন্যপি প্রত্যুপস্থিতানি নিকটতয়া বর্তমানানি ভবন্তি দারুণানি দুঃখানি যেষু তে। দুঃখং বহুপ্রকারমেব প্রতিবর্তমানাঃ সর্বে কালাংশা ইত্যনেন কালস্য তাবন্নির্বেদমভিব্যঞ্জয়তঃ শান্তরসব্যঞ্জকত্বম্। দেশস্যাপ্যাহ—পৃথিবী শ্বঃ শ্বঃ প্রাতঃ প্রাতর্দিনাদ্দিনং পাপীয়দিবসাঃ পাপানাং সম্বন্ধিনঃ পাপিষ্ঠজনস্বামিকা দিবসা যস্যাং সা তথোক্তা। স্বভাবতঃ এব তাবৎকালো দুঃখময়ঃ তত্রাপি পাপিষ্ঠজনস্বামিকপৃথিবীলক্ষণদেশদৌরাত্ম্যাদিশেষতো দুঃখময় ইত্যর্থঃ। তথা হি শ্বঃ শ্বঃ ইতি দিনাদ্দিনং গতযৌবনা বৃদ্ধস্ত্রীবদসম্ভাব্যমানসম্ভোগা গতযৌবনতয়া হি যো যো দিবস আগচ্ছতি স স পূর্বপূর্বাপেক্ষয়া পাপীয়ান্ নিকৃষ্টত্বাৎ। যদি বেয়মনন্তোঽয়ং শব্দো মুনিনৈবং প্রযুক্তো নিজন্তো বা। অত্যন্তেতি। সোঽপি প্রকারোঽন্যৈবাঙ্গতামেতীতি ভাবঃ। সুবন্তস্যেতি। সমুদিতত্বে তূদাহরণং দত্তং ব্যস্তত্বে চোচ্যত ইতি ভাবঃ। তালৈরিতি বহুবচনমনেকবিধং বৈদগ্ধ্যং ধ্বনৎ বিপ্রলম্ভোদ্দীপকতামেতি।

এষাং চ সুবাদীনামেকৈকশঃ সমুদিতানাং চ ব্যঞ্জকত্বং মহাকবীনাং প্রবন্ধেষু প্রায়েণ দৃশ্যতে। সুবন্তস্য ব্যঞ্জকত্বং যথা—

তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈঃ কান্তয়া নর্তিতো মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥

তিঙন্তস্য যথা—

অবসর রোউং চিঅ ণিম্মিআইঁ মা পুংস মে হঅচ্ছীইং
দংসণমেত্তুম্মত্তেহিং জ্ঁহি হিঅঅং তুহ ণ ণাঅম্ ॥

যথা বা—মা পন্থং রুন্ধীও অবেহি বালঅ অহোসি অহিরীও।
অম্হেঅ ণিরিচ্ছাওসুণ্ণখরং রক্খিদব্বং ণো ॥

সম্বন্ধস্য যথা—

অণ্ণত্ত বচ্চ বালঅ হ্লা অন্তিং কিং মং পুলোএসিএঅম্।
ভো জাআভীরুআণং তডং বিঅণ হোই ॥

কৃতকপ্রয়োগেষু প্রাকৃতেষু তদ্ধিতবিষয়ে ব্যঞ্জকত্বমাবেদ্যত এব। অবজ্ঞাতিশরে কঃ। সমাসানাং চ বৃত্ত্যৌচিত্যেন বিনিয়োজনে। নিপাতানাং ব্যঞ্জকত্বং যথা—

অয়মেকপদে তয়া বিয়োগঃ প্রিয়য়া চোপনতঃ সুদুঃসহো মে।
নববারিধরোদয়াদহোভির্ভবিতব্যং চ নিরাতপার্ধরম্যৈঃ ॥

অপসর রোদিতুমেব নির্ম্মিতে মা পুংসয় হতে অক্ষিণী মে।
দর্শনমাত্রোন্মত্তাভ্যাং যাভ্যাং তব হৃদয়মেবংরূপং ন জ্ঞাতম্ ॥

উন্মত্তো হি ন কিঞ্চিজ্জানাতীতি ন কস্যাপ্যত্রাপরাধঃ দৈবেনেত্থমেব নির্ম্মাণং কৃতমিতি। অপসর মা বৃথা প্রয়াসং কার্ষীঃ দৈবস্য বিপরিবর্তয়িতুমশক্যত্বাদিতি তিঙন্তো ব্যঞ্জকঃ তদনুগৃহীতানি পদান্তরাণ্যপীতি ভাবঃ।

মা পন্থানং রুধঃ অপেহি বালক অপ্রৌঢ় অহো অসি অহ্রীকঃ।
বয়ং পরতন্ত্রা যতঃ শূন্যগৃহং মামকং রক্ষণীয়ং বর্ততে ॥

ইত্যত্রাপেহীতি তিঙন্তমিদং ধ্বনতি—ত্বং তাবদপ্রৌঢ়ো লোকমধ্যে যদেবং প্রকাশয়সি। অস্তি তু সঙ্কেতস্থানং শূন্যগৃহং তত্রৈবাগন্তব্যমিতি। 'অন্যত্র ব্রজ

ইত্যত্র চশব্দঃ। যথা বা—

মুহুরঙ্গুলিসংবৃতাধরৌষ্ঠং প্রতিষেধাক্ষরবিক্লবাভিরামম্।
মুখমংসবিবর্তি পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কথমপ্যুন্নমিতং ন চুম্বিতং তু ॥

অত্র তুশব্দঃ। নিপাতানাং প্রসিদ্ধমপীহ দ্যোতকত্বং রসাপেক্ষয়োক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। উপসর্গাণাং ব্যঞ্জকত্বঃ যথা—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দঃ সহন্তে মৃগা
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দলেখাঙ্কিতাঃ ॥

ইত্যাদৌ। দ্বিত্রাণাং চোপসর্গাণামেকত্র পদে যঃ প্রয়োগঃ সোঽপি রসব্যক্ত্যনুগুণতয়ৈব নির্দোষঃ। যথা 'প্রভ্রশ্যত্যুত্তরীয়ত্বিষি তমসি সমুদ্বীক্ষ্য বীতাবৃতীন্দ্রাগ্ জন্তূন্' ইত্যাদৌ। যথা বা—'মনুষ্যবৃত্ত্যা।' সমুপাচরন্তম্' ইত্যাদৌ।

নিপাতানামপি তথৈব। যথা—'অহো বতাসি স্পৃহণীয়বীর্যঃ' ইত্যাদৌ। যথা বা—

যে জীবন্তি ন মান্তি যে স্ম বপুষি প্রীত্যা প্রনৃত্যন্তি চ
প্রস্যন্দিপ্রমদাশ্রবঃ পুলকিতা দৃষ্টে গুণিন্যূর্জিতে।

বালক' অপ্রৌঢ়বুদ্ধে স্বান্তীং মাং কিং প্রকর্ষেণালোকয়স্যেতৎ। ভো ইতি সোল্লুণ্ঠমাহ্বানম্। জায়াভীরুকাণাং সম্বন্ধিতটমেব ন ভবতি। অত্র জায়াতো যে ভীরবস্তেষামেতৎস্থানমিতি দূরাপেতঃ সম্বন্ধ ইত্যনেন সম্বন্ধেনের্ষ্যাতিশয়ঃ প্রচ্ছন্নকামিন্যাভিব্যক্তঃ। কৃতকেতি কগ্রহণং তদ্ধিতোপলক্ষণার্থম্। কৃতঃ কপ্রত্যয়প্রয়োগো যেষু কাব্যবাক্যেষু যথা জায়াভীরুকাণামিতি। যে হৃরসজ্ঞা ধর্মপত্নীষু প্রেমপরতন্ত্রাস্তেভ্যঃ কোঽন্যো জগতি কুৎসিতঃ স্যাদিতি কপ্রত্যয়োঽবজ্ঞাতিশয়দ্যোতকঃ। সমাসানাং চেতি। কেবলানামেব ব্যঞ্জকত্বমাবেদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ।

চশব্দ ইতি জাতাবেকবচনম্। দ্বৌচশব্দাবেবমাহতুঃ কাকতালীয়ন্যায়েন গণ্ডস্যোপরি স্ফোট ইতিবত্তদ্বিয়োগশ্চ বর্ষাসময়শ্চ সমমুপনতৌ এতদলং প্রাণহরণায়। অতএব রম্যপদেন সুতরামুদ্দীপনবিভাবত্বমুক্তম্। তুশব্দ ইতি। পশ্চাত্তাপসূচকসঃ

হা ধিক্কষ্টমহো ক্ব যামি শরণং তেষাং জনানাং কৃতে
নীতানাং প্রলয়ং শঠেন বিধিনা সাধুদ্বিষঃ পুষ্যতা ॥

ইত্যাদৌ।

পদপৌনরুক্ত্যং চ ব্যঞ্জকত্বাপেক্ষয়ৈব কদাচিৎ প্রযুজ্যমানং শোভামাবহতি। যথা—

যদ্বঞ্চনাহিতমতির্বহুচাটুগর্ভং
কার্যোন্মুখঃ খলজনঃ কৃতকং ব্রবীতি।
তৎসাধবো ন ন বিদন্তি বিদন্তি কিন্তু
কর্তুং বৃথাপ্রণয়মস্য ন পারয়ন্তি ॥

ইত্যাদৌ। কালস্য ব্যঞ্জকত্বং যথা—

সমবিসমণিব্বিসেসা সমন্তও মন্দমন্দসংআরা।
অইরা হোহিন্তি পহা মনোরহাণঁপি দুল্লঙ্ঘা ॥
[সমবিষমনির্বিশেষাঃ সমন্ততো মন্দমন্দসঞ্চারাঃ।
অচিরাদ্ভবিষ্যন্তি পন্থানো মনোরথানামপি দুর্লঙ্ঘ্যাঃ ॥
ইতিচ্ছায়া]

অত্র হ্যচিরাদ্‌ভবিষ্যন্তি পন্থান ইত্যত্র ভবিষ্যন্তীত্যস্মিন্ পদে প্রত্যয়ঃ কালবিশেষাভিধায়ী রসপরিপোষহেতুঃ প্রকাশতে। অয়ং হি গাথার্থঃ

সন্ তাবস্মাত্রপরিচুম্বনলাভেনাপি কৃতকৃত্যতা স্যাদিতি ধ্বনতীতি ভাবঃ। প্রসিদ্ধমপীতি। বৈয়াকরণাদিগৃহেষু হি প্রাক্‌প্রয়োগস্বাতন্ত্র্যপ্রয়োগাভাবাৎ ষষ্ঠ্যাদ্যশ্রবণাল্লিঙ্গসংখ্যাবিরহাচ্চ বাচকবৈলক্ষণ্যেন দ্যোতকা নিপাতা ইত্যুদ্‌ঘোষ্যত এবেতি ভাবঃ। প্রকর্ষেণ স্নিগ্ধা ইতি প্রশব্দঃ প্রকর্ষং দ্যোতয়ন্নিঙ্গুদীফলানাং সরসত্বমাচক্ষাণ আশ্রমস্য সৌন্দর্যাতিশয়ং ধ্বনতি। 'তাপসস্য ফলবিশেষবিষয়োঽভিলাষাতিরেকো ধ্বন্যতে' ইতি ত্বসৎ; অভিজ্ঞানশাকুন্তলে হি রাজ্ঞ ইয়মুক্তির্ন তাপসস্যেত্যলম্। দ্বিত্রাণামিত্যনেনাধিক্যং নিরস্যতি। সম্যগুচ্চৈর্বিশেষেণেক্ষিতত্বে ভগবতঃ কৃপাতিশয়োঽভিব্যক্তঃ।

মনুষ্যবৃত্ত্যা সমুপাচরন্তং স্ববুদ্ধিসামান্যকৃতানুমানাঃ।
যোগীশ্বরৈরপ্যসুবোধমীশ ত্বাং বোদ্ধুমিচ্ছন্ত্যবুধাঃস্বতর্কৈঃ ॥

প্রবাসবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারবিভাবতয়া বিভাব্যমানো রসবান্। যথাত্র প্রত্যয়াংশো ব্যঞ্জকস্তথা ক্বচিৎ প্রকৃত্যংশোঽপি দৃশ্যতে। যথা—

তদ্‌গেহং নতভিত্তি মন্দিরমিদং লব্ধাবগাহং দিবঃ
সা ধেনুর্জরতী চরন্তি করিণামেতা ঘনাভা ঘটাঃ।
স ক্ষুদ্রো মুসলধ্বনিঃ কলমিদং সঙ্গীতকং যোষিতা-
মাশ্চর্যং দিবসৈর্দ্বিজোঽয়মিয়তীং ভূমিং সমারোপিতঃ॥

অত্র শ্লোকে দিবসৈরিত্যস্মিন্ পদে প্রকৃত্যংশোঽপি দ্যোতকঃ। সর্বনাম্নাং ব্যঞ্জকত্বং যথানন্তরোক্তে শ্লোকে। অত্র চ সর্বনাম্নামেব ব্যঞ্জকত্বং হৃদি ব্যবস্থাপ্য কবিনা ক্বেত্যাদিশব্দপ্রয়োগো ন কৃতঃ। অনয়া দিশা সহৃদয়ৈরন্যেঽপি ব্যঞ্জকবিশেষাঃ স্বয়মুৎপ্রেক্ষণীয়াঃ। এতচ্চ সর্বং পদবাক্যরচনাদ্যোতনোক্ত্যৈব গতার্থমপি বৈচিত্র্যেণ ব্যুৎপত্তয়ে পুনরুক্তম্।

নন্থ চার্থসামর্থ্যাক্ষেপ্যা রসাদয় ইত্যুক্তম্, তথা চ সুবাদীনাং ব্যঞ্জকত্ববৈচিত্র্যকথনমনন্বিতমেব। উক্তমত্র পদানাং ব্যঞ্জকত্বোক্ত্যবসরে। কিঞ্চার্থবিশেষাক্ষেপ্যত্বেঽপি রসাদীনাং তেষামর্থবিশেষাণাং ব্যঞ্জকশব্দা-

---

সম্যগ্ভূতমুপাংশুকৃত্বা আসমন্তাচ্চরন্তমিত্যনেন লোকানুজিঘৃক্ষাতিশয়স্তত্তদাচরতঃ পরমেশ্বরস্য ধ্বনিতঃ।

তথৈবেতি। রসব্যঞ্জকত্বেন দ্বিত্রাণানপি প্রয়োগো নির্দোষ ইত্যর্থঃ। শ্লাঘাতিশয়ো নির্বেদাতিশয়শ্চ অহো বতেতি হা ধিগিতি চ ধ্বন্যতে। প্রসঙ্গাৎ পৌনরুক্ত্যান্তরমপি ব্যঞ্জকমিত্যাহ—পদপৌনরুক্ত্যমিতি। পদগ্রহণং বাক্যাদেরপি যথাসম্ভবমুপলক্ষণম্। বিদন্তীতি। ত এব হি সর্বং বিদন্তি সুতরামিতি ধ্বন্যতে। বাক্যপৌনরুক্ত্যং যথা—'পশ্য দ্বীপাদন্যস্মাদপি' ইতি বচনান্তরং 'কঃ সন্দেহঃ দ্বীপাদন্যস্মাদপি' ইত্যনেনেপ্সিতপ্রাপ্তিরবিঘ্নিতৈব ধ্বন্যতে। 'কিং কিম্? স্বস্থা ভবন্তি ময়ি জীবতি' ইত্যনেনামর্শাতিশয়ঃ। 'সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী' ইত্যুন্মাদাতিশয়ঃ।

কালস্যেতি। তিঙন্তপদানুপ্রবিষ্টস্যাপ্যর্থকলাপস্য কারককালসংখ্যোপগ্রহরূপস্য মধ্যেঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সূক্ষ্মদৃশা ভাগগতমপি ব্যঞ্জকত্বং বিচার্যমিতি ভাবঃ।

বিনাভাবিত্বাত্তথা প্রদর্শিতং ব্যঞ্জকস্বরূপপরিজ্ঞানং বিভজ্যোপযুজ্যত এব। শব্দবিশেষাণাং চান্যত্র চ চারুত্বং যদ্বিভাগেনোপদর্শিতং তদপি তেষাং ব্যঞ্জকত্বেনৈবাবস্থিতমিত্যবগন্তব্যম্।

যত্রাপি তৎ সম্প্রতিন প্রতিভাসতে তত্রাপি ব্যঞ্জকে রচনান্তরে যদ্দৃষ্টং সৌষ্ঠবং তেষাং প্রবাহপতিতানাং তদেবাভ্যাসাদপোদ্ধৃতানামপ্যবভাসত ইত্যবসাতব্যম্। কোঽন্যথা তুল্যে বাচকত্বে শব্দানাং চারুত্ববিষয়ো বিশেষঃ স্যাৎ। অন্য এবাসৌ সহৃদয়সংবেদ্য ইতি চেৎ, কিমিদং সহৃদয়ত্বং নাম? কিং রসভাবানপেক্ষকাব্যাশ্রিতসময়বিশেষাভিজ্ঞত্বম্, উত রসভাবাদিময় কাব্যস্বরূপপরিজ্ঞাননৈপুণ্যম্। পূর্বস্মিন্ পক্ষে তথাবিধসহৃদয়ব্যবস্থাপিতানাং শব্দবিশেষাণাং চারুত্বনিয়মো ন স্যাৎ পুনঃ সময়ান্তরেণান্যথাপি ব্যবস্থাপনসম্ভবাৎ। দ্বিতীয়স্মিংস্তু পক্ষে রসজ্ঞতৈব সহৃদয়ত্বমিতি। তথাবিধৈঃ সহৃদয়ৈঃ সংবেদ্যো রসাদিসমর্পণসামর্থ্যমেব নৈসর্গিকং শব্দানাং বিশেষ ইতি ব্যঞ্জকত্বাশ্রয্যেব তেষাং

রসপরিপোষেতি। উৎপ্রেক্ষ্যমাণো বর্ষাসময়ঃ কম্পকারী কিমুত বর্তমান ইতি ধ্বন্যতে। অংশাংশিকপ্রসঙ্গাদেবাহ—যথাত্রেতি।

দিবসার্থো হ্যত্রাত্যন্তাসম্ভাব্যমানতামস্যার্থস্য ধ্বনতি। সর্বনাম্নাং চেতি। প্রকৃতাংশস্য চেত্যর্থঃ। তেন প্রকৃত্যংশেন সম্ভূয় সর্বনামব্যঞ্জকং দৃশ্যত ইত্যুক্তং ভবতীতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তথা হি তদিতি পদং নতভিত্তীত্যেতৎ প্রকৃত্যংশসহায়ং সমস্তামঙ্গলনিধানভূতাং মূষকাদ্যাকীর্ণতাং ধ্বনতি। তদিতি হি কেবলমুচ্যমানে সমুৎকর্ষাতিশয়োঽপি সম্ভাব্যেত। ন চ নতভিত্তিশব্দেনাপ্যেতে দৌর্ভাগ্যায়তনত্বসূচকা বিশেষা উক্তাঃ। এবং সা ধেনুরিত্যাদাবপি যোজ্যম্। এবংবিধে চ বিষয়ে স্মরণাকারদ্যোতকতা তচ্ছব্দস্য। ন তু যচ্ছব্দসংবদ্ধতেত্যুক্তং প্রাক্। অত এবাত্র তদিদংশব্দাদিনা স্মৃত্যনুভবয়োরত্যন্তবিরুদ্ধবিষয়তাসূচনেনাশ্চর্যবিভাবতা যোজিতা। তদিদংশব্দাদ্যভাবে তু সর্বমসঙ্গতং স্যাদিতি তদিদমংশয়োরেব প্রাণত্বং যোজ্যম্। এতচ্চ দ্বিশঃ সামস্ত্যং ত্রিশঃ সামস্ত্যমিতি ব্যঞ্জকমিত্যুপলক্ষণপরম্। তেন লোষ্টপ্রস্তারন্যায়েনানন্তবৈচিত্র্যমুক্তম্। যদ্বক্ষ্যত্যন্যেঽপীতি। অতিবিক্ষিপ্ততয়া শিষ্যবুদ্ধিসমাধানং ন ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ সংক্ষিপতি—এতচ্চেতি। বিততাভিধানেঽপি প্রয়োজনং স্মারয়তি—বৈচিত্র্যেণেতি।

মুখ্যং চারুত্বম্। বাচকত্বাশ্রয়াণাস্তু প্রসাদ এবার্থাপেক্ষায়াং তেষাং বিশেষঃ। অর্থানপেক্ষায়াং ত্বনুপ্রাসাদিরেব। এবং রসাদীনাং ব্যঞ্জক-স্বরূপমভিধায় তেষামেব বিরোধিরূপং লক্ষয়িতুমিদমুপক্রম্যতে—

প্রবন্ধে মুক্তকে বাপি রসাদীন্বন্দ্ধুমিচ্ছতা।
যত্নঃ কার্যঃ সুমতিনা পরিহারে বিরোধিনাম্॥ ১৭॥

প্রবন্ধে মুক্তকে বাপি রসভাবনিবন্ধনাং প্রত্যাদৃতমনাঃ কবির্বিরোধি পরিহারে পরাং যত্নমাদধীত। অন্যথা ত্বস্য রসময়ঃ শ্লোক একোঽপি সম্যঙ্ন সম্পদ্যতে। কানি পুনস্তানি বিরোধীনি যানি যত্নতঃ কবেঃ পরিহর্ত্তব্যানীত্যুচ্যতে—

বিরোধিরসসম্বন্ধিবিভাবাদিপরিগ্রহঃ।
বিস্তরেণান্বিতস্যাপি বস্তুনোঽন্যস্য বর্ণনম্॥ ১৮॥

নন্বিতি। পূর্বং নির্ণীতমপ্যেতদবিস্মরণার্থমধিকাভিধানার্থং চাক্ষিপ্তম্। উক্তমত্রেতি। ন বাচকত্বং ধ্বনিব্যবহারোপযোগি যেনাবাচকস্য ব্যঞ্জকত্বং ন স্যাৎ ইতি প্রাগেবোক্তম্। ননু ন গীতাদিবদ্রসাভিব্যঞ্জকত্বেঽপি শব্দস্য অত্র ব্যাপারোঽস্ত্যেব; স চ ব্যঞ্জনাত্মৈবেতি ভাবঃ। এতচ্চাস্মাভিঃ প্রথমোদ্দ্যোতে নির্ণীতচরম্। ন চেদমস্মাভিরপূর্বমুক্তমিত্যাহ—শব্দবিশেষাণাং চেতি। অন্যত্রেতি। ভামহবিবরণে। বিভাগেনেতি। স্রক্চন্দনাদয়ঃ শব্দাঃ শৃঙ্গারে চারবো বীভৎসে ত্বচারব ইতি রসকৃত এব বিভাগঃ। রসং প্রতি চ শব্দস্য ব্যঞ্জকত্বমেবেত্যুক্তং প্রাক্।

যত্রাপীতি। স্রক্চন্দনাদিশব্দানাং তদানীং শৃঙ্গারাদিব্যঞ্জকত্বাভাবেঽপি ব্যঞ্জকত্বশক্তের্ভূয়সা দর্শনাত্তদধিবাসসুন্দরীভূতমর্থং প্রতিপাদয়িতুং সামার্থ্যমস্তি। তথা হি—'তটীতারং তাম্যতি' ইত্যত্র তটশব্দস্য পুংস্ত্বনপুংসকত্বে অনাদৃত্য স্ত্রীত্বমেবাশ্রিতং সহৃদয়ৈঃ 'স্ত্রীতি নামাপি মধুরং' ইতি কৃত্বা। যথা বাস্মদুপাধ্যায়স্য বিদ্বৎকবিসহৃদরচক্রবর্ত্তিনো ভট্টেন্দুরাজস্য—

ইন্দীবরদ্যুতি যদা বিভৃয়ান্ন লক্ষ্ম
স্যুর্বিস্ময়ৈকসুহৃদোঽস্য যদা বিলাসাঃ।
স্যান্নাম পুণ্যপরিণামবশাত্তথাপি
কিং কিং কপোলতলকোমলকান্তিরিন্দুঃ।

অকাণ্ড এব বিচ্ছিত্তিরকাণ্ডে চ প্রকাশনম্।
পরিপোষং গতস্যাপি পৌনঃপুন্যেন দীপনম্।
রসস্য স্যাদ্বিরোধায় বৃত্ত্যনৌচিত্যমেব চ ॥ ১৯ ॥

প্রস্তুতরসাপেক্ষয়া বিরোধী যো রসস্তস্য সম্বন্ধিনাং বিভাবভাবানুভাবানাং পরিগ্রহো রসবিরোধহেতুকঃ সম্ভবনীয়ঃ। তত্র বিরোধিরসবিভাবপরিগ্রহো যথা শান্তরসবিভাবেষু তদ্বিভাবতয়ৈব নিরূপিতেষ্বনন্তরমেব শৃঙ্গারাদিবিভাববর্ণনে। বিরোধিরসভাবপরিগ্রহো যথা প্রিয়ং প্রতি প্রণয়কলহকুপিতাসু কামিনীষু বৈরাগ্যকথাভিরনুনয়ে। বিরোধিরসানুভাবপরিগ্রহো যথা প্রণয়কুপিতায়াং প্রিয়ায়ামপ্রসীদন্ত্যাং নায়কস্য কোপাবেশবিবশস্য রৌদ্রানুভাববর্ণনে।

অয়ং চান্যো রসভঙ্গহেতুর্যৎপ্রস্তুতরসাপেক্ষয়া বস্তুনোঽন্যস্য কথঞ্চিদন্বিতস্যাপি বিস্তরেণ কথনম্। যথা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে নায়কস্য কস্যচিদ্বর্ণয়িতুমুপক্রান্তে কবের্যমকাদ্যলঙ্কারনিবন্ধনরসিকতয়া মহতা

অত্র হীন্দীবরলক্ষ্মবিস্ময়সুহৃদ্বিলাসনামপরিণামকোমলাদয়ঃ শব্দাঃ শৃঙ্গারাভিব্যঞ্জনদৃষ্টশক্তয়োঽত্র পরং সৌন্দর্যমাবহন্তি। অবশ্যং চৈতদভ্যুপগন্তব্যমিত্যাহ কোঽন্যথেতি! অসংবেদ্যস্তাবদসৌ ন যুক্ত ইত্যাশয়েনাহ—সহৃদয়েতি। পুনরিতি। অনিয়ন্ত্রিতপুরুষেচ্ছায়ত্তো হি সময়ঃ কথং নিয়তঃ স্যাৎ। মুখ্যং চারুত্বমিতি। বিশেষ ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ। অর্থাপেক্ষায়ামিতি। বাচ্যাপেক্ষায়ামিত্যর্থঃ। অনুপ্রাসাদিরেবেতি। শব্দান্তরেণ সহ যা রচনা তদপেক্ষোঽসৌ বিশেষ ইত্যর্থঃ। আদিগ্রহণাচ্ছন্দগুণালঙ্কারাণাং সংগ্রহঃ। অতএব রচনয়া প্রসাদেন চারুত্বেন চোপবৃংহিতা এব শব্দাঃ কাব্যে যোজ্যা ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৫, ১৬।

রসাদীনাং যদ্ব্যঞ্জকং বর্ণপদাদিপ্রবন্ধান্তং তস্য স্বরূপমভিধায়েতি সম্বন্ধঃ। উপক্রম্যত ইতি। বিরোধিনামপি লক্ষণকরণে প্রয়োজনমুচ্যতে শক্যহানত্বং নাম অনয়া কারিকয়া। লক্ষণং তু বিরোধিরসসম্বন্ধীত্যাদিনা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ননু 'বিভাবভাবানুভাবসঞ্চার্যৌচিত্যচারুণঃ' ইতি যদুক্তং তত এব ব্যতিরেকমুখেনৈতদপ্যবগংস্যতে। মৈবম্, ব্যতিরেকেণ হি তদভাবমাত্রং প্রতীয়তে ন তু তদ্বিরুদ্ধম্। তদভাবমাত্রং চ ন তথা দূষকং যথা তদ্বিরুদ্ধম্। পথ্যানুপযোগো হি

প্রবন্ধেন পর্বতাদিবর্ণনে। অয়ং চাপরো রসভঙ্গহেতুরবগন্তব্যো যদকাণ্ড এব বিচ্ছিত্তিঃ রসস্যাকাণ্ড এব চ প্রকাশনম্। তত্রানবসরে বিরামো রসস্য যথা নায়কস্য কস্যচিৎ স্পৃহণীয়সমাগময়া নায়িকয়া কয়াচিৎ পরাং পরিপোষপদবীং প্রাপ্তে শৃঙ্গারে বিদিতে চ পরস্পরানুরাগে সমাগমোপায়ং চিন্তোচিতং ব্যবহারমুৎসৃজ্য স্বতন্ত্রতয়া ব্যাপারান্তর-বর্ণনে। অনবসরে চ প্রকাশনং রসস্য যথা প্রবৃত্তে প্রবৃত্তবিবিধবীর-সংক্ষয়ে কল্পসংক্ষয়কল্পে সংগ্রামে রামদেবপ্রায়স্যাপি তাবন্নায়কস্যানুপ-ক্রান্তবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারস্য নিমিত্তমুচিতমন্তরেণৈব শৃঙ্গারকথায়ামবতার-বর্ণনে। ন চৈবংবিধে বিষয়ে দৈবব্যামোহিতত্বং কথাপুরুষস্য পরিহারো যতো রসবন্ধ এব কবেঃ প্রাধান্যেন প্রবৃত্তিনিবন্ধনং যুক্তম্। ইতিবৃত্ত-বর্ণনং তদুপায় এবেত্যুক্তং প্রাক্ 'আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্ন-বাঞ্জনঃ' ইত্যাদিনা।

ন তথা ব্যাধিং জনয়তি যদ্বদপথ্যোপযোগঃ। তদাহ—যত্নত ইতি। 'বিভাবে'-ত্যাদিনা শ্লোকেন যদুক্তং তদ্বিরুদ্ধং বিরোধীত্যাদিনার্ধশ্লোকেনাহ। 'ইতিবৃত্তে'ত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন যদুক্তং তদ্বিরুদ্ধং বিস্তরেণেত্যর্ধশ্লোকেনাহ। উদ্দীপনেত্যর্ধ-শ্লোকোক্তস্য বিরুদ্ধমকাণ্ড ইত্যর্ধশ্লোকেন। রসস্যে'ত্যর্ধশ্লোকোক্তস্য বিরুদ্ধং পরিপোষং গতস্যেত্যর্ধশ্লোকেন। 'অলঙ্কৃতীনামি'ত্যনেন যদুক্তং তদ্বিরুদ্ধমন্যদপি চ বিরুদ্ধং বৃত্ত্যনৌচিত্যমিত্যনেন। এতৎক্রমেন ব্যাচষ্টে—প্রস্তুতরসাপেক্ষয়েত্যাদিনা। হাস্যশৃঙ্গারয়োর্বীরাদ্ভুতয়ো রৌদ্রকরুণয়োর্ভয়ানকবীভৎসয়োর্ন বিভাববিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণ শান্তশৃঙ্গারাবুপন্যস্তৌ, প্রশমরাগয়োর্বিরোধাৎ। বিরোধিনো রসস্য যো ভাবো ব্যভিচারী তস্য পরিগ্রহঃ, বিরোধিনস্তু যঃ স্থায়ী স্থায়িতয়া তৎপরি-গ্রহোঽসম্ভবনীয় এব তদনুত্থানপ্রসঙ্গাৎ। ব্যভিচারিতয়া তু পরিগ্রহো ভবত্যেব। অতএব সামান্যেন ভাবগ্রহণম্। বৈরাগ্যকথাভিরিতি বৈরাগ্যশব্দেন নির্বেদঃ শান্তস্য যঃ স্থায়ী স উক্তঃ। যথা—'প্রসাদে বর্তস্ব প্রকটয় মুদং সন্ত্যজ রুষম্' ইত্যাদ্যুপ-ক্রম্যার্থান্তরন্যাসো 'ন মুগ্ধে প্রত্যেতুং প্রভবতি গতঃ কালহরিণঃ' ইতি। মনাগপি নির্বেদানুপ্রবেশে সতি রতের্বিচ্ছেদঃ। জ্ঞাতবিষয়সতত্ত্বো হি জীবিতসর্বস্বাভিমানং কথং ভজেত। ন হি জ্ঞাতশুক্তিকারজততত্ত্বস্তদুপাদেয়ধিয়ং ভজতে ঋতে সং-

অতএব চেতিবৃত্তমাত্রবর্ণনপ্রাধান্যেঽঙ্গাঙ্গিভাবরহিতরসভাবনিবন্ধেন চ কবীনামেবংবিধানি স্খলিতানি ভবন্তীতি রসাদিরূপব্যঙ্গ্যতাৎপর্যমেবৈষাং যুক্তমিতি যত্নোঽস্মাভিরারব্ধো ন ধ্বনিপ্রতিপাদনমাত্রাভিনিবেশেন। পুনশ্চায়মন্যো রসভঙ্গহেতুরবধারণীয়ো যৎপরিপোষং গতস্যাপি রসস্য পৌনঃপুন্যেন দীপনম্। উভযুক্তো হি রসঃ স্বসামগ্রীলব্ধপরিপোষঃ পুনঃ পুনঃ পরামৃশ্যমানঃ পরিম্লানকুসুমকল্পঃ কল্পতে। তথা বৃত্তের্ব্যবহারস্য যদনৌচিত্যং তদপি রসভঙ্গহেতুরেব। যথা নায়কং প্রতি নায়িকায়াঃ কস্যাশ্চিদুচিতাং ভঙ্গিমন্তরেণ স্বয়ং সম্ভোগাভিলাষকথনে। যদি বা বৃত্তীনাং ভরতপ্রসিদ্ধানাং কৈশিক্যাদীনাং কাব্যালঙ্কারান্তরপ্রসিদ্ধানামুপনাগরিকাদ্যানাং বা যদনৌচিত্যমবিষয়ে নিবন্ধনং তদপি রসভঙ্গহেতুঃ। এবমেষাং রসবিরোধিনামন্যেষাং চানয়া দিশা স্বয়মুৎপ্রেক্ষিতানাং পরিহারে সৎকবিভিরবহিতৈর্ভবিতব্যম্। পরিকরশ্লোকশ্চাত্র—

বৃত্তিমাত্রাৎ। কথাভিরিতি বহুবচনং শান্তরসস্য ব্যভিচারিণো ধৃতিং মতিপ্রভৃতীন্ সংগৃহ্ণাতি।

নন্বন্যদনুন্মত্তঃ কথং বর্ণয়েৎ, কিমুত বিস্তরতঃ ইত্যাহ—কথঞ্চিদন্বিতস্যেতি। ব্যাপারান্তরেতি। যথা বৎসরাজচরিতে চতুর্থেঽঙ্কে—রত্নাবলীনামধেয়মপ্যগৃহ্ণতো বিজয়বর্মবৃত্তান্তবর্ণনে। অপি তাবদিতি শব্দাভ্যাং দুর্যোধনাদেস্তদ্বর্ণনং দূরাপাস্তমিতি বেণীসংহারে দ্বিতীয়াঙ্কমেবোদাহরণত্বেন ধ্বনতি। অতএব বক্ষ্যতি—'দৈবব্যামোহিতত্বম্'িতি। পূর্বং তু সন্ধ্যঙ্গাভিপ্রায়েণ প্রত্যুদাহরণমুক্তম্। কথাপুরুষস্যেতি প্রতিনায়কস্যেতি যাবৎ। অতএব চেতি। যতো রসবন্ধ এব মুখ্যঃ কবিব্যাপারবিষয় ইতিবৃত্তমাত্রবর্ণনপ্রাধান্যে সতি যদঙ্গাঙ্গিভাবরহিতানামবিচারিতগুণপ্রধানভাবানাং রসভাবানাং নিবন্ধনং তন্নিমিত্তানি স্খলিতানি সর্বে দোষা ইত্যর্থঃ। ন ধ্বনিপ্রতিপাদনমাত্রেতি। ব্যঙ্গ্যোঽর্থো ভবতু মা বা ভূৎ কস্তত্রাভিনিবেশঃ? কাকদন্তপরীক্ষাপ্রায়মেব তৎ স্যাদিতি ভাবঃ। বৃত্ত্যনৌচিত্যমেব চেতি বহুধা ব্যাচষ্টে—তদপীত্যনেন। চশব্দং কারিকাগতং ব্যাচষ্টে। রসভঙ্গহেতুরেব ইত্যনেনৈবকারস্য কারিকাগতস্য ভিন্নক্রমত্বমুক্তম্। রসস্য বিরোধায়ৈবেত্যর্থঃ। নায়কং প্রতীতি।

মুখ্যা ব্যাপারবিষয়াঃ সুকবীনাং রসাদয়ঃ।
তেষাং নিবন্ধনে ভাব্যং তৈঃ সদৈবাপ্রমাদিভিঃ॥
নীরসস্তু প্রবন্ধো যঃ সোঽপশব্দো মহান্ কবেঃ।
স তেনাকবিরেব স্যাদন্যেনাস্মৃতলক্ষণঃ॥
পূর্বে বিশৃঙ্খলগিরঃ কবয়ঃ প্রাপ্তকীর্তয়ঃ।
তান্ সমাশ্রিত্য ন ত্যাজ্যা নীতিরেষা মনীষিণঃ॥
বাল্মীকিব্যাসমুখ্যাশ্চ যে প্রখ্যাতাঃ কবীশ্বরাঃ।
তদভিপ্রায়বাহ্যোঽয়ং নাস্মাভির্দর্শিতো নয়ঃ॥ ইতি।
বিবক্ষিতে রসে লব্ধপ্রতিষ্ঠে তু বিরোধিনাম।
বাধ্যানামঙ্গভাবং বা প্রাপ্তানামুক্তিরচ্ছলা॥ ২০॥

স্বসামগ্র্যা লব্ধপরিপোষে তু বিবক্ষিতে রসে বিরোধিনাং বিরোধিরসাঙ্গনাং বাধ্যানামঙ্গভাবং বা প্রাপ্তানাং সতামুক্তিরদোষা। বাধ্যত্বং হি বিরোধিনাং শক্যাভিভবত্বে সতি নান্যথা। তথা চ তেষামুক্তিঃ প্রস্তুতরসপরিপোষায়ৈব সম্পদ্যতে। অঙ্গভাবং প্রাপ্তানাং চ তেষাং বিরোধিত্বমেব নিবর্ততে। অঙ্গভাবপ্রাপ্তির্হি তেষাং স্বাভাবিকী সমারোপকৃতা বা। তত্র যেষাং নৈসর্গিকী তেষাং তাবদুক্তাববিরোধ

নায়কস্য হি ধীরোদাত্তাদিভেদভিন্নস্য সর্বথা বীররসানুবেধেন ভবিতব্যমিতি তং প্রতি কাতরপুরুষোচিতমধৈর্যযোজনং দুষ্টমেব। তেষামিতি রসাদীনাম্। তৈরিতি সুকবিভিঃ। সোঽপশব্দ ইতি দুর্যশ ইত্যর্থঃ। ননু কালিদাসঃ পরিপোষং গতস্যাপি করুণস্য রতিবিলাসেষু পৌনঃপুন্যেন দীপনমকার্ষীৎ, তৎ কোঽয়ং রসবিরোধিনাং পরিহারনির্বন্ধ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পূর্ব ইতি। ন হি বশিষ্ঠাদিভিঃ কথঞ্চিদ্ যদি স্মৃতিমার্গস্ত্যক্তস্তদ্বয়মপি তথা ত্যজামঃ। অচিন্ত্যহেতুকত্বাদুপরিচরিতানামিতি ভাবঃ। ইতি শব্দেন পরিকরশ্লোকসমাপ্তিং সূচয়তি॥ ১৯॥

এবং বিরোধিনাং পরিহারে সামান্যেনোক্তে প্রতিপ্রসবং নিয়তবিষয়মাহ—বিবক্ষিত ইতি। বাধ্যানামিতি। বাধ্যত্বাভিপ্রায়েণাঙ্গত্বাভিপ্রায়েণ বেত্যর্থঃ। অচ্ছলা নির্দোষেত্যর্থঃ। বাধ্যত্বাভিপ্রায়ং ব্যাচষ্টে—বাধ্যত্বং হীতি। অঙ্গভাবাভিপ্রায়মুভয়থা ব্যাচষ্টে, তত্র প্রথমং স্বাভাবিকপ্রকারং নিরূপয়তি—তদাঙ্গানামিতি।

এব। যথা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে তদঙ্গানাং ব্যাধ্যাদীনাং তেষাঞ্চ তদঙ্গানামেবাদোষো নাতদঙ্গানাম্। তদঙ্গত্বে চ সম্ভবত্যপি মরণস্যোপন্যাসো ন জ্যায়ান্। আশ্রয়বিচ্ছেদে রসস্যাত্যন্তবিচ্ছেদপ্রাপ্তেঃ। করুণস্য তু তথাবিধে বিষয়ে পরিপোষো ভবিষ্যতীতি চেৎ ন; তস্যাপ্রস্তুতত্বাৎ প্রস্তুতস্য চ বিচ্ছেদাৎ। যত্র তু করুণরসস্যৈব কাব্যার্থত্বং তত্রাবিরোধঃ। শৃঙ্গারে বা মরণস্যাদীর্ঘকালপ্রত্যাপত্তিসম্ভবে কদাচিদুপনিবন্ধো নাত্যন্তবিরোধী। দীর্ঘকালপ্রত্যাপত্তৌ তু তস্যান্তরা প্রবাহবিচ্ছেদ এবেত্যেবংবিধেতিবৃত্তোপনিবন্ধং রসবন্ধপ্রধানেন কবিনা পরিহর্ত্তব্যম্। তত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠে তু বিবক্ষিতে রসে বিরোধিরসাঙ্গানাং বাধ্যত্বেনোক্তাব দোষো যথা—

ক্বাকার্যং শশলক্ষণঃ ক্ব চ কুলং ভূয়োঽপি দৃশ্যেত সা
দোষাণাং প্রশমায় মে শ্রুতমহো কোপেঽপি কান্তং মুখম্।
কিং বক্ষ্যন্ত্যপকল্মষাঃ কৃতধিয়ঃ স্বপ্নেঽপি সা দুর্লভা।
চেতঃ স্বাস্থ্যমুপৈহি কঃ খলু যুবা ধন্যোঽধরং পাস্যতি ॥

নিরপেক্ষভাবতয়া সাপেক্ষভাববিপ্রলম্ভশৃঙ্গারবিরোধিন্যপি করুণে যে ব্যাধ্যাদয়ঃ সর্বথাঙ্গত্বেন দৃষ্টাঃ তেষামিতি। তে হি করুণে ভবন্ত্যেব ত এব চ ভবন্তীতি। শৃঙ্গারে তু ভবন্ত্যেব নাপি ত এবেতি। অতদঙ্গানামিতি। যথালস্যৌগ্রজুগুপ্সানামিত্যর্থঃ। তদঙ্গত্বে চেতি। 'সর্ব এব শৃঙ্গারে ব্যভিচারিণ ইত্যুক্তত্বাদি'তি ভাবঃ। আশ্রয়স্য স্ত্রীপুরুষান্যতরস্যাধিষ্ঠানস্যাপায়ে রতিরেবোচ্ছিন্দ্যেত তস্যা জীবিতসর্বস্বাভিমানরূপত্বেনোভয়াধিষ্ঠানত্বাৎ। প্রস্তুতস্যেতি। বিপ্রলম্ভস্যেত্যর্থঃ। কাব্যার্থত্বমিতি। প্রস্তুতত্বমিত্যর্থঃ। নন্বেবং সর্বং এব ব্যভিচারিণ ইতি বিঘটিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—শৃঙ্গারে বেতি। অদীর্ঘকালে যত্র মরণে বিশ্রান্তিপদবন্ধ এব নোৎপদ্যতে তত্রাস্য ব্যভিচারিত্বম্। কদাচিদিতি। যদি তাদৃশীং ভঙ্গিং ঘটয়িতুং সুকবেঃ কৌশলং ভবতি। যথা—

তীর্থে তোয়ব্যতিকরভবে জহ্নুকন্যাসরয্বো-
র্দেহন্যাসাদমরগণনালেখ্যমাসাদ্য সদ্যঃ।
পূর্বাকারাধিকচতুরয়া সঙ্গতঃ কান্তয়াসৌ
লীলাগারেষ্বরমত পুনর্নন্দনাভ্যন্তরেষু ॥

যথা বা পুণ্ডরীকস্য মহাশ্বেতাং প্রতি প্রবৃত্তিনির্ভরানুরাগস্য দ্বিতীয়মুনিকুমারোপদেশবর্ণনে। স্বাভাবিক্যামঙ্গভাবপ্রাপ্তাবদোষো যথা—

ভ্রমিমরতিমলসহৃদয়তাং প্রলয়ং মূর্চ্ছাং তমঃ শরীরসাদম্।
মরণং চ জলদভুজগজং প্রসহ্য কুরুতে বিষং বিয়োগিনীনাম্॥

ইত্যাদি। সমারোপিতায়ামপ্যবিরোধো যথা—'পাণ্ডুক্ষামম্' ইত্যাদৌ। যথা বা—'কোপাৎ কোমললোলবাহুলতিকাপাশেন' ইত্যাদৌ। ইয়ং চাঙ্গভাবপ্রাপ্তিরন্যা যদাধিকারিকত্বাৎ প্রধান একস্মিন্ বাক্যার্থে রসয়োর্ভাবয়োর্বা পরস্পরবিরোধিনোর্দ্বয়োরঙ্গভাবগমনং তস্যামপি ন দোষঃ। যথোক্তং 'ক্ষিপ্তোহস্তাবলগ্ন' ইত্যাদৌ। কথং তত্রাবিরোধ ইতি চেৎ, দ্বয়োরপি তয়োরন্যপরত্বেন ব্যবস্থানাৎ। অন্যপরত্বেহপি বিরোধিনোঃ

অত্র স্ফুটৈব রত্যঙ্গতা মরণস্য। অত এব সুকবিনা মরণে পদবন্ধমাত্রং ন কৃতম্, অনুচ্যমানত্বেনৈবোপনিবন্ধনাৎ। পদবন্ধনিবেশে তু সর্বথা শোকোদয় এবাতিপরিমিতকালপ্রত্যাপত্তিলাভেহপি।

অথ দূরপরামর্শকসহৃদয়সামাজিকাভিপ্রায়েণ মরণস্যাদীর্ঘকালপ্রত্যাপত্তেরঙ্গতোচ্যতে, হন্ত তাপসবৎসরাজেহপি যৌগন্ধরায়ণাদিনীতিমার্গাকর্ণনসংস্কৃতমতীনাং বাসবদত্তামরণবুদ্ধেরেবাভাবাৎ করুণস্য নামাপি ন স্যাদিত্যলমবান্তরেণ বহুনা। তস্মাদ্ দীর্ঘকালতাত্র পদবন্ধলাভ এবেতি মন্তব্যম্। এবং নৈসর্গিকাঙ্গতা ব্যাখ্যাতা। সমারোপিতত্বে তদ্বিপরীতেত্যর্থলব্ধত্বাৎ স্বকণ্ঠেন ন ব্যাখ্যাতা।

এবং প্রকারত্রয়ং ব্যাখ্যায় ক্রমেণোদাহরতি—তত্রেত্যাদিনা—কাকার্য্যমিতি। বিতর্ক ঔৎসুক্যেন মতিঃ স্মৃত্যা শঙ্কা দৈন্যেন ধৃতিশ্চিন্তয়া চ বাধ্যতে। এতচ্চ দ্বিতীয়োদ্দ্যোতারম্ভ এবোক্তমস্মাভিঃ। দ্বিতীয়েতি। বিপক্ষীভূতবৈরাগ্যবিভাবাত্তবধারণেহপি হ্যশক্যবিচ্ছেদত্বেন দার্ঢ্যমেবানুরাগস্যোক্তং ভবতীতি ভাবঃ। সমারোপিতায়ামিতি। অঙ্গভাবপ্রাপ্তাবিতি শেষঃ।

পাণ্ডুক্ষামং বক্ত্রং হৃদয়ং সরসং তবালসং চ বপুঃ।
আবেদয়তি নিতান্তং ক্ষেত্রিয়রোগং সখি হৃদন্তঃ॥

অত্র করুণোচিতো ব্যাধিঃ শ্লেষভঙ্গ্যা স্থাপিতঃ। কোপাদিতি বধ্বেতি হন্যত ইতি

কথং বিরোধনিবৃত্তিরিতি চেৎ, উচ্যতে—বিধৌ বিরুদ্ধসমাবেশস্য দুষ্টত্বং নানুবাদে। যথা—

এহি গচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ বদ মৌনং সমাচর।
এবমাশাগ্রহগ্রস্তৈঃ ক্রীড়ন্তি ধনিনোঽর্থিভিঃ॥

ইত্যাদৌ। অত্র হি বিধিপ্রতিষেধয়োরনূদ্যমানত্বেন সমাবেশে ন বিরোধস্তথেহাপি ভবিষ্যতি। শ্লোকে হ্যস্মিন্নীর্ষ্যাবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারকরুণ-বস্তুনোর্ন বিধীয়মানত্বম্। ত্রিপুররিপুপ্রভাবাতিশয়স্য বাক্যার্থত্বাত্তদঙ্গ-ত্বেন চ তয়োর্ব্যবস্থানাৎ।

ন চ রসেসু বিধ্যনুবাদব্যবহারো নাস্তীতি শক্যং বক্তুম্। তেষাং বাক্যার্থত্বেনাভ্যুপগমাৎ। বাক্যার্থস্য বাচ্যস্য চ যৌ বিধ্যনুবাদৌ তৌ তদাক্ষিপ্তানাং রসানাং কেন বার্যেতে। যৈর্বা সাক্ষাৎ কাব্যার্থতা

চ রৌদ্রানুভাবানাং রূপকবলাদারোপিতানাং তদনির্বাহাদেবাঙ্গত্বম্। তচ্চ পূর্ব্বমেবোক্তং 'নাতিনির্বহণৈষিতা' ইত্যত্রান্তরে। অন্যেতি। চতুর্থোঽয়ং প্রকার ইত্যর্থঃ। পূর্বং হি বিরোধিনঃ প্রস্তুতরসান্তরেঽঙ্গতোক্তা, অধুনা তু দ্বয়োর্বিরোধিনোর্বস্ত্বন্তরেঽঙ্গভাব ইতি শেষঃ। ক্ষিপ্ত ইতি। ব্যাখ্যাতমেতৎ 'প্রধানেঽন্যত্র বাক্যার্থে' ইত্যত্র। নন্বন্যপরত্বেঽপি স্বভাবো ন নিবর্ততে, স্বভাবকৃত এব চ বিরোধ ইত্যভিপ্রায়েণাহ—অন্যপরত্বেঽপীতি। বিরোধিনোরিতি। তৎস্বভাবয়োরিতি হেতুত্বাভিপ্রায়েণ বিশেষণম্। উচ্যত ইতি। অয়ং ভাবঃ—সামগ্রীবিশেষপতিতত্বেন ভাবানাং বিরোধাবিরোধৌ ন স্বভাবমাত্র নিবন্ধনৌ শীতোষ্ণয়োরপি বিরোধাভাবাৎ। বিধাবিতি। তদেব কুরু মা কার্ষীরিতি যথা। বিধিশব্দেনাত্রৈকদা প্রাধান্যমুচ্যতে। অত এবাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্নন্তি ন গৃহ্নন্তীতি বিরুদ্ধবিধির্বিকল্পপর্যবসায়ীতি বাক্যবিদঃ। অনুবাদ ইতি। অন্যাঙ্গতায়ামিত্যর্থঃ। ক্রীড়াঙ্গত্বেন হ্যত্র বিরুদ্ধানামর্থানামভিধানমিতি রাজনিকটব্যবস্থিতাততায়িদ্বয়ন্যায়েন বিরুদ্ধানামপ্যন্যমুখপ্রেক্ষিতাপরতন্ত্রীকৃতানাং শ্রৌতেন ক্রমেণ স্বাত্মপরামর্শোঽপ্যবিশ্রাম্যতাম্, কা কথা পরস্পররূপচিন্তায়াং যেন বিরোধঃ স্যাৎ। কেবলং বিরুদ্ধত্বাদরুণাধিকরণস্থিত্যা যো বাক্যীয় এষাং পাশ্চাত্যঃ সম্বন্ধঃ সম্ভাব্যতে স বিঘটতাম্।

নন্বু প্রধানতয়া যদ্বাচ্যং তত্র বিধিঃ। অপ্রধানত্বেন তু বাচ্যেঽনুবাদঃ। ন চ

রসাদীনাং নাভ্যুপগম্যতে, তৈস্তেষাং তন্নিমিত্ততা তাবদকশ্যমভ্যুপগন্তব্যা। তথাপ্যত্র শ্লোকে ন বিরোধঃ যস্মাদনূদ্যমানাঙ্গনিমিত্তোভয়য়সবস্তুসহকারিণো বিধীয়মানাংশাস্তাববিশেষপ্রতীতিরুৎপদ্যতে ততশ্চ ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। দৃশ্যতে হি বিরুদ্ধোভয়সহকারিণঃ কারণাৎ কার্যবিশেষোৎপত্তিঃ। বিরুদ্ধফলোৎপাদনহেতুত্বং হি যুগপদেকস্য কারণস্য বিরুদ্ধং ন তু বিরুদ্ধোভয়সহকারিত্বম্। এবংবিধবিরুদ্ধপদার্থবিষয়ঃ কথমভিনয়ঃ প্রয়োক্তব্য ইতি চেৎ, অনূদ্যম্যনৈবংবিধবাচ্যবিষয়ে যা বার্ত্তা সাত্রাপি ভবিষ্যতি। এবং বিধ্যনুবাদনয়াশ্রয়েণাত্র শ্লোকে পরিহৃতস্তাবদ্বিরোধঃ।

কিঞ্চ নায়কস্যাভিনন্দনীয়োদয়স্য কস্যচিৎ প্রভাবাতিশয়বর্ণনে তৎপ্রতিপক্ষাণাং যঃ করুণো রসঃ স পরীক্ষকাণাং ন বৈক্লব্যমাদধাতি

রসস্য বাচ্যত্বং ত্বয়ৈব সোঢ়মিত্যাশঙ্কমানঃ পরিহরতি—ন চেতি। প্রধানাপ্রধানত্বমাত্রকৃতৌ বিধ্যনুবাদৌ, তৌ চ ব্যঙ্গ্যতায়ামপি ভবত এবেতি ভাবঃ। মুখ্যতয়া চ রস এব কাব্যবাক্যার্থ ইত্যুক্তম্। তেনামুখ্যতয়া যত্র সোঽর্থস্তত্রানূদ্যমানত্বং রসস্যাপি যুক্তম্। যদি বানূদ্যমানবিভাবাদিসমাক্ষিপ্তত্বাদ্রসস্যানূদ্যমানতা তদাহ—বাক্যার্থস্যেতি। যদি বা মা ভূদনূদ্যমানতয়া বিরুদ্ধয়োঃ রসয়োঃ সমাবেশঃ, সহকারিতয়া তু ভবিষ্যতীতি সর্বথাবিরুদ্ধয়োর্যুক্তিযুক্তোঽঙ্গাঙ্গিভাবো নাত্র প্রয়াসঃ কশ্চিদিতি দর্শয়তি—যৈর্বেতি। তন্নিমিত্ততেতি। কাব্যার্থো বিভাবাদির্নিমিত্তং যেষাং রসাদীনাং তে তথা তেষাং ভাবস্তত্তা। অনূদ্যমানা যে হস্তক্ষেপাদয়ো রসাঙ্গভূতা বিভাবাদয়স্তন্নিমিত্তং যদুভয়ং করুণবিপ্রলম্ভাত্মকং রসবস্তু রসসজাতীয়ং তৎসহকারী যস্য বিধীয়মানস্য শাম্ভবশরবহ্নিজনিতদুরিতদাহলক্ষণস্য তস্মাদ্ ভাববিশেষে প্রেয়োলঙ্কারবিষয়ে ভগবৎপ্রভাবাতিশয়লক্ষণে প্রতীতিরিতি সঙ্গতিঃ। বিরুদ্ধং যদুভয়ং বারিতেজোগতং শীতোষ্ণং তৎসহকারি যস্য তণ্ডুলাদেঃ কারণস্য তস্মাদ্ কার্যবিশেষস্য কোমলভক্তকরণলক্ষণস্যোৎপত্তির্দৃশ্যতে। সর্বত্র হীত্থমেব কার্য্যকারণভাবো বীজাঙ্কুরাদৌ নান্যথা।

ননু বিরোধস্তর্হি সর্বত্রাকিঞ্চিৎকরঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিরুদ্ধফলেতি। তথা চাহুঃ—'নোপাদানং বিরুদ্ধস্য' ইতি। নন্বভিনেয়ার্থে কাব্যে যদীদৃশং বাক্যং ভবেত্তদা যদি সমস্তাভিনয়ঃ ক্রিয়তে তদা বিরুদ্ধার্থবিষয়ঃ কথং যুগপদভিনয়ং কর্তুং

প্রত্যুত প্রীত্যতিশয়নিমিত্ততাং প্রতিপদ্যত ইত্যতস্তস্য কুণ্ঠশক্তিকত্বাত্তদ্বিরোধবিধায়িনো ন কশ্চিদ্দোষঃ। তস্মাদ্বাক্যার্থীভূতস্য রসস্য ভাবস্য বা বিরোধী রসবিরোধীতি বক্তুং ন্যায্যঃ, ন ত্বঙ্গভূতস্য কস্যচিৎ।

অথবা বাক্যার্থীভূতস্যাপি কস্যচিৎ করুণরসবিষয়স্য তাদৃশেন শৃঙ্গারবস্তুনা ভঙ্গিবিশেষাশ্রয়েণ সংযোজনং রসপরিপোষায়ৈব জায়তে। যতঃ প্রকৃতিমধুরাঃ পদার্থাঃ শোচনীয়তাং প্রাপ্তাঃ প্রাগবস্থাভাবিভিঃ সংস্মর্যমাণৈর্বিলাসৈরধিকতরং শোকাবেশমুপজনয়ন্তি। যথা—

অয়ং স রশনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দনঃ।
নাভ্যূরুজঘনস্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ॥

ইত্যাদৌ। তদত্র ত্রিপুরযুবতীনাং শাম্ভবঃ শরাগ্নিরার্দ্রাপরাধঃ কামী যথা ব্যবহরতি স্ম তথা ব্যবহৃতবানিত্যনেনাপি প্রকারেণাস্ত্যেব

শক্য ইত্যাশয়েনাশঙ্কমান আহ—এবমিতি। এতৎ পরিহরতি—অনূদ্যমানেতি। অনূদ্যমানমেবংবিধং বিরুদ্ধাকারং বাচ্যং যত্র তাদৃশো যো বিষয়ঃ 'এহিগচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ' ইত্যাদিস্তত্র যা বার্তা সাত্রাপীতি।

এতদুক্তং ভবতি—'ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্ন' ইত্যাদৌ প্রাধান্যেন ভীতবিপ্লুতাদিদৃষ্ট্যুপপাদনক্রমেণ প্রাকরিণকস্তাবদর্থঃ প্রদর্শয়িতব্যঃ। যদ্যপ্যত্র করুণোঽপি পরাঙ্গমেব তথাপি বিপ্রলম্ভাপেক্ষয়া তস্য তাবন্নিকটং প্রাকরণিকত্বং মহেশ্বরপ্রভাবং প্রতি সোপযোগত্বাৎ। বিপ্রলম্ভস্য তু কামীবেত্যুৎপ্রেক্ষোপমাবলেনায়তস্য দূরত্বাৎ। এবং চ সাস্রনেত্রোৎপলাভিরিত্যন্তং প্রাধান্যেন করুণোপযোগাভিনয়ক্রমেণ লেশতস্তু বিপ্রলম্ভস্য করুণেন সাদৃশ্যাৎ সূচনাং কৃত্বা। কামীবেত্যত্র যদ্যপি প্রণয়কোপোচিতোঽভিনয়ঃ কৃতস্তথাপি ততঃ প্রতীয়মানোঽপ্যসৌ বিপ্রলম্ভঃ সমনন্তরাভিনীয়মানে স দহতু দুরিতমিত্যাদৌ সাটোপাভিনয়সমর্থিতো যো ভগবৎপ্রভাবস্তত্রাঙ্গতায়াং পর্যবস্যতীতি.ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। এতং বিরোধপরিহারমুপসংহরতি—এবমিতি।

বিষয়ান্তরে তু প্রকারান্তরেণ বিরোধপরিহারমাহ—কিঞ্চেতি। পরীক্ষকাণামিতি সামাজিকানাং বিবেকশালিনাম্। ন বৈক্লব্যমিতি। ন তাদৃশে বিষয়ে চিত্তদ্রুতিরুৎপদ্যতে করুণাস্বাদবিশ্রান্ত্যভাবাৎ। কিন্তু বীরস্য যোঽসৌ ক্রোধো ব্যভিচারিতাং প্রতিপদ্যতে তৎফলরূপোঽসৌ করুণরসঃ স্বকারণাভিব্যঞ্জনদ্বারেণ বীরাস্বাদাতিশয়

নির্বিরোধত্বম্। তস্মাদ্যথা যথা নিরূপ্যতে তথা তথাত্র দোষাভাবঃ।
ইত্থং চ—

ক্রামন্ত্যঃ ক্ষতকোমলাঙ্গুলিবলদ্রক্তৈঃ সদর্ভাঃ স্থলীঃ
পাদৈঃ পাতিতয়াবকৈরিব পতদ্বাষ্পাম্বুধৌতাননাঃ।
ভীতা ভর্তৃকরাবলম্বিতকরাস্ত্বদ্বৈরিনার্যোঽধুনা
দাবাগ্নিং পরিতো ভ্রমন্তি পুনরপ্যুদ্যদ্বিবাহা ইব॥

ইত্যেবমাদীনাং সর্বেষামেব নির্বিরোধত্বমবগন্তব্যম্। এবং তাবদ্রসাদীনাং বিরোধিরসাদিভিঃ সমাবেশাসমাবেশয়োর্বিষয় বিভাগো দর্শিতঃ।

এব পর্য্যবস্যতি। যথোক্তম্—'রৌদ্রস্য চৈব যৎ কর্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণো রসঃ' ইতি। তদাহ—প্রীত্যতিশয়েতি। অত্রোদাহরণম্—

কুরবক কুচাঘাত ক্রীড়াসুখেন বিযুজ্যসে
বকুলবিটপিন্ স্মর্তব্যং তে মুখাসবসেবনম্।
চরণঘটনাশূন্যো যাস্যস্যশোক সশোকতা-
মিতি নিজপুরত্যাগে যস্য দ্বিষাং জগদুঃ স্ত্রিয়ঃ॥

ভাবস্য বেতি। তস্মিন্ রসে স্থায়িনো প্রধানভূতস্য ব্যভিচারিণো বা যথা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ঔৎসুক্যস্য।

অধুনা পূর্বস্মিন্নেব শ্লোকে ক্ষিপ্ত ইত্যাদৌ প্রকারান্তরেণ বিরোধং পরিহরতি অথবেতি। অয়ং চাত্র ভাবঃ—পূর্বং বিপ্রলম্ভকরুণয়োরন্যত্রাঙ্গভাবগমনান্নির্বিরোধত্বমুক্তম্। অধুনা তু স বিপ্রলম্ভঃ করুণস্যৈবাঙ্গতাং প্রতিপন্নঃ কথং বিরোধীতি ব্যবস্থাপ্যতে—তথা হি করুণো রসো নামেষ্টজনবিনিপাতাদের্বিভাবাদিত্যুক্তম্। ইষ্টতা চ নাম রমণীয়তামূলা। ততশ্চ কামীবার্দ্রাপরাধ ইত্যুৎপ্রেক্ষয়েদমুক্তম্। শাম্ভবশরবহ্নিচেষ্টিতাবলোকনে প্রাক্তনপ্রণয়কলহবৃত্তান্তঃ স্মর্যমাণ ইদানীং বিধ্বস্ততয়া শোকবিভাবতাং প্রতিপদ্যতে। তদাহ—ভঙ্গিবিশেষেতি। অগ্রাম্যতয়া বিভাবানুভাবাদিরূপতাপ্রাপণয়া গ্রাম্যোক্তিরহিতয়েত্যর্থঃ। অত্রৈব দৃষ্টান্তমাহ—যথা অয়মিতি। অত্র ভূরিশ্রবসঃ সমরভূবি নিপতিতং বাহুং দৃষ্ট্বা তৎকান্তানামেতদনুশোচনম্। রশনাং মেখলাং সম্ভোগাবসরেষূর্দ্ধং কর্ষতীতি রসনোৎকর্ষী। অমুনা বিরোধোদ্ধরণপ্রকারেণ বহুতরং লক্ষ্যমুপপাদিতং ভবতীত্যভিপ্রায়েণাহ—ইত্থং

ইদানীং তেষামেকপ্রবন্ধবিনিবেশনে ন্যায্যো যঃ ক্রমস্তং প্রতিপাদয়িতুমুচ্যতে—

প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
একো রসোঽঙ্গীকর্ত্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা ॥ ২১ ॥

প্রবন্ধেষু মহাকাব্যাদিষু নাটকাদিষু বা বিপ্রকীর্ণতয়াঙ্গাঙ্গিভাবেন বহবো রসা উপনিবধ্যন্ত ইত্যত্র প্রসিদ্ধৌ সত্যামপি যঃ প্রবন্ধানাং ছায়াতিশয়যোগমিচ্ছতি তেন তেষাং রসানামন্যতমঃ কশ্চিদ্বিবক্ষিতো রসোঽঙ্গিত্বেন বিনিবেশয়িতব্য ইত্যয়ং যুক্ততরো মার্গঃ।

চেতি। হোমাগ্নিধূমকৃতং বাষ্পাম্বু যদি বা বন্ধুগৃহত্যাগদুঃখোদ্ভবম্। ভয়ং কুমারীজনোচিতঃ সাধ্বসঃ। এবমিয়তাঙ্গভাবং প্রাপ্তানামুক্তিরচ্ছলেতি কারিকাভাগোপযোগি নিরূপতমিত্যুপসংহরতি—এবমিতি। তাবদ্গ্রহণেন বক্তব্যান্তরমপ্যস্তীতি সূচয়তি ॥ ২০ ॥

তদেবাবতারয়তি—ইদানীমিত্যাদিনা। তেষাং রসানাং ক্রম ইতি যোজনা। প্রসিদ্ধেঽপীতি ভরতমুনিপ্রভৃতিভির্নিরূপিতেঽপীত্যর্থঃ। তেষামিতি প্রবন্ধানাম্। মহাকাব্যাদিষ্বিত্যাদিশব্দঃ প্রকারে। অনভিনেয়ান্ ভেদানাহ, দ্বিতীয়স্তভিনেয়ান্। বিপ্রকীর্ণতয়েতি নায়কপ্রতিনায়কপতাকাপ্রকরীনায়কাদিনিষ্ঠতয়েত্যর্থঃ। অঙ্গাঙ্গিভাবেনেত্যেকনায়কনিষ্ঠত্বেন। যুক্ততর ইতি। যদ্যপি সমবকারাদৌ পর্যায়বন্ধাদৌ চ নৈকস্যাঙ্গিত্বং তথাপি নাযুক্ততা তস্যাপ্যেবংবিধো যঃ প্রবন্ধঃ তদ্যথা নাটকং মহাকাব্যং বা তদুৎকৃষ্টতরমিতি তরশব্দস্যার্থঃ ॥ ২১ ॥

নন্বিতি। স্বয়ং লব্ধপরিপোষত্বে কথমঙ্গত্বম্? অলব্ধপরিপোষত্বে বা কথং রসত্বমিতি রসত্বমঙ্গত্বং চান্যোন্যবিরুদ্ধং তেষাং চাঙ্গত্বাযোগে কথমেকস্যাঙ্গিত্বমুক্তমিতি ভাবঃ। রসান্তরেতি। প্রস্তুতস্য সমস্তেতিবৃত্তব্যাপিনস্তত এব বিততব্যাপ্তিকত্বেনাঙ্গিভাবোচিতস্য রসস্য রসান্তরৈরিতিবৃত্তবায়াতত্বেন পরিমিতকথ্যাংশকলব্যাপিভির্যঃ সমাবেশঃ সমুপবৃংহণং স তস্য স্থায়িত্বেনেতিবৃত্তব্যাপিতয়া ভাসমানস্য নাঙ্গিতামুপহন্তি, অঙ্গিতাং পোষয়ত্যেবেত্যর্থঃ।

এতদুক্তং ভবতি—অঙ্গভূতান্যপি রসান্তরাণি স্ববিভাবাদিসামগ্র্যা স্বাবস্থায়াং যদ্যপি লব্ধপরিপোষাণি চমৎকারগোচরতাং প্রতিপদ্যন্তে. তথাপি স চমৎকারস্তাব-

নন্থ রসান্তরেষু বহুষু প্রাপ্তপরিপোষেষু সৎসু কথমেকস্যাঙ্গিতা ন বিরুধ্যত ইত্যাশঙ্ক্যেদমুচ্যতে—

রসান্তরসমাবেশঃ প্রস্তুতস্য রসস্য যঃ।
নোপহন্ত্যঙ্গিতাং সোঽস্য স্থায়িত্বেনাবভাসিনঃ॥ ২২॥

প্রবন্ধেষু প্রথমতরং প্রস্তুতঃ সন্ পুনঃ পুনরনুসন্ধীয়মানত্বেন স্থায়ী যো রসস্তস্য সকলবন্ধব্যাপিনো রসান্তরৈরন্তরালবর্তিভিঃ সমাবেশো যঃ স নাঙ্গিতামুপহন্তি এতদেবোপপাদয়িতুমুচ্যতে—

কার্যমেকং যথা ব্যাপি প্রবন্ধস্য বিধীয়তে।
তথা রসস্যাপি বিধৌ বিরোধো নৈব বিদ্যতে॥ ২৩॥

সন্ধ্যাদিময়স্য প্রবন্ধশরীরস্য যথা কার্য্যমেকমনুযায়ি ব্যাপকং কল্প্যতে ন চ তৎকার্য্যান্তরৈর্ন সঙ্কীর্য্যতে, ন চ তৈঃ সঙ্কীর্যমাণস্যাপি তস্য প্রাধান্যমপচীয়তে, তথৈব রসস্যাপ্যেকস্য সন্নিবেশে ক্রিয়মাণে বিরোধো

ত্যেব ন পরিতুষ্য বিশ্রাম্যতি কিন্তু চমৎকারান্তরমনুধাবতি। সর্বত্রৈব হ্যঙ্গাঙ্গিভাবেঽয়মেবোদন্তঃ। যথাহ তত্রভবান্—

গুণঃ কৃতাত্মসংস্কারঃ প্রধানং প্রতিপদ্যতে।
প্রধানস্যোপকারে হি তথা ভূয়সি বর্ততে॥ ইতি॥ ২২॥

উপপাদয়িতুমিতি। দৃষ্টান্তস্য সমুচিতস্য নিরূপণেনেতি ভাবঃ। ন্যায়েন চৈতদেবোপপদ্যতে; কার্যং হি তাবদেকমেবাধিকারিকং ব্যাপকং প্রাসঙ্গিককার্যান্তরোপক্রিয়মাণমবশ্যমঙ্গীকার্যম্। তৎপৃষ্ঠবর্তিনীনাং নায়কচিত্তবৃত্তীনাং তদ্বলাদেবাঙ্গাঙ্গিভাবঃ প্রবাহাপতিত ইতি কিমত্রাপূর্বমিতি তাৎপর্যম্। তথেতি ব্যাপিতয়া। যদি বা এবকারো ভিন্নক্রমঃ তথৈব তেনৈব প্রকারেণ কার্যাঙ্গাঙ্গিভাবরূপেণ রসানামপি বলাদেবাসাবাপতভীত্যর্থঃ। তথা চ বৃত্তৌ বক্ষ্যতি 'তথৈবে'তি।

কার্যমিতি। 'স্বল্পমাত্রং সমুৎসৃষ্টং বহুধা যদ্বিসর্পতি' ইতি লক্ষিতং বীজম্। বীজাৎ প্রভৃতি 'প্রয়োজনানাং বিচ্ছেদে যদবিচ্ছেদকারণং যাবৎ সমাপ্তিবন্ধং স তু বিন্দুঃ' ইতি বিন্দুরূপস্যার্থপ্রকৃত্যা নির্বহণপর্যন্তং ব্যাপ্নোতি তদাহ—অনুযায়ীতি। অনেন বীজং বিন্দুশ্চেত্যর্থপ্রকৃতী সঙ্গৃহীতে। কার্যান্তরৈরিতি। 'আগর্ভাদ্বাবিমর্শাদ্বা পতাকা বিনিবর্ততে' ইতি প্রাসঙ্গিকং যৎ পতাকালক্ষণার্থপ্রকৃতিনিষ্ঠং কার্যং যানি চ

ন কশ্চিৎ। প্রত্যুত প্রত্যুদিতবিবেকানামনুসন্ধানবতাং সচেত সাং তথাবিধে বিষয়ে প্রহ্লাদাতিশয়ঃ প্রবর্ততে।

ননু যেষাং রসানাং পরস্পরাবিরোধঃ যথা—বীশৃঙ্গারয়ো শৃঙ্গার-হাস্যয়ো রৌদ্রশৃঙ্গারয়ো বীরাদ্ভুতয়ো বীররৌদ্রয়ো রৌদ্রকরুণয়োঃ শৃঙ্গারাদ্ভুতয়োর্বা তত্র ভবত্বঙ্গাঙ্গিভাবঃ। তেষাং তু কথং ভবেদ্যেষাং পরস্পরং বাধ্যবাধকভাবঃ। যথা—শৃঙ্গারবীভৎসয়োর্বীরভয়ানকয়োঃ শান্তরৌদ্রয়োঃ শান্তশৃঙ্গারয়োর্বা ইত্যাশঙ্ক্যেদমুচ্যতে—

অবিরোধী বিরোধী বা রসোঽঙ্গিনি রসান্তরে।
পরিপোষং ন নেতব্যস্তথা স্যাদবিরোধিতা ॥ ২৪ ॥

ততোঽপ্যূনব্যপ্তিতয়া ত্রকরীলক্ষণানি কার্যাণি তৈরিত্যেবং পঞ্চানামর্থপ্রকৃতীনাং বাক্যৈকবাক্যতয়া নিবেশ উক্তঃ। তথাবিধ ইতি। যথা তাপসবৎসরাজে।

এবমনেন শ্লোকেনাঙ্গাঙ্গিতায়াং দৃষ্টান্তনিরূপণমিতিবৃত্তবলাপতিতত্বং চ রসাঙ্গাঙ্গি-ভাবস্যেতি দ্বয়ং নিরূপিতম্। বৃত্তিগ্রন্থোঽপ্যুভয়াভিপ্রায়েণৈব নেয়ঃ। শৃঙ্গারেণ বীরস্যাবিরোধো যুদ্ধনয়পরাক্রমাদিনা কন্যারত্নলাভাদৌ। হাস্যস্য তু স্পষ্টমেব তদঙ্গত্বম্। হাস্যস্য স্বয়মপুরুষার্থস্বভাবত্বেঽপি সমধিকতররঞ্জনোৎপাদনেন শৃঙ্গারাঙ্গ-তয়ৈব তথাত্বম্। রৌদ্রস্যাপি তেন কথঞ্চিদবিরোধঃ। যথোক্তম্—'শৃঙ্গারশ্চ তৈঃ প্রসভং সেব্যতে'। তৈরিতি রৌদ্রপ্রভৃতিভিঃ রক্ষোদানবোদ্ধতমনুষ্যৈরিত্যর্থঃ। কেবলং নায়িকাবিষয়মৌগ্র্যং তত্র পরিহর্তব্যম্। অসম্ভাব্যপৃথিবীসম্মার্জনাদিজনিত-বিস্ময়তয়া তু বীরাদ্ভুতয়োঃ সমাবেশঃ। যদাহ মুনিঃ—'বীরস্য চৈব যৎ কর্ম সোঽদ্ভুতঃ ইতি। বীররৌদ্রয়োর্ধীরোদ্ধতে ভীমসেনাদৌ সমাবেশঃ ক্রোধোৎসাহয়োরবিরোধাৎ। রৌদ্রকরুণয়োরপি মুনিনৈবোক্তঃ।

'রৌদ্রস্যৈব চ যৎ কর্ম স জ্ঞেয়ঃ করুণো রসঃ' ইতি।

শৃঙ্গারাদ্ভুতয়োরিতি। যথা রত্নাবল্যামৈন্দ্রজালিকদর্শনে। শৃঙ্গারবীভৎসয়োরিতি। যয়োর্হি পরস্পরোন্মূলনাত্মকতয়ৈবোদ্ভবস্তত্র কোঽঙ্গাঙ্গিভাবঃ আলম্বননিমগ্নরূপতয়া চ রতিরুত্তিষ্ঠতি ততঃ পলায়মানরূপতয়া জুগুপ্সেতি সমানাশ্রয়ত্বেন তয়োরন্যোন্য-সংস্কারোন্মূলনত্বম্। ভয়োৎসাহাবপ্যেবমেব বিরুদ্ধৌ বাচ্যৌ। শান্তস্যাপি তত্ত্বজ্ঞান-সমুত্থিতসমস্তসংসারবিষয়নির্বেদপ্রাণত্বেন সর্বতো নিরীহস্বভাবস্য বিষয়াসক্তি-জীবিতাভ্যাং রতিক্রোধাভ্যাং বিরোধ এব ॥ ২৩ ॥

অঙ্গিনি রসান্তরে শৃঙ্গারাদৌ প্রবন্ধব্যঙ্গ্যে সতি অবিরোধী বিরোধী বা রসঃ পরিপোষং ন নেতব্যঃ। তত্রাবিরোধিনো রসস্যাঙ্গিরসাপেক্ষয়াত্যন্তমাধিক্যং ন কর্ত্তব্যমিত্যয়ং প্রথমঃ পরিপোষপরিহারঃ। উৎকর্ষসাম্যেঽপি তয়োর্বিরোধাসম্ভবাৎ। যথা—

একত্তো রুঅই পিআ অণ্ণত্তো সমরতূরনিঘাসো।
ণেহেণ রণরসেণ অ ভডস্স দোলাইঅং হিঅঅম্॥

যথা বা—

কণ্ঠাচ্ছিত্ত্বাক্ষমালাবলয়মিব করে হারমাবর্তয়ন্তী
কৃত্বা পর্যঙ্কবন্ধং বিষধরপতিনা মেখলায়া গুণেন।
মিথ্যামন্ত্রাভিজাপস্ফুরদধরপুটব্যঞ্জিতাব্যক্তহাসা
দেবী সন্ধ্যাভ্যসূয়াহসিতপশুপতিস্তত্র দৃষ্টা তু বোঽবতাৎ॥

অবিরোধী বিরোধী বেতি। বাগ্রহণস্যায়মভিপ্রায়ঃ—অঙ্গিরসাপেক্ষয়া যস্য রসান্তরস্যোৎকর্ষো নিবধ্যতে তদা তদবিরুদ্ধোঽপি রসো নিবদ্ধশ্চোদ্যাবহঃ। অথ তু যুক্ত্যাঙ্গিনি রসেঽঙ্গভাবতানয়েনোপপত্তির্ঘটতে তদ্বিরুদ্ধোঽপি রসো বক্ষ্যমাণেন বিষয়ভেদাদিযোজনেনাপনিবধ্যমানো ন দোষাবহ ইতি বিরোধাবিরোধাবকিঞ্চিৎকরৌ। বিনিবেশনপ্রকার এব ত্ববধাতব্যমিতি। অঙ্গিনীতি সপ্তম্যনাদরে। অঙ্গিনং রসবিশেষমনাদৃত্য ত্যক্ত্বাঙ্গভূতো ন পোষয়িতব্য ইত্যর্থঃ। অবিরোধিতেতি। নির্দোষতেত্যর্থঃ। পরিপোষপরিহারে ত্রীন্ প্রকারানাহ—তত্রেত্যাদিনা তৃতীয় ইত্যন্তেন। নন্থ ন্যূনত্বং কার্যমিতি বাচ্যে আধিক্যস্য কা সম্ভাবনা যেনোক্তমাধিক্যং ন কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাব উৎকর্ষসাম্য ইতি।

একতো রোদিতি প্রিয়া অন্যতঃ সমরতূর্যনির্ঘোষঃ।
স্নেহেন রণরসেন চ ভটস্য দোলায়িতং হৃদয়ম্॥ ইতি ছায়া।

রোদিতি প্রিয়েত্যতো রত্যুৎকর্ষঃ। সমরতূর্যেতি ভটস্যেতি চোৎসাহোৎকর্ষঃ। দোলায়িতমিতি তয়োরন্যূনাধিকতয়া সাম্যমুক্তম্। এতচ্চ মুক্তকবিষয়মেব ভবতি ন তু প্রবন্ধবিষয়মিতি কেচিদাহুস্তচ্চাসৎ; আধিকারিকেষ্বিতিবৃত্তেষু ত্রিবর্গফলসমপ্রাধান্যস্য সম্ভবাৎ। তথা হি—রত্নাবল্যাং সচিবায়ত্তসিদ্ধিত্বাভিপ্রায়েণ পৃথিবীরাজ্যলাভ আধিকারিকং ফলং কন্যারত্নলাভঃ প্রাসঙ্গিকং ফলং, নায়কাভিপ্রায়েণ তু

ইত্যত্র। অঙ্গিরসবিরুদ্ধানাং ব্যভিচারিণাং প্রাচুর্যেণানিবেশনম্ নিবেশনে বা ক্ষিপ্রমেবাঙ্গিরসব্যভিচার্য্যনুবৃত্তিরিতি দ্বিতীয়ঃ। অঙ্গত্বেন পুনঃ পুনঃ প্রত্যবেক্ষা পরিপোষং নীয়মানস্যাপ্যঙ্গভূতস্য রসস্যেতি তৃতীয়ঃ। অনয়া দিশান্যেঽপি প্রকারা উৎপ্রেক্ষণীয়াঃ। বিরোধিনস্তু রসস্যাঙ্গিরসাপেক্ষয়া কস্যচিন্ন্যূনতা সম্পাদনীয়া। যথা শান্তেঽঙ্গিনি শৃঙ্গারস্য শৃঙ্গারে বা শান্তস্য। পরিপোষরহিতস্য রসস্য কথং রসত্বমিতি চেৎ—উক্তমত্রাঙ্গিরসাপেক্ষয়েতি। অঙ্গিনো হি রসস্য যাবান্ পরিপোষস্তাবাংস্তস্য ন কর্ত্তব্যঃ, স্বতস্তু সম্ভবী পরিপোষঃ কেন বার্যতে।

বিপর্যয় ইতি স্থিতে মন্ত্রিবুদ্ধৌ নায়কবুদ্ধৌ চ স্বাম্যমাত্যবুদ্ধ্যেকত্বাৎ ফলমিতি নীত্যা একীক্রিয়মাণায়াং সমপ্রাধান্যমেব পর্যবস্যতি। যথোক্তম্—'কবেঃ প্রযত্নান্নেতৄণাং যুক্তানাম্' ইত্যলমবান্তরেণ বহুনা।

এবং প্রথমং প্রকারং নিরূপ্য দ্বিতীয়মাহ—অঙ্গীতি। অনিবেশনমিতি। অঙ্গভূতে রস ইতি শেষঃ। নন্বেবং নাসৌ পরিতুষ্টো ভবেদিত্যাশঙ্ক্য মতান্তরমাহ—নিবেশনে বেতি। অতএব বাগ্রহণমুত্তরপক্ষদার্ঢ্যং সূচয়তি ন বিকল্পম্। তথা চৈক এবায়ং প্রকারঃ। অন্যথা তু দ্বৌ স্যাতাম্। আঙ্গিনো রসস্য যো ব্যভিচারী তস্যানু-বৃত্তিরনুসন্ধানম্। যথা—'কোপাৎ কোমললোল' ইতি শ্লোকেঽঙ্গিভূতায়াং রতাবঙ্গত্বেন যঃ ক্রোধ উপনিবদ্ধস্তত্র বদ্ধ্বা দৃঢ়ং ইত্যমর্ষস্য নিবেশিতস্য ক্ষিপ্রমেব রুদত্যেতি হসন্নিতি চ রত্যুচিতের্ষ্যৌৎসুক্যহর্ষানুসন্ধানম্।

তৃতীয়ং প্রকারমাহ—অঙ্গত্বেনেতি। অত্র চ তাপসবৎসরাজে বৎসরাজস্য পদ্মাবতীবিষয়ঃ সম্ভোগশৃঙ্গার উদাহরণীকর্তব্যঃ। অন্যেঽপীতি। বিভাবানুভাবানাং চাপি উৎকর্ষো ন কর্তব্যোঽঙ্গিরসবিরোধিনাং নিবেশনমেব বা ন কার্যম্, কৃতমপি চাঙ্গিরসবিভাবানুভাবৈরুপবৃংহণীয়ম্। পরিপোষিতা অপি বিরুদ্ধরসবিভাবানুভাবা অঙ্গত্বং প্রতিজাগরয়িতব্যা ইত্যাদি স্বয়ং শক্যমুৎপ্রেক্ষিতুম্। এবং বিরোধ্যবিরোধি-সাধারণং প্রকারমভিধায় বিরোধিবিষয়া সাধারণদোষপরিহারপ্রকারগতত্বেনৈব বিশেষান্তরমপ্যাহ—বিরোধিন ইতি। সম্ভবীতি। প্রধানাবিরোধিত্বেনেতি শেষঃ। এতচ্চেতি। উপকার্যোপকারকভাবো রসানাং নাস্তি স্বচমৎকারবিশ্রান্তত্বাৎ ; অন্যথা রসত্বাযোগাৎ, তদভাবে চ কথমঙ্গাঙ্গিতেত্যপি যেষাং মতং তৈরপি কস্যচিদ্রসস্য প্রকৃষ্টত্বং ভূয়ঃ প্রবন্ধব্যাপকত্বমন্যেষাং চাল্পপ্রবন্ধানুগামিত্বমভ্যুপগন্তব্যমিতিবৃত্তসঙ্ঘট-

এতচ্চাপেক্ষিকং প্রকর্ষযোগিত্বমেকস্য রসস্য বহুরসেষু প্রবন্ধেষু রসানামঙ্গাঙ্গিভাবমনভ্যুপগচ্ছতাপ্যশক্যপ্রতিক্ষেপমিত্যনেন প্রকারেণাবিরোধিনাং বিরোধিনাং চ রসানামঙ্গাঙ্গিভাবেন সমাবেশে প্রবন্ধেষু স্যাদবিরোধঃ। এতচ্চ সর্বং যেষাং রসো রসান্তরস্য ব্যভিচারী ভবতি ইতি দর্শনং তন্মতেনোচ্যতে। মতান্তরে তু রসানাং স্থায়িনো ভাবা উপচারাদ্রসশব্দেনোক্তাস্তেষামঙ্গত্বং নির্বিরোধমেব।

নাম্না এবান্যথানুপপত্তেঃ, ভূয়ঃ প্রবন্ধব্যাপকস্য চ রসস্য রসান্তরৈর্যদি ন কাচিৎ সংগতিস্তদিতিবৃত্তস্যাপি ন স্যাৎ সঙ্গতিশ্চেদয়মেবোপকার্যোপকারকভাবঃ। ন চ চমৎকারবিশ্রান্তের্বিরোধঃ কশ্চিদিতি সমনন্তরমেবোক্তং তদাহ—অনভ্যুপগচ্ছতাপীতি। শব্দমাত্রেণাসৌ নাভ্যুপগচ্ছতি। অকাম এবাভ্যুপগময়িতব্য ইতি ভাবঃ। অন্যস্তু ব্যাচষ্টে—এতচ্চাপেক্ষিকমিত্যাদিগ্রন্থো দ্বিতীয়মতমভিপ্রেত্য যত্র রসানামুপকার্যোপকারকতা নাস্তি, তত্রাপি হি ভূয়ো বৃত্তব্যাপ্তত্বমেবাঙ্গিত্বমিতি। এতচ্চাসৎ; এবং হি এতচ্চ সর্বমিতি সর্বশব্দেন য উপসংহার একপক্ষবিষয়ঃ মতান্তরেঽপীত্যাদিনা চ যো দ্বিতীয়পক্ষোপক্রমঃ সোঽতীব দুঃশ্লিষ্ট ইত্যলং পূর্ববংশ্যৈঃ সহ বহুনা সংলাপেন। যেষামিতি। ভাবাধ্যায়সমাপ্তাবস্তি শ্লোকঃ—

বহূনাং সমবেতানাং রূপং যস্য ভবেদ্বহু
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ ॥

ইতি। তত্রোক্তক্রমেণাধিকারিকেতিবৃত্তব্যাপিকা চিত্তবৃত্তিরবশ্যমেব স্থায়িত্বেন ভাতি প্রাসঙ্গিকবৃত্তান্তগামিনী তু ব্যভিচারিতয়েতি রস্যমানতাসময়ে স্থায়িব্যভিচারিভাবস্য ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি কেচিদ্ব্যাচচক্ষিরে। তথা চ ভাগুরিরপি কিং রসানামপি স্থায়িসঞ্চারিতাস্তি ইত্যাক্ষিপ্যাভ্যুপগমেনৈবোত্তরমবোচদ্বাঢ়মস্তীতি।

অন্যে তু স্থায়িতয়া পঠিতস্যাপি রসস্য রসান্তরে ব্যভিচারিত্বমস্তি, যথা ক্রোধস্য বীরে ব্যভিচারিতয়া পঠিতস্যাপি স্থায়িত্বমেব রসান্তপে, যথা তত্ত্বজ্ঞানবিভাবকস্য নির্বেদস্য শান্তে; ব্যভিচারিণো বা সত এব ব্যভিচার্যন্তরাপেক্ষয়া স্থায়িত্বমেব, যথা বিক্রমোর্বশ্যামুন্মাদস্য চতুর্থেঽঙ্কে ইতীমন্তমর্থমববোধয়িতুময়ং শ্লোকঃ বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ। স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ; শেষাস্তু সঞ্চারিণঃ ইতি ব্যাচক্ষতে, ন তু রসানাং স্থায়িসঞ্চারিভাবেনাঙ্গাঙ্গিতোক্তেতি। অত এবাস্মে রসস্থায়ীতি ষষ্ঠ্যা সপ্তম্যা দ্বিতীয়য়া

এবমবিরোধিনাং বিরোধিনাং চ প্রবন্ধস্থেনাঙ্গিনা রসেন সমাবেশে সাধারণমবিরোধোপায়ং প্রতিপাদ্যেদানীং বিরোধিবিষয়মেব তং প্রতিপাদয়িতুমিদমুচ্যতে।

বিরুদ্ধৈকাশ্রয়ো যস্তু বিরোধী স্থায়িনো ভবেৎ।
স বিভিন্নাশ্রয়ঃ কার্যস্তস্য পোষেঽপ্যদোষতা ॥ ২৫ ॥

একাধিকরণ্যবিরোধী নৈরন্তর্যবিরোধী চেতি দ্বিবিধো বিরোধী। তত্র প্রবন্ধস্থেন স্থায়িনাঙ্গিনা রসেনৌচিত্যাপেক্ষয়া বিরুদ্ধৈকাশ্রয়ো যো বিরোধী যথা বীরেণ ভয়ানকঃ স বিভিন্নাশ্রয়ঃ কার্য্যঃ। তস্য

বাশ্রিতাদিষু গমিগাম্যাদীনামিতি সমাসং পঠন্তি। তদাহ—মতান্তরেঽপীতি। রসশব্দেনেতি। 'রসান্তরসমাবেশঃ প্রস্তুতস্য রসস্য যঃ' ইত্যাদি প্রাক্তনকারিকানিবিষ্টেনেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অথ সাধারণং প্রকারমুপসংহরন্নসাধারণমাসূত্রয়তি—এবমিতি। তমিত্যবিরোধোপায়ম্। বিরুদ্ধেতি বিশেষণং হেতুগর্ভম্। যস্ত স্থায়ী স্থায্যন্তরেণাসম্ভাব্যমানৈকাশ্রয়ত্বাদ্বিরোধী ভবেদ্যথোৎসাহেন ভয়ং স বিভিন্নাশ্রয়ত্বেন নায়কবিপক্ষাদিগামিত্বেন কার্য্যঃ। তস্যেতি। তস্য বিরোধিনোঽপি তথাকৃতস্য তথানিবদ্ধস্য পরিপুষ্টতায়াঃ প্রত্যুত নির্দোষতা নায়কোৎকর্ষাধানাৎ। অপরিপোষণন্তু দোষ এবেতি যাবৎ। অপিশব্দো ভিন্নক্রমঃ। এবমেব বৃত্তাবপি ব্যাখ্যানাৎ। ঐকাধিকরণ্যমেকাশ্রয়েণ সম্বন্ধমাত্রম্। তেন বিরোধী যথা—ভয়েনোৎসাহঃ, একাশ্রয়ত্বেঽপি সম্ভবতি কশ্চিন্নিরন্তরত্বেন নির্ব্যবধানত্বেন বিরোধী, যথা রত্যা নির্বেদঃ। প্রদর্শিতমিতি। 'সমুত্থিতে ধনুর্ধ্বনৌ ভয়াবহে কিরীটিনো মহানুপপ্লবোঽভবৎপুরে পুরন্দরদ্বিষাম্' ইত্যাদিনা ॥ ২৫ ॥

দ্বিতীয়স্যেতি। নৈরন্তর্যবিরোধিনঃ। তদিতি। নির্বিরোধিত্বম্। একাশ্রয়ত্বেন নিমিত্তেন যো নির্দোষঃ ন বিরোধী কিন্তু নিরন্তরত্বেন নিমিত্তেন বিরোধমেতি স তথাবিধবিরুদ্ধরসদ্বয়াবিরুদ্ধেন রসান্তরেণ মধ্যে নিবেশিতেন যুক্তঃ কার্য ইতি কারিকার্থঃ। প্রবন্ধ ইতি বাহুল্যাপেক্ষং, মুক্তকেঽপি কদাচিদেবং ভবেদপি। যদ্বক্ষ্যতি—'একবাক্যস্থয়োরপি' ইতি। যথেতি। তত্র হি—'রাগস্যাস্পদমিত্যবৈমি ন হি মে ধ্বংসীতি ন প্রত্যয়ঃ' ইত্যাদিনোপক্ষেপাৎ প্রভৃতি পরার্থশরীরবিতরণাত্মকনির্বহণপর্য্যন্তঃ শান্তো রসস্তস্য বিরুদ্ধো মলয়বতীবিষয়ঃ শৃঙ্গারস্তদুভয়াবিরুদ্ধমদ্ভুত-

বীরস্য য আশ্রয়ঃ কথানায়কস্তদ্বিপক্ষবিষয়ে সন্নিবেশয়িতব্যঃ। তথা সতি চ তস্য বিরোধিনোঽপি যঃ পরিপোষঃ স নির্দোষঃ। বিপক্ষবিষয়ে হি ভয়াতিশয়বর্ণনে নায়কস্য। নয়পরাক্রমাদিসম্পৎ সুতরামুদ্দ্যোতিতা ভবতি। এতচ্চ মদীয়েঽর্জুনচরিতেঽর্জুনস্য পাতালাবতরণপ্রসঙ্গে বৈশদ্যেন প্রদর্শিতম্।

এবমৈকাধিকরণ্যবিরোধিনঃ প্রবন্ধস্থেন স্থায়িনা রসেনাঙ্গভাবগমনে নির্বিরোধিত্বং যথা তথা তদ্দর্শিতম্। দ্বিতীয়স্য তু তৎপ্রতিপাদয়িতুমুচ্যতে—

মন্তরীকৃত্য ক্রমপ্রসরসম্ভাবনাভিপ্রায়েণ কবিনা নিবদ্ধঃ 'অহো গীতমহো বাদিত্রম্' ইতি। এতদর্থমেব 'ব্যক্তির্ব্যঞ্জনধাতুনা' ইত্যাদি নীরসপ্রায়মপ্যত্র নিবদ্ধমদ্ভুতরসপরিপোষকতয়াত্যন্তরসরসতাবহমিতি 'নির্দোষদর্শনাঃ কন্যকাঃ' ইতি চ ক্রমপ্রসরো নিবদ্ধঃ। যথাহু—'চিত্তবৃত্তিপ্রসরপ্রসংখ্যানধনাঃ সংখ্যাঃ পুরুষার্থহেতুকমিদং নিমিত্তনৈমিত্তকপ্রসঙ্গেনে'তি। অনন্তরং চ নিমিত্তনৈমিত্তকপ্রসঙ্গাগতো যঃ শেখরকবৃত্তান্তোদিতহাস্যরসোপকৃতঃ শৃঙ্গারস্তস্য বিরুদ্ধো যো বৈরাগ্যশমপোষকো নাগীয়কলেবরাস্থিজালাবলোকনাদিবৃত্তান্তঃ স মিত্রাবসোঃ প্রবিষ্টস্য মলয়বতীনির্গমনকারিণঃ 'সংসর্পদ্ভিঃ সমন্তাৎ' ইত্যাদি কাব্যোপনিবদ্ধক্রোধব্যভিচার্যুপকৃতবীররসান্তরিতো নিবেশিতঃ।

নন্থু নাস্ত্যেব শান্তো রসঃ তস্য তু স্থায্যেব নোপদিষ্টো মুনিনেত্যাশঙ্ক্যাহ—শান্তশ্চেতি। তৃষ্ণানাং বিষয়াভিলাষাণাং যঃ ক্ষয়ঃ সর্বতো নিবৃত্তিরূপো নির্বেদঃ তদেব সুখং তস্য স্থায়িভূতস্য যঃ পরিপোষো রস্যমানতাকৃতস্তদেব লক্ষণং যস্য স শান্তো রসঃ। প্রতীয়ত এবেতি। স্বানুভবেনাপি নিবৃত্তভোজনাদ্যশেষবিষয়েচ্ছাপ্রসরত্বকালে সম্ভাব্যত এব।

অন্যে তু সর্বচিত্তবৃত্তিপ্রশম এবাস্য স্থায়ীতি মন্যন্তে। তৃষ্ণাসদ্ভাবস্য প্রসজ্যপ্রতিষেধরূপত্বে চেতোবৃত্তিত্বাভাবেন ভাবত্বাযোগাৎ। পর্যুদাসে ত্বস্মৎপক্ষ এবায়ম্। অন্যে তু—

স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তাদ্ভাবঃ প্রবর্ত্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে তু শান্ত এব প্রলীয়তে॥

ইতি ভরতবাক্যং দৃষ্টবন্তঃ সর্বরসসামান্যস্বাভাবং শান্তমাচক্ষাণা অনুপজাত বিশেষান্তরচিত্তবৃত্তিরূপং শান্তস্য স্থায়িভাবং মন্যন্তে। এতচ্চ নাতীবাস্মৎপক্ষাদ্ দূরম্।

একাশ্রয়ত্বে নির্দোষো নৈরন্তর্যে বিরোধবান্।
রসান্তরব্যবধিনা রসো ব্যঙ্গ্যঃ সুমেধসা ॥ ২৬ ॥

যঃ পুনরেকাধিকরণত্বে নির্বিরোধো নৈরন্তর্যে তু বিরোধী স রসান্তরব্যবধানেন প্রবন্ধে নিবেশয়িতব্যঃ। যথা শান্তশৃঙ্গারৌ নাগানন্দে নিবেশিতৌ। শান্তশ্চ তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্য যঃ পরিপোষস্তল্লক্ষণো রসঃ প্রতীয়ত এব। তথা চোক্তম্—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥

প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবকৃতস্তু বিশেষঃ। যুক্তশ্চ প্রধ্বংস এব তৃষ্ণানাম্। যথোক্তম্—'বীতরাগজন্মাদর্শনাৎ' ইতি। প্রতীয়ত এবেতি। মুনিনাপ্যঙ্গীক্রিয়ত এব 'ক্বচিচ্ছমঃ' ইত্যাদি বদতা। ন চ তদীয়া পর্যন্তাবস্থা বর্ণনীয়া যেন সর্বচেষ্টোপরমাদনুভাবাভাবেনাপ্রতীয়মানতা স্যাৎ। 'শৃঙ্গারাদেরপি ফলভূমাববর্ণনীয়তৈব পূর্বভূমৌ তু 'তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ। তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ' ইতি সূত্রদ্বয়নীত্যা চিত্রাকারা যমনিয়মাদিচেষ্টা রাজ্যধুরোদ্বহনাদিলক্ষণা বা শান্তস্যাপি জনকাদের্দৃষ্টৈবেত্যনুভাবসদ্ভাবাদ্যমনিয়মাদিমধ্যসম্ভাব্যমানভূয়োব্যভিচারিসদ্ভাবাচ্চ প্রতীয়ত এব।

ননু ন প্রতীয়তে নাস্য বিভাবাঃ সন্তীতি চেৎ—ন ; প্রতীয়ত এব তাবদসৌ। তস্য চ ভবিতব্যমেব প্রাক্তনকুশলপরিপাকপরমেশ্বরানুগ্রহাধ্যাত্মরহস্যশাস্ত্রবীতরাগপরিশীলনাদিভির্বিভাবৈরিতীয়তৈব বিভাবানুভাবব্যভিচারিসদ্ভাবঃ স্থায়ী চ দর্শিতঃ। ননু তত্র হৃদয়সংবাদাভাবাদ্রস্যমানতৈব নোপপন্না। ক এবমাহ স নাস্তীতি, যতঃ প্রতীয়ত এবেত্যুক্তম্।

ননু প্রতীয়তে সর্বস্য শ্লাঘাস্পদং ন ভবতি। তর্হি বীতরাগাণাং শৃঙ্গারো ন শ্লাঘ্য ইতি সোঽপি রসত্বাচ্চ্যবতামিতি তদাহ—যদি নামেতি। ননু ধর্ম্মপ্রধানোঽসৌ বীর এবেতি সম্ভাবয়মান আহ—ন চেতি। তস্যেতি বীরস্য। অভিমানময়ত্বেনেতি। উৎসাহো হ্যহমেবংবিধ ইত্যেবং প্রাণ ইত্যর্থঃ। অস্য চেতি শান্তস্য। তয়োশ্চেতি ঈহাময়ত্বনিরীহত্বাভ্যামত্যন্তবিরুদ্ধয়োরপীতি চশব্দার্থঃ। বীররৌদ্রয়োস্ত্বত্যন্তবিরোধোঽপি নাস্তি। সমানং রূপং চ ধর্ম্মার্থকামার্জনোপযোগিত্বম্।

নন্বেবং দয়াবীরো ধর্ম্মবীরো দানবীরো বা নাসৌ কশ্চিৎ, শান্তস্যৈবেদং নামান্তরকরণম্। তথা হি মুনিঃ—

যদি নাম সর্বজনানুভবগোচরতা তস্য নাস্তি নৈতাবতাসাবলোকসামান্য মহানুভাবচিত্তবৃত্তিবিশেষঃ প্রতিক্ষেপ্তুং শক্যঃ। ন চ বীরে তস্যান্তর্ভাবঃ কর্তুং যুক্তঃ। তস্যাভিমানময়ত্বেন ব্যবস্থাপনাৎ। অস্য চাহঙ্কারপ্রশমৈকরূপতয়া স্থিতেঃ। তয়োশ্চৈবংবিধবিশেষসদ্ভাবেঽপি যদ্যৈক্যং পরিকল্প্যতে তদ্বীররৌদ্রয়োরপি তথা প্রসঙ্গঃ। দয়াবীরাদীনাং চ চিত্তবৃত্তিবিশেষাণাং সর্বাকারমহঙ্কাররহিতত্বেন শান্তরসপ্রভেদত্বম্, ইতরথা তু বীরপ্রভেদত্বমিতি ব্যবস্থাপ্যমানে ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। তদেবমস্তি শান্তো রসঃ। তস্য চাবিরুদ্ধরসব্যবধানেন প্রবন্ধে বিরোধিরসসমাবেশে সত্যপি নির্বিরোধত্বম্। যথা প্রদর্শিতে বিষয়ে। এতদেব স্থিরীকর্তুমিদমুচ্যতে—

রসান্তরান্তরিতয়োরেকবাক্যস্থয়োরপি।
নিবর্ততে হি রসয়োঃ সমাবেশে বিরোধিতা ॥ ২৭ ॥

দানবীরং ধর্মবীরং যুদ্ধবীরং তথৈব চ।
রসবীরমপি প্রাহ ব্রহ্মা ত্রিবিধসম্মিতম্ ॥

ইত্যাগমপুরঃসরং ত্রৈবিধ্যমেবাভ্যধাৎ। তদাহ—দয়াবীরাদীনাঞ্চেত্যাদিগ্রহণেন। বিষয়জুগুপ্সারূপত্বাদ্বীভৎসেঽন্তর্ভাবঃ শঙ্ক্যতে। সা ত্বস্য ব্যভিচারিণী ভবতি ন তু স্থায়িতামেতি, পর্যন্তনির্বাহে তস্যা মূলত এব বিচ্ছেদাৎ। আধিকারিকত্বেন তু শান্তো রসো ন নিবদ্ধব্য ইতি চন্দ্রিকাকারঃ। তচ্চেহাস্মাভির্ন পর্যালোচিতং, প্রসঙ্গান্তরাৎ। মোক্ষফলত্বেন চায়ং পরমপুরুষার্থনিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ প্রধানতমঃ। স চায়মস্মদুপাধ্যায়ভট্টতৌতেন কাব্যকৌতুকে, অস্মাভিশ্চ তদ্বিবরণে বহুতরকৃতনির্ণয়পূর্বপক্ষসিদ্ধান্ত ইত্যলংবহুনা ॥ ২৬ ॥

স্থিরীকর্তুমিতি। শিষ্যবুদ্ধাবিত্যর্থঃ। অপিশব্দেন প্রবন্ধবিষয়তয়া সিদ্ধোঽয়মর্থ ইতি দর্শয়তি—ভূরেণ্বিতি। বিশেষণৈরতীব দূরাপেতত্বমসম্ভাবনাস্পদমুক্তম্। স্বদেহানিত্যনেন দেহত্বাভিমানাদেব তাদাত্ম্যসম্ভাবনানিষ্পত্তেরেকাশ্রয়ত্বমস্তি, অন্যথা বিভিন্নবিষয়ত্বাৎ কো বিরোধঃ। ননু বীর এবাত্র রসো শৃঙ্গারো ন বীভৎসঃ। কিন্তু রতিজুগুপ্সে হি বীরং প্রতি ব্যাভিচারীভূতে। ভবত্বেবম্, তথাপি প্রকৃতোদাহরণতা তাবদুপপন্না। তদাহ—তদঙ্গয়োর্ভাবেতি। তয়োরঙ্গে তৎস্থায়িভাবাবিত্যর্থঃ। বীররসেতি। 'বীরাঃ স্বদেহান্' ইত্যাদিনা তদীয়োৎসাহাদ্যবগত্যা কর্তৃকর্মণোঃ সমস্ত-

রসান্তরব্যবহিতয়োরেকপ্রবন্ধস্থয়োর্বিরোধিতা নিবর্ত্তত ইত্যত্র ন কাচিদ্‌ভ্রান্তিঃ। যস্মাদেকবাক্যস্থয়োরপি রসয়োরুক্তয়া নীত্যা বিরুদ্ধতা নিবর্ত্ততে। যথা—

ভূরেণুদিগ্ধান্নবপারিজাতমালারজোবাসিতবাহুমধ্যাঃ।
গাঢ়ং শিবাভিঃ পরিরভ্যমাণান্ সুরাঙ্গনাশ্লিষ্টভুজান্তরালাঃ।
সশোণিতৈঃ ক্রব্যভুজাং স্ফুরদ্ভিঃ পক্ষৈঃ খগানামুপবীজ্যমানান্।
সংবীজিতাশ্চন্দনবারিসেকৈঃ সুগন্ধিভিঃ কল্পলতাদুকূলৈঃ॥
বিমানপর্যঙ্কতলে নিষণ্ণাঃ কুতূহলাবিষ্টতয়া তদানীম্।
নির্দিশ্যমানাং ল্ললনাঙ্গুলীভির্বীরাঃ স্বদেহান্ পতিতানপশ্যন্॥

ইত্যাদৌ। অত্র হি শৃঙ্গারবীভৎসয়োস্তদঙ্গয়োর্বা বীররসব্যবধানেন সমাবেশো ন বিরোধী।

বিরোধমবিরোধং চ সর্বত্রেত্থং নিরূপয়েৎ।
বিশেষতস্তু শৃঙ্গারে সুকুমারতমো হ্যসৌ॥ ২৮॥

যথোক্তলক্ষণানুসারেণ বিরোধাবিরোধৌ সর্বেষু রসেষু প্রবন্ধেঽন্যত্র চ নিরূপয়েৎ সহৃদয়ঃ; বিশেষতস্তু শৃঙ্গারে। স হি রতিপরিপোষাত্মকত্বা দ্রতেশ্চ স্বল্পেনাপি মিমিত্তেন ভঙ্গসম্ভবাৎ সুকুমারতমঃ সর্বেভ্যো রসেভ্যো মনাগপি বিরোধিসমাবেশং ন সহতে।

স্ববধানাতিশয়বান্ রসে তত্রৈব সৎকবিঃ।
ভবেত্তস্মিন্ প্রমাদো হি ঝটিত্যেবোপলক্ষ্যতে॥ ২৯॥

তত্রৈব চ রসে সর্বেভ্যোঽপি রসেভ্যঃ সৌকুমার্য্যাতিশয়যোগিনি কবিরবধানবান্ প্রযত্নবান্ স্যাৎ। তত্র হি প্রমাদ্যতস্তস্য সহৃদয়মধ্যে ক্ষিপ্রমেবাবজ্ঞানবিষয়তা ভবতি। শৃঙ্গাররসো হি সংসারিণাং নিয়মেনানুভববিষয়ত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ কমনীয়তয়া প্রধানভূতঃ।

বাক্যার্থানুযায়িতয়া প্রতীতিরিতি মধ্যপাঠাভাবেঽপি সুতরাং বীরস্য ব্যবধায়কতেতি ভাবঃ॥ ২৭॥

অন্যত্র চেতি মুক্তকাদৌ। স হি শৃঙ্গারঃ সুকুমারতম ইতি সম্বন্ধঃ। সুকুমারস্তাব-দ্রসজাতীয়ঃ ততোঽপি করুণস্ততোঽপি শৃঙ্গার ইতি ক্রমপ্রত্যয়ঃ॥ ২৮॥ ২৯॥

এবং চ সতি—

বিনেয়ানুন্মুখীকর্তুং কাব্যশোভার্থমেব বা।
তদ্বিরুদ্ধরসস্পর্শস্তদঙ্গানাং ন দুষ্যতি ॥ ৩০ ॥

শৃঙ্গারবিরুদ্ধরসস্পর্শঃ শৃঙ্গারাঙ্গানাং যঃ স ন কেবলমবিরোধলক্ষণযোগে সতি ন দুষ্যতি যাবদ্বিনেয়ানুন্মুখীকর্তুং কাব্যশোভার্থমেব বা ক্রিয়মাণো ন দুষ্যতি। শৃঙ্গাররসাঙ্গৈরুন্মুখীকৃতাঃ সন্তো হি বিনেয়াঃ সুখং বিনয়োপদেশান্ গৃহ্ণন্তি। সদাচারোপদেশরূপা হি নাটকাদিগোষ্ঠী বিনেয়জনহিতার্থমেব মুনিভিরবতারিতা।

এবং চেতি। যতোঽসৌ সর্বসংবাদীত্যর্থঃ। তদিতি। শৃঙ্গারস্য বিরুদ্ধা যে শান্তাদয়স্তেষপি তদঙ্গানাং শৃঙ্গারাঙ্গানাং সম্বন্ধী স্পর্শো ন দুষ্টঃ। তয়া ভঙ্গ্যা রসান্তরগতা অপি বিভাবানুভাবাদ্যা বর্ণনীয়া যয়া শৃঙ্গারাঙ্গভাবমুপাগমন্। যথা মমৈব স্তোত্রে—

ত্বাং চন্দ্রচূড়ং সহসা স্পৃশন্তী প্রাণেশ্বরং গাঢ়বিয়োগতপ্তা।
সা চন্দ্রকান্তাকৃতিপুত্রিকেব সংবিদ্বিলীয়াপি বিলীয়তে মে ॥

ইত্যত্র শান্তবিভাবানুভাবানামপি শৃঙ্গারভঙ্গ্যা নিরূপণম্। বিনেয়ানুন্মুখী কর্তুং যা কাব্যশোভা তদর্থং নৈব দুষ্যতীতি সম্বন্ধঃ। বাগ্রহণেন পক্ষান্তরমুচ্যতে। তদেব ব্যাচষ্টে—ন কেবলমিতি। বাশব্দস্যৈতদ্ব্যাখ্যানম্। অবিরোধলক্ষণং পরিপোষপরিহারাদি পূর্বোক্তম্। বিনেয়ানুন্মুখীকর্তুং যা কাব্যশোভা তদর্থমপি বা বিরুদ্ধসমাবেশঃ ন কেবলং পূর্বোক্তৈঃ প্রকারৈঃ, ন তু কাব্যশোভা বিনেয়োন্মুখীকরণমন্তরেণাস্তে, ব্যবধানাব্যবধানেনাপি লভ্যেতে যথান্যৈর্ব্যাখ্যাতে। সুখমিতি। রঞ্জনাপুরঃসরমিত্যর্থঃ। ননু কাব্যং ক্রীড়ারূপং ক্ব চ বেদাদিগোচরা উপদেশকথা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সদাচারেতি। মুনিভিরিতি—ভরতাদিভিরিত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রভুমিত্রসম্মিতেভ্যঃ শাস্ত্রেতিহাসেভ্যঃ প্রীতিপূর্বকং জায়াসম্মিতত্বেন নাট্যকাব্যগতং ব্যুৎপত্তিকারিত্বং পূর্বমেব নিরূপিতমস্মাভিরিতি ন পুনরুক্তভয়াদিহ লিখিতম্।

ননু শৃঙ্গারাঙ্গতাভঙ্গ্যা যদ্বিভাবাদিনিরূপণমেতাবতৈব কিং বিনেয়োন্মুখীকারঃ। ন; অস্তি প্রকারান্তরং, তদাহ—কিং চেতি। শোভাতিশয়মিতি। অলঙ্কারবিশেষমুপমাপ্রভৃতিং পুষ্যতি সুন্দরীকরোতীত্যর্থঃ। যথোক্তম্—'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাস্তদতিশয়হেতবস্ত্বলঙ্কারা' ইতি। মত্তাঙ্গনেতি। অত্র হি শান্ত-

কিঞ্চ শৃঙ্গারস্য সকলজনমনোহরাভিরামত্বাত্তদঙ্গসমাবেশঃ কাব্যে শোভাতিশয়ং পুষ্যতীত্যনেনাপি প্রকারেণ বিরোধিনি রসে শৃঙ্গারাঙ্গসমাবেশো ন বিরোধী। ততশ্চ

সত্যং মনোরমা রামাঃ সত্যং রম্যা বিভূতয়ঃ।
কিন্তু মত্তাঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গলোলং হি জীবিতম্॥

ইত্যাদিষু নাস্তি রসবিরোধদোষঃ।

বিজ্ঞায়েত্থং রসাদীনামবিরোধবিরোধয়োঃ।
বিষয়ং সুকবিঃ কাব্যং কুর্বন্মুহ্যতি ন ক্বচিৎ॥ ৩১॥

ইত্থমনেনানন্তরোক্তেন প্রকারেণ রসাদীনাং রসভাবতদাভাসানাং পরস্পরং বিরোধস্যাবিরোধস্য চ বিষয়ং বিজ্ঞায় সুকবিঃ কাব্যবিষয়ে প্রতিভাতিশয়যুক্তঃ কাব্যং কুর্বন্ন ক্বচিন্মুহ্যতি।

এবং রসাদিষু বিরোধাবিরোধনিরূপণস্যোপযোগিত্বং প্রতিপাদ্য ব্যঞ্জকবাচ্যবাচকনিরূপণস্যাপি তদ্বিষয়স্য তৎপ্রতিপাদ্যতে—

বাচ্যানাং বাচকানাং চ যদৌচিত্যেন যোজনম্।
রসাদিবিষয়েণৈতৎ কর্ম মুখ্যং মহাকবেঃ॥ ৩২॥

বিভাবে সর্বস্যানিত্যত্বে বর্ণ্যমানে ন কস্যচিদ্বিভাবস্য শৃঙ্গারভঙ্গ্যা নিবন্ধঃ কৃতঃ, কিন্তু সত্যমিতিপরহৃদয়ানুপ্রবেশেনোক্তম্; ন খল্বলীকবৈরাগ্যকৌতুকরুচিং প্রকটয়ামঃ, অপি তু যস্য কৃতে সর্বমভ্যর্থ্যতে তদেবেদং চলমিতি; তত্র মত্তাঙ্গনাপাঙ্গভঙ্গস্য শৃঙ্গারং প্রতি সম্ভাব্যমানবিভাবানুভাবত্বেনাঙ্গস্য লোলতায়ামুপমানতোক্তেতি প্রিয়তমাকটাক্ষো হি সর্বস্যাভিলষণীয় ইতি চ তৎপ্রীত্যা প্রবৃত্তিমান্ গুড়জিহ্বিকয়া প্রসক্তানুপ্রসক্তবস্তুতত্ত্বসংবেদনেন বৈরাগ্যে পর্য্যবস্যতি বিনেয়ঃ॥ ৩০॥

তদেতদুপসংহরন্নস্যোক্তস্য প্রকরণস্য ফলমাহ—বিজ্ঞায়েত্থমিতি॥ ৩১॥

রসাদিষু রসাদিবিষয়ে ব্যঞ্জকানি যানি বাচ্যানি বিভাবাদীনি বাচকানি চ সুপ্তিঙাদীনি তেষাং যন্নিরূপণং তস্যেতি। তদ্বিষয়স্যেতি। রসাদিবিষয়স্য। তদিতি উপযোগিত্বম্। মুখ্যমিতি। 'আলোকার্থী' ইত্যত্র যদুক্তং তদেবোপসংহৃতম্। মহাকবেরিতি সিদ্ধবৎফলনিরূপণম্। এবং হি মহাকবিত্বং নান্যথেত্যর্থঃ। ইতিবৃত্তবিশেষাণামিতি। ইতিবৃত্তং হি প্রবন্ধবাচ্যং তস্য বিশেষাঃ প্রাগুক্তাঃ—'বিভাব-

ব্যচ্যানামিতিবৃত্তবিশেষাণাং বাচকানাং চ তদ্বিষয়াণাং রসাদি-বিষয়েণৌচিত্যেন যদ্যোজনমেতন্মহাকবের্মুখ্যং কর্ম। অয়মেব হি মহাকবের্মুখ্যো ব্যাপারো যদ্রসাদীনেব মুখ্যতয়া কাব্যার্থীকৃত্য তদ্ব্যক্ত্যনুগুণত্বেন শব্দানামর্থানাং চোপনিবন্ধনম্।

এতচ্চ রসাদিতাৎপর্যেণ কাব্যনিবন্ধনং ভরতাদাবপি সুপ্রসিদ্ধ-মেবেতি প্রতিপাদয়িতুমাহ—

রসাদ্যনুগুণত্বেন ব্যবহারোঽর্থশব্দয়োঃ।
ঔচিত্যবান্যস্তা এতা বৃত্তয়োঃ দ্বিবিধাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যবহায়ো হি বৃত্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র রসানুগুণ ঔচিত্যবান্বাচ্যা-শ্রয়ো যো ব্যবহারস্তা এতাঃ কৈশিক্যাদ্যা বৃত্তয়ঃ। বাচকাশ্রয়াশ্চোপ-নাগরিকাদ্যাঃ। বৃত্তয়ো হি রসাদিতাৎপর্যেণ সন্নিবেশিতাঃ কামপি নাট্যস্য কাব্যস্য চ চ্ছায়ামাবহন্তি। রসাদয়ো হি দ্বয়োরপি তয়োর্জীব-ভূতাঃ। ইতিবৃত্তাদি তু শরীরভূতমেব।

ভাবানুভাবসঞ্চার্যৌচিত্যচারুণঃ। বিধিঃ কথাশরীরস্য' ইত্যাদিনা। কাব্যার্থী-কৃত্যেতি। অন্যথা লৌকিকশাস্ত্রীয়বাক্যার্থেভ্যঃ কঃ কাব্যার্থস্য বিশেষঃ। এতচ্চ নির্ণীতমাদ্যোদ্দ্যোতে—'কাব্যস্যাত্মা স এবা[illegible]' ইত্যত্রান্তরে ॥ ৩২ ॥

এতচ্চেতি। যদস্মাভিরুক্তমিত্যর্থঃ। ভরতাদাবিত্যাদিগ্রহণাদলঙ্কারশাস্ত্রেষু পরুষাদ্যা বৃত্তয় ইত্যুক্তং ভবতি। দ্বয়োরপি তয়োরিতি। বৃত্তিলক্ষণয়োর্ব্যবহারয়ো-রিত্যর্থঃ। জীবভূতা ইতি। 'বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ' ইতি ব্রুবাণেন মুনিনা রসো-চিতেতিবৃত্তসমাশ্রয়ণোপদেশেন রসস্যৈব জীবিতত্বমুক্তম্। ভামহাদিভিশ্চ—

স্বাদুকাব্যরসোন্মিশ্রং বাক্যার্থমুপভুঞ্জতে।
প্রথমালীঢ়মধবঃ পিবন্তি কটুভেষজম্ ॥

ইত্যাদিনা রসোপযোগজীবিতঃ শব্দবৃত্তিলক্ষণো ব্যবহার উক্তঃ। শরীরভূত-মিতি। 'ইতিবৃত্তং হি নাট্যস্য শরীরম্' ইতি মুনিঃ। নাট্যং চ রস এবেত্যুক্তং প্রাক্।

গুণগুণিব্যবহার ইতি। অত্যন্তসম্মিশ্রতয়া প্রতিভাসনাদ্ধর্মধর্মিব্যবহারো যুক্তঃ। ন ত্বিতি। ক্রমস্যাসংবেদনাদিতি ভাবঃ। প্রথমেতি। 'শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে' ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতমদঃ।

অত্র কেচিদাহুঃ—'গুণগুণিব্যবহারো রসাদীনামিতিবৃত্তাদিভিঃ সহ যুক্তঃ, ন তু জীবশরীরব্যবহারঃ। রসাদিময়ং হি বাচ্যং প্রতিভাসতে ন তু রসাদিভিঃ পৃথগ্‌ভূতম্' ইতি। অত্রোচ্যতে—যদি রসাদিময়মেব বাচ্যং যথা গৌরত্বময়ং শরীরম্। এবং সতি যথা শরীরে প্রতিভাসমানে নিয়মেনৈব গৌরত্বং প্রতিভাসতে সর্ব্বস্য তথা বাচ্যেন সহৈব রসাদয়োঽপি সহৃদয়স্যাসহৃদয়স্য চ প্রতিভাসেরন্। ন চৈবম্; তথা চৈতৎ প্রতিপাদিতমেব প্রথমোদ্দ্যোতে।

স্যান্মতম্; রত্নানামিব জাত্যত্বং প্রতিপত্তৃবিশেষতঃ সংবেদ্যং বাচ্যানাং রসাদিরূপত্বমিতি। নৈবম্; যতো যথা জাত্যত্বেন প্রতিভাসমানে রত্নে রত্নস্বরূপানতিরিক্তত্বমেব তস্য লক্ষ্যতে তথা রসাদীনামপি বিভাবানুভাবাদিরূপবাচ্যাব্যতিরিক্তত্বমেব লক্ষ্যেত। ন চৈবম্; ন হি বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব রসা ইতি কস্যচিদবগমঃ। অতএব চ বিভাবাদিপ্রতীত্যবিনাভাবিনী রসাদীনাং প্রতীতিরিতি তৎপ্রতীত্যোঃ কার্য্যকারণভাবেন ব্যবস্থানাৎ ক্রমোঽবশ্যম্ভাবী। স তু লাঘবান্ন প্রকাশ্যতে 'ইত্যলক্ষ্যক্রম্য এব সন্তো ব্যঙ্গ্যা রসাদয়ঃ' ইত্যুক্তম্।

নন্বু শব্দ এব প্রকরণাদ্যবচ্ছিন্নো বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ সর্বমেব প্রতীতিমুপজনয়তীতি কিং তত্র ক্রনকল্পনয়া। ন হি শব্দস্য বাচ্যপ্রতীতিপরামর্শ

নন্বু যদ্যস্য ধর্মরূপং তত্তৎপ্রতিভানে সর্বস্য নিয়মেন ভাতীত্যনৈকান্তিকমেতৎ। মাণিক্যধর্মো হি জাত্যত্বলক্ষণো বিশেষো ন তৎপ্রতিভাসেঽপি সর্বস্য নিয়মেন ভাতীত্যাশঙ্কতে—স্যাদিতি। এতৎ পরিহরতি—নৈবমিতি। এতদুক্তং ভবতি—অত্যন্তোন্মগ্নস্বভাবত্বে সতি তদ্ধর্মত্বাদিতি বিশেষণমস্মাভিঃ কৃতম্। উন্মগ্নরূপতা চ ন রূপবজ্জাত্যত্বস্য, অত্যন্তলীনস্বভাবত্বাৎ। রসাদীনাং চোন্মগ্নতাস্ত্যেবেত্যেবং কেচিদেতং গ্রন্থমনৈষুঃ। অস্মদ্গুরবস্ত্বাহুঃ—অত্রোচ্যত ইত্যনেনেদমুচ্যতে—যদি রসাদয়ো বাচ্যানাং ধর্মাস্তথা সতি দ্বৌ পক্ষৌ রূপাদিসদৃশা স্যুর্মাণিক্যগতজাত্যত্বসদৃশা বা। ন তাবৎ প্রথমঃ পক্ষঃ, সর্বান্ প্রতি তথানবভাসাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, জাত্যত্ববদনতিরিক্তত্বেনাপ্রকাশনাৎ। এষ চ হেতুর্দ্বাদ্যেঽপি পক্ষে সঙ্গচ্ছত এব। তদাহ—স্যান্মতমিত্যাদিনা ন চৈবমিত্যন্তেন। এতদেব সমর্থয়তি—ন হীতি।

এব ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধনম্। তথা হি গীতাদিশব্দেভ্যোঽপি রসাভিব্যক্তিরস্তি। ন চ তেষামন্তরা বাচ্যপরামর্শঃ।

অত্রাপি ক্রমঃ—প্রকরণাদ্যবচ্ছেদেন ব্যঞ্জকত্বং শব্দানামিত্যনুমতমেবৈতদস্মাকম্। কিন্তু তদ্ব্যঞ্জকত্বং তেষাং কদাচিৎ স্বরূপবিশেষনিবন্ধনং কদাচিদ্বাচকশক্তিনিবন্ধনম্। তত্র যেষাং বাচক শক্তিনিবন্ধনং তেষাং যদি বাচ্যপ্রতীতিমন্তরেণৈব স্বরূপপ্রতীত্যা নিষ্পন্নং তদ্ভবেন্ন তর্হি বাচকশক্তিনিবন্ধনম্। অথ তন্নিবন্ধনং তন্নিয়মেনৈব বাচ্যবাচকভাবপ্রতীত্যুত্তরকালত্বং ব্যঙ্গ্যপ্রতীতেঃ প্রাপ্তমেব।

স তু ক্রমো যদি লাঘবান্ন লক্ষ্যতে তৎ কিং ক্রিয়তে। যদি চ বাচ্যপ্রতীতিমন্তরেণৈব প্রকরাণাদ্যবচ্ছিন্নশব্দমাত্রসাধ্যা রসাদিপ্রতীতিঃ

অতএব চেতি। যতো ন বাচ্যধর্মত্বেন রসাদীনাং প্রতীতিঃ, যতশ্চ তৎপ্রতীতৌ বাচ্যপ্রতীতিঃ সর্বথানুপযোগিনী তত এব হেতোঃ ক্রমেণাবশ্যং ভাব্যং, সহভূতয়োরুপকারাযোগাৎ। স তু সহৃদয়ভাবনাভ্যাসান্ন লক্ষ্যতে অন্যথা তু লক্ষ্যেতাপীত্যুক্তং প্রাক্। যস্যাপি প্রতীতিবিশেষাত্মৈব রস ইত্যুক্তিঃ, প্রাক্তস্যাপি ব্যপদেশিবত্ত্বাদ্রসাদীনাং প্রতীতিরিত্যেবমন্যত্র।

ননু ভবন্তু বাচ্যাদতিরিক্তা রসাদয়স্তত্রাপি ক্রমো ন লক্ষ্যত ইতি তাবত্ত্বয়ৈবোক্তম্। তৎকল্পনে চ প্রমাণং নাস্তি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামর্থপ্রতীনিমন্তরেণ রসপ্রতীত্যুদয়স্য পদবিরহিতস্বরালাপগীতাদৌ শব্দমাত্রোপযোগকৃতস্য দর্শনাৎ। ততশ্চৈকয়ৈব সামগ্র্যা সহৈব বাচ্যং ব্যঙ্গ্যাভিমতং চ রসাদি ভাতীতি বচনব্যঞ্জনব্যাপারদ্বয়েন ন কিঞ্চিদিতি তদাহ—নন্বিতি। যত্রাপি গীতশব্দানামর্থোঽস্তি তত্রাপি তৎপ্রতীতিরনুপযোগিনী গ্রামরাগানুসারেণাপহস্তিতবাচ্যানুসারতয়া রসোদয়দর্শনাৎ। ন চাপি সা সর্বত্র ভবন্তী দৃশ্যতে, তদেতদাহ—ন চেতি। তেষামিতি গীতাদিশব্দানাম। আদিশব্দেন বাদ্যবিলপিতশব্দাদয়ো নির্দিষ্টাঃ। অনুমতমিতি। 'যত্রার্থঃ শব্দো বা' ইতি হ্যবোচমিতি ভাবঃ। ন তর্হীতি। ততশ্চ গীতবদেবার্থাবগমং বিনৈব রসাবভাসঃ স্যাৎ কাব্যশব্দেভ্যঃ, ন চৈবমিতি বাচকশক্তিরপি তত্রাপেক্ষণীয়া; সা স বাচ্যনিষ্ঠৈবেতি প্রাগ্বাচ্যে প্রতিপত্তিরিত্যুপগন্তব্যম্। তদাহ—অথেতি। তদিতি বাচকশক্তিঃ। বাচ্যবাচকভাবেতি। সৈব বাচকশক্তিরিত্যুচ্যতে।

এতদুক্তং ভবতি—মা ভূদ্বাচ্যং রসাদিব্যঞ্জকম্ অস্তু শব্দাদেব তৎপ্রতীতিস্তথাপি

স্যাত্তদনবধারিতপ্রকরণানাং বাচ্যবাচকভাবে চ স্বয়মব্যুৎপন্নানাং প্রতিপত্তৄণাং কাব্যমাত্রশ্রবণাদেবাসৌ ভবেৎ। সহভাবে চ বাচ্যপ্রতীতেরনুপপযোগঃ, উপযোগে বা ন সহভাবঃ। যেষামপি স্বরূপবিশেষপ্রতীতিনিমিত্তং ব্যঞ্জকত্বং যথা গীতাদিশব্দানাং তেষামপি স্বরূপপ্রতীতের্ব্যঙ্গ্যপ্রতীতেশ্চ নিয়মভাবী ক্রমঃ। তত্তু শব্দস্য ক্রিয়াপৌর্বাপর্যমনন্যসাধ্যতৎফলঘটনাস্বাশুভাবিনীষু বাচ্যেনাবিরোধিন্যভিধেয়ান্তরবিলক্ষণে রসাদৌ ন প্রতীয়তে।

ক্বচিত্তু লক্ষ্যত এব যথানুরণনরূপব্যঙ্গ্যপ্রতীতিষু। তত্রাপি কথমিতি চেদুচ্যতে—অর্থশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যে ধ্বনৌ তাবদাভিধেয়স্য তৎসামর্থ্যাক্ষিপ্তস্য চার্থস্যাভিধেয়ান্তরবিলক্ষণতয়াত্যন্তবিলক্ষণে

তেন স্ববাচকশক্তিস্তস্যাং কতর্ব্যায়াং সহকারিতয়াবশ্যাপেক্ষণীয়েত্যায়াতং বাচ্যপ্রতীতেঃ পূর্বভাবিত্বমিতি। ননু গীতশব্দবদেব বাচকশক্তিরত্রাপ্যনুপযোগিনী, যত্তু ক্বচিচ্ছ্রুতেঽপি কাব্যে রসপ্রতীতির্ন ভবতি তত্রোচিতঃ প্রকরণাবগমাদিঃ সহকারী নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—যদি চেতি। প্রকরণাবগমো হি ক উচ্যতে? কিং বাক্যান্তরসহায়ত্বম্? অথ বাক্যান্তরাণাং সম্বন্ধিবাচ্যম্। উভয়পরিজ্ঞানেঽপি ন ভবতি প্রকৃতবাক্যার্থাবেদনে রসোদয়ঃ। স্বয়মিতি। প্রকরণমাত্রমেব পরেণ কেনচিদ্যেষাং ব্যাখ্যাতমিতি ভাবঃ। ন চান্বয়ব্যতিরেকবতীং বাচ্যপ্রতীতিমপহ্নুত্যা দৃষ্টসম্ভাবাভাবৌ শরণত্বেনাশ্রিতৌ মাৎসর্যাদধিকং কিঞ্চিৎ পুষ্ণীত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

নন্বস্ত বাচ্যপ্রতীতেরুপযোগঃ ক্রমাশ্রয়েণ কিং প্রয়োজনম্, সহভাবমাত্রমেব হ্যুপযোগ একসামগ্র্যধীনতালক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সহেতি। এবং হ্যুপযোগ ইতি অনুপকারকে সংজ্ঞাকরণমাত্রং বস্তুশূন্যং স্যাদিতি ভাবঃ। উপকারিণো হি পূর্বভাবিতেতি ত্বয়াপ্যঙ্গীকৃতমিত্যাহ—যেষামিতি। তদ্দৃষ্টান্তেনৈব বয়ং বাচ্যপ্রতীতেরপি পূর্বভাবিতাং সমর্থয়িষ্যাম ইতি ভাবঃ। ননু সংশ্চেৎক্রমঃ কিং ন লক্ষ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্ত্বিতি। ক্রিয়াপৌর্বাপর্যমিত্যনেন ক্রমস্য স্বরূপমাহ—ক্রিয়েতে ইতি। ক্রিয়ে বাচ্যব্যঙ্গ্যপ্রতীতী যদি বাভিধাব্যাপারো ব্যঞ্জনাপরপর্যায়ো ধ্বননব্যাপারশ্চেতি ক্রিয়ে তয়োঃ পৌর্বাপর্য্যং ন প্রতীয়তে। ক্বেত্যাহ—রসাদৌ বিষয়ে। কীদৃশি? অভিধেয়ান্তরাত্তদভিধেয়বিশেষাদ্বিলক্ষণে সর্বথৈবানভিধেয়ে অনেন ভবিতব্যং তাবৎ ক্রমেণেত্যুক্তম্। তথা বাচ্যেনাবিরোধিনি, বিরোধিনি তু লক্ষ্যত এবেত্যর্থঃ।

যে প্রতীতী তয়োরশক্যনিহ্নবো নিমিত্তনিমিত্তিভাব ইতি স্ফুটমেব তত্র পৌর্বাপার্যম্। যথা প্রথমোদ্দ্যোতে প্রতীয়মানার্থসিদ্ধ্যর্থমুদাহৃতাসু গাথাসু। তথাবিধে চ বিষয়ে বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োরত্যন্তবিলক্ষণত্বাদ্যৈব একস্য প্রতীতিঃ সৈবেতরস্যেতি ন শক্যতে বক্তুম্। শব্দশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যে তু ধ্বনৌ—

গাবো বঃ পাবনানাং পরমপরিমিতাং প্রীতিমুৎপাদয়ন্তু

ইত্যাদাবর্থদ্বয়প্রতীতৌ শাব্দ্যামর্থদ্বয়স্যোপমানোপমেয়ভাবপ্রতীতিরূপমাবাচকপদবিরহে সত্যর্থসামর্থ্যাদাক্ষিপ্তেতি, তত্রাপি সুলক্ষমভিধেয়ব্যঙ্গ্যালঙ্কারপ্রতীত্যোঃ পৌর্বাপর্যম্।

কুতো ন লক্ষ্যতে ইতি নিমিত্তসপ্তমীনির্দিষ্টং হেত্বন্তরগর্ভং হেতুমাহ—আশুভাবিনীম্বিতি। অনন্যসাধ্যতৎফলঘটনাসু ঘটনাঃ পূর্বং মাধুর্যাদিলক্ষণাঃ প্রতিপাদিতা গুণনিরূপণাবসরে তাশ্চ তৎফলাঃ রসাদিপ্রতীতিঃ ফলং যাসাম্, তথা অনন্যত্তদেব সাধ্যং যাসাম্, ন হ্যোজোঘটনায়াঃ করুণাদিপ্রতীতিঃ সাধ্যা।

এতদুক্তং ভবতি—যতো গুণবতি কাব্যেঽসঙ্কীর্ণবিষয়তয়া সঙ্ঘটনা প্রযুক্তা ততঃ ক্রমো ন লক্ষ্যতে। নন্বু ভবত্বেবং সঙ্ঘটনানাং স্থিতিঃ, ক্রমস্ত কিং ন লক্ষ্যতে অত আহ—আশুভাবিনীষু বাচ্যপ্রতীতিকালপ্রতীক্ষণেন বিনৈব ঝটিত্যেব তা রসাদীন্ ভাবয়ন্তি তদাস্বাদং বিদধতীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—সঙ্ঘটনাব্যঙ্গ্যত্বাদ্রসাদীনামনুপযুক্তেঽপ্যর্থবিজ্ঞানে পূর্বমেবোচিতসঙ্ঘটনাশ্রবণ এব যত আস্বত্রিতো রসাস্বাদস্তেন বাচ্যপ্রতীত্যুত্তরকালভবেন পরিস্ফুটাস্বাদযুক্তোঽপি পশ্চাদুৎপন্নত্বেন ন ভাতি। অভ্যস্তে হি বিষয়েঽবিনাভাবপ্রতীতিক্রম ইত্থমেব ন লক্ষ্যতে। অভ্যাসো হ্যয়মেব যৎপ্রণিধানাদিনাপি বিনৈব সংস্কারস্য বলবত্তাৎ সদৈব প্রবুভুৎসুতয়া অবস্থাপনমিত্যেবং যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি হৃদয়স্থিতত্বাদ্ব্যাপ্তেঃ পক্ষধর্মজ্ঞানমাত্রমেবোপযোগি ভবতীতি পরামর্শস্থানমাক্রমতি, ঝটিত্যুৎপন্নে হি ধূমজ্ঞানে তদ্ব্যাপ্তিস্মৃত্যুপকৃতে তদ্বিজাতীয়প্রণিধানানুসরণাদিপ্রতীত্যন্তরানুপ্রবেশবিরহাদাশুভাবিন্যামগ্নিপ্রতীতৌ ক্রমো ন লক্ষ্যতে তদ্বদিহাপি। যদি তু ব্যাচ্যাবিরোধী রসো ন স্যাদনুচিতা চ ঘটনা ভবেত্তল্লক্ষ্যৈব ক্রম ইতি।

চন্দ্রিকাকারস্ত পঠিতমনুপঠতীতি ন্যায়েন গজনিমীলিকয়া ব্যাচচক্ষে—তস্য শব্দস্য ফলং তদ্বা ফলং বাচ্যব্যঙ্গ্যপ্রতীত্যাত্মকং তস্য ঘটনা নিষ্পাদনা যতোঽনন্যসাধ্যা শব্দ-

পদপ্রকাশশব্দশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যেঽপি ধ্বনৌ বিশেষণ-পদস্যোভয়ার্থসম্বন্ধযোগ্যস্য যোজকং পদমন্তরেণ যোজনমশাব্দমপ্যর্থাদ-বস্থিতমিত্যত্রাপি পূর্ববদভিধেয় তৎসামর্থ্যাক্ষিপ্তালঙ্কারমাত্রপ্রতীত্যোঃ সুস্থিতমেব পৌর্বাপর্যম্। আর্থ্যাপি চ প্রতিপত্তিস্তথাবিধে বিষয়ে উভয়ার্থ্যসম্বন্ধযোগ্যশব্দসামর্থ্যপ্রসাবিতেতি শব্দশক্তিমূলা কল্প্যতে। অবিবক্ষিতবাচ্যস্য তু ধ্বনেঃ প্রসিদ্ধস্ববিষয়বৈমুখ্যপ্রতীতিপূর্বকমেবার্থা-ন্তরপ্রকাশনমিতি নিয়মভাবী ক্রমঃ। তত্রাবিবক্ষিতবাচ্যত্বাদেব বাচ্যেন সহ ব্যঙ্গ্যস্য ক্রমপ্রতীতিবিচারো ন কৃতঃ। তস্মাদভিধানাভিধেয়-প্রতীত্যোরিব বাচ্যব্যঙ্গ্যপ্রতীত্যোর্নিমিত্তনিমিত্তিভাবান্নিয়মভাবী ক্রমঃ। স তূক্তযুক্ত্যা ক্বচিল্লক্ষ্যতে ক্বচিন্ন লক্ষ্যতে।

তদেবং ব্যঞ্জকমুখেন ধ্বনিপ্রকারেষু নিরূপিতেষু কশ্চিদ্ ব্রূয়াৎ—কিমিদং ব্যঞ্জকত্বং নাম ব্যঙ্গ্যার্থপ্রকাশনম, ন হি ব্যঞ্জকত্বং ব্যঙ্গ্যত্বং চার্থস্য ব্যঙ্গকসিদ্ধ্যধীনং ব্যঙ্গ্যত্বম্, ব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া চ ব্যঞ্জকত্বসিদ্ধিরি-

---

ব্যাপারৈকজন্যেতি। ন চাত্রার্থসতত্ত্বং ব্যাখ্যানে কিঞ্চিদুৎপশ্যাম ইত্যলং পূর্ববংশ্যৈঃ সহ বিবাদেন বহুনা।

যত্র তু সঙ্ঘটনাব্যঙ্গ্যত্বং নাস্তি তত্র লক্ষ্যত এবেত্যাহ—কচিত্বিতি। তুল্যে ব্যঙ্গ্যত্বে কুতো ভেদ ইত্যাশঙ্কতে—তত্রাপীতি। স্ফুটমেবেতি।

অবিবক্ষিতবাচ্যস্য পদবাক্যপ্রকাশতা।
তদন্যস্যানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য চ ধ্বনেঃ॥

ইতি হি পূর্বং বর্ণসংঘটনাদিকং নাস্য ব্যঞ্জকত্বেনোক্তমিতি ভাবঃ। গাথাস্বিতি। 'ভম ধম্মিঅ' ইত্যাদিকাসু। তাশ্চ তত্রৈব ব্যাখ্যাতাঃ। শাব্দ্যামিতি। শাব্দ্যাম-পীত্যর্থঃ। উপমাবাচকং যথেবাদি। অর্থসামর্থ্যাদিতি। বাক্যার্থসামর্থ্যাদিতি যাবৎ।

এবং বাক্যপ্রকাশশব্দশক্তিমূলং বিচার্য্য পদপ্রকাশং বিচারয়তি—পদপ্রকাশেতি। বিশেষণপদস্যেতি। জড় ইত্যস্য। যোজকমিতি। কৃপ ইতি চ অহমিতি চোভয়-সমানাধিকরণতয়া সংবলনম্। অভিধেয়ং চ তৎসামর্থ্যাক্ষিপ্তং চ তয়োরলঙ্কার-মাত্রয়োঃ। যে প্রতীতী তয়োঃ পৌর্বাপর্যং ক্রমঃ। সুস্থিতং সুলক্ষিতমিত্যর্থঃ। মাত্রগ্রহণেন রসপ্রতীতিস্তত্রাপ্যলক্ষ্যক্রমৈবেতি দর্শয়তি। নন্বেবমার্থত্বং শব্দশক্তি-

ত্যন্যোন্যসংশ্রয়াদব্যবস্থানম্। নন্থ বাচ্যব্যতিরিক্তস্য ব্যঙ্গ্যস্য সিদ্ধিঃ প্রাগেব প্রতিপাদিতা তৎসিদ্ধ্যধীনা চ ব্যঞ্জকসিদ্ধিরিতি কঃ পর্য্যনুযোগাবসরঃ। সত্যমেবৈতৎ; প্রাগুক্তযুক্তিভির্বাচ্যব্যতিরিক্তস্য বস্তুনঃ সিদ্ধিঃ কৃতা, স ত্বর্থো ব্যঙ্গ্যতয়ৈব কস্মাদ্ব্যপদিশ্যতে। যত্র চ প্রাধান্যেনানবস্থানং তত্র বাচ্যতয়ৈবাসৌ ব্যপদেষ্টুং যুক্তঃ, তৎপরত্বাদ্বাক্যস্য। অতশ্চ তৎপ্রকাশিনো বাক্যস্য বাচকত্বমেব ব্যাপারঃ। কিং তস্য ব্যাপারান্তরকল্পনয়া? তস্মাত্তাৎপর্যবিয়ো যোঽর্থঃ স তাবন্মুখ্যতয়া বাচ্যঃ। যা ত্বন্তরা তথাবিধে বিষয়ে বাচ্যান্তরপ্রতীতিঃ সা তৎপ্রতীতেরুপায়মাত্রং পদার্থপ্রতীতিরিব বাক্যার্থপ্রতীতেঃ।

অত্রোচ্যতে—যত্র শব্দঃ স্বার্থমভিদধানোঽর্থান্তরমবগময়তি তত্র যত্তস্য স্বার্থাভিধায়িত্বং যচ্চ তদর্থান্তরাবগমহেতুত্বং তযোরবিশেষো

মূলত্বং চেতি বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আর্থ্যপীতি। নাত্র বিরোধঃ কশ্চিদিতি ভাবঃ। এতচ্চ বিতত্য পূর্বমেব নির্ণীতমিতি ন পুনরুচ্যতে। স্ববিষয়েতি। অন্ধশব্দাদেরুপহতচক্ষুষ্কাদিঃ স্বো বিষয়ঃ, তত্র যদ্বৈমুখ্যমনাদর ইত্যর্থঃ। বিচারো ন কৃত ইতি। নামধেয়নিরূপণদ্বারেণেতি শেষঃ। সহভাবস্য শক্তিতুমত্রায়ুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। এবং রসাদয়ঃ কৈশিক্যাদীনামিতিবৃত্তভাগরূপাণাং বৃত্তীনাং জীবিতমুপনাগরিকাদ্যানাং চ সর্বস্যান্যোভয়স্যাপি বৃত্তিব্যবহারস্য রসাদিনিয়ন্ত্রিতবিষয়ত্বাদিতি যৎ প্রস্তুতং তৎ প্রসঙ্গেন রসাদীনাং বাচ্যাতিরিক্তত্বং সমর্থায়িতুং ক্রমো বিচারিত ইত্যেতদুপসংহরতি—তস্মাদিতি। অভিধানস্য শব্দরূপস্য পূর্বং প্রতীতিস্ততোঽভিধেয়স্য। যদাহ তত্র ভবান্—

'বিষয়ত্বমনাপন্নৈঃ শব্দৈর্নার্থঃ প্রকাশ্যতে' ইত্যাদি।

'অতোঽনির্জ্ঞাতরূপত্বাৎ কিমাহেত্যভিধীয়তে' ইত্যত্রাপি চাবিনাভাববৎ সময়স্যাভ্যস্তত্বাৎ ক্রমো স লক্ষ্যেতাপি।

উদ্দ্যোতারম্ভে যদুক্তং ব্যঞ্জনমুখেন ধ্বনেঃ স্বরূপং প্রতিপাদ্যত ইতি তদিদানীমুপসংহরন্ব্যঞ্জকভাবং প্রথমোদ্দ্যোতে সমর্থিতমপি শিষ্যানামেকপ্রঘট্টকেন হৃদি নিবেশয়িতুং পূর্বপক্ষমাহ—তদেবমিতি। কশ্চিদিতি। মীমাংসকাদিঃ। কিমিদমিতি। বক্ষ্যমাণশ্চোদকস্যাভিপ্রায়ঃ। প্রাগেবেতি। প্রথমোদ্দ্যোতে অভাববাদনিরাকরণে। অতশ্চ ন ব্যঞ্জকসিদ্ধ্যা তৎসিদ্ধির্যেনান্যোন্যাশ্রয়ঃ শঙ্ক্যেত, অপি তু হেত্বন্তরৈস্তস্য

বিশেষো বা। ন তাবদবিশেষঃ; যস্মাত্তৌ দ্বৌ ব্যাপারৌ ভিন্নবিষয়ৌ ভিন্নরূপৌ চ প্রতীয়েতে এব। তথা হি বাচকত্বলক্ষণো ব্যাপারঃ শব্দস্য স্বার্থবিষয়ঃ গমকত্বলক্ষণস্ত্বর্থান্তরবিষয়ঃ। ন চ স্বপরব্যবহারো বাচ্য-ব্যঙ্গ্যয়োরপহ্নোতুং শক্যঃ, একস্য সম্বন্ধিত্বেন প্রতীতেরপরস্য সম্বন্ধি-সম্বন্ধিত্বেন। বাচ্যো হ্যর্থঃ সাক্ষাচ্ছব্দস্য সম্বন্ধী তদিতরস্ত্বভিধেয়সামর্থ্যা-ক্ষিপ্তঃ সম্বন্ধিসম্বন্ধী। যদি চ স্বসম্বন্ধিত্বং সাক্ষাত্তস্য স্যাত্তদার্থান্তরত্ব-ব্যবহার এব ন স্যাৎ। তস্মাদ্বিষয়ভেদস্তাবত্তয়োর্ব্যাপারয়োঃ সুপ্রসিদ্ধঃ রূপভেদোঽপি প্রসিদ্ধ এব। ন হি যৈবাভিধানশক্তিঃ সৈবাবগমন-শক্তিঃ। অবাচকস্যাপি গীতশব্দাদে রসাদিলক্ষণার্থাবগমদর্শনাৎ। অশব্দস্যাপি চেষ্টাদেরর্থবিশেষপ্রকাশনপ্রসিদ্ধেঃ। তথা হি 'ব্রীড়া-যোগান্নতবদনয়া' ইত্যাদিশ্লোকে চেষ্টাবিশেষঃ সুকবিনার্থপ্রকাশনহেতুঃ প্রদর্শিত এব। তস্মাদ্ভিন্নবিষয়ত্বাদ্ভিন্নরূপত্বাচ্চ স্বার্থাভিধায়িত্বমর্থান্তরা-বগমহেতুত্বং চ শব্দস্য যত্তয়োঃ স্পষ্ট এব ভেদঃ। বিশেষশ্চেন্ন তর্হীদা-নীমবগমনস্যাভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপ্তস্যার্থান্তরস্য বাচ্যত্বব্যপদেশ্যতা। শব্দ-ব্যাপারগোচরত্বং তু তস্যাস্মাভিরিষ্যত এব, তত্তু ব্যঙ্গ্যত্বেনৈব ন

সাধিতত্বাদিতি ভাবঃ। তদাহ—তৎসিদ্ধীতি। স ত্বিতি। অস্বসৌ দ্বিতীয়োঽর্থঃ। তস্য যদি ব্যঙ্গ্য ইতি নাম কৃতম্, বাচ্য ইত্যপি কস্মান্ন ক্রিয়তে? ব্যঙ্গ্য ইতি বা বাচ্যাভিমতস্যাপি কস্মান্ন ক্রিয়তে? অবগম্যমানত্বেন হি শব্দার্থত্বং তদেব বাচকত্বম্। অভিধা হি যৎপর্যন্তা তত্রৈবাভিধায়কত্বমুচিতম্, তৎপর্যন্ততা চ প্রধানীভূতে তস্মিন্নর্থ ইতি মূর্ধাভিষিক্তং ধ্বনের্যদ্রূপং নিরূপিতং, তত্রৈবাভিধাব্যাপারেণ ভবিতুং যুক্তম্। তদাহ—যত্র চেতি। তৎপ্রকাশিন ইতি। তদ্ব্যঙ্গ্যাভিমতং প্রকাশয়ত্যবশ্যং যদ্বাক্যং তস্যেতি। উপায়মাত্রমিত্যনেন সাধারণ্যোক্ত্যা ভাট্টং প্রাভাকরং বৈয়াকরণঞ্চ পূর্বপক্ষং সূচয়তি। ভাট্টমতে হি—

বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্।
পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্॥

ইতি শব্দাবগতৈঃ পদার্থৈস্তাৎপর্যেণ যোঽর্থ উত্থাপ্যতে স এব বাক্যার্থঃ, স এব চ বাচ্য ইতি। প্রাভাকরদর্শনেঽপি দীর্ঘদীর্ঘো ব্যাপারো নিমিত্তিনি বাক্যার্থে,

বাচ্যত্বেন। প্রসিদ্ধাভিধানান্তরসম্বন্ধযোগ্যত্বেন চ তস্যার্থান্তরস্য প্রতীতেঃ শব্দান্তরেণ স্বার্থাভিধায়িনা যদ্বিষয়ীকরণং তত্র প্রকাশনোক্তিরেব যুক্তা।

ন চ পদার্থবাক্যার্থন্যায়ো বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ। যতঃ পদার্থপ্রতীতিরসত্যৈবেতি কৈশ্চিদ্বিদ্বদ্ভিরাস্থিতম্। যৈরপ্যসত্যত্বমস্যা নাভ্যুপেয়তে তৈর্বাক্যার্থপদার্থয়োর্ঘটতদুপাদানকারণন্যায়োঽভ্যুপগন্তব্যঃ। যথা হি ঘটে নিষ্পন্নে তদুপাদনকারণানাং ন পৃথগুপলম্ভস্তথৈব বাক্যে তদর্থে বা প্রতীতে পদতদর্থানাং তেষাং তদা বিভক্ততয়োপলম্ভে বাক্যার্থ

পদার্থানাং তু নিমিত্তভাবঃ পারমার্থিক এব। বৈয়াকরণানাং তু সোঽপারমার্থিক ইতি বিশেষঃ। এতচ্চাস্মাভিঃ প্রথমোদ্দ্যোত এব বিতত্য নির্ণীতমিতি ন পুনরায়স্যতে গ্রন্থযোজনৈব তু ক্রিয়তে। তদেতন্মতত্রয়ং পূর্বপক্ষে যোজ্যম্।

অত্রেতি পূর্বপক্ষে। উচ্যত ইতি সিদ্ধান্তঃ। বাচকত্বং গমকত্বং চ স্বরূপতো ভেদঃ। স্বার্থেঽর্থান্তরে চ ক্রমেণেতি বিষয়তঃ। নন্বু তস্মাচ্চেদসৌ গম্যতেঽর্থঃ কথং তর্হ্যুচ্যতেঽর্থান্তরমিতি। নো চেৎ স তস্য কশ্চিদিতি কো বিষয়ার্থঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ন স্যাদিতি। এবকারো ভিন্নক্রমঃ, নৈব স্যাদিত্যর্থঃ। যাবতা ন সাক্ষাৎ সম্বন্ধিত্বং তেন যুক্ত এবার্থান্তরব্যবহার ইতি বিষয়ভেদ উক্তঃ। নন্বু ভিন্নেঽপি বিষয়ে অক্ষশব্দাদের্বহ্বর্থস্য এক এবাভিধানলক্ষণো ব্যাপার ইত্যাশঙ্ক্য রূপভেদমুপপাদয়তি--রূপভেদোঽপীতি। প্রসিদ্ধমেব দর্শয়তি—ন হীতি। বিপ্রতিপন্নং প্রতি হেতুমাহ—আবাচকস্যাপীতি। যদেব বাচকত্বং তদেব গমকত্বং যদি স্যাদবাচকস্য গমকত্বমপি ন স্যাৎ, গমকত্বেনৈব বাচকত্বমপি ন স্যাৎ। ন চৈতদুভয়মপি গীতশব্দে শব্দব্যতিরিক্তে চাধোবক্ত্রত্বকুচকম্পনবাষ্পাবেশাদৌ তস্যাবাচকস্যাপ্যবগমকারিত্বদর্শনাদবগমকারিণোঽপ্যবাচকত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদিতি তাৎপর্যম্। এতদুপসংহরতি—তস্মাদ্ভিন্নেতি। ন তর্হীতি। বাচ্যত্বং হ্যভিধাব্যাপারবিষয়তা ন তু ব্যাপারমাত্রবিষয়তা, তথাত্বে তু সিদ্ধসাধনমিত্যেতদাহ—শব্দব্যাপারেতি।

নন্বু গীতাদৌ মা ভূদ্বাচকত্বমিহ ত্বর্থান্তরেঽপি শব্দস্য বাচকত্বমেবোচ্যতে, কিং হি তদ্বাচকত্বং সঙ্কোচ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রসিদ্ধেতি। শব্দান্তরেণ তস্যার্থান্তরস্য যদ্বিষয়ীকরণং তত্র প্রকাশনোক্তিরেব যুক্তা ন বাচকত্বোক্তিঃ শব্দস্য, নাপি বাচ্যত্বোক্তিরর্থস্য তত্র যুক্তা, বাচকত্বং হি সময়বশাদব্যবধানেন প্রতিপাদকত্বম্, যথা তস্যৈব শব্দস্য

বুদ্ধিরেব দূরীভবেৎ। ন ত্বেষ বাচ্যব্যঙ্গয়োর্ন্যায়ঃ, ন হি ব্যঙ্গ্যে প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধির্দূরীভবতি, বাচ্যাবভাসাবিনাভাবেন তস্য প্রকাশনাৎ। তস্মাদ ঘটপ্রদীপন্যায়স্তয়োঃ যথৈব হি প্রদীপদ্বারেণ ঘটপ্রতীতাবুৎপন্নায়াং ন প্রদীপপ্রকাশো নিবর্ততে তদ্বদ্ব্যঙ্গপ্রতীতৌ বাচ্যাবভাসঃ। যত্তু প্রথমোদ্দ্যোতে 'যথা পদার্থদ্বারেণ' ইত্যাদ্যুক্তং তদুপায়ত্বমাত্রাৎ সাম্যবিবক্ষয়া।

নন্বেবং যুগপদর্থদ্বয়যোগিত্বং বাক্যস্য প্রাপ্তং তদ্ভাবে চ তস্য বাক্যতৈব বিঘটতে, তস্যা ঐকার্থ্যলক্ষণত্বাৎ ; নৈষ দোষঃ ; গুণপ্রধানভাবেন তয়োর্ব্যবস্থানাৎ। ব্যঙ্গ্যস্য হি ক্বচিৎ প্রাধান্যং বাচ্যস্যোপসর্জন-

---

স্বার্থে ; তদাহ—স্বার্থাভিধায়িনেতি। বাচ্যত্বং হি সময়বলেন নির্ব্যবধানং প্রতিপাদ্যত্বং যথা তস্যৈবার্থস্য শব্দান্তরং প্রতি তদাহ—প্রসিদ্ধেতি। প্রসিদ্ধেন বাচকতয়াভিধানান্তরেণ যঃ সম্বন্ধো বাচ্যত্বং তদেব তত্র বা যদ্যোগ্যত্বং তেনোপলক্ষিতস্য। ন চৈবংবিধং বাচকত্বমর্থং প্রতি শব্দস্যেহাস্তি, নাপি তং শব্দং প্রতি তস্যার্থস্যোক্তরূপং বাচ্যত্বম্। যদি নাস্তি তর্হি কথং তস্য বিষয়ীকরণমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রতীতেরিতি। অথ চ প্রতীয়তে সোঽর্থো ন চ বাচ্যবাচকত্বব্যাপারেণেতি বিলক্ষণ এবাসৌ ব্যাপার ইতি যাবৎ।

নন্বেবং মা ভূদ্বাচকশক্তিস্তথাপি তাৎপর্যশক্তির্ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। কৈশ্চিদিতি বৈয়াকরণৈঃ। যৈরপীতি ভট্টপ্রভৃতিভিঃ। তমেব ন্যায়ং ব্যাচষ্টে যথাহীতি। তদুপাদানকারণানামিতি। সমবায়িকারণানি কপালানি অনয়োক্ত্যা নিরূপিতানি। সৌগতকাপিলমতে তু যদ্যপ্যুপাদাতব্যঘটকালে উপাদানানাং ন সত্তা একত্র ক্ষণক্ষয়িত্বেন পরত্র তিরোভূতত্বেন তথাপি পৃথক্তয়া নাস্ত্যুপলম্ভ ইতীয়ত্যংশে দৃষ্টান্তঃ। দূরীভবেদিতি। অথৈকত্বস্যাভাবাদিতি ভাবঃ। এবং পদার্থবাক্যার্থন্যায়ং তাৎপর্যশক্তিসাধকং প্রকৃতে বিষয়ে নিরাকৃত্যাভিমতাং প্রকাশশক্তিং সাধয়িতুং তদুচিতং প্রদীপঘটন্যায়ং প্রকৃতে যোজয়ন্নাহ—তস্মাদিতি। যতোঽসৌ পদার্থবাক্যার্থন্যায়ো নেহ যুক্তস্তস্মাৎ, প্রকৃতং ন্যায়ং ব্যাকরণপূর্বকং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—যথৈব হীতি। ননু পূর্বমুক্তম্—

যথা পদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে।
বাক্যার্থপূর্বিকা তদ্বৎপ্রতিপত্তস্য বস্তুনঃ॥

ভাবঃ ক্বচিদ্বাচ্যস্য প্রাধান্যমপরস্য গুণভাবঃ। তত্র ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে ধ্বনিরিত্যুক্তমেব ; বাচ্যপ্রাধান্যে তু প্রকারান্তং নির্দেক্ষ্যতে। তস্মাৎ স্থিতমেতৎ—ব্যঙ্গ্যপরত্বেঽপি কাব্যস্য ন ব্যঙ্গ্যস্যাবিধেয়ত্বমপি তু ব্যঙ্গ্যত্বমেব। কিঞ্চ ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যেনাবিবক্ষায়াং বাচ্যত্বং তাবদ্ভবদ্ভির্নাভ্যুপগন্তবমতৎপরত্বাচ্ছব্দস্য। তদস্তি তাবদ্ব্যঙ্গঃ শব্দানাং কশ্চিদ্বিষয় ইতি। যত্রাপি তস্য প্রাধান্যং তত্রাপি কিমিতি তস্য স্বরূপমপহ্নূয়তে। এবং তাবদ্বাচকত্বাদন্যদেব ব্যঞ্জকত্বম্ ; ইতশ্চ বাচকত্বাদ্ব্যঞ্জকত্বস্যান্যত্বং যদ্বাচকত্বং শব্দৈকাশ্রয়মিতরত্তু শব্দাশ্রয়মর্থাশ্রয়ং চ শব্দার্থয়োর্দ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ।

গুণবৃত্তিস্তূপচারেণ লক্ষণয়া চোভয়াশ্রয়াপি ভবতি। কিন্তু ততোঽপি ভবতি ব্যঞ্জকত্বং স্বরূপতোবিষয়তশ্চ ভিদ্যতে। রূপভেদস্তাবদয়ম্—যদমুখ্যতয়া ব্যাপারো গুণবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধা। ব্যঞ্জকত্বং তু মুখ্যতয়ৈব শব্দস্য ব্যাপারঃ। ন হ্যর্থাদ্ব্যঙ্গ্যত্রয়প্রতীতির্যা তস্যা অমুখ্যত্বং মনাগপি লক্ষ্যতে।

ইতি তৎ কথং স এব ন্যায় ইহ যত্নেন নিরাকৃত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্বিতি। তদিতি। ন তু সর্বথা সাম্যেনেত্যর্থঃ। এবমিতি। প্রদীপঘটবদ্যুগপদ্ভয়াবভাসপ্রকারেণেত্যর্থঃ। তস্যা ইতি বাক্যতায়াঃ। ঐকার্থ্যলক্ষণমর্থৈকত্বাদ্ধি বাক্যমেকমিত্যুক্তম্। সকৃৎ শ্রুতো হি শব্দো যত্রৈব সময়স্মৃতিং করোতি স চেদনেনৈবাগমিতঃ তদ্বিরম্যব্যাপারাভাবাৎ সময়স্মরণানাং বহূনাং যুগপদযোগাৎ কোঽর্থভেদস্যাবসরঃ। পুনঃ শ্রুতস্তু স্মৃতো বাপি নাসাবিতি ভাবঃ। তয়োরিতি বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ। তত্রেতি। উভয়োঃ প্রকারযোর্মধ্যাদ্যথা প্রথমঃ প্রকার ইত্যর্থঃ। প্রকারান্তরমিতি। গুণীভূতব্যঙ্গ্যসংজ্ঞিতম্। ব্যঙ্গত্বমেবেতি প্রকাশ্যত্বমেবেত্যর্থঃ।

ননু যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি ব্যঙ্গ্যস্য প্রাধান্যে বাচ্যত্বমেব ন্যায্যম্, তর্হ্যপ্রাধান্যে কিং যুক্তং ব্যঙ্গ্যত্বমিতি চেৎ সিদ্ধো নঃ পক্ষঃ, এতদাহ—কিঞ্চেতি। ননু প্রাধান্যে মা ভূদ্ব্যঙ্গ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্রাপীতি। অর্থান্তরত্বং সম্বন্ধিসম্বন্ধিত্বমনুপযুক্তসময়ত্বমিতি ব্যঙ্গ্যতায়াং নিবন্ধনং, তচ্চ প্রাধান্যেঽপি বিদ্যত ইতি স্বরূপমহেয়মেবেতি ভাবঃ। এতদুপসংহরতি—এবমিতি। বিষয়ভেদেন স্বরূপভেদেন চেত্যর্থঃ।

অয়ং চান্যঃ স্বরূপভেদঃ যদ্‌গুণবৃত্তিরমুখ্যত্বেন ব্যবস্থিতং বাচকত্বমেবোচ্যতে। ব্যঞ্জকত্বং তু বাচকত্বাদত্যন্তং বিভিন্নমেব। এতচ্চ প্রতিপাদিতম্। অয়ং চাপরো রূপভেদো যদ্‌গুণবৃত্তৌ যদার্থোঽর্থান্তরমুপলক্ষয়তি। তদোপলক্ষণীয়ার্থাত্মনা পরিণত এবাসৌ সম্পদ্যতে। যথা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদৌ। ব্যঞ্জকত্বমার্গে তু যদার্থোঽর্থান্তরং দ্যোতয়তি তদা স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেবাসাবন্যস্য প্রকাশকঃ প্রতীয়তে প্রদীপবৎ। যথা—'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী' ইত্যাদৌ। যদি চ যত্রাতিরস্কৃতস্বপ্রতীতিরর্থোঽর্থান্তরং লক্ষয়তি তত্র লক্ষণাব্যবহারঃ ক্রিয়তে, তদেবং সতি লক্ষণৈব মুখ্যঃ শব্দব্যাপার ইতি প্রাপ্তম্। যস্মাৎ প্রায়েণ বাক্যানাং বাচ্যব্যতিরিক্ততাৎপর্যবিষয়ার্থাবভাসিতত্বম্।

তাবদিতি বক্তব্যান্তরমাসূত্রয়তি। তদেবাহ—ইতশ্চেতি। অনেন সামগ্রীভেদাৎ কারণভেদোঽপ্যস্তীতি দর্শয়তি। এতচ্চ বিতত্য ধ্বনিলক্ষণে 'যত্রার্থঃ শব্দো বা' ইতি বাগ্রহণম্, 'ব্যঙ্গ্যঃ ইতি দ্বিবচনং চ ব্যাচক্ষাণৈরস্মাভিঃ প্রথমোদ্দ্যোত এব দর্শিতমিতি পুনর্ন বিস্তার্যতে।

এবং বিষয়ভেদাৎ স্বরূপভেদাৎ কারণভেদাচ্চ বাচকত্বান্মুখ্যাৎ প্রকাশকত্বস্য ভেদং প্রতিপাদ্যোভয়াশ্রয়ত্বাবিশেষাত্তর্হি ব্যঞ্জকত্বগৌণত্বয়োঃ কো ভেদ ইত্যাশঙ্ক্যামুখ্যাদপি প্রতিপাদয়িতুমাহ গুণবৃত্তিরিতি। উভয়াশ্রয়াপীতি শব্দার্থাশ্রয়া। উপচারলক্ষণয়োঃ প্রথমোদ্দ্যোত এব বিভজ্য নির্ণীতং স্বরূপমিতি ন পুনর্লিখ্যতে। মুখ্যতয়ৈবেতি অস্খলদ্গতিত্বেনেত্যর্থঃ। ব্যঙ্গ্যত্রয়মিতি। বস্ত্বলঙ্কাররসাত্মকম্। বাচকত্বমেবেতি। তত্রাপি হি তথৈব সময়োপযোগোঽস্ত্যেবেত্যর্থঃ। প্রতিপাদিতমিতি। ইদানীমেব। পরিণত ইতি। স্বেন রূপেণানির্ভাসমান ইত্যর্থঃ।

কীদৃশ ইতি মুখ্যো বা ন বা প্রকারান্তরাভাবাৎ। মুখ্যত্বে বাচকত্বমন্যথা গুণবৃত্তিঃ, গুণো নিমিত্তং সাদৃশ্যাদি তদ্দ্বারিকা বৃত্তিঃ শব্দস্য ব্যাপারো গুণবৃত্তিরিতি ভাবঃ। মুখ্য এবাসৌ ব্যাপারঃ সামগ্রীভেদাচ্চ বাচকত্বাদ্ব্যতিরিচ্যত ইত্যভিপ্রায়েণাহ—উচ্যত ইতি। এবমস্খলদ্গতিত্বাৎ কথঞ্চিদপি। সময়ানুপযোগাৎ পৃথগাভাসমানত্বাচ্চেতি ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ প্রকাশকত্বস্যৈতদ্বিপরীতরূপত্রয়াচ্চ গুণবৃত্তেঃ স্বরূপভেদং ব্যাখ্যায় বিষয়ভেদমপ্যাহ—বিষয়ভেদোঽপীতি। বস্তুমাত্রং গুণবৃত্তেরপি বিষয় ইত্যভিপ্রায়েণ বিশেষয়তি—ব্যঙ্গরূপাবচ্ছিন্নমিতি। ব্যঞ্জকত্বস্য যো বিষয়ঃ স

নম্নু ত্বৎপক্ষেঽপি যদার্থো ব্যঙ্গ্যত্রয়ং প্রকাশয়তি তদা শব্দস্য কীদৃশো ব্যাপারঃ। উচ্যতে—প্রকরণাদ্যবচ্ছিন্নশব্দবশেনৈবার্থস্য তথাবিধং ব্যঞ্জকত্বমিতি শব্দস্য তত্রোপযোগঃ কথমপহ্নূয়তে। বিষয়ভেদোঽপি গুণবৃত্তিব্যঞ্জকত্বয়োঃ স্পষ্ট এব। যতো ব্যঞ্জকত্বস্য রসাদয়োঽলঙ্কারবিশেষা ব্যঙ্গ্যরূপাবচ্ছিন্নং বস্তু চেতি ত্রয়ং বিষয়ঃ। তত্র রসাদিপ্রতীতি গুর্ণবৃত্তিরিতি ন কেনচিদুচ্যতে ন চ শক্যতে বক্তুম্। ব্যঙ্গ্যালঙ্কারপ্রতীতিরপি তথৈব। বস্তুচারুত্বপ্রতীতয়ে স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন যৎপ্রতিপিপাদয়িতুমিষ্যতে তদ্ব্যাঙ্গ্যম্। তচ্চ ন সর্বং গুনবৃত্তের্বিষয়ঃ প্রসিদ্ধ্যনুরোধাভ্যামপি গৌণানাং শব্দানাং প্রয়োগদর্শনাৎ। তথোক্তং প্রাক্ যদপি চ গুণবৃত্তের্বিষয়স্তদপি চ ব্যঞ্জত্বানুপ্রবেশেন। তস্মাদ্ গুণবৃত্তেরপি ব্যঞ্জকত্বস্যাত্যন্তবিলক্ষণত্বম্। বাচকত্বগুণবৃত্তিবিলক্ষণস্যাপি চ তস্য তদুভয়াশ্রয়ত্বেন ব্যবস্থানম্।

ব্যঞ্জকত্বং হি ক্বচিদ্বাচকত্বাশ্রয়েণ ব্যবতিষ্ঠতে, যথা বিবক্ষতান্যপরবাচ্যে ধ্বনৌ। ক্বচিত্তু গুণবৃত্ত্যাশ্রয়েণ যথা অবিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনৌ।

গুণবৃত্তের্ন বিষয়ঃ অন্যশ্চ তস্যা বিষয়ভেদো যোজ্যঃ। তত্র প্রথমং প্রকারমাহ—তত্রেতি। ন চ শক্যত ইতি। লক্ষণাসানগ্র্যাস্তত্রাবিদ্যমানত্বাদিতি হি পূর্বমেবোক্তম্। তথৈবেতি। ন তত্র গুণবৃত্তির্যুক্তেত্যর্থঃ। বস্তুনো যৎপূর্বং বিশেষণং কৃতং তদ্ব্যাচষ্টে—চারুত্বপ্রতীতয় ইতি। ন সর্বমিতি। কিঞ্চিত্তু ভবতি যথা 'নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ' ইতি। যদুক্তম্—'কস্যচিদ্ ধ্বনিভেদস্য সা তু স্যাদুপলক্ষণম্' ইতি। প্রসিদ্ধিতো লাবণ্যাদয়ঃ শব্দাঃ, বৃত্তানুরোধব্যবহারানুরোধাদেঃ 'বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্' ইত্যেবমাদয়ঃ। প্রাগিতি। প্রথমোদ্দ্যোতে 'রূঢ়া যে বিষয়েঽন্যত্র' ইত্যত্রান্তরে। ন সর্বমিতি যথাস্মাভির্ব্যাখ্যাতং তথা স্ফুটয়তি—যদপি চেতি। গুণবৃত্তেরিতি পঞ্চমী অধুনেতররূপোপজীবকত্বেন চ তদিতরস্মাদিত্যনেন পর্যায়েণ বাচকত্বাদ্ গুণবৃত্তেশ্চ দ্বিতয়াদপি ভিন্নং ব্যঞ্জকত্বমিত্যুপপাদয়তি—বাচকত্বেতি। চোঽবধারণে ভিন্নক্রমঃ, অপিশব্দোঽপি ন কেবলং পূর্বোক্তো হেতুকলাপো যাবত্তদুভয়াশ্রয়ত্বেন মুখ্যোপচারাশ্রয়ত্বেন যদ্ব্যবস্থানং তদপি বাচকগুণবৃত্তিবিলক্ষণত্বেবেতি ব্যাপ্তিঘটনম্। তেনায়ং তাৎপর্যার্থঃ—তদুভয়াশ্রয়ত্বেন ব্যবস্থানাত্তদুভয়বৈলক্ষণ্যমিতি।

তদুভয়াশ্রয়ত্বপ্রতিপাদনায়ৈব চ ধ্বনেঃ প্রথমতরং দ্বৌ প্রভেদাবুপন্যস্তৌ। তদুভয়াশ্রিতত্বাচ্চ তদেকরূপত্বং তস্য ন শক্যতে বক্তুম্। যস্মান্ন তদ্বাচকত্বৈকরূপমেব, ক্বচিল্লক্ষণাশ্রয়েণ বৃত্তেঃ। ন চ লক্ষণৈকরূপমেবান্যত্র বাচকত্বাশ্রয়েণ ব্যবস্থানাৎ। ন চোভয়ধর্ম্মত্বেনৈব তদেকৈক রূপং ন ভবতি। যাবদ্বাচকত্বলক্ষণাদিরূপরহিতশব্দধর্ম্মত্বেনাপি। তথা হি গীতধ্বনীনামপি ব্যঞ্জকত্বমস্তি রসাদিবিষয়ম্। ন চ তেষাং বাচকত্বং লক্ষণা বা কথঞ্চিল্লক্ষ্যতে। শব্দাদন্যত্রাপি বিষয়ে ব্যঞ্জকত্বস্য দর্শনাদ্বাচকত্বাদিশব্দধর্মপ্রকারত্বমযুক্তং বক্তুম্। যদি চ বাচকত্বলক্ষণাদীনাং শব্দপ্রকারাণাং প্রসিদ্ধপ্রকারবিলক্ষণত্বেঽপি ব্যঞ্জকত্বং প্রকারত্বেন পরিকল্প্যতে, তচ্ছব্দস্যৈব প্রকারত্বেন কস্মান্ন পরিকল্প্যতে। তদেবং শাব্দে ব্যবহারে ত্রয়ঃ প্রকারাঃ—বাচকত্বং গুণবৃত্তির্ব্যঞ্জকং চ। তত্র ব্যঞ্জকত্বে যদা ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যং তদা ধ্বনিঃ, তস্য চাবিবক্ষিতবাচ্যো

এতদেব বিভজতে—ব্যঞ্জকত্বং হীতি। প্রথমতরমিতি। প্রথমোদ্দ্যোতে 'স চ' ইত্যাদিনা গ্রন্থেন। হেত্বন্তরমপি সূচয়তি—ন চেতি। বাচকত্বগৌণত্বোভয়বৃত্তান্তবৈলক্ষণ্যাদিতি সূচিতো হেতুঃ। তমেব প্রকাশয়তি—তথা হীত্যাদিনা। তেষামিতি। গীতাদিশব্দানাম্। হেত্বন্তরমপি সূচয়তি—শব্দাদন্যত্রেতি। বাচকত্বগৌণত্বাভ্যামন্যদ্ব্যঞ্জকত্বং শব্দাদন্যত্রাপি বর্তমানত্বাৎ প্রমেয়ত্বাদিবদিতি হেতুঃ সূচিতঃ। নন্বন্যাত্রাবাচকে যদ্ব্যঞ্জকত্বং তদ্ভবতু বাচকত্বাদের্বিলক্ষণম্, বাচকে তু যদ্ ব্যঞ্জকত্বং তদবিলক্ষণমেবাস্ত্বিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদীতি। আদিপদেন গৌণং গৃহ্যতে। শব্দস্যৈবেতি। ব্যঞ্জকত্বং বাচকত্বমিতি যদি পর্য্যায়ৌ কল্প্যেতে তর্হি ব্যঞ্জকত্বং শব্দ ইত্যপি পর্য্যায়তা কস্মান্ন কল্প্যতে, ইচ্ছায়া অব্যাহতত্বাৎ। ব্যঞ্জকত্বস্য তু বিবিক্তং স্বরূপং দর্শিতং তদ্বিষয়ান্তরে কথং বিপর্যস্যতাম্। এবং হি পর্বতগতো ধূমোঽনগ্নিজোঽপি স্যাদিতি ভাবঃ। অধুনোপপাদিতং বিভাগমুপসংহরতি—তদেবমিতি। ব্যবহারগ্রহণেন সমুদ্রঘোষাদীন্ ব্যুদস্যতি।

নন্বু বাচকত্বরূপোপজীবকত্বাদ্ গুণবৃত্ত্যনুজীবকত্বাদিতি চ হেতুদ্বয়ং যদুক্তং তদবিবক্ষিতবাচ্যভাগে সিদ্ধং ন ভবতি তস্য লক্ষণৈকশরীরত্বাদিত্যভিপ্রায়েণোপক্রমতে—অন্যো ব্রূয়াদিতি। যদ্যপি চ তস্য তদুভয়াশ্রয়ত্বেন ব্যবস্থানাদিতি ব্রুবতা

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যশ্চেতি দ্বৌ প্রভেদাবনুক্রান্তৌ প্রথমতরং তৌ সবিস্তরং নির্ণীতৌ।

অন্যো ব্রূয়াৎ—নন্থ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে ধ্বনৌ গুণবৃত্তিতা নাস্তীতি যদুচ্যতে তদ্যুক্তম্। যস্মাদ্বাচ্যবাচকপ্রতীতিপূর্বিকা যত্রার্থান্তরপ্রতিপত্তিস্তত্র কথং গুণবৃত্তিব্যবহারঃ, ন হি গুণবৃত্তৌ যদা নিমিত্তেন কেনচিদ্বিষয়ান্তরে শব্দ আরোপ্যতে। অত্যন্ততিরস্কৃতস্বার্থঃ যথা—'অগ্নির্মাণবকঃ' ইত্যাদৌ, যদা বা স্বার্থমংশেনাপরিত্যজংস্তৎসম্বন্ধদ্বারেণ বিষয়ান্তরমাক্রামতি, যথা—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদৌ। তদাবিবক্ষিতবাচ্যত্বমুপপদ্যতে। অতএব চ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে ধ্বনৌ বাচ্যবাচকয়োর্দ্বয়োরপি স্বরূপপ্রতীতিরর্থাবগমনং চ দৃশ্যত ইতি ব্যঞ্জকত্বব্যবহারো যুক্ত্যনুরোধী। স্বরূপং প্রকাশয়ন্নেব পরাবভাসকো ব্যঞ্জক ইত্যুচ্যতে, তথাবিধে বিষয়ে বাচকত্বস্যৈব ব্যঞ্জকত্বমিতি গুণবৃত্তিব্যবহারো নিয়মেনৈব ন শক্যতে কর্তুম্।

নির্ণীতচরমেবৈতৎ, তথাপি গুণবৃত্তেরবিবক্ষিতবাচ্যস্য চ দুর্নিরূপং বৈলক্ষণ্যং যঃ পশ্যতি তং প্রত্যাশঙ্কানিবারণার্থোঽয়মুপক্রমঃ। অতএবাদ্যভেদস্যাঙ্গীকরণপূর্বকময়ং দ্বিতীয়ভেদাক্ষেপঃ। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ইত্যাদিনা পরাভ্যুপগমস্য স্বাঙ্গীকারো দর্শ্যতে। গুণবৃত্তিব্যবহারাভাবে হেতুং দর্শয়িতুং তস্যা এব গুণবৃত্তেস্তাবদ্‌বৃত্তান্তং দর্শয়তি—ন হীতি। গুণতয়া বৃত্তির্ব্যাপারো গুণবৃত্তিঃ। গুণেন নিমিত্তেন সাদৃশ্যাদিনা চ বৃত্তিঃ অর্থান্তরবিষয়েঽপি শব্দস্য সামানাধিকরণ্যমিতি গৌণং দর্শয়তি। যদা বা স্বার্থমিতি লক্ষণাং দর্শয়তি। অনেন ভেদদ্বয়েন চ স্বীকৃতমবিবক্ষিতবাচ্যভেদদ্বয়াত্মকমিতি সূচয়তি। অতএব অত্যন্ততিরস্কৃতস্বার্থশব্দেন বিষয়ান্তরমাক্রামতি চেত্যনেন শব্দেন তদেব ভেদদ্বয়ং দর্শয়তি—অতএব চেতি। যত এব ন তত্রোক্তহেতুবলাদ্ গুণবৃত্তিব্যবহারো ন্যায্যস্তত ইত্যর্থঃ। যুক্তিং লোকপ্রসিদ্ধিরূপামবাধিতাং দর্শয়তি—স্বরূপমিতি। উচ্যত ইতি প্রদীপাদিঃ, ইন্দ্রিয়াদেস্তু করণত্বান্ন ব্যঞ্জকত্বং প্রতীত্যুৎপত্তৌ।

এবমভ্যুপগমং প্রদর্শ্যাক্ষেপং দর্শয়তি—অবিবক্ষিতেতি। তুশব্দঃ পূর্বস্মাদ্বিশেষং দ্যোতয়তি। তস্যেতি। অবিবক্ষিতবাচ্যস্য যৎপ্রভেদদ্বয়ং তস্মিন্ গৌণলাক্ষণিকত্বাত্মকং প্রকারদ্বয়ং লক্ষ্যতে নির্ভাস্যত ইত্যর্থঃ। এতৎপরিহরতি—অয়মপীতি। গুণ-

অবিবক্ষিতবাচ্যস্তু ধ্বনির্গুণবৃত্তেঃ কথং ভিদ্যতে। তস্য প্রভেদদ্বয়ে গুণবৃত্তিপ্রভেদদ্বয়রূপতা লক্ষ্যত এব যতঃ। অয়মপি ন দোষঃ যস্মাদবিবক্ষিতবাচ্যো ধ্বনির্গুণবৃত্তিমার্গাশ্রয়োঽপি ভবতি ন তু গুণবৃত্তিরূপ এব। গুণবৃত্তির্হি ব্যঞ্জকত্বশূন্যাপি দৃশ্যতে। ব্যঞ্জকত্বং চ যথোক্তচারুত্বহেতুং ব্যঙ্গ্যং বিনা ন ব্যবতিষ্ঠতে। গুণবৃত্তিস্তু বাচ্যধর্ম্মাশ্রয়েণৈব ব্যঙ্গামাত্রাশ্রয়েণ চাভেদোপচাররূপা সম্ভবতি, যথা তীক্ষ্ণত্বাদগ্নির্ম্মাণবকঃ, আহ্লাদকত্বাচ্চন্দ্র এবাস্যা মুখমিত্যাদৌ। যথা চ 'প্রিয়ে জনে নাস্তি পুনরুক্তম্' ইত্যাদৌ। যাপি লক্ষণরূপা গুণবৃত্তিঃ সাপ্যুপলক্ষণীয়ার্থসম্বন্ধমাত্রাশ্রয়েণ চারুরূপব্যঙ্গ্যপ্রতীতিং বিনাপি সম্ভবত্যেব, যথা—মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীত্যাদৌ বিষয়ে। যত্র তু সা চারুরূপব্যঙ্গ্যপ্রতীতিহেতুস্তত্রাপি ব্যঞ্জকত্বানুপ্রবেশেনৈব বাচকত্ববৎ। অসম্ভবিনা চার্থেন যত্র ব্যবহারঃ যথা—সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্' ইত্যাদৌ তত্র চারুরূপব্যঙ্গ্যপ্রতীতিরেব প্রযোজিকেতি তথাবিধেঽপি

বৃত্তের্যো মার্গঃ প্রভেদদ্বয়ং স আশ্রয়ো নিমিত্ততয়া প্রাক্কক্ষ্যানিবেশী যস্যেত্যর্থঃ। এতচ্চ পূর্বমেব নির্ণীতম্। তাদ্রূপ্যাভাবে হেতুমাহ—গুণবৃত্তিরিতি। গৌণলাক্ষণিকরূপোভয়ী অপীত্যর্থঃ। ননু ব্যঞ্জকত্বেন কথং শূন্যা গুণবৃত্তির্ভবতি, যত পূর্বমেবোক্তম্—

মুখ্যাং বৃত্তিং পরিত্যজ্য গুণবৃত্ত্যার্থদর্শনম্।
যদুদ্দিশ্য ফলং তত্র শব্দো নৈব স্খলদ্গতিঃ॥ ইতি।

ন হি প্রয়োজনশূন্য উপচারঃ প্রয়োজনাংশনিবেশী চ ব্যঞ্জনব্যাপার ইতি ভবদ্ভিরেবাভ্যধায়ীত্যাশঙ্ক্যাভিমতং ব্যঞ্জকত্বং বিশ্রান্তিস্থানরূপং তত্র নাস্তীত্যাহ—ব্যঞ্জকত্বং চেতি। বাচ্যধর্ম্মেতি। বাচ্যবিষয়ো যো ধর্ম্মোঽভিধাব্যাপারস্তস্যাশ্রয়েণ তদুপবৃংহণায়েত্যর্থঃ। শ্রুতার্থাপত্তাবিবার্থান্তরস্যাভিধেয়ার্থোপপাদান এব পর্য্যবসানাদিতি ভাবঃ। তত্র গৌণস্যোদাহরণমাহ—যথেতি। দ্বিতীয়মপিপ্রকারং, ব্যঞ্জকত্বশূন্যং নিদর্শয়িতুমুপক্রমতে—যাপীতি। চারুরূপং বিশ্রান্তিস্থানং, তদভাবে স ব্যঞ্জকত্বব্যাপারো নৈবোন্মীলতি, প্রত্যাবৃত্ত্য বাচ্য এব বিশ্রান্তেঃ, ক্ষণদৃষ্টনষ্টদিব্যবিভবপ্রাকৃতপুরুষবৎ।

বিষয়ে গুণবৃত্তৌ সত্যামপি ধ্বনিব্যবহার এব যুক্ত্যনুরোধী। তস্মাদবিবক্ষিতবাচ্যে ধ্বনৌ দ্বয়োরপি প্রভেদয়োর্ব্যঞ্জকত্ববিশেষাবিশিষ্টা গুণবৃত্তি র্ন তু তদেকরূপা সহৃদয়হৃদয়াহ্লাদিনী প্রতীয়মানা প্রতীতিহেতুত্বাদ্বিষয়ান্তরে তদ্রূপশূন্যায়া দর্শনাৎ। এতচ্চ সর্ব্বং প্রাক্ সূচিতমপি স্ফুটতরপ্রতীতয়ে পুনরুক্তম্।

অপি চ ব্যঞ্জকত্বলক্ষণো যঃ শব্দার্থয়োর্ধর্মঃ স প্রসিদ্ধসম্বন্ধানুরোধীতি ন কস্যচিদ্বিমতিবিষয়তামর্হতি। শব্দার্থয়োর্হি প্রসিদ্ধো যঃ সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবাখ্যস্তমনুরুন্ধান এব ব্যঞ্জকত্বলক্ষণো ব্যাপারঃ সামগ্র্যন্তরসম্বন্ধাদৌপাধিকঃ প্রবর্ত্ততে। অতএব বাচকত্বাত্তস্য বিশেষঃ। বাচকত্বং হি শব্দবিশেষস্য নিয়ত আত্মা ব্যুৎপত্তিকালাদারভ্য তদবিনাভাবেম তস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। স ত্বনিয়তঃ, ঔপাধিকত্বাৎ। প্রকরণাদ্যবচ্ছেদেন তস্য প্রতীতেরিতরথা ত্বপ্রতীতেঃ। নন্বু যদ্যনিয়তস্তৎ কিং তস্য স্বরূপপরীক্ষয়া। নৈষ দোষঃ ; যতঃ শব্দাত্মনি তস্যানিয়তত্বম্, ন তু স্বে বিষয়ে ব্যঙ্গ্যলক্ষণে। লিঙ্গত্বন্যায়শ্চাস্য ব্যঙ্গকভাবস্য লক্ষ্যতে,

---

ননু যত্র ব্যঙ্গ্যেঽর্থে বিশ্রান্তিস্তত্র কিং কর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যত স্থিতি। অস্তি তত্রাপরো ব্যঞ্জনব্যাপারঃ পরিস্ফুট এবেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তং পরাঙ্গীকৃতমেবাহ—বাচকত্ববদিতি। বাচকত্বে হি ত্বয়ৈবাঙ্গীকৃতো ব্যঞ্জনব্যাপারঃ প্রথমং ধ্বনিপ্রভেদমপ্রত্যাচক্ষাণেনেতি ভাবঃ। কিঞ্চ বস্ত্বন্তরে মুখ্যে সম্ভবতি সম্ভবদেব বস্ত্বন্তরং মুখ্যমেবারোপ্যতে বিষয়ান্তরমাত্রতস্তারোপব্যবহার ইতি জীবিতমুপচারস্য, স্বর্ণপুষ্পাণাং তু মূলত এবাসম্ভবাত্তদুচ্চয়নস্য তত্র ক আরোপব্যবহারঃ ; 'স্বর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্' ইতি হি স্যাদারোপঃ, তস্মাদত্র ব্যঞ্জনব্যাপার এব প্রধানভূতো নারোপব্যবহারঃ, স পরং ব্যঞ্জনব্যাপারানুরোধিতয়োত্তিষ্ঠতি। তদাহ—অসম্ভবিনেতি। প্রযোজিকেতি। ব্যঙ্গ্যমেব হি প্রয়োজনরূপং প্রতীতিবিশ্রামস্থানমারোপিতে ত্বসম্ভবতি প্রতীতিবিশ্রান্তিরাশঙ্কনীয়াপি ন ভবতি। সত্যামপীতি। ব্যঞ্জনব্যাপারসম্পত্তয়ে ক্ষণমাত্রমবলম্বিতায়ামিতি ভাবঃ। তস্মাদিতি। ব্যঞ্জকত্বলক্ষণো যো বিশেষস্তেনাবিশিষ্টা অবিদ্যমানং বিশিষ্টং বিশেষো ভেদনং যস্যাঃ ব্যঞ্জকত্বং ন তস্যা ভেদে ইত্যর্থঃ। যদি বা ব্যঞ্জকত্বলক্ষণেন ব্যাপারবিশেষেণাবিশিষ্টা ত্যক্তস্বভাবা আসমন্তাদ্ব্যাপ্তা।

যথা লিঙ্গত্বমাশ্রয়েস্বনিয়তাবভাসম্, ইচ্ছাধীনত্বাৎ; স্ববিষয়াব্যভিচারি চ। তথৈবেদং যথা দর্শিতং ব্যঞ্জকত্বম্। শব্দাত্মন্যনিয়তত্বাদেব চ তস্য বাচকত্বপ্রকারতা ন শক্যা কল্পয়িতুম্। যদি হি বাচকত্বপ্রকারতা তস্য ভবেত্তচ্ছব্দাত্মনি নিয়ততাপি স্যাদ্বাচকত্ববৎ। স চ তথাবিধ ঔপাধিকো ধর্ম্মঃ শব্দানামৌৎপত্তিকশব্দার্থসম্বন্ধবাদিনা বাক্যতত্ত্ববিদা পৌরুষাপৌরুষেয়য়োর্বাক্যয়োর্বিশেষমভিদধতা নিয়মেনাভ্যুগগন্তব্যঃ, তদনভ্যুপগমে হি তস্য শব্দার্থসম্বন্ধনিত্যত্বে সত্যপ্যপৌরুষেয়পৌরুষেয়য়োর্বাক্যয়োরর্থপ্রতিপাদনে নির্বিশেষত্বং স্যাৎ। তদভ্যুপগমে তু পৌরুষেয়াণাং বাক্যানাং পুরুষেচ্ছানুবিধানসমারোপিতৌপাধিকব্যাপারান্তরাণাং সত্যপি স্বাভিধেয়সম্বন্ধাপরিত্যাগে মিথ্যার্থতাপি ভবেৎ।

দৃশ্যতে হি ভাবানামপরিত্যক্তস্বস্বভাবানামপি সামগ্র্যন্তরসম্পাতসম্পাদিতৌপাধিকব্যাপারান্তরাণাং বিরুদ্ধক্রিয়ত্বম্। তথা হি—হিমময়ুখপ্রভৃতীনাং নির্বাপিতসকলজীবলোকং শীতলত্বমুদ্বহতামেব প্রিয়াবিরহদহনদহ্যমানমানসৈর্জনৈরালোক্যমানানাং সতাং সন্তাপকারিত্বং

তদেকেতি। তেন ব্যঞ্জকত্বলক্ষণেন সহৈকং রূপং যস্যাঃ সা তথাবিধা ন ভবতি। অবিবক্ষিতবাচ্যে ব্যঞ্জকত্বং গুণবৃত্তেঃ পৃথক্ চারুপ্রতীতিহেতুত্বাৎ বিবক্ষিতবাচ্যনিষ্ঠব্যঞ্জকত্ববৎ, ন হি গুণবৃত্তেশ্চারুপ্রতীতিহেতুত্বমস্তীতি দর্শয়তি—বিষয়ান্তর ইতি। অগ্নির্বটুরিত্যাদৌ। প্রাগিতি প্রথমোদ্দ্যোতে।

নিয়তস্বভাবাচ্চ বাচ্যবাচকত্বাদৌপাধিকত্বেনানিয়তং ব্যঞ্জকত্বং কথং ন ভিন্ননিমিত্তমিতি দর্শয়তি—অপি চেতি। ঔপাধিক ইতি। ব্যঞ্জকত্ববৈচিত্র্যং যৎ পূর্বমুক্তং তৎকৃত ইত্যর্থঃ। অতএব সময়নিয়মিতাদভিধাব্যাপারাদ্বিলক্ষণ ইতি যাবৎ। এতদেব স্ফুটয়তি। অত এবেতি। ঔপাধিকত্বং দর্শয়তি—প্রকরণাদীতি। কিং তস্যেতি। অনিয়তত্বাদন্যথারুচি কল্প্যেত পারমার্থিকং রূপং নাস্তীতি; ন চাবস্তুনঃ পরীক্ষোপপদ্যত ইতি ভাবঃ। শব্দাত্মনীতি। সঙ্কেতাস্পদে পদস্বরূপমাত্র ইত্যর্থঃ। আশ্রয়েষ্বিতি। ন হি ধূমে বহ্নিগমকত্বং সদাতনম্, অন্যগমকত্বস্য বহ্ন্যগমকত্বস্য চ দর্শনাৎ। ইচ্ছাধীনত্বাদিতি। ইচ্ছাত্র পক্ষধর্মত্বজিজ্ঞাসাব্যাপ্তিস্মূর্ষাপ্রভৃতিঃ। স্ববিষয়েতি। স্বস্মিন্ বিষয়ে চ গৃহীতে ত্রৈরূপ্যাদৌ ন ব্যভিচরিত। ন কস্যচিদ্বি-

প্রসিদ্ধমেব। তস্মাৎ পৌরুষেয়াণাং বাক্যানাং সত্যপি নৈসর্গিকেঽর্থ সম্বন্ধে মিথ্যার্থত্বং লমর্থয়িতুমিচ্ছতা বাচকত্বব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদ্রূপমৌপাধিকং ব্যক্তমেবাভিধানীয়ম্। তচ্চ ব্যঞ্জকত্বাদৃতে মান্যৎ। ব্যঙ্গ্য-প্রকাশনং হি ব্যঞ্জকত্বম্। পৌরুষেয়াণি চ বাক্যানি প্রাধান্যেন পুরুষাভি-প্রায়মেব প্রকাশয়ন্তি। স চ ব্যঙ্গ্য এব ন ত্বভিধেয়ঃ তেন সহাভিধানস্য বাচ্যবাচকভাবলক্ষণসম্বন্ধাভাবাৎ। নম্বনেন ন্যায়েন সর্ব্বেষামেব লৌকি-কানাং বাক্যানাং ধ্বনিব্যবহারঃ প্রসক্তঃ। সর্বেষামপ্যনেন ন্যায়েন ব্যঞ্জকত্বাৎ। সত্যমেতৎ ; কিন্তু বক্ত্রভিপ্রায়প্রকাশনেন যদ্ব্যঞ্জকত্বং তৎ সর্বেষামেব লৌকিকানাং বাক্যানামবিশিষ্টম্। তত্তু বাচকত্বান্ন ভিদ্যতে। ব্যঙ্গ্যং হি তত্র নান্তরীয়কতয়া ব্যবস্থিতম্। ন তু বিবক্ষিতত্বেন। যস্য তু বিবক্ষিতত্বেন ব্যঙ্গ্যস্য স্থিতিঃ তদ্ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনিব্যবহারস্য প্রয়োজকম্।

মতিমেতীতি যদুক্তং তৎ স্ফুটয়তি—স চেতি। ব্যঙ্গকত্বলক্ষণ ইত্যর্থঃ। ঔৎপত্তিকেতি। জন্মনা দ্বিতীয়ো ভাববিকারঃ সত্তারূপঃ সামীপ্যাল্লক্ষ্যতে বিপরীতলক্ষণাতো বানুৎ-পত্তিঃ, রূঢ্যা বা ঔৎপত্তিকশব্দো নিত্যপর্যায়ঃ তেন নিত্যং যঃ শব্দার্থয়োঃ শক্তিলক্ষণং সংবন্ধমিচ্ছতি জৈমিনেয়স্তেনেত্যর্থঃ। নির্বিশেষত্বমিতি। ততশ্চ পুরুষদোষানু-প্রবেশস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাত্তন্নিবন্ধনং পৌরুষেয়েষু বাক্যেষু যদপ্রামাণ্যং তন্ন সিধ্যেৎ। প্রতিপত্তুরেব হি যদি যথা তথা প্রতিপত্তিস্তর্হি বাক্যস্য ন কশ্চিদপরাধ ইতি কথম-প্রামাণ্যম্। অপৌরুষেয়ে বাক্যেঽপি প্রতিপত্তৃদৌরাত্ম্যাত্তথা স্যাৎ।

নহু ধর্মান্তরাভ্যুপগমেঽপি কথং মিথ্যার্থতা, ন হি প্রকাশকত্বলক্ষণং স্বধর্মং জহাতি শব্দ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—দৃশ্যত ইতি। প্রাধান্যেনেতি। যদাহ—এবময়ং পুরুষো বেদেতি ভবতি প্রত্যয়ঃ ন ত্বেবময়মর্থ" ইতি। তথা প্রমাণান্তরদর্শনমত্র বাধ্যতে, ন তু শাব্দোঽন্বয় ইত্যনেন পুরুষাভিপ্রায়ানুপ্রবেশাদেবাঙ্গুল্যগ্রবাক্যাদৌ মিথ্যার্থত্বমুক্তম্। তেন সহেতি। অনিয়ততয়া নৈসর্গিকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। নান্তরীয়কতয়েতি। গামানয়েতি শ্রুতেঽপ্যভিপ্রায়ে ব্যক্তে তদভিপ্রায়বিশিষ্টোঽর্থ এবাভিপ্রেতানয়নাদি-ক্রিয়াযোগ্যো ন ত্বভিপ্রায়মাত্রেণ কিঞ্চিৎ কৃত্যমিতি ভাবঃ। বিবক্ষিতত্বেনেতি। প্রাধান্যেনেত্যর্থঃ। যস্য ত্বিতি। ধ্বন্যুদাহরণেম্বিতি ভাবঃ। কাব্যবাক্যেভ্যো হি

যত্ত্বভিপ্রায়বিশেষরূপং ব্যঙ্গ্যং শব্দার্থাভ্যাং প্রকাশতে তদ্ভবতি বিবক্ষিতং তাৎপর্যেণ প্রকাশ্যমানং সৎ। কিন্তু তদেব কেবলমপরিমিত বিষয়স্য ধ্বনিব্যবহারস্য ন প্রযোজকমব্যাপকত্বাৎ। তথা দর্শিতভেদত্রয়-রূপং তাৎপর্যেণ দ্যোত্যমানমভিপ্রায়রূপমনভিপ্রায়রূপং চ সর্ব্বমেব ধ্বনিব্যবহারস্য প্রযোজকমিতি যথোক্তব্যঞ্জকত্ববিশেষে ধ্বনিলক্ষণে নাতিব্যাপ্তির্ন চাব্যাপ্তিঃ। তস্মাদ্বাক্যতত্ত্ববিদাং মতেন তাবদ্ব্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শাব্দো ব্যাপারো ন বিরোধী প্রত্যুতানুগুণ এব লক্ষ্যতে। পরিনিশ্চিত-নিরপভ্রংশশব্দব্রহ্মণাং বিপশ্চিতাং মতমাশ্রিত্যৈব প্রবৃত্তোহয়ং ধ্বনি-ব্যবহার ইতি তৈঃ সহ কিং বিরোধাবিরোধৌ চিন্ত্যেতে। কৃত্রিমশব্দার্থ-সম্বন্ধবাদিনাং তু বুদ্ধিবিদামনুভবসিদ্ধ এবায়ং ব্যঞ্জকভাব: শব্দানামর্থা-ন্তরাণামিবাবিরোধশ্চেতি ন প্রতিক্ষেপ্যপদবীমবতরতি।

বাচকত্বে হি তার্কিকাণাং বিপ্রতিপত্তয়ঃ প্রবর্ত্তন্তাম্, কিমিদং

ন নয়নানয়নাদ্যুপযোগিনী প্রতীতিরভ্যর্থ্যতে, অপি তু প্রতীতিবিশ্রান্তিকারিণী, সা চাভিপ্রায়নিষ্ঠৈব নাভিপ্রেতবস্তুপর্যবসানা।

নন্বেবমভিপ্রায়স্যৈব ব্যঙ্গ্যত্বাৎ ত্রিবিধং ব্যঙ্গ্যমিতি যদুক্তং তৎ কথমিত্যাহ—যত্ত্বিতি। এবং মীমাংসকানাং নাত্র বিমতির্যুক্তেতি প্রদর্শ্য বৈয়াকরণানাং নৈবাত্র সাস্তীতি দর্শয়তি—পরিনিশ্চিতেতি। পরিতঃ নিশ্চিতং প্রমাণেন স্থাপিতং নিরপভ্রংশং গলিতভেদপ্রপঞ্চতয়া অবিদ্যাসংস্কাররহিতং শব্দাখ্যং প্রকাশপরামর্শস্বভাবং ব্রহ্ম ব্যাপকত্বেন বৃহদ্বিশেষশক্তিনির্ভরতয়া চ বৃংহিতং বিশ্বনির্মাণশক্তীশ্বরত্বাচ্চ বৃংহণম্ যৈরিতি। এতদুক্তং ভবতি—বৈয়াকরণস্তাবদ্ ব্রহ্মপদেনাস্থৎ কিঞ্চিদিচ্ছন্তি তত্র কা কথা বাচকত্ব-ব্যঞ্জকত্বয়োঃ, অবিদ্যাপদে তু তৈরপি ব্যাপারান্তরমভ্যুপগতমেব! এতচ্চ প্রথমোদ্দ্যোতে বিততং নিরূপিতম। এবং বাক্যবিদাং পদবিদাং চাবিমতিবিষয়ত্বং প্রদর্শ্য মাণতত্ত্ব-বিদাং তার্কিকাণামপি ন যুক্তাত্র বিমতিরিতি দর্শয়িতুমাহ—কৃত্রিমেতি। কৃত্রিমঃ সঙ্কেতমাত্রস্বভাবঃ পরিকল্পিতঃ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধ ইতি যে বদন্তি নৈয়ায়িকসৌগতাদয়ঃ। যথোক্তম্—'ন সাময়িকত্বাচ্ছব্দার্থপ্রত্যয়স্যে'তি। তথা শব্দাঃ সঙ্কেতিতং প্রাহুরিতি। অর্থান্তরাণামিতি। দীপাদীনাম্। নন্বনুভবেন দ্বিচন্দ্রাদ্যপি সিদ্ধং তচ্চ বিমতিপদমিত্যা-শঙ্ক্যাহ—অবিরোধশ্চেতি। অবিদ্যমানো বিরোধো নিরোধো বাধকাত্মকো দ্বিতীয়েন

স্বাভাবিকং শব্দানামাহোস্বিৎ সাময়িকমিত্যাদ্যাঃ। ব্যঞ্জকত্বে তু তৎপৃষ্ঠভাবিনি ভাবান্তরসাধারণে লোকপ্রসিদ্ধ এবানুগম্যমানে কো বিমতীনামবসরঃ। অলৌকিকে হ্যর্থে তার্কিকাণাং বিমতয়ো নিখিলাঃ প্রবর্ত্তন্তে ন তু লৌকিকে। ন হি নীলমধুরাদিষ্বশেষলোকেন্দ্রিয়গোচরে বাধারহিতে তত্ত্বে পরস্পরং বিপ্রতিপন্না দৃশ্যন্তে। ন হি বাধারহিতং নীলং নীলমিতি ব্রুবন্নপরেণ প্রতিষিধ্যতে নৈতন্নীলং পীতমেতদিতি। তথৈব ব্যঞ্জকত্বং বাচকানাং শব্দানামবাচকানাং চ গীতধ্বনীনামশব্দরূপাণাং চ চেষ্টাদীনাং যৎ সর্ব্বেষামনুভবসিদ্ধমেব তৎ কেনাপহ্নূয়তে। অশব্দমর্থং রমণীয়ং হি সূচয়ন্তো ব্যাহারাস্তথা ব্যাপারা নিবদ্ধাশ্চানিবদ্ধাশ্চ বিদগ্ধপরিষৎসু বিবিধা বিভাব্যন্তে। তানুপহাস্যতামাত্মনঃ পরিহরন্ কোঽতিসন্দধীত সচেতাঃ ব্রূয়াৎ, অস্ত্যতিসন্ধানাবসরঃ ব্যঞ্জকত্বং শব্দানাং গমকত্বং তচ্চ লিঙ্গত্বমতশ্চ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিলিঙ্গিপ্রতীতিরেবেতি লিঙ্গিলিঙ্গভাব এব তেষাং ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবো নাপরঃ কশ্চিৎ। অতশ্চৈতদবশ্যমেব বোদ্ধব্যং যস্মাদ্বক্ত্রভিপ্রায়াপেক্ষয়া ব্যঞ্জকত্বমিদানীমেব ত্বয়া প্রতিপাদিতং বক্ত্রভিপ্রায়শ্চানুমেয়রূপ এব।

জ্ঞানেন যস্য তেনানুভবসিদ্ধশ্চাবাধিতশ্চেত্যর্থঃ। অনুভবসিদ্ধং ন প্রতিক্ষেপ্যং যথা বাচকত্বম্।

ননু তত্রাপ্যেষাং বিমতিঃ। নৈতৎ ; ন হি বাচকত্বে সা বিমতিঃ, অপি তু বাচকত্বস্য নৈসর্গিকত্বকৃত্রিমত্বাদৌ তদাহ—বাচকত্বে হীতি। নম্বেবং ব্যঞ্জকত্বস্যাপি ধর্ম্মান্তরমুখেন বিপ্রতিপত্তিবিষয়তাপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যঞ্জকত্বে ত্বিতি। ভাবান্তরেতি। অক্ষিনিকোচাদেঃ সাঙ্কেতিকত্বং চক্ষুরাদিকস্যানাদির্যোগ্যতেতি দৃষ্ট্বা কামমস্তু সংশয়ঃ শব্দস্যাভিধেয়প্রকাশনে ব্যঞ্জকত্বং তু যাদৃশমেকরূপং ভাবান্তরেষু তাদৃগেব প্রকৃতেঽপীতি নিশ্চিতৈকরূপে কঃ সংশয়স্যাবকাশ ইত্যর্থঃ। নৈতন্নীলমিতি নীলে হি ন বিপ্রতিপত্তিঃ, অপি তু প্রাধানিকমিদং পারমাণবমিদং জ্ঞানমাত্রমিদং তুচ্ছমিদমিতি তৎস্পৃষ্টাবলৌকিক্য এব বিপ্রতিপত্তয়ঃ। বাচকানামিতি। ধ্বন্যুদাহরণেষ্বিতি ভাবঃ। অশব্দমিতি। অভিধাব্যাপারেণাস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ। রমণীয়মিতি। যদ্গোপ্যমানতয়ৈব সুন্দরী ভবতীত্যনেন ধ্বন্যমানতায়ামসাধারণপ্রতীতিলাভঃ

অত্রোচ্যতে—নন্বেবমপি যদি নাম স্যাত্তৎকিং নশ্ছিন্নম্। বাচকত্ব-গুণবৃত্তিব্যতিরিক্তো ব্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শব্দব্যাপারোঽস্তীত্যস্মাভিরভ্যুপ-গতম্। তস্য চৈবমপি ন কাচিৎ ক্ষতিঃ। তদ্ধি ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বমস্তু অন্যদ্বা। সর্বথা প্রসিদ্ধশাব্দপ্রকারবিলক্ষণত্বং শব্দব্যাপারবিষয়ত্বং চ তস্যাস্তীতি নাস্ত্যেবাবয়োর্বিবাদঃ। ন পুনরয়ং পরমার্থো যদ্ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বমেব সর্বত্র ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিশ্চ লিঙ্গিপ্রতীতিরেবেতি।

যদপি স্বপক্ষসিদ্ধয়েঽস্মদুক্তমনূদিতং ত্বয়া বক্তৃভিপ্রায়স্য ব্যঙ্গ্যত্বেনা-ভ্যুপগমাত্তৎপ্রকাশনে শব্দানাং লিঙ্গত্বমেবেতি তদেতদ্যথাস্মাভিরভি-হিতং তদ্বিভজ্য প্রতিপাদ্যতে শ্রূয়তাম্—দ্বিবিধো বিষয়ঃ শব্দানাম্—অনুমেয়ঃ প্রতিপাদ্যশ্চ। তত্রানুমেয়ো বিবক্ষালক্ষণঃ। বিবক্ষা চ শব্দস্বরূপপ্রকাশনেচ্ছা শব্দনার্থপ্রকাশনেচ্ছা চেতি দ্বিপ্রকারা। তত্রাদ্যা ন শব্দব্যবহারাঙ্গম্। সা হি প্রাণিত্বমাত্রপ্রতিপত্তিফলা দ্বিতীয়া তু শব্দবিশেষাবধারণাবসিতব্যবহিতাপি শব্দকরণব্যবহার-নিবন্ধনম্। তে তু দ্বেঽপ্যনুমেয়ো বিষয়ঃ শব্দানাম্। প্রতিপাদ্যস্তু প্রয়োক্তুরর্থপ্রতিপাদনসমীহাবিষয়ীকৃতোঽর্থঃ।

প্রয়োজনমুক্তম্। নিবদ্ধাঃ প্রসিদ্ধাঃ। তানিতি ব্যবহারান্। কঃ সচেতা অতি-সন্দধীত নাদ্রিয়েতেত্যর্থঃ। লক্ষণে শত্রাদেশঃ আত্মনঃ কর্ম্মভূতস্য যোপহসনীয়তা তস্যাঃ পরিহারেণোপলক্ষিতস্তাং পরিজিহীর্ষুরিত্যর্থঃ। অস্তীতি। ব্যঞ্জকত্বং নাপহ্নূয়তে তদ্ব্যতিরিক্তং ন ভবতি অপি তু লিঙ্গিলিঙ্গভাব এবায়ম্। ইদানীমেবেতি। জৈমিনীয়মতোপক্ষেপে।

যদি নাম স্যাদিতি। প্রৌঢবাদিতয়াভ্যুপগমেঽপি স্বপক্ষস্তাবন্ন সিধ্যতীতি দর্শয়তি—শব্দেতি। শব্দস্য ব্যাপারঃ সন্ বিষয়ঃ শব্দব্যাপারবিষয়ঃ, অন্যে তু শব্দস্য যো ব্যাপারস্তস্য বিষয়ো বিশেষ ইত্যাহুঃ। ন পুনরিতি। প্রদীপালোকাদৌ লিঙ্গি-লিঙ্গভাবশূন্যোঽপি হি ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবোঽস্তীতি ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবস্য লিঙ্গিলিঙ্গভাবো-ঽব্যাপক ইতি কথং তাদাত্ম্যম্। বিষয় ইতি। শব্দ উচ্চারিতে যাবতি প্রতিপত্তিস্তা-বান্বিষয় ইত্যুক্তঃ। তত্র শব্দপ্রযুযুক্ষা অর্থপ্রতিপিপাদয়িষা চেত্যুভয্যপি বিবক্ষানুমেয়া তাবৎ। যস্ত্ব প্রতিপিপাদয়িষায়াং কর্ম্মভূতোঽর্থস্তত্র শব্দঃ করণত্বেন ব্যবস্থিতঃ ন

স চ দ্বিবিধঃ—বাচ্যো ব্যঙ্গ্যশ্চ। প্রযোক্তা হি কদাচিৎ স্বশব্দেনার্থং প্রকাশয়িতুং সমীহতে কদাচিৎ স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন প্রয়োজনাপেক্ষয়া কয়াচিৎ। স তু দ্বিবিধোঽপি প্রতিপাদ্যো বিষয়ঃ শব্দানাং ন লিঙ্গিতয়া স্বরূপেণ প্রকাশতে, অপি তু কৃত্রিমেণাকৃত্রিমেণ বা সম্বন্ধান্তরেণ। বিবক্ষাবিষয়ত্বং হি তস্যার্থস্য শব্দৈর্লিঙ্গিতয়া প্রতীয়তে ন তু স্বরূপম্। যদি হি লিঙ্গিতয়া তত্র শব্দানাং ব্যাপরঃ স্যাত্তচ্ছব্দার্থে সম্যঙ্‌মিথ্যাত্বাদি বিবাদা এব ন প্রবর্তেরন্ ধূমাদিলিঙ্গানুমিতানুমেয়ান্তরবৎ। ব্যঙ্গ্যশ্চার্থো বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্ততয়া বাচ্যবচ্ছব্দস্য সম্বন্ধী ভবত্যেব। সাক্ষাদসাক্ষাদ্ভাবো হি সম্বন্ধস্যাপ্রযোজকঃ। বাচ্যবাচকভাবাশ্রয়ত্বং চ ব্যঞ্জকত্বস্য প্রাগেব দর্শিতম্। তস্মাদ্বক্ত্রভিপ্রায়রূপ এব ব্যঙ্গ্যে লিঙ্গতয়া শব্দানাং ব্যাপারঃ। তদ্বিষয়ীকৃতে তু প্রতিপাদ্যতয়া। প্রতীয়মানে তস্মিন্নভিপ্রায়রূপে চ বাচকত্বেনৈব ব্যাপারঃ সম্বন্ধান্তরেণ বা। ন তাবদ্বাচকত্বেন যথোক্তং প্রাক্। সম্বন্ধান্তরেণ ব্যঞ্জকত্বমেব। ন চ ব্যঞ্জকত্বং লিঙ্গত্বরূপমেব আলোকাদিষ্বন্যথা দৃষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ

ত্বসাবনুমেয়ঃ, তদ্বিষয়া হি প্রতিপিপাদয়িষৈব কেবলমনুমীয়তে। ন চ তত্র শব্দস্য করণত্বে যৈব লিঙ্গস্যেতিকর্তব্যতা পক্ষধর্মত্বগ্রহণাদিকা সাস্তি, অপি ত্বন্যৈব সঙ্কেতস্ফুরণাদিকা তন্ন তত্র শব্দো লিঙ্গম্। ইতিকর্তব্যতা চ দ্বিধা—একয়াভিধাব্যাপারং করোতি দ্বিতীয়য়া ব্যঞ্জনাব্যাপারম্। তদাহ—তত্রেত্যাদিনা। কয়াচিদিতি। গোপনকৃতসৌন্দর্যাদিলাভাতিসন্ধানাদিকয়েত্যর্থঃ। শব্দার্থ ইতি। অনুমানং হি নিশ্চয়স্বরূপমেবেতি ভাবঃ। উপাধিত্বেনেতি। বক্তৃিচ্ছা হি বাচ্যাদেরর্থস্য বিশেষণত্বেন ভাতি। প্রতিপাদ্যস্যেতি। অর্থাদ্ব্যঙ্গ্যস্য। লিঙ্গিত্ব ইতি। অনুমেয়ত্ব ইত্যর্থঃ। লৌকিকৈরেবেতি। ইচ্ছায়াং লোকো ন বিপ্রতিপদ্যতেঽর্থে তু বিপ্রতিপত্তিমানেব।

ননু যদা ব্যঙ্গোঽর্থঃ প্রতিপন্নস্তদা সত্যত্বনিশ্চয়োঽস্যানুমানাদেব প্রমাণান্তরাৎ ক্রিয়ত ইতি পুনরপ্যনুমেয় এবাসৌ। মৈবম্; বাচ্যস্যাপি হি সত্যত্বনিশ্চয়োঽনুমানাদেব। যদাহুঃ—

'আপ্তবাদাবিসংবাদসামান্যাদত্র চেদনুমামতা' ইতি।

ন চৈতাবতা বাচ্যস্য প্রতীতিরানুমানিকী কিন্তু তদ্গতস্য ততোঽধিকস্য সত্যত্বস্য

প্রতিপাদ্যো বিষয়ঃ শব্দানাং ন লিঙ্গিত্বেন সম্বন্ধী বাচ্যবৎ। যো হি লিঙ্গিত্বেন তেষাং সম্বন্ধী যথা দর্শিতো বিষয়ঃ স ন বাচ্যত্বেন প্রতীয়তে, অপি তূপাধিত্বেন। প্রতিপাদ্যস্য চ বিষয়স্য লিঙ্গিত্বে তদ্বিষয়াণাং বিপ্রতিপত্তীনাং লৌকিকৈরেব ক্রিয়মাণানামভাবঃ প্রসজ্যেতেতি। এতচ্চোক্তমেব।

যথা চ বাচ্যবিষয়ে প্রমাণান্তরানুগমেন সম্যক্প্রতীতৌ ক্বচিৎ ক্রিয়মাণায়াং তস্য প্রমাণান্তরবিষয়ত্বে সত্যপি ন শব্দব্যাপ্যরবিয়তাহানিস্তদ্ব্যঙ্গ্যস্যাপি। কাব্যবিষয়ে চ ব্যঙ্গ্যপ্রতীতীনাং সত্যাসত্যনিরূপণস্যাপ্রযোজকত্বমেবেতি তত্র প্রমাণান্তরব্যাপারপরীক্ষোপহাসায়ৈব সম্পদ্যতে। তস্মাল্লিঙ্গিপ্রতীতিরেব সর্বত্র ব্যঙ্গ্য প্রতীতিরিতি ন শক্যতে বক্তুম্।

যত্ত্বনুমেয়রূপব্যঙ্গ্যবিষয়ং শব্দানাং ব্যঞ্জকত্বং তদ্ধ্বনিব্যবহারস্যাপ্রযোজকম্। অপি তু ব্যঞ্জকত্বলক্ষণঃ শব্দানাং ব্যাপার ঔৎপত্তিকশব্দার্থসম্বন্ধবাদিনাপ্যভ্যুপগন্তব্য ইতি প্রদর্শনার্থমুপন্যস্তম্। তদ্ধি ব্যঞ্জকত্বং কদাচিল্লিঙ্গত্বেন কদাচিদ্রূপান্তরেণ শব্দানাং বাচকানামবাচকানাং চ সর্ব্ববাদিভিরপ্রতিক্ষেপ্যমিত্যয়মস্মাভির্যত্ন আরব্ধঃ। তদেবং গুণবৃত্তিবাচকত্বাদিভ্যঃ শব্দপ্রকারেভ্যো নিয়মেনৈব তাবদ্বিলক্ষণং ব্যঞ্জকত্বম্। তদন্তঃপাতিত্বেঽপি তস্য হঠাদভিধীয়মানে তদ্বিশেষস্য ধ্বনের্যৎ

তদ্ব্যঙ্গ্যেঽপি ভবিষ্যতি। এতদাহ—যথা চেত্যাদিনা। এতচ্চাভ্যুপগম্যোক্তং ন ত্বনেন নঃ প্রয়োজনমিত্যাহুঃ। কাব্যবিষয়ে চেতি। অপ্রযোজকত্বমিতি। ন হি তেষাং বাক্যানামগ্নিষ্টোমাদিবাক্যবৎ সত্যার্থপ্রতিপাদনদ্বারেণ প্রবর্তকত্বায় প্রামাণ্যমন্বিষ্যতে, প্রীতিমাত্রপর্যবসায়িত্বাৎ। প্রীতেরেব চালৌকিকচমৎকাররূপায়া ব্যুৎপত্ত্যঙ্গত্বাৎ। এতচ্চোক্তং বিতত্য প্রাক্। উপহাসায়ৈবেতি। নায়ং সহৃদয়ঃ কেবলং শুষ্কতর্কোপক্রমকর্কশহৃদয়ঃ প্রতীতিং পরামষ্টুং নালমিত্যেষ উপহাসঃ।

নন্বেবং তর্হি মা ভূত্তত্র যত্র ব্যঞ্জকতা তত্র তত্রানুমানত্বম্; যত্র যত্রানুমানত্বং তত্র তত্র ব্যঞ্জকত্বমিতি কথমপহ্নূয়ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্ত্বনুমেয়েতি। তদ্ব্যঞ্জকত্বং ন ধ্বনিলক্ষণমভিপ্রায়ব্যতিরিক্তবিষয়াব্যাপারাদিতি ভাবঃ। নন্বভিপ্রায়বিষয়ং যদ্ব্যঞ্জকত্ব-

প্রকাশনং বিপ্রতিত্তিনিরাসায় সহৃদয়ব্যুৎত্তয়ে বা তৎক্রিয়মাণমনতিসন্ধেয়মেব। ন হি সামান্যমাত্রলক্ষণেনোপযোগিবিশেষলক্ষণানাং প্রতিক্ষেপঃ শক্যঃ কর্তুম্। এবং হি সতি সত্তামাত্রলক্ষণে কৃতে সকলসদ্বস্তুলক্ষণানাং পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গঃ। তদেবম্—

বিমতিবিষয়ো য আসীন্মনীষিণাং সততমবিদিতসতত্ত্বঃ।
ধ্বনিসংজ্ঞিতঃ প্রকারঃ কাব্যস্য ব্যঞ্জিতঃ সোঽয়ম্॥
প্রকারোঽন্যো গুণীভূতব্যঙ্গ্যঃ কাব্যস্য দৃশ্যতে।
যত্র ব্যঙ্গ্যান্বয়ে বাচ্যচারুত্বং স্যাৎ প্রকর্ষবৎ॥ ৩৪॥

ব্যঙ্গ্যোঽর্থো ললনালাবণ্যপ্রখ্যো যঃ প্রতিপাদিতস্তস্য প্রাধান্যে ধ্বনিরিত্যুক্তম্। তস্য তু গুণীভাবেন বাচ্যচারুত্বপ্রকর্ষে গুণীভূতব্যঙ্গ্যো নাম কাব্যপ্রভেদঃ প্রকল্প্যতে। তত্র বস্তুমাত্রস্য ব্যঙ্গ্যস্য তিরস্কৃতবাচ্যেভ্যঃ প্রতীয়মানস্য কদাদিদ্বাচ্যরূপবাক্যার্থাপেক্ষয়া গুণীভাবে সতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা। যথা—

মনুমানৈকযোগক্ষেমং তচ্চেন্ন প্রযোজকং ধ্বনিব্যবহারস্য তর্হি কিমর্থং তৎপূর্বমুপক্ষিপ্তুমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপি ত্বিতি। এতদেব সংক্ষিপ্য নিরূপয়তি—তদ্ধিতি। যতএব হি কচিদনুমানেনাভিপ্রায়াদৌ ক্কচিৎ প্রত্যক্ষেণ দীপালোকাদৌ ক্কচিৎ কারণত্বেন গীতধ্বন্যাদৌ ক্কচিদভিধয়া বিবক্ষিত্যান্যপরে ক্কচিদ্ গুণবৃত্ত্যা অবিবক্ষিতবাচ্যেঽনুগৃহ্যমাণং ব্যঞ্জকত্বং দৃষ্টং তত এব তেভ্যঃ সর্বেভ্যো বিলক্ষণমস্য রূপং নঃ সিধ্যতি তদাহ—তদেবমিতি।

ননু প্রসিদ্ধস্য কিমর্থং রূপসঙ্কোচঃ ক্রিয়তে অভিধাব্যাপারগুণবৃত্ত্যাদেঃ। তস্যৈব সামগ্র্যন্তরনিপাত্যন্যদ্বিশিষ্টং রূপং তদেব ব্যঞ্জকত্বমুচ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদন্তঃপাতিত্বেঽপীতি। ন বয়ং সংজ্ঞানিবেশনাদি নিষেধাম ইতি ভাবঃ। বিপ্রতিপত্তিস্তাদৃগ্বিশেষো নাস্তীতি ব্যুৎপত্তিঃ সংশয়াজ্ঞাননিরাসঃ। ন হীতি। উপযোগিষু বিশেষেষু যানি লক্ষণানি তেষাম্। উপযোগিপদেনানুপযোগিনাং কাকদন্তাদীনাং ব্যুদাসঃ। এবং হীতি। ত্রিপদার্থসঙ্করী সত্ত্বেত্যনেনৈব দ্রব্যগুণকর্মণাং লক্ষিতত্বাচ্ছ তিস্মৃত্যায়ুর্বেদধনুর্বেদপ্রভৃতীনাং সকললোকযাত্রোপযোগিনামনারম্ভঃ স্যাদিতি ভাবঃ। বিমতিবিষয়ত্বে হেতুঃ—অবিদিতসতত্ত্ব ইতি। অত এবাধুনাত্র ন কস্যচিদ্বিমতিরেতস্মাৎ ক্ষণাৎ প্রভৃতীতি প্রতিপাদয়িতুম্—আসীৎ ইত্যুক্তম্॥ ৩৩॥

এবং যাবদ্ধ্বনেরাত্মীয়ং রূপং ভেদোপভেদসহিতং যচ্চ ব্যঞ্জকভেদমুখেন রূপং তৎ সর্বং প্রতিপাদ্য প্রাণভূতং ব্যঙ্গব্যঞ্জকভাবমেকপ্রঘট্টকেন শিষ্যবুদ্ধৌ বিনিবেশয়িতুং ব্যঞ্জকবাদস্থানং রচিতমিতি ধ্বনিং প্রতি যদ্বক্তব্যং তদুক্তমেব। অধুনা তু গুণীভূতোঽপ্যয়ং ব্যঙ্গ্যঃ কবিবাচঃ পবিত্রয়তীত্যমুনা দ্বারেণ তস্যৈবাত্মত্বং সমর্থয়িতুমাহ—প্রকার ইতি। ব্যঙ্গ্যেনান্বয়ো বাচ্যস্যোপস্কার ইত্যর্থঃ। প্রতিপাদিত ইতি। 'প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব' ইত্যত্র। উক্তমিতি। 'যত্রার্থঃ শব্দো বা' ইত্যত্রান্তরে ব্যঙ্গ্যং চ বস্ত্বাদিত্রয়ং তত্র বস্তুনো ব্যঙ্গ্যস্য যে ভেদা উক্তাস্তেষাং ক্রমেণ গুণভাবং দর্শয়তি—তত্রেতি। লাবণ্যেতি। অভিলাষবিস্ময়গর্ভেয়ং কস্যচিত্তরুণস্যোক্তিঃ। অত্র সিন্ধুশব্দেন পরিপূর্ণতা, উৎপলশব্দেন কটাক্ষচ্ছটাঃ, শশিশব্দেন বদনং, দ্বিরদকুম্ভতটীশব্দেন স্তনযুগলং, কদলিকাণ্ডশব্দেনোরুযুগলং মৃণালদণ্ডশব্দেন দোর্যুগ্মমিতি ধ্বন্যতে। তত্র চৈষাং স্বার্থস্য সর্বথানুপপত্তেরন্ধশব্দোক্তেন ন্যায়েন তিরস্কৃতবাচ্যত্বম্। স চ প্রতীয়মানোঽপ্যর্থবিশেষঃ 'অপরৈব হি কেয়ং' ইত্যুক্তিগর্ভীকৃতে বাচ্যেঽংশে চারুত্বচ্ছায়াং বিধত্তে, বাচ্যস্যৈব স্বাত্মোন্মজ্জনয়া নিমজ্জিতব্যঙ্গ্যজাতস্য সুন্দরত্বেনাবভানাৎ। সুন্দরত্বং চাস্যাসম্ভাব্যমানসমাগমসকললোকসারভূতকুবলয়াদিভাববর্গস্যাতিসুভগকাধিকরণবিশ্রান্তিলব্ধসমুচ্চয়রূপতয়া বিস্ময়বিভাবনাপ্রাপ্তিপুরস্কারেণ ব্যঙ্গ্যার্থোপস্কৃতস্য তথা বিচিত্রস্যৈব বাচ্যরূপোন্মজ্জনেনাভিলাষাদিবিভাবত্বাৎ। অতএবেয়তি যদ্যপি বাচ্যস্য প্রাধান্যং, তথাপি রসধ্বনৌ তস্যাপি গুণতেতি সর্বস্য গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য প্রকারে মন্তব্যম্। অতএব ধ্বনেরেবাত্মত্বমিত্যুক্তচরং বহুশঃ।

অন্যে তু জলক্রীড়াবতীর্ণতরণীজনলাবণ্যদ্রবসুন্দরীকৃতনদীবিষয়েয়মুক্তিরিতি সহৃদয়াঃ, তত্রাপি চোক্তপ্রকারেণৈব যোজনা। যদি বা নদীসন্নিধৌ স্নানাবতীর্ণযুবতীবিষয়া। সর্বথা তাবদ্বিস্ময়মুখেনেয়তি ব্যাপারাদ্ গুণতা ব্যঙ্গ্যস্য। উদাহৃতমিতি। এতচ্চ প্রথমোদ্দ্যোত এব নিরূপিতম্। অনুরাগশব্দস্য চাভিলাষে তদ্রূপরক্তত্বলক্ষণয়া লাবণ্যশব্দবৎ প্রবৃত্তিরিত্যভিপ্রায়েণাতিরস্কৃতবাচ্যত্বমুক্তম্। তস্যৈবেতি। বস্তুমাত্রস্য। রসাদীতি। আদিশব্দেন ভাবাদয়ঃ রসবচ্ছব্দেন প্রেয়স্বিপ্রভৃতয়োঽলঙ্কারা উপলক্ষিতাঃ।

নন্বত্যর্থং প্রধানভূতস্য রসাদেঃ কথং গুণীভাবঃ গুণীভাবে বা কথমচারুত্বং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যুত সুন্দরতা ভবতীতি প্রসিদ্ধদৃষ্টান্তমুখেন দর্শয়তি—তত্র চেতি। রসাবদাদ্যলঙ্কারবিষয়ে। এবং বস্তুনো রসাদেশ্চ গুণীভাবং প্রদর্শ্যালঙ্কারাত্মনোঽপি তৃতীয়স্য ব্যঙ্গ্যপ্রকারস্য তং দর্শয়তি—ব্যঙ্গ্যালঙ্কারস্যেতি। উপমাদেঃ ॥ ৩৪ ॥

লাবণ্যসিন্ধুরপরৈব হি কেয়মত্র
যত্রোৎপলানি শশিনা সহ সম্প্লবন্তে।
উন্মজ্জতি দ্বিরদকুম্ভতটি চ যত্র
যত্রাপরে কদলিকাণ্ডমৃণালদণ্ডাঃ ॥

অতিরস্কৃতবাচ্যেভ্যোঽপি শব্দেভ্যঃ প্রতীয়মানস্য ব্যঙ্গ্যস্য কদাচিদ্বাচ্য-প্রাধান্যেন কাব্যচারুত্বাপেক্ষয়া গুণীভাবে সতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা, যথোদাহৃতম্—'অনুরাগবতী সন্ধ্যা' ইত্যেবমাদি। তস্যৈব স্বয়মুক্ত্যা প্রকাশীকৃতত্বেন গুণীভাবঃ, যথোদাহৃতম্—'সঙ্কেতকালমনসম্' ইত্যাদি। রসাদিরূপব্যঙ্গ্যস্য গুণীভাবো রসবদলঙ্কারে দর্শিতঃ; তত্র চ তেষামাধিকারিকবাক্যাপেক্ষয়া গুণীভাবো বিবহনপ্রবৃত্তভৃত্যানুযায়িরাজবৎ। ব্যঙ্গ্যালঙ্কারস্য গুণীভাবে দীপকাদিবিষয়ঃ। তথা—

প্রসন্নগম্ভীরপদাঃ কাব্যবন্ধাঃ সুখাবহাঃ।
যে চ তেষু প্রকারোঽয়মেব যোজ্যঃ সুমেধসা ॥ ৩৫ ॥

যে চৈতেঽপরিমিতস্বরূপা অপি প্রকাশমানাস্তথাবিধার্থরমণীয়াঃ সন্তো বিবেকিনাং সুখাবহাঃ কাব্যবন্ধাস্তেষু সর্ব্বেষ্বেবায়ং প্রকারো গুণীভূতব্যঙ্গ্যো নাম যোজনীয়ঃ। যথা—

এবং প্রকারত্রয়স্যাপি গুণীভাবং প্রদর্শ্য বহুতরলক্ষ্যব্যাপকতাস্যেতি দর্শয়িতুমাহ—তথেতি। প্রসন্নানি প্রসাদগুণযোগাদ্গম্ভীরাণি চ ব্যঙ্গ্যার্থাক্ষেপকত্বাৎ পদানি যেষু। সুখাবহা ইতি চারুত্বহেতুঃ। তত্রায়মেব প্রকার ইতি ভাবঃ। সুমেধসেতি। যস্ত্বেতং প্রকারং তত্র যোজয়িতুং ন শক্ত স পরমলীকসহৃদয়ভাবনামুকুলিতলোচনোক্ত্যোপসনীয়ঃ স্যাদিতি ভাবঃ।

লক্ষ্মীঃ সকলজনাভিলাষভূমির্দুহিতা। জামাতা হরিঃ যঃ সমস্তভোগাপবর্গদানসততোদ্যমী। তথা গৃহিণী গঙ্গা যস্যাঃ সমভিলষণীয়ে সর্বস্মিন্ বস্তুন্যপহত উপায়ভাবঃ। অমৃতমৃগাঙ্কৌ চ সুতৌ, অমৃতমিহ বারুণী তেন গঙ্গাস্নানহরিচরণারাধনাদ্যুপায়শতালভ্যায়া লক্ষ্ম্যাশ্চন্দ্রোদয়পানগোষ্ঠ্যুপভোগলক্ষণং মুখ্যং ফলমিতি ত্রৈলোক্যসারভূততা প্রতীয়মানা সতী অহো কুটুম্বং মহোদধেরিত্যহোশব্দাচ্চ গুণীভাবমনুভবতি ॥ ৩৫ ॥

লচ্ছী দুহিদা জামাউও হরী তংস ধরিণিআ গঙ্গা।
আমিঅমিঅঙ্কা অ সুআ অহো কুড়ুম্বং মহোঅহিণো॥
বাচ্যালঙ্কারবর্গোঽয়ং ব্যঙ্গ্যাংশানুগমে সতি।
প্রায়েণৈব পরাং ছায়াং বিভ্রল্লক্ষ্যে নিরীক্ষ্যতে॥ ৩৬॥

বাচ্যালঙ্কারবর্গোঽয়ং ব্যঙ্গ্যাংশস্যালঙ্কারস্য বস্তুমাত্রস্য বা যথাযোগমনুগমে সতি চ্ছায়াতিশয়ং বিভ্রল্লক্ষণকারৈরেকদেশেন দর্শিতঃ। স তু তথারূপঃ প্রায়েণ সর্বএব পরীক্ষ্যমাণো লক্ষ্যে নিরীক্ষ্যতে। তথা হি—দীপকসমাসোক্ত্যাদিবদন্যেঽপ্যলঙ্কারাঃ প্রায়েণ ব্যঙ্গ্যালঙ্কারান্তরবস্ত্বন্তরসংস্পর্শিনো দৃশ্যন্তে। যতঃ প্রথমং তাবদতিশয়োক্তিগর্ভতা সর্বালঙ্কারেষু শক্যক্রিয়া। কৃতৈব চ সা মহাকবিভিঃ কামপি কাব্যচ্ছবিং পুষ্যতি, কথং হ্যতিশয়যোগিতা স্ববিষয়ৌচিত্যেন ক্রিয়মাণা সতী কাব্যেনোৎকর্ষমাবহেৎ। ভামহেনাপ্যতিশয়োক্তিলক্ষণে যদুক্তম্—

সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে।
যত্নোঽস্যাং কবিনা কার্যঃ কোঽলঙ্কারোঽনয়া বিনা॥ ইতি

এবং নিরলঙ্কারেষুত্তানতায়াং তুচ্ছতয়ৈব ভাসমানমমুনান্তঃসারেণ কাব্যং পবিত্রীকৃতমিত্যুক্ত্বালঙ্কারস্যাপ্যনেনৈব রম্যতরত্বমিতি দর্শয়তি—বাচ্যেতি। অংশত্বং গুণমাত্রত্বম্। একদেশেনেতি। একদেশবিবর্তিরূপকমনেন দর্শিতম্।

তদয়মর্থঃ—একদেশবিবর্তিরূপকে—

'রাজহংসৈরবীজ্যন্ত শরদৈব সরোনৃপাঃ'

ইত্যত্র হংসানাং যচ্চামরত্বং প্রতীয়মানং তন্নৃপা ইতি বাচ্যেঽর্থে গুণতাং প্রাপ্তমলঙ্কারকারৈর্যাবদেব দর্শিতং তাবদমুনা দ্বারেণ সূচিতোঽয়ং প্রকার ইত্যর্থঃ। অন্যে ত্বেকদেশেন বাচ্যভাগবৈচিত্র্যমাত্রেণেত্যনুত্তিন্নমেব ব্যাচচক্ষিরে। ব্যঙ্গ্যং যদলঙ্কারান্তরং বস্ত্বন্তরং চ সংস্পৃশন্তি যে স্বাত্মনঃ সংস্কারায়াশ্লিষ্যন্তীতি তে তথা। মহাকবিভিরিতি। কালিদাসাদিভিঃ। কাব্যশোভাং পুষ্যতীতি যদুক্তং তত্র হেতুমাহ—কথং হীতি। হিশব্দো হেতৌ। অতিশয়যোগিতা কথং নোৎকর্ষমাবহেৎ কাব্যে নাস্ত্যেবাসৌ প্রকার ইত্যর্থঃ। স্ববিষয়ে যদৌচিত্যং তেন চেদ্বুধ্যদয়স্থিতেন তামতিশয়োক্তিং কবিঃ করোতি। যথা ভট্টেন্দুরাজস্য—

তত্রাতিশয়োক্তির্যমলঙ্কারমধিতিষ্ঠতি কবিপ্রতিভাবশাত্তস্য চারুত্বাতিশয়যোগোঽন্যস্য ত্বলঙ্কারমাত্রতৈবেতি সর্বালঙ্কারশরীরস্বীকরণ যোগ্যত্বেনাভেদোপচারাৎ সৈব সর্ব্বালঙ্কাররূপেত্যয়মেবার্থোঽবগন্তব্যঃ। তস্যাশ্চালঙ্কারান্তরসঙ্কীর্ণত্বং কদাচিৎ বাচ্যত্বেন কদাচিদ্ব্যঙ্গ্যত্বেন। ব্যঙ্গ্যত্বমপি কদাচিৎ প্রাধান্যেন কদাচিদ্ গুণভাবেন। তত্রাদ্যে পক্ষে বাচ্যালঙ্কারমার্গঃ। দ্বিতীয়ে তু ধ্বনাবন্তর্ভাবঃ। তৃতীয়ে তু গুণীভূতব্যঙ্গ্য রূপতা।

যদ্বিশ্রম্য বিলোকিতেষু বহুশো নিঃস্থেমনী লোচনে
যদ্গাত্রাণি দরিদ্রতি প্রতিদিনং লূনাব্জিনীনালবৎ।
দূর্বাকাণ্ডবিড়ম্বকশ্চ নিবিড়ো যৎপাণ্ডিমা গণ্ডয়োঃ
কৃষ্ণে যূনি সযৌবনাসু বনিতাস্বেষৈব বেষস্থিতিঃ॥

অত্র হি ভগবতো মন্মথবপুষঃ সৌভাগ্যবিষয়ঃ সম্ভাব্যত এবায়মতিশয় ইতি তৎকাব্যে লোকোত্তরৈব শোভোল্লসতি। অনৌচিত্যেন তু শোভা লীয়েত এব যথা—

অল্পং নির্মিতমাকাশমনালোচ্যৈব বেধসা।
ইদমেবংবিধং ভাবি ভবত্যাঃ স্তনজৃম্ভণম্॥ ইতি॥

নন্বতিশয়োক্তিঃ সর্বালঙ্কারেষু ব্যঙ্গ্যতয়ান্তর্লীনৈবাস্ত ইতি যদুক্তং তৎ কথম্? যতো ভামহোঽতিশয়োক্তিং সর্বালঙ্কারসামান্যরূপামবাদীৎ। স চ সামান্যং শব্দাদ্বিশেষপ্রতীতেঃ পৃথগ্‌ভূততয়া পশ্চাত্তনত্বেন চকাস্তীতি কথমস্য ব্যঙ্গ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভামহেনেতি। ভামহেনাপি যদুক্তং তত্রায়মেবার্থোঽবগন্তব্য ইতি দূরেণ সম্বন্ধঃ। কিং তদুক্তম্—সৈবেতি। যাতিশয়োক্তির্লক্ষিতা সৈব সর্বা বক্রোক্তিরলঙ্কারপ্রকারঃ সর্বঃ।

'বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কৃতিঃ।

ইতি বচনাৎ। শব্দস্য হি বক্রতা অভিধেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানমিত্যয়মেবাসাবলঙ্কারস্যভাবঃ; লোকোত্তরতৈব চাতিশয়ঃ, তেনাতিশয়োক্তিঃ সর্বালঙ্কারসামান্যম্। তথা হি—অনয়া অতিশয়োক্ত্যা, অর্থঃ সকলজনোপভোগপুরাণীকৃতোঽপি বিচিত্রতয়া ভাব্যতে। তথা প্রমোদোদ্যানাদিঃ বিভাবতাং নীয়তে। বিশেষেণ চ ভাব্যতে রসময়ীক্রিয়তে, ইতি তাবত্তেনোক্তং, তত্র কোঽসাবর্থ

অয়ং চ প্রকারোঽন্যেষামপ্যলঙ্কারাণামস্তি, তেষাং তু ন সর্ববিষয়ঃ। অতিশয়োক্তেস্তু সর্বালঙ্কারবিষয়োঽপি সম্ভবতীত্যয়ং বিশেষঃ। যেষু চালঙ্কারেষু সাদৃশ্যমুখেন তত্ত্বপ্রতিলম্ভ যথা রূপকোপমাতুল্যযোগিতা-নিদর্শনাদিষু তেষু গম্যমানধর্মমুখেনৈব যৎ সাদৃশ্যং তদেব শোভাতিশয়শালি ভবতীতি তে সর্বেঽপি চারুত্বাতিশয়যোগিনঃ সন্তো গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যৈব বিষয়াঃ। সমাসোক্ত্যাক্ষেপপর্যায়োক্তাদিষু তু গম্যমানাংশাবিনাভাবেনৈব তত্ত্বব্যবস্থানাদ্ গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা নির্বিবাদেব। তত্র চ গুণীভূতব্যঙ্গ্যতায়ামলঙ্কারাণাং কেষাঞ্চিদলঙ্কারবিশেষগর্ভতায়াং নিয়মঃ। যথা ব্যাজস্তুতেঃ প্রেয়োলঙ্কারগর্ভত্বে। কেষাঞ্চিদলঙ্কারমাত্রগর্ভতায়াং নিয়মঃ। যথা সন্দেহাদীনামুপমাগর্ভত্বে। কেষাঞ্চিদলঙ্কারাণাং পরস্পরগর্ভতাপি সম্ভবতি। যথা দীপকোপময়োঃ। তত্র দীপকমুপমাগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধম্। উপমাপি কদাচিদ্দীপকচ্ছায়ানুযায়িনী। যথা মালোপমা। তথা হি 'প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপঃ' ইত্যাদৌ স্ফুটৈব দীপকচ্ছায়া লক্ষ্যতে।

ইত্যত্রাহ—অভেদোপচারাৎ সৈব সর্বালঙ্কাররূপেতি। উপচারে নিমিত্তমাহ—সর্বালঙ্কারেতি। উপচারে প্রয়োজনমাহ—অতিশয়োক্তিরিত্যাদিনা অলঙ্কারমাত্রতৈবেত্যন্তেন। মুখ্যার্থবাধোঽপ্যত্রৈব দর্শিতঃ কবিপ্রতিভাবশাদিত্যাদিনা।

অয়ং ভাবঃ—যদি তাবদতিশয়োক্তেঃ সর্বালঙ্কারেষু সামান্যরূপতা সা তর্হি তাদাত্ম্যপর্যবসায়িনীতি তদ্ব্যতিরিক্তো নৈবালঙ্কারো দৃশ্যত ইতি কবিপ্রতিভানং ন সত্রাপেক্ষণীয়ং স্যাৎ। অলঙ্কারমাত্রং চ ন কিঞ্চিদ্ দৃশ্যেত। অথ সা কাব্যজীবিতত্বেনেত্থং বিবক্ষিতা, তথাপ্যনৌচিত্যেনাপি নিবধ্যমানা তথা স্যাৎ। ঔচিত্যবতো জীবিতমিতি চেৎ ঔচিত্যনিবন্ধনং রসভাবাদিমুক্ত্বা নান্যৎ কিঞ্চিদস্তীতি তদেবান্তর্যামিমুখ্যং জীবিতমিত্যভ্যুপগন্তব্যং ন তু সা। এতেন যথাহুঃ কেচিৎ—ঔচিত্যঘটিতসুন্দরশব্দার্থময়ে কাব্যে কিমন্যেন ধ্বনিনাত্মভূতেনেতি তে স্ববচনমেব ধ্বনিসদ্ভাবাভ্যুপগমসাক্ষিভূতং মন্যমানাঃ প্রত্যুক্তাঃ। তস্মান্মুখ্যার্থবাধাদুপচারে চ নিমিত্তপ্রয়োজনসদ্ভাবাদভেদোপচার এবায়ম্। ততশ্চোপপন্নমতিশয়োক্তের্ব্যঙ্গ্যত্বমিতি। যদুক্তমলঙ্কারান্তরস্বীকরণং তদেব ত্রিধা বিভজতে—তস্যাশ্চেতি। বাচ্যত্বেনেতি।

তদেবং ব্যঙ্গ্যাংশসংস্পর্শে সতি চারুত্বাতিশয়যোগিনো রূপকাদয়োঽলঙ্কারাঃ সর্বএব গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য মার্গঃ। গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বঞ্চ তেষাং তথাজাতীয়ানাং সর্বেষামেবোক্তানুক্তানাং সামান্যম্। তল্লক্ষণে সর্ব এবৈতে সুলক্ষিতা ভবন্তি। একৈকস্য স্বরূপবিশেষকথনেন তু সামান্যলক্ষণরহিতেন প্রতিপাদপাঠেনেব শব্দা ন শক্যন্তে তত্ত্বতো নির্জ্ঞাতুম্, আনন্ত্যাৎ। অনন্তা হি বাগ্বিকল্পাস্তৎপ্রকারা এব চালঙ্কারাঃ। গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য চ প্রকারান্তরেণাপি ব্যাঙ্গ্যার্থানুগমলক্ষণেন বিষয়ত্ব মস্ত্যেব। তদয়ং ধ্বনিনিষ্যন্দরূপো দ্বিতীয়োঽপি মহাকবিবিষয়োঽতিরমণীয়ো লক্ষণীয়ঃ সহৃদয়ৈঃ। সর্বথা নাস্ত্যেব সহৃদয়হৃদয়হারিণঃ কাব্যস্য স প্রকারো যত্র ন প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শেন সৌভাগ্যম্। তদিদং কাব্যরহস্যং পরমিতি সূরিভির্ভাবনীয়ম্।

মুখ্যা মহাকবিগিরামলঙ্কৃতিভৃতামপি।
প্রতীয়মানচ্ছায়ৈষা ভূষা লজ্জেব যোষিতাম্॥ ৩৭॥

অনয়া সুপ্রসিদ্ধোঽপ্যর্থঃ কিমপি কামনীয়কমানীয়তে। তদ্যথা—

বিস্রম্ভোত্থা মন্মথাজ্ঞাবিধানে যে মুগ্ধাক্ষ্যাঃ কেঽপি লীলাবিশেষাঃ।
অক্ষুণ্ণাস্তে চেতসা কেবলেন স্থিত্বৈকান্তে সন্ততং ভাবনীয়াঃ॥

ইত্যত্র কেঽপীত্যনেন পদেন বাচ্যমস্পষ্টমভিদধতা প্রতীয়মানং বস্তুক্লিষ্টমনন্তমর্পয়তা কা ছায়া নোপপাদিতা।

সাপি বাচ্যা ভবতি। যথা—'অপরৈব হি কেয়মত্র' ইতি। অত্র রূপকেঽপ্যতিশয়ঃ শব্দস্পৃগেব। অস্য ত্রৈবিধ্যস্য বিষয়বিভাগমাহ—তত্রেতি। তেষু প্রকারেষু মধ্যে য আদ্যঃ প্রকারস্তস্মিন্।

নন্বতিশয়োক্তিরেব চেদেবম্ভূতা তৎ কিমপেক্ষয়া প্রথমং তাদদিতি ক্রমঃ সূচিত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অয়ং চেতি। যোঽতিশয়োক্তৌ নিরূপিতোঽলঙ্কারান্তরেঽপ্যনুপ্রবেশাত্মকঃ। নন্বেবমপি প্রথমমিতি কেনাশয়েনোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেষামিতি। এবমলঙ্কারেষু তাবদ্ব্যঙ্গ্যস্পর্শোঽস্তীত্যুক্ত্যা তত্র কিং ব্যঙ্গ্যত্বেন ভাতীতি বিভাগং ব্যুৎপাদয়তি—যেষু চেতি। রূপকাদীনাং পূর্বমেবোক্তং স্বরূপম্। নিদর্শনায়াস্তু 'ক্রিয়য়ৈব তদর্থস্য বিশিষ্টস্যোপদর্শনম্। ইষ্টা নিদর্শনে'তি। উদাহরণম্—

অয়ং মন্দদ্যুতির্ভাস্বানস্তং প্রতি যিযাসতি।
উদয়ঃ পতনায়েতি শ্রীমতো বোধয়ন্নরান্ ॥

প্রেয়োলঙ্কারেতি। চাটুপর্যবসায়িত্বাত্তস্যাঃ। সা চোদাহৃতৈব দ্বিতীয়োদ্দ্যোতেঽস্মাভিঃ। উপমাগর্ভত্ব ইত্যুপমাশব্দেন সর্ব এব তদ্বিশেষা রূপকাদয়ঃ, অথবৌপম্যং সর্বসামান্যমিতি তেন সর্বমাক্ষিপ্তমেব। স্ফুটৈবেতি। 'তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ' ইত্যেতেন দীপস্থানীয়েন দীপনাদ্দীপকমত্রানুপ্রবিষ্টং প্রতীয়মানতয়া, সাধারণধর্মাভিধানং হ্যেতদুপমায়াং স্পষ্টেনাভিধাপ্রকারেণৈব। তথাজাতীয়ানামিতি। চারুত্বাতিশয়বতামিত্যর্থঃ। সুলক্ষিতা ইতি যৎ কিলৈষাং তদ্বিনির্মুক্তং রূপং ন তৎকাব্যেঽভ্যর্থনীয়ম্। উপমা হি 'যথা গৌস্তথা গবয়ঃ' ইতি। রূপকং 'খলেবালী যূপ' ইতি। শ্লেষঃ 'দ্বির্বচনেঽচী'তি তন্ত্রাত্মকঃ। যথাসংখ্যং 'তুদীশলাতুরে'তি। 'দীপকং গামশ্বম্' ইতি। সসন্দেহঃ 'স্থাণুর্বা স্যাৎ' ইতি। অপহ্নুতিঃ 'নেদং রজতম্' ইতি। পর্যায়োক্তং 'পীনো দিবা নাত্তি' ইতি। তুল্যযোগিতা 'স্বাধ্বোরিচ্চ' ইতি। অপ্রস্তুতপ্রশংসা সর্বাণি জ্ঞাপকানি, যথা পদসংজ্ঞায়ামন্তবচনম্—'অন্যত্র সংজ্ঞাবিধৌ প্রত্যয়গ্রহণে তদন্তবিধির্ন' ইতি। আক্ষেপশ্চোভয়ত্র বিভাষাসু বিকল্পাত্মকবিশেষাভিধিৎসয়া ইষ্টস্যাপি বিধেঃ পূর্বং নিষেধনাৎ প্রতিষেধেন সমীকৃত ইতি ন্যায়াৎ। অতিশয়োক্তিঃ 'সমুদ্রঃ কুণ্ডিকা' বিন্ধ্যো বর্দ্ধিতবানর্কবর্ত্মাগৃহ্নাৎ' ইতি এবমন্যৎ।

ন চৈবমাদি কাব্যোপযোগীতি, গুণীভূতব্যঙ্গ্যাত্তৈবাত্রালঙ্কারতায়াং মর্মভূতা লক্ষিতাঃ তান্ সুষ্ঠু লক্ষয়তি। যয়া সুপূর্ণং কৃত্বা লক্ষিতাঃ সংগৃহীতা ভবন্তি, অন্যথা ত্ববশ্যমব্যাপ্তির্ভবেৎ। তদাহ—একৈকস্যেতি। ন চাতিশয়োক্তিবক্রোক্ত্যুপমাদীনাং সামান্যরূপত্বং চারুতাহীনানামুপপদ্যতে, চারুতা চৈতদায়ত্তেত্যেতদেব গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বং সামান্যলক্ষণম্। ব্যঙ্গ্যস্য চ চারুত্বং রসাভিব্যক্তিযোগ্যতাত্মকম্, রসস্য স্বাত্মনৈব বিশ্রান্তিধাম আনন্দাত্মকত্বমিতি নানবস্থা কাচিদিতি তাৎপর্যম্। অনন্তা হীতি। প্রথমোদ্দ্যোত এব ব্যাখ্যাতমেতৎ 'বাগ্বিকল্পানামানন্ত্যাৎ' ইত্যত্রান্তরে।

ননু সর্বেষলঙ্কারেষু নালঙ্কারান্তরং ব্যঙ্গ্যং চকাস্তি; তৎ কথং গুণীভূতব্যঙ্গ্যেন লক্ষিতেন সর্বেষাং সংগ্রহঃ। নৈবম্; বস্তুমাত্রং বা রসো বা ব্যঙ্গ্যং সদ্গুণীভূতং ভবিষ্যতি তদেবাহ—গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য চেতি। প্রকারান্তরেণ বস্তুরসাত্মনোপলক্ষিতস্য।

যদি বেত্থমবতরণিকা—ননু গুণীভূতব্যঙ্গ্যেনালঙ্কারা যদি লক্ষিতাস্তর্হি লক্ষণং বক্তব্যং কিমিতি নোক্তমিত্যাশঙ্কাহ—গুণীভূতেতি। বিষয়ত্বমিতি লক্ষণীয়ত্বমিতি যাবৎ। কেন লক্ষণীয়ত্বং ধ্বনিব্যতিরিক্তো যঃ প্রকারো ব্যঙ্গ্যত্বেনার্থানুগমো নাম

অর্থান্তরগতিঃ কাক্বা যা চৈষা পরিদৃশ্যতে।
সা ব্যঙ্গ্যস্য গুণীভাবে প্রকারমিমমাশ্রিতা ॥ ৩৮ ॥

যা চৈষা কাক্বা ক্বচিদর্থান্তরপ্রতীতির্দৃশ্যতে সা ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য গুণীভাবে সতি গুণীভূতাব্যঙ্গলক্ষণং কাব্যপ্রভেদমাশ্রয়তে। যথা—স্বস্থা ভবন্তি ময়ি জীবতি ধার্তারাষ্ট্রাঃ'। যথা বা—

আম অসইও পরম পইব্বএণ তুএ মলিণিঅং সীলম্।
কিং উণ জণস্স জাঅ ব্ব চন্দিলং তং ণ কামেমো ॥

তদেব লক্ষণং তেনেত্যর্থঃ। ব্যঙ্গ্যে লক্ষিতে তদ্গুণীভাবে চ নিরূপিতে কিমন্যদস্য লক্ষণং ক্রিয়তামিতি তাৎপর্যম্। এবং 'কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ' ইতি নির্বাহ্যোপসংহরতি—তদয়মিত্যাদিনা সৌভাগ্যমিত্যন্তেন। যৎ প্রাগুক্তং সকলসৎকবিকাব্যোপনিষদ্ভূতমিতি তন্ন প্রতারণমাত্রমর্থবাদরূপং মন্তব্যমিতি দর্শয়িতুম্—তদিদমিতি ॥ ৩৬ ॥

মুখ্যা ভূষেতি। অলঙ্কৃতিভূতামপিশব্দাদলঙ্কারশূন্যানামপীত্যর্থঃ। প্রতীয়মানকৃতা ছায়া শোভা, সা চ লজ্জাসদৃশী গোপনাসারসৌন্দর্যপ্রাণত্বাৎ। অলঙ্কারধারিণীনামপি নায়িকানাং লজ্জা মুখ্যং ভূষণম্। প্রতীয়মানা ছায়া অন্তর্মদনোদ্ভেদজহৃদয়সৌন্দর্যরূপা যয়া, লজ্জা হ্যন্তরুদ্ভিন্নমান্মথবিকারজুগোপয়িষারূপা মদনবিজৃম্ভৈব। বীতরাগাণাং যতীনাং কৌপীনাপসারণেঽপি ত্রপাকলঙ্কাদর্শনাৎ। তথা হি কস্যাপি কবেঃ—'কুরঙ্গীবাঙ্গানি' ইত্যার্দি শ্লোকঃ। তথা প্রতীয়মানস্য প্রিয়তমাভিলাষানুনাথনমানপ্রভৃতেঃ ছায়া কান্তিঃ যথা। শৃঙ্গাররসতরঙ্গিণী হি লজ্জাবরুদ্ধা নির্ভরতয়া তাংস্তান্ বিলাসান্নেত্রগাত্রবিকারপরম্পরারূপান্ প্রসূত ইতি গোপনাসারসৌন্দর্যলজ্জাবিজৃম্ভিতমেতদিতি ভাবঃ।

বিস্রম্ভেতি। মন্মথাচার্যেণ ত্রিভুবনবন্দ্যমানশাসনেন অতএব লজ্জাসাধ্বসধ্বংসিনা দত্তা যেয়মলঙ্ঘনীয়াজ্ঞা তদনুষ্ঠানেঽবশ্যকর্তব্যে সতি সাধ্বসলজ্জাত্যাগেন বিস্রম্ভসম্ভোগকালোপনতাঃ, মুগ্ধাক্ষ্যা ইতি অকৃতকসম্ভোগপরিভাবনোচিতদৃষ্টিপ্রসরপবিত্রিতা যেঽন্যে বিলাসা গাত্রনেত্রবিকারাঃ, অত এবাক্ষুণ্ণাঃ। নবনবরূপতয়া প্রতিক্ষণমুন্মিষন্তস্তে, কেবলেনান্যত্রাব্যগ্রেণৈকান্তাবস্থানপূর্বং সর্বেন্দ্রিয়োপসংহারেণ ভাবয়িতুং শক্যা অর্হা উচিতাঃ। যতঃ কেঽপি নান্যেনোপায়েন শক্যনিরূপণাঃ ॥ ৩৭ ॥

গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যোদাহরণান্তরমাহ—অর্থান্তরেতি। 'কক লৌল্যে' ইত্যস্য ধাতোঃ কাকুশব্দঃ। তত্র হি সাকাঙ্ক্ষনিরাকাঙ্ক্ষাদিক্রমেণ পঠ্যমানোঽসৌ শব্দঃ প্রকৃতার্থাতি-

শব্দশক্তিরেব হি স্বাভিধেয়সামর্থ্যাক্ষিপ্তকাকুসহায়া সত্যর্থবিশেষপ্রতিপত্তিহেতুর্ন কাকুমাত্রম্। বিষয়ান্তরে স্বেচ্ছাকৃতাৎ কাকুমাত্রাত্তথাবিধার্থপ্রতিপত্ত্যসম্ভবাৎ। স চার্থঃ কাকুবিশেষসহায়শব্দব্যাপারোপারূঢ়োঽপ্যর্থসামর্থ্যলভ্য ইতি ব্যঙ্গ্যরূপ এব। বাচকত্বানুগমেনৈব তু যদা তদ্বিশিষ্টবাচ্যপ্রতীতিস্তদা গুণীভূতব্যঙ্গ্যতয়া তথাবিধার্থদ্যোতিনঃ কাব্যস্য ব্যপদেশঃ। ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টবাচ্যাভিধায়িনো হি গুণীভূতব্যঙ্গ্যতম্।

প্রভেদস্যাস্য বিষয়ো যশ্চ যুক্ত্যা প্রতীয়তে।
বিধাতব্যা সহৃদয়ৈর্ন তত্র ধ্বনিযোজনা ॥ ৩৯ ॥

সঙ্কীর্ণো হি কশ্চিদ্ ধ্বনের্গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য চ লক্ষ্যে দৃশ্যতে মার্গঃ। তত্র যস্য যুক্তিসহায়তা তত্র তেন ব্যপদেশঃ কর্তব্যঃ। ন সর্বত্র ধ্বনিরাগিণা ভবিতব্যম্। যথা—

পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্বম্।
সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশীর্মাল্যেন তাং নির্বচনং জঘান ॥

রিক্তমপি বাঞ্ছতীতি লৌল্যমস্যাভিধীয়তে। যদি বা ঈষদর্থে কুশব্দস্তস্য কাদেশঃ। তেন হৃদয়স্থবস্তুপ্রতীতেরীষদ্ভূমিঃ কাকুঃ তয়া যাঽর্থান্তরগতিঃ স কাব্যবিশেষ ইমং গুণীভূতব্যঙ্গ্যপ্রকারমাশ্রিতঃ। অত্র হেতুর্ব্যঙ্গ্যস্য তত্র গুণীভাব এব ভবতি। অর্থান্তরগতিশব্দেনাত্র কাব্যমেবোচ্যতে। ন তু প্রতীতেরত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বং বক্তব্যং, প্রতীতিদ্বারেণ বা কাব্যস্য নিরূপিতম্।

অন্যে ত্বাহুঃ—ব্যঙ্গ্যস্য গুণীভাবোঽয়ং প্রকারঃ অন্যথা তু তত্রাপি ধ্বনিত্বমেবেতি। তচ্চাসৎ; কাকুপ্রয়োগে সর্বত্র শব্দস্পৃষ্টত্বেন ব্যঙ্গ্যস্যোন্মীলিতস্যাপি গুণীভাবাৎ, কাকুর্হি শব্দস্যৈব কশ্চিদ্ধর্ম্মস্তেন স্পৃষ্টং 'গোপ্যেবং গদিতঃ সলেশম্' ইতি, 'হসন্নেত্রার্পিতাকূতম্' ইতিবচ্ছন্দেনৈবানুগৃহীতম্। অতএব 'ভম ধম্মিঅ' ইত্যাদৌ কাকুযোজনে গুণীভূতব্যঙ্গ্যতৈব ব্যক্তোক্তত্বেন তদাভিমানাল্লোকস্য। স্বস্থা ইতি, ভবন্তি ইতি, ময়ি জীবতি ইতি, ধার্তরাষ্ট্রা ইতি চ সাকাঙ্ক্ষদীপ্তগদ্গদতারপ্রশমনোদ্দীপনচিত্রিতা কাকুরসম্ভাব্যোঽয়মর্থোঽত্যর্থমনুচিতশ্চেত্যমুং ব্যঙ্গ্যমর্থং স্পৃশন্তী তেনৈবোপকৃতা সতী ক্রোধানুভাবরূপতাং ব্যঙ্গ্যোপস্কৃতস্য বাচ্যস্যৈবাধত্তে। আমেতি।

যথা চ—

প্রাযচ্ছতোচ্চৈঃ কুসুমানি মানিনী বিপক্ষগোত্রং
দয়িতেন লম্ভিতা।
ন কিঞ্চিদূচে চরণেন কেবলং লিলেখ
বাষ্পাকুললোচনা ভুবম্ ॥

ইত্যত্র নির্বচনং জঘান' 'ন কিঞ্চিদূচে' ইতি প্রতিষেধমুখেন ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্যোক্ত্যা কিঞ্চিদ্বিষয়ীকৃতত্বাদ্ গুণীভাব এব শোভতে। যদা

আম অসত্যঃ উপরম পতিব্রতে ন ত্বয়া মলিনিতং শীলম্।
কিং পুনর্জনস্য জায়েব নাপিতং তং ন কাময়ামহে ॥

ইতিচ্ছায়া। আম অসত্যো ভবামঃ ইত্যভ্যুপগমকাকুঃ সাকাঙ্ক্ষোপহাসা। উপরমেতি নিরাকাঙ্ক্ষতয়া সূচনগর্ভা। পতিব্রতে ইতি দীপ্তস্মিতযোগিনী। ন ত্বয়া মলিনিতং শীলমিতি সগদ্গদাকাঙ্ক্ষা। কিং পুনর্জনস্য জায়েব মন্মথান্ধীকৃতা, চন্দিলং নাপিতমিতি পামরপ্রকৃতিং ন কাময়ামহে ইতি নিরাকাঙ্ক্ষগদ্গদোপহাসগর্ভা। এষা হি কয়াচিন্নাপিতানুরক্তয়া কুলবধ্বা দৃষ্টাবিনয়ায়া উপহাস্যমানায়াঃ প্রত্যুপহাসাবেশগর্ভোক্তিঃ কাকুপ্রধানৈবেতি। গুণীভাবং দর্শয়িতুং শব্দস্পৃষ্টতাং তাবৎ সাধয়তি—শব্দশক্তিরেবেত্যাদিনা। নন্বেবং ব্যঙ্গ্যত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স চেতি। অধুনা গুণীভাবং দর্শয়তি—বাচকত্বেতি। বাচকত্বেঽনুগমো গুণত্বং ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবস্য ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টবাচ্যপ্রতীত্যা তত্রৈব কাব্যস্য প্রকাশকত্বং কল্প্যতে; তেন চ তথা ব্যপদেশ ইতি কাকুযোজনায়াং সর্বত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যতৈব। অত এব 'মথ্নামি কৌরবশতং সমরে ন কোপাৎ' ইত্যাদৌ বিপরীতলক্ষণাং য আহুস্তে ন সম্যক্পরামমৃশুঃ। যতোঽত্রোচ্চারণকাল এব 'ন কোপাৎ' ইতি দীপ্ততারগদ্গদসাকাঙ্ক্ষকাকুবলান্নিষেধস্য নিষিধ্যমানতয়ৈব যুধিষ্ঠিরাভিমতসন্ধিমার্গাক্ষমারূপত্বাভিপ্রায়েণ প্রতিপত্তিরিতি মুখ্যার্থবাধাদ্যনুসরণবিঘ্নাভাবাৎ কো লক্ষণায়া অবকাশঃ। 'দর্শে যজেত' ইত্যত্র তু তথাবিধকার্কাদ্যুপায়ান্তরাভাবাদ্ভবতু বিপরীতলক্ষণা ইত্যলমবান্তরেণ বহুনা ॥ ৩৮ ॥

অধুনা সঙ্কীর্ণঃ বিষয়ং বিভজতে—প্রভেদস্যেতি। যুক্ত্যেতি। চারুত্বপ্রতীতিরেবাত্র যুক্তিঃ। পত্যুরিতি। অনেনেতি। অলক্তকোপরক্তস্য হি চন্দ্রমসঃ পরভাগলাভোঽনবরতপাদপতনপ্রসাদনৈর্বিনা ন পত্যুর্ঝটিতি যথেষ্টানুবর্তিন্যা ভাব্যমিতি চোপদেশঃ। শিরোধৃতা যা চন্দ্রকলা তামপি পরিভবেতি সপত্নী লোকাপজয় উক্তঃ।

বক্রোক্তিং বিনা ব্যঙ্গ্যোঽর্থস্তাৎপর্যেণ প্রতীয়তে তদা তস্য প্রাধান্যম্। যথা 'এবং বাদিনি দেবর্ষৌ' ইত্যাদৌ। ইহ পুনরুক্তির্ভঙ্গ্যাস্তীতি বাচ্যস্যাপি প্রাধান্যম্। তস্মান্নাত্রানুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিব্যপদেশো বিধেয়ঃ।

প্রকারোঽয়ং গুণীভূতব্যঙ্গ্যোঽপি ধ্বনিরূপতাম্।
ধত্তে রসাদিতাৎপর্যপর্যালোচনয়া পুনঃ ॥ ৪০ ॥

গুণীভূতব্যঙ্গ্যোঽপি কাব্যপ্রকারো রসভাবাদিতাৎপর্যালোচনে পুনর্ধ্বনিরেব সম্পদ্যতে। যথাত্রৈবানন্তরোদাহৃতে শ্লোকদ্বয়ে।

যথা চ—

দুরারাধা রাধা সুভগ যদনেনাপি মৃজত-
স্তবৈতৎ প্রাণেশজঘনবসনেনাশ্রু পতিতম্ ॥
কঠোরং স্ত্রীচেতস্তদলমুপচারৈর্বিরম হে
ক্রিয়াৎকল্যাণং বো হরিরনুনয়েষ্বেবমুদিতঃ ॥

এবং স্থিতে চ 'ন্যক্কারো হ্যয়মেব' ইত্যাদিশ্লোকনির্দিষ্টানাং পদানাং ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টবাচ্যপ্রতিপাদনেঽপ্যেতদ্বাক্যার্থীভূতরসাপেক্ষয়া ব্যঞ্জকত্ব-

নির্বচনমিতি। অনেন লজ্জাবহিত্থহর্ষের্ষ্যাসাধ্বসসৌভাগ্যাভিমানপ্রভৃতি যদ্যপি ধ্বন্যতে, তথাপি তন্নির্বচনশব্দার্থস্য কুমারীজনোচিতস্যাপ্রতিপত্তিলক্ষণস্যার্থস্যোপস্কারকতাং কেবলমাচরতি। উপস্কৃতস্ত্বর্থঃ শৃঙ্গারাঙ্গতামেতীতি।

প্রাযচ্ছতেতি। উচ্চৈরিতি। উচ্চৈর্যানি কুসুমানি কান্তয়া স্বয়ং গ্রহীতুমশক্যত্বাদ্যাচিতানীত্যর্থঃ। অস্মদুপাধ্যায়াস্তু হৃদ্যতমানি পুষ্পাণি অমুকে, গৃহাণ গৃহাণেত্যুচ্চৈস্তারস্বরেণাদরাতিশয়ার্থং প্রযচ্ছতা। অতএব লজ্জিতেতি। ন কিঞ্চিদিতি। এবংবিধেষু শৃঙ্গারাবসরেষু তামেবায়ং স্মরতীতি মানপ্রদর্শনমেবাত্র ন ধুক্তমিতি সাতিশয়মন্যুসম্ভারো ব্যঙ্গ্যবচননিষেধস্যৈব বাচ্যস্য সংস্কারঃ। তদ্বক্ষ্যতি—উক্তির্ভঙ্গ্যাস্তীতি। তস্যেতি ব্যঙ্গ্যস্য। ইহেতি পত্যুরিত্যাদৌ। বাচ্যস্যাপীতি। অপিশব্দো ভিন্নক্রমঃ। প্রাধান্যমপি ভবতি বাচ্যস্য, রসাদ্যপেক্ষয়া তু গুণতাপীত্যর্থঃ। অতএবোপসংহারে ধ্বনিশব্দস্য বিশেষণমুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

এতদেব নির্বাহয়ন্ কাব্যাত্মত্বং ধ্বনেরেব পরিদীপয়তি--প্রকার ইতি। শ্লোকদ্বয়ম্ ইতি তুল্যচ্ছায়ং যদুদহৃতং পত্যুরিত্যাদি তত্রৈতি, দ্বয়শব্দাদেবংবাদিনীত্যস্যানব-

মুক্তম্। ন তেষাং পদানামর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনিভ্রমো বিধাতব্যঃ, বিবক্ষিতবাচ্যত্বাত্তেষাম্। তেষু হি ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টত্বং বাচ্যস্য প্রতীয়তে ন তু ব্যঙ্গ্যরূপপরিণতত্বম্। তস্মাদ্বাক্যং তত্র ধ্বনিঃ, পদানি তু গুণীভূতব্যঙ্গ্যানি। ন চ কেবলং গুণীভূতব্যঙ্গ্যান্যেব পদান্যলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনের্ব্যঞ্জকানি যাবদর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যানি ধ্বনিপ্রভেদরূপাণ্যপি। যথাত্রৈব শ্লোকে রাবণ ইত্যস্য প্রভেদান্তররূপব্যঞ্জকত্বম্। যত্র তু বাক্যে রসাদিতাৎপর্যং নাস্তি গুণীভূতব্যঙ্গ্যৈঃ পদৈরুদ্ভাসিতেঽপি তত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যতৈব সমুদায়ধর্মঃ। যথা—

রাজানমপি সেবন্তে বিষমমপুপযুঞ্জতে।
রমন্তে চ সহ স্ত্রীভিঃ কুশলাঃ খলু মানবাঃ॥

ইত্যাদৌ। বাচ্যব্যঙ্গয়োঃ প্রাধান্যাপ্রাধান্যবিবেকে পরঃ প্রযত্নো বিধাতব্যঃ, যেন ধ্বনিগুণীভূতব্যঙ্গ্যয়োরলঙ্কারাণাং চাসঙ্কীর্ণো বিষয় এব সুজ্ঞাতো ভবতি। অন্যথা তু প্রসিদ্ধালঙ্কারবিষয় এব ব্যামোহঃ প্রবর্ততে। যথা—

কাশঃ। দুরারাধেতি। অকারণকুপিতা পাদপতিতে ময়ি ন প্রসীদসি অহো দুরারাধাসি মা রোদীরিত্যুক্তিপূর্বং প্রিয়তমেঽশ্রূণি মার্জয়তি ইয়মস্যা অভ্যুপগমগর্ভোক্তিঃ। প্রিয়য়া যঃ স্বসম্ভোগভূষণবিহীনঃ ক্ষণমপি মোক্তুং ন পার্যসে। অনেনাপীতি। পক্ষেদং প্রত্যক্ষেণেত্যর্থঃ। তদেব চ যদেবমাদৃতং যৎ লজ্জাদিত্যাগেনাপ্যেবং ধার্যতে। মৃজত ইত্যনেন হি প্রত্যুত স্রোতঃসহস্রবাহী বাষ্পো ভবতি। ইয়চ্চ ত্বং হতচেতনো যস্মাৎ বিস্মৃত্য তামেব কুপিতাং মন্যসে। অন্যথা কথমেবং কুর্যাঃ। পতিতম্বিতি। গত ইদানীং রোদনাবকাশোঽপীত্যর্থঃ। যদি তূচ্যতে ইয়তাপ্যাদরেণ কিম্মিতি কোপং ন মুঞ্চসি, তৎ কিং ক্রিয়তে কঠোরস্বভাবং স্ত্রীচেতঃ। স্ত্রীতি হি প্রেমাদ্যযোগাদ্বস্তুবিশেষমাত্রমেতৎ; তস্য চৈষ স্বভাবঃ, আত্মনি চৈতৎ—সুকুমারহৃদয়া যোষিত ইতি ন কিঞ্চিদ্বজ্রসারাধিকমাসাং হৃদয়ং যদেবংবিধবৃত্তান্তসাক্ষাৎকারেঽপি সহস্রধা ন দলতি। উপচারৈরিতি। দাক্ষিণ্যপ্রযুক্তৈঃ। অনুনয়েম্বিতি বহুবচনেন বারংবারমস্য বহুবল্লভস্যেয়মেব স্থিতিরিতি সৌভাগ্যাতিশয় উক্তঃ। এবমেষ ব্যঙ্গ্যার্থসারো বাচ্যং ভূষয়তি। তত্তু বাচ্যং ভূষিতং সদীর্ষ্যাবিপ্রলম্ভাঙ্গত্বমেতীতি। যস্ত

লাবণ্যদ্রবিণব্যয়ো ন গণিতঃ ক্লেশো মহান্ স্বীকৃতঃ
স্বচ্ছন্দস্য সুখং জনস্য বসতঃ চিন্তানলো দীপিতঃ।
এষাপি স্বয়মেব তুল্যরমণাভাবাদ্বরাকী হতা
কোঽর্থশ্চেতসি বেধসা বিনিহিতস্তন্ব্যাস্তনুং তন্বতা॥

ইত্যত্র ব্যাজস্তুতিরলঙ্কার ইতি ব্যাখ্যায়ি কেনচিত্তন্ন চতুরস্রম্; যতোঽস্যাভিধেয়স্যৈতদলঙ্কারস্বরূপমাত্রপর্য্যবসায়িত্বে ন সুশ্লিষ্টতা। যতো ন তাবদয়ং রাগিণঃ কস্যচিদ্বিকল্পঃ। তস্য 'এষাপি স্বয়মেব তুল্যরমণাভাবাদ্বরাকী হতা' ইত্যেবংবিধোক্ত্যনুপপত্তেঃ। নাপি নীরোগস্য; তস্যৈবংবিধবিকল্পপরিহারৈকব্যাপারত্বাৎ। ন চায়ং শ্লোকঃ ক্বচিৎ প্রবন্ধ ইতি শ্রূয়তে, যেন তৎপ্রকরণানুগতার্থতাস্য পরিকল্প্যতে। তস্মাদপ্রস্তুতপ্রশংসেয়ম্। যস্মাদনেন বাচ্যেন গুণীভূতাত্মনা নিঃসামান্যগুণাবলোপাধ্মাতস্য নিজমহিমোৎকর্ষজনিতসমৎসরজনজ্বরস্য বিশেষজ্ঞমাত্মনো ন কঞ্চিদেবাপরং পশ্যতঃ পরিদেবিতমেতদিতি প্রকাশ্যতে। তথা চায়ং ধর্মকীর্তেঃ শ্লোক ইতি প্রসিদ্ধিঃ। সম্ভাব্যতে চ তস্যৈব। যস্মাৎ—

ত্রিষপি শ্লোকেষু প্রতীয়মানস্যৈব রসাঙ্গত্বং ব্যাচষ্টে স্ম। স দেবং বিক্রীয় তদ্যাত্রোৎসবমকার্ষীৎ। এবং হি ব্যঙ্গ্যস্য যা গুণীভূততা প্রক্রান্তা সৈব সমূলং ক্রুট্যেৎ। রসাদিব্যতিরিক্তস্য হি ব্যঙ্গ্যস্য রসাঙ্গভাবযোগিত্বমেব প্রাধান্যং নান্যৎ কিঞ্চিদিত্যলং পূর্ববংশ্যৈঃ সহ বিবাদেন।

এবং স্থিত ইতি। অনন্তরোক্তেন প্রকারেণ ধ্বনিগুণীভূতব্যঙ্গ্যয়োর্বিভাগে স্থিতে সতীত্যর্থঃ। কারিকাগতমপিশব্দং ব্যাখ্যাতুমাহ—ন চেতি। এষ চ শ্লোকঃ পূর্বমেব ব্যাখ্যাত ইতি ন পুনর্লিখ্যতে। যত্র ত্বিতি। যদ্যপি চাত্র বিষয়নির্বেদাত্মকশান্তরসপ্রতীতিরস্তি তথাপি চমৎকারোঽয়ং বাচ্যনিষ্ঠ এব। ব্যঙ্গ্যং ত্বসম্ভাব্যত্ববিপরীতকরিত্বাদি তস্যৈবানুযায়ি, তচ্চাপিশব্দাভ্যামুভয়তো যোজিতাভ্যাং চশব্দেন স্থানত্রয়যোজিতেন খলুশব্দেন চোভয়তো যোজিতেন মানবশব্দেন স্পৃষ্টমেবেতি গুণীভূতম্। বিবেকদর্শনা চেয়ং নিরূপযোগীতি দর্শয়তি—বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োরিতি। অলঙ্কারাণাং চেতি। যত্র ব্যঙ্গ্যং নাস্ত্যেব তত্র তেষাং শুদ্ধানাং প্রাধান্যম্। অন্যথা ত্বিতি। যদি প্রযত্নবতা ন ভূয়ত ইত্যর্থঃ।

অনধ্যবসিতাবগাহনমনল্পধীশক্তিনা-
প্যদৃষ্টপরমার্থতত্ত্বমধিকাভিযোগৈরপি।
মতং মম জগত্যলব্ধসদৃশ প্রতিগ্রাহকং
প্রযাস্যতি পয়োনিধেঃ পয় ইব স্বদেহে জরাম্।

ইত্যনেনাপি শ্লোকেনৈবংবিধোঽভিপ্রায়ঃ প্রকাশিত এব। অপ্রস্তুতপ্রশংসায়াঞ্চ যদ্বাচ্যং তস্য কদাচিদ্বিবক্ষিতত্বং, কদাচিদবিবক্ষিতত্বং কদাচিদ্বিবক্ষিতাবিবক্ষিতত্বমিতি ত্রয়ী বন্ধচ্ছায়া। তত্র বিবক্ষিতত্বং যথা—

পরার্থে যঃ পীড়ামনুভবতি ভঙ্গেঽপি মধুরো
যদীয়ঃ সর্বেষামিহ খলু বিকারোঽপ্যভিমতঃ।
ন সম্প্রাপ্তো বৃদ্ধিং যদি স ভৃশমক্ষেত্রপতিতঃ
কিমিক্ষোর্দোষোঽসৌ ন পুনরগুণায়া মরুভুবঃ॥

যথা বা মমৈব—

অমী যে দৃশ্যন্তে ননু সুভগরূপাঃ সফলতা
ভবত্যেষাং যস্য ক্ষণমুপগতানাং বিষয়তাম্।
নিরালোকে লোকে কথমিদমহো চক্ষুরধুনা
সমং জাতং সর্বৈর্ন সমমথবান্যৈরবয়বৈঃ।

ব্যঙ্গ্যপ্রকারস্তু যো ময়া পূর্বমুৎপ্রেক্ষিতস্তস্যা সন্দিগ্ধমেব ব্যামোহস্থাণত্বমিত্যেবকারাভিপ্রায়ঃ। দ্রবিণশব্দেন সর্বস্য প্রায়ত্বমনেকস্বকৃত্যোপযোগিত্বমুক্তম্। গণিত ইতি। চিরেণ হি যো ব্যয়ঃ সম্পদ্যতে ন তু বিদ্যুদিব ঝটিতি তত্রাবশ্যং গণনয়া ভবিতব্যম্। অনন্তকালনির্মাণকারিণোঽপি তু বিধের্ন বিবেকলেশোঽপ্যুদভূদিতি পরমস্যাপ্রেক্ষাবত্ত্বম্। অতএবাহ—ক্লেশো মহানিতি। স্বচ্ছন্দস্যেতি। বিশৃঙ্খলস্যেত্যর্থঃ। এষাপীতি। যস্ত্বয়ং নির্মীয়তে তদেব চ নিহন্ত্যব ইতি মহদ্বৈশসমপিশব্দেনৈবকারেণ চোক্তম্। কোঽর্থ ইতি। ন স্বাত্মনো ন লোকস্য ন নির্মিতস্যেত্যর্থঃ। তস্যেতি। রাগিণো হি বরাকী হতেতি কৃপণতালিঙ্গিতমমঙ্গলোপহতং চানুচিতং বচনম্। তুল্যরমণাভাবাদিতি স্বাত্মন্যত্যন্তমনুচিতম্। আত্মন্যপি তদ্রূপাসম্ভাবনায়াং রাগিতায়াং চ পশুপ্রায়ত্বং স্যাৎ।

অনয়োর্হি দ্বয়োঃ শ্লোকয়োরিক্ষুচক্ষুষী বিবক্ষিতস্বরূপে এব ন চ প্রস্তুতে। মহাগুণস্যাবিষয়পতিতত্বাদপ্রাপ্তপরভাগস্য কস্যচিৎ স্বরূপমুপবর্ণয়িতুং দ্বয়োরপি শ্লোকয়োস্তাৎপর্যেণ প্রস্তুতত্বাৎ। অবিবক্ষিতত্বং যথা—

কস্ত্বং ভোঃ কথয়ামি দৈবহতকং মাং বিদ্ধি শাখোটকং
বৈরাগ্যাদিব বক্ষি, সাধু বিদিতং কস্মাদিদং কথ্যতে।
বামেনাত্র বটস্তমধ্বগজনঃ সর্বাত্মনা সেবতে
ন চ্ছায়াপি পরোপকারকারিণী মার্গস্থিতস্যাপি মে॥

ন হি বৃক্ষবিশেষেণ সহোক্তিপ্রত্যুক্তী সম্ভবত ইত্যবিবক্ষিতাভিধেয়েনৈবানেন শ্লোকেন সমৃদ্ধাসৎপুরুষসমীপবর্তিনো নির্ধনস্য কস্যচিন্মনস্বিনঃ পরিদেবিতং তাৎপর্যেণ বাক্যার্থীকৃতমিতি প্রতীয়তে।

বিবক্ষিতত্বাবিবক্ষিতত্বং যথা—

উপ্পহজাআএঁ অসোহিণীএ ফলকুসুমপত্তরহিআএ।
বেরীএঁ বইং দেন্তো পামর হো ওহসিজ্জিহসি।

অত্র হি বাচ্যার্থো নাত্যন্তং সম্ভবী ন চাসম্ভবী। তস্মাদ্বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্যাপ্রাধান্যে যত্নতো নিরূপণীয়ে।

ননু চ রাগিণোঽপি কুতশ্চিৎ কারণাৎ পরিগৃহীতকতিপয়কালব্রতস্য বা রাবণপ্রায়স্য বা সীতাদিবিষয়ে দুষ্যন্তপ্রায়স্য বাঽনির্জ্ঞাতজাতিবিশেষে শকুন্তলাদৌ কিমিয়ং স্বসৌভাগ্যাভিমানগর্ভা তৎস্তুতিগর্ভা চোক্তির্ন ভবতি। বীতরাগস্য বা অনাদিকালাভ্যস্তরাগবাসনাবাসিততয়া মধ্যস্থত্বেনাপি তাং বস্তুতস্তথা পশ্যতো নেয়মুক্তিঃ ন সম্ভাব্যা। ন হি বীতরাগো বিপর্যস্তান্ ভাবান্ পশ্যতি ন হ্যস্য বীণাকণিতং কাকরটিতকল্পং প্রতিভাতি। তস্মাৎ প্রশ্নতানুসারেণোভয়স্যাপীয়মুক্তিরুপপদ্যতে। অপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামপি হ্যপ্রস্তুতঃ সম্ভবন্নেবার্থো বক্তব্যঃ, ন হি তেজস্বীথমপ্রস্তুতপ্রশংসা সম্ভবতি—অহো ধিক্ তে কার্ষ্ণ্যমিতি সা পরং প্রস্তুতপরতয়েতি নাত্রাসম্ভব ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। নিঃসামান্যেতি নিজমহিমেতি বিশেষজ্ঞমিতি পরিদেবিতমিত্যেতৈশ্চতুর্ভিবাক্যখণ্ডৈঃ ক্রমেণ পাদচতুষ্টয়স্য তাৎপর্য্যং ব্যাখ্যাতম্। নন্বত্রাপি কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেতি। ননু কিমিয়তেত্যাশঙ্ক্যাহ তদাশয়েন

প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্যৈবং ব্যবস্থিতে।
কাব্যে উভে ততোঽন্যদ্যত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে ॥ ৪১
চিত্রং শব্দার্থভেদেন দ্বিবিধং চ ব্যবস্থিতম্।
তত্র কিঞ্চিচ্ছব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমতঃপরম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য প্রাধান্যে ধ্বনিসংজ্ঞিতকাব্যপ্রকারঃ গুণভাগে তু গুণীভূতাব্যঙ্গ্যতা। ততোঽন্যদ্রসভাবাদিতাৎপর্যরহিতং ব্যঙ্গ্যার্থবিশেষপ্রকাশনশক্তিশূন্যং চ কাব্য কেবলবাচ্যবাচকবৈচিত্র্যমাত্রাশ্রয়েণোপনিবদ্ধমালেখ্যপ্রখ্যং যদাভাসতে তচ্চিত্রম্। ন তন্মুখ্যং কাব্যম্। কাব্যানুকারো হ্যসৌ। তত্র কিঞ্চিচ্ছব্দচিত্রং যথা দুষ্করযমকাদি।

নির্বিবাদতদীয়শ্লোকার্পিতেনাস্যাশয়ং সংবাদয়তি—সম্ভাব্যত ইতি। অবগাহনমধ্যবসিতমপি ন যত্র আস্তাং তস্য সম্পাদনম্। পরমং যদর্থতত্ত্বং কৌস্তুভাদিভ্যোঽপ্যুত্তমম্, অলব্ধং প্রযত্নপরীক্ষিতমপি ন প্রাপ্তং সদৃশং যস্য তথাভূতং প্রতিগ্রাহমেকৈকো গ্রাহো জলচরঃ প্রাণী ঐরাবতোচ্চৈঃশ্রবোধন্বন্তরিপ্রায়ো যত্র তদলব্ধসদৃশপ্রতিগ্রাহকম্।

এবংবিধ ইতি। পরিদেবিতবিষয় ইত্যর্থঃ। ইয়তি চার্থে অপ্রস্তুতপ্রশংসোপমালক্ষণমলঙ্কারদ্বয়ম্। অনন্তরং তু স্বাত্মনি বিস্ময়ধামতয়াদ্ভুতে বিশ্রান্তিঃ। পরস্য চ শ্রোতৃজনস্যাত্যাদরাস্পদতয়া প্রযত্নগ্রাহ্যতয়া চোৎসাহজননেনৈবংভূতমত্যন্তোপাদেয়ং সংকতিপয়সমুচিতজনানুগ্রাহকং কৃতমিতি স্বাত্মনি কুশলকারিতাপ্রদর্শনয়া ধর্মবীরস্পর্শনেন বীররসে বিশ্রান্তিরিতি মন্তব্যম্। অন্যথা পরিদেবিতমাত্রেণ কিং কৃতং স্যাৎ। অপ্রেক্ষপূর্বকারিত্বমাত্মন্যাবেদিতং চেৎ কিং ততঃ স্বার্থপরার্থাসম্ভবাদিত্যলং বহুনা।

ননু যথাস্থিতস্বার্থস্যাসঙ্গতৌ ভবত্বপ্রস্তুতপ্রশংসা, ইহ তু সঙ্গতিরস্ত্যেবেত্যাশঙ্ক্য সঙ্গতাবপি ভবত্যেবৈষেতি দর্শয়িতুমুপক্রমতে—অপ্রস্তুতেতি। নম্বিতি। যৈরিদং জয়দ্ভূষিতমিত্যর্থঃ। যস্য চক্ষুষো বিষয়তাং ক্ষণং গতানামেষাং সফলতা ভবতি তদিদং চক্ষুরিতি সম্বন্ধঃ। আলোকো বিবেকোঽপি। ন সমমিতি। হন্তো হি পরস্পর্শাদানাদাবপ্যুপযোগী। অবয়বৈরিতি। অতিতুচ্ছপ্রায়ৈরিত্যর্থঃ। অপ্রাপ্তঃ পর উৎকৃষ্টো ভাগোঽর্থলাভাত্মকঃ স্বরূপপ্রথনলক্ষণো বা যেন তস্য। কথয়ামীত্যাদিপ্রত্যুক্তিঃ। অনেন পদেনেদমাহ—অকথনীয়মেতৎ শ্রূয়মাণং হি নির্বেদায় ভবতি, তথাপি তু যদি নির্বন্ধস্তৎকথয়ামি বৈরাগ্যাদিতি। কাকা দৈবহতকমিত্যাদিনা চ

বাচ্যচিত্রং ততঃ শব্দচিত্রাদন্যদ্ব্যঙ্গ্যার্থসংস্পর্শরহিতম্ প্রাধান্যেন বাক্যার্থ-তয়া স্থিতং রসাদিতাৎপর্যরহিতমুৎপ্রেক্ষাদি।

অথ কিমিদং চিত্রং নাম যত্র ন প্রতীয়মানার্থসংস্পর্শঃ। প্রতীয়-মানো হ্যর্থস্ত্রিভেদঃ প্রাক্ প্রদর্শিতঃ। তত্র যত্র বস্ত্বলঙ্কারান্তরং বা ব্যঙ্গ্যং নাস্তি স নাম চিত্রস্য কল্প্যতাং বিষয়ঃ। যত্র তু রসাদীনামবিষয়ত্বং স কাব্যপ্রকারো ন সম্ভবত্যেব। যস্মাদবস্তুসংস্পর্শিতা কাব্যস্য নোপপদ্যতে। বস্তু চ সর্বমেব জগদ্ গতমবশ্যং কস্যচিদ্রসস্য ভাবস্য ব্যঙ্গ্যত্বং প্রতিপদ্যতে অন্ততো বিভাবত্বেন। চিত্তবৃত্তিবিশেষা হি রসাদয়ঃ, ন চ তদস্তি বস্তু কিঞ্চিদ্যন্ন চিত্তবৃত্তিবিশেষমুপজনয়তি তদনুৎপাদনে বা কবিবিষয়তৈব তস্য ন স্যাৎ কবিবিষয়শ্চ চিত্রতয়া কশ্চিন্নিরূপ্যতে।

অত্রোচ্যতে—

সূচিতং তে বৈরাগ্যমিতি যাবৎ। সাধুবিদিতমিত্যুত্তরম্। কস্মাদিতি বৈরাগ্যে হেতুপ্রশ্নঃ। ইদং কথ্যত ইত্যাদিসনির্বেদস্মরণোপক্রমং কথং কথমপি নিরূপণীয়-তয়োত্তরম্। বামেনেতি। অনুচিতেন কুলাদিনোপলক্ষিত ইত্যর্থঃ। বট ইতি। ছায়ামাত্রকরণাদেব ফলদানাদিশূন্যাদুদ্ধুরকন্ধর ইত্যর্থঃ। ছায়াপীতি। শাখোটকো হি শ্মশানাগ্নিজ্বালালীঢ়লতাপল্লবাদিস্তরুবিশেষঃ।

অত্রাবিবক্ষায়াং হেতুমাহ—ন হীতি। সমৃদ্ধো যোঽসৎপুরুষঃ। 'সমৃদ্ধসৎপুরুষ' ইতি পাঠে সমৃদ্ধেন ঋদ্ধিমাত্রেণ সৎপুরুষো ন তু গুণাদিনেতি ব্যাখ্যেয়ম্। নাত্যন্ত-মিতি। বাচ্যভাবনিয়মো নাস্তি নাস্তীতি ন শক্যং বক্তুং, ব্যঙ্গ্যস্যাপি ভাবাদিতি তাৎপর্যম্। তথা হি উৎপথজাতায়া ইতি ন তথাকুলোদ্ভূতায়াঃ। অশোভনায়া ইতি লাবণ্যরহিতারাঃ। ফলকুসুমপত্ররহিতায়া ইত্যেবম্ভূতাপি কাচিৎ পুত্রিণী বা ভ্রাত্রাদিপক্ষপরিপূর্ণতয়া সম্বন্ধিবর্গপোষিতা বা পরিরক্ষ্যতে। বদর্য্যা বৃত্তিং দদৎপামর ভোঃ, হসিষ্যসে সর্বলোকৈরিতি ভাবঃ। এবমপ্রস্তুতপ্রশংসাং প্রসঙ্গতো নিরূপ্য প্রকৃতমেব যন্নিরূপণীয়ং তদুপসংহরতি—ভস্মাদিতি। অপ্রস্তুতপ্রশংসায়ামপি লাবণ্যে-ত্যত্র শ্লোকে যস্মাদ্ব্যামোহো লোকস্য দৃষ্টস্ততো হেতুরিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

এবং ব্যঙ্গ্যস্বরূপং নিরূপ্য সর্বথা যত্তচ্ছূন্যং তত্র কা বার্তেতি নিরূপয়িতুমাহ—প্রধানেত্যাদিনা। কারিকাদ্বয়েন। শব্দচিত্রমিতি। যমকচক্রবন্ধাদিচিত্রতয়া

সত্যং ন তাদৃক্কাব্যপ্রকারোঽস্তি যত্র রসাদীনামপ্রতীতিঃ। কিন্তু যদা রসভাবাদিবিবক্ষাশূন্যঃ কবিঃ শব্দালঙ্কারমর্থালঙ্কারং বোপনিবধ্নাতি তদা তদ্বিবক্ষাপেক্ষয়া রসাদিশূন্যতার্থস্য পরিকল্প্যতে। বিবক্ষোপারূঢ় এব হি কাব্যে শব্দানামর্থঃ। বাচ্যসামর্থ্যবশেন চ কবিবিবক্ষাবিরহেঽপি তথাবিধে বিষয়ে রসাদিপ্রতীতির্ভবন্তী পরিদুর্বলা ভবতীত্যনেনাপি
তথাবিধে বিষয়ে রসাদিপ্রতীতির্ভবন্তী পরিদুর্বলা ভবতীত্যনেনাপি
নীরসত্বং পরিকল্প্য চিত্রবিষয়ো ব্যবস্থাপ্যতে। তদিদমুক্তম্—

রসভাবাদিবিষয়বিবক্ষাবিরহে সতি।
অলঙ্কারনিবন্ধো যঃ স চিত্রবিষয়ো মতঃ॥
রসাদিষু বিবক্ষা তু স্যাত্তাৎপর্যবতী যদা।
তদা নাস্ত্যেব তৎকাব্যং ধ্বনের্যত্র ন গোচরঃ॥

এতচ্চ চিত্রং কবীনাং বিশৃঙ্খলগিরাং রসাদিতাৎপর্যমনপেক্ষ্যৈব কাব্যপ্রবৃত্তিদর্শনাদস্মাভিঃ পরিকল্পিতম্। ইদানীন্তনানাং তু ন্যায্যে কাব্যনয়ব্যবস্থাপনে ক্রিয়মাণে নাস্ত্যেব ধ্বনিব্যতিরিক্তঃ কাব্যপ্রকারঃ। যতঃ পরিপাকবতাং কবীনাং রসাদিতাৎপর্য্যবিরহে ব্যাপার এব ন

প্রসিদ্ধমেব তত্তুল্যমেবার্থচিত্রং মন্তব্যমিতি ভাবঃ। আলেখ্যপ্রখ্যমিতি। রসাদিজীবরহিতং মুখ্যপ্রকৃতিরূপং চেত্যর্থঃ।

অথ কিমিদমিতি আক্ষেপে বক্ষ্যমাণ আশয়ঃ। অত্রোত্তরম্—যত্র নেতি। আক্ষেপ্তা স্বাভিপ্রায়ং দর্শয়তি—প্রতীয়মান ইতি। অবস্তুসংস্পর্শিতেতি। কচটতপাদিবন্নিরর্থকত্বং দশদাড়িমাদিবদসংবদ্ধার্থত্বং বেত্যর্থঃ।

ননু মা ভূত কবিবিষয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কবিবিষয়শ্চেতি। কাব্যরূপতয়া যদ্যপি ন নির্দিষ্টস্তথাপি কবিগোচরীকৃত এবাসৌ বক্তব্যঃ। অন্যস্য বাসুকিবৃত্তান্ততুল্যস্যেহাভিধানাযোগাৎ কবেশ্চেদ্গোচরো নূনমমুনা প্রীতির্জনয়িতব্যা সা চাবশ্যং বিভাবানুভাবব্যভিচারিপর্যবসায়িনীতি ভাবঃ। কিংত্বিতি।

বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিত্বেন কথঞ্চন।

ইত্যাদির্যোঽলঙ্কারনিবেশনে সমীক্ষাপ্রকার উক্তস্তং যদা নানুসরতীত্যর্থঃ। রসাদিশূন্যতেতি। নৈব তত্র রসপ্রতীতিরস্তি যথা পাকানভিজ্ঞসূদবিরচিতে মাংস-

শোভতে। রসাদিতাৎপর্যে চ নাস্ত্যেব তদ্বস্তু যদভিমতরসাঙ্গতাং নীয়মানং ন প্রগুণী ভবতি। অচেতনা অপি হি ভাবা যথাযথমুচিরসবিভাবতয়া চেতনবৃত্তান্তযোজনয়া বা ন সন্ত্যেব তে যে যান্তি ন রসাঙ্গতাম্। তথা চেদমুচ্যতে—

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে॥
শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব বীতরাগশ্চেন্নীরসং সর্বমেব তৎ॥
ভাবানচেতনানপি চেতনবচ্চেতনানচেতনবৎ।
ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া॥

তস্মান্নাস্ত্যেব তদ্বস্তু যৎ সর্বাত্মনা রসতাৎপর্যবতঃ কবেস্তদিচ্ছয়া তদভিমতরসাঙ্গতাং ন ধত্তে। তথোপনিবধ্যমানং বা ন চারুত্বাতিশয়ং পুষ্ণাতি। সর্বমেতচ্চ মহাকবীনাং কাব্যেষু দৃশ্যতে। অস্মাভিরপি স্বেষু কাব্যপ্রবন্ধেষু যথাযথং দর্শিতমেব। স্থিতে চৈবং সর্ব এব কাব্যপ্রকারো ন ধ্বনিধর্মতামতিপততি রসাদ্যপেক্ষায়াং কবের্গুণীভূতব্যঙ্গ্যলক্ষণোঽপি প্রকারস্তদঙ্গতামবলম্বত ইত্যুক্তং প্রাক্। যদা তু চাটুষু দেবতাস্তুতিষু বা রসাদীনামঙ্গতয়া ব্যবস্থানং হৃদয়বতীষু চ

পাকবিশেষে। নন্বু বস্তুসৌন্দর্যাদবশ্যং ভবতি কদাচিত্তথাস্বদোঽকুশলকৃতায়ামপি শিখরিণ্যামিবেত্যাশঙ্ক্যাহ—বাচ্যেত্যাদি। অনেনাপীতি। পূর্বং সর্বথা তচ্ছূন্যত্বমুক্তমধুনা তু দৌর্বল্যমিত্যপিশব্দস্যার্থঃ। অজ্ঞকৃতায়াং চ শিখরিণ্যামহো শিখরিণীতি ন তজ্জ্ঞানাচ্চমৎকারঃ অপি তু দধিগুড়মরিচং চৈতদসমঞ্জসযোজিতমিতি বক্তারো ভবন্তি। উক্তমিতি। ময়ৈবেত্যর্থঃ।

অলঙ্কারাণাং শব্দার্থগতানাং নিবন্ধ ইত্যর্থঃ। নন্বু 'তচ্চিত্রমভিধীয়তে' ইতি কিমনেনোপদিষ্টেন। অকাব্যরূপং হি তদিতি কথিতম্। হেয়তয়া তদুপদিশ্যত ইতি চেৎ—ঘটে কৃতে কবির্ন ভবতীত্যেতদাপি বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য কবিভিঃ খলু তৎকৃতমতো হেয়তয়োপদিশ্যত ইত্যেতন্নিরূপয়তি—এতচ্চেত্যাদিনা। পরিপাকবতামিতি। শব্দার্থবিষয়ো রসৌচিত্যলক্ষণঃ পরিপাকো বিদ্যতে যেষাম্।

সপ্রজ্ঞকগাথাসু কাসুচিদ্ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টবাচ্যে প্রাধান্যং তদপি গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনিনিষ্পন্দভূতত্বমেবেত্যুক্তং প্রাক্। তদবেমিদানীন্তু ন কবিকাব্যনয়োপদেশে ক্রিয়মাণে প্রাথমিকানামভ্যাসার্থিনাং যদি পরং চিত্রেণ ব্যবহারঃ, প্রাপ্তপরিণতীনাং তু ধ্বনিরেব কাব্যমিতি স্থিতমেতৎ। তদয়মত্র সংগ্রহঃ—

যস্মিন্ রসো বা ভাবো বা তাৎপর্যেণ প্রকাশতে।
সংবৃত্ত্যাভিহিতৌ বস্তু যত্রালঙ্কার এব বা॥
কাব্যধ্বনি ধ্বনির্ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যৈকনিবন্ধনঃ।
সর্বত্র তত্র বিষয়ী জ্ঞেয়ঃ সহৃদয়ৈর্জনৈঃ॥
সগুণীভূতব্যঙ্গ্যৈঃ সালঙ্কারৈঃ সহ প্রভেদঃ স্বৈঃ।
সঙ্করসংসৃষ্টিভ্যাং পুনরপ্যুদ্দ্যোততে বহুধা॥ ৪৩॥

তস্য চ ধ্বনেঃ স্বপ্রভেদৈর্গুণীভূতব্যঙ্গ্যেন বাচ্যালঙ্কারৈশ্চ সঙ্করসংসৃষ্টিব্যবস্থায়াং ক্রিয়মাণায়াং বহুপ্রভেদতা লক্ষ্যে দৃশ্যতে। তথা হি স্বপ্রভেদসংকীর্ণঃ, স্বপ্রভেদসংসৃষ্টো গুণীভূতব্যঙ্গ্যসঙ্কীর্ণো গুণীভূতব্যঙ্গ্য-

---

যৎপদানি ত্যজন্ত্যেব পরিবৃত্তিসহিষ্ণুতাম্।

ইত্যপি রসৌচিত্যশরণমেব বক্তব্যমন্যথা নির্হেতুকং তৎ। অপার ইতি। অনাদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যথারুচি পরিবৃত্তিমাহ—শৃঙ্গারীতি। শৃঙ্গারোক্তবিভাবানুভাবব্যভিচারিচর্বণারূপপ্রতীতিময়ো ন তু স্ত্রীব্যসনীতি মন্তব্যম্। অতএব ভরতমুনিঃ—'কবেরন্তর্গতং ভাবং' 'কাব্যার্থান্ ভাবয়তি' ইত্যাদিষু কবিশব্দমেব মূর্ধাভিষিক্ততয়া প্রযুঙ্ক্তে। নিরূপিতং চৈতদ্রসরূপনির্ণয়াবসরে। জগদিতি। তদ্রসনিমজ্জনাদিত্যর্থঃ। শৃঙ্গারপদং রসোপলক্ষণম্। স এবেতি। যাবদ্রসিকো ন ভবতি তদা পরিদৃশ্যমানোঽপ্যয়ং ভাববর্গো যদ্যপি সুখদুঃখমোহমাধ্যস্থ্যমাত্রং লৌকিকং বিতরতি, তথাপি কবিবর্ণনোপারোহং বিনা লোকাতিক্রান্তরসাস্বাদভুবং নাধিশেত ইত্যর্থঃ। চারুত্বাতিশয়ং যন্ন পুষ্ণাতি তন্নাস্ত্যেবেতি সম্বন্ধঃ। স্বেষিতি। বিষমবাণলীলাদিষু। হৃদয়বতীষিতি। 'হিঅঅলিআ' ইতি প্রাকৃত-কবিগোষ্ঠ্যাং প্রসিদ্ধাসু। ত্রিবর্গোপায়ো পেয়কুশলাসু সপ্রজ্ঞকাঃ সহৃদয়া উচ্যন্তে। তদ্ গাথা যথা ভট্টেন্দুরাজস্য—

সংসৃষ্টো বাচ্যালঙ্কারান্তরসঙ্কীর্ণো বাচ্যালঙ্কারান্তরসংসৃষ্টঃ সংসৃষ্টালঙ্কার-সঙ্কীর্ণঃ সংসৃষ্টালঙ্কারসংসৃষ্টশ্চেতি বহুধা ধ্বনিঃ প্রকাশতে।

তত্র স্বপ্রভেদসংকীর্ণত্বং কদাচিদনুগ্রাহ্যানুগ্রাহকভাবেন। যথা— 'এবং বাদিনি দেবর্ষৌ' ইত্যাদৌ। অত্র হ্যর্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্য-ধ্বনিপ্রভেদেনালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনিপ্রভেদোঽনুগৃহ্যমাণঃ প্রতীয়তে। এবং কদাচিৎ প্রভেদদ্বয়সম্পাত সন্দেহেন। যথা—

খণপাহুণিআ দে অর এসা জাআএঁ কিংপি দে ভণিদা।
রুঅই পড়োহরবলহীধরম্মি অণুণিজ্জউ বরাই॥
(ক্ষণপ্রাধুনিকা দেবর এষা জায়য়া কিমপি তে ভনিতা।
রোদিতি শূন্যবলভীগৃহেঽনুনীয়তাং বরাকী। ইতিচ্ছায়া)

অত্র হ্যনুনীয়তামিত্যেতৎ পদমর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যত্বেন বিবক্ষিতা-ন্যপরবাচ্যত্বেন চ সম্ভাব্যতে। ন চান্যতরপক্ষনির্ণয়ে প্রমাণমস্তি। এক-

---

—লঙ্ঘিঅগঅণা ফলহীলআওহোন্তত্তি বঢ্ঢঅন্তীঅ।
হালি অস্স আসিসং পালিবেসবহুআ বিণিংঠবিআ॥

অত্র লঙ্ঘিতগগনা কার্পাসলতা ভবন্ত্বিতি হালিকস্যাশিষং বর্ধয়ন্ত্যা প্রাতিবেশ্যক-বধূকা নির্বৃতিং প্রাপিতা ইতি চৌর্যসম্ভোগাভিলাষিণীয়মিত্যনেন ব্যঙ্গ্যেন বিশিষ্টং বাচ্যমেব সুন্দরম্।

গোলাকচ্ছ কুড়ঙ্গে ভরেণ জম্বুস্থ পচ্চমাণাস্থ।
হলিঅবহুআ নিঅঁসই জম্বুরসরত্তঅং সিঅঅম্॥

অত্র গোদাবরীকচ্ছলতাগহনে ভরেণ জম্বুফলেষু পচ্যমানেষু। হালিকবধূঃ পরিধত্তে জম্বুফলরসরক্তং নিবসমিতি ত্বরিতচৌর্যসম্ভোগসম্ভাব্যমানজম্বুফলরসরক্তত্বপরভাগনিহ্নবনং গুণীভূতব্যঙ্গ্যমিত্যলং বহুনা।

ধ্বনিরেব কাব্যমিতি। আত্মাত্মিনোরভেদ এব বস্তুতো ব্যুৎপত্তয়ে তু বিভাগঃ কৃত ইত্যর্থঃ। বাগ্রহণাত্তদাভাসাদেঃ পূর্বোক্তস্য গ্রহণম্। সংবৃত্যেতি। গোপ্য-মানতয়া লব্ধসৌন্দর্যমিত্যর্থঃ। কাব্যধ্বনীতি। কাব্যমার্গে। বিষয়ীতি। স ত্রিবিধস্য ধ্বনেঃ কাব্যমার্গো বিষয় ইতি যাবৎ॥ ৪১, ৪২॥

এবং শ্লোকদ্বয়েন সংগ্রহার্থমভিধায় বহুপ্রকারত্বপ্রদর্শিকাং পঠতি—সগুণীতি।

ব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন তু ব্যঙ্গ্যত্বমলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য স্বপ্রভেদান্তরাপেক্ষয়া বাহুল্যেন সম্ভবতি। যথা—'স্নিগ্ধশ্যামল' ইত্যাদৌ। স্বপ্রভেদসংসৃষ্টত্বং চ যথা পূর্বোদাহরণ এব। অত্র হ্যর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যস্যাত্যন্ততিরস্কৃত-বাচ্যস্য চ সংসর্গঃ। গুণীভূতব্যঙ্গ্যসংকীর্ণত্বং যথা—'ন্যক্কারো হ্যয়মেব মে যদরয়ঃ' ইত্যাদৌ। যথা বা—

কর্ত্তা দ্যূতচ্ছলানাং জতুময়শরণোদ্দীপনঃ সোঽভিমানী
কৃষ্ণাকেশোত্তরীয়ব্যপনয়নপটুঃ পাণ্ডবা যস্য দাসাঃ।
রাজা দুঃশাসনাদের্গুরুরনুজশতস্যাঙ্গরাজস্য মিত্রং
ক্কাস্তে দুর্যোধনোঽসৌ কথয়ত ন রুষা দ্রষ্টুমভ্যাগতৌ স্বঃ॥

অত্র হ্যলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য বাক্যার্থীভূতস্য ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টবাচ্যাভিধায়িভিঃ পদৈঃ সম্মিশ্রতা। অতএব চ পদার্থাশ্রয়ত্বে গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য বাক্যার্থা-শ্রয়ত্বে চ ধ্বনেঃ সঙ্কীর্ণতায়ামপি ন বিরোধঃ স্বপ্রভেদান্তরবৎ। যথা হি ধ্বনিপ্রভেদান্তরাণি পরস্পরং সঙ্কীর্যন্তে পদার্থবাক্যার্থাশ্রয়ত্বেন চ ন বিরুদ্ধানি।

সহ গুণীভূতব্যঙ্গ্যেন সহালঙ্কারৈর্যে বর্তন্তে স্বে ধ্বনেঃ প্রভেদাস্তৈঃ সঙ্কীর্ণতয়া সংসৃষ্ট্যা বানন্তপ্রকারো ধ্বনিরিতি তাৎপর্যম্। বহুপ্রকারতাং দর্শয়তি—তথা হীতি। স্বভে-দৈর্গুণীভূতব্যঙ্গ্যেনালঙ্কারৈঃ প্রকাশ্যত ইতি ত্রয়ো ভেদাঃ। তত্রাপি প্রত্যেকং সঙ্করেণ সংসৃষ্ট্যা চেতি ষট্। সংকরস্যাপি ত্রয়ঃ প্রকারাঃ অনুগ্রাহ্যানুগ্রাহকভাবেন সন্দেহাস্পদত্বেনৈকপদানুপ্রবেশেনেতি দ্বাদশ ভেদাঃ। পূর্বং চ যে পঞ্চত্রিংশদ্ভেদা উক্তাস্তে গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যাপি মন্তব্যাঃ। স্বপ্রভেদাস্তাবন্তোঽলঙ্কার ইত্যেকসপ্ততিঃ। তত্র সংকরত্রয়েণ সংসৃষ্ট্যা চ গুণনে দ্বে শতে চতুরশীত্যধিকে। তাবতা পঞ্চত্রিংশতো মুখ্যভেদানাং গুণনে সপ্তসহস্রাণি চত্বারি শতানি বিংশত্যধিকানি ভবন্তি। অলঙ্কারা-ণামানন্ত্যাত্ত্বসংখ্যত্বম্।

তত্র ব্যুৎপত্তয়ে কতিপয়ভেদেষূদাহরণানি দিৎসুঃ স্বপ্রভেদানাং কারিকায়ামন্য-পদার্থত্বেন প্রধানতয়োক্তত্বাত্তদাশ্রয়াণ্যেব চত্বার্যুদাহরণান্যাহ—তত্রেতি। অনুগৃহ্যমাণ ইতি। লজ্জয়া হি প্রতীতয়া। অভিলাষহৃশৃঙ্গারোঽত্রানুগৃহ্যতে ব্যভিচারিভূতত্বেন। ·ক্ষণ উৎসবস্তত্র নিমন্ত্রণেনানীতা হে দেবর! এষা তে জায়য়া কিমপি ভণিতা

কিং চৈকব্যঙ্গ্যাশ্রয়ত্বে তু প্রধানগুণভাবো বিরুধ্যতে ন তু ব্যঙ্গ্যভেদাপেক্ষয়া ততোপ্যস্য ন বিরোধঃ। অয়ং চ সংকরসংসৃষ্টিব্যবহারো বহূনামেকত্র বাচ্যবাচকভাব ইব ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবেঽপি নির্বিরোধ এব মন্তব্যঃ। যত্র তু পদানি কানিচিদবিবক্ষিতবাচ্যান্যনুরণনরূপব্যঙ্গ্যবাচ্যানি বা তত্র ধ্বনিগুণীভূতব্যঙ্গ্যয়োঃ সংসৃষ্টত্বম্। যথা—'তেষাং গোপবধূবিলাসসুহৃদাম্' ইত্যাদৌ। অত্র হি বিলাসসুহৃদাং' 'রাধারহঃসাক্ষিণাম্' ইত্যেতে পদে ধ্বনিপ্রভেদরূপে 'তে' 'জানে' ইত্যেতে চ পদে গুণীভূতব্যঙ্গ্যরূপে।

বাচ্যালঙ্কারসঙ্কীর্ণত্বমলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া রসবতি সালঙ্কারে কাব্যে সর্বত্র সুব্যবস্থিতম্। প্রভেদান্তরাণামপি কদাচিৎ সঙ্কীর্ণত্বং ভবত্যেব। যথা মমৈব—

রোদিতি। পড়োহরে শূন্যে বলভীগৃহেঽনুনীয়তাং বরাকী। সা তাবদ্দেবরানুরক্তা তজ্জায়য়া বিদিতবৃত্তান্তয়া কিমপ্যুক্তেত্যেষোক্তিস্তদ্বৃত্তান্তং দৃষ্টবত্যা অন্যস্যাস্তদ্দেবরচৌর্যকামিন্যাঃ। তত্র তব গৃহিণ্যায়ং বৃত্তান্তো জ্ঞাত ইত্যুভয়তঃ কলহায়িতুমিচ্ছন্ত্যেবমাহ। তত্রার্থান্তরে সম্ভোগেনৈকান্তোচিতেন পরিতোষ্যতামিত্যেবংরূপে বাচ্যস্য সংক্রমণম্। যদি বা ত্বং তাবদেতস্যামেবানুরক্ত ইতীর্ষ্যাকোপতাৎপর্যাদনুনয়নমন্যপরং বিবক্ষিতম্। এষা তবেদানীমুচিতমগর্হণীয়ং প্রেমাস্পদমিত্যনুনয়ো বিবক্ষিতঃ, বয়ং ত্বিদানীং গর্হণীয়াঃ সংবৃত্তা ইত্যেতৎপরতয়া উভয়থাপি চ স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাদেকতরনিশ্চয়ে প্রমাণাভাব ইত্যুক্তম্। বিবক্ষিতস্য হি স্বরূপস্থস্যৈবান্যপরত্বম্, সংক্রান্তিস্তু তস্যৈতদ্রূপতাপত্তিঃ। যদি বা দেবরানুরক্তায়া এব তং দেবরমন্যয়া সহাবলোকিতসম্ভোগবৃত্তান্তং প্রতীয়মুক্তিঃ, দেবরেত্যামন্ত্রণাৎ। পূর্বব্যাখ্যানে তু তদপেক্ষয়া দেবরেত্যামন্ত্রণং ব্যাখ্যাতম্। বাহুল্যেনেতি। সর্বত্র কাব্যে রসাদিতাৎপর্যং তাবদস্তি তত্র রসধ্বনের্ভাবধ্বনেশ্চৈকেন ব্যঞ্জকেনাভিব্যঞ্জনং স্নিগ্ধশ্যামলেত্যত্র বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারস্য তদ্ব্যভিচারিণশ্চ শোকাবেগাত্মনশ্চর্বণীয়ত্বাৎ। এবং ত্রিবিধং সংকরং ব্যাখ্যায় সংসৃষ্টিমুদাহরতি—স্বপ্রভেদেতি। অত্র হীতি। লিপ্তশব্দাদৌ তিরস্কৃতো বাচ্যঃ, রামাদৌ তু সংক্রান্ত ইত্যর্থঃ।

এবং স্বপ্রভেদং প্রতি চতুর্ভেদানুদাহৃত্য গুণীভূতব্যঙ্গ্যং প্রত্যুদাহরতি—গুণীভূ-

তেতি। অত্র হীত্যুদাহরণদ্বয়েঽপি। অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্যেতি। রৌদ্রস্য ব্যঙ্গ্য-বিশিষ্টেত্যনেন গুণতা ব্যঙ্গ্যস্যোক্তা। পদৈরিত্যুপলক্ষণে তৃতীয়া। তেন তদুপ-লক্ষিতো যোঽর্থো ব্যঙ্গ্যগুণীভাবেন বর্ততে তেন সংমিশ্রতা সংকীর্ণতা। সা চানু-গ্রাহ্যানুগ্রাহকভাবেন সন্দেহযোগেনৈকব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন চেতি যথাসম্ভবমুদাহরণদ্বয়ে যোজ্যা। তথা হি—মে যদরয় ইত্যাদিভিঃ সর্বৈরেব পদার্থৈঃ কর্তেত্যাদিভিশ্চ বিভাবাদিরূপতয়া রৌদ্র এবানুগৃহ্যতে।

কর্তেত্যাদৌ চ প্রতিপদং প্রত্যবান্তরবাক্যং প্রতি সমাসং চ ব্যঙ্গ্যমুৎপ্রেক্ষিতুং শক্যমেবেতি ন লিখিতম্। পাণ্ডবা যস্য দাসা ইতি তদীয়োক্ত্যনুকারঃ। তত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাপি যোজয়িতুং শক্যা, বাচ্যস্যৈব ক্রোধোদ্দীপকত্বাৎ। দাসৈশ্চ কৃত-কৃত্যৈ স্বাম্যবশ্যং দ্রষ্টব্য ইত্যর্থশক্ত্যনুরণনরূপতাপি। উভয়থাপি চারুত্বাদেকপক্ষগ্রহে প্রমাণাভাবঃ। একব্যঞ্জকানুপ্রবেশস্তু তৈরেব পদৈঃ গুণীভূতস্য ব্যঙ্গ্যস্য প্রধানীভূতস্য চ রসস্য বিভাবাদিদ্বারতয়াভিব্যঞ্জনাৎ। অতএব চেতি। যতোঽত্র লক্ষ্যে দৃশ্যতে তত ইত্যর্থঃ।

নন্বু ব্যঙ্গ্যং গুণীভূতং প্রধানং চেতি বিরুদ্ধমেব তদ্দৃশ্যমানমপ্যুক্তত্বান্ন শ্রদ্ধেয়-মিত্যাশঙ্ক্য ব্যঞ্জকভেদাত্তাবন্ন বিরোধ ইতি দর্শয়তি—অতএবেতি। স্বেতি। স্বপ্রভেদান্তরাণি সঙ্কীর্ণতয়া পূর্বমুদাহৃতানীতি তান্যেব দৃষ্টান্তয়তি। তদেব ব্যাচষ্টে—যথা হীতি। তথাত্রাপীত্যধ্যাহারোঽত্র কর্তব্যঃ। 'তথা হি' ইতি বাপাঠঃ।

নন্বু ব্যঞ্জকভেদাৎ প্রথমভেদয়োঃ পরিহারোঽস্তু একব্যঞ্জকানুপ্রবেশে তু কিং বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য পারমার্থিকং পরিহারমাহ—কিঞ্চেতি। ততোঽপীতি। যতোঽন্য-দ্ব্যঙ্গ্যং গুণীভূতমন্যচ্চ প্রধানমিতি কো বিরোধঃ। নন্বু বাচ্যালঙ্কারবিষয়ে শ্রুতোঽয়ং সংকরাদিব্যবহারো ন তু ব্যঙ্গ্যবিষয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অয়ং চেতি। মন্তব্য ইতি। মননেন প্রতীত্যা তথা নিশ্চেয়ঃ উভয়ত্রাপি প্রতীতেরেব শরণত্বাদিতি ভাবঃ। এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্যসংকরভেদাংস্ত্রীনুদাহৃত্য সংসৃষ্টিমুদাহরতি—যত্র তু পদানীতি। কানি-চিদিত্যনেন সংকরাবকাশং নিরাকরোতি। সুহৃচ্ছব্দেন সাক্ষিশব্দেন চাবিবক্ষিত-বাচ্যো ধ্বনিঃ 'তে' ইতি পদেনাসাধারণগুণগণোঽভিব্যক্তোঽপি গুণত্বমবলম্বতে, বাচ্যস্যৈব স্মরণস্য প্রাধান্যেনচারুত্বহেতুত্বাৎ। 'জানে' ইত্যনেনোৎপ্রেক্ষ্যমাণানন্ত-ধর্মব্যঞ্জকেনাপি বাচ্যমেবোৎপ্রেক্ষণরূপং প্রধানীক্রিয়তে। এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্যেঽপি-চত্বারো ভেদা উদাহৃতাঃ।

অধুনালঙ্কারগতাংস্তান্দর্শয়তি—বাচ্যালঙ্কারেতি। ব্যঙ্গ্যত্বে ত্বলঙ্কারাণামুক্ত-

যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নির্বর্ণয়ন্তো বয়ং
শ্রান্তা নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন ত্বদ্ভক্তিতুল্যং সুখম্॥

ইত্যত্র বিরোধালঙ্কারেণার্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যস্য ধ্বনিপ্রভেদস্য সঙ্কীর্ণত্বম্।

ভেদাষ্টক এবান্তর্ভাব ইতি বাচ্যশব্দস্যাশয়ঃ। কাব্য ইতি এবংবিধমেব হি কাব্যং ভবতি। সুব্যবস্থিতমিতি। 'বিবক্ষা তৎপরত্বেন' ইতি দ্বিতীয়োদ্দ্যোতমূলোদাহরণেভ্যঃ সংকরত্রয়ং সংসৃষ্টিশ্চ লভ্যত এব। 'চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিম্' ইত্যত্র হি রূপকব্যতিরেকস্য প্রাগ্ব্যাখ্যাতস্য শৃঙ্গারানুগ্রাহকত্বং স্বভাবোক্তেঃ শৃঙ্গারস্য চৈকানুপ্রবেশঃ। 'উপ্পহ জায়া' ইতি গাথায়াং পামরস্বভাবোক্তি র্বা ধ্বনির্বেতি প্রকরণাদ্যভাবে একতরগ্রাহকং প্রমাণং নাস্তি।

যদ্যপ্যলঙ্কারো রসমবশ্যমনুগৃহ্নাতি, তথাপি 'নাতিনির্বহণৈষিতা' ইতি যদভিপ্রায়েণোক্তং তত্র সংকরাসম্ভবাৎ সংসৃষ্টিরেবালঙ্কারেণ রসধ্বনেঃ। যথা—'বাহুলতিকাপাশেন বদ্ধা দৃঢ়ম্' ইত্যত্র। প্রভেদান্তরাণামপীতি। রসাদিধ্বনিব্যতিরিক্তানাম্। ব্যাপারবতীতি। নিষ্পাদনপ্রাণো হি রস ইত্যুক্তম্। তত্র বিভাবাদিযোজনাত্মিকা বর্ণনা, ততঃ প্রভৃতি ঘটনাপর্যন্তা ক্রিয়া ব্যাপারঃ, তেন সততযুক্তা। রসানিতি। রস্যমানতাসারান্ স্থায়িভাবান্ রসয়িতুং রস্যমানতাপত্তিযোগ্যান্ কর্তুম্। কাচিদিতি লোকবার্তাপতিতবোধাবস্থাত্যাগেনোন্মীলন্তী। অতএব 'তে কবয়ঃ বর্ণনাযোগাৎ তেষাম্। নবেতি। ক্ষণে ক্ষণে নূতনৈর্নূতনৈর্বৈচিত্র্যৈর্জগত্ত্যাস্তত্রয়ন্তি। দৃষ্টিরিতি। প্রতিভারূপা, তত্র দৃষ্টিশ্চাক্ষুষং জ্ঞানং ষাড়বাদি রসয়তীতি বিরোধালঙ্কারোঽত এব নবা। তদনুগৃহীতশ্চ ধ্বনিঃ, তথা হি চাক্ষুষং জ্ঞানং নাবিবক্ষিতমত্যন্তমসম্ভবাভাবাৎ। ন চান্যপরম্ অপি ত্বর্থান্তরে ঐন্দ্রিয়কবিজ্ঞানাভ্যাসোল্লসিতে প্রতিভানলক্ষণেঽর্থে সংক্রান্তম্। সংক্রমণে চ বিরোধোঽনুগ্রাহক এব। তদ্বক্ষ্যতি—'বিরোধালঙ্কারেণ' ইত্যাদিনা। যা চৈবংবিধা দৃষ্টিঃ পরিনিষ্ঠিতোঽচলঃ অর্থবিষয়ে নিশ্চেতব্যো বিষয়েউন্মেষো যস্যাঃ। তথা পরিনিষ্ঠিতে লোকপ্রসিদ্ধেঽর্থে ন তু কবিবদপূর্বস্মিন্নর্থে উন্মেষো যস্যাঃ সা। বিপশ্চিতামিয়ং বৈপশ্চিতী। তে অবলম্ব্যেতি। কবীনামিতি বৈপশ্চিতীতি বচনেন নাহং কবির্ন পণ্ডিত ইত্যাত্ম-

বাচ্যালঙ্কারসংসৃষ্টত্বং চ পদাপেক্ষয়ৈব। যত্র হি কানিচিৎ পদানি বাচ্যালঙ্কারভাঞ্জি কানিচিচ্চ ধ্বনিপ্রভেদযুক্তানি। যথা—

দীর্ঘীকুর্বন্ পটুমদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ
সিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ।

নোঽনৌদ্ধত্যং ধ্বন্যতে। অনাত্মীয়মপি দরিদ্রগৃহ ইবোপকরণতয়াহৃত আহৃতমেতন্ময়া দৃষ্টিদ্বয়মিত্যর্থঃ। তে দ্বে অপীতি। ন হ্যেকয়া দৃষ্ট্যা সম্যঙ্‌ নির্বর্ণনং নির্বহতি। বিশ্বমিত্যশেষম্। অনিশমিতি। পুনঃপুনরনবরতম্। নির্বর্ণয়ন্তো বর্ণনয়া, তথা নিশ্চিতার্থং বর্ণয়ন্তঃ ইদমিত্থমিতি পরামর্শানুমানাদিনা নির্ভজ্য নির্বর্ণনং কিমত্র সারং স্যাদিতি তিলশস্তিলশো বিচয়নম্। যচ্চ নির্বর্ণ্যতে তৎ খলু মধ্যে ব্যাপার্যমাণয়া মধ্যে চার্থবিশেষেষু নিশ্চিতোন্মেষয়া নিশ্চলয়া দৃষ্ট্যা সম্যঙ্‌ নির্বর্ণিতং ভবতি। বয়মিতি। মিথ্যাতত্ত্বদৃষ্ট্যাহরণব্যসনিন ইত্যর্থঃ। শ্রান্তা ইতি। ন কেবলং সারং ন লব্ধং যাবৎ প্রত্যুত খেদঃ প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ। চশব্দস্তুশব্দস্যার্থে। অব্ধিশয়নেতি। যোগনিদ্রয়া ত্বমত এব সারস্বরূপবেদী স্বরূপাবস্থিত ইত্যর্থঃ। শ্রান্তস্য শয়নস্থিতং প্রতি বহুমানো ভবতি। তদ্ভক্তীতি। ত্বমেব পরমাত্মস্বরূপো বিশ্বাসারস্তস্য ভক্তিঃ শ্রদ্ধাতিপূর্বকউপাসনাক্রমজস্তদাবেশস্তেন তুলাংশমপি ন লব্ধমাস্তাং তাবত্তজ্জাতীয়ম্।

এবং প্রথমমেব পরমেশ্বরভক্তিভাজঃ কুতূহলমাত্রাবলম্বিতকবিপ্রামাণিকোভয়বৃত্তেঃ পুনরপি পরমেশ্বরভক্তিবিশ্রান্তিরেব যুক্তেতি মন্বানস্যেয়মুক্তিঃ। সকলপ্রমাণপরিনিশ্চিতদৃষ্টাদৃষ্টবিষয়বিশেষজং যৎ সুখং, যদপি বা লোকোত্তরং রসচর্বণাত্মকং ততঃ উভয়তোঽপি পরমেশ্বরবিশ্রান্ত্যানন্দঃ প্রকৃষ্যতে। তদানন্দবিপ্রুণ্মাত্রাবভাসো হি রসাস্বাদ ইত্যুক্তং প্রাগস্মাভিঃ। লৌকিকং তু সুখং ততোঽপি নিকৃষ্টপ্রায়ং বহুতরদুঃখানুষঙ্গাদিতি তাৎপর্যম্। তত্রৈব দৃষ্টিশব্দাপ্রেক্ষয়ৈকপদানুপ্রবেশঃ। দৃষ্টিমবলম্ব্য নির্বর্ণনমিতি বিরোধালঙ্কারো বাশ্রীয়তাম্, অন্ধপদন্যাসেন দৃষ্টিশব্দোঽত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যো বাস্তু ইত্যেকতরনিশ্চয়ে নাস্তি প্রমাণম্, প্রকারদ্বয়েনাপি হৃদ্যত্বাৎ। ন চ পূর্বত্রাপ্যেবং বাচ্যম্। নবাশব্দেন শব্দশক্ত্যনুরণনতয়া বিরোধস্য সর্বথাবলম্বনাৎ।

এবং সংকরং ত্রিবিধমুদাহৃত্য সংসৃষ্টিমুদাহরতি বাচেতি। সকলবাক্যে হি যদ্যলঙ্কারোঽপি ব্যঙ্গ্যার্থোঽপি প্রধানং তদানুগ্রাহ্যানুগ্রাহকত্বসংকরস্তদভাবে ত্বসঙ্গতি-

অত্র হি মৈত্রীপদমবিবক্ষিতবাচ্যো ধ্বনিঃ। পদান্তরেষ্বলঙ্কারান্তরাণি। সংসৃষ্টালঙ্কারান্তরসঙ্কীর্ণো ধ্বনির্যথা—

দন্তক্ষতানি করজৈশ্চ বিপাটিতানি
প্রোদ্ভিন্নসান্দ্রপুলকে ভবতঃ শরীরে।
দত্তানি রক্তমনসা মৃগরাজবধ্বা
জাতস্পৃহৈর্মুনিভিরপ্যবলোকিতানি ॥

ন্নিত্যলঙ্কারেণ বা ধ্বনিনা বা পর্যায়েণ দ্বাভ্যামপি বা যুগপৎ পদবিশ্রান্তাভ্যাং ভাব্যমিতি ত্রয়ো ভেদাঃ। এতদঙ্গীকৃত্য সাধারণমাহ—পদাপেক্ষয়ৈবেতি। যত্রানুগ্রাহ্যানুগ্রাহকভাবং প্রত্যাশঙ্কাপি নাবতরতি তং তৃতীয়মেব প্রকারমুদাহর্তুমুপক্রমতে—যত্র হীতি। যস্মাত্তত্র কানিচিদলঙ্কারভাঞ্জি কানিচিদ্ ধ্বনিযুক্তানি, যথা দীর্ঘীকুর্বন্নিত্যত্রেতি। তথাবিধপদাপেক্ষয়ৈব বাচ্যালঙ্কারসংসৃষ্টত্বমত্যাবৃত্ত্যা পূর্বগ্রন্থেন সম্বন্ধঃ কর্তব্যঃ। অত্র হীতি। অত্রত্যো হিশব্দো মৈত্রীপদমিত্যস্যানন্তরং যোজ্য ইতি গ্রন্থসঙ্গতিঃ।

দীর্ঘীকুর্বন্নিতি। সিপ্রাবাতেন হি দূরমপ্যসৌ শব্দো নীয়তে, তথা সুকুমারপবনস্পর্শজাতহর্ষাঃ চিরং কূজন্তি, তৎকূজিতং চ বাতান্দোলিতসিপ্রাতরঙ্গজমধুরশব্দমিশ্রং ভবতীতি দীর্ঘত্বম্। পাটবিতি। তথাসৌ সুকুমারো বায়ুর্যেন তজ্জঃ শব্দঃ সারসকূজিতমপি নাভিভবতি প্রত্যুত তৎ সব্রহ্মচারী তদেব দীপয়তি। ন চ দীপনং তদীয়মনুপযোগি যতস্তন্মদেন কলং মধুরমাকর্ণনীয়ম্। প্রত্যূষেষ্বিতি। প্রভাতস্য তথাবিধসেবাবসরত্বম্। বহুবচনং সদৈব তত্রৈষা হৃদ্যতেতি নিরূপয়তি স্ফুটিতান্তর্বর্তমানমকরন্দভরেণ। তথা স্ফুটিতানি বিকশিতানি নয়নহারীণি যানি কমলানি তেষাং য আমোদস্তেন যা মৈত্রী অভ্যাসাঙ্গাবিয়োগপরম্পরানুকূল্যলাভস্তেন কষায় উপরক্তো মকরন্দেন চ কষায়বর্ণীকৃতঃ। স্ত্রীণামিতি। সর্বস্য তথাবিধস্য ত্রৈলোক্যসারভূতস্য য এবং করোতি সুরতকৃতাং গ্লানিং তান্তিং হরতি, অথচ তদ্বিষয়াং গ্লানিং পুনঃ সম্ভোগাভিলাষোদ্দীপনেন হরতি।

ন চ প্রসহ্যপ্রভৃততয়াপি ত্বঙ্গানুকূলো হৃদ্যস্পর্শঃ হৃদয়ান্তর্ভূতশ্চ। প্রিয়তমে তদ্বিষয়ে প্রার্থনার্থং চাটূনি কারয়তি। প্রিয়তমোঽপি তৎপবনস্পর্শপ্রবুদ্ধসম্ভোগাভিলাষঃ। প্রার্থনার্থং চাটূনি করোতীতি তথা কার্যত ইতি পরম্পরানুরাগপ্রাণশৃঙ্গাররসসর্বস্বভূতোঽসৌ পবনঃ। যুক্তং চৈতত্তস্য যতঃ সিপ্রাপরিচিতোঽসৌ বাত

অত্র হি সমাসোক্তিসংস্পৃষ্টেন বিরোধালঙ্কারেণ সঙ্কীর্ণস্যালক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনেঃ প্রকাশনম্। দয়াবীরস্য পরমার্থতো বাক্যার্থীভূতত্বাৎ। সংসৃষ্টালঙ্কারসংসৃষ্টত্বং চ ধ্বনের্যথা—

অহিণঅপওঅরসিএসু পহিঅসামাইএসু দিঅহেসু।
সোহই পসারিঅগিআণং ণচ্চিঅং মোরবন্দাণম্॥

অত্র হ্যুপমারূপকাভ্যাং শব্দশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য ধ্বনেঃ সংসৃষ্টত্বম্।

ইতি নাগরিকো ন ত্ববিদগ্ধো গ্রাম্যপ্রায় ইত্যর্থঃ। প্রিয়তমোঽপি রত্যন্তেঽঙ্গানুকূলঃ সংবাহনাদিনা প্রার্থনার্থং চাটুকার এবমেব সুরতগ্লানিং হরতি। কূজিতং চানঙ্গীকরণবচনাদি মধুরধ্বনিতং দীর্ঘীকরোতি। চাটুকরণাবসরে চ স্ফুটিতং বিকসিতং যৎকমলকান্তিধারিবদনং তস্য যামোদমৈত্রী সহজসৌরভপরিচয়স্তেন কষায় উপরক্তো ভবতি! অঙ্গেষু চাতুষষ্ঠিকপ্রয়োগেষনুকূলঃ। এবং শব্দরূপগন্ধস্পর্শা যত্র হৃদ্যা যত্র চ পবনোঽপি তথা নাগরিকঃ স তবাবশ্যমভিগন্তব্যো দেশ ইতি মেঘদূতে মেঘং প্রতি কামিন ইয়মুক্তিঃ। উদাহরণে লক্ষণং যোজয়তি—মৈত্রীপদমিতি। হিশব্দোঽনন্তরং পঠিতব্য ইত্যুক্তমেব। অলঙ্কারান্তরাণীতি। উৎপ্রেক্ষাস্বভাবোক্তিরূপকোপমাঃ ক্রমেণেত্যর্থঃ। এবমিয়তা

গুণীভূতব্যঙ্গ্যৈঃ সালঙ্কারৈঃ সহপ্রভেদৈঃ স্বৈঃ।
সংকরসংসৃষ্টিভ্যাম্।

ইত্যেতদন্তং ব্যাখ্যায়োদাহরণানি চ নিরূপ্য 'পুনরপি' ইতি যৎ কারিকাভাগে পদদ্বয়ং তস্যার্থং প্রকাশয়ত্যুদাহরণদ্বারেণৈব—সংসৃষ্টেত্যাদি। পুনঃ-শব্দস্যায়মর্থঃ—ন কেবলং ধ্বনেঃ স্বপ্রভেদাদিভিঃ সংসৃষ্টিসংকরৌ বিবক্ষিতৌ যাবত্তেষামন্যোন্যমপি স্বপ্রভেদানাং স্বপ্রভেদৈর্গুণীভুতব্যঙ্গ্যেন বা সঙ্কীর্ণানাং সংসৃষ্টানাং চ ধ্বনীনাং সঙ্কীর্ণত্বং সংসৃষ্টত্বং চ দুর্লক্ষ্যমিতি বিস্পষ্টোদাহরণং ন ভবতীত্যভিপ্রায়েণালঙ্কারস্যালঙ্কারেণ সংসৃষ্টস্য সঙ্কীর্ণস্য বা ধ্বনৌ সংকরসংসর্গৌ প্রদর্শনীয়ৌ।

তদস্মিন্ ভেদচতুষ্টয়ে প্রথমং ভেদমুদাহরতি—দন্তক্ষতানীতি। বোধিসত্ত্বস্য স্বকিশোরভক্ষণপ্রবৃত্তাং সিংহীংপ্রতি নিজশরীরং বিতীর্ণবতঃ কেনচিচ্চাটুকং ক্রিয়তে। প্রোদ্ভুতঃ সান্দ্রঃ পুলকঃ পরার্থসম্পত্তিজেনানন্দভরেণ যত্র। রক্তে রুধিরে মনোঽভিলাষো যস্যাঃ, অনুরক্তং চ মনো যস্যাঃ। মুনয়শ্চোদ্বোধিতমদনাবেশাশ্চেতি

এবং ধ্বনেঃপ্রভেদাঃপ্রভেদাভেদাশ্চ কেন শক্যন্তে।
সংখ্যাতুং দিঙ্‌মাত্রং তেষামিদমুক্তমস্মাভিঃ ॥ ৪৪ ॥

অনন্তা হি ধ্বনেঃ প্রকারাঃ সহৃদয়ানাং ব্যুৎপত্তয়ে তেষাং দিঙ্‌মাত্রং কথিতম্।

ইত্যুক্তলক্ষণো যো ধ্বনির্বিবেচ্যঃ প্রযত্নতঃ সদ্ভিঃ।
সৎকাব্যং কর্তুং বা জ্ঞাতুং বা সম্যগভিযুক্তৈঃ ॥ ৪৫ ॥

উক্তস্বরূপধ্বনিনিরূপণনিপুণা হি সৎকবয়ঃ সহৃদয়াশ্চ নিয়তমেব কাব্যবিষয়ে পরাং প্রকর্ষপদবীমাসাদয়ন্তি।

বিরোধঃ। জাতস্পৃহৈরিতি চ বয়মপি কদাচিদেবং কারুণিকপদবীমধিরোক্ষ্যামস্তদা সত্যতো মুনয়ো ভবিষ্যাম ইতি মনোরাজ্যযুক্তৈঃ। সমাসোক্তিশ্চ নায়িকাবৃত্তান্তপ্রতীতেঃ। দয়াবীরস্যেতি। দয়াপ্রযুক্তত্বাদত্র ধর্ম্মস্য ধর্মবীব এব দয়াবীরশব্দেনোক্তঃ। বীরশ্চাত্র রসঃ, উৎসাহস্যৈব স্থায়িত্বাদিতি ভাবঃ দয়াবীরশব্দেন বা শান্তং ব্যপদিশতি। সোঽত্র রসঃ সংসৃষ্টালঙ্কারেণানুগৃহ্যতে। সমাসোক্তিমহিম্না হ্যয়মর্থঃ সম্পদ্যতে—যথা কশ্চিন্মনোরথশতপ্রার্থিতপ্রেয়সীসম্ভোগাবসরে জাতপুলকস্তথা ত্বং পরার্থসম্পাদনায় স্বশরীরদান ইতি করুণাতিশয়োঽনুভাববিভাবসম্পদোদ্দীপিতঃ।

দ্বিতীয়ং ভেদমুদাহরতি—সংসৃষ্টেতি। অভিনবং হৃদ্যং পয়োদানাং মেঘানাং রসিতং যেষু দিবসেষু। তথা পথিকান্ প্রতি শ্যামায়িতেষু মোহজনকত্বাদ্রাত্রিরূপতামাচরিতবৎসু। যদি বা পথিকানাং শ্যামায়িতং দুঃখবশেন শ্যামিকা যেভ্যঃ। শোভতে প্রসারিতগ্রীবাণাং ময়ূরবৃন্দানাং নৃত্তম্। অভিনয়প্রয়োগরসিকেষু পথিকসামাজিকেষু সৎসু ময়ূরবৃন্দানাং প্রসারিতগীতানাং প্রকৃষ্টসারণানুসারিগীতানাং তথা গ্রীবারেচকায় প্রসারিতগ্রীবাণাং নৃত্তং শোভতে। পথিকান্ প্রতি শ্যামা ইবাচরন্তীতি ক্যচ্। প্রত্যয়েন লুপ্তোপমা নির্দিষ্টা। পথিকসামাজিকেষ্বিতি কর্মধারয়স্য স্পষ্টত্বাদ্রূপকম্। তাভ্যাং ধ্বনেঃ সংসর্গ ইতি গ্রন্থকারস্যাশয়ঃ। অত্রৈবোদাহরণেঽন্যদ্‌ভেদদ্বয়মুদাহর্তুং শক্যমিত্যাশয়েনোদাহরণান্তরং ন দত্তম্। তথা হি—ব্যাঘ্রাদেরাকৃতিগণত্বে পথিকসামাজিকেষ্বিত্যুপমারূপকাভ্যাং সন্দেহাস্পদত্বেন সঙ্কীর্ণাভ্যামভিনয়প্রয়োগে, অভিনবপ্রয়োগে চ রসিকেষ্বিতি প্রসারিতগীতানামিতি যঃ শব্দশক্ত্যুদ্ভববস্তুস্য সংসর্গমাত্রমনুগ্রাহ্যত্বাভাবাৎ। 'পহিঅসামাইএসু' ইত্যত্র তু পদে সঙ্কীর্ণাভ্যাং

অস্ফুটস্ফুরিতং কাব্যতত্ত্বমেতদ্‌যথোদিতম্।
অশক্নুবদ্ভির্ব্যাকর্তুং রীতয়ঃ সম্প্রবর্তিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

এতদ্‌ধ্বনিপ্রবর্তনেন নির্ণীতং কাব্যতত্ত্বমস্ফুটস্ফুরিতং সদশক্নুবদ্ভিঃ প্রতিপাদয়িতুং বৈদর্ভী গৌড়ী পাঞ্চালী চেতি রীতয়ঃ প্রবর্তিতাঃ। রীতিলক্ষণবিধায়িনাং হি কাব্যতত্ত্বমেতৎ স্ফুটতয়া মনাক্ স্ফুরিতমাসীদিতি লক্ষ্যতে তদত্র স্ফুটতয়া সম্প্রদর্শিতেনান্যেন রীতিলক্ষণেন ন কিঞ্চিৎ।

শব্দতত্ত্বাশ্রয়াঃ কাশ্চিদর্থতত্ত্বযুজোঽপরাঃ।
বৃত্তয়োঽপি প্রকাশন্তে জ্ঞাতেঽস্মিন্ কাব্যলক্ষণে ॥ ৪৭ ॥

অস্মিন্ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাববিবেচনময়ে কাব্যলক্ষণে জ্ঞাতে সতি যাঃ কাশ্চিৎ প্রসিদ্ধা উপনাগরিকাদ্যাঃ শব্দতত্ত্বাশ্রয়া বৃত্তয়ো যাশ্চার্থতত্ত্বসম্বদ্ধাঃ কৈশিক্যাদয়স্তাঃ সম্যগ্রীতিপদবীমবতরন্তি। অন্যথা তু তাসামদৃষ্টার্থানামিব বৃত্তীনামশ্রদ্ধেয়ত্বমেব স্যান্নানুভবসিদ্ধত্বম্। এবং স্ফুটতয়ৈব লক্ষণীয়ং স্বরূপমস্য ধ্বনেঃ। যত্র শব্দানামর্থানাং চ কেষাঞ্চিৎ প্রতিপত্তৃবিশেষসংবেদ্যং জাত্যত্বমিব রত্নবিশেষানাং চারুত্বমনাখ্যেয়মবভাসতে

তাভ্যামুপমারূপকাভ্যাং শব্দশক্তিমূলস্য ধ্বনেঃ সঙ্কীর্ণত্বমেকব্যঞ্জকানুপ্রবেশাদিতি সঙ্কীর্ণালঙ্কারসংসৃষ্টঃ। সঙ্কীর্ণালঙ্কারসঙ্কীর্ণশ্চেত্যপি ভেদদ্বয়ং মন্তব্যম্ ॥ ৪৩ ॥

এতদুপসংহরতি এবমিতি। স্পষ্টম্ ॥ ৪৪ ॥

অথ 'সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে' ইতি যৎ সূচিতং তদিদানীং ন শব্দমাত্রমপি তু নির্ব্যূঢ়মিত্যাশয়েনাহ—ইত্যুক্তেতি। যঃ প্রযত্নতো বিবেচ্যঃ অস্মাভিশ্চোক্তলক্ষণো ধ্বনিরেতদেব কাব্যতত্ত্বং যথোদিতেন প্রপঞ্চনিরূপণাদিনা ব্যাকর্তুমশক্নুবদ্ভিরলঙ্কারৈঃ রীতয়ঃ প্রবর্তিতা ইত্যুত্তরকারিকয়া সম্বন্ধঃ। অন্যে তু যচ্ছব্দস্থানে 'অয়ম্' ইতি পঠন্তি। প্রকর্ষপদবীমিতি। নির্মাণে বোধে চেতি ভাবঃ। ব্যাকর্তুমশক্নুবদ্ভিরিত্যত্র হেতুঃ—অস্ফুটং কৃত্বা স্ফুরিতমিতি। লক্ষ্যত ইতি। রীতির্হি গুণেষ্বেব পর্যবসিতা। যদাহ—বিশেষো গুণাত্মা গুণাশ্চ রসপর্যবসায়িন এবেতি হ্যুক্তং প্রাগ্‌গুণনিরূপণে 'শৃঙ্গার এব মধুরঃ' ইত্যত্রেতি। ৪৫ ॥ ৪৬ ॥

প্রকাশন্ত ইতি। অনুভবসিদ্ধতাং কাব্যজীবিতত্বে প্রযান্তীত্যর্থঃ। রীতিপদবী-

কাব্যে তত্র ধ্বনিব্যবহার ইতি যল্লক্ষণং ধ্বনেরুচ্যতে কেনচিত্তদযুক্তমিতি নাভিধেয়তামর্হতি। যতঃ শব্দানাং স্বরূপাশ্রয়স্তাবদক্লিষ্টত্বে সত্যপ্রযুক্ত-প্রয়োগঃ। বাচকাশ্রয়স্তু প্রসাদো ব্যঞ্জকত্বং চেতি বিশেষঃ। অর্থানাং চ স্ফুটত্বেনাবভাসনং ব্যঙ্গ্যপরত্বং ব্যঙ্গ্যাংশবিশিষ্টত্বং চেতি বিশেষঃ।

তৌ চ বিশেষৌ ব্যাখ্যাতুং শক্যেতে ব্যাখ্যাতৌ চ বহুপ্রকারম্। তদ্ব্যতিরিক্তানাখ্যেয়বিশেষসম্ভাবনা তু বিবেকাবসাদভাবমূলৈব। যস্মাদনাখ্যেয়ত্বং সর্বশব্দাগোচরত্বেন ন কস্যচিৎ সম্ভবতি। অন্ততোঽনাখ্যেয়শব্দেন তস্যাভিধানসম্ভবাৎ। সামান্যসংস্পর্শিবিকল্পশব্দাগোচরত্বে সতি প্রকাশমানত্বং তু যদাখ্যেয়ত্বমুচ্যতে ক্বচিৎ তদপি কাব্য-বিশেষাণাং রত্নবিশেষাণামিব ন সম্ভবতি। তেষাং লক্ষণকারৈর্ব্যাকৃতরূপত্বাৎ। রত্নবিশেষানাং চ সামান্যসম্ভাবনয়ৈব মূল্যস্থিতিপরিকল্পনাদর্শনাচ্চ। উভয়েষামপি তেষাং প্রতিপত্তৃবিশেষসংবেদ্যত্বমস্ত্যেব।

মিতি। তদ্বদেব পর্যবসায়িত্বাৎ। প্রতীতিপদবীমিতি বা পাঠঃ। নাগরিকয়া হ্যুপমিতেত্যনুপ্রাস বৃত্তিঃ শৃঙ্গারাদৌ বিশ্রাম্যতি। পরুষেতি দীপ্তেষু রৌদ্রাদিষু। কোমলেতি হাস্যাদৌ। তথা—'বৃত্তয়ঃ কাব্যমাতৃকাঃ' ইতি যদুক্তং মুনিনা তত্র রসোচিত এব চেষ্টাবিশেষো বৃত্তিঃ। যদাহ—

কৈশিকী শ্লক্ষ্নেপথ্যা শৃঙ্গাররসসম্ভবা' ইত্যাদি।

ইয়তা 'তস্যাভাবং জগদুরপরে ইত্যাদাবভাববিকল্পেষু 'বৃত্তয়ো রীতয়শ্চ গতাঃ শ্রবণ-গোচরং, তদতিরিক্তঃ কোঽয়ং ধ্বনি'রিতি। তত্র কথঞ্চিদভ্যুপগমঃ কৃতঃ কথঞ্চিচ্চ দূষণং দত্তমস্ফুটস্ফুরিতমিতি বচনেন। 'ইদানীং বাচাং স্থিতমবিষয়ে' ইতি যদুচে তত্তু প্রথমোদ্দ্যোতে দূষিতমপি দূষয়তি সর্বপ্রপঞ্চকথনে হি অসম্ভাব্যমেবানাখ্যেয়ত্ব মিত্যভিপ্রায়েণ। অক্লিষ্টত্ব ইতি শ্রুতিকষ্টাদ্যভাব ইত্যর্থঃ। অপ্রযুক্তস্য প্রয়োগ ইত্যপৌনরুক্ত্যম্। তাবিতি শব্দগতোঽর্থগতশ্চ। বিবেকস্যাবসাদো যত্র তস্য ভাবো নির্বিবেকত্বম্। সামান্যস্পর্শী যো বিকল্পস্ততো যঃ শব্দঃ দৃষ্টান্তেঽপি অনাখ্যেয়ত্বং নাস্তীতি দর্শয়তি—রত্নবিশেষাণাং চেতি; ননু সর্বেণ তন্ন সংবেদ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাভ্যুপগমেনৈবোত্তরয়তি—উভয়েষামিতি। রত্নানাং কাব্যানাং চ। ননু নার্থং শব্দাঃ স্পৃশন্ত্যপীতি। অনির্দেশ্যস্য বেদকমিত্যাদৌ কথমনাখ্যেয়ত্বং বস্তূনামুক্তমিতি চেদত্রাহ

বৈকটিকা এব হি রত্নতত্ত্ববিদঃ, সহৃদয়া এব হি কাব্যানাং রসজ্ঞা ইতি কস্যাত্র বিপ্রতিপত্তিঃ।

যত্ত্বনির্দেশ্যত্বং সর্বলক্ষণবিষয়ং বৌদ্ধানাং প্রসিদ্ধং তত্তন্মতপরীক্ষায়াং গ্রন্থান্তরে নিরূপয়িষ্যামঃ। ইহ তু গ্রন্থান্তরশ্রবণলবপ্রকাশনং সহৃদয়-বৈমনস্যপ্রদায়ীতি ন প্রক্রিয়তে। বৌদ্ধমতেন বা যথা প্রত্যক্ষাদিলক্ষণং তথাস্মাকং ধ্বনিলক্ষণং ভবিষ্যতি। তস্মাল্লক্ষণান্তরস্যাঘটনাদশব্দার্থত্বাচ্চ তস্যোক্তমেব ধ্বনিলক্ষণং সাধীয়ঃ। তদিদমুক্তম্—

অনাখ্যেয়াংশভাসিত্বং নির্ব্যাচ্যার্থতয়া ধ্বনেঃ।
ন লক্ষণং, লক্ষণং তু সাধীয়োঽস্য যথোদিতম্॥

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবধনাচার্যবিরচিতে ধ্বন্যালোকে তৃতীয় উদ্দ্যোতঃ॥

—যত্ত্বিতি। এবং হি সর্বভাববৃত্তান্ততুল্য এব ধ্বনিরিতি ধ্বনিস্বরূপমনাখ্যেয়মিত্যতি-ব্যাপকং লক্ষণং স্যাদিতি ভাবঃ। গ্রন্থান্তর ইতি বিনিশ্চয়টীকায়াং ধর্মোত্তর্যাং যা বিবৃতিরমুনা গ্রন্থকৃতা কৃতা তত্রৈব তদ্ব্যাখ্যাতম্। উক্তমিতি। সংগ্রহার্থং ময়ৈ-বেত্যর্থঃ। অনাখ্যেয়াংশস্যাভাসো বিদ্যতে যস্মিন্ কাব্যে তস্য ভাবস্তন্ন লক্ষণং ধ্বনেরিতি সম্বন্ধঃ। অত্র হেতুঃ—নির্বাচ্যার্থতয়েতি। নির্বিভজ্য বক্তুং শক্যত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যস্তু 'নির্বাচ্যার্থতয়া' ইত্যত্র নিসো নঞর্থত্বং পরিকল্প্যানাখ্যেয়াংশভাসিত্বেঽয়ং হেতুরিতি ব্যাচষ্টে. তত্তু ক্লিষ্টম্। হেতুশ্চ সাধ্যাবিশিষ্ট ইত্যুক্তব্যাখ্যানমেবেতি শিবম্।

কাব্যালোকে প্রথাং নীতান্ ধ্বনিভেদান্ পরামৃশং।
ইদানীং লোচনং লোকান্ কৃতার্থান্ সংবিধাস্যতি॥
আসূত্রিতানাং ভেদানাং স্ফুটতাপত্তিদায়িনীম্।
ত্রিলোচনপ্রিয়াং বন্দে মধ্যমাং পরমেশ্বরীম্॥

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচার্যবর্যাভিনবগুপ্তোন্মীলিতে সহৃদয়ালোকলোচনে ধ্বনি-সঙ্কেতে তৃতীয়ঃ উদ্দ্যোতঃ।

চতুর্থ উদ্দ্যোতঃ

এবং ধ্বনিং সপ্রপ্রঞ্চং বিপ্রতিপত্তিনিরাসার্থং ব্যুৎপাদ্য তদ্ব্যুৎপাদনে প্রয়োজনান্তরমুচ্যতে—

ধ্বনের্যঃ সগুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যাধ্বা প্রদর্শিতঃ।
অনেনানন্ত্যমায়াতি কবীনাং প্রতিভাগুণঃ ॥ ১ ॥

য এষ ধ্বনের্গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য চ মার্গঃ প্রকাশিতস্তস্য ফলান্তরং কবিপ্রতিভানন্ত্যম্। কথমিতি চেৎ—

অতো হ্যন্যতমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা।
বাণী নবত্বমায়াতি পূর্বার্থান্বয়বত্যপি ॥ ২ ॥

অতো ধ্বনেরুক্তপ্রভেদমধ্যাদন্যতমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা সতী বাণী পুরাতনকবিনিবদ্ধার্থসংস্পর্শবত্যপি নবত্বমায়াতি। তথা হ্যবিবক্ষিতবাচ্যস্য ধ্বনেঃ প্রকারদ্বয়সমাশ্রয়ণেন নবত্বং পূর্বার্থানুগমেঽপি যথা—

স্মিতং কিঞ্চিন্মুগ্ধং তরলমধুরো দৃষ্টিবিভবঃ
পরিস্পন্দো বাচামভিনববিলাসোর্মিসরসঃ।
গতানামারম্ভঃ কিসলয়িতলীলাপরিমলঃ
স্পৃশন্ত্যাস্তারুণ্যং কিমিব হি ন রম্যং মৃগদৃশঃ ॥

কৃত্যপঞ্চকনির্বাহযোগেঽপি পরমেশ্বরঃ।
নান্যোপকরণাপেক্ষো যথা তাং নৌমি শাঙ্করীম্ ॥

উদ্দ্যোতান্তরসঙ্গতিং বিরচয়িতুং বৃত্তিকার আহ—এবমিতি। প্রয়োজনান্তরমিতি। যদ্যপি 'সহৃদয়মনঃ প্রীতয়' ইত্যনেন প্রয়োজনং প্রাগেবোক্তং, তৃতীয়োদ্দ্যোতাবধৌ চ সৎকাব্যং কর্তুং বা জ্ঞাতুং বেতি তদেবেষৎস্ফুটীকৃতং, তথাপি স্ফুটতরীকর্তুমিদানীং যত্নঃ। যতস্তু স্পষ্টরূপত্বেন বিজ্ঞায়তে, অতোঽস্পষ্টনিরূপিতাৎ স্পষ্টনিরূপণমন্যথৈব প্রতিভাতীতি প্রয়োজনান্তরমিত্যুক্তম্। অথবা পূর্বোক্তয়োঃপ্রয়োজনয়োরন্তরং

ইত্যস্য,

সবিভ্রমস্মিতোদ্ভেদা লোলাক্ষ্যঃ প্রস্খলদ্গিরঃ।
নিতম্বালসগামিন্যঃ কামিন্যঃ কস্য ন প্রিয়াঃ॥

ইত্যেবমাদিষু শ্লোকেষু সৎস্বপি তিরস্কৃতবাচ্যধ্বনিসমাশ্রয়েণাপূর্বত্বমেব প্রতিভাসতে। তথা—

যঃ প্রথমঃ প্রথমঃ স তু তথা হি হতহস্তিবহলপললাশী।
শ্বাপদগণেষু সিংহঃ সিংহঃ কেনাধরীক্রিয়তে॥

ইত্যস্য,

স্বতেজঃক্রীতমহিমা কেনান্যেনাতিশয্যতে।
মহদ্ভিরপিমাতঙ্গৈঃ সিংহঃ কিমভিভূয়তে॥

ইত্যেমাদিষু শ্লোকেষু সৎস্বপ্যর্থান্তরসঙ্ক্রমিতবাচ্যধ্বনিসমাশ্রয়েণ নবত্বম্। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্যাপ্যুক্তপ্রকারসমাশ্রয়েণ নবত্বং যথা—

নিদ্রাকৈতবিনঃ প্রিয়স্য বদনে বিন্যস্য বক্ত্রং বধূঃ
বোধত্রাসনিরুদ্ধচুম্বনরসাপ্যাভোগলোলং স্থিতা।
বৈলক্ষ্যাদ্বিমুখীভবেদিতি পুনস্তস্যাপ্যানারম্ভিণঃ
সাকাঙ্ক্ষপ্রতিপত্তি নাম হৃদয়ং যাতং তু পারং রতেঃ॥

বিশেষোঽভিধীয়তে; কেন বিশেষেণ সৎকাব্যকরণমস্য প্রয়োজনং, কেন চ সৎকাব্য-বোধ ইতি বিশেষো নিরূপ্যতে। তত্র সৎকাব্যকরণে কথমস্য ব্যাপার ইতি পূর্বং বক্তব্যং নিষ্পাদিতস্য জ্ঞেয়ত্বাদিতি তদুচ্যতে—ধ্বনের্য ইতি॥ ১॥

নন্থ ধ্বনিভেদাৎ প্রতিভানামনন্ত্যমিতি ব্যধিকরণমেতদিত্যভিপ্রায়েণাশঙ্কতে—কথমিতীতি।

অত্রোত্তরম—অতো হীতি। আসতাবদ্বহবঃ প্রকারাঃ, একেনাপ্যেবং ভবতীত্য-পিশব্দার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—বর্ণনীয়বস্তুনিষ্ঠঃ প্রজ্ঞাবিশেষঃ প্রতিভানং, তত্র বর্ণনীয়স্য পারিমিত্যাদাদ্যকবিনৈব স্পৃষ্টত্বাৎ সর্বস্য তদ্বিষয়ং প্রতিভানং তজ্জাতীয়মেব স্যাৎ। ততশ্চ কাব্যমপি তজ্জাতীয়মেবেতি ভ্রষ্ট ইদানীং কবিপ্রয়োগঃ, উক্তবৈচিত্র্যেণ তু তত এবার্থা নিরবধয়ো ভবন্তীতি তদ্বিষয়াণাং প্রতিভানামানন্ত্যমুপপন্নমিতি।

ইত্যাদেঃ শ্লোকস্য,

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাদুত্থায় কিঞ্চিচ্ছনৈ
নিদ্রাব্যাজমুপাগতস্য সুচিরং নির্বর্ণ্য পত্যু মুর্খম্।
বিস্রব্ধং পরিচুম্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং
লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েণ হসতা বালা চিরং চুম্বিতা।

ইত্যাদিষু শ্লোকেষু সৎস্বপি নবত্বম্। যথা বা—'তরঙ্গভ্রূভঙ্গা' ইত্যাদি শ্লোকস্য 'নানাভঙ্গিভ্রমদ্ভ্রূঃ' ইত্যাদি শ্লোকাপেক্ষয়ান্যত্বম্।

যুক্ত্যাঽনয়ানুসর্তব্যো রসাদির্বহুবিস্তরঃ।
মিথোঽপ্যনন্ততাং প্রাপ্তঃ কাব্যমার্গো যদাশ্রয়াৎ ॥ ৩ ॥

ননু প্রতিভানন্ত্যস্য কিং ফলমিতি নির্দেষ্টুং বাণী নবত্বমায়াতীত্যুক্তং, তেন বাণীনাং কাব্যবাক্যবাক্যনাং তাবন্নবত্বমায়াতি। তচ্চ প্রতিভানন্ত্যে সত্যুপপদ্যতে, বাচ্যার্থানন্ত্যে তচ্চ ধ্বনিপ্রপ্রেদাদিতি।

তত্র প্রথমমত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যান্বয়মাহ—স্মিতমিতি। মুগ্ধমধুরবিভবসরসকিসলয়িতপরিমলস্পর্শনান্যত্যন্ততিরস্কৃতানি। তৈরনাহৃতসৌন্দর্য্যসর্বজনবাল্লভ্যাক্ষীণপ্রসরত্বসন্তাপপ্রশমনতর্পকত্বসৌকুমার্যসার্বকালিকতৎসংস্কারানুবৃত্তিত্বযত্নাভিলষণীয়সঙ্গতত্বানি ধ্বন্যমানানি যানি, তৈঃ স্মিতাদেঃ প্রসিদ্ধস্যার্থস্য স্থবিরবেধোবিহিতধর্মব্যতিরেকেণ ধর্মান্তরপাত্রতা যাবৎক্রিয়তে, তাবত্তদপূর্বমেব সম্পদ্যত ইতি সর্বত্রেতি মন্তব্যম্। অস্যেতি অপূর্বত্বমেব ভাসত ইতি দূরেণ সম্বন্ধঃ। সর্বত্রৈবাস্য নবত্বমিতি সঙ্গতিঃ। দ্বিতীয়ঃ প্রথমশব্দোঽর্থান্তরেঽনপাকরণীয়প্রাধানত্বসাধারণত্বাদিব্যঙ্গ্যধর্মান্তরে সংক্রান্তং স্বার্থং ব্যনক্তি। এবং সিংহোশব্দোঽপি বীরত্বানপেক্ষত্ববিস্ময়নীয়ত্বাদৌ ব্যঙ্গ্যধর্মান্তরে সঙ্ক্রান্তং স্বার্থং ধ্বনতি।

এবং প্রথমস্য দ্বৌ ভেদাবুদাহৃত্য দ্বিতীয়স্যাপ্যুদাহর্তুমাসূত্রয়তি—বিবক্ষিতেতি। নিদ্রায়াং কৈতবী কৃতকসুপ্ত ইত্যর্থঃ। বদনে বিন্যস্য বক্তুমিতি। বদনস্পর্শজমেব তাবদ্দিব্যং সুখং ত্যক্তুং ন পারয়তীতি। অতএব প্রিয়স্যেতি। বধূঃ নবোঢ়া। বোধত্রাসেন প্রিয়তমপ্রবোধভয়েন নিরুদ্ধো হঠাৎ প্রবর্তমানঃ প্রবর্তমানোঽপি কথঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ ক্ষণমাত্রবদ্ধতশ্চুম্বনাভিলাষো যথা। অতএব আভোগেন পুনঃ পুনর্নিদ্রাবিচারনির্বর্ণনয়া বিলোলং কৃত্বা স্থিতা, ন তু সর্বথৈব চুম্বনান্নিবর্তিতুং শক্নো-

বহুবিস্তারোঽয়ং রসভাবতদাভাসতৎপ্রশমনলক্ষণো মার্গো যথাস্বং বিভাবানুভাবপ্রভেদকলনয়া যথোক্তং প্রাক্। স সর্ব এবানয়া যুক্ত্যানুসর্তব্যঃ। যস্য রসাদেরাশ্রয়াদয়ং কাব্যমার্গঃ পুরাতনৈঃ কবিভিঃ সহস্রসংখ্যৈরসংখ্যৈর্বা বহুপ্রকারং ক্ষুণ্ণত্বান্মিথোঽপ্যনন্ততামেতি। রসভাবাদীনাং হি প্রত্যেকং বিভাবানুভাবব্যভিচারিসমাশ্রয়াদপরিমিতত্বম্। তেষাং চৈকৈকপ্রভেদাপেক্ষয়াপি তাবজ্জগদ্বৃত্তমুপনিবধ্যমানং সুকবিভিস্তদিচ্ছাবশাদন্যথা স্থিতমপ্যন্যথৈব বিবর্ততে। প্রতিপাদিতং চৈতচ্চিত্রবিচারাবসরে। গাথা চাত্র কৃতৈব মহাকবিনা—

তীত্যর্থঃ। এবংভূতৈষা যদি ময়া পরিচুম্ব্যতে, তদ্বিলক্ষা বিমুখীভবেদিতি তস্যাপি প্রিয়স্য পরিচুম্বনবিষয়ে নিরারম্ভস্য। হৃদয়ং সাকাঙ্ক্ষপ্রতিপত্তি নামেতি। সাকাঙ্ক্ষা সাভিলাষা প্রতিপত্তিঃ স্থিতির্যস্য তাদৃশং রুহরুহিকাকদর্থিতং ন তু মনোরথসম্পত্তিচরিতার্থং, কিন্তু রতেঃ পরস্পরজীবিতসর্বস্বাভিমানরূপায়াঃ, পরনির্বৃতেঃ কেনচিদপ্যনুভবেনালব্ধাবগাহনায়াঃ পারঙ্গতমিতি পরিপূর্ণীভূত এব শৃঙ্গারঃ। দ্বিতীয়শ্লোকে তু পরিচুম্বনং সম্পন্নং লজ্জা স্বশব্দেনোক্তা। তেনাপি সা পরিচুম্বিতেতি যদ্যপি পোষিত এব শৃঙ্গারঃ, তথাপি প্রথমশ্লোকে পরস্পরাভিলাষপ্রসরনিরোধপরস্পরাপর্যবসানাসম্ভবেন যা রতিরুক্তা সোভয়োরপ্যেকস্বরূপচিত্তবৃত্ত্যনুপ্রবেশমাচক্ষাণা রতিং সুতরাং পোষয়তি ॥ ২ ॥

এবং মৌলং ভেদচতুষ্টয়মুদাহৃত্যালক্ষ্যক্রমভেদেঽতিদেশমুখেন সর্বোপভেদবিষয়ং নির্দেশং করোতি যুক্ত্যানয়েতি। অনুসর্তব্য ইতি। উদাহর্তব্য ইত্যর্থঃ। যথোক্তমিতি।

তস্যাঙ্গানাং প্রভেদা যে প্রভেদাঃ স্বগতাশ্চ যে।
তেষামানন্ত্যমন্যোন্যসম্বন্ধপরিকল্পনা ॥

ইত্যত্র। প্রতিপাদিতং চৈতদিতি। চশব্দোঽপিশব্দার্থে ভিন্নক্রমঃ। এতদপি প্রতিপাদিতং 'ভাবানচেতনানপি চেতনবচ্চেতনানচেতনবদি'ত্যত্র। অতথাস্থিতনপি বহিস্তথাসংস্থিতানি বেতি। ইবশব্দেন একতরত্র বিশ্রান্তিযোগাভাবাদেব সুতরাং বিচিত্ররূপানিত্যর্থঃ। হৃদয় ইতি। প্রধানতমে সমস্তভাবকনকনিকষস্থান ইত্যর্থঃ। নিবেশয়তি যস্য যস্য হৃদয়মস্তি, তস্য তস্য অচলতয়া তত্র স্থাপয়তীত্যর্থঃ। অতএব

অতহট্‌ঠিএ বি তহসণ্টিএ ব্ব হিঅঅম্মি জা ণিবেসেই।
অত্থবিসেসে সা জঅই বিকড়কইগোঅরা বাণী॥
(অতথাস্থিতানপি তথাসংস্থিতানিব হৃদয়ে যা নিবেশয়তি।
অর্থবিশেষান্ সা জয়তি বিকটকবিগোচরা বাণী॥ ইতি ছায়া)

তদিত্থং রসভাবাদ্যাশ্রয়েণ কাব্যার্থানামানন্ত্যং সুপ্রতিপাদিতম্। এতদেবোপপাদয়িতুমুচ্যতে—

দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ॥ ৪॥

তথা হি বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্যৈব শব্দশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যপ্রকারসমাশ্রয়েণ নবত্বম্। যথা—'ধরণীধারণায়াধুনা ত্বং শেষঃ' ইত্যাদেঃ।

শেষো হিমগিরিস্ত্বং চ মহান্তো গুরবঃ স্থিরাঃ।
যদলঙ্ঘিতমর্যাদাশ্চলন্তীং বিভ্রতে ভুবম্॥

ইত্যাদিষু সৎস্বপি। তস্যৈবার্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যসমাশ্রয়েণ নবত্বম্। যথা—'এবংবাদিনি দেবর্ষৌ' ইত্যাদি শ্লোকস্য।

তে প্রসিদ্ধার্থেভ্যোঽন্য এবেত্যর্থবিশেষাঃসম্পদ্যন্তে। হৃদয়নিবিষ্টা এব চ তথা ভবন্তি নান্যথেত্যর্থঃ। সা জয়তি পরিচ্ছিন্নশক্তিভ্যঃ প্রজাপতিভ্যোঽপ্যুৎকর্ষেণ বর্ত্তে। তৎপ্রসাদাদেব কবিগোচরো বর্ণনীয়োঽর্থো বিকটো নিঃসীমা সম্পদ্যতে॥ ৩॥

প্রতিভানাং বাণীনাঞ্চানন্ত্যং ধ্বনিকৃতমিতি যদনুদ্ভিন্নমুক্তং, তদেব কারিকয়া ভঙ্গ্যা নিরূপ্যত ইত্যাহ—উপপাদয়িতুমিতি। উপপত্ত্যা নিরূপয়িতুমিত্যর্থঃ। যদ্যপ্যর্থানন্ত্যমাত্রে হেতুর্বৃত্তিকারেণোক্তঃ, তথাপি কারিকাকারেণ নোক্ত ইতি ভাবঃ। যদি বা উচ্যতে সংগ্রহশ্লোকোঽয়মিতি ভাবঃ। অত এবাস্য শ্লোকস্য বৃত্তিগ্রন্থে ব্যাখ্যানং ন কৃতম্।

দৃষ্টপূর্বা ইতি। বহিঃপ্রত্যক্ষাদিভিঃ প্রমাণৈঃ প্রাক্তনৈশ্চ কবিভিরিত্যুভয়থা জ্ঞেয়ম্। কাব্যং মধুরমাংসস্থানীয়ম্, স্পৃহাং লজ্জামিতি, রাগবতামুৎকলিকা ইতি চ। শব্দস্পৃষ্টেঽর্থে কা হৃদ্যতা।

কৃতে বরকথালাপে কুমার্য্যঃ পুলকোদ্গমৈঃ।
সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ॥

ইত্যাদিষু সংস্বর্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য কবিপ্রৌঢ়োক্তিনির্মিতশরীরত্বেন নবত্বম্। যথা 'সজ্জেই সুরহিমাসো—' ইত্যাদেঃ।

সুরভিসময়ে প্রবৃত্তে সহসা প্রাদুর্ভবন্তি রমণীয়াঃ।
রাগবতামুৎকলিকাঃ সহৈব সহকারকলিকাভিঃ॥

ইত্যাদিষু সংস্বপ্যপূর্বত্বমেব।

অর্থশক্ত্যুদ্ভবানুরণনরূপব্যঙ্গ্যস্য কবিনিবদ্ধবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরত্বেন নবত্বম্ যথা—'বাণিঅঅ হৃত্থিদন্তা' ইত্যাদিগাথার্থস্য।

করিণীবেহব্বঅরো মহ পুত্তো এক্ককাণ্ডবি ণবাই।
হঅসোন্থাএঁ তহ কহো জহ কণ্ডকরণ্ডঅং বহই॥
(করিণীবৈধব্যকরো মম পুত্র এককাণ্ডবিনিপাতী।
হতস্নুষয়া তথা কৃতো যথা কাণ্ডকরণ্ডকং বহতি॥ ইতিচ্ছায়া)

এতানি চোদাহরণানি বিতত্য পূর্বমেব ব্যাখ্যাতানীতি কিং পুনরুক্ত্যা সত্যপি প্রাক্তনকবিস্পৃষ্টত্বে নূতনত্বং ভবত্যেবৈতৎপ্রকারানুগ্রহাদিত্যেতাবতি তাৎপর্যং হি গ্রন্থস্যাধিকন্নান্তৎ। করিণীবৈধব্যকরো মম পুত্রঃ একেন কাণ্ডেন বিনিপাতনসমর্থঃ হতস্নুষয়া তথা কৃতো যথা কাণ্ডকরণকং বহতীত্যুক্তান এবায়মর্থঃ, গাথার্থস্যানালীঢ়তৈবেতি সম্বন্ধঃ॥ ৪॥

অত্যন্তগ্রহণেন নিরপেক্ষভাবতয়া বিপ্রলম্ভাশঙ্কাং পরিহরতি। বৃষ্ণীণাং পরস্পরক্ষয়ঃ, পাণ্ডবানামপি মহাপথক্লেশেনানুচিতা বিপত্তিঃ, কৃষ্ণস্যাপি ব্যাধাদ্বিধ্বংস ইতি সর্বস্যাপি বিরসমেবাবসানমিতি। মুখ্যতয়েতি। যদ্যপি "ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ" ত্যুক্তং, তথাপি চত্বারশ্চকারা এবমাহুঃ—যদ্যপি 'ধর্মার্থকামানাং সর্বস্বং তাদৃঙ্নাস্তি যদন্যত্র ন বিদ্যতে, তথাপি পর্যন্তবিরসত্বমত্রৈবাবলোক্যতাম্। মোক্ষে তু যদ্রূপং তস্য সারতাত্রৈব বিচার্যতামিতি।

যথাযথেতি। লোকৈস্তন্ত্র্যমাণং যত্নেন সম্পাদ্যমানধর্মার্থকামতৎসাধনলক্ষণং বস্তুভূততয়াভিমতমপি। যেন যেনার্জনরক্ষণক্ষয়াদিনা প্রকারেণ। অসারবত্তুচ্ছেন্দ্র-

এবমাদিষ্বর্থেষু সংস্বপ্যনালীঢ়ৈব।

যথা ব্যঙ্গ্যভেদসমাশ্রয়েণ ধ্বনেঃ কাব্যার্থানাং নবত্বমুৎপদ্যতে, তথা ব্যঞ্জকভেদসমাশ্রয়েণাপি। তত্তু গ্রন্থবিস্তরভয়ান্ন লিখ্যতে স্বয়মেব সহৃদয়ৈরভ্যূহ্যম্। অত্র চ পুনঃ পুনরুক্তমপি সারতয়েদমুচ্যতে—

ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবেঽস্মিন্বিবিধে সম্ভবত্যপি।
রসাদিময় একস্মিন্ কবিঃ স্যাদবধানবান্ ॥ ৫ ॥

অস্মিন্নর্থানন্ত্যহেতৌ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে বিচিত্রং শব্দানাং সম্ভবত্যপি কবিরপূর্বার্থলাভার্থী রসাদিময় একস্মিন্ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে যত্নাদবদধীত। রসভাবতদাভাসরূপে হি ব্যঙ্গ্যে তদ্ব্যঞ্জকেষু চ যথানির্দিষ্টেষু বর্ণপদবাক্যরচনাপ্রবন্ধেষ্ববহিতমনসঃ কবেঃ সর্বমপূর্বং কাব্যং সম্পদ্যতে। তথা চ রামায়ণমহাভারতাদিষু সংগ্রামাদয়ঃ পুনঃ পুনরভিহিতা অপি নবনবাঃ প্রকাশন্তে। প্রবন্ধে চাঙ্গী রস এক এবোপনিবধ্যমানোঽর্থবিশেষলাভং ছায়াতিশয়ং চ পুষ্ণাতি। কস্মিন্নিবেতি চেৎ—যথা

জালাদিবৎ। বিপর্যেতি। প্রত্যুত বিপরীতং সম্পদ্যতে। আস্তাত্বস্য স্বরূপচিন্ত্যের্থঃ। তেন তেন প্রকারেণ অত্র লোকতন্ত্রে। বিরাগো জায়ত ইত্যনেন তত্ত্বজ্ঞানোত্থিতং নির্বেদং শান্তরসস্থায়িনং সূচয়তা তস্যৈব চ সর্বেতরাসারত্বপ্রতিপাদনেন প্রাধান্যমুক্তম্।

নন্বু শৃঙ্গারবীরাদিচমৎকারোঽপি তত্র ভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ—পারমার্থিকেতি। ভোগাভিনিবেশিনাং লোকবাসনাবিষ্টানামাঙ্গভূতেঽপি রসে তথাভিমানঃ, যথা শরীরে প্রমাতৃত্বাভিমানঃ প্রমাতুর্ভোগায়তনমাত্রেঽপি। কেবলেষ্বিতি। পরমেশ্বরভক্ত্যুপকরণেষু তু ন দোষ ইত্যর্থঃ। বিভূতিষু রাগিণো গুণেষু চ নিবিষ্টধিয়ো মা ভূতেতি সম্বন্ধঃ। অগ্র ইতি। অনুক্রমণ্যনন্তরং যো ভারতগ্রন্থঃ তত্রেত্যর্থঃ। নন্বু বসুদেবাপত্যং বাসুদেব ইত্যুচ্যতে, ন পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা মহাদেব ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বাসুদেবাদিসংজ্ঞাভিধেয়ত্বেনেতি।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবসঃ সর্বম্

ইত্যাদৌ অংশিরূপমেতৎ সংজ্ঞাভিধেয়মিতি নির্ণীতং তাৎপর্যম। নির্ণীতশ্চেতি।

রামায়ণে যথা বা মহাভারতে। রামায়ণে হি করুণো রসঃ স্বয়মাদি-কবিনা সূত্রিতঃ 'শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ' ইত্যেবংবাদিনা। নির্ব্যূঢ়শ্চ স এব সীতাত্যন্তবিয়োগপর্যন্তমেব স্বপ্রবন্ধমুপরচয়তা। মহাভারতেঽপি শাস্ত্ররূপং কাব্যচ্ছায়ান্বয়িনি বৃষ্ণিপাণ্ডববিরসাবসানবৈমনস্যদায়িনীং সমাপ্তিমুপনিবধ্নতা মহামুনিনা বৈরাগ্যজননতাৎপর্যং প্রাধান্যেন স্বপ্রবন্ধস্য দর্শয়তা মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ শান্তো রসশ্চ মুখ্যতয়া বিবক্ষা-বিষয়েত্বেন সূচিতঃ। এতচ্চাংশেন বিবৃতমেবান্যৈর্ব্যাখ্যাবিধায়িভিঃ। স্বয়মেব চৈতদুদ্গীর্ণং তেনোদীর্ণমহামোহমগ্নমুজ্জিহীর্ষতা লোকমতি-বিমলজ্ঞানালোকদায়িনা লোকনাথেন—

শব্দা হি নিত্যা এব সন্তোঽনন্তরং কাকতালীয়বশাত্তথা সঙ্কেতিতা ইত্যুক্তম্—"ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চে"ত্যত্র।

শাস্ত্রনয় ইতি। তত্রাস্বাদযোগাভাবে পুরুষেণার্থ্যত ইত্যয়মেব ব্যপদেশঃ সাদরঃ, চমৎকারযোগে তু রসব্যপদেশ ইতি ভাবঃ। এতচ্চ গ্রন্থকারেণ তত্ত্বালোকে বিতত্যোক্তমিহ ত্বস্য ন মুখ্যোঽবসর ইতি নাস্মাভিস্তদ্দর্শিতম্। সূত্রয়ামেবেতি যদুক্তং তত্র হেতুমাহ—প্রসিদ্ধিশ্চেতি। চশব্দো যস্মাদর্থে। যত ইয়ং লৌকিকী প্রসিদ্ধিরনাদিস্ততো ভগবদ্ব্যাসপ্রভৃতীনামপ্যয়মেবাস্বশব্দাভিধানে আশয়ঃ, অন্যথা হি ক্রিয়াকারকসম্বন্ধাদৌ 'নারায়ণং নমস্কৃত্যে'ত্যাদিশব্দার্থনিরূপণে চ তথাবিধ এব তস্য ভগবত আশয় ইত্যত্র কিং প্রমাণমিতি ভাবঃ। বিদগ্ধবিদ্বদ্গ্রহণেন কাব্যনয়ে শাস্ত্রনয় ইতি চানুসৃতম্। রসাদিময় এতস্মিন্ কবিঃ স্যাদবধানবানিতি। যদুক্তং, তদেব প্রসঙ্গাগতভারতসম্বন্ধনিরূপণানন্তরমুপসংহরতি—তস্মাৎ স্থিতমিতি। অত ইতি। যত এবং স্থিতং অত এবেদমপি যল্লক্ষ্যে দৃশ্যতে, তদুপপন্নমন্যথা তদনুপপন্ন-মেব, ন চ তদনুপপন্নম্; চারুত্বেন প্রতীতেঃ। তস্যাশ্চৈতদেব কারণং রসানুগুণার্থ-ত্বমেবেত্যাশয়ঃ। অলঙ্কারান্তরেতি। অন্তরশব্দো বিশেষবাচী। যদি বা দিৎসিতে উদাহরণে রসবদলঙ্কারস্য বিদ্যমানত্বাত্তদপেক্ষয়ালঙ্কারান্তরঃ শব্দঃ।

নন্বু মৎস্যকচ্ছপদর্শনাৎ প্রতীয়মানং যদেকচুলকে জলনিধিসন্নিধানং ততো মুনের্মাহাত্ম্যপ্রতিপত্তিরিতি ন রসানুগুণেনার্থেন ছায়াপোষিতেত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্র হীতি। নন্বেবং প্রতীয়মানং জলনিধিদর্শনমেবাদ্ভূতানুগুণং ভবত্বিতি রসানুগুণোঽত্র বাচ্যোঽর্থ ইত্যস্মিন্নংশে কথমিদমুদাহরণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। ক্ষুণ্ণং হীতি পুনঃ পুনর্বর্ণন-

যথা যথা বিপর্যেতি লোকতন্ত্রমসারবৎ।
তথা তথা বিরাগোঽত্র জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।

ইত্যাদি বহুশঃ কথয়তা। ততশ্চ শান্তো রসো রসান্তরৈর্মোক্ষলক্ষণঃ পুরুষার্থঃ পুরুষার্থান্তরৈস্তদুপসর্জনত্বেনানুগম্যমানোঽঙ্গিত্বেন বিবক্ষাবিষয় ইতি মহাভারততাৎপর্যং সুব্যক্তমেবাবভাসতে। অঙ্গাঙ্গিভাবশ্চ যথা রসানাং তথা প্রতিপাদিতমেব।

পারমার্থিকান্তস্তত্ত্বানপেক্ষয়া শরীরস্যেবাঙ্গভূতস্য রসস্য পুরুষার্থস্য চ স্বপ্রাধান্যেন চারুত্বমপ্যবিরুদ্ধম্। নন্বু মহাভারতে যাবান্বিবক্ষাবিষয় সোঽনুক্রমণ্যাং সর্ব এবানুক্রান্তো ন চৈতত্তত্র দৃশ্যতে, প্রত্যুত সর্বপুরুষার্থপ্রবোধহেতুত্বং সর্বরসগর্ভত্বং চ মহাভারতস্য তস্মিন্ উদ্দেশে স্বশব্দনিবেদিতত্বেন প্রতীয়তে। অত্রোচ্যতে—সত্যং শান্তস্যৈব রসস্যাঙ্গিত্বং মহাভারতে মোক্ষস্য চ সর্বপুরুষার্থেভ্যঃ প্রাধান্যমিত্যেতন্ন স্বশব্দাভিধেয়ত্বেনানুক্রমণ্যাং দর্শিতম্, দর্শিতং তু ব্যঙ্গ্যত্বেন—

ভগবান্বাসুদেবশ্চ কীর্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ'

ইত্যস্মিন্‌বাক্যে। অনেন হ্যয়মর্থো ব্যঙ্গত্বেন বিবক্ষিতো যদত্র মহাভারতে পাণ্ডবাদিচরিতং যৎ কীর্ত্যতে তৎ সর্বমবসানবিরসমবিদ্যাপ্রপঞ্চরূপঞ্চ, পরমার্থসত্যস্বরূপস্তু ভগবান্ বাসুদেবোঽত্র কীর্ত্যতে। তস্মাত্তস্মিন্নেব পরমেশ্বরে ভগবতি ভবত ভাবিতচেতসো, মা ভূৎ বিভূতিষু

নিরূপণাদিনা যৎপিষ্টাপিষ্টত্বাদতিনির্ভিন্নস্বরূপমিত্যর্থঃ। বহুতরলক্ষ্যব্যাপকত্বৈতদিতি দর্শয়তি—ন চেত্যাদিনা। রথ্যায়াস্তুলাগ্রেণ কাকতালীয়েন প্রতিলগ্নঃসাম্মুখ্যেন স পার্শ্বোঽন্যাপি সুভগ তস্যা যেনাস্যতিক্রান্তঃ। রসপ্রতীতিরিতি। পরস্পরহেতুকশৃঙ্গারপ্রতীতিঃ। অস্যার্থস্য রসানুগুণত্বং ব্যতিরেকদ্বারেণ দ্রঢয়তি—সা ত্বামিত্যাদিনা।

'ধ্বনের্যঃ স্বঃ গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যাধ্বা প্রদর্শিত'

ইত্যুদ্দ্যোতারম্ভে যঃ শ্লোকঃ তত্র ধ্বনেরধ্বনা কবীনাং প্রতিভাগুণোঽনন্তো ভবতীত্যেষ ভাগো ব্যাখ্যাত ইত্যুপসংহরতি—তদেবমিত্যাদিনা। গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যেত্যমুং ভাগং ব্যাচষ্টে—গুণীভূতেত্যাদিনা। ত্রিপ্রভেদো বস্ত্বলঙ্কাররসাত্মনা যো ব্যঙ্গ্যঃ

নিঃসারাসু রাগিণো গুণেষু বা নয়বিনয়পরাক্রমাদিষমীষু কেবলেষু কেষুচিৎ সর্বাত্মনা প্রতিনিবিষ্টধিয়ঃ। তথা চাগ্রে—পশ্যত নিঃসারতাং সংসারস্যেত্যমুমেবার্থং দ্যোতয়ন্ স্ফুটমেবাবভাসতে ব্যঞ্জকশক্ত্যনুগৃহীতশ্চ শব্দঃ। এবংবিধমেবার্থে গর্ভীকৃতং সন্দর্শয়ন্তো অনন্তরশ্লোকা লক্ষ্যন্তে—'স হি সত্যম্' ইত্যাদয়ঃ।

অয়ং চ নিগূঢ়রমণীয়োঽর্থো মহাভারতাবসানে হরিবংশবর্ণনেন সমাপ্তিং বিদধতা তেনৈব কবিবেধসা কৃষ্ণদ্বৈপায়নেন সম্যক্ স্ফুটীকৃতঃ। অনেন চার্থেন সংসারাতীতে তত্ত্বান্তরে ভক্ত্যতিশয়ং প্রবর্তয়তা সকল এব সাংসারিকো ব্যবহারঃ পূর্বপক্ষকৃতো ন্যক্ষেণ প্রকাশতে। দেবতাতীর্থতপঃ প্রভৃতীনাং চ প্রভাবাতিশয়বর্ণনং তস্যৈব পরব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন তদ্বিভূতিত্বেনৈব দেবতাবিশেষাণামন্যেষাঞ্চ। পাণ্ডবাদিচরিতবর্ণনস্যাপি বৈরাগ্যজননতাৎপর্যাদ্বৈরাগ্যস্য চ মোক্ষমূলত্বান্মোক্ষস্য চ ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন মুখ্যতয়া গীতাদিষু প্রদর্শিতত্বাৎ পরব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বমেব। পরম্পরয়া বাসুদেবাদিসংজ্ঞাভিধেয়ত্বেন চাপরিমিতশক্ত্যাস্পদং পরং ব্রহ্ম গীতাদিপ্রদেশান্তরেষু তদভিধানত্বেন লব্ধপ্রসিদ্ধি মাথুরপ্রাদুর্ভাবানুকৃতসকলস্বরূপং বিবক্ষিতং ন তু মাথুরপ্রাদুর্ভাবাংশ এব, সনাতনশব্দবিশেষিতত্বাৎ। রামায়ণাদিষু চানয়া সংজ্ঞয়া ভগবন্মূর্ত্যন্তরে ব্যবহারদর্শনাৎ। নির্ণীতশ্চায়মর্থঃ শব্দতত্ত্ববিদ্ভিরেব।

তস্য যাপেক্ষা বাচ্যে গুণীভাবঃ তয়েত্যর্থঃ। তত্র সর্বে যে ধ্বনিভেদাস্তেষাং গুণীভাবাদানন্ত্যমিতি তদাহ—অতিবিস্তরেতি। স্বয়মিতি। তত্র বস্তুনা ব্যঙ্গ্যেন গুণীভূতেন নবত্বং সত্যপি পুরাণার্থস্পর্শে যথা মমৈব—

ভঅবিহলরখখণেককমল্লসরণাগআণআণঅথ্যাণ।
খণমত্তং বিণদিন্না বিস্সামকহেত্তি জুত্তমিণম্

অত্র ত্বমনবরতমর্থাংস্ত্যজসীতি ঔদার্যলক্ষণং বস্তু ধ্বন্যমানং বাচ্যস্যোপস্কারকং নবত্বন্দদাতি, সত্যপি পুরাণকবিস্পৃষ্টেঽর্থে! তথাহি পুরাণী গাথা—

চাইঅণকরপরম্পরসঞ্চারণখে অণিস্সহংসসরীরা।
অথ্থা কিবণঘরংথ্থা স্বপ্নাপথ্থাস্ববংতীব।

তদেবমনুক্রমণীনির্দিষ্টেন বাক্যেন ভগবদ্ব্যতিরেকিনঃ সর্বস্যান্যস্যানিত্যতাং প্রকাশয়তা মোক্ষলক্ষণ এবৈকঃ পরঃ পুরুষার্থঃ শাস্ত্রনয়ে, কাব্যনয়ে চ তৃষ্ণাক্ষয়সুখপরিপোষলক্ষণঃ শান্তো রস মহাভারতস্যাঙ্গিত্বেন বিবক্ষিত ইতি সুপ্রতিপাদিতম্। অত্যন্তসারভূতত্বাচ্চায়মর্থো ব্যঙ্গ্যত্বেনৈব দর্শিতো ন তু বাচ্যত্বেন। সারভূতো হ্যর্থঃ স্বশব্দানভিধেয়ত্বেন প্রকাশিতঃ সুতরামেব শোভামাবহতি। প্রসিদ্ধিশ্চেয়মস্ত্যেব বিদগ্ধবিদ্বৎপরিষৎসু যদভিমততরং বস্তু ব্যঙ্গ্যত্বেন প্রকাশ্যতে ন সাক্ষাচ্ছব্দবাচ্যত্বেন। তস্মাৎ স্থিতমেতৎ—অঙ্গিভূতরসাদ্যাশ্রয়েণ কাব্যে ক্রিয়মাণে নবার্থলাভো ভবতি বন্ধচ্ছায়া চ মহতী সম্পদ্যত ইতি। অতএব চ রসানুগুণার্থবিশেষোপনিবন্ধমলঙ্কারান্তরবিরহেঽপি ছায়াতিশয়যোগি লক্ষ্যে দৃশ্যতে যথা—

মুনির্জয়তি যোগীন্দ্রো মহাত্মা কুম্ভসম্ভবঃ।
যেনৈকচুলকে দৃষ্টৌ তৌ দিব্যৌ মৎস্যকচ্ছপৌ॥

ইত্যাদৌ। অত্র হ্যদ্ভুতরসানুগুণমেকচুলকে মৎস্যকচ্ছপদর্শনং ছায়াতিশয়ং পুষ্ণাতি। তত্র হ্যেকচুলকে সকলজলধিসন্নিধানাদপি দিব্যমৎস্যকচ্ছপদর্শনমক্ষুণ্ণত্বাদদ্ভুতরসানুগুণতরম্। ক্ষুণ্ণং হি বস্তু লোকপ্রসিদ্ধ্যা-

---

অলঙ্কারেণ ব্যঙ্গ্যেন বাচ্যোপস্কারে নবত্বং যথা মমৈব—

বসন্তমত্তালিপরম্পরোপমাঃ কচাস্তবাসন্ কলরাগবৃদ্ধয়ে।
শ্মশানভূভাগপরাগভাস্বরাঃ কথন্তদেতেন মনাগ্ বিরক্তয়ে॥

অত্র হ্যাক্ষেপেণ বিভাবনয়া চ ধ্বন্যমানাভ্যাং বাচ্যমুপস্কৃতমিতি নবত্বং সত্যপি পুরাণার্থযোগিত্বে। তথাহি পুরাণশ্লোকঃ—

ক্ষুত্তৃষ্ণাকামমাৎসর্যং মরণাচ্চ মহদ্ভয়ম্।
পঞ্চৈতানি বিবর্ধন্তে বার্ধকে বিদুষামপি॥ ইতি।

ব্যঙ্গ্যেন রসেন গুণীভূতেন বাচ্যোপস্কারেণ নবত্বং যথা মমৈব—

জরা নেয়ং মূর্ধ্নি ধ্রুবময়মসৌ কালভুজগঃ
ক্রুধান্ধঃ ফুৎকারৈঃ স্ফুটগরলফেনান্ প্রকিরতি।

ভুতমপি নাশ্চর্যকারি ভবতি। ন চাক্ষুণ্ণং বস্তূপনিবধ্যমানমদ্ভুতরসস্যৈবানুগুণং যাবদ্রসান্তরস্যাপি। তদ্ যথা—

সিজ্জই রোমঞ্চিজ্জই বেবই রথাতুলাগ্‌গপড়িলগ্‌গো।
সোপাসো অজ্জ বি সুহঅ জেণাসি বোলীণো॥

এতদ্গাথার্থাদ্ভাব্যমানাত্মা রসপ্রতীতির্ভবতি, সা ত্বাং স্পৃষ্ট্বা স্বিদ্যতি রোমাঞ্চতে বেপতে ইত্যেবংবিধাদর্থাৎ প্রতীয়মানাম্মনাগপি নো জায়তে।

তদেবং ধ্বনিপ্রভেদসমাশ্রয়েণ যথা কাব্যার্থানাং নবত্বং জায়তে তথা প্রতিপাদিতম্। গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যাপি ত্রিভেদব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া যে প্রকারাস্তৎসমাশ্রয়েণাপি কাব্যবস্তূনাং নবত্বং ভবত্যেব। তত্ত্বতিবিস্তারকারীতি নোদাহৃতং সহৃদয়ৈঃ স্বয়মুৎপ্রেক্ষণীয়ম্।

তদেনং সংপশ্যত্যথ চ সুখিতম্মন্যহৃদয়ঃ।
শিবোপায়ম্নেচ্ছন্ বত বত সুধীরঃ খলু জনঃ॥

অত্রাদ্ভুতেন ব্যঙ্গ্যেন বাচ্যমুপস্কৃতং শান্তরসপ্রতিপত্ত্যঙ্গত্বাচ্চারু ভবতীতি নবত্বং সত্যপ্যস্মিন্ পুরাণশ্লোকে জরাজীর্ণশরীরস্য বৈরাগ্যং যন্ন জায়তে, তন্নূনং হৃদয়ে মৃত্যুর্দৃঢ়ন্নাস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥ ৫॥

সৎস্বপীত্যাদি কারিকায়া উপস্কারঃ। ত্রীন্ পাদান্ স্পষ্টান্মত্বা তুর্যং পাদং ব্যাখ্যাতুং পঠতি—যদীতি। বিদ্যমানো হ্যসৌ প্রতিভাগুণ উক্তরীত্যা ভূয়ান্ ভবতি, ন ত্বত্যন্তাসন্নেবেত্যর্থঃ। তস্মিন্নিতি। অনন্তীভূতে প্রতিভাগুণে। ন কিঞ্চিদেবেতি। সর্বং হি পুরাণকবিনৈব স্পৃষ্টমিতি কিমিদানীং বর্ণ্যং, যত্র কবের্বর্ণনাব্যাপারঃ স্যাৎ। ননু যদ্যপি বর্ণ্যমপূর্বন্নাস্তি, তথাপ্যুক্তিপরিপাকগুম্ফঘটনাদ্যপরপর্যায়বন্ধচ্ছায়া নবনবা ভবিষ্যতি। যন্নিবেশনে কাব্যান্তরাণাং সংরম্ভ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—বন্ধচ্ছায়াপীতি। অর্থদ্বয়ং গুণীভূতব্যঙ্গ্যং প্রধানভূতং ব্যঙ্গ্যং চ। নেদীয় ইতি। নিকটতরং হৃদয়ানুপ্রবেশি ন ভবতীত্যর্থঃ অত্র হেতুমাহ—এবং হি সতীতি। চতুরস্রত্বং সমাসসংঘটনা। মধুরত্বমপারুষ্যম্। তথাবিধানামিতি। অপূর্ববন্ধচ্ছায়াযুক্তানামপি পরোপনিবদ্ধার্থনিবন্ধনে পরকৃতকাব্যত্বব্যবহার এব স্যাদিত্যর্থস্যাপূর্বত্বমাশ্রয়ণীয়ম্। কবনীয়ং কাব্যং তস্য ভাবঃ কাব্যত্বং, ন ত্বয়ং ভাবপ্রত্যয়ান্তাৎ ভাবপ্রত্যয় ইতি শঙ্কিতব্যম্॥ ৬॥

ধ্বনেরিত্থং গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য চ সমাশ্রয়াৎ।
ন কাব্যার্থবিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ ॥ ৬ ॥

সৎস্বপি পুরাতনকবিপ্রবন্ধেষু যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ, তস্মিংস্ত্বসতি ন কিঞ্চিদেব কবের্বস্ত্বস্তি। বন্ধচ্ছায়াপ্যর্থদ্বয়ানুরূপশব্দসন্নিবেশোঽর্থপ্রতিভানাভাবে কথমুপপদ্যতে। অনপেক্ষিতার্থবিশেষাক্ষররচনৈব বন্ধচ্ছায়েতি নেদং নেদীয়ঃ সহৃদয়ানাম্। এবং হি সত্যর্থানপেক্ষচতুরমধুরবচনরচনায়ামপি কাব্যব্যপদেশঃ প্রবর্তেত। শব্দার্থয়োঃ সাহিত্যেন কাব্যত্বে কথং তথাবিধে বিষয়ে কাব্যব্যবস্থেতি চেৎ—পরোপনিবদ্ধার্থবিরচনে যথা তৎকাব্যব্যবহারস্তথা তথাবিধানাং কাব্যসন্দর্ভানাম্।

ন চার্থানন্ত্যং ব্যঙ্গ্যার্থাপেক্ষয়ৈব যাবদ্বাচ্যার্থাপেক্ষয়াপীতি প্রতিপাদয়িতুমুচ্যতে—

অবস্থাদেশকালাদিবিশেষৈরপি জায়তে।
আনন্ত্যমেব বাচ্যস্য শুদ্ধস্যাপি স্বভাবতঃ ॥ ৭ ॥

প্রতিপাদয়িতুমিতি। প্রসঙ্গাদিতি শেষঃ। যদি বা বাচ্যস্তাবদ্বিবিধব্যঙ্গ্যোপযোগি তদেব চেদনন্তং তদ্বলাদেবব্যঙ্গ্যানন্ত্যং ভবতীত্যভিপ্রায়েণেদং প্রকৃতমেবোচ্যতে। শুদ্ধস্যেতি। ব্যঙ্গ্যবিষয়ো যো ব্যাপারঃ তৎস্পর্শং বিনাপ্যনন্ত্যং স্বরূপমাত্রেণৈব পশ্চাত্তু তথা স্বরূপেণানন্তং সদ্ব্যঙ্গ্যং ব্যনক্তীতি ভাবঃ। ন তু সর্বথা তত্র ব্যঙ্গ্যং নাস্তীতি মন্তব্যমাত্মভূততদ্রূপাভাবে কাব্যব্যবহারহানেঃ; তথা চোদাহরণেষু রসধ্বনেঃ সদ্ভাবোঽস্ত্যেব। আদিগ্রহণং ব্যাচষ্টে—স্বালক্ষণ্যেতি। স্বরূপেত্যর্থঃ। যথা রূপস্পর্শয়োস্তীব্রৈকাবস্থয়োরেকদ্রব্যনিষ্ঠয়োরেককালয়োশ্চ।

ন চ তেষাং ঘটতেঽবধিঃ, ন চ তে দৃশ্যন্তে কথমপি পুনরুক্তাঃ।
যে বিভ্রমা প্রিয়াণামর্থা বা সুকবিবাণীনাম্ ॥

চকারাভ্যামতিবিস্ময়ঃ সূচ্যতে। কথমপীতি। প্রযত্নেনাপি বিচার্যমানং পৌনরুক্ত্যং ন লভ্যমিতি যাবৎ। প্রিয়াণামিতি। বহুবল্লভো হি সুভগো রাধাবল্লভপ্রায়স্তাস্তাঃ কামিনীঃ পরিভোগসুভগমুপভুঞ্জানোঽপি ন বিভ্রমপৌনরুক্ত্যং পশ্যতি তদা। এতদেব প্রিয়াত্বমুচ্যতে, যদাহ—ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়া ইতি।

শুদ্ধস্যানপেক্ষিতব্যঙ্গ্যস্যাপি বাচ্যস্যানন্ত্যমেব জায়তে স্বভাবতঃ। স্বভাবো হ্যয়ং বাচ্যানাং চেতনানামচেতনানাং চ যদবস্থাভেদাদ্দেশ-ভেদাৎ কালভেদাৎ স্বালক্ষণ্যভেদাচ্চানন্ততা ভবতি। তৈশ্চ তথা-ব্যবস্থিতৈঃ সদ্ভিঃ প্রসিদ্ধানেকস্বাভাবানুসরণরূপয়া স্বভাবোক্ত্যাপি তাবদুপনিবধ্যমানৈর্নিরবধিঃ কাব্যার্থঃ সম্পদ্যতে। তথা হ্যবস্থাভেদান্ন-বত্বং যথা—ভগবতী পার্বতী কুমারসম্ভবে ‘সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন’ ইত্যাদিভিরুক্তিভিঃ প্রথমমেব পরিসমাপিতরূপবর্ণনাপি পুনর্ভগবতঃ শম্ভোর্লোচনগোচরমায়ান্তী ‘বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী’ মন্মথোপকরণ-ভূতেন ভঙ্গ্যন্তরেণোপবর্ণিতা। সৈব চ পুনর্নবোদ্বাহসময়ে প্রসাধ্যমানা ‘তাং প্রাঙ্‌মুখীং তত্র নিবেশ্য তন্বীম্’ ইত্যাদ্যুক্তিভির্নবেনৈব প্রকারেণ নিরূপিতরূপসৌষ্ঠবা। ন চ তে তস্য কবেরেকত্রৈবাসকৃতকৃতা বর্ণন-প্রকারা অপুনরুক্তত্বেন বা প্রতিভাসন্তে। দর্শিতমেব চৈতদ্বিষমবাণ-লীলায়াম্—

ণ অ তাপ ঘড়ই ওহী ণ অ তে দীসন্তি কহ বি পুনরুত্তা।
জে বিব্ভমা পিআণং অত্থা বা সুকইবাণীণন্॥

অয়মপরশ্চাবস্থাভেদপ্রকারো যদচেতনানাং সর্বেষাং চেতনং দ্বিতীয়ং রূপমভিমানিত্বপ্রসিদ্ধং হিমবদ্গঙ্গাদীনাম্। তচ্চোচিতচেতন-বিষয়স্বরূপযোজনয়োপনিবধ্যমানমন্যদেব সম্পদ্যতে। যথা কুমারসম্ভব এব পর্বতস্বরূপস্য হিমবতো বর্ণনং, পুনঃ সপ্তর্ষিপ্রিয়োক্তিষু চেতনতৎ-স্বরূপাপেক্ষয়া প্রদর্শিতং তদপূর্বমেব প্রতিভাতি। প্রসিদ্ধশ্চায়ং সৎকবী-

---

প্রিয়াণামিতি চাসংসারং প্রবহদ্রূপো যোঽয়ং কান্তানাং বিভ্রমবিশেষঃ স নবনব এব দৃশ্যতে। ন হ্যসাবগ্নিচয়নাদিবদন্যতঃ শিক্ষিতঃ, যেন তৎসাদৃশ্যাৎ পুনরুক্ততাং গচ্ছেৎ। অপি তু নিসর্গোদ্ভিদ্যমানমদনাঙ্কুরবিকাসমাত্রন্তদিতি নবনবত্বম্। তদ্বৎ পরকীয়শিক্ষানপেক্ষনিজপ্রতিভাগুণনিষ্যন্দভূতং কাব্যার্থ ইতি ভাবঃ।

তাবদিতি। উত্তরকালন্তু ব্যঙ্গ্যস্পর্শনেন বিচিত্রতাং পরাং ভজতান্নাম, তাবতি তু স্বভাবেনৈব সা বিচিত্রেতি তাবচ্ছব্দস্যাভিপ্রায়ঃ। তন্নিমিত্তানাঞ্চেতি। ঋতু-মাল্যাদীনাম্। স্বেতি। স্বানুভূতপরানুভূতানাং যৎসামান্যংতদেব বিশেষান্তররহি-

নাং মার্গঃ। ইদং চ প্রস্থানং কবিব্যুৎপত্তয়ে বিষমবাণলীলায়াং সপ্রপঞ্চং দর্শিতম্। চেতনানাঞ্চ বাল্যাদ্যবস্থাভিরন্যত্বং সৎকবীনাং প্রসিদ্ধমেব। চেতনানামবস্থাভেরেঽপ্যবান্তরাবস্থাভেদান্নানাত্বম্। যথা কুমারীণাং কুসুমশরভিন্নহৃদয়ানামন্যাসাং চ। তত্রাপি বিনীতানামবিনীতানাং চ। অচেতনানাং চ ভাবানামারম্ভাদ্যবস্থাভেদভিন্নানামেকৈকশঃ স্বরূপমুপনিবধ্যমানমানন্ত্যমেবোপযাতি। যথা—

হংসানাং নিনদেষু যৈঃ কবলিতৈরাসজ্যতে কূজতা।
মন্যঃ কোঽপি কষায়কণ্ঠলুঠনাদাঘর্ঘরো বিভ্রমঃ।
তে সম্প্রত্যকঠোরবাণবধূদন্তাঙ্কুরস্পর্ধিনো
নির্যাতাঃ কমলাকরেষু বিসিনীকন্দাগ্রিমগ্রন্থয়ঃ॥

এবমন্যত্রাপি দিশা নয়ানুসর্তব্যম্।

দেশভেদান্নানাত্বমচেতনানাং তাবৎ। যথা বায়ূনাং নানাদিগ্দেশচারিণামন্যেষামপি সলিলকুসুমাদীনাং প্রসিদ্ধমেব। চেতনানামপি মানুষপশুপক্ষিপ্রভৃতীনাং গ্রামারণ্যসলিলাদিসমেধিতানাং পরস্পরং মহান্বিশেষঃ সমুপলক্ষ্যত এব। স চ বিবিচ্য যথাযথমুপনিবধ্যমানস্তথৈবানন্ত্যমায়াতি। তথাহি—মানুষাণামেব তাবদ্দিগ্‌দেশাভিন্নানাং যে ব্যবহারব্যাপারাদিষু বিচিত্রা বিশেষাস্তেষাং কেনান্তঃ শক্যতে গন্তুম্,

---

তন্তন্মাত্রং তস্যাশ্রয়েণ। ন হি তৈ রিতি কাবভিঃ। এতচ্চাত্যন্তাসংভাবনার্থমুক্তম্। প্রত্যক্ষদর্শনেঽপি হি—

শব্দাঃ সংকেতিতং প্রাহুর্ব্যবহারায় স স্মৃতঃ।
তদা স্বলক্ষণং নাস্তি সঙ্কেতস্তেন তত্র নঃ॥

ইত্যাদিযুক্তিভিঃ সামান্যমেব স্পৃশ্যতে। কিমিতি। অসংবেদ্যমানমর্থপৌনরুক্ত্যং কথং প্রাকরণিকৈরঙ্গীকার্যমিতি ভাবঃ। তমেব প্রকটয়তি—ন চেদিতি। উক্তিরীতি। পর্যায়মাত্রতৈব যদ্যুক্তিবিশেষস্তৎপর্য্যায়ান্তরৈরবিকলং তদর্থোপনিবন্ধে অপৌনরুক্ত্যাভিমানো ন ভবতি। তস্মাদ্বিশিষ্টবাচ্যপ্রতিপাদকৈনৈবোক্তের্বিশেষ ইতি ভাবঃ। গ্রাহ্যবিশেষেতি গ্রাহ্যঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈর্যো বিশেষঃ তস্য যো অভেদঃ।

তেনায়মর্থঃ—পদানান্তাবৎসামান্যে বা তদ্বতি বাঽপোহে বা যত্র কুত্রাপি বস্তুনি

বিশেষতো যোষিতাম্। উপনিবধ্যতে চ তৎসর্বমেব সুকবিভির্যথা-প্রতিভম্। কালভেদাচ্চ নানাত্বম্। যথর্তু ভেদাদ্দিগ্ব্যোমসলিলাদীনা-মচেতনানাম্।

কালভেদাচ্চ নানাত্বম্। যথর্তুভেদাদ্দিগব্যোমসলিলাদীনা মচেত-নানাম্। চেতনানাং চৌৎসুক্যাদয়ঃ কালবিশেষাশ্রয়িণঃ প্রসিদ্ধা এব। স্বালক্ষণ্যপ্রভেদাচ্চ সকলজগদ্গতানাং বস্তুনাং বিনিবন্ধনং প্রসিদ্ধমেব। তচ্চ যথাবস্থিতমপি তাবদুপনিবধ্যমানমনন্ততামেব কাব্যার্থস্যাপাদয়তি।

অত্র কেচিদাচক্ষীরন্—যথা সামান্যাত্মনা বস্তূনি বাচ্যতাং প্রতিপদ্যন্তে ন বিশেষাত্মনা; তানি হি স্বয়মনুভূতানাং সুখাদীনাং তন্নিমিত্তানাং চ স্বরূপমন্যত্রারোপয়দ্ভিঃ স্বপরানুভূতরূপসামান্যমাত্রশ্রয়েণোপনিবধ্যন্তে কবিভিঃ। ন হি তৈরতীতমনাগতং বর্তমানঞ্চ পরিচিতাদিস্বলক্ষণং যোগিভিরিব প্রত্যক্ষীক্রিয়তে; তচ্চানুভাব্যানুভবসামান্যং সর্বপ্রতি-পত্তৃসাধারণং পরিমিতত্বাৎ পুরাতনানামেব গোচরীভূতম্, তস্যা বিষয়ত্বা-নুপপত্তেঃ।

অতএব স প্রকারবিশেষো যৈরদ্যতনৈরভিনবত্বেন প্রতীয়তে তেষাম-ভিমানমাত্রমেব ভণিতিকৃতং বৈচিত্র্যমাত্রমত্রাস্তীতি।

তত্রোচ্যতে—যত্তূক্তং সামান্যমাত্রাশ্রয়েণ কাব্যপ্রবৃত্তিস্তস্য চ পরি-মিতত্বেন প্রাগেব গোচরীকৃতত্বান্নাস্তি নবত্বং কাব্যবস্তূনামিতি, তদযুক্তম্; যতো যদি সামান্যমাত্রমাশ্রিত্য কাব্যং প্রবর্ততে কিংকৃতস্তর্হি মহাকবি-নিবধ্যমানাং কাব্যার্থানামতিশয়ঃ। বাল্মীকিব্যতিরিক্তস্যান্যস্য কবিব্য-পদেশ এব বা সামান্যব্যতিরিক্তস্যান্যস্য কাব্যার্থস্যাভাবাৎ, সামান্যস্য চাদিকবিনৈব প্রদর্শিতত্বাৎ। উক্তিবৈচিত্র্যান্নৈষ দোষ ইতি চেৎ—

সময়ঃ, কিমনেন বাদান্তরেণ? বাক্যান্তদ্বিশেষঃ প্রতীয়ত ইতি কস্যাত্র বাদিনো বিমতিঃ। অন্বিতাভিধানতদ্বিপর্যয়সংসর্গভেদাদিবাক্যার্থপক্ষেষু সর্বত্র বিশেষস্যা-প্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ। উক্তিবৈচিত্র্যঞ্চ ন পর্যায়মাত্রকৃতমিত্যুক্তম। অন্যত্তু যৎ প্রত্যুতা-স্মাকং পক্ষসাধকমিত্যাহ—কিঞ্চেতি। পুনরিতি। ভূয় ইত্যর্থঃ। উপমা হি নিত্য,

কিমিদমুক্তিবৈচিত্র্যম্? উক্তির্হি বাচ্যবিশেষপ্রতিপাদি বচনম্। তদ্বৈচিত্র্যে কথং ন বাচ্যবৈচিত্র্যম্ বাচ্যবাচকয়োরবিনাভাবেন প্রবৃত্তেঃ। বাচ্যানাং চ কাব্যে প্রতিভাসমানানাং যদ্রূপং তত্তু গ্রাহ্যবিশেষাভেদেনৈব প্রতীয়তে। তেনোক্তিবৈচিত্র্যবাদিনা বাচ্যবৈচিত্র্যমনিচ্ছতাপ্যবশ্যমেবাভ্যুপগন্তব্যম্। তদয়মত্র সংক্ষেপঃ—

বাল্মীকিব্যতিরিক্তস্য যদ্যেকস্যাপি কস্যচিৎ।
ইষ্যতে প্রতিভার্থেষু তত্তদানন্ত্যমক্ষয়ম্॥

কিঞ্চ, উক্তিবৈচিত্র্যং যৎকাব্যনবত্বে নিবন্ধনমুচ্যতে তদস্মৎপক্ষানুগুণমেব। যতো যাবানয়ং কাব্যার্থানন্ত্যভেদহেতুঃ প্রকারঃ প্রাগ্দর্শিতঃ স সর্ব এব পুনরুক্তিবৈচিত্র্যাদ্দ্বিগুণতামাপদ্যতে। যশ্চায়মুপমাশ্লেষাদিরলঙ্কারবর্গঃ প্রসিদ্ধঃ স ভণিতিবৈচিত্র্যাদুপনিবধ্যমানঃ স্বয়মেবানবধির্ধত্তে পুনঃ শতশাখতাম্। ভণিতিশ্চ স্বভাষাভেদেন ব্যবস্থিতা সতী প্রতিনিয়তভাষাগোচরার্থবৈচিত্র্যনিবন্ধনং পুনরপরং কাব্যার্থানামানন্ত্যমাপাদয়তি। যথা মমৈব—

প্রতিম, চ্ছল, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়, তুল্য, সদৃশাভাসাদিভির্বিচিত্রাভিরুক্তিভির্বিচিত্রীভবত্যেব। বস্তুত এতাসামুক্তীনামর্থবৈচিত্র্যস্য বিদ্যমানত্বাৎ। নিয়মেন ভানযোগাদ্ধি নিভশব্দঃ, তদনুকারতয়া তু প্রতিমশব্দ ইত্যেবং সর্বত্র বাচ্যং কেবলং বালোপযোগি কাব্যটীকাপরিশীলনদৌরাত্ম্যাদেষু পর্যায়ত্বভ্রম ইতি ভাবঃ। এবমর্থানন্ত্যমলঙ্কারানন্ত্যঞ্চ ভণিতিবৈচিত্র্যাদ্ভবতি। অন্যথাপি চ তত্ত্বতো ভবতীতি দর্শয়তি—ভণিতিশ্চেতি। প্রতিনিয়তায়া ভাষায়া গোচরো বাচ্যো যোঽর্থস্তৎকৃতং যদ্বৈচিত্র্যং তন্নিবন্ধনং নিমিত্তং যস্য, অলঙ্কারাণাং কাব্যার্থানাঞ্চানন্ত্যস্য। তৎকর্মভূতং ভণিতিবৈচিত্র্যং কর্তৃভূতমাপাদয়তীতি সম্বন্ধঃ। কর্মণো বিশেষণচ্ছলেন হেতুর্দর্শিতঃ।

মম মম ইতি ভণতো ব্রজতি কালো জনস্য।
তথাপি ন দেবো জনার্দনো গোচরো ভবতি মনসঃ॥

মধুমথন ইতি যোঽনবরতং ভণতি, তস্য কথন্ন দেবো মনোগোচরো ভবতীতি বিরোধালঙ্কারচ্ছায়া। সৈন্ধবভাষয়া মহমহ ইত্যনয়া ভণিত্যা সমুন্মেষিতা॥ ৭॥

মহমহ ইত্তি ভণন্তউ বজ্জদি কালো জণস্স।
তোই ণ দেউ জণাদ্দণ গোঅরী ভোদি মণসো ॥

ইত্থং যথা যথা নিরূপ্যতে তথা তথা ন লভ্যতেঽন্তঃ কাব্যার্থানাম্। ইদং তূচ্যতে—

অবস্থাদিবিভিন্নানাং বাচ্যানাং বিনিবন্ধনম্।
যৎপ্রদর্শিতং প্রাক্ ন তচ্ছক্যমপোহিতুম্ ॥
ভূম্নৈব দৃশ্যতে লক্ষ্যে তত্তু ভাতি রসাশ্রয়াৎ ॥ ৮ ॥

তদিদমত্র সংক্ষেপেণাভিধীয়তে সৎকবীনামুপদেশায়—

রসভাবাদিসম্বদ্ধা যদ্যৌচিত্যানুসারিণী।
অন্বীয়তে বস্তুগতিদেশকালাদিভেদিনী ॥ ৯ ॥
তৎ কা গণনা কবীনামন্যেষাং পরিমিতশক্তীনাম্।
বাচস্পতিসহস্রাণাং সহস্রৈরপি যত্নতঃ।
নিবদ্ধা সা ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতামিব ॥ ১০ ॥

যথা হি জগৎপ্রকৃতিরতীতকল্পপরম্পরাবির্ভূতবিচিত্রবস্তুপ্রপঞ্চা সতী পুনরিদানীং পরিক্ষীণা পরপদার্থনির্ম্মাণশক্তিরিতি ন শক্যতেঽভিধাতুম্। তদ্বদেবেয়ং কাব্যস্থিতিরনন্তাভিঃ কবিমতিভিরুপভুক্তাপি নেদানীং পরিহীয়তে, প্রত্যুত নবনবাভির্ব্যুৎপত্তিভিঃ পরিবর্ধতে। ইত্থং স্থিতেঽপি—

সংবাদাস্তু ভবন্ত্যেব বাহুল্যেন সুমেধসাম্।
স্থিতং হ্যেতৎ সংবাদিন্য এব মেধাবিনাং বুদ্ধয়ঃ। কিন্তু—
নৈকরূপতয়া সর্ব্বে তে মন্তব্যা বিপশ্চিতা ॥ ১১ ॥

অবস্থাদিবিভিন্নানাং বাচ্যানাং বিনিবন্ধনম্।
ভূম্নৈব দৃশ্যতে লক্ষ্যে তত্তু ভাতি রসাশ্রয়াৎ ॥

ইতি কারিকা। অন্যস্তু গ্রন্থো মধ্যোপস্কারঃ ॥ ৮ ॥

অত্র তু পাদত্রয়স্যার্থমনূদ্য চতুর্থপাদার্থোঽপূর্বতয়া বিধীয়তে। তদিত্যাদি শক্তীনামিত্যন্তং কারিকয়োর্মধ্যোপস্কারঃ। দ্বিতীয়কারিকায়াস্তুর্যং পাদং ব্যাচষ্টে—যথা হীতি ॥ ৯, ১০ ॥

সংবাদা ইতি কারিকায়া অর্ধং নৈকরূপতয়েতি দ্বিতীয়ম্ ॥ ১১ ॥

কথমিতি চেৎ—

সংবাদো হ্যন্যসাদৃশ্যং তৎপুনঃ প্রতিবিম্ববৎ।
আলেখ্যাকারবত্তুল্যদেহিবচ্চ শরীরিণাম্॥ ১২॥

সংবাদো হি কাব্যার্থস্যোচ্যতে যদন্যেন কাব্যবস্তুনা সাদৃশ্যম্। তৎপুনঃ শরীরিণাং প্রতিবিম্ববদালেখ্যাকারবৎ তুল্যদেহিবচ্চ ত্রিধা ব্যবস্থিতম্। কিঞ্চিদ্ধি কাব্যবস্তু বস্ত্বন্তরস্য শরীরিণঃ প্রতিবিম্বকল্পম্, অন্যত্বালেখ্যপ্রখ্যম, অন্যত্তুল্যেন শরীরিণা সদৃশম্।

তত্র পূর্বমনন্যাত্ম তুচ্ছাত্ম তদনন্তরম্।
তৃতীয়ং তু প্রসিদ্ধাত্ম নান্যসাম্যং ত্যজেৎ কবিঃ॥ ১৩॥

তত্র পূর্ব্বং প্রতিবিম্বকল্পং কাব্যবস্তু পরিহর্তব্যং সুমতিনা। যতস্তদনন্যাত্ম তাত্ত্বিকশরীরশূন্যম্। তদনন্তরমালেখ্যমন্যসাম্যং শরীরান্তর-

---

কিমিয়ং রাজাজ্ঞেত্যভিপ্রায়েণাশঙ্কতে—কথমিতি চেদিতি। অত্রোত্তরম্—

সংবাদো হ্যন্যসাদৃশ্যন্তৎপুনঃ প্রতিবিম্ববৎ।
আলেখ্যাকারবত্তুল্যদেহিবচ্চ শরীরিণাম্॥

ইত্যনয়া কারিকয়া। এষা খণ্ডীকৃত্য বৃত্তৌ ব্যাখ্যাতা। শরীরিণামিত্যয়ঞ্চ শব্দঃ প্রতিবাক্যং দ্রষ্টব্য ইতি দর্শিতম্। শরীরিণ ইতি। পূর্বমেবপ্রতিলব্ধস্বরূপতয়া প্রধানভূতস্যেত্যর্থঃ॥ ১২॥

তত্র পূর্বমনন্যাত্ম তুচ্ছাত্ম তদনন্তরম্।
তৃতীয়স্তু প্রসিদ্ধাত্ম নান্যসাম্যন্ত্যজেৎ কবিঃ॥

ইতি কারিকা। অনন্যঃ পূর্বোপনিবন্ধকাব্যাদাত্মা স্বভাবো যস্য তদনন্যাত্ম যেন রূপেণ ভাতি তৎপ্রাক্‌বিস্পৃষ্টমেব, যথা যেন রূপেণ প্রতিবিম্বং ভাতি, তেন রূপেণ বিম্বমেবৈতৎ। স্বয়ন্তু তৎ কীদৃশমিত্যত্রাহ—তাত্ত্বিকশরীরশূন্যমিতি। ন হি তেন কিঞ্চিদপূর্বমুৎপ্রেক্ষিতং প্রতিবিম্বমপ্যেবমেব। এবং প্রথমং প্রকারং ব্যাখ্যায় দ্বিতীয়ং ব্যাচষ্টে—তদনন্তরন্ত্বীতি। দ্বিতীয়মিত্যর্থঃ। অন্যেন সাম্যং যস্য তত্তথা। তুচ্ছাত্মেতি। অনুকারে হ্যনুকার্যবুদ্ধিরেব চিত্রপুস্তকাদাবিব ন তু সিন্দূরাদিবুদ্ধিঃ স্ফুরতি, সাপি চ ন চারুত্বায়েতি ভাবঃ॥ ১৩॥

যুক্তমপি তুচ্ছাত্মত্বেন ত্যক্তব্যম্। তৃতীয়ং তু বিভিন্নকমনীয়শরীর-সদ্ভাবে সতি সসংবাদমপি কাব্যবস্তু ন ত্যক্তব্যং কবিনা। ন হি শরীরী শরীরিণান্যেন সদৃশোঽপ্যেক এবেতি শক্যতে বক্তুম্।

এতদেবোপপাদয়িতুমুচ্যতে—

আত্মনোঽন্যস্য সদ্ভাবে পূর্বস্থিত্যনুযায্যপি।
বস্তু ভাতিতরাং তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্॥ ১৪॥

তত্ত্বস্য সারভূতস্যাত্মনঃ সদ্ভাবেঽন্যস্য পূর্ব্বস্থিত্যনুযায্যপি বস্তু ভাতিতরাম্। পুরাণরমণীয়চ্ছায়ানুগৃহীতং হি বস্তু শরীরবৎ পরাং শোভাং পুষ্যতি। ন তু পুনরুক্তত্বেনাবভাসতে। তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্।

এবং তাবৎ সসংবাদাসাং সমুদায়রূপাণাং বাক্যার্থানাং বিভক্তাঃ সীমানঃ। পদার্থরূপাণাং চ বস্ত্বন্তরসদৃশানাং কাব্যবস্তূনাং নাস্ত্যেব দোষ ইতি প্রতিপাদয়িতুমুচ্যতে—

অক্ষরাদিবচনেব যোজ্যতে যত্র বস্তুরচনা পুরাতনী।
নূতনে স্ফুরতি কাব্যবস্তুনি ব্যক্তমেব খলু সা ন দুষ্যতি॥ ১৫॥

এতদেবেতি তৃতীয়স্য রূপস্যাত্যাজ্যত্বম্।

আত্মনোঽন্যস্য সদ্ভাবে পূর্বস্থিত্যনুযায্যপি।
বস্তু ভাতিতরান্তন্ব্যাঃ শশিচ্ছায়মিবাননম্॥

ইতি কারিকা খণ্ডীকৃত্য বৃত্তৌ পঠিতা। কেষুচিৎ পুস্তকেষু কারিকা অখণ্ডীকৃতা এব দৃশ্যন্তে। আত্মন ইত্যস্য শব্দস্য পূর্বপঠিতাভ্যামেব তত্ত্বস্য সারভূতস্যেতি চ পদাভ্যামর্থো নিরূপিতঃ॥ ১৪॥

সসংবাদানামিতি পাঠঃ। সংবাদানামিতি তু পাঠে বাক্যার্থরূপাণাং সমুদায়ানাং যে সংবাদাঃ তেষামিতি বৈয়ধিকরণ্যেন সঙ্গতিঃ। বস্তুশব্দেন একো বা দ্বৌ বা ত্রয়ো বা চতুরাদয়ো বা পদানামর্থাঃ। তানি ত্বিতি। অক্ষরাণি চ পদানি চ। তান্যেবেতি। তেনৈব রূপেণ যুক্তানি মনাগপ্যন্যরূপতামাগতানীত্যর্থঃ। এবমক্ষরা-দিরচনৈবেতিদৃষ্টান্তভাগং ব্যাখ্যায় দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—তথৈবেতি। শ্লেষাদি-ময়ানীতি শ্লেষাদিস্বভাবানীত্যর্থঃ। সদ্বৃত্ততেজস্বিগুণদ্বিজাদয়ো হি শব্দাঃ পূর্বপূর্বৈরপি

ন হি বাচস্পতিনাপ্যক্ষরাণি পদানি বা কানিচিদপূর্বাণি ঘটয়িতুং শক্যন্তে তানি তু তান্যেবোপনিবদ্ধানি ন কাব্যাদিষু নবতাং বিরুধ্যন্তি। তথৈব পদার্থরূপাণি শ্লেষাদিময়ান্যর্থতত্ত্বানি। তস্মাৎ—

যদপি তদপি রম্যং যত্র লোকস্য কিঞ্চিৎ
স্ফুরিতমিদমিতীয়ং বুদ্ধিরভ্যুজ্জিহীতে।
স্ফুরণেয়ং কাচিদিতি সহৃদয়াণাং চমৎকৃতিরুৎপদ্যতে।
অনুগতমপি পূর্বচ্ছায়য়া বস্তু তাদৃক্—
সুকবিরুপনিবধ্নন্নিন্দ্যতাং নোপযাতি ॥ ১৬ ॥

তদনুগতমপি পূর্বচ্ছায়য়া বস্তু তাদৃক্ তাদৃক্ষং সুকবির্বিবক্ষিতব্যঙ্গ্যবাচ্যার্থসমর্পণসমর্থশব্দরচনারূপয়া বন্ধচ্ছায়য়োপনিবধ্নন্নিন্দ্যতাং নৈব যাতি। তদিত্থং স্থিতম্—

প্রতায়ন্তাং বাচো নিমিতবিবিধার্থামৃতরসা
ন সাদঃ কর্তব্য কবিভিরনবদ্যে স্ববিষয়ে।

সন্তি নবাঃ কাব্যার্থাঃ পরোপনিবদ্ধার্থবিরচনে ন কশ্চিৎ কবের্গুণ ইতি ভাবয়িত্বা।

কবিসহস্রৈঃ শ্লেষচ্ছায়য়া নিবধ্যন্তে, নিবদ্ধাশ্চন্দ্রাদয়শ্চোপমানত্বেন। তথৈব পদার্থরূপাণীত্যত্র নাপূর্বাণি ঘটয়িতুং শক্যন্তে ইত্যাদি বিরুধ্যন্তীত্যেবমন্তং প্রাক্তনং বাক্যমভিসন্ধানীয়ম্ ॥ ১৫ ॥

'লোকস্যে'তি ব্যাচষ্টে—সহৃদয়ানামিতি। চমৎকৃতিরিতি। আস্বাদপ্রধানা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ। 'অভ্যুজ্জীহীত' ইতি ব্যাচষ্টে—উৎপদ্যত ইতি। উদেতীত্যর্থঃ। বুদ্ধেরেবাকারং দর্শয়তি—স্ফুরণেয়ং কাচিদিতি।

যদপি তদপি রম্যং যত্র লোকস্য কিঞ্চিৎ-
স্ফুটিতমিদমিতীয়ং বুদ্ধিরভ্যুজ্জিহীতে।
অনুগতমপি পূর্বচ্ছায়য়া বস্তু তাদৃক্-
সুকবিরুপনিবধ্নন্নিন্দ্যতাং নোপযাতি ॥

ইতি কারিকা খণ্ডীকৃত্য পঠিতা ॥ ১৬ ॥

পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্তু সুকবেঃ
সরস্বত্যেবৈষা ঘটয়তি যথেষ্টং ভগবতী ॥ ১৭ ॥

পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসঃ সুকবেঃ সরস্বত্যেষা ভগবতী যথেষ্টং ঘটয়তি বস্তু। যেষাং সুকবীনাং প্রাক্তনপুণ্যাভ্যাসপরিপাকবশেন, প্রবৃত্তিস্তেষাং পরোপরচিতার্থপরিগ্রহনিঃস্পৃহাণাং স্বব্যাপারো ন ক্বচিদুপযুজ্যতে। সৈব ভগবতী সরস্বতী স্বয়মভিমতমর্থমাবির্ভাবয়তি। এতদেব হি মহাকবিত্বং মহাকবীনামিত্যোম্।

স্ববিষয় ইতি। স্বয়ন্তাৎকালিকত্বেনাস্ফুরিত ইত্যর্থঃ। পরস্বাদানেচ্ছেত্যাদি দ্বিতীয়ং শ্লোকার্ধং পূর্বোপস্কারেণ সহ পঠতি—পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্তু সুকবেরিতি তৃতীয়ঃ পাদঃ। কুতঃ খল্বপূর্বমানয়ামীত্যাশয়েন নিরুদ্যোগঃ পরোপনিবদ্ধবস্তূপজীবকো বা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সরস্বত্যেবেতি। কারিকায়াং সুকবেরিতি জাতাবেকবচনমিত্যভিপ্রায়েণ ব্যাচষ্টে—সুকবীনামিতি। এতদেব স্পষ্টয়তি—প্রাক্তনেত্যাদিনা তেষামিত্যন্তেন। আবির্ভাবয়তীতি। নূতনমেব সৃজতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ইতীতি। কারিকাতদ্বৃত্তিনিরূপণপ্রকারেণেত্যর্থঃ। অক্লিষ্টা রসাশ্রয়েণ উচিতা যে গুণালঙ্কারাস্ততো যা শোভা তাং বিভর্তি কাব্যম্। উদ্যানমপ্যক্লিষ্টঃ কালোচিতো যো রসঃ সেকাদিকৃতঃ তদাশ্রয়স্তৎকৃতো যো গুণানাং সৌকুমার্যচ্ছায়াবত্ত্বসৌগন্ধ্যপ্রভৃতীনামলঙ্কারঃ পর্যাপ্ততাকারণং তেন চ যা শোভা তাং বিভর্তি। যস্মাদিতি কাব্যখ্যাদুদ্যানাৎ। সর্বং সমীহিতমিতি। ব্যুৎপত্তিকীর্তিপ্রীতিলক্ষণমিত্যর্থঃ।

এতচ্চ সর্বং পূর্বমেব বিতত্যোক্তমিতি শ্লোকার্থমাত্রং ব্যাখ্যাতম্। সুকৃতিভিরিতি। যে কষ্টোপদেশেনাপি বিনা তথাবিধফলভাজঃ তৈরিত্যর্থঃ। অখিলসৌখ্যধাম্নীতি অখিলং দুঃখলেশেনাপ্যননুবিদ্ধং যৎ সৌখ্যং তস্য ধাম্নি একায়তন ইত্যর্থঃ। সর্বথা প্রিয়ং সর্বথা চ হিতং দুর্লভং জগতীতি ভাবঃ। বিবুধোদ্যানং নন্দনম্। সুকৃতীনাং কৃতজ্যোতিষ্টোমাদীনামেব সমীহিতাসাদননিমিত্তম্। বিবুধাশ্চ কাব্যতত্ত্ববিদঃ। দর্শিত ইতি। স্থিত এব সন্ প্রকাশিতঃ, অপ্রকাশিতস্য হি কথং ভোগ্যত্বম্। কল্পতরুণা উপমানং যস্য তাদৃঙ্ মহিমা যস্যেতি বহুব্রীহিগর্ভো বহুব্রীহিঃ। সর্বসমীহিতপ্রাপ্তির্হি কাব্যে তদেকায়ত্তা। এতচ্চোক্তং বিস্তরতঃ ॥

ইত্যক্লিষ্টরসাশ্রয়োচিতগুণালঙ্কারশোভাভৃতো
যস্মাদ্বস্তু সমীহিতং সুকৃতিভিঃ সর্বং সমাসাদ্যতে।
কাব্যাখ্যেঽখিলসৌখ্যধাম্নি বিবুধোদ্যানে ধ্বনির্দর্শিতঃ
সোঽয়ং কল্পতরূপমানমহিমা ভোগ্যোঽস্তু ভব্যাত্মনাম্॥
সৎকাব্যতত্ত্বনয়বর্ত্ম চিরপ্রসুপ্ত
কল্পং মনঃসু পরিপক্বধিয়াং যদাসীৎ।

সৎকাব্যতত্ত্বনয়বর্ত্ম চিরপ্রসুপ্ত-
কল্পং মনঃ সু পরিপক্বধিয়াং যদাসীৎ।
তদ্ব্যাকরোৎসহৃদয়োদয়লাভহেতোঃ

ইতি সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনোপসংহারঃ। ইহ বাহুল্যেন লোকো লোকপ্রসিদ্ধ্যা সম্ভাবনাপ্রত্যয়বলেন প্রবর্ততে। স চ সম্ভাবনাপ্রত্যয়ো নামশ্রবণবশাৎ প্রসিদ্ধান্য-তদীয়সমাচারকবিত্ববিদ্বত্তাদিসমনুস্মরণেন ভবতি। তথাহি—ভর্তৃহরিণেদং কৃতম্—যস্যায়মৌদার্যমহিমা যস্যাস্মিঞ্ছাস্ত্রে। এবংবিধঃ সারো দৃশ্যতে তস্যায়ং শ্লোক-প্রবন্ধস্তস্মাদাদরণীয়মেতদিতি লোকঃ প্রবর্তমানো দৃশ্যতে। লোকশ্চাবশ্যং প্রবর্তনীয়ঃ তচ্ছাস্ত্রোদিতপ্রয়োজনসম্পত্তয়ে। তদনুগ্রাহ্যশ্রোতৃজনপ্রবর্তনাঙ্গত্বাদ্ গ্রন্থকারাঃ স্বনাম-নিবন্ধনং কুর্বন্তি, তদভিপ্রায়েণাহ—আনন্দবর্ধন ইতি। প্রথিতশব্দেনৈতদেব প্রথিতং তত্ত্ব, তদেব নামশ্রবণং কেষাঞ্চিন্নিবৃত্তিং করোতি, তন্মাৎসর্যবিজৃম্ভিতং নাত্র গণনীয়ম্, নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনাদেব হি শ্রুতাৎ কোঽপি রাগান্ধো যদি নিবর্ততে কিমেতাবতা প্রয়োজনমপ্রয়োজনমপ্যবশ্যং বক্তব্যমেব স্যাৎ। তস্মাদর্থিনাং প্রবৃত্ত্যঙ্গন্নাম প্রসিদ্ধম্।

স্ফুটীকৃতার্থবৈচিত্র্যবহিঃপ্রসরদায়িনীম্।
তুর্যাং শক্তিমহং বন্দে প্রত্যক্ষার্থনিদর্শিনীম্॥
আনন্দবর্ধনবিবেকবিকাসিকাব্যালোকার্থতত্ত্বঘটনাদনুমেয়সারম্।
যৎ প্রোন্মিষৎ সকলসদ্বিষযপ্রকাশি ব্যাপার্যতাভিনবগুপ্তবিলোচনং তৎ॥
শ্রীসিদ্ধিচেলচরণাব্জপরাগপূতভট্টেন্দুরাজমতিসংস্কৃতবুদ্ধিলেশঃ।
বাক্যপ্রমাণপদবেদিগুরুঃ প্রবন্ধসেবারসো ব্যরচয়দ্ ধ্বনিবস্তুবৃত্তিম্॥
সজ্জনান্ কবিরসৌ ন যাচতে হ্লাদনায় শশভৃৎ কিমর্থিতঃ।
নৈব নিন্দতি খলান্মুহুর্মুহুঃ ধিক্কৃতোঽপি ন হি শীতলোঽনলঃ॥

তদ্ব্যাকরোৎ সহৃদয়োদয়লাভহেতো
রানন্দবর্দ্ধন ইতি প্রথিতাভিধানঃ ॥

ইতি শ্রীরাজানকানন্দবর্ধনাচার্যবিরচিতে ধ্বন্যালোকে চতুর্থ উদ্দ্যোতঃ
সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ ॥

বস্তুতঃ শিবময়ে হৃদি স্ফুটং সর্বতঃ শিবময়ংবিরাজতে ।
নাশিবং ক্বচন কস্যচিদ্বচঃ তেন বঃ শিবময়ী দশা ভবেৎ ॥

ইতি মহামাহেশ্বরাভিনবগুপ্তবিরচিতে কাব্যালোকলোচনে

চতুর্থ উদ্দ্যোতঃ

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ॥

শ্রীমদানন্দবর্দ্ধনাচার্য্যপ্রণীত

ধ্বন্যালোক

শ্রীমৎ আচার্য্য অভিনবগুপ্তবিরচিত লোচননামা ব্যাখ্যাসমন্বিত।

প্রথম উদ্দ্যোত।

মধুরিপু স্বেচ্ছায় সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যে নির্ম্মল শোভাময় নখসমূহের দ্বারা চন্দ্রের রূপ বিনিন্দিত হইয়াছে ও যাহারা শরণাগতের দুঃখহরণকারী সেই নখসমূহ তোমাদিগকে ত্রাণ করুক।

সরস্বতীর যে তত্ত্ব কোনপ্রকার উপাদান কারণের অপেক্ষা না করিয়াই অপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি ও বিস্তারসাধন করে, যাহা পাষাণতুল্য জগৎকে নিজরসগুণে সারযুক্ত করে, যাহা প্রথমে কবিপ্রতিভা ও পরে বাক্যরচনা—ইহাদের ক্রমিক প্রসারের দ্বারা রসময় হইয়া জগৎকে প্রকাশিত করে, সরস্বতীর সেই তত্ত্ব বিজয় লাভ করে। তাহাকে "কবিসহৃদয়"-আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে॥

ভট্টেন্দুরাজের চরণকমল সন্নিধানে আমি বাস করিয়াছি ; আমি হৃদয়গ্রাহী শাস্ত্র শ্রুত আছি ; আমার নাম অভিনবগুপ্ত। নিজের লোচনের নিয়োজনের দ্বারা আমি গ্রন্থকারের বক্তব্য প্রতিধ্বনিত করিয়া মানবসমাজে কাব্যালোক যৎকিঞ্চিৎও স্ফুট করিতেছি॥

পরমেশ্বরের অবিচ্ছিন্ন স্তুতির দ্বারা বৃত্তিকার নিজে চরিতার্থতা লাভ করিলেও তিনি ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতাদের অভীষ্ট ব্যাখ্যা শ্রবণের বিঘ্নহীন ফললাভের জন্য সমুচিত আশীর্ব্বাদ রচনার দ্বারা তাঁহাদিগকে পরমেশ্বরবিষয়ে অভিমুখী করিতেছেন—স্বেচ্ছেতি॥ মধুরিপুর নখগুলি তোমাদিগকে অর্থাৎ ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতাদিগকে ত্রাণ করুক, কারণ তাঁহারাই সম্বোধনের পক্ষে উপযুক্ত। 'যুষ্মদ্'-শব্দের অর্থ সম্বোধনাত্মক। 'ত্রাণ'-শব্দের প্রয়োগও

কাব্যের আত্মা ধ্বনি ইহা পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। অপরে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। অন্যে তাহাকে ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অভীষ্টলাভের সহায়কতাবোধক; তাহাও তদ্বিরোধী বিঘ্ন অপসারণ প্রভৃতির দ্বারা হইয়া থাকে। ত্রাণেরদ্বারা এইটুকুমাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে। ভগবান্ নিত্য উদ্যমশীল; তাঁহার উৎসাহ বা কর্ম্মপ্রচেষ্টা মোহবিরহিত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিসমন্বিত হইয়া প্রতীত হওয়ায় তাঁহার বীররস ধ্বনিত হইতেছে। নখ প্রহরণস্বরূপ এবং প্রহরণরূপ করণের সাহায্যে রক্ষণকার্য্য করণীয় বটে। এখানে নখগুলি ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়া কর্ত্তৃরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় তাহাদের সাতিশয় শক্তিশালিতা সূচিত হইয়াছে। পরমেশ্বরকে যে বাহিরের কোন করণের অপেক্ষা রাখিতে হয় না তাহাও ধ্বনিত হইয়াছে। মধুবিপুর —ইহার দ্বারা কথিত হইয়াছে যে তিনি সর্ব্বদাই জগতের ত্রাস অপসারণ করিতে উদ্যত। কিরূপ মধুরিপুর?—যিনি স্বেচ্ছায়—কর্ম্মফলের দ্বারা বা অন্যের ইচ্ছায় নহে—সিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। বরং বিশিষ্ট দানব হনন, ব্যাপারে তথাবিধ ইচ্ছা পরিগ্রহের ঔচিত্যবশতঃই যিনি সিংহরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার কিরূপ নখসমূহ?—শরণাগতের ক্লেশ যাহারা ছেদন করে; নখসমূহের ছেদকত্ব উচিতই; কিন্তু নখের দ্বারা ক্লেশের ছেদন অসম্ভব হইলেও তদীয় নখ স্বেচ্ছায় নির্ম্মিত বলিয়া তৎসম্পর্কে ইহা সম্ভবই। অথবা, ত্রিজগৎকণ্টক হিরণ্যকশিপু বিশ্বের ক্লেশকর অতএব প্রপন্নব্যক্তিদের অর্থাৎ ভগবান্ যাহাদের একমাত্র শরণ তাহাদের পক্ষে সে-ই বস্তুতঃ আর্ত্তি বা ক্লেশের কারণ বলিয়া মূর্ত্তিমান্ আর্ত্তিস্বরূপ। তাহাকে যে নখসমূহ বিনাশ করিয়াছে তাহাদের দ্বারা আর্ত্তি উচ্ছিন্ন হইয়াছে। সুতরাং সেই বিনাশক অবস্থায়ও ভগবানের পরম কারুণিকত্ব কথিত হইয়াছে। অপিচ সেই নখসমূহ স্বচ্ছ অর্থাৎ স্বচ্ছতাগুণ বা নির্ম্মলতাগুণ সমন্বিত; স্বচ্ছ, মৃদু প্রভৃতি শব্দ মুখ্যতঃ ভাববাচকই; নিজেদের শোভার দ্বারা অর্থাৎ বক্রমনোরমকান্তির দ্বারা চন্দ্র অক্ষমতার জন্য আয়াসিত অর্থাৎ খেদযুক্ত হইয়াছে। আয়াসন বা খেদসঞ্চারের দ্বারা নখসন্নিধানে চন্দ্রের শোভাহীনতার প্রতীতি ও অমনোরমত্ব প্রতীতি ধ্বনিত হইতেছে; নখের খেদসঞ্চার করিবার ক্ষমতা সুপ্রসিদ্ধই; সেই কাজই নরহরির নখসমূহের দ্বারা লোকোত্তররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অপিচ তদীয়

কেহ কেহ বলিয়াছেন তাহার তত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়। তাই সহৃদয়ব্যক্তির মনঃপ্রীতির জন্য আমরা তাহার স্বরূপ বলিতেছি। ১ ॥

স্বচ্ছতা ও বক্রতা দেখিয়া বালচন্দ্র নিজের মধ্যে খেদ অনুভব করিতেছে:— "আমাদের স্বচ্ছতা ও বক্রতা তুলনীয়; কিন্তু তথাপি ইহারা শরণাগতের আর্ত্তি নিবারণে কুশল; আমি তাহা পারিনা।" এইভাবে ব্যতিরেক অলঙ্কারও ধ্বনিত হইয়াছে। আরও বলা যাইতে পারে:—"পূর্ব্বে আমি একাই অসাধারণ নির্ম্মলতা ও মনোরম আকারের জন্য সকল লোকের অভিলষণীয় ছিলাম। আজ নখসমূহ দশটি বালচন্দ্রের আকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহারা সন্তাপ-পীড়া বিনাশ করিতেও তৎপর। ইহাদিগকেই মানবসমাজ বালচন্দ্রের মর্য্যাদা দান করিয়া অবলোকন করিতেছে। তাই উৎপ্রেক্ষা ও অপহ্নুতিধ্বনিও আছে। এইভাবে মদীয় আচার্য্য বস্তু, অলঙ্কার এবং রসভেদে তিনরকমের ধ্বনির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভিধেয়ের স্বরূপ প্রধানভাবে বলার সঙ্গে সঙ্গে তৎসামর্থ্যের দ্বারা প্রয়োজনের প্রয়োজন ও তৎসম্বন্ধীয় প্রয়োজন অপ্রধানভাবে প্রকাশ করিবার জন্য এই আদিবাক্য বলা হইতেছে—কাব্যস্যাত্মেতি। কাব্যাত্মাশব্দের নৈকট্যের জন্য বুধ শব্দের দ্বারা সেইরূপ লোকদিগকে বুঝিতে হইবে যাঁহাদের উদ্দেশ্যে কাব্যের আত্মা বোঝান হয়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—কাব্যতত্ত্ববিদ্ভিরিতি। 'তত্ত্ব'-শব্দের দ্বারা 'আত্মা'-শব্দের অর্থ বিবৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, ইহা কাব্যের সারাংশ এবং অপর শব্দের দ্বারা ইহাকে বোঝান অসম্ভব। 'ইতি'-শব্দের দ্বারা দেখান যাইতেছে যে 'ধ্বনি'-শব্দ নিজের দ্বারাই নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে। এই 'ধ্বনি'-শব্দের অর্থ বিবাদের বিষয় হওয়ায় নিশ্চিত রূপে ইহার কোন অর্থ সংযোগ করা যায়না। ইহা বিবৃত করিয়া বলিতেছেন —সংজ্ঞিত ইতি। বস্তুত ইহা যে মাত্র সংজ্ঞা হিসাবেই বলা হইল তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষেই সমস্তের সারভূত এমন পদার্থ আছে যাহা শুধু 'ধ্বনি'-শব্দবাচ্য। অন্যথা পণ্ডিতগণ তাহার কথা বলিতেন না, এই অভিপ্রায়ই বিবৃত করিতেছেন—তস্য সহৃদয়ঃ—ইত্যাদির দ্বারা। এইভাবে যোজনা করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত—'ইতি'-শব্দের ক্রম ভঙ্গ করিয়া অন্বয় করিলে (কাব্যস্য আত্মা ইতি) একটি বাক্যার্থ বুঝাইবে। যেমন—"কাব্যের আত্মা—

বুধ বা পণ্ডিত বলিতে কাব্যতত্ত্বজ্ঞদিগকে বুঝাইতেছে। কাব্যের আত্মা ধ্বনি—তাঁহাদের দ্বারা এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পরম্পরাক্রমে যাহা পূর্ব্বে সম্যক্‌ভাবে ম্নাত অর্থাৎ প্রকটিত হইয়াছে তাহা সহৃদয়ব্যক্তির মনের কাছে প্রকাশিত হইতে থাকিলেও সেই অনস্তিত্ববাদীদের এই সকল প্রকারভেদ থাকা সম্ভব। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, "কাব্যের তো শব্দার্থময় শরীর।

এই বলিয়া যে ধ্বনিরূপ বিষয় সম্প্রদায় ক্রমে কথিত হইয়াছে। ধ্বনির দ্বারা যদি 'ধ্বনি'-শব্দ মাত্রই বুঝায় তবে "ধ্বনিসংজ্ঞিত অর্থ" এই কথা বলার সঙ্গতি কি? ঐরূপ হইলে, "ধ্বনি শব্দই কাব্যের আত্মা" এই কথাই বলা হইয়া পড়িত, যেমন "গো"—এই শব্দ অমুক ব্যক্তি বলিতেছে"—এইখানে হয়। অবশ্য "কাব্যের আত্মা ধ্বনি"—এই কথা মানিয়া লইলে বিরোধের স্থান যে না থাকে তাহা নহে। বরং ধর্ম্মী থাকিলেই ধর্ম্ম মাত্রের দ্বারা বিরোধের উদ্ভব হইবে। সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে অধিক বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তির বিরক্তি উৎপাদন করিয়া লাভ নাই। একজন পণ্ডিত ব্যক্তির ভুল হইলে তাহা মাত্র একজন পণ্ডিতেরই ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সেইরূপ ভুল হইবে ইহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। সেই জন্য 'পণ্ডিতগণ' এই বহুবচনের প্রয়োগ করা হইল। ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—পরম্পরযেতি। অভিপ্রায় এই যে বিশিষ্ট পুস্তকে ইহা সন্নিবেশিত না হইয়া থাকিলেও পণ্ডিত সমাজ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে এইরূপ বলিয়াছেন। বহুসংখ্যক পণ্ডিত অনাদরণীয় বস্তু আদরের সহিত নির্দ্দেশ করিবেন—এমন হইতে পারে না। অথচ তাঁহারা আদরের সহিত ইহা বলিয়াছেন। তাই বলিতেছেন—সম্যগাম্নাতপূর্ব্ব ইতি। 'পূর্ব্ব'-এই কথার দ্বারা বলিতেছেন যে ইহা এখানেই যে প্রথম সম্ভাবিত হইল তাহা নহে। স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—(সম্) সম্যকরূপে (আ) চতুর্দ্দিক বিবেচনা করিয়া ম্নাত অর্থাৎ প্রকটিত। তস্যেতি। বাস্তবিক পক্ষে যাহার অধিগমনের জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত তাহার অস্তিত্বের অভাবের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব কি করি? ভাবার্থ এই যে ধ্বনির অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের মূর্খতা অনন্ত। এই অভাববাদীদের কি কি সংশয় তাহা আমরা শুনি নাই। তাহার সম্ভাবনা উপস্থাপিত করিয়া খণ্ডন করা হইবে। এই জন্যই পরোক্ষার (অতীতের)

তাহার শব্দগত চারুত্বের হেতু হইতেছে অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার—ইহা তো প্রসিদ্ধই। অর্থগত চারুত্বের হেতু হইতেছে উপমাদি অর্থালঙ্কার। মাধুর্য্যাদি যে সকল গুণ বর্ণ ও সংঘটনাকে আশ্রয় করে তাহারাও প্রতীত হইয়া থাকে। উপনাগরিকাদি যে সকল বৃত্তি কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারাও ইহাদিগের হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে এবং তাহারাও শ্রবণগোচর হইয়াছে। বৈদর্ভী প্রভৃতিও তদনতিরিক্ত

প্রয়োগ। ভবিষ্যৎ বস্তুর খণ্ডন তো যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ তাহা উৎপন্নই হয় নাই। যদি প্রশ্ন উঠে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাই বুদ্ধির দ্বারা আরোপিত হইয়া খণ্ডিত হইতেছে তদুত্তরে বলা যায় যে বুদ্ধিতে যাহা আরোপিত হইতেছে তাহা আর ভবিষ্যতের বিষয় নহে। অতএব অতীত কালের উন্মেষের জন্য, পরোক্ষত্ব বুঝাইবার জন্য এবং বিশিষ্ট অদ্যতনত্ব (Present Perfect tense) না বোঝাইবার জন্য 'জগদুঃ'-এই লিট্ প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যার জন্যই দোষকে সম্ভাবিত করিয়া তাহার খণ্ডনরীতি প্রকাশ করিবেন। একেবারে অসম্ভব বস্তুর সম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত নহে; সম্ভবেরই সম্ভাবনা হইয়া থাকে। নচেৎ সম্ভাবনারও শেষ নাই, তাহার খণ্ডনেরও শেষ নাই। সুতরাং যে সকল সম্ভাবনার কথা অভিহিত হইবে তাহাদের সমর্থনের জন্য পূর্ব্বেই বলিতেছেন—সম্ভব হয়। সম্ভাব্য হয়—এইরূপ বলিলে পুনরুক্তিই হইবে। সম্ভবের সম্ভাবনা নাই। বরং তাহা বর্ত্তমান হইয়া পরিস্ফুট হইয়া আছে; তাই বর্ত্তমানের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইতেছে। যাহার মূলে কোন বস্তু নাই এইরূপ সম্ভাবনার দ্বারা যাহার সম্ভাবনা করা হয় তাহা খণ্ডনের অতীত এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিকল্পা ইতি। এমন কোন বস্তু নাই যাহা হইতে এই সম্ভাবনা হইতে পারে। ইহারা সংশয় মাত্রই। তত্ত্ব বুঝিতে না পারা হেতু ইহারা স্ফুরিত হইয়াও থাকে। অতএব 'আচক্ষীরন্'—ইত্যাদিতে যে সম্ভাবনামূলক লিঙ্ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার শক্তি অতীত পরমার্থ বুঝাইতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যেমন—"শরীরের ভিতরে যাহা আছে তাহা যদি নাকি বাহিরে থাকিত, তবে দণ্ড গ্রহণ করিয়া মানুষ কুকুর ও কাককে বারণ করিত।" এইখানে যদি শরীরের এবম্বিধতা দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এইরূপ করিতে দেখা যাইত—এইরূপ সম্ভাবনা অতীতেরই বিষয়। আর যদি ঐরূপ হওয়ার সম্ভাবনা

এবং তাহাদের কথাও শোনা গিয়াছে। এই সকলের ব্যতিরিক্ত এই ধ্বনি আবার কি? অন্য কেহ কেহ হয়ত বলেন, "ধ্বনি নামক কোন বস্তু নিশ্চয়ই নাই। কারণ কাব্যের যে সকল প্রস্থান পরম্পরাক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা হইতে বিভিন্ন যদি কোন কাব্য প্রকার

নাই হইত, তবেই বা কি হইত? এখানেও ঐ একই অর্থ। এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার বাহুল্যে কোন লাভ নাই। ধ্বনি বিষয়ে বিরোধ-স্থল প্রধানতঃ তিনটিই যথা—সঙ্কেত অনুসারে শব্দ অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া বাচ্যব্যতিরিক্ত কোন ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকে না। যদি বা থাকে তাহা অভিধাশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে এবং শব্দ হইতে যে অর্থ জানা যায় তাহার শক্তির দ্বারা তাহা বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হয় বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা লাক্ষণিক অর্থ বলা হয়। যদি অভিধাশক্তির দ্বারা তাহা আক্ষিপ্ত নাই হয় তবে তাহার কথা কিছুই বলা যায় না, যেমন স্বামিসঙ্গসুখে অনভিজ্ঞ কুমারীরা স্বামিসঙ্গসুখ জানিতে পারে না। সুতরাং এই তিনটিই হইল প্রধান প্রধান প্রকার ভেদ। ইহার মধ্যে যাঁহারা ধ্বনির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাঁহাদের মধ্যেও তিন শ্রেণী আছে। কাব্য লৌকিক ও বৈদিক শাস্ত্রের অতিরিক্ত সৌন্দর্য্যশালী শব্দার্থময় বস্তু। শব্দ ও অর্থের গুণ ও অলঙ্কারগুলিই শব্দ ও অর্থের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। অতএব এই গুণ ও অলঙ্কারব্যতিরিক্ত কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ক এমন কোন বিষয় নাই যাহা আমরা গণনা করি নাই। এই হইল একটি প্রকার। যাহা আমরা গণনা করি নাই তাহা শোভাকারীই নহে—ইহা দ্বিতীয় প্রকার। আর যদি শোভাকারী হইয়াই থাকে তাহা হইলে হয় কথিত গুণ অথবা কথিত অলঙ্কারের অন্তর্ভূত হইবে? নূতন নামকরণে আর কতটুকু পাণ্ডিত্য হইল? হয়ত ইহা গুণ বা অলঙ্কারের অন্তর্ভূত হইলেও ইহার কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া এই নূতন নামমাত্র দেওয়া হইয়াছে। কারণ উপমা প্রভৃতির প্রকার ভেদ অসংখ্য। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা গুণ ও অলঙ্কারের ব্যতিরিক্ত কিছু হইল না। তাহা হইলে এই অন্য নাম আবিষ্কার করিয়া এমন কি করা হইল? কল্পনার সাহায্যে এইরূপ নামান্তর-করণ সম্ভব। মাত্র যমক ও উপমাই শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার ভরতমুনি প্রভৃতি প্রাচীনেরা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য আলঙ্কারিক-

থাকে তাহার মধ্যে কাব্যত্ব থাকিতে পারে না। যে শব্দার্থময়ত্ব সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় আহ্লাদিত করে তাহাই কাব্যত্বের লক্ষণ। ঐ সকল প্রসিদ্ধ প্রস্থান ব্যতিরিক্ত অন্য কোন মার্গের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তিকে পরিকল্পনা করিয়া তাহার প্রসিদ্ধি হেতু ধ্বনিতে কাব্যত্ব আরোপ করিলেও তাহা সকল বিদ্বান লোকের মনঃপূত হইবে না।

গণ তাহারই বিস্তার সাধন ও বিভিন্ন দিক্ প্রদর্শন মাত্র করিয়াছেন। "কর্ম্মণ্যন্"—এই সূত্রের কুম্ভকারাদি উদাহরণ শ্রবণান্তে নগরকারাদি উদাহরণ উৎপ্রেক্ষিত হয়। ইহাতে আত্মপ্রশংসার কি আছে? এই বিষয়েও এইরূপই হইয়া থাকে। তৃতীয় প্রকারের অনস্তিত্ববাদীদের এই অভিমত। এইভাবে এক সংশয়ই ত্রিধা বিভক্ত হয়। আরও দুইটি আছে। সর্ব্বসমেত এই পাঁচ রকমের সংশয় বা বিকল্প সম্ভব—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। শব্দার্থশরীরং তাবৎ—ইত্যাদির দ্বারা তাহাই ক্রমে বলিতেছেন। 'তাবৎ'—শব্দের দ্বারা দেখাইতেছেন যে কাহারও এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, শব্দ ও অর্থ তো ধ্বনি নহে। ধ্বনি যদি তাহাদেরই সংজ্ঞামাত্র হয় তাহা হইলেই কি উপকার হইবে? যদি বলা যায় শব্দ ও অর্থের যে চারুত্ব আছে তাহাই ধ্বনি তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে চারুত্ব দ্বিবিধ—যাহা নিজের রূপমাত্রে অবস্থিত ও যাহা পদের সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া আছে। শব্দের স্বরূপমাত্রে যে চারুত্ব আছে তাহা শব্দালঙ্কার হইতে পাওয়া যায়। পদসংঘটনাশ্রিত যে চারুত্ব তাহার উৎপত্তি হয় শব্দগুণ হইতে। এইরূপে অর্থের চারুত্ব যদি স্বরূপমাত্রে আশ্রিত হয় তাহা হইলে তাহা উপমাদি হইতে উৎপন্ন হইবে। অর্থের যে চারুত্ব পদসংঘটনায় পর্য্যবসিত হয় তাহা অর্থগুণের অন্তর্ভূত। অতএব ধ্বনি গুণ ও অলঙ্কার ব্যতিরিক্ত নূতন কিছু নহে। সংঘটনাধর্ম্মা ইতি। শব্দ ও অর্থের সংঘটনা বুঝিতে হইবে। যাহা গুণ ও অলঙ্কারব্যতিরিক্ত তাহা চারুত্বকারী হয় না। যেমন নিত্য ও অনিত্যদোষ —চ্যুতসংস্কৃতি (ব্যাকরণ দুষ্টতা) ও দুঃশ্রাব্যতা—গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত এবং তাহারা চারুত্বের হেতুও নহে। ধ্বনি চারুত্বের হেতু। যদি তাই হয় তবে তাহা গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত নহে। এই ব্যতিরেকী সিদ্ধান্তের হেতু প্রমাণিত হইল। আপত্তি হইবে যে বৃত্তি ও রীতি গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত

অথচ তাহারা চারুত্বের হেতু। সেইরূপ ধ্বনিও গুণালঙ্কারব্যতিরিক্তও বটে, চারুত্বহেতুও বটে। তাহা হইলে উল্লিখিত ব্যতিরেকী সিদ্ধান্তের ব্যাপ্তি * অসিদ্ধ হয়। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তদনতিরিক্তবৃত্তয় ইতি। বৃত্তি ও রীতি যে গুণালঙ্কার হইতে বিভিন্ন ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। দীপ্ত, মসৃণ ও মধ্যম বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী বলিয়া পরুষত্ব, ললিতত্ব ও মধ্যমত্ব এই তিন প্রকারের স্বরূপ বিবেচনা করিবার জন্য অনুপ্রাসের তিন প্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনুপ্রাস বর্ত্তমান আছে তাই ইহারা বৃত্তি (অধিকরণে ক্তি)। বলা হইয়াছে—"এই তিন বৃত্তিতে সজাতীয় ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস করিয়া কবিরা পৃথক্ পৃথক্ অনুপ্রাস ইচ্ছা করেন।" পৃথক্ পৃথক্ ইতি। পরুষানুপ্রাসবহুল বৃত্তির নাম নাগরিকা। মসৃণানুপ্রাসবহুল বৃত্তির নাম উপনাগরিকা, ললিতা। অর্থাৎ বিদগ্ধা নায়িকার সহিত যাহা উপমিত হইতে পারে—এইভাবে উপনাগরিকা। মধ্যম অর্থাৎ অকোমল এবং অপরুষ। অতএব বৈদগ্ধ্যহীন স্বভাব, অসুকুমার অথচ অপরুষ গ্রাম্য রমণীর সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্য এই তৃতীয় বৃত্তিকে গ্রাম্যবৃত্তি বলা হইয়াছে। সুতরাং বৃত্তিরূপ জাতি হইতেই অনুপ্রাস সম্ভূত হইয়া থাকে। এখানে বর্ত্তমানত্বের অর্থ বৈশেষিক দর্শনের অনুযায়ী নহে। বৈশেষিক দর্শনের অনুসারে জাতিতে জাতিমান্ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। এখানে তাহার মধ্যে বর্ত্তমান বলিলে বুঝিতে হইবে তাহার দ্বারা অনুগৃহীত অথবা তাহার দ্বারা বিশেষিত হইতেছে। যেমন কেহ বলেন—"লোকোত্তর গাম্ভীর্য্যে পৃথিবীপালকেরা বর্ত্তমান থাকেন।" অতএব বৃত্তিগুলি অনুপ্রাস হইতে অতিরিক্ত নহে। অর্থাৎ অনুপ্রাস অপেক্ষা বৃত্তিতে অধিক কোন ব্যাপার নাই। ব্যাপার-বাচক বৃত্তিশব্দের উল্লেখের অভিপ্রায় এই যে যেহেতু বৃত্তি ও অনুপ্রাসের ব্যাপারে কোন ভেদ নাই, সেইজন্য বৃত্তির পৃথক্ স্বরূপ অনুমেয় নহে। এই অনতিরিক্তত্বের বা অভিন্নত্বের জন্য ভামহাদি আলঙ্কারিকেরা পৃথক্‌ভাবে বৃত্তির উল্লেখ করেন নাই। উদ্ভটাদি আলঙ্কারিকেরা ইহার প্রয়োগ করিলেও ইহার দ্বারা অনুপ্রাসের অধিক কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—গতাঃ শ্রবণগোচরমিতি। রীতয়শ্চেতি। এইভাবে যোজনা করিতে হইবে—অনুপ্রাস হইতে অনতিরিক্ত হইলেও তাহারা শ্রবণগোচর

* যাহা যাহা গুণালঙ্কারব্যতিরিক্ত তাহা তাহা চারুত্বকারী নহে

হইয়াছে। 'তৎ'-শব্দের দ্বারা এখানে মাধুর্য্যাদি গুণ বুঝিতে হইবে। যেমন গুড়মরিচাদির পরস্পর মিশ্রিত হইবার শক্তি থাকায় তাহাদের সম্মিলনে পানক বা সরবতের সৃষ্টি হয় সেইরূপ সমুচিত চিত্তবৃত্তিতে অর্পিত হইয়া মাধুর্য্যাদি গুণের দীপ্ত ললিত কোমল বর্ণনীয় বিষয়ে গৌড়, বিদর্ভ ও পাঞ্চাল দেশের লোকের স্বভাব প্রচুরভাবে প্রকাশিত হয় বলিয়া ইহারাই ত্রিবিধ রীতি বলিয়া কথিত হয়। জাতিমান্ হইতেই জাতির উদ্ভব; জাতি অন্য কিছু নহে। অবয়বী হইতেই অবয়ব; অন্য কিছু নহে। বৃত্তি ও রীতি গুণ ও অলঙ্কার হইতে অতিরিক্ত নহে। সুতরাং এই যে ব্যতিরেকী সিদ্ধান্ত ইহা সিদ্ধই হইল। তাই বলিতেছেন—তদ্ব্যতিরিক্ত কোঽয়ং ধ্বনিরিতি। ইহা চারুত্বস্থান নহে, কারণ ইহার শব্দ ও অর্থময় রূপ নাই। ইহা চারুত্বের হেতুও নহে, কারণ ইহা গুণ ও অলঙ্কার হইতে পৃথক্। কাব্যকে অখণ্ডভাবে আস্বাদন করিতে হইবে। বিভেদবুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যদি কেহ ইহাকে বিভক্ত করিয়া বিচার করে তাহা হইলেও ধ্বনিশব্দবাচ্য কোন অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায় না। 'নাম' শব্দের দ্বারা ইহাই বলিতেছেন। আপত্তি হইতে পারে—ইহা শব্দার্থ স্বভাববিশিষ্ট বস্তু না হউক; ইহা তাহাদের চারুত্বের হেতুও না হউক্। তথাপি ইহা গুণালঙ্কারের অতিরিক্তই হইল। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অন্য ইতি। হউক এই রকম। তথাপি তুমি যে প্রকারে লক্ষণ করিতে চাহ সেইরূপ কোন ধ্বনি নাই। উহাকে কাব্যেরই সম্পর্কিত করিয়া বলা উচিত। ইহা কাব্যের গীত-নৃত্যবাদ্যাদি স্থানীয় কোন কিছু নহে। যাহা কবনীয় অর্থাৎ প্রতিভা হইতে উত্থিত রচনা তাহা কাব্য; তাহার ভাব কাব্যত্ব। নৃত্যগীতাদি কবনীয় নহে, তাহারা প্রতিভাসমুদ্ভূত রচনা নহে। প্রসিদ্ধেতি। প্রসিদ্ধ প্রস্থান অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ এবং তৎসম্বন্ধীয় গুণ ও অলঙ্কার। প্রতিষ্ঠন্তে অর্থাৎ (পণ্ডিতগণ) পরম্পরাক্রমে যে মার্গ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কাব্যপ্রকারস্তেতি। তুমি বলিয়াছ, "ধ্বনি কাব্যের আত্মা"। সুতরাং কাব্যপ্রকাররূপেই এই মার্গ তোমার অভিপ্রেত। প্রশ্ন হইবে, তাহা কেন কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না? এইজন্য বলিতেছেন—সহৃদয়েতি। মার্গস্তেতি। অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি ও অক্ষিসঙ্কোচনাদির ন্যায়। তদিতি। সহৃদয় ইত্যাদি বাক্য কাব্যের লক্ষণ অর্থাৎ সহৃদয়ব্যক্তির হৃদয়ের আহ্লাদকারী শব্দার্থময়ত্ব। আপত্তি হইতে পারে যাঁহারা সেইরূপ অপূর্ব্ব বস্তুকে কাব্যরূপে জানেন তাঁহারাই তো সহৃদয়; তাঁহারা যে অনুমোদন করেন

ইহাই তো কাব্যের লক্ষণ এবং সেই লক্ষণ উক্ত প্রসিদ্ধ প্রস্থানের অতিরিক্ত পদার্থেরই হইবে। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি। কেহ খড়্গ লক্ষণ করিতেছি বলিয়া বলিতে পারেন—ইহা দৈর্ঘ্যপ্রস্থসমন্বিত; ইহাকে ভাল করিয়া মুড়িয়া রাখা যায়, ইহা সর্ব্বদেহাচ্ছাদক, সুকুমার ও তন্তুবৈচিত্র্যময়, সঙ্কোচন ও বিস্তারযোগ্য, ছেদনকর্ত্তৃত্বহীন অথচ সুচ্ছেদ্য এবং উৎকৃষ্ট। ইহাতে অপর কেহ যদি আপত্তি করিয়া বলেন, বস্ত্রই এইরূপ বস্তু, খড়্গ নহে, তখন তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—আমার মতে ইহাই খড়্গ। এই বিষয়টি সেইরূপ। প্রসিদ্ধ বস্তুরই লক্ষণ করা যাইতে পারে, কল্পিতের নহে। তাই বলিতেছেন—সকলবিদ্বদিতি। বিদ্বান্‌ব্যক্তিরাও হয়ত তাঁহারাই হইবেন যাঁহারা ধ্বনির নিয়মে অভিজ্ঞ—'সকল'-শব্দের দ্বারা এই আশঙ্কা নিরাকরণ করিতেছেন। এইভাবে নূতনরকমের সহৃদয়ত্ব কল্পনা করিয়া বিতর্ক করিলেও কিছুই করা হইল না। তাহা হইলে শুধু উন্মত্ততাই বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। ধ্বনি বিষয়ে যিনি নাকি এইরূপ অভিপ্রায় পোষণ করেন তাঁহার মত এইভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—তোমার মতে যাহা কাব্যের প্রাণ তাহাই ধ্বনি। সেই প্রাণ প্রসিদ্ধপ্রস্থানাতিরিক্ত পদার্থ, কারণ আলঙ্কারিকেরা তাহার কথা বলেন নাই। সুতরাং তাহা কাব্য নহে—ইহাই লোকপ্রসিদ্ধি। সেই ব্যক্তির এই সকল কথাই স্ববিরোধী। যদি সেই পূর্ব্বপক্ষবাদী তাহাকে কাব্যের অনুপ্রাণক বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয়েন তাহা হইলে যেহেতু ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত হয় নাই, সেইজন্যই প্রকৃতপক্ষে ইহার লক্ষণ করা উচিত। সুতরাং যে অর্থ এখানে অভিপ্রেত তাহা পূর্ব্বোক্ত অনস্তিত্ব-বাদীর মতের অনুরূপই। আপত্তি হইতে পারে—ইহা চারুত্বের হেতু হউক এবং শব্দার্থগুণালঙ্কারের অন্তর্ভূতও হউক, তথাপি "ইহা ধ্বনি"-এই ভাষার দ্বারা কাব্যের প্রাণকে কেহ বর্ণনা করেন নাই। এই আশঙ্কা করিয়া তৃতীয় অনস্তিত্ববাদের অবতারণা করিতেছেন—পুনরপর ইতি। কামনীয়কমিতি—কমনীয়ের কর্ম্ম অথবা চারুত্ববোধের হেতুতা। যেহেতু বৈচিত্র্যের সংখ্যা করা যায় না তাই আমরা হয়ত এমন কোন বৈচিত্র্য দেখিয়াছি যাহা অনু-প্রাসাদি অলঙ্কার বা মাধুর্য্যাদি গুণের উক্ত লক্ষণের অন্তর্ভূত হয় না। এই আশঙ্কা স্বীকার করিয়া লইয়া পরিহার করিতেছেন—বাগ্বিকল্পানামিতি। 'বক্তি' অর্থাৎ বলে বা প্রকাশ করে, এইভাবে বাক্ শব্দকে বুঝায়। বলা হয় এই ভাবে ধরিলে বাক্ অর্থকে বুঝায়। ইহার দ্বারা বলা হয় এইরূপ ব্যাখ্যা

আবার কেহ কেহ ধ্বনির অনস্তিত্বের কথা অন্যভাবে বলিতে পারেন, "ধ্বনি নামক অপূর্ব্ব বস্তুর কোন সম্ভাবনাই তো নাই। যেহেতু ইহা কমনীয়তাকে অতিক্রম করিয়া চলেনা তাই ইহা কথিত চারুত্ব হেতুগুলিরই অন্তর্গত। তাহাদের কোন একটির নূতন নামমাত্র করিতে গেলে যেটুকু বলা হইয়া থাকিতে পারে তাহা যৎকিঞ্চিৎমাত্র। অপিচ যেহেতু বক্তব্যের বৈচিত্র্য অনন্ত তাই ইহা সম্ভব যে প্রসিদ্ধ কাব্যসৌন্দর্য্যবিধায়ীরা ইহার কোনএকটি সামান্য প্রকার দেখাইয়া যান নাই। সেই অতি সূক্ষ্মপ্রকারলেশকে "ধ্বনি, ধ্বনি" বলিয়া

করিলে বাক অভিধাব্যাপারকে বুঝায়। তন্মধ্যে শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য অনন্ত-প্রকারের। অভিধার বৈচিত্র্যপ্রকারও অসংখ্য। প্রকারলেশ ইতি। সেই বৈচিত্র্যবিশেষ চারুত্বের হেতু; তাহা গুণ বা অলঙ্কার। সেই চারুত্ব হেতুর লক্ষণ সর্ব্বসাধারণে প্রযোজ্য এইভাবে তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। যেহেতু বলা হইয়াছে—কাব্যশোভাবিধায়ক যে সমস্ত ধর্ম্ম তাহারাই গুণ, তাহাদের আতিশয্যের হেতু অলঙ্কার। আরও—বাচ্য-বাচকের বিচিত্ররূপে প্রকাশনই বাক্যের অলঙ্কার। ধ্বনির্ধ্বনিরিতি পুনরুক্তির দ্বারা সম্ভ্রম সূচনা করিয়া আদর দেখাইতেছেন—নৃত্যত ইতি। যাঁহারা ধ্বনির লক্ষণ করেন, যাঁহারা সেই অনুসারে কাব্য রচনা করেন এবং যে সকল পাঠক ও শ্রোতা তাহা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হয়েন। ভাবার্থ এই—ধ্বনি শব্দে অত্যধিক অনুরাগের হেতুটি কি? এবাদশেতি। নিজের দর্প এবং পরের কৃত প্রশংসা। বাগ্বিকল্পাঃ—"বাগ্বিকল্পনামানন্ত্যাৎ"—পদের বাগ্বিকল্পের দ্বারা কবিপ্রতিভার সেই প্রকারভেদ বুঝাইতেছে যাহা বাক্ প্রবৃত্তির হেতু। অতএব ধ্বনি প্রবাদ মাত্র—অনস্তিত্ববাদীদের ইহাই সর্ব্বসম্মত উপসংহার। যেহেতু ইহা শোভার হেতু গুণ ও অলঙ্কার হইতে ব্যতিরিক্ত নহে; আবার যেহেতু গুণ ও অলঙ্কার হইতে ব্যতিরিক্ত হইলে ইহা শোভার হেতু নহে; এবং যেহেতু শোভার হেতু হইলেও আদরণীয় হয় না, সেই জন্য। এই যে অনস্তিত্ব সম্ভাবনা যাহার খণ্ডন করা হইতেছে তাহা একেবারে নির্ম্মূল নহে; তাই বলিতেছেন—তথা চান্যেনেতি। গ্রন্থকারের সমকালবর্ত্তী মনোরথনামক কবি কর্তৃক বিরচিত। যেহেতু ইহা অলঙ্কারযুক্ত নহে তাই ইহা মনোরঞ্জন করিতে পারে না।

কেহ কেহ এইরূপ অলীক ধারণা পোষণ করিতে পারেন যে তাঁহারা সহৃদয়ত্ব লাভ করিয়াছেন এবং সেই আনন্দে চক্ষু বুজিয়া নৃত্য করিতে পারেন। অন্যান্য মহাত্মারা অলঙ্কার প্রভেদ সহস্র প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাই ধ্বনি প্রবাদ মাত্র। ইহার সূক্ষ্ম-বিচারযোগ্য কোন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তাই জনৈক কবি শ্লোক রচনা করিয়াছেন :—

ইহার দ্বারা অর্থালঙ্কারের অভাব বলা হইয়াছে। ব্যুৎপত্তৈ রচিতং চনৈব—ইহার দ্বারা শব্দালঙ্কারের অভাব সূচিত হইয়াছে। বক্রোক্তি—উৎকৃষ্ট পদসংঘটনা, তচ্ছূন্যম্—'তৎ'পদের দ্বারা শব্দ, অর্থ ও তাহাদের গুণদিগকে বুঝাইতেছে। বক্রোক্তিশূন্য শব্দের দ্বারা সর্ব্ব অলঙ্কার প্রযোজ্য লক্ষণের অভাবের দ্বারা সর্ব্ব অলঙ্কারের অভাব বুঝিতে হইবে—এইরূপ কেহ কেহ বলেন। তাঁহারা পুনরুক্তি দোষ পরিহার করিতে পারেন নাই। অধিক বলা নিস্প্রয়োজন। প্রীত্যেতি। গতানুগতিকের প্রীতিতে। স্বমতিনেতি। মূর্খ ব্যক্তি প্রশ্ন করিলে ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষাদির দ্বারা উত্তর দিয়া তাহার স্বরূপ যথেচ্ছ প্রকাশ করিবে। এইভাবে অনস্তিত্ববাদীদের সংশয়গুলি শৃঙ্খলা ক্রমে আসিয়াছে। ইহারা পরস্পর অসংবদ্ধ নহে। তৃতীয় অনস্তিত্ববাদ বলার উপক্রমকালে পুনঃশব্দের প্রয়োগের ইহাই অভিপ্রায় যে উপসংহারে ইহাদের মতের সঙ্গতি আছে। অনস্তিত্ববাদ সম্ভাবনা মাত্র; তাই অতীত কালের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভক্তিবাদ অবিচ্ছিন্নধারায় অলঙ্কার পুস্তকে লিখিত হইতেছে এই অভিপ্রায়ে ভাক্তমাহু :—"এই নিত্যপ্রবৃত্তবর্ত্তমানের দ্বারা ইহার কথা অভিহিত করা হইতেছে। পদের অর্থ ইহার ভজনা করে, সেবা করে অর্থাৎ প্রসিদ্ধভাবে উৎপ্রেক্ষিত করে—এই জন্যই ইহার নাম ভক্তি অর্থাৎ অভিধেয়ের সাহচর্য্যে সারূপ্যাদি সম্বন্ধ কথনরূপ ধর্ম্ম। তাহা হইতে যাহা আগত তাহাই ভাক্ত বা লাক্ষণিক অর্থ। এই জন্য বলা হয়—"লক্ষণা পাঁচ-প্রকার। তাহা অভিধেয়ের দ্বারা সারূপ্য, সামীপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য ও ক্রিয়া সংযোগ বুঝায়।" গুণসমুদায় বিশিষ্ট শব্দের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি কোন অর্থকে বিভক্ত করিয়া দেয় বলিয়া ইহা ভক্তি। তাহা হইতে আগত বলিয়া ভাক্ত, গৌণ অর্থ। সামীপ্য, তীক্ষ্ণতাদি প্রতিপাদ্য সম্পর্ক বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধাতিশয্য ভক্তি। তাহাকে প্রয়োজনরূপে উদ্দেশ করিয়া তাহা হইতে

"যেখানে অলঙ্কারযুক্ত বা মনঃপ্রহ্লাদী কোন বস্তু নাই, যাহা নৈপুণ্য-ময় বাক্যের দ্বারা রচিত হয় নাই, যাহা বক্রোক্তিশূন্যও বটে—মূর্খ সেই কাব্যকেই ধ্বনিসমন্বিত বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। মতিমান্ ব্যক্তি যদি ধ্বনির স্বরূপ সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করে, তবে সে কি বলে তাহা আমরা জানিনা।"

আগত বলিয়া ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ ও লাক্ষণিক অর্থ এবং মুখ্য অর্থের ভঙ্গ অথবা ভক্তি অতএব মুখ্যার্থের বাধা, নিমিত্ত ও প্রয়োজন এই তিনের অস্তিত্ব উপচারের কারণ এই কথাই বলা হইল। কাব্যাত্মানং গুণবৃত্তিরিতি। সমানাধিকরণত্বের অন্তরালে ভাবার্থ এই:—যদিও অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনি প্রভেদে নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ" (২।১) ইত্যাদি দৃষ্টান্তে উপচারের প্রয়োগ হইয়াছে তথাপি সেই উপচারের আত্মা ধ্বনি নহে। কারণ উপচার ব্যতিরেকেও ধ্বনির অস্তিত্ব দেখা যায়, যেমন বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি প্রভেদাদিতে। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিপ্রভেদেও উপচারই হয়, ধ্বনি হয় না—ইহা পরে বলিব। গ্রন্থকারও সেইরূপ বলিবেন—ভাক্ত অর্থ ও এই ধ্বনি ভিন্ন বলিয়া ইহারা একরূপ হইতে পারে না। অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিদোষের জন্য ভাক্তত্ব ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না।" আবার ইহাও বলিবেন, "ভাক্তত্ব কোন কোন ধ্বনি প্রভেদের উপলক্ষণ হইতে পারে।" গুণ হইতেছে সামীপ্যাদি ধর্ম্ম, তীক্ষ্ণত্ব প্রভৃতিও। সেই সকল উপায়ের দ্বারা যাহার অর্থের অর্থান্তরে বৃত্তি বা প্রকাশ হয় অথবা সেই সকল উপায়ের দ্বারা যেখানে শব্দের ব্যাপার ব্যক্ত হয় তাহার নাম গুণবৃত্তি। ইহা শব্দ অথবা অর্থ। অথবা গুণের দ্বারা যাহার বর্ত্তন তাহাই গুণবৃত্তি অর্থাৎ অমুখ্য অভিধা ব্যাপার। এইরূপ বলা হইল—যাহা ধ্বনন করে বা যাহা ধ্বনিত হয় অথবা যাহার দ্বারা ধ্বনন হয় তাহাই যদি ধ্বনি হয় তাহা হইলে ইহা শব্দ ও অর্থের উপচার-সংবলিত প্রয়োগের অতিরিক্ত আর কিছু নহে। মুখ্য অর্থ অভিধা; তাহা বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে সেই অমুখ্য অর্থই ধ্বনি, কারণ মুখ্য ও অমুখ্য এই দুই রাশি বাদ দিলে তৃতীয় কোন রাশি নাই। কে ইহা বলিয়াছে যে গৌণ অর্থই ধ্বনি?—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদ্যপি চেতি। অন্যো বেতি। গুণ ও অলঙ্কারের প্রকার বুঝাইতেছে। দর্শয়তেতি। ভট্টোদ্ভটবামনাদি কর্ত্তৃক।

অন্যে ইহাকে শব্দের ভাক্ত (লাক্ষণিক) অর্থ বলিয়া উল্লেখ করেন। এই ধ্বনিসংজ্ঞিত কাব্যাত্মা শব্দের গৌণীবৃত্তি—অন্যে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। যদিও ধ্বনি শব্দের দ্বারা কাব্যলক্ষণ-কারীরা শব্দের গৌণীবৃত্তি বা অন্য কোন প্রকারের কথা প্রকাশ করেন নাই তথাপি যিনি কাব্যে শব্দের গৌণীবৃত্তির ব্যবহার দেখাইয়াছেন তিনি ধ্বনিমার্গ কিঞ্চিৎমাত্র স্পর্শ করিয়াছেন, কিন্তু সম্যক্‌ভাবে তাহার লক্ষণ করেন নাই। ইহা পরিকল্পনা করিয়াই বলা হইয়াছে, অন্যে ইহাকে ভাক্ত বা গৌণীবৃত্তি বলিয়া উল্লেখ করেন।

ভামহ বলিয়াছেন, "শব্দ, ছন্দ ও অভিধান নিমিত্তক অর্থ।" এখানে শব্দ হইতে অভিধানের যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ভট্টোদ্ভট বলিয়াছেন, "শব্দের অভিধান হইতেছে অভিধাব্যাপার যাহা মুখ্য ও গৌণ দুই প্রকারের।" বামনও বলিয়াছেন, "সাদৃশ্য সম্বন্ধ হইতে যে লাক্ষণিক অর্থ পাওয়া যায় তাহা বক্রোক্তি।" মনাক্‌স্পৃষ্ট ইতি। তাঁহারা ধ্বনির অংশমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যে সমস্ত পাঠক যেমন লিখিত আছে তাহাই পড়িয়া যান, যাঁহারা ধ্বনির স্বরূপ বিচার করিতে অক্ষম, বিচার করেনও নাই; বরং ইহার নিন্দা করিয়াছেন। নারিকেল না ভাঙ্গিলে তাহার স্বরূপ জানা যায় না। ইঁহাদের কাছে ধ্বনি অভগ্ন নারিকেলের ন্যায়। ইঁহারা যেমন শুনিয়াছেন তেমন গ্রহণ করিয়াছেন, সম্যক্‌ বিচার করেন নাই। অতএব বলিতেছেন—পরিকল্পৈবমুক্তমিতি। যদি এইভাবে যোজনা করা না হয় তাহা হইলে "ধ্বনিমার্গ স্পৃষ্ট হইয়াছে"—পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই সকল কথাই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। শালীনবুদ্ধয় ইতি। অপ্রগল্‌ভমতি ব্যক্তিরা। এই যে তিন শ্রেণীর সমালোচক ইঁহাদের বুদ্ধির ভব্যতায় উত্তরোত্তর ক্রম দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর সমালোচকগণ ধ্বনির অস্তিত্বে সম্পূর্ণ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। মধ্যমশ্রেণীর সমালোচকগণ তাহার স্বরূপ জানিয়াও তাহাকে সন্দেহের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছেন। তৃতীয় শ্রেণী স্বরূপকে আচ্ছন্ন করিতেছেন না, তথাপি তাঁহারা স্বরূপের লক্ষণ করিতে জানেন না। সুতরাং এইরূপে ইঁহাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, সন্দেহ ও অজ্ঞানের প্রাধান্য রহিয়াছে। তেনেতি। সংশয়মূলক যে কোন একটি বাক্যার্থই ধ্বনি নিরূপণের কারণ

আবার কোন কোন লক্ষণ-করণ-কুশলী-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে ধ্বনির তত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়, তাহা শুধু সহৃদয়হৃদয় সংবেদ্য। অতএব এই সকল নানা বিরুদ্ধ মত আছে বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তির মনোরঞ্জনের জন্য আমরা তাহার স্বরূপ বলিতেছি। সেই ধ্বনির স্বরূপ সকল সৎকবির কাব্যের প্রাণস্বরূপ এবং অতিরমণীয়। যে সকল প্রাচীন কাব্যলক্ষণবিধায়ীদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম তাঁহাদের বুদ্ধিও ইহার রহস্য উন্মীলন করিতে পারে নাই। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণীয় কাব্যে ইহার সুপরিচিত ব্যবহার সহৃদয় ব্যক্তিরা দেখিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের মনে আনন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক—এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে।

স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। একবচনের ইহাই সার্থকতা। এবংবিধাস্বিমতীষ্বিতি—নির্দ্ধারণে সপ্তমী। ইহাদের মধ্যে যে কোন প্রকারের সন্দেহই হউক তাহার জন্যই ধ্বনির স্বরূপ বলিতেছি। ধ্বনি-স্বরূপ অভিধেয়; ধ্বনি ও তদ্বিষয়ক শাস্ত্রের মধ্যে অভিধান ও অভিধেয়রূপ সম্বন্ধ এবং বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ব্যুৎপাদক ও ব্যুৎপাদ্যরূপ সম্বন্ধ। বিবাদ নিরসনের দ্বারা তাহার স্বরূপ জ্ঞান এখানকার প্রয়োজন এবং শাস্ত্র ও প্রয়োজনের মধ্যে সাধ্য-সাধনরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহাই বলা হইল। সংশয়ের নিরসনসহ ধ্বনির স্বরূপ জ্ঞান হইল শ্রোতৃসম্পর্কিত প্রয়োজন। এই জ্ঞানের প্রয়োজন প্রীতি: এই প্রীতির প্রতিপাদক হইল "সহৃদয় মনঃ প্রীতয়ে" অংশটি। এই অংশের ব্যাখ্যার জন্য বলিতেছেন—তস্যহীতি। অর্থাৎ সংশয়গ্রস্তের। ধ্বনি স্বরূপের লক্ষণ যাঁহারা নিরূপণ করিবেন তাঁহাদের মনে শান্তিময় আনন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করুক্। এই আনন্দের অপর নাম চমৎকার। অপর পক্ষীয়েরা যাঁহারা বিপর্য্যাস বা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছেন তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠাকে উন্মুলিত করিতে পারেন নাই; তাই ইহা স্থির। এই প্রয়োজন সম্পাদনের জন্যই তাহার (ধ্বনির) স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে—ইহাই আলোচনার সঙ্গতি। প্রয়োজন সম্পাদক বস্তুর প্রতি প্রযোক্তার মনে প্রেরণা জাগাইয়া তোলে বলিয়াই প্রয়োজন শব্দ অন্বর্থতা (সার্থকতা) লাভ করে। এই আশয়েই "প্রীতয়ে তৎস্বরূপং

ক্রমঃ”—ইহাকে একবাক্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। “ধ্বনির স্বরূপ”—এই শব্দ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পূর্ব্বে যে পাঁচটি সংশয়ের প্রকাশ করা হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার খণ্ডনের সূচনা করিতেছেন—‘সকল’ ইত্যাদির দ্বারা। ‘সকল’ ও ‘সংকবি’ -শব্দের দ্বারা “কোনও প্রকার লেশ” এই সম্ভাবনা নিরাকরণ করিতেছেন। অতিরমণীয়মিতি—ইহার দ্বারা ভাক্ত বা গৌণ অর্থ হইতে ব্যতিরিক্তত্বের কথা বলিতেছেন। “বালকটি সিংহ”, “গঙ্গায় ঘোষবসতি”—ইহাদের মধ্যে কোন রমণীয়তা নাই। ‘অপূর্ব্ব সমাখ্যা মাত্র করণে’ ইত্যাদিতে যে আপত্তি উঠান হয়েছিল তাহা ‘উপনিষদ্‌ভূত’—এই শব্দের দ্বারা নিরাকৃত হইল। ‘অণীয়সীভিঃ’—এই শব্দের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন যে ধ্বনি গুণ ও অলঙ্কারের অন্তর্ভূত নহে। ‘তৎসময়াস্তঃ পাতিনঃ’—এই শব্দের দ্বারা সঙ্কেতানুবর্ত্তিতার যে শঙ্কা করা হইয়াছিল ‘অথচ’ ইত্যাদির দ্বারা সেই শঙ্কাকে নিরবকাশ করিতেছেন। ‘রামায়ণ মহাভারত’ শব্দের দ্বারা দেখাইতেছেন যে আদি কবি হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পণ্ডিত ব্যক্তিরাই ইহার আদর করিয়াছেন। “বাচাংস্থিতমবিষয়ে”—এই এই বাক্যাংশের মধ্যে যে আপত্তি রহিয়াছে তাহা ‘লক্ষয়তাং’—শব্দের দ্বারা পরাস্ত করিতেছেন। ইহার দ্বারা লক্ষণ করা হয় তাই ইহা লক্ষ অর্থাৎ লক্ষণ। লক্ষের দ্বারা অর্থাৎ লক্ষণের দ্বারা নিরূপণ করেন যাঁহারা তাঁহাদের—ইহাই তাৎপর্য্য। সহৃদয়ানামিতি। কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশতঃ হৃদয মুকুর অতিশয় স্বচ্ছ হওয়ায় যাঁহারা বর্ণনীয় বিভাবাদি বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা বা তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন তাঁহারাই সহৃদয। তাঁহারাই নিজেদের মধ্যে কবিহৃদয়ের সঙ্গে মিলন অনুভব করেন বা এই মিলনের ভজনা করেন। যেমন বলা হইয়াছে—“যে বিভাবাদি বিষয়ক অর্থ হৃদয়সংবাদী অর্থাৎ যাহা এক হৃদয়ের সঙ্গে অপর হৃদয়ের মিলন ঘটাইতে পারে তাহার ভাব অর্থাৎ ভাবনা বা চর্ব্বণাই রসাভিব্যক্তি। ঐরূপ বিষয়ের দ্বারা শরীর সেইভাবে পরিব্যাপ্ত হয় যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ অগ্নি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। আনন্দ ইতি। রসচর্ব্বণাত্মা আনন্দের প্রাধান্য দেখাইতে যাইয়া প্রমাণ করিতেছেন যে রসধ্বনিই সর্ব্বত্র আনন্দের মুখ্যতম কারণ। সুতরাং ইহা যে বলা হইয়াছে—“ধ্বনি নামে যে ব্যঞ্জনাত্মক আর এক কাব্যব্যাপার আছে তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহা কাব্যের অংশ মাত্র। সমগ্র-রূপ নহে।”—সেই মত খণ্ডিত হইয়া গেল।

সেই বিষয়ে আবার ধ্বনিরই লক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া ভূমিকা রচনা করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা হইতেছে—

সহৃদয় ব্যক্তি যে অর্থকে মানিয়া লয়েন এবং যাহা কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে তাহার দুইটি প্রভেদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—একটি বাচ্য অপরটি প্রতীয়মান।২॥

কাব্যে অভিধা, ভাবনা ও চর্ব্বণামূলক যে তিনটি অংশ আছে তন্মধ্যে রস-চর্ব্বণাই যে কাব্যের প্রাণ তৎসম্পর্কে আপনি বিরোধিতা করিবেন না, কারণ আপনিই বলিয়াছেন—"কাব্যে রসয়িতা সকলেই শুধু অধিকারী, কিন্তু সকল বোদ্ধা বা নিয়োগপাত্রেরা * নহেন।" অংশমাত্রত্ব—(পূর্ব্বশ্লোকের) এই পদের দ্বারা যদি বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনিই অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে প্রমাণিতকেই পুনরায় প্রমাণ করা হয়। আর যদি সেইখানে রসধ্বনি অভিপ্রেত হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত ব্যাখ্যা স্বীয় সিদ্ধান্ত, লক্ষ্যবস্তুর প্রসিদ্ধি এবং সহৃদয় ব্যক্তির অনুভবের বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। কাব্যরচনায় কবির কীর্ত্তির দ্বারাও প্রীতিই সম্পাদিত হয়। যেহেতু বলা হইয়াছে—"কীর্ত্তি স্বর্গফলা বলিয়া কথিত হইয়াছে।" ইত্যাদি। যদিও শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানলাভ ও প্রীতিলাভ উভয়ই হয় তথাপি তন্মধ্যে প্রীতিই প্রধান। তাই বলা হইয়াছে—"উৎকৃষ্ট কাব্যসেবন ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষে এবং কলাসমুদায়ে বিচক্ষণতা দান করে এবং কীর্ত্তি ও প্রীতি সম্পাদন করে।" কীর্ত্তি ও প্রীতির উল্লেখ করা হইলেও সেখানে প্রীতিই প্রধান। তাহা না হইয়া কাব্য যদি কেবল ব্যুৎপত্তিহেতুই হইত তাহা হইলে প্রভুসদৃশ বেদাদি, মিত্রসদৃশ ইতিহাসাদি এই সকল ব্যুৎপত্তিহেতু শাস্ত্র হইতে কাব্যের কি পার্থক্য থাকিত? অথচ কাব্যের বৈশিষ্ট্যই হইল এই যে ইহা কান্তাসদৃশ। অতএব আনন্দই প্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছে। চতুর্ব্বর্গের ব্যুৎপত্তিরও আনন্দই চরম ও মুখ্য ফল। আনন্দ আবার গ্রন্থ-কারেরও নাম। সুতরাং সেই আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য এই শাস্ত্রের দ্বারা সহৃদয় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ দেবতামন্দিরে দেবতার ন্যায় অবিনশ্বর স্থিতি লাভ করুক; যেহেতু কথিত হইয়াছে—"সৎকাব্যরচয়িতারা স্বর্গারোহণ করিলেও তাঁহাদের কাব্যময় সুন্দর দেহ নিরাতঙ্কে বাঁচিয়া থাকে।" সহৃদয়ের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ইহার মন সেইরূপই। এই গ্রন্থকার নিশ্চয়ই সহৃদয়-

* বেদাদিশাস্ত্রে যাঁহারা

কাব্যের শরীর গুণালঙ্কার প্রভৃতির জন্য লালিত্যময় এবং তাহার মধ্যে সমুচিত রসের সন্নিবেশ হইয়াছে। এই জন্যই ইহা সৌন্দর্য্যময়। ইহার সাররূপ যে অর্থ, যাহা সহৃদয় ব্যক্তির কাছে মর্য্যাদা পায় তাহার দুইটি প্রভেদ—বাচ্য ও প্রতীয়মান।

চক্রবর্ত্তী—ইহাই ভাবার্থ। যেমন—"যুদ্ধে পরমার্জ্জুনেরই প্রতিষ্ঠা হয়।" গ্রন্থের শেষে দেখাইব যে নিজের নামের প্রকাশ শ্রোতৃবর্গের গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি জাগাইবার হেতু, কারণ ইহা তাহাদের মনে সম্ভাবনা ও বিশ্বাস উৎপাদন করে। এইভাবে গ্রন্থকার, কবি ও শ্রোতার প্রয়োজন কথিত হইল। ১ ॥

"ধ্বনিস্বরূপ বলিতেছি"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করার পর "বাচ্য ও প্রতীয়মান নামক অর্থের দুই প্রভেদ আছে", কারিকায় এই কথা বলার কি সঙ্গতি আছে? এই আশঙ্কা করিয়া সঙ্গতি দেখাইবার জন্য অবতরণিকা করিতেছেন—তত্রেতি। এবংবিধ অভিধা ও প্রয়োজন স্বীকৃত হইলে। ভূমি বা ভিত্তির মত সেইজন্য ভূমিকা। যেমন নূতন কিছু নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা করিলে ভূমিই পূর্ব্বে বিরচিত হয় সেইরূপ প্রতীয়মানাখ্য ধ্বনিস্বরূপ যেখানে নিরূপণযোগ্য সেইখানে নির্ব্বিবাদসিদ্ধ বাচ্য অভিধানই হইল ভিত্তিস্বরূপ। কারণ বাচ্যাতিরিক্ত প্রতীয়মান অংশ তাহার পশ্চাতেই উল্লিখিত হইয়াছে।

বাচ্যের সঙ্গে প্রতীয়মানকে যে সমান প্রাধান্য দিয়া গণনা করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য হইল ইহা প্রতিপাদন করা যে বাচ্যের ন্যায় প্রতীয়মানকেও কিছুতেই গোপন করা যায় না। "যঃ সমাম্নাতপূর্ব্বঃ"—ইহার দ্বারা যে ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাই 'স্মৃতৌ'-পদের দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিতেছেন। "শব্দার্থশরীরং কাব্যম্" (কাব্য শব্দার্থবিশিষ্টশরীরসম্পন্ন)—এইরূপ যে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'শরীর'-শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াই তদনুপ্রাণক কোনও আত্মাকে নিশ্চয়ই থাকিতে হইবে। সেই শব্দ ও অর্থের মধ্যে শব্দই শুধু শরীরভাগরূপে সন্নিবিষ্ট হয়। শরীরের স্থূলত্ব, কৃশত্বাদি ধর্ম্ম সকলেই বুঝিতে পারে, সেইরূপ শব্দের ধর্ম্মও সর্ব্বজনসংবেদ্য। অর্থ কিন্তু সকলজনসংবেদ্য হয় না। আবার শুধু অর্থ আছে বলিয়াই তাহার দ্বারা কাব্যসংজ্ঞাও হয় না। কারণ লৌকিক ও বৈদিকবাক্যে অর্থ থাকিলেও তাহাদিগকে কাব্য নাম দেওয়া হয় না। তাই বলা হইতেছে—সহৃদয়শ্লাঘ্য ইতি। সেই এক অর্থকেই বিচারক্ষম ব্যক্তিরা বিভাগবুদ্ধির দ্বারা দুই

তন্মধ্যে বাচ্য অর্থ প্রসিদ্ধ। অন্যান্য লেখকেরা উপমাদি নানা প্রকারের দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অন্যান্য লেখকেরা অর্থাৎ কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধায়ীরা।

তাই বিস্তারিত করিয়া এখানে তাহার কথা বলা হইল না।৩

কিন্তু প্রয়োজন মত কেবল তাহা উল্লেখ করা হইল।

মহাকবিদের বাণীতে কিন্তু আর একটি বস্তু আছে যাহার নাম প্রতীয়মান অর্থ। তাহা রমণীর লাবণ্যের মত চির-পরিচিত অঙ্গসৌষ্ঠব হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ৪

শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই—কাব্যের অর্থ ও লৌকিকাদি শাস্ত্রের অর্থ—ইহাদের রূপ যদি তুল্যই হয় তাহা হইলে কোন একটি বিশেষ অর্থের (অর্থাৎ কাব্যার্থের) প্রতিই বা সহৃদয় ব্যক্তিগণ শ্লাঘা দেখাইয়া থাকেন কেন? অতএব এই কাব্যার্থের বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই কিছু আছে। প্রতীয়মান অংশেরই সেই বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া বিচারবুদ্ধিশালীরা তাহাকে কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যবস্থাপনা করেন। বাচ্যার্থের সংমিশ্রণ হেতু যাঁহাদের চিত্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে তাঁহারাই এই পৃথক্-করণে আপত্তি করেন, যেমন চার্ব্বাকপন্থীরা আত্মার পৃথক্-অস্তিত্বে আপত্তি করিয়া থাকেন। অতএব একবচনান্ত 'অর্থ'-শব্দের দ্বারা আরম্ভ করিয়া 'সহৃদয়শ্লাঘ্য' এই বিশেষণের দ্বারা কারণ দেখাইয়া বিভাগবুদ্ধির দ্বারা তাহার দুই অংশ বা ভেদ আছে এই কথা বলিলেন। ইহারা দুইটিই যে কাব্যের আত্মা তাহা নহে। কাব্যাত্মা—কারিকাগত এই 'কাব্য'-শব্দকে বিশ্লেষণপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিবার জন্য বলিতেছেন—কাব্যস্য হীতি। 'ললিত'-শব্দের দ্বারা গুণ ও অলঙ্কারের সহায়কত্ব বুঝাইলেন। রসবিষয়ত্বই যে ঔচিত্যের নিয়ামক হইয়া থাকে ইহা দেখাইয়া রসধ্বনিই যে কাব্যাত্মা তাহা 'উচিত'-শব্দের দ্বারা সূচিত করিলেন। তাহার (সেই রসের) অভাবে কিসের অপেক্ষায়ই বা এই ঔচিত্যনামা বস্তু উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়া থাকে? যোঽর্থ ইতি—'যৎ'-শব্দের দ্বারা নির্ণীত বিষয়ের পুনরুল্লেখের ইহাই সার্থকতা যে অপরেও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। 'তস্য'—ইত্যাদির দ্বারা ইহা দেখাইতেছেন যে তাহার দুই অংশ থাকায় প্রতীয়মানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত।

সুতরাং কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, "যেহেতু ধ্বনি সৌন্দর্য্যের হেতু সেইজন্য ইহা গুণ ও অলঙ্কার ব্যতিরিক্ত নহে" ধ্বনি কাব্যের আত্মস্বরূপ বলিয়া এই অনুমানের হেতু অসিদ্ধ, * ইহা দেখান হইল। আত্মা দেহের চারুত্বহেতু হয় না। যদি এইরূপ হয়ও তাহা হইলেও বাচ্য অর্থে এই হেতু একান্ত-ভাবে প্রয়োগ করা যায় না। যাহা অলঙ্কার তাহা অলঙ্কার্য্য হইতে পারে না। যাহা গুণী তাহা গুণ হইতে পারে না। এই জন্যও (কেবল ভূমিকার জন্য নহে) বাচ্যাংশের প্রস্তাবনা করা হইল। এই জন্যই বলিবেন—"বাচ্য প্রসিদ্ধঃ" ইতি। ২ ॥

তত্রেতি। দুই অংশ থাকিলেও। প্রসিদ্ধ ইতি। যাহা স্ত্রীলোকের মুখ, উদ্যান, চন্দ্রোদয় প্রভৃতির মত লৌকিকই। উপমাদি প্রভৃতির দ্বারা তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়া বিবৃত হইয়াছে,—এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। বৃত্তিতে 'কাব্যলক্ষ্মবিধায়িভিঃ'র দ্বারা কারিকাগত 'অন্যৈঃ' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ততো নেহ প্রতন্যতে—'প্রতন্যতে'-শব্দে 'প্র' উপসর্গের দ্যোতনা এই যে অজ্ঞাত বস্তু বিস্তারিতভাবে কথিত হইবে। এই বিশেষ অংশের প্রতিষেধের দ্বারা কেবল অবশিষ্টাংশ সূচিত হইতেছে। 'কেবলম্' ইত্যাদির দ্বারা ইহা দেখাইতেছেন। ৩ ॥

অন্যদেব বস্ত্বিতি। পুনঃ শব্দ বাচ্য অর্থ হইতে পার্থক্যের দ্যোতক। বাচ্যাতিরিক্ত এবং সারভূত। মহাকবীনামিতি। এই বহুবচনের দ্বারা অশেষ বিষয়ে ব্যাপকত্বের কথা বলিতেছেন। যে প্রতীয়মানের কথা বলা হইবে তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত যে কাব্য তাহা রচনা করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের আছে। এই জন্যই ইঁহারা মহাকবি বলিয়া আখ্যাত হয়েন। যাহা এইরূপ তাহাই প্রতিভাত হয়। যাহা একেবারেই অস্তিত্বহীন তাহা এইভাবে প্রতিভাত হইতে পারে না। শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয় সেইখানেও একেবারে অস্তিত্বহীন পদার্থের প্রকাশমানত্ব নাই। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যাহাদের অস্তিত্ব বা সত্তা আছে সেই সমুদায়েরই প্রকাশ হয়, প্রকাশমানত্ব হইতে অস্তিত্বের বোধ হয়। অতএব এই কথাই বলা হইতেছে যে যাহা প্রকাশিত হয় তাহার অস্তিত্ব আছে। সুতরাং ইহাই প্রয়োগার্থ—প্রসিদ্ধ বাচ্য অর্থ ধর্মী। তাহা তদ্ব্যতিরিক্ত প্রতীয়মানের সঙ্গে যুক্ত থাকে; কারণ তাহার মধ্য দিয়াই সে প্রকাশিত হয় যেমন লাবণ্যযুক্ত

* আত্মস্বরূপ 'ধ্বনি'তে দেহধর্ম চারুত্ব থাকিতে পারে না।

আবার প্রতীয়মান নামে বাচ্য হইতে বিভিন্ন একবস্তু মহাকবিদের বাণীতে রহিয়াছে। সেই যে বস্তু তাহা সহৃদয় ব্যক্তির কাছে সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ইহা রমণীর লাবণ্যের মত সেই সকল অবয়ব হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন রমণীদিগের লাবণ্য সকল অবয়ব হইতে অতিরিক্ত অন্য কিছু; তাহাকে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করিতে হয় এবং তাহা অবয়বাতিরিক্ত তত্ত্ব হিসাবেই সহৃদয় ব্যক্তির নয়নের অমৃতস্বরূপ হইয়া প্রতিভাত হয় সেই অর্থও সেইরূপ। পরে দেখান হইবে যে সেই অর্থের নানা প্রভেদ আছে; তাহা বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত বস্তুমাত্র অথবা অলঙ্কার অথবা রসাদি। সকল প্রকারের মধ্যেই তাহা বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্ন।

রমণীর সঙ্গে লাবণ্য প্রতিভাত হয়। 'প্রসিদ্ধ' শব্দের দুইটি অর্থ—ইহা সকলের বোধগম্য এবং ইহা অলঙ্কৃত হয়। যত্তদিতি। যৎ এবং তৎ—এই সর্বনাম সমুদায় ইহাই দেখাইতেছে যে দৃষ্টান্ত (লাবণ্য) এবং দার্ষ্টান্তিক (প্রতীয়মান অর্থ) ইহাদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না এবং ইহাদের একটিকে (লাবণ্যকে) যে দেহাভিন্ন বলিয়া এবং অপরটিকে (প্রতীয়মান অর্থকে) যে বাচ্যাভিন্ন বলিয়া ভ্রম হয় তাহা পরস্পরের সংমিশ্রণজনিত। এইরূপ দেখাইবার উদ্দেশ্যই হইল ইহা দ্যোতনা করা যে লাবণ্য ও প্রতীয়মান অর্থের প্রাণই চমৎকার বা আনন্দ। ইহাই 'কিমপি'-ইত্যাদির দ্বারা বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিতেছেন। লাবণ্য অবয়বসংস্থানের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়; কিন্তু ইহা অবয়বের অতিরিক্ত নূতন একটি ধর্মই বটে। ইহা অবয়বের নির্দোষতা বা অবয়বে অলঙ্কারসংযোগমাত্র নহে। কাণত্ব প্রভৃতি যে সকল দোষ পৃথক্‌ভাবে দৃষ্টিগোচর হয় সেই সকল দোষ যাহার নাই এইরূপ রমণী সালঙ্কারা হইলেও ইনি লাবণ্যহীনা আবার ইনি সেইরূপ না হইয়াও লাবণ্যামৃতজ্যোৎস্নাময়ী—সহৃদয় ব্যক্তিরা এইরূপ বাক্য ব্যবহার করেন। আচ্ছা, লাবণ্য তো অবয়বাতিরিক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেই প্রতীয়মান যে কি তাহাই তো আমাদের জানা নাই; ব্যতিরিক্তত্বের প্রসিদ্ধি তো দূরে থাকুক্। যে ভাসমানত্বকে তাহার অস্তিত্ব স্বীকৃতির হেতু বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে এইভাবে তাহাই অসিদ্ধ বলিয়া

প্রথম প্রভেদ এই যে তাহা বাচ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কখনও কখনও দেখা যায় যে বাচ্যে বিধি থাকিলেও তাহা প্রতিষেধরূপে অভিব্যক্ত হয়। যথা—

"হে ধার্ম্মিক, তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ভ্রমণ কর। আজ সেই গোদাবরী-তীরস্থিত লতাকুঞ্জবাসী কুকুর সেই দৃপ্তসিংহের দ্বারা নিহত হইয়াছে।"

মনে হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়াই গ্রন্থকার "সোঽর্থ" ইত্যাদির দ্বারা তাহার স্বরূপ অভিহিত করিয়াছেন। 'সর্ব্বেষু চ' ইত্যাদির দ্বারা বাচ্য হইতে ইহার ব্যতিরিক্তত্বের প্রসিদ্ধির কথা পরে প্রমাণ করিবেন। প্রতীয়মানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইলে তাহার দুইটি প্রভেদ মানিতে হইবে—লৌকিক ও কেবলমাত্র কাব্যব্যবহারগোচর। যাহা লৌকিক তাহা কখনও কখনও স্বশব্দবাচ্য হয়। 'বস্তু' শব্দের দ্বারা বলা হইতেছে যে সেই লৌকিক প্রতীয়মান বিধি নিষেধাদি অনেক প্রকারের হইতে পারে। এই লৌকিক প্রতীয়মানও দুই প্রকারের। কোন কোন প্রতীয়মান অর্থ পুর্ব্বে (বাচ্যত্ব অবস্থায়) কোন বাক্যার্থের মধ্যে উপমাদিরূপে অলঙ্কারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইদানীং (ব্যঙ্গ্যত্ব অবস্থায়) আর অলঙ্কার বলিয়া প্রতিভাত হয় না। কারণ বাচ্যত্ব অবস্থায় ইহার যে গৌণতা ছিল এখন আর তাহা নাই। পুর্ব্বে যে ইহা অলঙ্কারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে সেই স্মৃতির উদ্দীপক বলিয়া ইহা ব্রাহ্মণশ্রমণ ন্যায়বলে * অলঙ্কারধ্বনি নামে অভিহিত হইতেছে। যাহাতে এই অলঙ্কারত্ব নাই তাহা বস্তুমাত্র বলিয়া কথিত হয়। এই অংশে 'মাত্র'-শব্দ গ্রহণের দ্বারা ইহার অলঙ্কারধ্বনিত্ব নিরাকৃত হইল। তাহাই রস যাহা স্বপ্নেও কখনও স্বশব্দ (রস প্রভৃতি শব্দ) বাচ্য নহে এবং লৌকিক ব্যবহারের অন্তর্গত (পুত্রজন্মাদিজনিত হর্ষতুল্য) নহে। অপিচ, যে সমস্ত বিভাব ও অনুভাব শব্দের দ্বারা সমর্পিত হয় এবং যাহারা হৃদয়ের সহিত মিলনবশতঃ সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠে, সেই সকল বিভাব ও অনুভাবের উপযোগী যে রতিপ্রভৃতি বাসনা যাহারা পূর্ব্ব হইতেই (জন্মাবধি) হৃদয়ে নিবিষ্ট হইয়া আছে তাহারা উদ্বোধিত হয় বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তির চিত্ত রসচর্ব্বণার যোগ্যতা লাভ করে। সহৃদয় ব্যক্তির নিজের চিত্তের মধ্যে ইহাদের যে আনন্দময় চর্ব্বণাত্মক ব্যাপার তদ্দারা আস্বাদ্যমান (রস্যমান) হয় বলিয়াই উহার নাম

* ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ শ্রমণ হইলেও পূর্ব্ব জাতি স্মরণবশতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়।

রস। তাহার নাম রসধ্বনি এবং তাহা একমাত্র কাব্যব্যাপারের গোচর। তাহাই ধ্বনি এবং মুখ্য বলিয়া তাহাই কাব্যের আত্মা। ভট্টনায়ক যে বলিয়াছেন, "ইহা অংশমাত্র ; ইহা সমগ্র নহে।" তাহা হয়ত বা বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনির বিরুদ্ধে আপত্তি হিসাবে উত্থাপিত হইতে পারে। রসধ্বনিকে তিনিই কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন কারণ রসচর্ব্বণা (ভোগীকরণ) পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অংশ—অভিধা ও ভাবনা—অতিক্রম করে তিনি এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি রসধ্বনিতে যাইয়া পরিসমাপ্তি লাভ করে—ইহা আমরাও যথাস্থানে বলিব। এখানে এই পর্য্যন্ত থাকুক। বাচ্যসামর্থ্যাক্ষিপ্তমিতি—এই সামান্য লক্ষণ তিন প্রকার ধ্বনিতেই পরিব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ তিন প্রকারের ধ্বনিই বাচ্য অর্থের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়। যদিও ধ্বনন শব্দেরই ব্যাপার তথাপি অর্থের সামর্থ্যের সহকারিতা থাকায় এবং সেই সহকারিতা বিনষ্ট না হওয়ায় ধ্বনি সর্ব্বত্রই বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়। শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যেও অর্থসামর্থ্য হইতেই প্রতীয়মানের অবগতি হয় ; শব্দশক্তি কেবল অর্থসামর্থ্যের সহকারিতা করিয়া থাকে—ইহা পরে বলিব। দূরং বিভেদবানিতি। বিধি ও নিষেধ যে পরস্পরবিরোধী ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। এই জন্য প্রথমেই এই দুইটির উদাহরণ দিতেছেন—'ভ্রম ধার্ম্মিক' ইত্যাদি।' কোন রমণীর প্রিয়সম্মিলনের সঙ্কেতস্থান তাহার প্রাণস্বরূপ ; জনৈক ধার্ম্মিকের সঞ্চরণে সেইখানে অন্তরায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং যে পল্লবকুসুম গোপনতাব সৃষ্টি করে তাহা অবচিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছিল। সঙ্কেতস্থানকে ধার্ম্মিকের সঞ্চরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই উক্তি। এখানে যে ভ্রমণের বিধি তাহা অনুজ্ঞা বা নিয়োগসূচক নহে। ভ্রমণ স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু কুকুরের ভয়ে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া নিষেধের অভাব হইয়াছে অথবা বাধা দূরীকৃত হইয়াছে। ইহাই ভ্রমণ বিধির অর্থ। এখানে লোটের প্রয়োগ অতিসর্গপ্রাপ্তকালসম্বন্ধী অর্থাৎ বাধার দূরীকরণের পর যথেচ্ছ ভ্রমণ সম্ভব। ভাব ও অভাব পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া ইহারা যুগপৎ বাচ্য হইতে পারে না, একটির পর একটিও বাচ্য হইতে পারে না। একটি অর্থের বিরতির পর আরেকটি বাচ্য হইবে এমনও হইতে পারে না। "অভিধাশক্তি শুধু বিশেষণকে (গোত্বপ্রভৃতি) বুঝাইতেই শক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহা কোন ব্যক্তিকে (গবাদিকে) বুঝাইতে পারে না।" ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে যে কোনও

অর্থের অবগতির বিরাম হইলে অপর একটি অর্থের উদ্ভব অভিধাশক্তির দ্বারা সম্ভব হয় না। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে 'দৃপ্ত', 'ধার্মিক' ও 'তদ্'— ইহাদের অন্বয় অসম্ভব বলিয়া অন্বয়ের বাধা রহিয়াছে। এই বিরোধের জন্য এবং বক্ত্রীর বিবক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অভিহিতান্বয়বাদীদের মতানুসারে বিপরীতলক্ষণার দ্বারা তাৎপর্যশক্তিই—যাহা অন্বয় করিতেই নিজের শক্তি হারাইয়া ফেলে নাই—বাক্যের মধ্যে যে নিষেধাত্মক ভাব (ভ্রমণ করিও না) আছে তাহার প্রতীতি আনয়ন করে। সুতরাং এই অর্থ শব্দশক্তিমূলকই। "এই স্ত্রীলোকটি এইরূপ বলিয়াছে"—এখানে এইরূপ ব্যবহার হইয়াছে। তাই এখানে বাচ্যাতিরিক্ত অন্য কোন অর্থ নাই। এই যুক্তি ঠিক নহে। এখানে শব্দের তিনটি ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। পদের সাধারণ, সাধারণ অর্থে অভিধার ব্যাপার। কোন একটি সংকেতকে অপেক্ষা করিয়া অর্থ বুঝাইবার শক্তির নামই অভিধাশক্তি। অভিধার সংকেত বা নির্দ্দেশ পদের সাধারণ অর্থে প্রযোজ্য ; তাহার কোন বিশেষ অংশ থাকিলে অভিধা তাহার সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। বিশেষাংশের অনন্ত সম্ভাব্যতা রহিয়াছে এবং কোন একটি বৈশিষ্ট্য নিয়তভাবে প্রয়োগ করা যায় না। শব্দসমূহের পরস্পর অন্বয় করিয়া বাক্যের বিশেষরূপ গ্রহণে তাৎপর্য্যশক্তির প্রয়োগ করা হয়, কারণ 'শব্দের সাধারণ লক্ষণ বিচার করিয়া যদি দেখা যায় যে কোন একটি অর্থ গ্রহণ না করিলে বাক্যের অর্থ সিদ্ধ হয় না, তবে তাহাই বিশেষ অর্থকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে।'—ইহাই নিয়ম। অর্থের দ্বিতীয় কক্ষ্যা অর্থাৎ তাৎপর্য্যশক্তির দ্বারা বিচার করিলে এই বাক্যে, "তুমি ভ্রমণ কর" এই বিধি অপেক্ষা আর কিছু প্রতীত হয় না, কারণ তাৎপর্য্যশক্তির দ্বারা অন্বয় মাত্র প্রতিপন্ন হয়। 'গঙ্গায় ঘোষ বসতি', 'বালকটি সিংহ' প্রভৃতিতে অন্বয় করিতে করিতেই অযৌক্তিকতার জন্য বাধা উপস্থিত হয়। এখানে বলা হইতেছে যে তোমার ভ্রমণ নিষেধকারী সেই কুকুর সিংহ কর্তৃক নিহত হইয়াছে। সুতরাং ভ্রমণ নিষেধের যে কারণ ছিল তাহার অভাবের জন্য তোমার ভ্রমণ এখন সঙ্গত এইরূপ অন্বয়ে কোন ক্ষতি নাই। তাই এখানে মুখ্য অর্থের বাধা শঙ্কনীয় নহে ; এখানে বিপরীত লক্ষণার অবসর নাই। যদিও বিপরীত লক্ষণাই হয়, তাহা হইলেও এই বিপরীত লক্ষণা দ্বিতীয়স্থান অর্থাৎ তাৎপর্য্যশক্তিতে থাকিয়া হইবে না। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইল, মুখ্য অর্থের বাধা হইলে লক্ষণার কল্পনা করা যায়। বিরোধপ্রতীতিই মুখ্য অর্থের বাধা। এখানে

পদার্থগুলির স্ববিরোধিতা নাই। যদি বল পরস্পর বিরোধিতা আছে, তাহা হইলেও অন্বয়ে সেই লক্ষণামূলক বিরোধ-প্রতীতি হওয়া উচিত; অন্বয় প্রতিপন্ন না হইলে বিরোধের প্রতীতি হয় না। আবার অন্বয়ের প্রতিপত্তি অভিধা-শক্তির দ্বারা হয় না। পদার্থের জ্ঞানের পরই তাহার (অভিধার) শক্তি ক্ষীণ হওয়ায় এবং তৎপর তাহার আর কোন কার্য্যকারিতা না থাকায় তাৎপর্য্য-শক্তির দ্বারাই অন্বয়-প্রতিপত্তি হয়। এখন প্রশ্ন হইবে যে এইরূপ যুক্তিতে "অঙ্গুলীর অগ্রভাগে একশত হাতী" এই জাতীয় বাক্যেও অন্বয়প্রতীতি হইতে পারে। কেনই বা হইবেনা? "দশদাড়িম" প্রভৃতি বাক্যে যেমন সমুদায়ের কোন অন্বিত অর্থ হয়না, এইখানে সেইরূপ নহে। কিন্তু শুক্তিকায় রজতভ্রমের মত এই অন্বয় প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া সেই অর্থের প্রতিপাদক বাক্য অপ্রামাণ্য হয়। "বালকটি সিংহ"—এখানে দ্বিতীয় কক্ষ্যানিবিষ্ট তাৎপর্য্যশক্তির দ্বারা যে অন্বয় প্রতিপন্ন হইল তাহার বাধক প্রকটিত হইলে তদনন্তর অভিধা ও তাৎপর্য্যশক্তিব্যতিরিক্ত লক্ষণা নামক তৃতীয়শক্তি জাগ্রত হয় যাহা বাধকশক্তিকে নষ্ট করিতে সমর্থ। আচ্ছা, এই ভাবে দেখিলে তো "বালকটি সিংহ" এই বাক্য কাব্যরূপত্ব পাইবে, কারণ ধ্বননলক্ষণযুক্ত কাব্যাত্মা যে এখানেও আছে তাহা শীঘ্রই বলা হইবে। তর্ক হিসাবে তবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে ঘটেও জীবের মত ব্যবহার থাকিবে কারণ আত্মা সর্ব্বব্যাপী; তাই তাহা ঘটেও থাকিবে। যদি বলা হয় বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন শরীরের আত্মায়ই সজীব প্রাণীর মত ব্যবহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, যে কোন শরীর সম্বন্ধে ইহা খাটেনা, তবে বলিব যে গুণ ও অলঙ্কারের ঔচিত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্যশালী শব্দার্থময় শরীরের ধ্বননরূপ আত্মা থাকিলে, সেই আত্মায় কাব্যরূপতা পাওয়া যাইবে। সুতরাং আত্মা সারহীন ঘটের সঙ্গে যুক্ত হইলেও যেমন নিজে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, কাব্যাত্মাও সেইরূপ। লক্ষণাস্থলে ধ্বনির অস্তিত্ব দেখাইয়া কখনও বলা যাইবে না যে ভক্তি বা ভাক্ত অর্থই ধ্বনি। ভক্তি হইতেছে লক্ষণার ব্যাপার যাহা অর্থের তৃতীয় কক্ষ্যায় নিবিষ্ট থাকে। ধ্বননব্যাপার রহিয়াছে চতুর্থ কক্ষ্যায়। তিনের সম্মিলনে যে লক্ষণার প্রবর্ত্তন হয় ইহা তো আপনারাও স্বীকার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মুখ্যার্থবাধা নির্ভর করে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের উপরে। সামীপ্যাদি সম্বন্ধ যাহা নিমিত্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে তাহাও তো প্রমাণান্তরের দ্বারাই জানা যায়। এই যে ঘোষবসতির অতিপবিত্রত্ব, শীতলত্ব,

সেব্যত্ব প্রভৃতি প্রয়োজন যাহা প্রমাণান্তরের দ্বারা সিদ্ধ হয় না এবং যাহা অন্য শব্দের দ্বারা বাচ্য নহে অথবা বালকের যে পরাক্রমাতিশয্যশালিত্ব—এই সমস্তই শব্দেরই ব্যাপার। (যদি বল ইহা অনুমানসাপেক্ষ তাহা হইলে উত্তর এই :—) তাহার (গঙ্গার) সামীপ্য হইতে তাহার পবিত্রত্বাদি ধর্ম্মত্বের যে অনুমান তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না অথবা যদি বল যে বালক সিংহ-শব্দবাচ্য তাহাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। তারপর যেখানে যেখানে এইরূপ (লাক্ষণিক) শব্দের প্রয়োগ হয় (সিংহ, গঙ্গা), সেইখানে সেইখানে তাহার ধর্ম্ম (পরাক্রম-শালিত্ব, পবিত্রত্ব) ইত্যাদি অনুমিত হইবে যদি এইরূপ তর্ক উত্থাপিত হয় তবে প্রশ্ন এই এখানে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ দেখাইতে যে মৌলিক প্রমাণান্তরের প্রয়োজন তাহার অভাব রহিয়াছে।

ইহা স্মৃতিও নহে; কারণ যেখানে পূর্ব্ব অনুভূতি না থাকে সেইখানে স্মৃতির সংযোগ হয় না এবং স্মৃতির যদি কোন নিয়ামক স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে ইহা বক্তার বিবক্ষিত বা অবিবক্ষিত এইরূপ কোন নিশ্চিত নির্দ্দেশ থাকে না। অতএব এই সকল ব্যাপার শব্দেরই। এই ব্যাপার অভিধাত্মক নহে, কারণ সেইরূপ কোন সঙ্কেত নাই। ইহা তাৎপর্য্যাত্মকও নহে, কারণ অন্বয় প্রতীতিতেই তাৎপর্য্যশক্তির ক্ষয় হইয়া যায়। ইহা লক্ষণাত্মকও নহে, পূর্ব্ব কথিত হেতু বশতঃই (মুখ্যার্থের বাধার অভাবের জন্য) এখানে শব্দের অর্থবোধক গতি স্খলিত হয় নাই। যদি স্বীকার করি যে শব্দের গতি স্খলিত হইয়াছে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে মুখ্য অর্থের বাধাই এখানে গতিস্খলনের প্রয়োজন। এইভাবে অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে। অতএব কেহ যে ইহাকে লক্ষিতলক্ষণা নাম দিয়াছেন তাহা ব্যসন মাত্র। সুতরাং অভিধা, তাৎপর্য্য, লক্ষণা—এই তিনের অতিরিক্ত ইহা শব্দের চতুর্থ এক ব্যাপার বলিয়া জানিতে হইবে। ধ্বনন, দ্যোতন, ব্যঞ্জন, প্রত্যায়ন, অবগমন প্রভৃতি পর্য্যায়ের শব্দের দ্বারা ইহার সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সেইজন্য গ্রন্থকার পরে বলিবেন "মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গুণবৃত্তির দ্বারা অর্থপ্রকাশ করা হয়, এই প্রক্রিয়ায় যে ফল উদ্দেশ করা হয় সেইখানে শব্দের অর্থ স্খলিত হয় না।" (১।১৭) সুতরাং মানিতে হইবে যে সঙ্কেতানুসারে বাচ্যের অবগমনশক্তি অভিধাশক্তি। এই শব্দের এই অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থদ্বারা বাক্যের অর্থ করা সম্ভব নহে এই উপলব্ধিকে সহায় করিয়া যে শক্তির দ্বারা অর্থের অববোধন হয় তাহার নাম তাৎপর্য্যশক্তি। মুখ্য অর্থের

বাধা প্রভৃতির সহকারিতা অনুসারে যে অর্থপ্রতিভাসনশক্তি কার্য্যকরী হয় তাহার নাম লক্ষণাশক্তি। এই শক্তিত্রয়ের দ্বারা যে অর্থাগমন হয় তাহা হইতে সঞ্জাত, তাহার প্রকাশের দ্বারা পবিত্রিত এবং প্রতিপত্তার প্রতিভা হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থাগমনশক্তিই ধ্বনন ব্যাপার। ইহা পুর্ব্বোলিখিত তিনটি শক্তির ব্যাপারকে হীন করিয়া প্রাধান্য লাভ করে বলিয়াই ইহা কাব্যের আত্মা—এই অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে যে যদিও (সঙ্কেতস্থানকে মুক্ত করা রূপ) প্রয়োজন ইহার বিষয় তথাপি নিষেধের প্রতীতির দ্বারা ইহা সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহা নিষেধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীনেরা এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া আমরাও এই বিপরীত লক্ষণার কথা বলিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে লক্ষণা নাই, কারণ বিধিরূপ বাচ্য অর্থ অত্যন্তভাবে আচ্ছন্ন হয় নাই এবং অন্য কোন অর্থে তাহা সংক্রমিতও হয় নাই। লক্ষণা শক্তির ব্যাপার অর্থশক্তিমূলকও নহে। লক্ষণা ও ধ্বনির সহকারীও বিভিন্ন; তাই ইহাদের শক্তির প্রভেদ স্পষ্টই, যেমন যেখানে ব্যাপ্তিজ্ঞান ও স্মৃতির সাহায্যে বক্তার বিবক্ষা জানা যায় সেইখানে এই শব্দেরই অনুমান বিধায়ক ব্যাপার হইয়া থাকে। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সবিকল্পক বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। অভিহিতান্বয়বাদীরা এই যুক্তি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। "যাহা বুঝাইতে শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহাই শব্দের অর্থ," —অন্বিতাভিধানবাদীরা ইহাই হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া বলেন যে অভিধা ব্যাপারই শরের মত ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া পড়ে। কিন্তু এই যে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হওয়া ইহাকে কেমন করিয়া একটি ব্যাপার মাত্র বলা যাইতে পারে? কারণ ইহার বিষয় তো বিভিন্ন। যদি বলা হয় এখানে একাধিক ব্যাপার, তবে বলিব যে, এই যে অনেক প্রভেদবিশিষ্ট ব্যাপার বিষয় ও সহকারীর ভেদের জন্য ইহা এক-জাতীয় হয় না এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। যে বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা শব্দের ক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তাহারা একজাতীয় ব্যাপারেই একটি অর্থ গ্রহণ করিয়া পুনরায় আর একটি অর্থ গ্রহণ করিবে এই রূপ প্রণালী বৈশেষিকেরা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যদি স্বীকার কর যে এই কার্য্য এক শ্রেণীর নহে তাহা হইলে তো আমাদের মতই গ্রহণ করা হইল। আবার যদি বলা হয় যে এই যে চতুর্থকক্ষ্যানিবিষ্ট অর্থ তাহা বাক্যের দ্বারা খুবই শীঘ্র অভিহিত হয় এই জাতীয় দীর্ঘদীর্ঘত্বই বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে যে যদি অভিধামূলক সঙ্কেতই না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেমন করিয়া

সাক্ষাৎ প্রতীতি হইবে ? যদি বলা হয় নিমিত্তেই (পদের অর্থেই) সঙ্কেত থাকে, এই যে নৈমিত্তিক অর্থ (বাক্যের অর্থ) ইহা সঙ্কেতনিরপেক্ষ, তাহা হইলে বলিব, মীমাংসক মহাশয়ের বলিবার ভঙ্গীটা একবার দেখ ! এই যে অর্থাৎ চতুর্থকক্ষ্যানিবিষ্ট নৈমিত্তিক বাক্যার্থ তাহাই প্রথমে প্রতীতি পথে অবতীর্ণ হয় তাহার পশ্চাতে পদার্থগুলি নিমিত্তভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়—এই কথা বলিলে মনে হয় উক্ত মীমাংসক তাঁহার প্রপৌত্রের নৈমিত্তিক হইতে পারেন। আরও যে বলা হইয়া থাকে—পূর্ব্বপদের পদার্থের সঙ্কেতগ্রহণের দ্বারা সংস্কৃত হৃদয় ব্যক্তির কাছেই বাক্যের অর্থের শীঘ্র প্রতীতি হয় ইহা তো বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখাই যায় ; এই জন্যই পদার্থ বাক্যার্থের নিমিত্ত। তদুত্তরে আমরা বলিব এই যুক্তিতে চতুর্থ কক্ষ্যানিবিষ্ট অর্থপ্রতীতির উপযোগী কিছুই বলা হইল না। আর যদি বলা হয় পদের পূর্ব্ব হইতেই কোন সঙ্কেত থাকে তাহাও ঠিক নহে, কারণ অন্বিত হইয়াই পদের অর্থের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যদি বলা হয় যে কোন শব্দকে নানা অন্বয়ের মধ্যে বসাইয়া আবার তাহা হইতে উঠাইলে তাহার সঙ্কেতিত অর্থ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে বলিব যে সঙ্কেত পদের অর্থ মাত্রেই প্রযুক্ত হয় এই কথা মানিলা লইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে বিশেষ অর্থের প্রতীতি পরেই আসে। আবার বলা যায়—তাৎপর্য্য প্রতীতি সঙ্গে সঙ্গেই আসে এইরূপ তো দেখাই যায়, তাহার কি করি ? আমাদের উত্তর এই যে, আমরাও তো ইহা অস্বীকার করি না ; যে হেতু আমরাও বলিব, "সেইরূপ যাঁহারা সচেতা, যাঁহাদের মনে অর্থ সহজে প্রতিভাসিত হয়, যাঁহারা বাচ্যার্থের প্রতি বিমুখ, তাঁহাদের কাছে ব্যঙ্গ্য অর্থ খুব সহজে প্রকাশিত হয়।" (১।১২) অভ্যস্ত বিষয়ে সজাতীয় অর্থাৎ বাক্যার্থের অঙ্গ পদের অর্থ এবং তাহার বিকল্পপরম্পরার উদয় হয় না বলিয়া ব্যাপ্তি, সঙ্কেত ও স্মৃতির ক্রম লক্ষিত হয় না ; সেইরূপ সেই ব্যঙ্গ্য অর্থে ক্রম সম্ভাবিত হইলেও সাতিশয় অনুশীলনের জন্য তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব অবশ্যই আশ্রয়ণীয়। যদি নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকভাব গ্রহণ না করা যায় তাহা হইলে মুখ্য অর্থ হইতে গৌণ ও লাক্ষণিক অর্থকে পৃথক্ করার প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত হইবে। মীমাংসাদর্শনে শ্রুতিলিঙ্গাদি যে ছয়টি প্রমাণের কথা আছে তন্মধ্যে পশ্চাৎ-উল্লিখিত প্রমাণ পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রমাণ হইতে দুর্ব্বল—ইহা মানিয়া লওয়া হয়। নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব না থাকিলে এই পারদৌর্ব্বল্য প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত হইবে।

কথনও কথনও বাচ্যে প্রতিষেধ থাকিলে বিধিরূপ প্রতিভাত হয়। যেমন—

"এইখানে শাশুড়ী শয়ন করেন অথবা নিদ্রায় নিমগ্ন হয়েন; এইখানে আমি শয়ন করি। তুমি দিনের বেলায় ভাল করিয়া দেখিয়া রাখ। হে রাতকানা পথিক, তুমি আমাদের শয্যায় শয়ন করিও না।"

নিমিত্ততার বৈচিত্র্যের দ্বারা এই সকল প্রক্রিয়া সমর্থিত হয়। আর যদি নিমিত্ততার বৈচিত্র্য মানিয়াই লইলে তাহা হইলে আমাদের প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া লাভ কি? যে সকল বৈয়াকরণেরা বাক্য ও অর্থকে অবিভক্ত মনে করিয়া তাহাকে স্ফোটরূপে কল্পনা করেন তাঁহারাও নিত্য স্ফোটের ক্ষেত্র ছাড়িয়া অবিদ্যা বা সাংসারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেন। এইসব প্রক্রিয়া উত্তীর্ণ হইলে যে সবই এক অদ্বৈত পরমেশ্বর তাহা 'তত্ত্বালোক'-গ্রন্থের প্রণেতা আমাদের শাস্ত্রকারের জানাই আছে। অতএব এই কথা এই পর্য্যন্তই।

ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, "এখানে দৃপ্তসিংহাদিপদপ্রয়োগে ও ধাম্মিকপদ-প্রয়োগে ভয়ানক রসের যে আবেশ হইয়াছে তদ্দ্বারাই নিষেধের অবগতি হইতেছে। সেই ধার্ম্মিকের ভীরুতা বা সিংহের বীরত্ব—ইহাদের প্রকৃতির নিয়ম জানা ব্যতিরেকে অন্য আর কোন প্রকারে নিষেধের অবগতি হয় না। সুতরাং কেবল অর্থসামর্থ্য হইতেই নিষেধাবগতির নিমিত্ত পাওয়া যাইবে না।" ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—কে বলিয়াছে যে বক্তা ও বোদ্ধার বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান ছাড়া এবং শব্দগতধ্বননব্যাপার ব্যতিরেকে নিষেধের অবগতি হয়? আমরাও বলিয়াছি যে বক্তা ও বোদ্ধার প্রতিভার সহকারিত্ব দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনার প্রাণ স্বরূপ। ভয়ানক রসের আবেশ তো কেহ নিবারণ করিতেছে না, কারণ ভয়ের উৎপত্তি হইলেই ভয়ানক রসের অবগতি হইয়া থাকে। প্রতিপত্তা বা বোদ্ধার রসাবেশ রসের অভিব্যক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। এবং রস ব্যঞ্জনার বিষয়ই হইয়া থাকে। রস শব্দের দ্বারা বাচ্য হইয়া থাকে একথা তিনিও বলেন নাই। সুতরাং রস ব্যঙ্গ্যই বটে। প্রতিপত্তারও রসাবেশ নিয়ত নহে। এমন কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই যে এই সহৃদয় ব্যক্তি ভীরুধার্ম্মিক সদৃশ হইবেন।

কোন বিশেষ প্রতিপত্তাকে যদি সহকারী বলিয়া কল্পনা করা হয় তাহা হইলে

বক্তা ও প্রতিপত্তার প্রতিভাপ্রাণিতধ্বনন ব্যাপারকে সহ্য করিতে আপত্তি কি ? অপিচ কেহ যদি বস্তু ধ্বনির খণ্ডন করিয়া তদনুগৃহীত রসধ্বনির সমর্থন করেন তাহা হইলে খুব সুষ্ঠুভাবেই একধ্বনির দ্বারা অপর ধ্বনির ধ্বংস হইল ! ইহা আমাদের পক্ষে ভালই, যেমন কেহ বলেন, "দেবতার ক্রোধ বরের তুল্য।" এই সমস্তের দ্বারা যদি রসেরই প্রাধান্য বলা হয় তাহা হইলে তাহাতে কে আপত্তি করিবে ? যদি কেহ বলেন যে ইহাকে বস্তুধ্বনির উদাহরণ মনে করা যুক্তিযুক্ত হইবে না, তাহা হইলে কাব্যের উদাহরণের জন্য এখানে দুই প্রকার ধ্বনির অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া যাক্। ইহাতে কি দোষ ? যদি রসানুপ্রবেশ স্বীকার না করিলে তৃপ্তি না হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে এখানে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়দর্পণে* ভয়ানক রস থাকেনা। এখানে সম্ভোগাভিলাষের উদ্দীপন-বিভাবরূপ সঙ্কেতস্থানের উল্লেখ আছে বলিয়া এবং উপযুক্ত কাকু (স্বরাঘাত) প্রভৃতি অনুভাবের সংমিশ্রণ হইয়াছে বলিয়া শৃঙ্গাররসের অনুপ্রবেশ হইয়াছে। রস অলৌকিক ; দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা বোঝা যায়না। বিধি ও নিষেধ বিভিন্ন বস্তু এবং তাহাদের প্রভেদ নির্বিবাদে সিদ্ধ। তাহাই প্রথমে দেখাইবার জন্য বস্তুধ্বনির উদাহরণ হিসাবে এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে। যিনি ধ্বনিব্যাখ্যান করিতে যাইয়া তাৎপর্য্যশক্তি বা বক্তার ইচ্ছা-সূচকত্বকেই ধ্বননব্যাপার বলিয়া নির্দেশ করেন তিনি আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারেন না। বলাই হইয়াছে, "মানুষে মানুষে রুচির প্রভেদ।" এইসব বিষয়ে গ্রন্থের শেষে যথাযথ প্রকাশ করিব। এইখানে এই পর্য্যন্ত। ভ্রমেতি। তোমাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইল, তুমি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে পার ; তোমার ভ্রমণকাল উপস্থিত। ধাম্মিকেতি। কুসুমাদি সংগ্রহের জন্য তোমার ভ্রমণ সঙ্গতই বটে। বিস্রব্ধঃ ইতি। যেহেতু শঙ্কার কারণ রহিত হইয়াছে তাই। স ইতি—যে তোমার দেহলতাকে ভয়ে কম্পিত করিয়াছিল। অদ্যেতি। তোমার ভাগ্যের খুব উন্নতি দেখা যাইতেছে। মারিত ইতি। তাহার পুনরুত্থান হইবে না। তেনেতি। পরম্পর কানাকানিতে তুমিও শুনিয়াছ যে সেই সিংহ গোদাবরীতীরস্থিত বনে বাস করে। সঙ্কেতস্থানের গোপনতা রক্ষার জন্য পূর্ব্বে সখীর দ্বারা সিংহের কথা ধাম্মিককে শোনান হইয়াছিল। এখন সেই সিংহ দৃপ্ত হইয়া গহন হইতে নির্গত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে প্রসিদ্ধ সুবিস্তীর্ণ গোদাবরীতীরে আমার গমনই এখন কথামাত্রে

*'হৃদয়দর্পণ' ভট্টনায়করচিত গ্রন্থের নাম।

কখনও কখনও বাচ্যার্থে বিধি থাকিলে ব্যঙ্গ্য অর্থে কোনটাই প্রকাশিত হয় না। যেমন—

"তুমি চলিয়া যাও। আমার একার ভাগ্যেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ও ক্রন্দন থাকুক। তোমার দাক্ষিণ্য আজ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার বিরহে তোমারও যেন এ দশা না ঘটে।"

পর্য্যবসিত হইয়াছে। তোমার লতাগহনেপ্রবেশের যদি শঙ্কা থাকে তবে কথাই নাই।

অত্তা ইতি। মহ ইতি—নিপাতের অর্থ অনেক প্রকার হইয়া থাকে। এখানে 'আমাদের দুইজনের' এইরূপ বুঝাইতেছে, কেবল 'আমার' নহে। বিশেষ বচন অর্থাৎ দ্বিবচনের প্রয়োগ করিলে তাহা শঙ্কাকারী হইবে এবং তাহা হইলে প্রচ্ছন্ন অর্থের উপলব্ধি হইবে না। জনৈকা প্রোষিতভর্তৃকা তরুণীকে দেখিয়া ধনী পথিক কামভাবাপন্ন হইয়াছে। এই নিষেধের দ্বারা রমণী তাহাকে স্বীয় মনোভাব বুঝাইতেছে। এখানে এই নিষেধের অভাবই বিধি। যে নিমন্ত্রণরূপ বিধিতে অপ্রবৃত্তকে প্রবৃত্ত করা হয় ইহা সেই জাতীয় নহে কারণ এইভাবে নিজের অনুরাগ প্রকাশ করিয়া অভিমান খণ্ডন এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে না। সুতরাং 'রাত্র্যন্ধ'-পদের দ্বারা সমুচিত সময়ে নায়কের মনের কামাকুলতা ধ্বনিত হইতেছে। ভাব ও তাহার অভাব সাক্ষাৎ-বিরুদ্ধ। তাই বাচ্য হইতে ব্যঙ্গ্যের প্রভেদ স্ফুট হইয়া প্রকটিত হইয়াছে। ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, 'অহম্'-শব্দ অভিনয়বিশেষসহকারে উচ্চারিত হইয়া নায়িকার হৃদয়ের অবস্থা জানাইতেছে। সুতরাং ইহা সাক্ষাৎভাবে শব্দেরই অর্থ; কিন্তু এখানে 'অহম্'-এই শব্দের ইহা সাক্ষাৎ অর্থ নহে। এই সমগ্র বাক্য ধ্বননেরই ব্যাপার; কাকুসহকারে উচ্চারণ তাহারই সহায়ক এবং ইহা তাহারই ভূষণ। অত্তেতি—চেষ্টা করিয়া অনিভৃতসম্ভোগ পরিহার করিতে হইবে। যদিও তুমি মদনের শরে বিদ্ধ হইয়াছ এবং যদিও তোমাকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে তথাপি কি করি? দিনটাই অভিশপ্ত, অনৌচিত্যের জন্য ইহা অতি কুৎসিৎ। প্রাকৃতে পুংলিঙ্গ ও নপুংসকের ব্যবহারে কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই। তবে তোমাকে সর্ব্বথা উপেক্ষা করা উচিত নহে। আমি যে এখানেই আছি তাহা তুমি দেখিয়া রাখ, আমি অন্যত্র চলিয়া যাইতেছি না। তাই পরস্পরের মুখ অবলোকন করিয়া দিনটা

কখনও কখনও বাচ্যার্থে প্রতিষেধ থাকিলে ব্যঙ্গ্য অর্থে বিধি বা নিষেধ কোনটিই থাকে না। যেমন—

"আমি প্রার্থনা করি তুমি প্রসন্ন হইয়া নিবৃত্ত হও; হে সুন্দরি, তোমার মুখচন্দ্রমার জ্যোৎস্নালোকে অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে। হে হতাশে, তুমি অন্য অভিসারিকাদের বিঘ্ন ঘটাইবে।"

কাটাইব। রাত্রি একটু হইলেই তুমি আমার শয্যায় গড়াইয়া পড়িও না; ববং চুপে চুপে আসিও। নিকটে শ্বশ্রূস্বরূপ যে কণ্টক রহিয়াছে তাহার নিদ্রা আসিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া তাহার পর আসিও—ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। ব্রজ মমৈব ইতি—তুমি চলিয়া যাও—এখানে এইরূপ বিধি দেওয়া হইতেছে। তুমি যে ভুল করিয়া অন্যনায়িকা সম্ভোগ করিয়াছ তাহা নহে, গাঢ় অনুরাগ হইতেই করিয়াছ। তোমার মুখের রংই অন্য রকমের হইয়াছে, ভুল করিয়া তাহার নামও তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তুমি পূর্বে আমার প্রতি অনুরাগ দেখাইতে; সেই দাক্ষিণ্য সেইরূপই যেন আছে—এইভাব দেখাইতে তুমি এখানে আছ। সুতরাং তুমি সর্ব্বপ্রকারেই শঠ। এখানে খণ্ডিতা নায়িকার তীব্র জ্বালাময় অভিপ্রায় প্রতীত হইতেছে। এখানে যাইও না বলিয়া কোন নিষেধ নাই; অন্য কোন নিষেধের দ্বারা "যাও"-এইরূপ বিধিও দেওয়া হইতেছে না।

দে—প্রার্থনায় নিপাতন। আ—'তাবৎ'-শব্দের অর্থ বুঝাইতেছে। সুতরাং অর্থ হইল এই—তুমি যে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহা হইতে নিবৃত্ত হও। এইভাব বোঝা যাইতেছে বলিয়া নিষেধই বাচ্য। নায়িকা গৃহে আসিয়া দেখিল যে নায়কের মুখ হইতে অন্য নায়িকার নাম ভুলক্রমে বাহির হইয়াছে। ইহা ও এতাদৃশ অন্য অপরাধ দেখিয়া নায়কের নিকট হইতে সে ফিরিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইলে নায়ক চাটুবাক্য বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতেছে—তুমি ফিরিয়া যাইয়া যে কেবল আমার ও তোমার নিজের শান্তির বিঘ্ন করিবে তাহা নহে, অন্যান্য নায়িকাদেরও। সুতরাং তোমার লেশমাত্র সুখলাভ হইবে না। তাই তুমি আশাহতা। চাটুবাক্যের দ্বারা নায়কের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে, ইহাই ব্যঙ্গ্য। যদি এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করা যায় যে সখীর দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াও সেই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া নায়িকা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে সখী তাহাকে ইহা বলিতেছে, তাহা হইলে

কোথাও বা ব্যঙ্গ্য অর্থের বিষয় বাচ্য অর্থের বিষয় হইতে একেবারে বিভিন্ন হইয়া ব্যবস্থাপিত হয়। যেমন—

"স্ত্রীর অধর ব্রণযুক্ত দেখিলে কাহার বা ক্রোধ না হয়? ভ্রমরযুক্ত পদ্ম আঘ্রাণ করা তোমার স্বভাব। তাই বারণ করিলেও তুমি শোন নাই; এখন তাহার ফল ভোগ কর।"

বাচ্য হইতে বিভিন্ন প্রতীয়মানের আরও অনেক প্রভেদ সম্ভব হইতে পারে। তাহাদের একটি দিক্‌মাত্র এখানে দেখান হইল। পরে সবিস্তারে দেখান হইবে যে দ্বিতীয় প্রভেদও (অলঙ্কার ধ্বনি) বাচ্য অর্থ হইতে পৃথক্। তৃতীয় যে প্রভেদ তাহা রসাদি লক্ষণাক্রান্ত এবং তাহা বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত

অর্থ দাঁড়ায় এই—কেবল যে স্বীয় বিঘ্নই করিবে তাহা নহে; লঘুতার জন্য নিজেকে অনাদরের পাত্র করিয়া এবং তজ্জন্য হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার সময় মুখকান্তির দ্বারা অন্য অভিসারিকাদেরও বিঘ্ন করিবে। এই যে সখীর অভিপ্রায়রূপ চাটুবাক্য ইহাই ব্যঙ্গ্য। "তুমি যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিয়া যাইতেছ তাহা হইতে নিবৃত্ত হও (নায়ক পক্ষে) এবং তোমার প্রিয়তমের গৃহে যে যাইতেছ তাহা হইতে নিবৃত্ত হও (সখী পক্ষে)।" —এখানে উভয় ব্যাখ্যায়ই বাচ্যাস্তে চিত্ত বিশ্রাম লাভ করে বলিয়া ব্যঙ্গ্য গৌণ হইয়াছে এবং গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের প্রকারভেদ প্রেয় (সখী পক্ষে) ও রসবদ্ (নায়ক পক্ষে) অলঙ্কারেরই ইহা উদাহরণ হইয়া দাঁড়ায়, ধ্বনির নহে। সুতরাং এখানে ভাবার্থ এই—কোন রমণী বেগে প্রণয়ীর কাছে অভিসার করিতে গেলে তাহার নিজের গৃহে আগমনোন্মুখী নায়ক যেন না জানিয়া তৎপ্রতি এই শ্লোক বলিতেছে। অতএব "হতাশে"—ইত্যাদি বাক্যাংশে অন্তরঙ্গ প্রণয়বচনের সাহায্যে সে নিজের পরিচয় দিতেছে। অন্যেরও বিঘ্ন করিবে, কিন্তু নিজের যে ঈপ্সিত লাভ হইবে এমন প্রত্যাশা কোথায়? সুতরাং হয় আমার গৃহে আইস না হয় চল দুইজনেই তোমার গৃহে যাই। অতএব উভয়ত্র নায়কের চাটুবাক্যাত্মক অভিপ্রায় ব্যঙ্গ্য হইয়াছে। অন্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন—"ইহা অভিসারিকার প্রতি উদাসীন সহৃদয়ব্যক্তিদের উক্তি।" "হতাশে" প্রভৃতিতে যে আমন্ত্রণ বাক্য উক্ত হইয়াছে তাহা এই ব্যাখ্যায় যুক্তিযুক্ত হয় কিনা তাহার বিচার সহৃদয় ব্যক্তিরাই

করিবেন। ধার্ম্মিক, পান্থ ও প্রিয়তমাভিসারিকার সম্পর্কিত বিষয়ের ঐক্য থাকিলেও বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের স্বরূপের ভেদের জন্য তাহাদের অর্থের বিভিন্নতা প্রতিপন্ন হইল। এখন দেখাইতেছেন যে বিষয়ভেদের জন্যও ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্ন হয়—কচিদ্বাচ্যাদিতি। ব্যবস্থাপিত ইতি। বিষয়ভেদ ও বিচিত্ররূপে অবস্থিত থাকে এবং সহৃদয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ইহা যথাযথ ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। কস্স বেতি। যে ঈর্ষ্যাপ্রবণ নহে তাহারও দেখিয়াই রোষ হয়। নিজে প্রিয়তমার অধর ব্রণযুক্ত না করিলেও অদৃষ্ট বশতঃ কোন কারণে এইরূপ হইয়া থাকিবে ইহা দেখিয়া। সভ্রমরপদ্মাঘ্রাণশীলে –চরিত্রগত অভ্যাস কোন উপায়েই নিবারণ করা যায় না। বারিতে—বারণে যে বাম অর্থাৎ বারণ করিলে যে অগ্রাহ্য করে। সহস্বেদানীং—এখন তিরস্কার-পরম্পরা সহ্য কর। এখানে ভাবার্থ এই :—জনৈকা অবিনীতা নায়িকা কোনস্থানে অন্য নায়কের সংস্পর্শে আসিয়া খণ্ডিতাধরা হইয়াছে। ঘটনাচক্রে তাহারই নিকটে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে তাহার স্বামী আসিয়া পড়িয়াছে। এই স্বামীকে যেন দেখিতে পায় নাই এমন ভান করিয়া কোন চতুরা সখী এই কথা বলিতেছে যাহাতে নায়িকা অবিনীতা বা অসতী বলিয়া কথিত না হইতে পারে। সহস্বেদানীমিতি —যাহা বাচ্য হইল তাহা অসতীনায়িকাবিষয়ক। ভর্ত্তৃসম্পর্কে তাহার কোন অপরাধ নাই এই আবেদন ব্যঙ্গ্য। সহস্ব—ইহাও ভর্ত্তৃবিষয়ক ব্যঙ্গ্যের অন্তর্গত। প্রিয়তম কর্ত্তৃক গম্ভীরভাবে তিরস্কৃত হইলে সখী তাহার স্বৈরাচারকে গোপন করিতেছে। প্রতিবেশী নায়ক সম্পর্কে আশঙ্কা অলৌকিক, স্বামীকে এইরূপ বোঝান হইতেছে। ইহাই ব্যঙ্গ্য। তাহার সপত্নী তাহার দুশ্চরিত্রতা ও তিরস্কারে প্রহৃষ্ট হইবে। এই ভাবে শব্দের সাহায্যে নায়িকার সৌভাগ্যাতিশয্য-খ্যাপন সপত্নীবিষয়ক ব্যঙ্গ্য। সপত্নী-মধ্যে ইহার দ্বারা আমি ছোট হইয়া গেলাম, নিজের এইরূপ অগৌরব গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। বরং এই প্রচ্ছাদনে তোমার গৌরবই বুঝাইবে। তাই 'সহস্ব'—শোভা পাইও; নায়িকাবিষয়ে এই সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন ব্যঙ্গ্য। আজ তোমার (প্রণয়ীর) গোপন অনুরাগিণী হৃদয়েশ্বরীকে এইভাবে বাঁচাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু যে দন্তদংশন প্রকটিত হইয়া পড়ে তাহা পুনরায় করা সঙ্গত হইবে না—গোপন প্রণয়ীকে এইভাবে সতর্ক করা হইতেছে। তদ্বিষয়ে ইহাই ব্যঙ্গ্য। আমি এইভাবে ইহা গোপন করিয়াছি—উদাসীন বিদগ্ধ লোককে সখী নিজের বৈদগ্ধ্য খ্যাপন করিতেছে। ইহাই উদাসীনলোকবিষয়ক ব্যঙ্গ্য।

হইয়াই প্রকাশিত হয়; কিন্তু তাহা সাক্ষাৎভাবে শব্দব্যাপারের বিষয় নহে। তাই তাহা বাচ্য হইতে বিভিন্নই বটে। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই—তাহার (রসাদির) বাচ্যত্ব দুইভাবে হইতে পারে—তাহা শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা নিবেদিত হইতে পারে অথবা বিভাবাদি প্রতিপাদনের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। প্রথম পক্ষ সত্য হইলে (অর্থাৎ শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারাই যদি ঐ ঐ রসের নিবেদন হয়) যেখানে এই সকল শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা রস নিবেদিত হয় নাই সেইখানে রসের প্রতীতি না হওয়ারই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কিন্তু সর্ব্বত্র রস এইসকল স্বশব্দের দ্বারা নিবেদিত হয় না। যেখানে তাহা হয় সেইখানেও

'ব্যবস্থাপিত'-শব্দের দ্বারা এই সকল কথা বলা হইয়াছে। অগ্র ইতি। দ্বি উদ্দ্যোতে, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য প্রথম প্রকার; দ্বিতীয় প্রকারে ব্যঙ্গ্য ক্রমে লক্ষিত হয়।" (২।৪)—দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির দ্বিতীয় প্রভেদের বর্ণনাবসরে দেখান হইবে। তাই বিধিনিষেধাত্মক এবং তদনুভয়াত্মক রূপ সংকলিত করিয়া বস্তুধ্বনির সংক্ষেপে বর্ণনা করা সহজ; কিন্তু অলঙ্কার-ধ্বনির এইরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহজ নহে, কারণ অলঙ্কার বহুবিধ। তাই বলা হইয়াছে—সপ্রপঞ্চং ইতি। তৃতীয়স্ত্বিতি। 'তু' শব্দ অন্যান্য প্রভেদ হইতে ব্যতিরেকের সূচনা করে। বস্তু ও অলঙ্কার শব্দের দ্বারাই অভিধেয়; কিন্তু রস ও ভাব, তাহাদের আভাস ও তাহাদের প্রশম—এই সকল বিষয় কদাচ শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে না। আস্বাদ্যমানতাই তাহাদের প্রাণ এবং তদ্দ্বারাই তাহারা প্রতিভাত হয়। সেখানে ধ্বননব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপার কল্পনা করার উপায় নাই, যেহেতু শব্দার্থের গতি স্খলিত হয় নাই বলিয়া মুখ্যার্থবাধা প্রভৃতি লক্ষণার কারণ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। স্থায়ী চিত্তবৃত্তি যদি ঔচিত্যের সহিত আস্বাদ্যমান হইতে থাকে তাহা হইলে তদ্দ্বারা রসের উদ্ভব হয়; ব্যভিচারী চিত্তবৃত্তির ঔচিত্যময় আস্বাদন হইলে তদ্দ্বারা ভাবের সৃষ্টি হয়; চিত্তবৃত্তি যেখানে অনুচিতভাবে আস্বাদিত হয় সেইখানে হয় আভাস, যেমন সীতাতে রাবণের রতি। অবশ্য, "শৃঙ্গার হইতেই হাস্যের উৎপত্তি"—এই বচন হইতে এখানে (রাবণের সীতায় রতিতে) যদিও হাস্যরসের উদ্ভব হইতে পারে তথাপি এই রস সামাজিকদের মনে পরে উত্থিত

বিশিষ্ট বিভাবাদির প্রতিপাদনের দ্বারাই রসসমূহের প্রতীতি হইয়া থাকে। শৃঙ্গারাদি শব্দের দ্বারা রসপ্রতীতি কেবল সমর্থিত হয়; ঐ সকল শব্দের দ্বারা উহা সৃষ্ট হয় না। কারণ বিষয়ান্তরে ঐ সকল শব্দের দ্বারা রসপ্রতীতি হয় এইরূপ দেখা যায় না। যে কাব্যে কেবল শৃঙ্গারাদি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে অথচ বিভাবাদি প্রতিপন্ন হয় নাই

হয়। তন্ময়ত্ব অবস্থায় রতিই আস্বাদ্য হয়। সুতরাং "আমার কর্ণে তোমার নাম প্রবেশ করিলে তাহা আমার পক্ষে দূর হইতে আকর্ষণকারী মোহমন্ত্রের ন্যায় হয়।"— ইত্যাদিতে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমের বিচারকে অবধারণ করিয়া লইলে শৃঙ্গাররূপতা প্রতিভাত হয়। তাই ইহা শৃঙ্গারাভাসমাত্র। তাহার অঙ্গের নাম ভাবাভাস। যে চিত্তবৃত্তি রসের ব্যঞ্জনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যেহেতু তাহার প্রশান্তি বিশেষভাবে হৃদয়কে আহ্লাদিত করে সেই জন্য ভাবপ্রশম 'ভাব'শব্দের মধ্যে সংগৃহীত হইয়া থাকিলেও ইহাকে পৃথক্‌ভাবে গণনা করা হইল। যেমন—"দম্পতি এক শয়নে শুইলেও পরস্পরের প্রতি পরাঙ্মুখ হইয়া একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডনাদি কার্য্য না করিয়া সন্তপ্ত হইয়া সময় কাটাইতেছিল। হৃদয়ে অনুনয়ের ভাব উপস্থিত থাকিলেও তাহারা মান রক্ষা করিয়াই ছিল। কিন্তু ক্রমে পরস্পরের অপাঙ্গনিক্ষেপ মিশ্রিত হওয়ার জন্য তাহাদের মানকলি ভগ্ন হইয়াই গেল এবং তাহারা সহাস্যে ও সবেগে কণ্ঠলগ্ন হইল।" এখানে ঈর্ষ্যারোষাত্মক মানের প্রশম। "তোমার পুত্র হইয়াছে।"—এই কথা শুনিলে লোকের মনে যে হর্ষ উপস্থিত হয় এইরূপ রসাদিবিষয়ক অর্থ সেই জাতীয় নহে। লক্ষণার দ্বারাও এই অর্থ পাওয়া যায় না। বরং সহৃদয় ব্যক্তির অপরের হৃদয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার শক্তির বলে বিভাব-অনুভাবের প্রতীতি হইলে যে তন্ময়তা ঘটে সেই অবস্থায় রস্যমান বা আস্বাদ্যমান হয় বলিয়াই ইহা রস। রস্যমানতাই ইহার প্রাণস্বরূপ; ইহা স্বয়ংসিদ্ধ পার্থিব সুখ হইতে বিভিন্ন জাতীয়। এইভাবেই ইহা পরিস্ফুরিত হয়। তাই বলিতেছেন—প্রকাশত ইতি। অতএব অর্থের দ্বারা সহকৃত শব্দের ধ্বননই ব্যাপার। বিভাবাদিবিষয়ক অর্থ পুত্রজন্মহর্ষের অনুরূপ উপায়ে সেই চিত্তবৃত্তির সৃষ্টি করে না। তাই ইহা জননাতিরিক্ত (পুত্রজনন প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত) ব্যাপার। অর্থের এই ব্যাপারও ধ্বনন বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে। স্বশব্দেতি। শৃঙ্গারাদিশব্দের দ্বারা অভিধা

ব্যাপারের সংযোগবশতঃ যে অর্থ নিবেদন করা হয়। বিভাবাদীতি। তাৎপর্যশক্তির দ্বারা। রসের সার রস্যমানতা। শৃঙ্গারাদি শব্দ ও এই রস্যমানতা—ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ নাই তাহা অন্বয়ী (positive) ও ব্যতিরেকী (negative) যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিবার পর অনুরূপ যুক্তির দ্বারা দেখাইতেছেন যে ধ্বননেরই রসপ্রতিপাদন ক্ষমতা আছে—ন চ সর্ব্বত্রেতি। যেমন ভট্টেন্দুরাজের নিম্নলিখিত শ্লোকে—"যে সকল বিষয় পূর্ব্বে বেশ ভাল করিয়া দেখা হইয়াছে চোখ দুইটি থাকিয়া থাকিয়া যে তাহাদের প্রতি চঞ্চল হইয়া উঠে, ছিন্নপদ্মের মৃণালের *নালের মত অঙ্গগুলি যে বিশীর্ণ হইতেছে, গণ্ডের নিবিড় পাণ্ডুরতা যে দূর্ব্বাকাণ্ডকে বিড়ম্বিত করিতেছে—কৃষ্ণ প্রণয়ী হইলে যুবতী রমণীদের এইরূপই ভূষণ রচনা হয়।" এইখানে অনুভাবের ও বিভাবের অবগতির পরই তন্ময়ীভবনের সহযোগে রসাত্মক অর্থ স্ফুরিত হয়। সেই বিভাব ও অনুভাবের অনুরূপ চিত্তবৃত্তির বাসনার দ্বারা সহৃদয়ের চিত্তবৃত্তি অনুরঞ্জিত হয়; সেই চেতনার যে আনন্দময় চর্বণা তাহার বিষয় যে অর্থ তাহার নাম রস। যদিও অভিলাষ, চিন্তা, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, ধৃতি, গ্লানি, আলস্য, শ্রম, স্মিতি, বিতর্ক প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয় নাই তবুও এই অর্থ স্ফুরিতই হইয়াছে। এইভাবে ব্যতিরেকের (স্বশব্দ প্রয়োগ ব্যতিরেকে রসপ্রতীতি হওয়ার) দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অন্বয়ের অভাব দেখাইতেছেন অর্থাৎ যেখানে শৃঙ্গারাদি শব্দের উপস্থিতিতে রসপ্রতীতি হয় সেইখানেও অন্য কারণে রসপ্রতীতি হইয়া থাকে—যত্রাপীতি। তদিতি। শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা রসের পরিবেষণ। প্রতিপাদনমুখেনেতি। শব্দপ্রযুক্ত বিভাবাদির প্রতিপত্তির দ্বারা। সা কেবলমিতি। যেমন,—"কৃষ্ণ দ্বারবতীতে গেলে তিনি কালিন্দীতীরস্থিত যে বঞ্জুললতা কম্পিত করায় উহা আনত হইয়াছিল সেই বঞ্জুললতাকে আলিঙ্গন করিয়া উৎকণ্ঠিত রাধা বাষ্পগদগদ স্বরে চীৎকার করিয়া এমন গান করিয়াছিলেন যে নদীর অভ্যন্তরস্থিত জলচরেরাও সবেগে সেই গানের প্রতিধ্বনি করিয়া গান করিয়াছিল।" এখানে বিভাব ও অনুভাব স্পষ্টভাবে প্রতীত হইতেছে। উৎকণ্ঠা চর্ব্বণাগোচর হইয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। 'সোৎকণ্ঠা' শব্দ নূতন কিছু করিতেছে না; শুধু সিদ্ধকেই সাধিত করিতেছে। 'উৎকম্'—এই পদের দ্বারা যে অনুভাব কথিত হইয়াছে 'সোৎকণ্ঠা'—শব্দের প্রয়োগের দ্বারা তাহারই সমর্থন করা হইয়াছে। সুতরাং এই অনুবাদ বা সমর্থনও

সেইখানে রসের অস্তিত্ব একেবারেই দেখা যায় না। দ্বিতীয় কারণ এই যে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দ না থাকিলেও কেবল বিশিষ্ট বিভাবাদি হইতেই রসের প্রতীতি হয়। কিন্তু শৃঙ্গারাদি শব্দ যাহারা নিজেরাই নিজেদের অভিধান তাহারাই রসের প্রতীতি আনয়ন করিতে পারে না। সুতরাং অন্বয়ী (positive) ও ব্যতিরেকী (negative) দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে রসাদি অভিধেয়ের সামর্থ্যের দ্বারাই আক্ষিপ্ত হয়। তাহা একেবারেই অভিধেয় বা বাচ্য নহে। তাই প্রমাণিত হইল যে তৃতীয় প্রভেদও বাচ্য হইতে বিভিন্ন। বাচ্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার যে প্রতীতি হয় তাহা পরে দেখান হইবে।

সেই অর্থই কাব্যের আত্মা। এই ভাবেই পুরাকালে আদিকবির ক্রৌঞ্চমিথুনবিয়োগজনিত শোক শ্লোকত্ব বা কাব্যত্ব লাভ করিয়াছিল। ৫॥

নিরর্থক নহে। যদি পুনরায় (সোৎকণ্ঠা শব্দের প্রয়োগ না করিয়া) অনুভাব প্রতিপাদন করা হইত তাহা হইলে কেবল যে পুনরুক্তি দোষই হইত তাহা নহে; তজ্জন্য তন্ময়ত্বভাবও নষ্ট হইয়া যাইত। ইহা যে হয় নাই তৎসম্পর্কিত হেতু বলিতেছেন বিষয়ান্তর ইতি। 'যবিশ্রম্য' ইত্যাদি। যাহার (স্বশব্দের) অভাব থাকিলেও যাহা (রসপ্রতীতি) হয় তাহা তৎকৃত নহে। ইহাদিগকে (শৃঙ্গারাদি স্বশব্দকে) বিষয়ান্তরে যে দেখা যায় না তাহা দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন—ন হীতি। 'কেবল' শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—বিভাবাদীতি। কাব্য ইতি। তোমার মতে 'কাব্য' শব্দ উচ্চারণ করিলেই কাব্য হয়। মনাগপীতি। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—নাট্যে এই আট প্রকারের রস প্রসিদ্ধ। এইভাবে শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের সঙ্গে রসাদির সম্বন্ধের অভাব ব্যতিরেক ও অন্বয়মূলক যুক্তির দ্বারা দেখাইয়া তাহাই উপসংহারে বলিতেছেন—'যতশ্চ' ইত্যাদির দ্বারা আরম্ভ করিয়া 'কথঞ্চিৎ' শব্দে শেষ করা হইয়াছে। শব্দের রসধ্বনন কার্যে বিভাবাদি অভিধাই সহকারিশক্তিরূপ সামর্থ্য। (অভিধেয় সামর্থ্য—অভিধেয়ই সামর্থ্য; কর্মধারয় সমাস) পুত্রজন্মের কথা শুনিয়া যে হর্ষ হয় তাহার মধ্যে জন্যজনক বা কার্যকারণ সম্বন্ধ

কাব্য নানাবিধ বিশিষ্ট বাচ্য বাচক রচনা সমূহের দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান্; সেই প্রতীয়মান অর্থই তাহার সারভূত। নিহতসহচরীবিরহের জন্য কাতর হইয়া ক্রৌঞ্চ যে ক্রন্দন করিয়াছিল তাহা হইতে যে শোকের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা শ্লোকত্বে পরিণত হইল।

আছে। কেহ দিবায় ভোজন না করিয়া পীনদেহ হইলে অনুমান করিতে হইবে যে সে রাত্রিতে ভোজন করে। অভিধার যে শক্তির দ্বারা রসধ্বননব্যাপার সম্ভাবিত হয় তাহা উৎপাদন ও অনুমান ব্যতিরিক্ত। এই ব্যাপারে অভি-ধেয়ের যে সামর্থ্য (ষষ্ঠী তৎপুরুষ) অর্থাৎ গুণালঙ্কার বিশিষ্ট ও রসানুযায়ী সমুচিত বাচকের সমন্বয়ের। এই ভাবেই শব্দ ও অর্থের ধ্বননই ব্যাপার। এই রূপে দুইটি পক্ষের অবতারণা করিয়া প্রথমটি (শৃঙ্গারাদি স্বশব্দের দ্বারা রসের নিবেদন) দূষিত হইল; দ্বিতীয়টি (বিভাবাদি) কথঞ্চিৎ দূষিত ও কথঞ্চিৎ অঙ্গীকৃত হইল। যদি অভিধাশক্তির দ্বারা জন্যজনক ভাব বা কার্য্যকারণভাব এবং অনুমান শক্তি বোঝান হয় তাহা হইলে ইহা দূষিত হইল। আর যদি ধ্বননের উদ্দেশ্যে এই শক্তি নিয়োজিত হয় তাহা হইলে ইহাকে স্বীকার করা হইল। যে এখানেও বলে যে তাৎপর্য্যশক্তিই ধ্বনন-ব্যাপার সে বস্তুতত্ত্ববেদী নহে। বিভাব ও অনুভাব-প্রতিপাদক বাক্যে তাৎপর্য্যশক্তি অন্বয় প্রদর্শন করিয়াই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ কোন্ শব্দের ও কোন্ অর্থের মধ্যে কি সম্পর্ক বা প্রভেদ থাকিবে ইহাই তাহার বিষয়। যে রস্যমানতা বা আস্বাদ্যমানতা রসের সারভূত তাহা ইহার বিষয়ীভূত নহে। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। 'ইতি' শব্দ হেতুবাচক। এই হেতুতে তৃতীয় (রসধ্বনি) প্রকারও বাচ্য হইতে বিভিন্ন—এই ভাবেই যোজনা করিতে হইবে। সম্ভেবেতি। 'ইব' শব্দের দ্বারা দেখাইতেছেন যে ক্রম থাকিলেও তাহা লক্ষিত হয় না—অত্র ইতি। দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে। ৪॥

এই ভাবে "প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব"—ইত্যাদির দ্বারা ধ্বনিস্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখন প্রচলিত ইতিকথার অবলম্বন করিয়া প্রতীয়মানের কাব্যাত্মত্ব দেখাইতেছেন—কাব্যস্যাত্মেতি। স এবেতি প্রতীয়মান অর্থের সূচনামাত্রেই তৃতীয় রসধ্বনিই গৃহীত হইবে—ইহাই বক্তব্য। প্রচলিত ইতিকথা এবং আমরা যে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছি তাহার যুক্তি—উভয়েরই বলে এইরূপ হইবে। তাই রসই বস্তুতঃ আত্মা। বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি

পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে শোক করুণরসের স্থায়ী ভাব এবং তাহা প্রতীয়মানরূপ অর্থাৎ বাচ্যাতিরিক্ত। প্রতীয়মানের অন্য প্রভেদ (বস্তু ও অলঙ্কার) দেখিলে দেখা যাইবে যে তাহাও রস ও ভাবের দ্বারাই উপলক্ষিত হয়, কারণ রসাদিরই প্রাধান্য থাকে।

সর্ব্বথা রসেই পর্যবসিত হয়। ইহারা উভয়েই বাচ্য হইতে উৎকৃষ্ট এই অভিপ্রায়েই "কাব্যের আত্মা ধ্বনি" এইরূপ সাধারণ ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সহচরীহননের জন্য ক্রৌঞ্চমিথুনের ভঙ্গ হওয়ায় এবং সাহচর্য্য ধ্বংসের জন্য যে শোক উত্থিত হইয়াছে তাহাই (করুণ) রসের স্থায়ী ভাব। যেহেতু নিহত ক্রৌঞ্চীর সঙ্গে আর সম্পর্কের সম্ভাবনা নাই, তাই ইহা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারোচিত রতিস্থায়ী ভাব হইতে স্বতন্ত্র। বিপত্নীক ক্রৌঞ্চরূপ বিভাবকে অবলম্বন করিয়া এবং হত্যাজনিত ক্রন্দনাদি অনুভাবের আস্বাদনের জন্য ক্রমে হৃদয়ের সম্মিলন ও তন্ময়ত্ব হওয়ায় সেই স্থায়ীভাব করুণরসরূপতা প্রাপ্ত হইল। ইহা যে রস বলিয়া প্রতিপন্ন হইল তাহার লক্ষণ এই যে ইহা লৌকিক শোক হইতে পৃথক এবং নিজের চিত্তবৃত্তির যে বিগলিত অবস্থায় ইহা আস্বাদিত হইতেছে তাহাই ইহার একমাত্র সারবস্তু। পরিপূর্ণ কুম্ভ হইতে যেমন জল উছলিয়া পড়ে তেমনি চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক নিঃস্যন্দিতার জন্য বিলাপবাক্য ক্ষরিত হয়; চিত্তবৃত্তির এই ব্যঞ্জকত্বস্বভাবানুসারে —কোন সঙ্কেতানুসারে নহে—স্থায়ী ভাব সমুচিত ছন্দোবৃত্তাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া শ্লোকরূপ প্রাপ্ত হইল:—হে নিষাদ, তুমি শাশ্বতকালের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না, যেহেতু ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে তুমি বধ করিয়াছ—যে কামের দ্বারা মোহিত হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে ইহা মুনির শোক নহে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সেই দুঃখে তিনিও দুঃখিত হইতেন এবং এইভাবে রস কাব্যের আত্মা হইতে পারিতনা। দুঃখসন্তপ্ত ব্যক্তির এইরূপ দশা (কাব্য রচনা প্রবৃত্তি) দেখা যায় না। এই উচ্ছলনপ্রবণতার জন্য চর্ব্বণযোগ্য শোকস্থায়িভাবাত্মক সেই করুণরসই কাব্যের সারভূত আত্মা হইয়া থাকে। ইহা অপর কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। 'হৃদয়দর্পণে' ইহাই বলা হইয়াছে—"কবি যতক্ষণ পর্য্যন্ত রসের দ্বারা পূর্ণ না হইতেছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি রসকে পরের আস্বাদযোগ্য করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন না।"

অগম ইতি—ছন্দের প্রয়োজনে 'অ'-র আগম হইয়াছে। স এবেতি—'এব'-কারের দ্বারা বলিতেছেন যে অন্য কোন আত্মা নাই। সুতরাং ভট্টনায়ক যে বলিয়াছেন—"যাহা শব্দপ্রাধান্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা (বেদাদি) শাস্ত্র বলিয়া সংজ্ঞিত হইয়াছে,ইহা অন্যান্য বিদ্যা হইতে পৃথক্। যাহা অর্থতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে তাহাকে আখ্যান বলা হইয়াছে। এই দুই বিষয়কেই—অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে গৌণ করিয়া যেখানে ব্যাপার প্রাধান্য লাভ করে তাহাই কাব্যব্যবহার।" তাঁহার এই মত খণ্ডিত হইয়া গেল। যে ব্যাপারের কথা তিনি বলিয়াছেন তাহা যদি ধ্বননাত্মক ও রসস্বভাবযুক্ত হয় তাহা হইলে নূতন কিছু বলা হইল না। আর যদি অভিধাকেই ব্যাপার বলিয়া বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার যে প্রাধান্য হয় না ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—বিবিধেতি। বিবিধ অর্থাৎ যে যে রস ব্যঞ্জনাযোগ্য তাহার আনুকূল্যে বিচিত্র করিয়া; বাচকের রচনায়ও যাহা প্রাচুর্য্যসমন্বিত হইয়া চারুত্ব লাভ করিয়াছে অর্থাৎ শব্দার্থগুণালঙ্কারসংযুক্ত। সুতরাং সর্ব্বত্র ধ্বনি থাকিলেও সর্ব্বত্রই কাব্যব্যবহার হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সর্ব্বত্র আত্মা থাকিলেও সজীব প্রাণীর মত ব্যবহার কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব "তাহা হইলে সর্ব্বত্রই তো কাব্যব্যবহার হইবে" 'হৃদয়দর্পণে' এই যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহার আর অবকাশ রহিল না। নিহতসহচরীতি—ইহার দ্বারা ক্রৌঞ্চরূপ বিভাবের কথা বলা হইল। 'আক্রন্দিত' শব্দের দ্বারা অনুভাব কথিত হইল। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি শোকের চর্ব্বণা হইতেই শ্লোক উদ্ভূত হইয়া থাকে, তবে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে প্রতীয়মান অর্থই কাব্যের আত্মা। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শোকো-হীতি। যে করুণরস শোকচর্ব্বণাত্মক, শোক তাহারই স্থায়ী ভাব। শোক স্থায়ী ভাবের যে সকল বিভাব এবং অনুভাব তাহাদের যথাযোগ্য আস্বাদ্যমানাত্মক চিত্তবৃত্তিই রস। গৌণ প্রয়োগ বলেই বলা হইল যে স্থায়ী ভাব রসত্ব প্রাপ্ত হইল, যেহেতু সহৃদয় ব্যক্তি প্রথমে চিত্তবৃত্তিসমূহকে নিজের মধ্যে অনুভব করেন, তৎপর অপরের মধ্যে অনুমান করেন এবং সংস্কারক্রমে ইহারা হৃদয়সম্মিলনের বাহন হইয়া চর্ব্বণার উপযোগী হয়। আপত্তি হইতে পারে যে, যেখানে প্রতীয়মানকে কাব্যের আত্মা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেইখানে উহা ত্রিভেদবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে; ইহা যে একমাত্র রসস্বরূপ এমন কথা বলা হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান

মহাকবিদের বাণী সেই মধুর অর্থবস্তু নিঃষ্যন্দিত করিয়া তাঁহাদের উজ্জ্বল অলোকসামান্য প্রতিভাবৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত করে। ৬ ॥

বস্তুতত্ত্ব নিঃষ্যন্দিত করিয়া মহাকবিদের বাণী তাহার অসামান্য প্রতিভাবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুরিত করিয়া অভিব্যক্ত করে। এই জন্যই এই অতিবিচিত্র কবিপরম্পরাবাহী সংসারে কালিদাস প্রভৃতি দুই তিন বা পাঁচজন কবি মহাকবি বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন সম্পর্কে অন্য প্রমাণ এই :—

শুধু শব্দানুশাসন ও অর্থানুশাসনের জ্ঞানের দ্বারা ইহা জানা যায় না। যাঁহারা কাব্যার্থতত্ত্ববিদ্ কেবল তাঁহারাই ইহা জানেন। ৭ ॥

প্রণালী অনুসরণ করিলে রসই কাব্যের আত্মা হইয়া পড়ে। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া তাহা স্বীকার করিয়াই উত্তর দিতেছেন—প্রতীয়মানস্তূচ্যেতি। অপর প্রভেদ বস্তু ও অলঙ্কারাত্মক। স্থায়ী ভাব চর্বণায় পর্যবসিত হইলে যে রসপ্রতিষ্ঠা হয় ব্যভিচারী ভাব তাহা লাভ করিতে পারে না। ইহা সঞ্চারী বলিয়া নিজের মধ্যে স্থায়িত্বলাভ করিতে না পারিলেও কাব্যের অনুপ্রাণক হয়। তাই ভাবগ্রহণের দ্বারা ব্যভিচারী ভাবও বুঝিতে হইবে। যথা— "নায়িকা নখাগ্রের দ্বারা নখ খুটিয়া, চঞ্চল বেগে বলয় ঘুরাইয়া, নূপুরের ঈষৎ মন্দ্রিত শিঞ্জন করিয়া পায়ের দ্বারা মাটিতে আঁচড় দিতেছে।" লজ্জা ব্যভিচারী ভাবই ইহার প্রাণ। রস ও ভাব শব্দদ্বয়ের দ্বারা তাহাদের আভাস ও প্রশম সংগৃহীত হইয়াছে; যেহেতু অবান্তর অংশে ইহাদের পার্থক্য থাকিলেও ইহারা মূলতঃ এক। প্রাধান্যাদিতি। রসে পর্যবসিত হওয়ার জন্য; কিন্তু বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি নিজেদের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করে না তথাপি অন্য যে বাচ্যার্থ থাকে তাহা হইতে পার্থক্য প্রকাশ করে বলিয়া গৌণ অর্থে ইহাদিগকে কাব্যের প্রাণ বলিয়া বলা হইল—ইহাই ভাবার্থ। ৫ ॥

এইভাবে চিরাগত কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়া প্রতীয়মানের কাব্যাত্মত্ব প্রদর্শন করিয়া দেখাইতেছেন যে ইহা নিজের অনুভূতির মধ্যেও সিদ্ধ—

কেবল শব্দ ও অর্থের নিয়ম জানা হইলে সেই অর্থ জানা হয় না, যেহেতু যাঁহারা কাব্যের অর্থতত্ত্ব জানেন ইহা শুধু তাঁহাদেরই জানা আছে। যদি এই অর্থ বাচ্যরূপ মাত্র হইত, তাহা হইলে বাচ্য ও বাচকের স্বরূপ জানা হইলেই ইহাও জানা হইত। বাস্তবিকপক্ষে যাঁহারা গান জানেন না কেবল গান্ধর্ব্ব লক্ষণ জানেন তাঁহারা যেমন স্বরশ্রুতি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে পারেন না সেইরূপ যাঁহারা কেবল বাচ্য ও বাচক লইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু কাব্যের অর্থতত্ত্ব বিষয়ে বিমুখ, এই অর্থ তাঁহাদের অগোচর। এই ভাবে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া তাহারই যে প্রাধান্য হয় তাহা প্রমাণ করিতেছেন—

সেই অর্থ এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে যে শব্দ—মহাকবি যত্নের সহিত সেই শব্দ ও অর্থকে প্রত্যভিজ্ঞা সহযোগে বুঝিয়া লইবেন। ৮॥

সরস্বতীতি। বাগ্‌রূপ দেবী। 'বস্তু' শব্দের দ্বারা 'অর্থ'শব্দ এবং 'তত্ত্ব'শব্দের দ্বারা 'বস্তু'শব্দকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—নিঃষ্যন্দমানেতি। দিব্য আনন্দরস ক্ষরিত করিয়া, যেহেতু ভটনায়ক বলেন, সহৃদয়রূপ বৎসের প্রতি স্নেহবশতঃ কাব্যরূপী কামধেনু যে রস ক্ষরণ করে তাহার সহিত যোগীদের দ্বারা দোহন করা রসের তুলনা হয়না।" অর্থ এই যে যোগীরা রসাবেশ বলে চেষ্টার ব্যতিরেকেই দোহন করেন। অতএব, "দোহনদক্ষ মেরুর উপস্থিতিতে পৃথুর নির্দ্দেশানুসারে যাহাকে বৎস পরিকল্পনা করিয়া সকল শৈলেরা ধরিত্রীকে দোহন করিয়া বহু উজ্জ্বল রত্ন মহৌষধি পাইয়াছিলেন।" এই শ্লোকের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে হিমালয় শ্রেষ্ঠ সারবান্ বস্তুর আধার। অভিব্যনক্তি পরিস্ফুরন্তমিতি—প্রতিপত্তা বা বোদ্ধা ব্যক্তির সম্পর্কে বলা হইতেছে যে সেই প্রতিভা অনুমানের বিষয় নহে; বরঞ্চ তাহা ভাবাবেশের দ্বারাই ভাসমান। তাই আমার শিক্ষক ভট্ট তৌত বলিয়াছেন—"নাটকের নায়ক, কবি ও শ্রোতার অনুভব তুল্য।" প্রতিভা হইতেছে অপূর্ব্ববস্তু-নির্ম্মাণক্ষম প্রজ্ঞা; তাহার অন্যতম প্রভেদ হইতেছে সৌন্দর্য্যময় কাব্যরচনার ক্ষমতা, সেই সৌন্দর্য্য রসাবেশের দ্বারা নির্ম্মল। তাই ভরতমুনিও বলিয়াছেন,

সেই ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ যে কোন শব্দ —সকল শব্দ নহে। সেই শব্দ ও সেই অর্থই মহাকবিকে প্রত্যভিজ্ঞার সহিত নিরূপণ করিতে হইবে। ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সুপ্রয়োগ হইতেই মহাকবিদের মহাকবিত্ব লাভ হয়। শুধু বাচ্যবাচকসমন্বিত রচনার দ্বারা নহে।

ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের প্রাধান্য হইলেও কবিরা যে প্রথমে বাচ্য ও বাচককেই গ্রহণ করেন তাহা যুক্তিযুক্ত। তাই এখানে বলিতেছেন—

"কবির অন্তর্গত ভাব।" যেনেতি। অভিব্যক্ত অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত প্রতিভা-বৈশিষ্ট্যের জন্যই মহাকবিদের মহাকবিত্ব গণনা করা হইয়া থাকে। ৬॥

ইদংচেতি। "প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব" (১।৪)—এই কারিকাতে যে স্বরূপবিষয়ক প্রভেদ সূচিত হইয়াছে শুধু তাহাই নহে; বাচ্য অর্থ যে ভাবে জানা যায় ইহা তাহা হইতে ভিন্ন সামগ্রীর সাহায্যে জানা যায়। বাচ্যাতিরিক্তত্ব-বিষয়ে ইহা অপর প্রমাণ। বেদ্যতে ইতি। ইহা যে জানা যায় না এমন নহে। যদি জনা না যাইত তাহা হইলে সন্দেহ হইত যে ইহার অস্তিত্বই নাই। কাব্যতত্ত্বভূত যে অর্থ তাহার ভাবনা অর্থাৎ বাচ্যকে অতিক্রম করিয়া অনবরত চর্ব্বণা তদ্বিষয়ে যাঁহারা বিমুখ তাঁহাদের। স্বর—ষড়্জাদি সাত-প্রকার। শব্দের বৈলক্ষণ্যমাত্রকারী যে রূপান্তরবিশেষ তাহা ঘটিতে যে সময়-টুকুর প্রয়োজন হয় সেই সময়ের দ্বারা শ্রুতি * পরিমাপিত হয়। ইহা স্বর ও তাহার অন্তরাল এই উভয় প্রকারের ভেদের দ্বারা পরিকল্পিত হইয়া বাইশ প্রকারের হইয়া থাকে। 'আদি' শব্দের দ্বারা জাতি, অংশক, গ্রাম, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তর ভাষা, দেশী মার্গ প্রভৃতি গৃহীত হইয়াছে। প্রকৃষ্ট গীত, গান যাহাদের তাহারা প্রগীত, অথবা গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে এই অর্থে আদি কর্ম্মে 'ক্ত' প্রত্যয়। প্রারম্ভের দ্বারা এখানে ফলপর্য্যন্ততা লক্ষিত হইতেছে। ৭॥

এবমিতি। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের পার্থক্য তাহাদের স্বরূপের প্রভেদানুসারে লক্ষিত হয়। আবার ইহাদিগকে জানিবার সামগ্রীও যে বিভিন্ন তদনুসারেও

* বীণাযন্ত্রে যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ উৎপাদন করা হয় সেই উৎপন্ন শব্দের মধ্যে যে কোন দুইটির মধ্যবর্ত্তী কালে যে নাদ শ্রুতিগোচর হয় তাহার নাম শ্রুতি।

আলোকার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় হিসাবে দীপ-শিখায় যত্নবান হয়েন সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থকে আদর করিলেও সহৃদয় ব্যক্তি ব্যঙ্গ্য অর্থের উপায় হিসাবে বাচ্য অর্থে যত্নবান্ হয়েন। ৯॥

যেমন আলোকার্থী হইয়াও মানুষ দীপশিখার জন্য যত্ন গ্রহণ করে, কারণ উহা আলোকলাভের উপায়—দীপশিখা ব্যতিরেকে তো আলোক পাওয়া সম্ভব হয় না—সেইরূপ যিনি ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রত্যাদর করেন তিনিও বাচ্য অর্থ সম্পর্কে যত্নবান্ হয়েন। ব্যঙ্গ্য অর্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতিপাদক কবি কাব্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন—তাহা এই ভাবে দেখান হইল।

প্রতিপত্তারও ব্যঙ্গ্য অর্থ সম্পর্কে এইরূপ ব্যাপার থাকে তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—

যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের অবগতি হয় সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির পূর্ব্বে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয়। ১০॥

লক্ষিত হয়। প্রত্যভিজ্ঞেয়াবিত্তি—এখানে অর্হার্থে কৃত্য (য) প্রত্যয়—প্রত্যভিজ্ঞার যোগ্য এই অর্থে। সবাই এই ভাবে যত্ন করে তাই লোক-প্রসিদ্ধিই ইহার প্রাধান্যের প্রমাণ। যদি নিয়োগার্থে কৃত্য প্রত্যয় ধরিতে হয় তাহা হইলে শিক্ষাক্রম বুঝিতে হইবে অর্থাৎ এই ভাবে মহাকবি শিক্ষা করিবেন। "প্রত্যভিজ্ঞেয়"-শব্দের দ্বারা বলিতেছেন—কাব্য কদাচিৎ সৃষ্ট হয়; এবং তখনও কোনও প্রতিভাবান্ ব্যক্তির দ্বারাই তাহা সৃষ্ট হয়। যদিও এই নীতিতে কবির কাব্য স্বয়ংই পরিস্ফুরিত হয় তথাপি "ইহা এই প্রকারের" "এইভাবে ইহা হয়"—এইরূপ বিশেষভাবে নিরূপিত হইয়া সহস্র শাখায় বৈচিত্র্য লাভ করে। আমার গুরুর গুরু উৎপলপাদ বলিয়াছেন "সেই সেই উপায়ে উপযাচিত হওয়ার পর কান্ত উপনত হইল এবং তন্বীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তথাপি তাহার বৈশিষ্ট্য না জানার জন্য সে লোকসাধারণের মত অপরিজ্ঞাত রহিল এবং কান্তার মনোরঞ্জন করিতে অসমর্থ হইল।' সেইরূপ বিশ্বেশ্বর জগতের আত্মা হইলেও তাঁহার গুণ বিশেষভাবে না জানা হইলে

যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের অবগতি হয় সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির পূর্ব্বে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয়।

বাচ্য অর্থের পূর্ব্বে প্রতীতি হইলেও তাহার প্রতীতির জন্য ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য যাহাতে লুপ্ত না হয় তজ্জন্য দেখাইতেছেন—

নিজের সামর্থ্যের দ্বারা বাক্যার্থ প্রকাশ করিলেও যেমন নিজের কার্য্য সম্পাদনে পদের অর্থ বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় না। ১১॥

যেমন নিজের সামর্থ্যবশেই বাক্যার্থ প্রকাশ করিয়াও পদের অর্থ ব্যাপারনিষ্পত্তিতে বিভাবিত হয় না অর্থাৎ বিভিন্নরূপে কল্পিত হয় না।

সেইরূপ যাঁহারা সচেতা, যাঁহাদের বুদ্ধিতে অর্থতত্ত্ব সহজে প্রতিভাসিত হয়, যাঁহারা বাচ্য অর্থের প্রতি বিমুখ, তাঁহাদের কাছে ব্যঙ্গ্য অর্থ সহজে প্রকাশিত হয়। ১২॥

তাঁহার বৈভব থাকা সত্ত্বেও কোন ফলোদয় হয় না। এই জন্যই প্রত্যভিজ্ঞার প্রয়োজন। তাই জ্ঞাত পদার্থের অনুসন্ধানমূলক সবিশেষ নিরূপণই প্রত্যভিজ্ঞা। ইহা এইরূপ—এই জাতীয় সাধারণ জ্ঞান মাত্র নহে। মহাকবেরিতি। আমি মহাকবি হইব এইরূপ যিনি মনে করেন। এইভাবে ব্যঙ্গ্য অর্থ ও ব্যঞ্জক শব্দের প্রাধান্য বলিয়া ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবের প্রাধান্যও বলিতেছেন। যাহা ধ্বনন করে, যাহা ধ্বনিত হয়, যাহার দ্বারা ধ্বনন করা হয়—এই তিনটিই উপপন্ন হইল। ৮॥

বাচ্য ও বাচক এবং বাচ্যবাচকভাব—ইহাদের কথা প্রথমে বলা হইয়াছে। অতএব তাহাদেরই কেন প্রাধান্য হইবে না—এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেছেন যে অপ্রধান উপায়সমূহই প্রথমে গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং যেখানে প্রাধান্যই প্রমাণসাপেক্ষ সেইখানে উল্লিখিত হেতু যে বিরুদ্ধ বা অপ্রযোজক 'ইদানীং' ইত্যাদির দ্বারা তাহা দেখাইতেছেন। 'আলোক'—শব্দের দ্বারা আলোকন কার্য্য বুঝাইতেছে অর্থাৎ রমণীর মুখপদ্ম প্রভৃতি দেখা। সেইখানে উপায় হইতেছে দীপশিখা। ৯॥

এইভাবে বাচ্যব্যতিরিক্ত ব্যঙ্গ্য অর্থের অস্তিত্ব ও প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবার পর বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে ইহার উপযোগিতা বলিতেছেন—

যেখানে অর্থ বা শব্দ নিজেকে অথবা অর্থকে গৌণ করিয়া সেই অর্থকে প্রকাশ করে সেই কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতেরা ধ্বনি আখ্যা দিয়াছেন। ১৩॥

যেখানে অর্থ অর্থাৎ বিশেষ কোন বাচ্য অথবা শব্দ অর্থাৎ বিশেষ কোন বাচক সেই (প্রতীয়মান) অর্থকে প্রকাশ করে সেই কাব্য-বিশেষের নাম ধ্বনি। ইহার দ্বারা দেখান হইল, বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্য্যের হেতু যে উপমাদি ও অনুপ্রাসাদি ধ্বনির বিষয় তাহা হইতে

প্রতিপৎ—ভাবে ক্বিপ্ প্রত্যয়। তস্য বস্তন ইতি—ব্যঙ্গ্যার্থরূপ সারবস্তুর। এই শ্লোকের দ্বারা বলা হইতেছে যে যিনি অত্যন্ত সহৃদয় নহেন তাঁহার কাছে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম স্ফুট হইয়া প্রকাশিত হইবে।

যেমন যে ব্যক্তি শব্দের নিয়ম খুব ভাল করিয়া জানেন না, তিনি প্রথমে পদের অর্থ জানিবেন পরে বাক্যের অর্থ জানিবেন; তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে ক্রম অবশ্যম্ভাবী। কাব্যের বোদ্ধাব্যক্তির সম্পর্কেও এই ক্রম বা ব্যবধান খাটে —ইহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—ইদানীমিতি। অনুমিতিতে অবিনাভাব, স্মৃতি প্রভৃতিতে ক্রম বা ব্যবধান থাকিলেও অভ্যাসবশতঃ বাক্যার্থকুশলীর কাছে তাহা যেমন লক্ষ্য হয় না, সেইরূপ যে সহৃদয় ব্যক্তি উপলব্ধির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন তাঁহার কাছেও বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের ক্রম লক্ষিত হয় না। ন ব্যালুপ্যেত ইতি। ইহা প্রধান বলিয়া শেষ পর্য্যন্ত পহুঁছাইবার উৎকণ্ঠাহেতু মধ্যস্থলে বিশ্রাম করা হইবে না। ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য নির্ণয়ে এই অলক্ষ্যক্রমত্ব হেতু। স্বসামর্থ্যের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি প্রভৃতি নিয়ম বুঝিতে হইবে। বিভাব্যত ইতি। 'বি'-শব্দের দ্বারা বিভক্ততা বোঝান হইয়াছে। বিভক্ত হইয়া ভাবিত হয় না। যদি স্ফোটবাদের অভিপ্রায়ে বলা হয় যে ক্রম এখানে নাই তাহা হইলে তাহা যুক্তিবিরুদ্ধই হইবে। বাচ্য অর্থে বিমুখ অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্ত সেইখানে স্থির হইয়া সন্তোষ লাভ করে নাই। এইভাবেই সচেতা ব্যক্তিদের নিকট অর্থ

অভিব্যক্ত হয়। তাহা হইলে ইহাকে সহৃদয় ব্যক্তিদের মহিমা বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হউক; ইহা কাব্যের কোন লোকোত্তর বৈশিষ্ট্য নহে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অবভাসত ইতি। সুতরাং এই কারিকাদ্বয়ের দ্বারা বোঝান হইয়াছে যে বাচ্য অর্থ বিভক্ত হইয়া পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হয় না কিন্তু বাচ্য অর্থ যে একেবারেই অপ্রকাশিত থাকে তাহা নহে। অতএব তৃতীয় উদ্দ্যোতে ঘটপ্রদীপবিষয়কদৃষ্টান্তবলে যে বলা হইবে যে ব্যঙ্গ্যপ্রতীতি-কালেও বাচ্যপ্রতীতি নষ্ট হয় না তাহার সঙ্গে বর্তমান আলোচনার বিরোধ নাই। ১১, ১২ ॥

সদ্ভাবমিতি। সত্তা সাধুভাব, অস্তিত্বও বটে, প্রাধান্যও বটে। দুইই প্রতি-পাদন করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে। প্রকৃত ইতি—লক্ষণে। উপযোজয়ন্—উপযোগী করিয়া। তমর্থমিতি—সেই বিষয়কেই; ইহাই উপযোগিতা। 'স্ব'-শব্দ আত্মা বুঝাইতেছে। 'স্ব' আত্মা এবং 'অর্থ' এই দুই মিলিয়া স্বার্থ। তাহারা যাহাদের দ্বারা গৌণ হইয়াছে; যথাক্রমে বুঝিতে হইবে যে তাহার দ্বারা অর্থের স্বীয় আত্মা গুণীভূত হইয়াছে এবং শব্দ নিজের অভিধেয়কে গৌণ করিয়াছে। তমর্থমিতি। "সরস্বতী স্বাদু তদর্থবস্তু"—ইহা যে বলা হইয়াছে তাহাই। ব্যঙ্‌ক্তঃ—দুইই দ্যোতনা করিয়া থাকে। এখানে দ্বিবচনের দ্বারা বলা হইতেছে—যদিও অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিপ্রভেদে শব্দই ব্যঞ্জক তথাপি অর্থের সহকারিতা নষ্ট হয় না। নচেৎ যে শব্দের অর্থ জানা যায় নাই তাহাও ব্যঙ্গ্য অর্থের ব্যঞ্জক হইয়া পড়ে। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে শব্দের সহকারিত্ব হইবেই। বিশিষ্টগুণসম্পন্ন শব্দের অভিধেয়তা যদি না থাকে তাহা হইলে অর্থও ব্যঞ্জকত্বহীন হইয়া পড়ে তাই সর্বত্র উভয়েরই ধ্বননব্যাপার রহিয়াছে। তাই ভট্টনায়ক যে দ্বিবচনের প্রয়োগে দোষ ধরিয়াছেন তাহা হস্তিচক্ষু নিমীলিত করিয়াই করিয়াছেন অর্থাৎ বিবেচনাবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াই করিয়াছেন। অর্থ অথবা শব্দ—'বা'-শব্দের দ্বারা যে বিকল্পের কথা বলা হইল তাহা প্রাধান্যকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ কোথাও শব্দের ব্যঞ্জনা প্রধান কোথাও অর্থের ব্যঞ্জনা প্রধান। কাব্যবিশেষঃ—ইহা কাব্য এবং তাহার বিশেষ অথবা কাব্যের বিশেষ। 'কাব্য'-শব্দের দ্বারা বোঝান হইতেছে যে, যে ধ্বনি গুণালঙ্কার-উপকরণ-সমন্বিত শব্দ ও অর্থের পশ্চাতে রহিয়াছে সেই ধ্বনি কাব্যের 'আত্মা' বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ব্যক্তি দিনে ভোজন করে না, কিন্তু স্থূলকায়; সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে সে রাত্রিতে ভোজন করে—যদি

কেহ মনে করেন এইরূপ শ্রুতার্থাপত্তিতে ধ্বনি ব্যবহার হইতে পারে তবে অধুনা-কথিত যুক্তিতে তাঁহার সেইরূপ মত খণ্ডিত হইয়া গেল। কেহ যে বলেন, "তবে চারুত্বপ্রতীতিই কাব্যের আত্মা হউক্।" আমরা সেই মত স্বীকারই করি। এই বিবাদ তো শুধু নামকরণ লইয়া; ইহাও বলা হইয়াছে—"সুন্দরের প্রতীতিই যদি কাব্যের আত্মা হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি অনুপ্রমাণজাত সেই প্রতীতি ও ধ্বনির বিষয় হইবে।" শব্দার্থময় কাব্যাত্মা-নির্ণয় প্রস্তাবে প্রত্যক্ষাদিবিষয়ক এই প্রসঙ্গ কেমন করিয়া আসে? সুতরাং ইহা অকিঞ্চিৎকর। স ইতি। অর্থ, শব্দ বা ব্যাপার। অর্থও বাচ্য অথবা যাহা ধ্বনন করে। শব্দও এইরূপ। অথবা ব্যঙ্গ্য অর্থ যাহা ধ্বনিত হয়। অথবা শব্দ ও অর্থের ধ্বনন ব্যাপার। ইহাদের সমষ্টি কাব্যরূপই প্রধানভাবে ধ্বনি এইজন্য তাহাই কারিকাব দ্বারা মুখ্যতঃ ধ্বনি বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিভক্ত ইতি। ধ্বনির সার ব্যঙ্গ ব্যঞ্জকভাব যাহা বাচ্যবাচক হইতে বিভিন্ন। তাই তাহা গুণ ওঅলঙ্কারের অন্তর্ভূত নহে। "ধ্বনির বিষয়"—ইহার অর্থ এই যে অন্যত্র ইহার অস্তিত্ব নাই। "গুণালঙ্কার ব্যতিরিক্ত—এই ধ্বনি কোন পদার্থ?" এই প্রশ্ন এই ভাবে নিরাকৃত হইল। লক্ষণকৃতামেবেতি। লক্ষণকারীর অপ্রসিদ্ধতাকে হেতু করিলে সেই হেতু বিরুদ্ধই হইবে; বরং এই কারণেই যত্নের সহিত তাহার লক্ষণ করা উচিত। লক্ষ্যবস্তু অপ্রসিদ্ধ—যদি এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে সেই হেতু অসিদ্ধ। যাহা নৃত্যগীতাদিতুল্য তাহার মধ্যে কাব্যের কিছুই নাই। চিত্রমিতি। যাহা শুধু বিস্ময়ের উদ্রেক করে এমন বস্তু। সহৃদয় ব্যক্তি যে চমৎকৃতির অভিলাষ করেন তাহার সাররূপ রসশোভার দ্বারা সমন্বিত নহে। অথবা যাহা কাব্যের অনুকরণ মাত্র করে তাহাই চিত্র; অথবা যাহা আলেখ্য-বৎ, অথবা যাহা শুধু কলাকৌশলময়। অগ্র ইতি। "কাব্য দুই প্রকারের—যেখানে ব্যঙ্গ্য প্রধান এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য গৌণ। এতদ্ব্যতিরিক্ত কাব্যের নাম চিত্র।" (৩।৪২) তৃতীয় উদ্দ্যোতে এইরূপ বলা হইবে। পরিকরার্থে অর্থাৎ কারিকার অর্থকে সমধিক হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য যে শ্লোককে অতিরিক্তরূপে সন্নিবেশিত করা হয় তাহাই পরিকর শ্লোক। যত্র—অলঙ্কারে। বৈশদ্যেনেতি। সুচারুরূপে এবং পরিস্ফুট হইয়া। অভিহিতমিতি। পূর্ব্বে "ব্যঙ্‌ক্তঃ" (ব্যক্ত করে) এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাই এখানে "অভিহিতম্" এই অতীত কালের প্রয়োগ করা হইল। গুণী কৃতা-

পৃথক্ ইহা দেখান হইয়াছে। "প্রসিদ্ধ প্রস্থানের অতিরিক্ত কোন মার্গে কাব্যত্ব থাকিতে পারে না"—ইহা যে বলা হইয়াছে তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহা যে শুধু লক্ষণকারীদের কাছে প্রসিদ্ধ তাহা নহে, লক্ষ্য বস্তু পরীক্ষিত হইলে দেখা যাইবে যে তাহাই সহৃদয়ের হৃদয়াহ্লাদকারী কাব্যতত্ত্ব। ইহা ছাড়া আর যাহা রহিল তাহাকে চিত্র বলা হয় ইহা পরে দেখাইব। আরও যে বলা হইয়াছে—যাহা কমনীয়তাকে অতিক্রম করে না তাহা অলঙ্কারাদির অন্তর্ভূ'ত হইবে—তাহাও সমীচীন নহে; যে প্রস্থান শুধু বাচ্য ও বাচককে আশ্রয় করিয়াছে ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সমাশ্রয়ী ধ্বনি কেমন করিয়া তাহার অন্তর্ভূ'ত হইবে?

বাচ্য ও বাচকের চারুত্বের হেতু তাহার (ধ্বনির) অঙ্গ, কারণ তাহা যে অঙ্গী ইহা প্রতিপাদিত হইবে

এই বিষয়ের পরিকর শ্লোক—

যেহেতু ধ্বনি ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সঙ্গে সম্পর্কিত সেইজন্য কেমন করিয়া তাহা বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভূ'ত হইবে?

ত্মেতি। 'আত্মা'-শব্দের দ্বারা 'স্ব' শব্দের ব্যাখ্যা করা হইল। নচৈতদিতি: ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য। "বুদ্ধৌ তত্ত্বাবভাসিন্যাং" (যে বুদ্ধিতে তত্ত্ব অবভাসিত হয়) —এই নীতিতে রসচর্ব্বণা বুদ্ধিতেই অখণ্ডভাবে বিশ্রান্তিলাভ করে। তাই যদিও ইহা জ্ঞানে বা চিত্তে বিকশিত হয় না তথাপি বিবেচক পণ্ডিতগণ কাব্যের প্রাণ অনুসন্ধান করিতে থাকিলে যখন দেখা যায় যে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্যকেই অনুপ্রাণিত করিয়া অবস্থান করে তখন তাহা (ব্যঙ্গ্য) বাচ্যের উপকরণ হয় বলিয়া অলঙ্কারের পর্য্যায়ে পড়ে। ব্যঙ্গ্যের দ্বারা বাচ্য অলঙ্কৃত হয় বলিয়া বাচ্য হইতেই কাব্যের চমৎকৃতি লাভ হয়। যদিও শেষভাগে রসধ্বনি আছে তথাপি মধ্যকক্ষায় নিবিষ্ট বলিয়া এই ব্যঙ্গ্য নিজে রসাভিমুখী হয় না বরং বাচ্য অর্থের সাহায্য না লইয়াও বাচ্যকেই সমৃদ্ধ করিতে প্রধাবিত হয়। তাই ইহা গুণীভূত ব্যঙ্গ্যতা বলিয়া কথিত হইয়াছে। সমাসোক্তাবিতি। "যেখানে কোন উক্তিতে বর্ণনীয় বিষয়ে প্রযুক্ত বিশেষণের দ্বারা অন্য অর্থ প্রকাশিত হয় সংক্ষিপ্ত ভাবে অর্থাভিব্যক্তির জন্য পণ্ডিতগণ তাহাকে

প্রশ্ন হইতে পারে, যেখানে প্রতীয়মান অর্থ বিশদ্‌ভাবে প্রতীত হয়না তাহা ধ্বনির বিষয় না হইল। কিন্তু যেখানে প্রতীয়মানের সুস্পষ্ট প্রতীতি আছে—যেমন সমাসোক্তি, আক্ষেপ, অনুক্তনিমিত্তপ্রকারের বিশেষোক্তি, পর্য্যায়োক্ত, অপহ্নুতি, দীপক ও সঙ্কর অলঙ্কারাদিতে —সেইখানে ধ্বনি অলঙ্কারের অন্তর্ভূ'ত হইবে এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য বলা হইয়াছে—'উপসর্জনীকৃত স্বার্থৌ' (নিজেকে এবং অর্থকে গৌণ করিয়া) যেখানে অর্থ নিজেকে গৌণ করিয়া অথবা শব্দ অভিধেয় অর্থকে গৌণ করিয়া অপর অর্থ প্রকাশ করে তাহাই ধ্বনি। ধ্বনি কেমন করিয়া গুণালঙ্কারের মধ্যে অন্তর্ভূ'ত হইবে? ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যেই ধ্বনি। সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারে এই ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্য নাই। সমাসোক্তির দৃষ্টান্ত—

সমাসোক্তি আখ্যা দিয়াছেন।" এখানে চারিটি পদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে সমাসোক্তির লক্ষণ, স্বরূপহেতু, নাম ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কথিত হইয়াছে। উপোঢ়রাগঃ—সান্ধ্য অরুণিমা অথবা প্রেম যাহার দ্বারা অবলম্বিত। বিলোলাঃ—তারকা অর্থাৎ জ্যোতিষ্মাণ্‌ নক্ষত্র এবং নয়নের তারকা যেখানে চঞ্চল। তথা অতি সত্বর প্রণয়াবেগের সহিত। গৃহীতম্‌— আভাসিত এবং চুম্বন করিতে আরম্ভ করিয়া। নিশার মুখ—আরম্ভ, মুখপদ্মও। যথেস্তি। শীঘ্র গ্রহণের দ্বারা, প্রণয়াবেগের জন্যও। তিমির— অন্ধকার; ও অংশুক অর্থাৎ সূক্ষ্ম কিরণজাল। সূর্য্যরশ্মির দ্বারা বিবিধ বর্ণে অঙ্কিত তমোরাশি বা নীলজালিকা এবং নবপরিণীতা প্রণয়নিপুণা নায়িকার উপযোগী নীলাম্বর। রাগাৎ—রক্তিম আভার জন্য; সন্ধ্যাকৃত রক্তিমার জন্য ও প্রেমরূপ অনুরাগের জন্য। পুরোঽপি—পূর্ব্বদিকে ও সম্মুখে। গলিতং—প্রশান্ত, পতিতও। তয়া—রাত্রির দ্বারা। করণ কারকে তৃতীয়া। রাত্রি যেখানে করণের উপায় সেইভাবে সমস্তং অর্থাৎ মিশ্রিত। অথবা অন্ধকারের সহিত মিশ্রণ রাত্রির উপলক্ষণ; উপলক্ষণে তৃতীয়া। ন লক্ষিতং—ইহ যে রাত্রির আরম্ভ তাহা বোঝা গেল না। তিমিরমিশ্রিত কিরণজাল দেখিয়াই বোঝা যায় যে রাত্রির আরম্ভ হইবে, স্ফুট আলোকে নহে। নায়িকার সম্পর্কে এই শ্লোকে অন্বয় করিবার সময় কিন্তু 'তয়া' এই শব্দকে কর্ত্তৃপদ

চন্দ্র রাগযুক্ত হইয়া তারকাবিলোল রাত্রির মুখ বা সন্ধ্যাকে এমন ভাবে গ্রহণ করিল যে তাহার সম্মুখে যে অন্ধকারমিশ্রিত নীলবসন পতিত হইল, রাগাতিশয্যে তাহা চোখেই পড়িল না।

বলিয়া ধরিতে হইবে। রাত্রি সম্পর্কে অন্বয় করিবার সময় 'লক্ষিতং'-এর পরে 'অপি' প্রয়োগ করিতে হইবে—"ন লক্ষিতং অপি" (ইহা লক্ষিতও হইল না)। এখানেও নায়ক পশ্চাৎ হইতে চুম্বনের উপক্রম করিলে সম্মুখে নীল বসনের পতন (গলন) এইরূপ অর্থ হইবে অথবা নায়ক সম্মুখে থাকিয়া সেইভাবে মুখ ধরিল এইরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। তাই এখানে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি হইলেও তাহার প্রাধান্য হয় নাই। সুতরাং নায়কের ব্যবহারের আরোপের জন্য নিশা ও শশী শৃঙ্গাররসের বিভাবরূপতা পাইলেও নায়কের ব্যবহার তাহাদিগকে অলঙ্কৃত করে বলিয়া তাহারা অলঙ্কারই হইয়াছে। সুতরাং বিভাবত্বপ্রাপ্ত বাচ্য অর্থাৎ নিশা ও শশী—ইহাদের সৌন্দর্য্য হইতেই রস নিঃস্যন্দিত হইতেছে। কেহ বলেন, "তয়া-তাহার বা নিশার কর্তৃক, ইহা কর্তৃপদ। অচেতনের কর্তৃত্ব হইতে পারে না। তাই এখানে শব্দের দ্বারাই নায়কোচিত ব্যবহার কল্পিত হইয়া অভিহিত হইয়াছে, প্রতীত হয় নাই। অতএব ইহা সমাসোক্তি।" যিনি এইরূপ বলেন তিনি শ্লোকের ব্যাঙ্গ্যানুগত অর্থ পরিত্যাগ করিয়াই এইরূপ বলেন। একদেশবিবর্ত্তীতে এইরূপ রূপক হইতে পারে, যেমন—"শরৎকালই রাজহংসের দ্বারা সরোবরের নৃপতিদিগকে অর্থাৎ পদ্মগুলিকে বীজন করিল।" এখানে সমাসোক্তি হয় নাই, কারণ তুল্য বিশেষণের অভাব রহিয়াছে। অন্য কারণ এই যে, 'সমাতে'—এই শব্দের দ্বারা অভিধাব্যাপার নিরস্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে বহু অবান্তর তর্কের অবতারণা করিয়া লাভ নাই। নায়িকার নায়কের প্রতি যে ব্যবহার তাহা নিশাতে সমারোপিত হইয়াছে; নায়কের নায়িকার প্রতি যে ব্যবহার তাহা চন্দ্রে সমারোপিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যাতে স্ত্রীলিঙ্গ পুং লিঙ্গের একশেষের প্রসঙ্গ থাকে না। আক্ষেপ ইতি। বিশেষ অভিধানের ইচ্ছায় ইষ্ট বস্তুর যে নিষেধের মত উক্তি তাহার নাম আক্ষেপ। বক্ষ্যমাণ ও উক্ত বিষয়ভেদে তাহা দুই প্রকারের। প্রথমের উদাহরণ—"আমি যদি তোমাকে ক্ষণমাত্র না দেখিতে পাই তাহা হইলে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ি। এই পর্য্যন্তই বলা থাক্। এতদধিক অপ্রিয় বলিয়া লাভ কি?" এখানে বক্ষ্যমাণ মরণ-

এই সকল দৃষ্টান্তে ব্যঙ্গ্য বাচ্যের অনুগামী ; বাচ্যই প্রধানভাবে প্রতীত হয়। কারণ যে নিশা ও শশীতে নায়কনায়িকার ব্যবহার আরোপিত হইতেছে তাহারাই বাক্যের অর্থভূত।

আক্ষেপ অলঙ্কারেও বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গ্যবিশেষকে আক্ষেপ করিলেও বাচ্য অর্থেরই চারুত্ব হইয়া থাকে। আক্ষেপোক্তির বলেই বাক্যার্থের মধ্যে ঐ বাচ্য অর্থের চারুত্ব জ্ঞাত হইয়া থাকে। সেইখানে বিশেষ কোন কথা অভিহিত করিবার উদ্দেশ্যে যে নিষেধরূপ বাচ্যার্থ শব্দকে

বিষয় নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নিষেধাত্মক আক্ষেপ-অলঙ্কার। এই পর্য্যন্তই থাক্" (ইদমস্তু)—এই বাক্যাংশ "আমি এখানে মরিতেছি।"—ইহা আক্ষিপ্ত করিয়া চারুত্বের হেতু হইয়াছে। তাই যাহা আক্ষিপ্ত হইবে (মরণ) তাহার দ্বারা আক্ষেপক (এই পর্য্যন্তই থাক্) অলঙ্কৃত হইতেছে ; আক্ষেপকই প্রধান। যেখানে বিষয় উক্ত হইয়াছে সেইরূপ আক্ষেপোক্তির দৃষ্টান্ত আমারই লিখিত এই শ্লোকে পাওয়া যাইবে— "ওহে পান্থ তুমি কি অস্থানেই পতিত হইয়াছ?' 'আমি যেরূপ তৃষিত আমার পক্ষে অন্য কি গতি আছে? সেই খলমতি আমার নিকট হইতে জল গোপন করিতেছে।' 'তোমার তৃষ্ণা অস্থানে উপনত হইয়াছে এবং তাহা অসময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমি তাহারই উপরে ক্রোধ কর। ওহে, মরুপথের মহিমা তো ত্রিজগতে প্রসিদ্ধ।"

কোন ভৃত্য কোন ধনীলোকের সেবা করিয়া তাহার নিকট হইতে কিছু পাওয়া যাইবে—কেনই বা পাওয়া যাইবে না—এইরূপ প্রত্যাশা হৃদয়ে পোষণ করিলে, অন্য কোন ব্যক্তি এই আক্ষেপোক্তির দ্বারা তাহাকে সতর্ক করিতেছে। অসৎপুরুষের সেবা হইতে যে বিফলতার উদ্ভব হয় এবং তজ্জনিত যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয় তাহা এখানে বাচ্য। এই উদ্বেগ যাহাতে না হয় এইরূপ নিষেধাত্মক আক্ষেপের দ্বারা বাচ্যই শান্ত রসের স্থায়ী ভাব নির্ব্বেদের বিভাব হইয়া চমৎকৃতি দান করিতেছে। সুতরাং ইহা নিষেধাত্মক আক্ষেপোক্তি। বামন বলিয়াছেন, "উপমানের আক্ষেপই (নিষেধ) আক্ষেপ। অর্থাৎ চন্দ্রাদি উপমানবস্তুর আক্ষেপ।" এ থাকিলে তোমার আর কৃতিত্ব কি? যেমন, "ইহার সুন্দর মুখের কাছে পূর্ণচন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা কি? যখন সৌন্দর্য্যের আধার তাহার চোখই আছে তখন নীলপদ্মে কি হইবে? তাহার অধর বর্ত্তমান থাকিতে কোমলকান্তি

আশ্রয় করে তাহা ব্যঙ্গ্যবিশেষকে আক্ষিপ্ত করিয়া মুখ্য কাব্যশরীর হইয়া দাঁড়ায়। কাব্যসৌন্দর্য্যের উৎকর্ষলাভের জন্যই বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে একটি প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয়। যথা—

"সন্ধ্যা অনুরাগবতী, দিবসও তাহার সম্মুখে উপস্থিত। কিন্তু অহো, দৈবের কিরূপ গতি যে তবুও মিলন হইল না।"

এখানে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি থাকা সত্ত্বেও বাচ্যার্থের চারুত্বই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। তাই তাহারই প্রাধান্য বিবক্ষিত হইয়াছে।

কিসলয়ের সার্থকতা কি? সৃষ্টিকার্য্যে পুনরুক্তিতে অর্থাৎ যে বস্তু আছে তাহার পুনর্নির্ম্মাণে বিধাতার কি পরমাশ্চর্য্য উৎসাহ?" এখানে উপমার্থ ব্যঙ্গ্য হইলেও তাহা বাচ্য অর্থকেই সমৃদ্ধ করে। সুতরাং "তাহার সার্থকতা কি?"—এই নিরাকরণরূপ আক্ষেপোক্তি এখানে বাচ্য হইয়াই চমৎকৃতির কারণ হইয়াছে। এমনও বলা যাইতে পারে যে আক্ষেপ অলঙ্কার তাহাকেই বলে যেখানে উপমানের আক্ষেপ করা হয় অর্থাৎ বাক্যের সামর্থ্য হইতে তাহার অস্তিত্ব আকর্ষণ করিয়া লইয়া বুঝিতে হয়। যেমন, "পাণ্ডুবর্ণ পয়োধরে বা মেঘে আর্দ্র নখক্ষতাভ ইন্দ্রধনু বহন করিয়া শরৎ সকলঙ্ক চন্দ্রের প্রসন্নতা সম্পাদন করিল এবং সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধি করিল।" কিন্তু এখানে উপমান-স্বরূপ ঈর্ষ্যাকলুষিত অন্য নায়কের কথা আক্ষিপ্ত হইলেও তাহা বাচ্যার্থকেই অলঙ্কৃত করিতেছে। অতএব ইহা সমাসোক্তিই। তাই বলিতেছেন—চারুত্বোৎকর্ষেতি। এখনই প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। আক্ষেপের যে প্রমেয় এই শ্লোকে তাহার সমর্থন অসমাপ্ত রহিয়াছে। তাই এই উদাহরণকেও সমাসোক্তির দৃষ্টান্তসূচক শ্লোক বলিয়া পাঠ করা হইয়াছে। অহো দৈবগতিরিতি। গুরুজনের অধীনতার জন্য মিলন হয় নাই। তস্যৈব। বাচ্যেরই। বামনের মতে ইহা আক্ষেপ এবং ভামহের মতে ইহা সমাসোক্তি। এই কথা মনে করিয়া গ্রন্থকার আক্ষেপ ও সমাসোক্তির এক উদাহরণেরই অবতারণা করিয়াছেন। ইহা সমাসোক্তিই হউক অথবা আক্ষেপই হউক—তাহাতে আমাদের কি? অলঙ্কারের মধ্যে ব্যঙ্গ্য বাচ্যবিষয়ে গৌণ হইয়া থাকে —আমরা ইহাই প্রমাণ করিতে চাই। এই গ্রন্থে আমাদের গুরুকর্তৃক এই অভিপ্রায়ই নিরূপিত হইয়াছে।

আবার যেমন দীপক ও অপহ্নুতি অলঙ্কারের উপমা ব্যঙ্গ্য হইয়া প্রতীত হইলেও তাহা প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় না এবং তজ্জন্য তাহাদের উপমা বলিয়া নামকরণও হয় না, সেইরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। বিশেষোক্তি অলঙ্কারে নিমিত্ত বলা না হইলেও—যেমন,

"বন্ধুগণ কর্তৃক আহূত হইয়াও পথিক নিদ্রা ত্যাগ করিয়াও এবং যাইবার মনন করিয়াও 'আসিতেছি' এই বলিয়া আলস্য শিথিল করিতেছেনা।"

এখানে প্রসঙ্গের বলে ব্যঙ্গ্যের শুধু প্রতীতি হইতেছে। তাহার

এইভাবে প্রাধান্যবিবক্ষাসম্পর্কিত দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর প্রাধান্যের দ্বারাই নামকরণ করা হয়—ইহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন। এই দৃষ্টান্ত নিজের কাছে এবং অপর সকলের কাছেই প্রসিদ্ধ—যথা চেতি। উপমায়া ইতি। উপমান-উপমেয় ভাবের ইহাই অর্থ। তয়েতি—উপমার দ্বারা। দীপক অলঙ্কারের উদাহরণে ক্রিয়া আদি, মধ্য ও অন্তে থাকিতে পারে এবং এই নিয়মানুসারে তাহা তিন প্রকারের হইতে পারে।" ইহাই লক্ষণ। যেমন—"শাণবিদ্ধ মণি, অস্ত্রাহতসমরবিজয়ী বীর, কলাশেষে চন্দ্র, রমণশ্রান্তা তরুণী রমণী, মদক্ষীণ হস্তী, শরৎকালের সঙ্কুচিত তীরবিশিষ্ট সরোবর, অর্থিজনের প্রার্থনা মিটাইবার পর বিনষ্ট-বৈভব দাতা—ইহারা নিজেদের শীর্ণতার মধ্যেই শোভা পাইয়া থাকে।" এখানে দীপক অলঙ্কারের গুণেই চারুত্ব লাভ হইয়া থাকে। "যেখানে অভীষ্টবস্তুর অপহ্নব বা আচ্ছাদন হয় এবং উপমা কথঞ্চিৎ অন্তর্ভূত হয় তাহার নাম অপহ্নুতি-অলঙ্কার।" এখানে অপহ্নুতির দ্বারাই শোভা হইয়া থাকে। যেমন—"এই মুহুর্মুহু রব তো মদমুখর ভৃঙ্গদলের নহে। ইহা কন্দর্পের আকৃষ্যমাণ ধনুর শব্দ।" এইভাবে আক্ষেপের বিচার করিয়া পূর্বোক্ত অলঙ্কারসমূহের ক্রমানুসারে অন্য প্রমেয়ের কথা বলিতেছেন—অনুক্তনিমিত্তায়ামিতি। "সেই অলঙ্কারই বিশেষোক্তি যেখানে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিবার জন্য একটি গুণের উল্লেখ করা হয় যদিও সেইখানে আর একটি গুণের অভাব থাকে।" যেমন—"তিনি কুসুমায়ুধ হইলেও একাই তিনটি জগৎ জয় করিতেছেন। শম্ভু তাঁহার সমস্ত দেহ হরণ করিলেও তাঁহার শক্তি হরণ করেন নাই।" এখানে নিমিত্ত বা কারণ চিন্তা করা যায় না;

প্রতীতির জন্য একটুও কাব্যসৌন্দর্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে না; তজ্জন্য তাহার প্রাধান্য হইতেছে না। পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারেও যদি ব্যঙ্গ্য প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনির অন্তর্ভূত হউক, কিন্তু ধ্বনি তাহার অন্তর্ভূত হইবে না; যেহেতু পরে প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা আছে যে ধ্বনির বিষয় বহুবিস্তারিত, তাহা অঙ্গী। আবার ভামহ পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারের যে উদাহরণ দিয়াছেন সেই জাতীয় কাব্যে ব্যঙ্গ্যেরই প্রাধান্য নাই। কারণ সেই সকল

তাই এখানে ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যেখানে নিমিত্ত কথিত হইয়াছে সেইখানেও অর্থ বস্তুর স্বভাবমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিয়া ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব আশঙ্কা করা যায় না। যেমন—"কর্পূরের মত দগ্ধ হইলেও যিনি প্রত্যেকের মধ্যে শক্তিমান্ সেই অবারিতবীর্য্য কুসুমেষু দেবতাকে নমস্কার।" এইভাবে দুই প্রকারের বিশেষোক্তিতে ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব খণ্ডন করিয়া তৃতীয় প্রকারের আশঙ্কা করিতেছেন—অনুক্তনিমিত্তায়ামপীতি। ব্যঙ্গ্যস্যেতি। ভট্টোদ্ভট বলিতেছেন যে পথিক যে সঙ্কোচ ত্যাগ করিতেছে না শীতকালীন কাতরতা তাহার কারণ বা নিমিত্ত। সেই মত উদ্দেশ্য করিয়াই গ্রন্থকার বলিতেছেন—তাহা হইলে এখানে তো কোন চারুত্ব বা কাব্যসৌন্দর্য্য পাওয়া গেল না। অন্যান্য রসিকেরা কল্পনা করিয়াছেন, "প্রণয়িনী আসিয়া পড়ায় যাহার অপেক্ষা সহজতর উপায় মনে করিয়া নিদ্রা যাওয়ার ভাব করিয়া সঙ্কোচ শিথিল করিতেছে না।" যদি ইহাকেই নিমিত্ত মনে করা যায় তাহা হইলে ইহাকেও আলঙ্কারিকেরা কাব্যসৌন্দর্য্যের হেতু মনে করেন নাই। ন শিথিলয়তি—এবম্বিধ বিশেষোক্তিভাগই অভিব্যজ্যমান নিমিত্তের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া চারুত্বের হেতু হইয়াছে। নচেৎ বিশেষোক্তি অলঙ্কারই হইবে না। এইভাবে এই শ্লোকের উভয় অর্থ গ্রহণ করিয়াই গ্রন্থকার সাধারণভাবে তাহার মত বলিয়া ইহার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন। শুধু ভট্টোদ্ভটের অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় মত নির্দ্দেশ করিতেছেন না। পর্য্যায়োক্তেঽপীতি। "যেখানে ব্যঞ্জনা ছাড়াই বাচ্যবাচক ব্যাপারের দ্বারা অর্থ অভিহিত হয় সেই সাধারণাতিরিক্ত অর্থ প্রকাশের নাম পর্য্যায়োক্ত।" ইহাই লক্ষণ। যেমন "যে ভার্গব (পরশুরাম) শিরশ্ছেদন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প

অথচ বিপথগামী তাঁহাকে এই ধনুর দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইতেছে।" ভীষ্মের প্রতাপ ভৃগুপুত্র পরশুরামের প্রভাব অভিভবকারী—যদিও ইহাই এখানে প্রতীত হইতেছে তথাপি সেই প্রতাপের সাহায্যে ধর্ম্মপথ নির্দ্দিষ্ট হইল ইহা অভিহিত হইয়াই কাব্যার্থকে অলঙ্কৃত করিতেছে। সুতরাং পর্য্যায়েণ—প্রকারান্তরের দ্বারা, অবগমাত্মনা—অবগমাত্মক ব্যঙ্গ্যের দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া যাহা অভিহিত হইতেছে সেই অভিধীয়মান অর্থই উক্ত হইয়া 'পর্য্যায়োক্ত' এই অভিধাপদবাচ্য হইতেছে—ইহাই লক্ষণবাক্য. পর্য্যায়োক্ত হইল লক্ষ্য। ইহা অর্থালঙ্কার শ্রেণীভুক্ত—ইহাই সাধারণ লক্ষণ; ইহা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য। সংজ্ঞার 'অভিধীয়তে'-শব্দের জোর করিয়া যদি এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয় যে 'অভিধীযতে' বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে "প্রধানভাবে প্রতীত হয়" এবং উদাহরণ হিসাবে যদি "ভম ধম্মিঅ" (পৃঃ ২২) ইত্যাদি শ্লোকেব উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে ইহা অলঙ্কার বলিয়া নিষ্পন্ন হইতে পারে না, কারণ প্রধানভাবে প্রতীত হইলে ইহা আপনাতে আপনি পর্য্যবসিত হইয়া যায়। অতএব এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে ইহাকে অলঙ্কাব বলিয়া গণনা করা যাইবে না এবং শুধু যে ইহার প্রসিদ্ধ স্বভাবই পরিত্যক্ত হইবে তাহা নহে, ইহার অন্যান্য প্রভেদও কল্পনা করিতে হইবে। তাই বলিতেছেন—যদি প্রাধান্যেনেতি। ধ্বনাবিতি। আত্মার মধ্যে অন্তর্ভূত হইলে ইহা আত্মাই হইল; ইহা আর অলঙ্কার হইবেনা। তত্রেতি। যাহা অলঙ্কার বলিয়া বিবক্ষিত হয় ধ্বনি তাহার অন্তর্ভূত হয় না: আমরা তাহাকে ধ্বনি বলি নাই। ধ্বনি হইল মহা-বিষয়বিশিষ্ট; তাহা সর্ব্বত্র আছে বলিয়া ব্যাপক এবং সমস্ত গুণালঙ্কারাদি অংশে অধিষ্ঠান করে বলিয়া ইহা অঙ্গী। অন্য অর্থাৎ রমণীর অলঙ্কারের মতই কাব্যালঙ্কার ব্যাপক হয়না। তাহা অঙ্গীও নহে, যেহেতু তাহা অলঙ্কার্য্য বিষয়ের অধীন। যদি স্বীকার করা হয় যে তাহার মধ্যে ব্যাপকত্ব ও অঙ্গিত্ব আছে এবং যদি তাহার অলঙ্কারতা পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে আমাদের মতই অবলম্বিত হইল। ইহা সত্য নহে যে প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এই সমস্তই দেখিয়াছেন এবং আমরা কেবল ইহা উন্মীলিত করিতেছি; ইহা দেখাইতেছেন—ন পুনরিতি। ভামহ পর্য্যায়োক্তের স্বরূপ সম্পর্কে যেরূপ অভিমত পোষণ করিয়াছেন তিনি সেইরূপ উদাহরণ দিয়াই স্বীয় মত দেখাইয়াছেন। সেইখানেও ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য নাই, কারণ তাহা চারুত্বের

হেতু নহে। অতএব তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহার দেওয়া উদাহরণের ন্যায় যদি অন্য উদাহরণও কল্পনা করা যায় সেইখানেও ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য কিছুতেই হইবে না—ইহাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যদি সেই উদাহরণ অগ্রাহ্য করিয়া কেহ "ভম ধম্মিঅ" (পৃঃ ২২) ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করেন তাহা হইলে আমাদের মতানুসারেই করা হইবে। শাস্ত্র অবলম্বন না করিয়া যথারীতি তাহার অর্থ শ্রবণ না করিয়া অভিমানের পোষকতা করা অনার্য্যজনোচিত। ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন, সত্য কথা শ্রবণ করিয়া যে তাহা অবজ্ঞার সহিত আচ্ছাদিত করে সে নরকের কামনা করে। ভামহ বলিয়াছেন, "যে অন্ন বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতেরা ভোজন করেন না গৃহে বা বাহিরে আমরা সেইরূপ অন্ন খাইনা।" ইহা ভগবান্ বাসুদেবের উক্তি, পর্য্যায়োক্তির দ্বারা বিষদান নিষেধ করিতেছেন; কারণ তিনিই (ভামহই) বলিয়াছেন, "ইহা বিষদাননিবৃত্তির জন্য।" এই বিষদাননিষেধরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের এমন কোন চারুত্ব নাই যে ইহাকে প্রধান বলিয়া গ্রহণ করা হইবে এই আশঙ্কা করা যাইতে পারে। বরঞ্চ বিপ্রের ভোজনব্যতিরেকে যে অন্ন ভোজন করা হইবে না—ইহাই সেই ব্যঙ্গ্যের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার হইয়া প্রাসঙ্গিক ভোজনার্থকে অলঙ্কৃত করিতেছে। ইহার বিষশূন্য ভোজন হউক—ইহাই বিবক্ষার বিষয় নহে; তাই ইহা পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারই এবং ইহাই প্রাচীন আলঙ্কারিকদের অভিমত—ইহাই তাৎপর্য্য। অপহ্নুতিদীপকয়োরিতি। ইহা পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে। অতএব বলিতেছেন—প্রসিদ্ধমিতি। প্রতীত, প্রতিষ্ঠা করান হইয়াছে এবং প্রামাণিকও—ইহাই অর্থ। পূর্ব্বে প্রশ্ন ছিল, ইহা ব্যঙ্গ্য উপমা নামে কথিত হইবে কি না? যখন তাহা হয়না তখন সেই নিয়মানুসারে দৃষ্টান্ত দিয়া বলা হইলেও বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করিয়া গ্রন্থযোজনার জন্য পুনরায় বলা হইল, "প্রাধান্যের অভাবের জন্য ব্যঙ্গ্য ধ্বনি হইল না।" যদিও বিতর্কের প্রকারভেদ আছে তাহা হইলেও বস্তু একই। উপমারই ব্যঙ্গ্যত্ব হয় বলিয়া ধ্বনিত্বের আশঙ্কা করা যাইতে পারিত। দীপকের সঙ্গে উপমার সর্ব্বত্র সম্পর্ক নাই"—ইহা যে বিবরণকার বহু উদাহরণপ্রপঞ্চের দ্বারা বিচার করিয়াছেন তাহা অনুপযোগী, সারহীন এবং সহজে খণ্ডনযোগ্য। যেমন—"মদ প্রীতির, প্রীতি মানভঙ্গের কামলালসার, কামলালসাপ্রিয়াসঙ্গমোৎকণ্ঠার, প্রিয়াসঙ্গমোৎকণ্ঠা মনের অসহ্য শোকের জনক।" এখানে উত্তরোত্তর জনকত্বভাব থাকিলেও উপমান-উপমেয়-

স্থানে বাচ্য গৌণ হইয়া বিবক্ষিত হয় নাই। অপহ্নুতিও দীপক অলঙ্কারেও যে বাচ্যের প্রাধান্য থাকে এবং ব্যঙ্গ্য তাহার অনুযায়ী হয় ইহা সুপ্রসিদ্ধই। সঙ্কর অলঙ্কারেও যেখানে একটি অলঙ্কার অন্য একটি অলঙ্কারের ছায়া গ্রহণ করে অর্থাৎ পোষকতা করে সেইখানেও ব্যঙ্গ্য প্রধানভাবে বিবক্ষিত হয় না বলিয়া তাহা ধ্বনির বিষয় হয় না। দুই অলঙ্কারের সমান সম্ভাবনা হইলে বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের সমান প্রাধান্য হইয়া থাকে। আবার সেখানে বাচ্যকে গৌণ করিয়া যদি ব্যঙ্গ্য অবস্থান করে তাহা হইলে তাহাও ধ্বনির বিষয় হউক্। কিন্তু তাহাই যে একমাত্র ধ্বনি এমন কথা বলিতে পারা যায় না।

ভাব সহজেই কল্পনা করা যায়। ক্রমিক সম্বন্ধেও যে উপমান-উপমেয়ভাব নাই তাহা নহে। যেমন—"রামের ন্যায় দশরথ, দশরথের ন্যায় রঘু, রঘুর ন্যায় অজ, অজের ন্যায় দিলীপবংশ ছিল। ইহা রামেরই বিচিত্র কীর্ত্তি।" এখানে উপমান-উপমেয়ভাব হইবেই। সুতরাং ক্রমিকত্ব বা সমপ্রাকরণিকত্ব উপমাকে নিরোধ করিবে—এইরূপ কি ভয় আছে? তাই আর গর্দ্দভীদুগ্ধ দোহনের অনুকরণ করিয়া লাভ নাই। সঙ্করালঙ্কারেঽপীতি। "দুইটি বিরুদ্ধ অলঙ্কারের উল্লেখ করা হইলে এবং উভয়ের সমভাবে বর্ত্তমানত্ব অসম্ভব হইলে যে কোন একটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান যুক্তি থাকিলে তাহাকে সঙ্কর অলঙ্কার বলা হয়।"—ইহা একপ্রকারের লক্ষণ। যেমন মদীয় শ্লোকেই— "এই রমণী চন্দ্রবদনা, অসিতপদ্মনয়না; ইহার দন্তপংক্তি শ্বেত কুন্দপুষ্পের ন্যায়। আকাশ, জল ও স্থলে যে সকল মনোহারী বস্তু আছে বিধি ইহাকে তাহাদেরই আকারে সৃষ্টি করিয়াছেন।" এখানে চন্দ্রই ইহার মুখ অথবা চন্দ্রবৎ ইহার মুখ এইভাবে রূপক ও উপমা উভয়ের উল্লেখ হইতে পারে এবং যুগপৎ ইহাদের সম্ভাবনা নাই বলিয়া এবং কোন একটি পক্ষ ত্যাগ বা গ্রহণের নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায় সঙ্কর অলঙ্কারের সম্ভাবনা হইয়াছে। ব্যঙ্গ্যত্ব ও বাচ্যতার নিশ্চয়তা না থাকায় এখানে ধ্বনির সম্ভাবনা কোথায়? সঙ্কর অলঙ্কারের যে দ্বিতীয় প্রভেদ যেখানে শব্দালঙ্কারের ও অর্থালঙ্কারের একাশ্রয়ে মিশ্রণ হয় সেইখানেও প্রতীয়মানের আশঙ্কা কোথায়?

যেমন—"যে স্মরসদৃশ প্রিয়কে আলিঙ্গন দান করিয়া তুমি মনোরঞ্জন করিয়া থাক তাহার কথা স্মরণ কর।" এখানে যমক ও উপমা উভয়ই আছে। তৃতীয় প্রকারে যেখানে এক বাক্যাংশে একাধিক অর্থালঙ্কার রহিয়াছে সেইখানেও দুইই সমান বলিয়া কাহার ব্যঙ্গ্যতা হইবে? যেমন—"সূর্য্য অস্ত গেলে পর দিনও যেন ক্লান্ত হইয়া তমোগুহায় প্রবেশ করে, যেহেতু ইহাদের উদয় ও অস্তগমন সমভাবাপন্ন।" এখানে প্রভুর বিপত্তিতে তৎসমুচিত ব্রতগ্রহণে আগ্রহান্বিত ভৃত্যের বর্ণনরূপ একদেশবিবর্ত্তী রূপক দেখান হইতেছে। 'ইব'-শব্দের দ্বারা উৎপ্রেক্ষা কথিত হইয়াছে। সুতরাং এই দুই প্রকারের অলঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে। "একবাক্যে শব্দার্থাশ্রয়ী একাধিক অলঙ্কার থাকিলে সেই এক বাক্যাংশে প্রবেশের জন্য ইহাকে সঙ্কর অলঙ্কার নামে অভিহিত করা হয়।" যেখানে অলঙ্কারদের মধ্যে অনুগ্রাহক ও অনুগ্রাহ্যভাব আছে তাহাই সঙ্কর অলঙ্কারের চতুর্থ প্রভেদ। যেমন—"সেই আয়তলোচনার বায়ুকম্পিত নীলপদ্মের মত অধীর দৃষ্টি—ইহা কি তিনি হরিণীদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন না হরিণীরা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে?" যদিও হরিণীর দৃষ্টির সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টির উপমা এখানে ব্যঙ্গ্য, তথাপি তাহা বাচ্য সন্দেহ অলঙ্কারের অভ্যুত্থানের কারণ হইয়াছে বলিয়া তাহা অনুগ্রাহক এবং গৌণ। সন্দেহ অলঙ্কার অনুগ্রাহ্য বলিয়াই তাহার মধ্যেই অনুগ্রাহিকা উপমার অবসান হইয়াছে। তাই কথিত হইয়াছে—যেখানে অলঙ্কারগুলি পরস্পরের উপকারক হইয়া থাকে এবং কোন একটি স্বাতন্ত্র্যলাভ করিতে পারে না তাহাই সঙ্কর। তাই বলিতেছেন—যদালঙ্কার ইত্যাদি। এই ভাবে চতুর্থ প্রকারের সঙ্কর অলঙ্কারেও ধ্বনির সম্ভাবনা নিরাকৃত হইল। মধ্যম দুই প্রকারে ব্যঙ্গ্যের সম্ভাবনাই নাই এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'শশিবদনা' ইত্যাদি যাহার উদাহরণ সেই প্রথম প্রভেদে ধ্বনির সম্ভাবনা কথঞ্চিৎ আছে এই আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাকরণ করিতেছেন—অলঙ্কারদ্বয়েতি। সমমিতি। দুইই সমানভাবে প্রধান হইয়া দোদুল্যমান হয় বলিয়া। কিন্তু প্রশ্ন এই:—যেখানে ব্যঙ্গ্যই প্রধান বলিয়া প্রতিভাত হয় সেইখানে কি করিব? যেমন—"প্রণয়ভক্তিরা গুণের অনুরাগী হয় না। তাহারা কেবল প্রসিদ্ধ 'বস্তুর' শরণাপন্ন হয়। তাই চন্দ্রকান্তমণি চন্দ্র দেখিয়া বিগলিত হয় কিন্তু আমার প্রিয়ার মুখ দেখিয়া বিগলিত হয় না।" এখানে অর্থান্তরন্যাস বাচ্য হইয়া প্রতিভাত

পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার সম্পর্কে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে এখানেও তাহাই প্রযোজ্য। অধিকন্তু সঙ্কর অলঙ্কারের সকল প্রভেদে সঙ্করোক্তিই ধ্বনির সম্ভাবনার নিরাকরণ করে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারেও যেখানে বাচ্য অপ্রাসঙ্গিক ও প্রতীয়মান প্রাসঙ্গিকের মধ্যে সামান্যবিশেষ বা নিমিত্তনিমিত্তী ভাবযুক্ত সম্বন্ধ থাকে না সেইখানে বাচ্য ও প্রতীয়মানের সমান প্রাধান্য থাকে। যেখানে অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ উক্তি

হইতেছে এবং ব্যতিরেক ও অপহ্নুতি ব্যঙ্গ্য হইয়া প্রাধান্য পাইতেছে; এইজন্য আশঙ্কা করিতেছেন—অথেতি। তাহার উত্তর—তদা সোঽপীতি। ইহা সঙ্কর অলঙ্কারই হয় না বরং অলঙ্কারধ্বনি নামক ধ্বনির দ্বিতীয় প্রভেদ হইয়া থাকে। পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারপ্রসঙ্গে যাহা নিরূপিত হইয়াছে এখানে তাহার সবই অনুসরণ করিতে হইবে। অতঃপর সঙ্কর অলঙ্কারের সকল প্রভেদে ধ্বনিসম্ভাবনা নিরাকরণ করিবার জন্য একটি সাধারণ প্রকার বলিতেছেন—অপি চেতি। "ক্বচিদপি সঙ্করালঙ্কারে চ"—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ সকল প্রভেদে। সঙ্কীর্ণতার অর্থই মিশ্রত্ব অর্থাৎ আত্যন্তিক সংশ্লিষ্টতা; সেইখানে একের প্রাধান্য কোথায়? যেমন দুধ ও জলের একত্র মিশ্রণ হইলে একের প্রাধান্য নির্দ্দেশ করা যায় না। "প্রসঙ্গ হইতে অতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর যে বর্ণন তাহার নাম অপ্রস্তুত প্রশংসা এবং তাহা তিনপ্রকারের বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।" অপ্রস্তুতের বা অপ্রাসঙ্গিকের বর্ননা যে প্রস্তুত বা প্রাসঙ্গিককে আক্ষিপ্ত করে তাহা তিনভাবে হইতে পারে—সামান্যবিশেষভাবে, নিমিত্তনিমিত্তীভাবে এবং সারূপ্য হইতে। ইহাদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রভেদে প্রস্তুত এবং অপ্রস্তুতের প্রাধান্য তুল্যই, এই প্রস্তাবনাই করিতেছেন—'অপ্রস্তুত' ইত্যাদিতে আরম্ভ এবং 'প্রাধান্যম্' এইখানে শেষ। সামান্যবিশেষ ভাবেরও দুই রকমের গতি—শব্দের দ্বারা অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ (সামান্য) উক্তি করা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাসঙ্গিক বিশেষ কথা ব্যক্ত হইয়া থাকে—ইহা এক প্রকার। যেমন—"অহো! সংসারের নিষ্ঠুরতা, অহো! বিপদের দৌরাত্ম্য; অহো! স্বভাব-ক্রূর বিধির দুরন্ত গতি।" এখানে যদিও দৈবের প্রাধান্য অপ্রাসঙ্গিক হইয়াও সাধারণভাবে বর্ণনার বিষয় হইতেছে তথাপি কোন বিশেষ বস্তুর বিনাশই প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ বক্তব্য তাহার মধ্যে পর্য্যবসিত হইতেছে। বিশেষাংশ ও সাধারণের

অভিহিত হইতে থাকে এবং তাহার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রতীয়মান বিশেষ উক্তির সম্বন্ধ থাকে সেইখানে বিশেষেরপ্রতীতি থাকিলেও সাধারণের সঙ্গে তাহার অবিনাভাবের (একাত্মতার) জন্য সাধারণ উক্তিরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। আবার যখন বিশেষ উক্তি সাধারণ উক্তিতে পর্য্যবসিত হয়

মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ থাকায় যে বিশেষ অংশ ব্যঙ্গ্য তাহার ন্যায় বাচ্য সাধারণ মন্তব্যেরও প্রাধান্য রহিয়াছে। সাধারণ ও বিশেষের যুগপৎ প্রাধান্য যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে। যখন অপ্রাসঙ্গিক বিশেষ উক্তি প্রাসঙ্গিক সাধারণ উক্তিকে আক্ষিপ্ত করিয়া দেয় তখন দ্বিতীয় প্রকারের অপ্রস্তুতপ্রশংসার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন—"প্রথমে শোন :—সেই মূর্খ পদ্মপত্রে পতিত জলকণাকে মুক্তা বলিয়া ভ্রম করিয়াছিল। তাহার পক্ষে এই আর বেশী কি? আমরা আরও বলিতেছি শোন। অঙ্গুলীর অগ্রের দ্বারা অল্প নাড়াচাড়া করায় তাহা ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেলে সে 'হায় হায়' করিয়া অনুদিন শোক করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না।" এখানে অস্থানে মহত্ত্ব-সম্ভাবনা—এই সাধারণ উক্তি প্রাসঙ্গিক। জলবিন্দুতে মণির সম্ভাবনা বিশেষরূপে বাচ্য এবং তাহা অপ্রাসঙ্গিক। সেইখানেও সাধারণ ও বিশেষের যুগপৎ প্রাধান্য পরস্পরবিরুদ্ধ নহে—ইহাই বলা হইল। দ্বিভেদবিশিষ্ট হইলেও একই প্রকারের অপ্রস্তুত-প্রশংসার বিচার এইভাবে করা হইল—"যদা তাবৎ" ইত্যাদিতে আরম্ভ এবং "বিশেষস্যাপি প্রাধান্যং"-অংশে শেষ। এই যুক্তিই বিস্তারিত করিলে নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবে প্রযুক্ত হইবে এবং সেইখানেও যে দুই প্রকারের অলঙ্কার পাওয়া যাইবে তাহা দেখাইতেছেন—নিমিত্তেতি। কখনও কখনও নিমিত্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া অভিধীয়মান প্রাসঙ্গিক নৈমিত্তিককে আক্ষিপ্ত করে। যেমন—"যাহারা অভ্যুদয়ে প্রীতিলাভ করে, বিপদে পরিত্যাগ করে না তাহারা বান্ধব ও সুহৃদ্। অপর লোক স্বার্থপর।" এখানে সুহৃদ্‌বান্ধব-রূপত্ব নিমিত্ত এবং ইহা অপ্রাসঙ্গিক। বক্তার নিজের উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত—ইহাই নৈমিত্তিক ও প্রাসঙ্গিক এবং উক্ত নিমিত্ত সজ্জনা-সক্তির উল্লেখের সাহায্যে এই নৈমিত্তিককে বর্ণনা করিতেছে। সেইখানে নৈমিত্তিকের প্রতীতি হইলেও তাহার অনুপ্রাণক বলিয়া নিমিত্ত প্রধান হইয়াছে। তাই এখানে ও ব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক প্রাধান্য রহিয়াছে। কখনও অপ্রাসঙ্গিক নৈমিত্তিক বর্ণনীয় হইয়া প্রাসঙ্গিক নিমিত্তকে অভিব্যক্ত করে।

তখনও সাধারণ উক্তির প্রাধান্য হইলে বিশেষোক্তিরও প্রাধান্য থাকে, কারণ সাধারণ উক্তির মধ্যে সকল বিশেষ উক্তি অন্তর্ভূ্ত হয়। যেখানে নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব থাকে সেইখানেও এইরূপ যুক্তিই অনুসরণীয়। যখন অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকারে প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিতের মধ্যে শুধু সারূপ্যমূলক সম্বন্ধ থাকে তখনও প্রাসঙ্গিকের সঙ্গে সারূপ্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট অপ্রাসঙ্গিক অভিহিত হইলেও তাহা যদি প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত না হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনিরই অন্তর্ভূ্ত হইবে। নচেৎ অন্য কোন অলঙ্কার হইবে। তাই এই সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল

যেমন 'সেতুবন্ধ'-কাব্যে—"আমি সমুদ্রমন্থনের পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করি—স্বর্গ পারিজাতহীন ছিল, মধুবিজয়ী হরির বক্ষ কৌস্তুভমণি ও লক্ষ্মীবিরহিত ছিল, হরের জটাভার বালচন্দ্রের দ্বারা শোভা পাইত না।" এখানে জাম্ববান্ কৌস্তুভ ও লক্ষ্মীবিরহিত হরিবক্ষঃস্মরণাদি বর্ণনা করিতেছেন। ইহা অপ্রাসঙ্গিক ও নৈমিত্তিক। কিন্তু তাহার বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে বৃদ্ধসেবা, দীর্ঘ-জীবিত্ব ও ব্যবহারকৌশলাদি গুণের দ্বারা মন্ত্রিত্বের নিয়োগ করা উচিত। ইহা ব্যঙ্গ্য ও প্রাসঙ্গিক এবং ইহাই নিমিত্ত। সেইখানে নিমিত্তের প্রতীতি হইলেও নৈমিত্তিকই বাচ্য। বরং সেই ব্যঙ্গ্য নিমিত্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য বাচ্য নৈমিত্তিক নিজেকেই প্রধান করিতেছে। এইভাবে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সমপ্রধানতাই দেখা যাইতেছে। এইভাবে দুইপ্রকারের বিচারের পর সারূপ্যলক্ষণযুক্ত তৃতীয় প্রকারের পরীক্ষা হইতেছে। সেইখানেও দুই প্রকার দেখা যায়—কখনও কখনও অপ্রাসঙ্গিক বাচ্য হইতেই চমৎকৃতি, ব্যঙ্গ্য তাহারই মুখাপেক্ষী। যেমন আমার উপাধ্যায় ভট্টেন্দুরাজ-রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে—"যে তোমাকে প্রাণ দান করিয়াছে, যে সবলে তোমাকে উন্নীত করিয়াছে, যাহার স্কন্ধে তুমি চিরকাল আছ, যে উপচারের সহিত তোমার পূজা করিয়াছে, তুমি সহাস্যেই তাহার প্রাণ অপহরণ করিয়াছ। হে ভ্রাতঃ বেতাল, তুমি প্রত্যুপকারীদের মধ্যে অগ্রণী হইয়া লীলা করিতেছ।" এখানে যদিও সাদৃশ্যের জন্য অন্য কোন কৃতঘ্নের চরিত্রই আক্ষিপ্ত হইতেছে এবং যদিও তাহাই প্রাসঙ্গিক তবুও অপ্রাসঙ্গিক বেতালকাহিনীই চমৎকার উৎপাদন করিতেছে। অচেতন বস্তুর নিন্দা যেমন অসম্ভব এখানকার বাচ্য অর্থ সেইরূপ

নহে। সুতরাং ইহাই আহ্লাদকারী এবং এই বাচ্য অর্থেরই প্রাধান্য। যদি কোন স্থলে অচেতনাদি অপ্রাসঙ্গিকের অর্থ নিজের সম্পর্কে অতিশয় অসম্ভব হয় এবং সেই অর্থবিশেষের দ্বারা বর্ণিত হইয়া যে প্রাসঙ্গিক অর্থ আক্ষিপ্ত হয় তাহাই চমৎকারকারী হয় তাহা হইলে ইহা বস্তুধ্বনি হইবে। যেমন মদীয় নিম্নলিখিত শ্লোকে—"হে মহানুভব, তুমি হঠাৎ লোকের হৃদয় আক্রমণ করিয়া তাহাকে নানা ভঙ্গীতে নাচাও, নিজের হৃদয়কে গোপন রাখিয়া ক্রীড়া কর। যে তোমাকে জড় বলিয়া নিজেকে সহৃদয় মনে করে সে ইহার দ্বারাই দুঃশিক্ষিত বলিয়া প্রমাণিত হয়। সেই লোকসমাজ যদি আমাকে জড় বলে তাহা হইলে তোমার সঙ্গে তুল্যতা-সূচক সেই নিন্দাকে আমি স্তুতি বলিয়াই মনে করি।" জনৈক মহাপুরুষ বীতরাগ হইলেও আসক্তিবিশিষ্ট লোকের ন্যায় আচরণ করেন। তাঁহার গাঢ় বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চিত্তের অন্ধকার বিদূরিত হইলেও তিনি লোকের মধ্যে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া লোকদিগকে বাচাল করিয়া তোলেন এবং তাহাদের কাছে তাঁহার স্বরূপ যে প্রকাশিত হয় না—ইহা স্বীকার করিয়াই লয়েন। সেই লোকসমাজেই যখন তিনি মূর্খ বলিয়া অবজ্ঞাত হয়েন তখন তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রই প্রকাশিত হয়। এই ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রাসঙ্গিক এবং ইহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। উদ্যান, চন্দ্রোদয়—ইত্যাদি জড় বলিয়া লোক-সমাজে নিন্দিত হয়। অথচ এই ভাবোদ্দীপক পদার্থনিচয় কোন বিরহীর ঔৎসুক্য, চিন্তা বা মানসিক শোকের কারণ হয় আবার কাহারও হর্ষোৎপাদন করে, বিকারকারণাদির দ্বারা হঠাৎ লোকসমাজকে নৃত্য করায়। বর্তমান ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে মহানুভব ব্যক্তির হৃদয় যে কিরূপ তাহা কেহ জানেনা। প্রকৃত পক্ষে তিনি মহাগম্ভীর, অতিবিদগ্ধ, অতিশয় গর্ব্বহীন ও ক্রীড়াচতুর। এই প্রকার ব্যক্তিসম্পর্কে বৈদগ্ধ্যসম্ভাবনার যে যে কারণ আছে তাহাদিগকেই যদি লোকসমাজ জড় বলিয়া মনে করিবার কারণরূপে ব্যবহৃত করিয়া তাঁহাকে জড় বলিয়া মনে করে এবং যে যে কারণ থাকিলে কাহাকেও জড় বলিয়া মনে করা উচিত তাহাদিগকে সহৃদয়ত্বের কারণ-রূপে ব্যবহৃত করিয়া তাহাকে সহৃদয় বলিয়া মনে করে তবে যে মহানুভব মহাপুরুষ জড় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেনই তাঁহাকে জড় বলাতে তাঁহার স্তুতিই হইল। কিন্তু যে লোকসমাজ ঐরূপ কারণের গোলমাল করিয়া সম্ভাবনাবিপর্য্যয় ঘটাইতেছে তাহা যে জড় অপেক্ষাও অধিকতর পাপিষ্ঠ ইহাই ধ্বনিত

যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ শুধু বাচ্য অর্থের অনুযায়ী বলিয়া প্রাধান্য লাভ করে নাই সেইখানে সমাসোক্তি প্রভৃতি বাচ্যালঙ্কার স্ফুট হয়।

যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের সঙ্গে সমান প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রতিভাত হইয়াছে কিন্তু প্রাধান্য লাভ করিতেছে না সেইখানে ধ্বনি নাই।

হইতেছে। তাই বলিতেছেন—যদাত্বিতি। ইতরথেতি। অন্তরূপ হইলেই অলঙ্কারত্ব অর্থাৎ অলঙ্কারবৈশিষ্ট্য হইবে, ব্যঙ্গ্যের কোনরূপ প্রাধান্য থাকিলে তাহা হইবে না—ইহাই ভাবার্থ। 'সমাসোক্ত্যাদিষু'—এখানে 'আদি'পদের যে প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার দ্বারা সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারকে বুঝিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা ব্যাজস্তুতি প্রভৃতি অলঙ্কারবর্গেও ব্যঙ্গ্যের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেই বিষয়ে এই সাধারণ উত্তর দেওয়ার উপক্রম করিতেছেন—তদয়মত্রেতি। প্রতিপদে কত আর লিখা যায়?—ইহাই ভাবার্থ। যেমন ব্যাজস্তুতিতে—"পরগৃহের বৃত্তান্ত লইয়া আমার কি প্রয়োজন? কিন্তু আমি দক্ষিণাপথবাসী এবং সেইখানকার লোকের স্বভাবানুসারে মুখরপ্রকৃতি; আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। অহো, গৃহে গৃহে, দোকানে, চত্বরে, পানশালায় আপনার প্রিয় কীর্তি উন্মত্তার ন্যায় সঞ্চরণ করিতেছে।" এখানে স্তুতিমূলক যে ব্যঙ্গ্য আছে তাহা বাচ্যেরই অলঙ্করণ করিতেছে। "হে নাথ, এই পৃথিবী আপনার পিতামহী ছিল তারপর সে হইল আপনার মাতা। এখন আপনার কুলগৌরব বৃদ্ধির জন্য সেই সমুদ্রমেখলা পৃথিবী আপনার জায়া হইয়াছে। বর্ষশত পূর্ণ হইলে সে হইবে আপনার অনিন্দ্যরূপা পুত্রবধূ। এই ব্যবহার সমগ্রনীতিকুশল ভূপতিদের কুলের উপযুক্তই বটে।" এই যে ব্যাজস্তুতির দৃষ্টান্ত কোন ব্যক্তি দিয়াছেন তাহা আমাদের কাছে গ্রাম্য বলিয়া প্রতীত হয়, যেহেতু আমাদের মনে ইহা অত্যন্ত অসভ্য স্মৃতির সঞ্চার করে। ইহার দ্বারা এমন কিইবা স্তুতি করা হইল? তুমি বংশানুক্রমে রাজা—এই বক্তব্য কথা এমন একটা কি? এই জাতীয় ব্যাজস্তুতি সহৃদয়সমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে; অতএব ইহা উপেক্ষণীয়ই। "যে বিশেষ বিশেষ চিত্তবৃত্তির বিকার অপ্রতিবন্ধকরূপে উদ্ভূত হয় এবং কোন হেতু বশতঃ অন্য কোন চিত্তবৃত্তিকে বোঝায় তাহা ভাব-অলঙ্কার।" এখানেও বাচ্যের প্রাধান্য হয় বলিয়াই ভাবালঙ্কারতা। যত্র—যে

যেখানে শব্দ ও অর্থের তাৎপর্য্য ব্যঙ্গ্যকে লক্ষ্য করিয়াই ন্যস্ত থাকে এবং কোন এক অলঙ্কারের মিশ্রণ হয় না তাহাই ধ্বনির বিষয়।

সেইজন্য ধ্বনি অন্য কিছুর অন্তর্ভূ্ত হয় না। ইহা যে অন্য কিছুর অন্তর্ভূ্ত হয় না তাহার অপর কারণ এই যে কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য ধ্বনি তাহাই অঙ্গী বলিয়া কথিত হয়। পরে দেখান হইবে তাহার অঙ্গ—অলঙ্কার, গুণ ও বৃত্তি। অবয়বগুলি পৃথক্‌ভাবে অবয়বী হইতে পারে না ইহা তো প্রসিদ্ধই। ইহাদিগকে যদি অপৃথক্ করিয়া সমুদায় ভাবে লওয়া যায় তাহা হইলেও ইহারা অবয়বীর অঙ্গই বটে। অবয়ব অবয়বী হইতে পারে না। যেখানে বা ইহারা একই বস্তু হয় সেইখানেও ইহা (অবয়বী) একেবারে তন্নিষ্ঠই (অবয়বনিষ্ঠই) নহে। সূরীরা বলিয়াছেন—পণ্ডিতগণই প্রথমে ইহার অস্তিত্বের কথা

চিত্তবিশেষের সম্বন্ধীয় বিকার—বাগ্ব্যাপারাদি বিকার। অপ্রতিবন্ধঃ—নিয়ত, অব্যভিচারীভাবে জন্মিয়া; সেই চিত্তবৃত্তি বিশেষরূপ অভিপ্রায়কে যে কার্য্য-কারণমূলক হেতুর দ্বারা অবগত করায় তাহার নাম ভাবালঙ্কার। বক্ষ্যমাণ উদাহরণে যথেষ্ট উপভোগ্যত্বাদিলক্ষণযুক্ত বিষয় এই হেতু। যথা—"এই যে একাকিনী অবলা তরুণী আমি এই ভাবেই গৃহে থাকি; গৃহপতি বিদেশে গিয়াছেন; আবার আমার এই হতভাগ্য শাশুড়ী অন্ধ ও বধির। সুতরাং হে মূঢ় পান্থ, এখানে তুমি কি প্রকারের আবাস চাহিতেছ?" এখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রত্যেকটি পদার্থের অলঙ্কারস্বরূপ হইয়াছে। তাই বাচ্যই এখানে প্রধান। বাচ্যের প্রাধান্য আছে বলিয়াই ভাবালঙ্কারতা। ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য হইলে কোনরূপ অলঙ্কারত্ব থাকে না—ইহা নিরূপিতই হইয়াছে। অধিক বলিয়া লাভ কি?

যত্রেতি—কাব্যে। অলঙ্কৃতয় ইতি। অলঙ্কার হয় বলিয়াই ব্যঙ্গ্য বাচ্যের বলাধান করিয়া থাকে। প্রতিভামাত্র ইতি। উপমাদিতে যেখানে অর্থপ্রতীতি অস্পষ্ট। বাচ্যার্থানুগম ইতি। বাচ্যার্থের সঙ্গে অনুগমন অর্থাৎ সমান প্রাধান্য, যেমন অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারে ইহাই অর্থ। ন প্রতীয়ত ইতি। প্রাধান্য স্ফুট হইয়া শোভা পায় না। বরং কষ্টকল্পনার দ্বারা গৃহীত হয় তথাপি হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয় না। যেমন "দে আ" (পৃঃ ৩২)

প্রচার করিয়াছেন। যেমন তেমন করিয়া ইহা প্রচারিত হয় নাই—ইহাই প্রতিপন্ন হইল। বিদ্বানদের মধ্যে প্রথমে নাম করিতে হইবে বৈয়াকরণদের। যেহেতু সকল বিদ্যার মূলে রহিয়াছে ব্যাকরণ। বৈয়াকরণরা শ্রূয়মাণ বর্ণে ধ্বনি শব্দের প্রয়োগ করেন। সেইরূপ তাঁহাদের মতানুযায়ী কাব্যতত্ত্বদর্শী অন্য পণ্ডিতগণ "বাচ্যবাচক-সংমিশ্রিত শব্দাত্মাই কাব্য" এই রূপে ধ্বনির নামকরণ করিয়া

ইত্যাদি শ্লোকের অন্য কেহ কেহ যে সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন সেইখানে। এই জন্য চারিটি প্রকারে ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব থাকিলেও ধ্বনি ব্যবহার হয় না:—ব্যঙ্গ্যের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহার প্রাধান্য না হইলে, অস্পষ্ট প্রতীতি হইলে, বাচ্যের সহিত সমান প্রাধান্য হইলে, প্রাধান্য অস্ফুট হইলে—এই সকল ক্ষেত্রে। তাহা হইলে এই অর্থ কোথায় থাকে? এই জন্য বলিতেছেন—তৎপরাবেবিতি। সঙ্করের দ্বারা বা অলঙ্কারের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনার দ্বারা উজ্ঝিত পরিত্যক্ত অর্থাৎ যেখানে অলঙ্কারের প্রবেশ হয় না। এখানে 'সঙ্কর' বলিতে 'সঙ্কর' অলঙ্কার বুঝিলে ভুল হইবে। যেখানে অন্য অলঙ্কারের দ্বারা উপলক্ষিত হয় সেইখানে প্রতীতি অস্পষ্ট হইবে। ইতশ্চেতি। কেবল যে বাচ্যবাচকভাব ও ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব পরস্পরবিরোধী বলিয়াই অলঙ্কারবর্গ ও ধ্বনির একাত্মতা হয় না, তাহা নহে; স্বামী ও ভৃত্যের মধ্যে যেরূপ বিরুদ্ধতা আছে অঙ্গী ও অঙ্গের মধ্যেও সেইরূপ—সেইজন্যও বটে। অবয়ব ইতি। একটি একটি করিয়া। তাই বলিতেছেন—পৃথগ্ভূত ইতি। অবয়বগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবয়বী না হউক, কিন্তু সমুদায়ভাবে তো অবয়বী হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অপৃথগ্ভাবে ত্বিতি। তাহা হইলেও কোন একটি অংশ সমুদায় হইতে পারে না; কেন না তবে সমুদায়ে স্থিত অন্যান্য অবয়বও সেইরূপ হইতে পারে। সেই সমুদায়বর্ত্তীদের মধ্যে প্রতীয়মানও আছে। তাহা প্রধান; তাই তাহা অলঙ্কাররূপ নহে। যাহা অলঙ্কাররূপ তাহা অপ্রাধান্যের জন্য ধ্বনি হইতে পারে না। তাই বলিতেছেন—ন তু তত্ত্বমেবেতি। তুমি কোন একটি অলঙ্কারকেই প্রধানভাবে অভিষিক্ত করিয়া বলিয়াছ—ইহাই ধ্বনি এবং কাব্যাত্মা। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যত্রাপি বেতি। সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারবর্গের কোন একটিকেই আমরা ধ্বনি বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছি ইহা ঠিক

নহে। কারণ সেই সকল অলঙ্কারের সঙ্গে অসম্পৃক্ত হইয়া ধ্বনি বর্ত্তমান থাকে। সমাসোক্তি প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারবর্গের অভাব হইলেও ধ্বনির অস্তিত্ব দেখা যায়। "অত্তা এখ" (পৃঃ ২৯), কস্‌স বা ণ (পৃঃ ৩৩) প্রভৃতি শ্লোকে ইহার উদাহরণ। তাই বলিতেছেন—ন তান্নষ্ঠত্বমেবেতি। বিদ্বদুপজ্ঞেতি—বিদ্বান্ ব্যক্তিদের কর্ত্তৃক উপজ্ঞা প্রথম উপক্রম যে উক্তির; বহুব্রীহি সমাস। "উপজ্ঞোপক্রমং তদাদ্যাচিখ্যাসায়াম্"—এই পাণিনি-সূত্রের অনুসারে তৎপুরুষ সমাসের আশ্রয় লইয়া নপুংসকলিঙ্গ প্রয়োগ করিবার যে বিধান আছে এখানে তাহার অবকাশ নাই। শ্রূয়মাণেষ্বিতি। কর্ণবিবরে শব্দপ্রবাহে যে সকল শব্দ আগত হয় তাহাদের মধ্যে অন্ত্যশব্দ শোনা যায়। এই প্রক্রিয়ায় শব্দজনিত শব্দই শ্রুত হয় এইরূপ বলা হইয়াছে। সেই সকল শব্দজনিত, সর্ব্বশেষে শ্রুত শব্দ ঘণ্টার অনুরণনরূপ। তাহারাই ধ্বনিশব্দের দ্বারা কথিত হইয়া থাকে। ভগবান্ ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন, "জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ও বিয়োগের দ্বারা যাহা সৃষ্ট হয় তাহাই স্ফোট। শব্দজনিত যে শব্দ তাহাকে অপরে ধ্বনি বলিয়া থাকেন।" এই ভাবে ঘণ্টার বাদনসদৃশ ও তাহার অনুরণনরূপ আত্মাবিশিষ্ট ব্যঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি এই রূপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। সেই ভাবে যে সকল বর্ণ শ্রুত হয় তাহাদিগকে বৈয়াকরণেরা 'নাদ' আখ্যা দিয়াছেন; পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের সংস্কারবলে অন্ত্য-বর্ণাশ্রয়ী বুদ্ধি স্ফোটকে গ্রহণ করে। নাদশব্দবাচ্য শ্রূয়মাণ বর্ণগুলি স্ফোটের অভিব্যঞ্জক। তাহারাও ধ্বনি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ ভর্ত্তৃহরিই বলিয়াছেন, "ধ্বনিতে প্রকাশিত শব্দে তাহার (স্ফোটের) স্বরূপ অবধারিত হয়। তাহা যে সকল উপায়ে প্রতীত হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়, কিন্তু স্ফোট-উপলব্ধির পক্ষে অনুকূল।" এই ভাবে ব্যঞ্জক শব্দ ও অর্থ এই উভয়ই এখানে 'ধ্বনি'শব্দের দ্বারা কথিত হইল। অপিচ, বর্ণের যতটুকু কর্ণ শ্রবণ করিতে পারে ঠিক সেইটুকুতেই ধ্বনি-ব্যবহার হইতে পারে। ঐগুলি যখন শ্রুত হয় তখন বক্তা চিরাচরিত উচ্চারণপদ্ধতির অতিরিক্ত করিয়া দ্রুতবিলম্বিত প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া যে অধিক যত্ন নেন্ তাহাও ধ্বনি; যেহেতু বলা হইয়াছে, "যদি অল্প যত্নসহকারেও শব্দ উচ্চারিত হয় তাহা হইলে হয় বুদ্ধি তাহাকে একেবারেই গ্রহণ করে না অথবা সম্পূর্ণ ভাবেই গ্রহণ করে।" তাই তিনিই বলিতেছেন—"শব্দের অভিব্যক্তির অধিক যে সকল ব্যাপারভেদ আছে বিলম্বিতত্ব প্রভৃতি বিকৃতিবিশিষ্ট ধ্বনিই

ধ্বনি ব্যঞ্জকত্বের সঙ্গে সমানধর্ম্মী এইরূপ বলিয়াছেন। এবংবিধ যে ধ্বনি তাহার প্রভেদ ও প্রভেদের ভেদ পরে বলা হইবে। ইহাদের সংকলনের দ্বারা যে মহাবিষয়ত্ব বা ব্যাপকতা প্রকাশ করা হইতেছে তাহা অপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারবিশেষমাত্রের প্রতিপাদনের তুল্য নহে। সুতরাং ধ্বনিতে নিবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিদের প্রযত্ন যুক্তিযুক্তই। তাঁহারা বিকৃতবুদ্ধি—ঈর্ষ্যা করিয়া কেহ যেন এইরূপ মনে না করেন। ধ্বনির সকল অভাববাদীদের উদ্দেশ্যে এই প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল।

ধ্বনি আছেই। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে তাহা দুই প্রকারের —অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য।

তাহাদের কারণ। স্ফোটাত্মা তাহা হইতে পৃথক্ নহে।" আমরাও বলিয়াছি যে অভিধা, তাৎপর্য্য ও লক্ষণা নামক প্রসিদ্ধ শব্দব্যাপার হইতে অতিরিক্ত ব্যাপার ধ্বনি। এই ভাবে চার প্রকারের বিষয়ই ধ্বনি। তাহাদের সংযোগে যে সমগ্র কাব্যবস্তু হয় তাহাও ধ্বনি। সেইজন্য "কাব্যের আত্মা ধ্বনি" এইভাবে ব্যতিরেকের সাহায্যে অথবা "কাব্যই ধ্বনি"—এই রূপে অব্যতিরেকী ভাবে সংজ্ঞা দিলে দুইই ঠিক হইবে। বাচ্যবাচক-সম্মিশ্র ইতি। বাচ্যবাচকের সহিত সম্মিশ্র ইতি মধ্যপদলোপী সমাস। "গরু, অশ্ব, পুরুষ, পশু—এখানে যেমন 'চ'-র প্রয়োগ না করিয়াও সমষ্টি বোঝান হয় বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সেইরূপ। তাই "ধ্বনিত করে'—এই ভাবে ধ্বনির অর্থ করিলে বাচ্য অর্থও ধ্বনি, বাচক শব্দও ধ্বনি। আবার "ধ্বনিত হয়" এইভাবে অর্থ করিলে বাচ্যবাচকের সঙ্গে বিভাব অনুভাবের যে সংমিশ্রণ হয় সেই ব্যঙ্গ্য অর্থও ধ্বনি। শব্দন অর্থাৎ শব্দ বা শব্দব্যাপার। এই ব্যাপার অভিধাদি প্রকারের নহে। বরং ইহাই আত্মভূত। তাহার দ্বারা ধ্বনন করা হয়; অতএব তাহা ধ্বনি। কাব্য বলিয়া যে বিষয়ের নামকরণ করা হয় তাহাও ধ্বনি, যেহেতু উক্ত চার প্রকারের ধ্বনি তাহার মধ্যে আছে। অতএব এই পাঁচ প্রকারে সাধারণভাবে প্রযোজ্য হেতু বলিতেছেন— ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদিতি। ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক ভাব সকল পক্ষগুলিতেই দেখা যায়; সুতরাং ইহা সর্ব্বপ্রকারে প্রযোজ্য। "যেহেতু বক্তব্যের বৈচিত্র্য অনন্ত—" (পৃঃ ৮) ইত্যাদি যে বিতর্ক তোলা হইয়াছিল তাহা পরিহার করিতেছেন—

তন্মধ্যে প্রথমটির উদাহরণ—

"তিন শ্রেণীর পুরুষগণ সুবর্ণপুষ্পা পৃথিবী চয়ন করিতে পারেন—শূর, কৃতবিদ্য ও যিনি সেবাপরায়ণ।"

এবং দ্বিতীয়েরও

"হে তরুণি, এই শুকশাবক কোথায় কোন্ শিখরে কত দীর্ঘকাল কি জাতীয় তপস্যা করিয়াছে যাহাতে তোমার অধরের মত শ্বেতরক্তিম-বর্ণ বিম্বফলকে আস্বাদন করিতেছে। ইহা তোমাকেই আস্বাদন।"

ন চৈবংবিধস্যেতি। ধ্বনির প্রভেদ এইভাবে বলা হইবে—মুখ্য দুই প্রকার। তাহাদের প্রভেদ যথা—অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির দুই প্রভেদ; অর্থান্তর-সংক্রামিতবাচ্য ও অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য; বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির দুই প্রভেদ, অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ও সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। ইহাদের মধ্যেও আরও অবান্তর প্রকার আছে। মহাবিষয়স্যেতি—অশেষলক্ষ্যবস্তুতে ব্যাপী। 'অলঙ্কারবিশেষ মাত্র'—এখানে বিশেষ শব্দের দ্বারা অব্যাপকত্ব বুঝাইতেছেন। 'মাত্র' শব্দের দ্বারা অঙ্গিত্বের অভাব বুঝাইতেছেন। সেই বিষয়ে অর্থাৎ ধ্বনিস্বরূপে ভাবিত—সমাহিত, চেতঃ—চিত্ত যাঁহাদের। অথবা তাহার দ্বারা অর্থাৎ চমৎকাররূপ ধ্বনি কর্তৃক যাঁহাদের চিত্ত ভাবিত বা সংস্কৃত; সুতরাং "ধ্বনি" "ধ্বনি" বলিয়া যে নয়ন নিমীলিত করিয়াছিলেন (পৃঃ ১১-২) সেইরূপ বিকারের কারণবিশিষ্ট চিত্ত যাঁহাদের। অভাববাদিন ইতি। অপ্রধান যে তিন অভাববাদী আছেন তাঁহাদের বাদ দিয়াও যাঁহারা আছেন। তাঁহাদিগের প্রতি যে উত্তর করা হইল তাহার ফল বলিতেছেন—অস্তীতি। ধ্বনি ভাক্ত অর্থ অথবা অলক্ষণীয় প্রথমেই এই পক্ষদ্বয় পরিহারযোগ্য হইলেও সেইভাবে প্রশ্নের সমাধান না করিয়া উদাহরণপৃষ্ঠেই ভাক্তত্বের আশঙ্কা সহজে করা যাইতে পারে এবং সহজে তাহা পরিহার করাও যাইতে পারে এই অভিপ্রায়ে দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে যাহা বলা হইবে তাহার অনুসরণ করিয়া বৃত্তিকারই এখানে প্রভেদ নিরূপণ করিতেছেন—স চেতি। 'ধ্বনি' শব্দের পঞ্চবিধ অর্থ থাকিলেও বহুব্রীহি সমাসকে আশ্রয় করিয়া যথারীতি ইহার সঙ্গে সমান করিয়া অধি-করণের প্রয়োগ করিতে হইবে—যাহার দ্বারা বাচ্য অবিবক্ষিত হয়, যাহা হইতে অবিবক্ষিত হয়, যাহার সম্বন্ধে অবিবক্ষিত হয়, যাহার উদ্দেশ্যে অবিবক্ষিত হয়। ধ্বনিতে বাচ্য অর্থ গ্রহণ করিলে বাচ্য শব্দের দ্বারা অর্থের

যদিও বলা হইয়াছে যে ভাক্ত অর্থই ধ্বনি, তবে তাহার প্রত্যুত্তর দেওয়া হইতেছে।

ভাক্ত অর্থ ও এই ধ্বনি ভিন্ন বলিয়া একরূপ হইতে পারে না।

নিজের আত্মা বুঝিতে হইবে। সুতরাং স্বাত্মা (বাচ্য অর্থ) অবিবক্ষিত বা অপ্রধানীভূত হয় যাহার দ্বারা তাহাই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি অর্থাৎ ব্যঞ্জক অর্থ। এইরূপে বহুব্রীহি সমাস করিয়া বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিরও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অথবা যদি কর্ম্মধারয় সমাস করা হয় তাহা হইলে ইহাদের এইরূপভাবে অর্থ করিতে হইবে—ইহা অবিবক্ষিতও বটে বাচ্যও বটে। বিবক্ষিতও বটে, অন্যপরবাচ্যও বটে। তন্মধ্যে কখনও কখনও অর্থ সম্যক্‌রূপে প্রতীত না হইলে সেই সব কারণে তাহা অবিবক্ষিত থাকিয়া যায়। আবার কখনও কখনও অর্থের বোধ হয় বলিয়া তাহা বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ নিজের মহিমাবলেই ব্যঙ্গ্য পর্য্যন্ত প্রতীতি আনয়ন করে। অতএব এখানে অর্থই প্রধানভাবে ব্যঞ্জক। পূর্ব্ব প্রভেদে অর্থাৎ অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনিতে শব্দ প্রধানভাবে ব্যঞ্জক। আপত্তি হইতে পারে যে বিবক্ষা ও অন্যপরত্ব পরস্পরবিরোধী। কিন্তু যদি ইহাকে অন্যপর করিয়াই বিবক্ষিত করা হয় তাহা হইলে বিরোধ কোথায়? সামান্যেনেতি। বস্তুধ্বনি, অলঙ্কার-ধ্বনি ও রসধ্বনি—এই তিন প্রকারের ভেদ থাকিলেও ধ্বনি এই দুই প্রকারের মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে—ইহাই ভাবার্থ। প্রশ্ন এই: সেই যে তিন প্রকারের নামকরণ করা হইয়াছে তাহার পরে এই আবার নূতন নামকরণের সার্থকতা কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ অভিধা, তাৎপর্য্য, লক্ষণা, রসিক বোদ্ধার সহানুভূতি ও কবির অভিপ্রায়রূপ বিবক্ষা—ধ্বননাত্ম ব্যাপারে ইহাদের সহকারিত্ব এই নামকরণের দ্বারা কথিত হইল এবং এইভাবে এই দুইটি নামের দ্বারা ধ্বনির স্বরূপই উজ্জীবিত হইল। সুবর্ণপুষ্পামিতি। সুবর্ণকে পুষ্পরূপে প্রসব করে এই অর্থে সুবর্ণপুষ্পা। বাক্যে ইহার অর্থ অসম্ভব। এই ভাবে ইহা অবিবক্ষিতবাচ্য। অতএব ইহা পদের অর্থ অভিহিত করিয়া, তাৎপর্য্যশক্তির দ্বারা অন্বয় বুঝাইয়া, বাধকের জন্য সেই অন্বয় নিষিদ্ধ করিয়া, সাদৃশ্যবশতঃ সুলভতা, সমৃদ্ধি ও সম্ভার-ভাজনতা লক্ষিত করিতেছে। এই লক্ষণার প্রয়োজন—শূর, কৃতবিদ্য ও সেবাপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রশংসনীয়তা। ইহা শব্দের দ্বারা বাচ্য নয় বলিয়া

গোপন রহিয়াছে এবং তাই নায়িকার স্তনযুগলের মত মহার্ঘতা লাভ করিতেছে—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। এখানে শব্দই প্রধানভাবে ব্যঞ্জক; অর্থ তাহার সহকারী হইয়া থাকে। সুতরাং এখানে (অভিধাদি) চারিটি ব্যাপার আছে। শিখরিণীতি। যদিও শ্রীপর্ব্বতাদি নির্ব্বিঘ্ন ও উত্তম সিদ্ধি আনয়ন করে, তবুও এই জাতীয় সিদ্ধি সেইখানে সম্ভব হইত না। এই জাতীয় সিদ্ধির পক্ষে দিব্যকল্পসহস্রাদিও সীমাবদ্ধ কাল। এই জাতীয় ফললাভপক্ষে পঞ্চাগ্নি প্রভৃতি তপস্যাও যথেষ্ট বলিয়া শোনা যায় নাই। তবেতি—এখানে 'তব' একটি ভিন্ন পদ। 'ত্বদধর'—এইরূপ সমাস করিয়া বলিলে ইহা পৃথক ভাবে প্রতীত হইবে না। তোমার (সম্বন্ধীয় কিছু) আস্বাদন করে—ইহাই অভিপ্রায়। তাই কেহ যে বলিয়াছেন—"ছন্দের অনুরোধে 'ত্বদধরপাটলম্' এইরূপ প্রয়োগ করা হয় নাই" তাহা সঙ্গত নহে। দশতীতি—আস্বাদন করিতেছে। নিরবচ্ছিন্নভাবে আস্বাদন করিতেছে, ঔদরিকের মত নিঃশেষে ভোজন করিতেছে না। এই রসাস্বাদক্রিয়ায় সে অভিজ্ঞ; তথাপিবিম্বফলপ্রাপ্তির ন্যায় এই রসজ্ঞতাও তপশ্চর্য্যার দ্বারা লাভ করা হইয়াছে। শুকশাবক ইতি—ইহার দ্বারা বোঝান হইতেছে যে সেই শুকশিশু তরুণ এবং সেইজন্য যথোচিত কালে ফললাভও তপস্যারই ফল। প্রণয়ী নায়িকার অধরসুধা আস্বাদন করিতে চাহে। এই স্থলে কোন অনুরক্ত নায়ক প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় জানাইয়া বাক্‌চাতুর্য্যের দ্বারা চাটুবাক্য রচনা করিতেছে এবং তদ্দ্বারা আলম্বনবিভাব নায়িকার মনে অভিলাষ উদ্দীপিত করিতে চাহিতেছে—ইহাই ব্যঙ্গ্য। এখানে তিনটিই ব্যাপার—অভিধা, তাৎপর্য্য এবং ধ্বনন। মুখ্য অর্থের বাধা প্রভৃতির অভাবে মধ্যম কক্ষ্যায় (তাৎপর্য্যশক্তিতে) তৃতীয় ব্যাপার অর্থাৎ লক্ষণার অভাব; তাই তিনটিই ব্যাপার। অথবা শুকশাবকসম্পর্কিত প্রশ্ন অসম্ভব বলিয়া যদি তাহা অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং সেই হিসাবে যদি মুখ্যার্থে বাধা হয় তাহা হইলে মধ্যকক্ষ্যায় সাদৃশ্যজনিত লক্ষণা হউক। কিন্তু সেই লক্ষণার প্রয়োজন তো ধ্বনির বিষয়ই হইবে। সেই প্রয়োজন—প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাজ্ঞাপন—চতুর্থকক্ষ্যানিবেশী। কেবল পূর্ব্ব শ্লোকে (সুবর্ণপুষ্পাং ইত্যাদিতে) লক্ষণাই ধ্বননব্যাপারে প্রধান সহকারী। এখানে কিন্তু অভিধাশক্তি ও তাৎপর্য্যশক্তিই প্রধান সহকারী। বাচ্যার্থের সৌন্দর্য্য হইতেই ব্যঙ্গ্যের প্রতিপত্তি হওয়ায় লক্ষণার যৎকিঞ্চিৎ উপযোগিতাও আছে—কেবল ইহাই কথিত হইল। অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনিতে ক্রম সংলক্ষিত হয় না বলিয়া

এই অর্থাৎ উক্তপ্রকার ধ্বনি ভাক্ত অর্থের সহিত একাত্ম হইতে পারেনা, যেহেতু ইহাদের রূপ বিভিন্ন। বাচ্য ও বাচকের দ্বারা যেখানে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থ তাৎপর্য্যের সহিত প্রকাশিত হয় এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য প্রাধান্য লাভ করে তাহাই ধ্বনি। ভাক্ত অর্থ উপচার মাত্র।

ভাক্তত্ব ধ্বনির একটা লক্ষণ যাহাতে না হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—

অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষের জন্য ভাক্তত্ব ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না। ১৪ ॥

ভাক্তত্বের দ্বারা ধ্বনি লক্ষিত হয় না। কেন? যেহেতু অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়। অতিব্যাপ্তি এইজন্য যে যেখানে ধ্বনি

লক্ষণার উন্মেষমাত্র নাই—ইহা পরে দেখাইব। তাই দ্বিতীয় প্রভেদেও চারিটি ব্যাপারই আছে। অতএব উভয় উদাহরণপৃষ্ঠেই "ভাক্তমাহু" (পৃঃ ২) এই কথা স্মরণ করিয়া তাহার দোষ দেখাইতেছেন। এখানে ভাবার্থ এই: ভাক্তি ও ধ্বনি—ইহারা কি একই শব্দের প্রতিশব্দ এবং ইহাদের সারূপ্য কি সেই জাতীয়? অথবা, যেমন পৃথিবীর পৃথিবীত্ব অন্য শব্দ হইতে তাহাকে বিভিন্ন করিয়া দেয় বলিয়া তাহার লক্ষণ; এইখানেও কি সেইরূপ সম্বন্ধ? না, কাক কখনও কখনও দেবদত্তের গৃহে বসিলে তাহা যেমন কদাচিৎ গৃহের উপলক্ষণ হয়, এখানেও কি সেইরূপ সম্বন্ধ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ এইভাবে নিরাকরণ করিতেছেন—ভক্ত্যা বিভর্ত্তীতি। উক্ত প্রকারে পাঁচটি অর্থেই প্রয়োগ হইবে—ব্যঞ্জক শব্দ, ব্যঞ্জক অর্থ, ব্যঞ্জনাব্যাপার, ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং ইহাদের সমষ্টি যে কাব্য। ইহাদের স্বরূপের ভেদ দেখাইবার জন্য ধ্বনির রূপ বলিতেছেন—বাচ্যেতি। তাৎপর্য্যেণেতি। ইহা অর্থের বিশ্রান্তিস্থান; এইখানে আসিয়া অর্থের পরিসমাপ্তি হয় অর্থাৎ ইহাই তাহার প্রয়োজন হয় বলিয়া। প্রকাশনং—দ্যোতন। উপচারমাত্রমিতি। উপচার হইল গৌণীবৃত্তি ও লক্ষণা। উপচরণ অর্থাৎ অতিশয়িত ব্যবহার।* 'মাত্র' শব্দের

* যে অর্থে যে শব্দের ব্যবহার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে সেই অর্থ অতিলঙ্ঘন করিয়া তাহার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত, অন্য কোন অর্থে যদি সেই শব্দের প্রয়োগ হয় তবে সেই প্রয়োগকে উপচার বা অতিশয়িত-প্রয়োগ বলা যাইতে পারে।

নাই সেইসব জায়গায় ভাক্ত অর্থ থাকিতে পারে। যেখানে ব্যঙ্গ্যত্বকৃত মহৎ সৌষ্ঠব নাই, দেখা যায় যে সেইখানেও কবিগণ প্রসিদ্ধ প্রয়োগের অনুসরণ করিয়া লাক্ষণিক অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন যেমন—

"নলিনীপত্রে শয্যা কৃশাঙ্গীর পীনস্তন ও শ্রোণিপুরোভাগের সংঘর্ষে উভয়প্রান্তে পরিম্লান; মধ্যদেশ তনুদেহের সহিত গাঢ়ভাবে সম্বদ্ধ হয় নাই বলিয়া হরিৎবর্ণ; শিথিল বাহুলতা আক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য ইহা বিপর্য্যস্ত। এই নলিনীপত্রে শয্যা তাহার সন্তাপই বলিতেছে।" সেইরূপ—

দ্বারা বলিতেছেন—শব্দের লক্ষণা নামক তৃতীয় ব্যাপারের অতিরিক্ত অন্য চতুর্থ ব্যাপার আছে যাহার কার্য্য প্রয়োজনকে দ্যোতনা করা; সেই ব্যাপার যেখানে বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব হইলেও অনুপযোগী বলিয়া আদৃত হয় না এবং সেইজন্য তাহা নাই বলিয়াই মনে হয়। "যে বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহাই প্রয়োজন"—ইহাই প্রয়োজনের লক্ষণ। যেখানে প্রয়োজন-দ্যোতনাত্মা ধ্বননব্যাপার একেবারে নাই বলিয়াই মনে হয় সেইখানেও লক্ষণা আছে। তাহা হইলে কেমন করিয়া লক্ষণা ও ধ্বনির এক তত্ত্ব থাকে? দ্বিতীয় পক্ষ—অর্থাৎ ধ্বনির লক্ষণ ভাক্তত্ব—খণ্ডিত করিতেছেন—অতিব্যাপ্তেরিতি। অসৌ—এই, ইহার দ্বারা ধ্বনি বুঝাইতেছে। তয়া—তাহার দ্বারা অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা। আচ্ছা, ধ্বনিই যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত বিষয় থাকিতে পারে? এইজন্য বলিতেছেন—মহৎ সৌষ্ঠবমিতি। যেখানে প্রয়োজনের আদর করা হয় না সেইখানে ব্যঞ্জনার দ্বারা কিছুই করা যায় না। 'মহৎ' শব্দগ্রহণের দ্বারা ইহাই দেখান হইয়াছে যে যেখানে মহৎ সৌষ্ঠব বা চারুত্বাতিশয্য নাই সেইখানে ব্যঞ্জনা গুণমাত্র হইবে। "কোন বিষয়ে অপরের আরোপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে সমাধিগুণ বলে।"—ইহা যে বলা হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রয়োজন না থাকিলে কেমন করিয়া শব্দের উপচার বা অতিশয়িত ব্যবহার করা হইবে? তাই বলিতেছেন—প্রসিদ্ধ্যনুরোধেতি। যেহেতু পরম্পরাক্রমে সেইরূপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। আমরা (অপর পক্ষীয়েরা) তো বলি—প্রসিদ্ধি হইতেছে তাহাই যেখানে প্রয়োজনের গভীর নিগূঢ়তা নাই অর্থাৎ যেখানে তাহার সুস্পষ্ট প্রকাশ হয়। কিন্তু বাহিরে

"প্রিয়জন শতবার আলিঙ্গিত হইতেছে, সহস্র বার চুম্বিত হইতেছে ; বিরামের পর আবার রমণ হইতেছে—ইহাতে কোন পুনরুক্তি নাই।" সেইরূপ—

"কুপিতা, প্রসন্না, রোরুদ্যমানা, হাস্যপরায়ণা—স্বৈরিণী রমণীদিগকে যেভাবে গ্রহণ করা যায় সেইভাবেই তাহারা হৃদয় হরণ করে।" সেইরূপ—

"কনিষ্ঠা ভার্য্যার স্তনপৃষ্ঠে নবলতার দ্বারা যে প্রহার দান করা হইল তাহা মৃদু হইলেও সপত্নীদের হৃদয়ে দুঃসহ হইল।"

সেইরূপ —

"পরার্থে যে পীড়া অনুভব করে, ভাঙ্গিলেও যে মধুর থাকে, যাহার বিকার সংসারে সকলের কাছে প্রিয়ই হয়, সেই ইক্ষু যদি একেবারে অক্ষেত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে তাহা কি ইক্ষুর দোষ না উষর মরুভূমির অপরাধ ?"

প্রকাশ হইলেও প্রয়োজন নিগূঢ়তার অপেক্ষা রাখে, যেন নিগূঢ়তা তাহার নিধান যেখানে তাহাকে জমা রাখা হয়। বদতীতি—এখানে উপচারজনিত অর্থের প্রয়োজন হইল "স্ফুট করিতেছে"—ইহা বোঝান। প্রযোজন যদি নিগূঢ় না হয় এবং সেই অর্থবাচক স্বশব্দের দ্বারা সোজাসুজি ভাবে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের কি অভাব হয় ? আর গূঢ়ভাবে প্রকাশ করিলেই বা কি অধিক চারুত্বের সৃষ্টি হয় ? এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন "যতঃ উক্ত্যন্তরেণাশক্যং ইত্যাদি (১।১৫)। অবরুদ্ধিজ্জই—আলিঙ্গিত হইতেছে। পুনরুক্তমিতি—ইহার দ্বারা অনুপাদেয়তা লক্ষিত হইতেছে, কারণ বাচ্য অর্থের সম্ভাবনাই নাই। কুপিতা ইত্যাদি—এখানে গ্রহণের দ্বারা উপাদেয়তা লক্ষিত হইতেছে ; হরণের দ্বারা বশীভূতত্ব বুঝাইতেছে। তথা অজ্জেতি। স্বামী কনিষ্ঠা ভার্য্যার স্তনের উপরে খেলাচ্ছলে নবলতার দ্বারা মৃদু আঘাত করিল। যে সকল সপত্নীরা সেই সাবলীল প্রহারের দ্বারা অপরের নিকট হইতে পৃথক্ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে নাই তাহাদের হৃদয়ে ইহা দুঃসহ বলিয়া প্রতীত হইল। যেহেতু মৃদু আঘাত দেওয়া হইয়াছে সেইজন্যই একজনকে যে মৃদু করিয়া আঘাত দেওয়া হইল তাহা অপরের গায়ে দুঃসহ

এখানে ইক্ষুর পক্ষে 'অনুভূতি'-শব্দ। এই জাতীয় প্রয়োগ কখনও ধ্বনির বিষয় হইতে পারে না। যেহেতু :—

যে চারুত্ব অন্য শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না তাহা প্রকাশ করিয়া শব্দ ব্যঞ্জকতা লাভ করিয়া ধ্বনির বিষয় হয়। ১৫ ॥

এখানে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইল তন্মধ্যে এমন কোন শব্দ নাই যাহা ঠিক সেইরূপ চারুত্ব প্রকাশ করিতেছে যাহা অন্য কোন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

অপিচ—

"লাবণ্যাদি যে সকল শব্দ অন্যবিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা নিজের বিষয় হইতে অন্যত্র প্রযুক্ত হইলেও ধ্বনিপদত্ব লাভ করিতে পারে না। ১৬ ॥

হইয়া লাগিল। মৃদু হইয়াও আবার ইহা দুঃসহ হইল—ইহাই বৈচিত্র্য। 'দান'-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা চরিতার্থতা লক্ষিত হইতেছে। তথা—পরার্থেতি। যদিও যে মহাপুরুষের প্রসঙ্গে এই শ্লোক রচিত হইয়াছে তাঁহার সম্পর্কে 'অনুভবতি'-শব্দের মুখ্য অর্থ্যই প্রযোজ্য, তাহা হইলেও অপ্রাসঙ্গিক ইক্ষুর সম্পর্কে পীড়ার অনুভব অসম্ভব বলিয়া পীড়নই লক্ষিত হইতেছে। সেই অর্থ বাহ্য পীড়নেই পর্যবসিত হইতেছে। কিন্তু এখানে তো প্রয়োজন আছে, তবে কেন ধ্বনি হইবে না এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—নচৈবংবিধ ইতি। যত উক্ত্যন্তরেণেতি। অন্য উক্তির দ্বারা অর্থাৎ ধ্বনির অতিরিক্ত স্ফুট শব্দার্থময় ব্যাপার বিশেষের দ্বারা। শব্দ ইতি—পাচ বিষয়েই প্রযোজ্য। ধ্বন্যুক্তের্বিষয়ীভবেদিতি—'ধ্বনি' শব্দের দ্বারা কথিত হয়। উদাহৃত ইতি। বদতি-ইত্যাদিতে। ১৫ ॥

এইভাবে বলিলেন, যেখানে প্রয়োজন থাকিলেও তাহা আদরণীয় হয় না সেইখানে কি ধ্বনিব্যাপার থাকিতে পারে? ইহার পরে বলিতেছেন, যেখানে মূলতঃ কোন প্রয়োজনই নাই, কেবল উপচার বা অতিশয়িত শব্দ ব্যবহার আছে সেইখানেও কি আবার ধ্বননব্যাপার থাকিতে পারে? কিং চেতি। লাবণ্যাদি শব্দ স্ববিষয়ীভূত লবণরসযুক্তত্ব প্রভৃতি

সেই সকল শব্দে উপচরিত বা লাক্ষণিক ব্যাপার আছে। সেই সমস্ত বিষয়ে যদি কদাচিৎ ধ্বনির সম্ভাবনা থাকে, তাহাও অন্যপ্রকারে প্রবর্ত্তিত হয়; সেই সমস্ত শব্দের দ্বারা তাহা হয় না।

অপিচ—

মুখ্যার্থ হইতে বিভিন্ন হৃদ্যত্বাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়া প্রসিদ্ধি (রূঢ়ত্ব) লাভ করিয়াছে। মুখ্যার্থের বাধা, মুখ্যার্থের সংযোগ এবং প্রয়োজন—লক্ষণার এই তিন কারণের জন্য যে ব্যবধান হয় এইসকল ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধির জন্যই তাহা রহিত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে—"কোন কোন নিরূঢ়া লক্ষণা প্রয়োগ সামর্থ্য বশতঃ অভিধানবৎ হইয়া থাকে।" এই সকল (লাবণ্যাদি) শব্দ নিজের বিষয় হইতে অন্যত্র প্রযুক্ত হইয়াও ধ্বনির পদ লাভ করে না; সেইখানে ধ্বনি ব্যবহার হয় না। শব্দের উপচরিত বৃত্তি গৌণী ও লাক্ষণিকী। 'লাবণ্যাদি'র 'আদি'-পদের দ্বারা 'আনুলোম্য', 'প্রাতিকূল্য', 'সব্রহ্মচারী', প্রভৃতি লাক্ষণিক শব্দ গৃহীত হইতেছে। লোমের অনুগত অর্থাৎ মর্দ্দন। কূলের বিপরীত দিকে স্থিত স্রোত প্রতিকূল। যাহার গুরু তুল্য ইতি সব্রহ্মচারী। ইহা হইল ইহাদের মুখ্য অর্থ। এবম্বিধ অর্থ হইতে বিভিন্ন যে অর্থ তাহা উপচার দ্বারা প্রাপ্ত। এইখানে কোন প্রয়োজনকে উদ্দেশ করিয়া লক্ষণা প্রবৃত্ত হয় নাই। অতএব তাহার বিষয়ে ধ্বনন ব্যবহার হয় না। আচ্ছা "দেবড়িতি" প্রভৃতি * স্থলে লাবণ্যাদি শব্দের সন্নিধানে প্রতীয়মানের অভিব্যক্তি হইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু প্রতীয়মানের এই অভিব্যক্তি 'লাবণ্য'-শব্দ হইতে হয় নাই। বরং সমগ্র বাক্যার্থের প্রতীতির অনন্তর ধ্বননব্যাপার হইতেই হইয়াছে। প্রিয়তমার মুখই সমস্ত দিঙ্মণ্ডলকে প্রকাশিত করিতেছে—বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই বলিতেছেন—প্রকারান্তরেণেতি। ব্যঞ্জকত্বের দ্বারাই। উপচারমূলক লাবণ্যাদি শব্দ হইতে নহে। ১৬ ॥

এইভাবে বিচার করিয়া দেখা যায় যেখানে যেখানে ভাক্ত প্রয়োগ সেইখানে সেইখানে যে ধ্বনি হইবে তাহা হয় না। তাই যদি ভাক্তত্ব ধ্বনির লক্ষণই হয় তাহা হইলে সর্ব্বত্র ভাক্তত্বের সন্নিধিতে ধ্বনি পাওয়া যাইবে; অতএব উক্ত স্থলে (লাবণ্যাদি শব্দে ও ভক্তি প্রভৃতি

* এখানে যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার অর্থ গ্রহণ করা গেল না।

যেখানে শব্দের মুখ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গৌণীবৃত্তির দ্বারা অর্থ বোঝান হয় সেইখানে যে ফল বা প্রয়োজন উদ্দেশ করিয়া শব্দ প্রবর্ত্তিত হয় তাহাতে শব্দের গতি বাধিত হয় না। ১৭॥

চারুত্বাতিশয্যবিশিষ্ট অর্থের প্রকাশনই সেখানে উদ্দেশ্য ; যদি মনে করা যায় যে সেই প্রয়োজনকে প্রকাশ করিবার জন্যই শব্দের গৌণ প্রয়োগ হয় তাহা হইলে সেই জাতীয় প্রয়োগ দুষ্টই হইবে। কিন্তু সেইরূপ হয় না। সুতরাং—

বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়াই গৌণীবৃত্তি ব্যবস্থিত হয়। যে ধ্বনির একমাত্র মূল ব্যঞ্জনা, গৌণীবৃত্তি কেমন করিয়া তাহার লক্ষণ হইবে? ১৮॥

সুতরাং ধ্বনি ও গুণবৃত্তি বিভিন্ন। গৌণীবৃত্তিকে ধ্বনির লক্ষণ মনে করিলে অব্যাপ্তিদোষও হইবে।

স্থলে) অতিব্যাপ্তি দোষ হইবে। এই সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও আমরা বলি—যেখানে যেখানে ভাক্তত্ব আছে সেইখানে সেইখানে ধ্বনি থাকুক। তথাপি যাহা লক্ষণাব্যাপারের বিষয় তাহা ধ্বননের বিষয় নহে। যেখানে বিষয় বিভিন্ন সেইখানে ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের সম্পর্ক থাকিতে পারেনা, অথচ ধর্ম্মকেই ধর্ম্মীর লক্ষণ বলা হইয়া থাকে। লক্ষণা, অমুখ্য-অর্থবিষয়ক ব্যাপার ; ধ্বননের বিষয় হইতেছে প্রয়োজন বা যে অর্থকে উদ্দেশ্য করিয়া শব্দ প্রযুক্ত হয়। সেই প্রয়োজনবিষয় থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় লক্ষণাব্যাপার আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ লক্ষণার সামগ্রী সেইখানে নাই। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—অপিচেত্যাদি। মুখ্যাং বৃত্তিং—অভিধা ব্যাপার ; পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ পরিসমাপ্ত করিয়া ; গুণবৃত্ত্যা—গৌণী বৃত্তির দ্বারা, লক্ষণার দ্বারা ; অমুখ্যস্য—গৌণ অর্থের ; দর্শনং—প্রত্যায়না ; সা—তাহা ; যৎফলং—যে ফল, কর্ম্মভূত প্রয়োজনরূপ ; উদ্দিশ্য—উদ্দেশ করিয়া ; করা হইয়া থাকে। সেই প্রয়োজনে দ্বিতীয় ব্যাপার রহিয়াছে। ইহা কিন্তু লক্ষণা নহেই। যেহেতু (স্খলদগতিঃ) স্খলন্তী—স্খলনশীল, অর্থাৎ বাধক ব্যাপারের দ্বারা বাধিত হয় ; গতিঃ—অববোধন শক্তি যে শব্দের তাহার ব্যাপার লক্ষণা। যে শব্দ প্রয়োজন

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিপ্রভেদে ইহা লক্ষণ হইতে পারে না। অবশ্য অন্য অনেক প্রকারে ভাক্তত্ব ধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং ভাক্তত্ব ধ্বনির লক্ষণ নহে।

জানায় তাহার বাধকযোগ নাই। যদি মনে করা যায় সেইখানেও বাধক আছে তাহা হইলে প্রয়োজন এখানে বুঝিবার বিষয় হয় বলিয়া সেইখানেও নূতন নিমিত্ত ও নূতন প্রয়োজন খুঁজিতে হইবে এবং এইভাবে অনবস্থার সৃষ্টি হইবে (অর্থাৎ তর্কের অবধি থাকিবে না)। সুতরাং ইহা লক্ষণ-লক্ষণার বিষয় নহে—ইহাই ভাবার্থ। দর্শনং—ণিজন্ত নির্দ্দেশ অর্থাৎ দেখান। কর্ত্তব্য ইতি—অবগমন করাইতে হইলে। অমুখ্যতেতি। বাধকের দ্বারা শব্দের গতি নিরুদ্ধ করার ভাব। তস্যেতি—তাহার, শব্দের। দুষ্টৈবেতি। প্রয়োজন ভাল ভাবে বোঝাইবার জন্যই সেই শব্দ সেই অমুখ্য অর্থে প্রযুক্ত হয়। "বালকটি সিংহ"—এই বাক্যে শৌর্য্যাতিশয্যই বোঝান হইতেছে এবং সেই প্রয়োজন বুঝাইতে যদি শব্দের অর্থ বাধা পায় তাহা হইলে তাহা অর্থের প্রতীতিই করিবে না। তাহা হইলে কিসের জন্য তাহার প্রয়োগ করা হইবে? যদি বলা হয় যে শব্দের উপচরিত বা অতিশয়িত প্রয়োগের দ্বারা বটুতে সিংহের প্রতীতি হয় তাহা হইলেও যেখানে শৌর্য্যাতিশয্য লক্ষ্য সেইখানে অন্য কোন প্রয়োজন খুঁজিতে হইবে এবং অন্য কোন উপচারের অবতারণা করিতে হইবে এবং এইভাবে অনবস্থার সৃষ্টি হইবে। যদি বলা হয় যে এখানে শব্দের গতি স্খলিত হয় নাই অর্থাৎ ইহার সহজ অর্থে বাধা হয় নাই, তাহা হইলে তো প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য লক্ষণাখ্য কোন ব্যাপার থাকে না; কারণ তাহার কারণ প্রভৃতি থাকে না। অথচ ব্যাপার যে একটা নাই তাহা তো নহে। ইহা অভিধা নহে, কারণ কোন বিশিষ্ট সঙ্কেত নাই। অভিধা ও লক্ষণার অতিরিক্ত যে অন্য ব্যাপার তাহারই নাম ধ্বনন। ন চৈবমিতি। প্রয়োগে কোন দোষ নাই, কারণ নির্ব্বিঘ্নেই প্রয়োজনের প্রতীতি হইতেছে। তাই অভিধাই মুখ্য অর্থে প্রবেশ করিতে যাইয়া অর্থাৎ বুঝাইতে যাইয়া বাধকের দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করিতে না পারিয়া অন্যত্র প্রসারিত হয়। অতএব এইরূপ প্রয়োগ হয় যে ইহার বিষয় অমুখ্য। যেমন মুখ্যবিষয়ে সঙ্কেতগ্রহণ হইয়া থাকে সেইরূপ অমুখ্য বিষয়েও সঙ্কেত গৃহীত হইয়া থাকে তাই লক্ষণা অভিধার পশ্চাদ্গামী। ১৭ ॥

উপসংহার করিতেছেন—তস্মাদিতি। যেহেতু তাহার (অভিধার) বাধা হইলেই ইহার উত্থান হয় এবং যেহেতু ইহা অভিধার পুচ্ছের মত তাই ইহার নাম গৌণীবৃত্তি অর্থাৎ গৌণ লাক্ষণিক প্রকার। এই গৌণীবৃত্তি কেমন করিয়া ব্যঞ্জনাত্মক ধ্বনির বিষয় হইবে, কারণ ইহাদের বিষয়ই বিভিন্ন? ইহাই উপসংহারে বলিতেছেন—তস্মাদিতি। যেহেতু অতিব্যাপ্তির কথা বলা হইয়াছে সেই প্রসঙ্গেই ভিন্ন বিষয়ত্বের কথা আসিয়াছে ; তস্মাৎ—সেই হেতুর জন্যই। কারিকায় আছে—"অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিদোষের জন্য ভাক্ত অর্থ ধ্বনির লক্ষণ হইতে পারে না।" এই অংশের অতিব্যাপ্তিদোষের কথা ব্যাখ্যা করার পর অব্যাপ্তি বুঝাইতেছেন—অব্যাপ্তিবপোস্যেতি। অস্য—ইহার, গৌণীবৃত্তিরূপ লক্ষণের। যদি এইরূপ হয় যে যেখানে যেখানে ধ্বনি আছে সেইখানে সেইখানে ভাক্তত্বও আছে তাহা হইলে অব্যাপ্তিদোষ হইবে না। কিন্তু তাহা তো হয় না। "সুবর্ণপুষ্পা" (পৃঃ ৪৯) ইত্যাদি অবিবক্ষিতবাচ্য-ধ্বনিতে ভাক্তত্ব আছে। কিন্তু "শিখরিণি" (পৃঃ ৪৯) ইত্যাদিতে কেমন করিয়া তাহা পাওয়া যাইবে? আচ্ছা, বলা যাইতে পারে যে গৌণী অর্থ লক্ষণার দ্বারা আচ্ছন্ন (পরিব্যাপ্ত) হইয়াছে অর্থাৎ লক্ষণা গৌণকে অন্তর্ভূত করিয়া থাকে। কেবল শব্দ (সিংহাদি) সেই অর্থ (বালক-বাচকাদি অর্থ) লক্ষিত করিয়া তাহারই সঙ্গে সমানাধিকরণতা বা একাশ্রয়ত্ব লাভ করে :— "বালকটি সিংহ" ইতি। অথবা অর্থই (সিংহাদি অর্থ) অন্য অর্থের (বালকাদি অর্থের) লক্ষণা করিয়া নিজের বাচককে (সিংহাদি শব্দকে) অন্য অর্থের বাচকের (বালকাদি শব্দের) সঙ্গে সমানাধিকরণযুক্ত করে অথবা শব্দ ও অর্থ যুগপৎ তাহাকে লক্ষিত করিয়া অন্য শব্দ ও অর্থের সঙ্গেই মিশ্রিত হয়। ইহাই লাক্ষণিক হইতে গৌণের পার্থক্য। বলাই হইয়াছে—"গৌণীস্থলে লক্ষ্য বাচক শব্দের (বটু প্রভৃতির) প্রয়োগ হয়, লক্ষণায় তাহা হয় না। তাই গৌণীস্থলেও লক্ষণা আছেই ; তাহাই সর্বত্র ব্যাপক। তাহা আবার পাঁচ রকমের—(১) অভিধেয়ের সঙ্গে সংযোগ হইতে—'দ্বিরেফ' বলিতে বোঝায় যাহার দুই রেফাকৃতি শূক আছে, এইভাবে তাহার অভিধেয় হয় ভ্রমর ; সেই 'ভ্রমর'-শব্দের সঙ্গে ষটপদলক্ষণাক্রান্ত বস্তুর যে সম্বন্ধ তাহাই 'দ্বিরেফ' শব্দের দ্বারা লক্ষিত হয়। যে অভিধেয় সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দেওয়া হইল তাহাকে নিমিত্ত করিয়াই এই লক্ষিত অর্থ পাওয়া যায়। (২) অভিধেয়ের সঙ্গে সামীপ্যবশতঃ—গঙ্গায় ঘোষবসতি।

(৩) অভিধেয়ের সঙ্গে সমবায়সম্বন্ধবশতঃ—অর্থাৎ আধেয়সম্বন্ধবশতঃ যথা, যষ্টিসমূহকে—অর্থাৎ যষ্টিধারী পুরুষগণকে—প্রবেশ করাও। (৪) বৈপরীত্য-সম্বন্ধবশতঃ—যেমন, শত্রুকে উদ্দেশ করিয়া কেহ বলিতে পারেন, "তাহার দ্বারা আমার কি না উপকার করা হইয়াছে।" (৫) ক্রিয়াযোগবশতঃ অর্থাৎ কার্য্য-কারণভাব হইতে। যেমন, অন্নাপহারীকে বলা যাইতে পারে, এই ব্যক্তি প্রাণ অপহরণ করিতেছে। এইরূপ পাঁচ প্রকারের লক্ষণা সকল ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই ভাবে বলা যাইতে পারে যে 'শিখরিণি'-উদাহরণে (পৃঃ ৭০) আকস্মিক প্রশ্নবিশেষের দ্বারা বাধকের প্রবেশ হইয়াছে ; তাই এখানে সম্বন্ধযুক্ত লক্ষণা তো আছেই। ইহার উত্তরে বলা হইবে—মধ্যস্থলে লক্ষণা যে আছে তাহা তো স্বীকৃতই হইয়াছে। পুনরায় প্রশ্ন হইবে—তবে 'বিবক্ষিতান্যপর' এইরূপ কেন বলা হইল ? উত্তরে বলা যায়—এখানে 'বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য'-ভেদের দ্বারা অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যাত্মক মুখ্যধ্বনি বিবক্ষিত হইয়াছে। 'তদ্ভেদ' (বৃত্তিতে) শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে রস, ভাব, তাহাদের আভাস, প্রশম ও অন্যান্য প্রভেদ। সেইখানে তো লক্ষণার উপলব্ধি হয় না। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই :—কাব্য বিভাব ও অনুভাবেরই প্রতিপাদন করে ; তথায় মুখ্য অর্থে বাধকের প্রবেশ অসম্ভব। সুতরাং লক্ষণার অবকাশ কোথায় ? আবার ইহাও বলা যাইতে পারে, বাধার প্রয়োজনই বা কি ? লক্ষণার স্বরূপ তো এই : "যে প্রতীতি অভিধেয়ের সঙ্গে অবিনাভূত হইয়া থাকে, তাহাই লক্ষণা।" এখানে রসাদি অভিধেয় বিভাবাদির সঙ্গে অবিনাভূত হইয়া আছে এবং সেইভাবেই তাহারা লক্ষিত হইতেছে, যেহেতু বিভাব ও অনুভাব রসের কারণ ও কার্য্যরূপী এবং ব্যভিচারী তাহার সহকারী—এই যুক্তিও অগ্রাহ্য। এই যুক্তি স্বীকার করিলে 'ধূম'-শব্দ হইতে ধূম প্রতিপন্ন হইলে অগ্নির স্মৃতিও লক্ষণার দ্বারাই হইবে এইরূপ বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে সেই অগ্নি হইতে শীতাপনোদনস্মৃতি উৎপন্ন হইবে। এইভাবে শব্দের অর্থের আর শেষ থাকিবে না। যদি বলা হয় যে 'ধূম'-শব্দ ধূম বুঝাইলেই তাহার অর্থ বিশ্রান্তি লাভ করে এবং তাই তাহার ঐ প্রকারের কোন ব্যাপার থাকে না তাহা হইলে তো যে মুখ্যার্থবাধা লক্ষণার প্রাণস্বরূপ তাহাই আসিয়া পড়িল। যদি মুখ্য অর্থে বাধকই আসিয়া পড়ে তাহা হইলে শব্দ নিজের অর্থে বিশ্রান্তিলাভ করিতে পারে না। বিভাবাদির প্রতিপাদনে কিন্তু কোন বাধক নাই। আবার প্রশ্ন হইতে পারে—ধূমের প্রতিপাদনে যেমন অগ্নির

স্মৃতি আসে, সেইরূপ বিভাবাদির প্রতিপাদনের পরে রত্যাদি চিত্তবৃত্তির সম্পর্কে জ্ঞান হয়। সুতরাং এখানে শব্দেরই কোন ব্যাপার নাই। এই যে মীমাংসক মহাশয় প্রতীতির স্বরূপবিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে চাই---আপনার কি ইহাই অভিমত যে পরের চিত্তবৃত্তিতে রত্যাদির উপলব্ধি হইলেই রসপ্রতীতি হয়? আপনি এইরূপ ভ্রম করিবেন না। এইভাবে লোকগত চিত্তবৃত্তির অনুমানমাত্র হয়—এখানে রস কোথায়? যে রসাস্বাদ অলৌকিক চমৎকারাত্মক, কাব্যগতবিভাবাদির চর্ব্বণা যাহার প্রাণস্বরূপ লৌকিক স্মরণানুমানের সঙ্গে তাহাকে সমান করিয়া দেখিয়া তাহাকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নহে।

লৌকিক কার্য্যকারণ ও অনুমান প্রভৃতির দ্বারা যাঁহার হৃদয় সংস্কৃত হইয়াছে তাঁহার কাছে বিভাবাদি প্রতিপন্ন হইলে তিনি উদাসীনভাবে তাহা উপলব্ধি করেন না। যে হৃদয়-সম্মিলনের অপর নাম সহৃদয়ত্ব তদ্দ্বারা বশীভূত হইয়া তিনি ইহাদিগকে উপলব্ধি করেন। যে রসাস্বাদ পূর্ণ হইবে বিভাবাদি তাহার অঙ্কুররূপে প্রতিপন্ন হয়। যাহাতে তন্ময়ত্ব হইতে পারে এই জাতীয় চর্ব্বণার প্রাণস্বরূপ হইয়াও বিভাবাদি প্রতিপন্ন হয়। এই চর্ব্বণা অন্য কোন প্রমাণ হইতে পুর্ব্বে পাওয়া যায় নাই যাহাতে এখন ইহার স্মৃতি হইতে পারে। এখনও অন্য প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতেছে না, কারণ অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষাদি ব্যাপারের অবসর নাই। অতএব বিভাবাদির ব্যবহার অলৌকিকই বটে। তাই বলা হইয়াছে—"বিভাব বিশিষ্ট জ্ঞানের উপায়। লৌকিক উপায়কে কারণ বলা হয়; বিভাব বলা হয় না। অনুভাবও অলৌকিকই; যেহেতু বাক্, অঙ্গ ও সত্ত্বকৃত অভিনয় অনুভব করায় সেইজন্য ইহাকে বলা হয় অনুভাব।" সেই চিত্তবৃত্তিতে তন্ময়ত্ব লাভকেই বলে অনুভবন; লৌকিক ব্যাপারে বলা হয় কার্য্য, অনুভাব নহে। পরকীয়া চিত্তবৃত্তির প্রতীতি হয়না। এই অভিপ্রায়েই—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের নিষ্পত্তি—এই সূত্রে স্থায়ী ভাবের উল্লেখ করা হয় নাই। স্থায়ী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয় ইহা বলিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হইত। শুধু ঔচিত্যের জন্যই বলা হইয়া থাকে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। এই ঔচিত্য দুইটি কারণ-বশতঃ ঘটিয়া থাকে। সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে বিভাব ও অনুভাবের উপযোগী (সমুচিত) যে চিত্তবৃত্তিসংস্কার আছে তাহার উদ্বোধনের দ্বারাই সুন্দরের চর্ব্বণার উদয় হয়। অধিকন্তু, হৃদয়সম্মিলনের মূল উপযোগী হইতেছে লৌকিক চিত্ত-

বৃত্তির পরিজ্ঞান ; সেই অবস্থায় স্থায়ী রত্যাদিভাব উদ্যানপুলকাদি বিভাব-অনুভাবের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া প্রতীত হয়। ব্যভিচারী ভাব চিত্তবৃত্তিমূলক হইলেও মুখ্য চিত্তবৃত্তির অধীন হইয়াই চর্ব্বিত হইয়া থাকে ; তাই ইহা বিভাব ও অনুভাবের মধ্যেই পরিগণিত হয়। অতএব ইহাই রস্যমানতার নিষ্পত্তি যে অবিচ্ছিন্ন বন্ধুসমাগমাদিকারণজনিত হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক চিত্তবৃত্তিকে অপ্রধান করিয়াই ইহা চর্ব্বণারূপত্ব লাভ করে। তাই চর্ব্বণা অভিব্যঞ্জনই ; তাহা প্রমাণব্যাপারের মত জ্ঞাপন নহে। তাহা হেতুমূলক ব্যাপারের মত উৎপাদনস্বরূপও নহে। প্রশ্ন এই, যদি ইহা জ্ঞাপনও নহে, উৎপাদনও নহে, তবে, এই বস্তু কি ? ইহা এই বস্তু, এইরূপ বলা যায়না ; এই রস অলৌকিক। আচ্ছা, বিভাবাদি হেতু কি জ্ঞাপনের হেতু, না কোন কার্য্যের ?—ইহা জ্ঞাপকও নহে, কারকও নহে ; কেবল চর্ব্বণার উপযোগী। আচ্ছা, আর কোথায় ইহা দেখা যায় ? আর কোথাও দেখা যায় না বলিয়াই ত ইহা অলৌকিক বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে তো রস কিছুর প্রমাণ হইল না ; হউক না তাই ; তাহাতেই বা কি ? চর্ব্বণা হইতেই প্রীতি ও ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হয়, ইহার বেশী আর কি চাই ? যদি বলা হয় ইহার কোন প্রমাণ নাই, তবে উত্তর এই যে ইহা অন্য কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে, কারণ নিজের অনুভূতির দ্বারাই ইহা সিদ্ধ, যেহেতু এমন জ্ঞান বিশেষ আছে যাহা শুধু চর্ব্বণাত্মক। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। রস যে অলৌকিক তাহার আর একটি হেতু আছে। ললিত, পরুষ অনুপ্রাসের দ্বারা অর্থ অভিহিত হয় না, কিন্তু তাহা রসের ব্যঞ্জনা দিতে পারে। সেইখানে লক্ষণার শঙ্কাই বা কোথায় ? কাব্যাত্মক শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারাই সেই চর্ব্বণা নিষ্পন্ন হয় এইরূপ দেখা যায়। সহৃদয় ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ সেই কাব্যই পাঠ করেন এবং আস্বাদন করেন। "যাহা গ্রহণ করা হয় তাহাই যদি আবার বর্জ্জন করা যায় তাহাকে উপায় বলে।" এই নিয়ম কাব্যে খাটে না ; কাব্যের প্রতীতি হইয়া গেলেই তাহার অনুপযোগিতা হয় না। তাই কাব্যে শব্দেরও ধ্বনন ব্যাপার আছে। ইহার জন্যই ক্রমের অলক্ষ্যতা। (অভিধার পরে ধ্বনন আসে—ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া) কেহ কেহ যে বলেন যে ধ্বনি স্বীকার করিলে বাক্যভেদ দোষ হয় তাহা তাঁহাদের অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। কোন শাস্ত্রে—(কাব্যে নহে)—যে কোন বাক্যই একবার উচ্চারিত হইলে অর্থ প্রতিপাদন করে এবং যেহেতু পরস্পরবিরোধী অনেক সঙ্কেতের স্মৃতি থাকেনা তাই কেমন করিয়া তাহা দুইটি অর্থ বুঝাইবে ?

ভাক্তত্ব কোন কোন ধ্বনিপ্রভেদের উপলক্ষণ হইতে পারে।

ধ্বনির যে সকল প্রভেদ কথিত হইবে ভাক্তত্ব তাহার কোন একটির উপলক্ষণ হইতে পারে। যদি বলা হয় যে গৌণী বৃত্তিই ধ্বনির লক্ষণ

পরস্পরবিরোধী নহে এমন একাধিক সঙ্কেত থাকিলে সবগুলি জড়াইয়া বাক্যের একটি অর্থ হয়। একটি অর্থের বিরতির পর ক্রমান্বয়ে আরও অর্থের ব্যাপার থাকিতে পারে না। বাক্য পুনরুচ্চারিত হইলেও বাক্যে সেই একই অর্থ থাকে ; যেহেতু যে সঙ্কেতের বলে এবং যে প্রকরণে অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা তো অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যায়। প্রকরণ ও সঙ্কেতের দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া শব্দ যে অন্য এক অর্থ বুঝাইতে পারে সেই-রূপ কোন নিয়ম নাই। সেইরূপ হইলে "স্বর্গকামী অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবেন"—এই বেদবাক্যের যে "কুকুর মাংস ভক্ষণ করিবে" এইরূপ অর্থ হইবে না তাহারই বা কি প্রমাণ থাকিবে? তাহা হইলে অর্থের কোন ইয়ত্তা থাকে না এবং অর্থের কোন নিশ্চিত আশ্বাস থাকেনা। এই সকল স্থলে বাক্যভেদ দোষও বর্ত্তে। কিন্তু এইখানে—ব্যঞ্জনাব্যাপারে—বিভাবাদিই চর্ব্বণার প্রতি উন্মুখী হইয়া প্রতিপাদিত হয়। সুতরাং এখানে সঙ্কেতের উপযোগিতা নাই। শাস্ত্রবাক্যে যেমন আছে—আমি নিযুক্ত হইয়াছি, আমি করিব, কাজ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি—ইহা সেইরূপ শাস্ত্র প্রতীতির মত নহে। যেহেতু ঐ স্থলে যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে তৎপ্রতি উন্মুখতা থাকে বলিয়াই তাহা লৌকিক। কিন্তু বিভাবাদির এই চর্ব্বণা অদ্ভুত পুষ্পের ন্যায়, তাৎকালিক সারবত্তা লইয়াই ইহা উদিত হয় ; ইহা পূর্ব্বাপর কালানুযায়ী নহে। তাই রসাস্বাদ লৌকিক আস্বাদ ও যোগীর আনন্দের বিষয় হইতে বিভিন্ন। অতএব "শিখরিণি" (পৃঃ ৭০) ইত্যাদিতেও মুখ্যার্থবাধাদিক্রমের অপেক্ষা না করিয়াই সহৃদয়ব্যক্তিরা বক্তার চাটুরসাত্মক অভিপ্রায় উপলব্ধি করেন। এইজন্য গ্রন্থকার সাধারণভাবে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে ভাক্তত্বের অভাবের কথা বলিয়াছেন। আমরা তো মীমাংসক মহাশয়কে বুঝাইবার জন্য বলিলাম —আচ্ছা, মানিয়া লইলাম এখানে লক্ষণাই আছে। কিন্তু অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য-ধ্বনিতে কুপিত হইয়াই বা কি করিবেন? আর যদি কুপিতই না হইয়া থাকেন তবে "সুবর্ণপুষ্পাং" (পৃঃ ৭০) প্রভৃতি অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির উদাহরণেও

তবে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে শুধু অভিধাব্যাপারের দ্বারাই সকল অলঙ্কারবর্গ লক্ষিত হইয়া গেল। তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রত্যেক অলঙ্কারের লক্ষণ করা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে—

যদি বলা হয় যে ধ্বনির লক্ষণ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে তাহা হইলে আমাদের বক্তব্যই সমর্থিত হয়। ১৯ ॥

যদি ধ্বনির লক্ষণ অন্য লেখকেরাই করিয়া থাকেন তবে আমাদের পক্ষই সমর্থিত হইয়াছে। কারণ আমাদের বক্তব্য এই যে ধ্বনি আছেই। তাহা পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়া গিয়া থাকিলে আমাদের প্রয়োজন বিনাযত্নে সিদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা এই সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য ধ্বন্যাত্মাকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়াছেন তাঁহারা বিবেচনা করিয়া কথা বলেন নাই।

দেখিতে পাইবেন যে লক্ষণার মুখ্যার্থবাধা প্রভৃতি উপকরণের অপেক্ষা না করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি বিশ্রান্তি লাভ করে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই উপসংহার করিতেছেন—তস্মাদ্ভক্তিরিতি। ১৮॥

আচ্ছা ধ্বনি ও ভাক্তত্ব একরূপ না হউক, ভাক্তত্ব ধ্বনির লক্ষণও না হউক, উপলক্ষণ তো হইবে। যেখানে ধ্বনি থাকে সেইখানে ভাক্তত্ব থাকিবে—এইরূপভাবে ভাক্তত্বের দ্বারা ধ্বনি উপলক্ষিত হয়। কিন্তু এইরূপ সর্ব্বত্র দেখা যায় না; ইহাতে অপরের মতই বা কি সিদ্ধ হইল, আমাদের মতেরই বা কি খণ্ডন হইল? এতদুদ্দেশ্যে বলিতেছেন—কস্যচিদিত্যাদি। প্রশ্ন হইবে, ভাক্তত্ব যে কি তাহা প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, তাহার উপলক্ষণের দ্বারাই ধ্বনির লক্ষণও করা যাইবে। তাহা জানাও যাইবে। তাহার আর লক্ষণ করিয়া লাভ কি? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদি চেতি। অভিধান-অভিধেয়ভাব সমগ্র অলঙ্কারবর্গকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। বৈয়াকরণেরা ও মীমাংসকেরা অভিধার স্বরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। এই মতানুসারে বলা যাইতে পারে: এখন কোথায় আর অলঙ্কারবর্গের কি ব্যাপার রহিল? এইভাবে বলা যাইতে পারে যে যখন হেতুর বলেই কার্য্য হয় এই কথা নৈয়ায়িকেরা বলিয়াছেন তখন ঈশ্বর প্রভৃতি কর্ত্তা বা জ্ঞাতার এমন কি কাজ থাকিতে পারে যাহা অপূর্ব্ব? এই ভাবে বিচার করিলে কোন কিছুর আদি কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছেন—লক্ষণকরণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ ইতি। অপূর্ব্ব বস্তুর উন্মীলন না

যে সকল নিয়মের কথা আমরা বলিয়াছি ও বলিব সেই সকল নিয়মানুসারে ধ্বনির সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ বলা হইলেও যদি তাহা অনির্ব্বচনীয়ই থাকিয়া যায় তাহা হইলে এই অনির্ব্বচনীয়তা সকল বিষয়েই প্রযোজ্য। আর যদি এই অতিশয়োক্তির দ্বারা তাঁহারা ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে ইহা অন্য (গুণীভূতব্যঙ্গ্য) কাব্য হইতে অতিরিক্ত কিছু এবং এইভাবে ইহার স্বরূপের আখ্যান করেন তাহা হইলে তাঁহারা যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যবিরচিত ধ্বন্যালোকে প্রথম উদ্দ্যোত।

হয় নাই হইল। যাহা পূর্ব্বে ছিল এই রকম বস্তুরই যদি পুনরায় উন্মীলন করিয়া থাকি তাহা হইলেই বা দোষ কি? এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—কিং চেত্যাদি। প্রাগেবেতি। আমাদের প্রযত্নের পূর্ব্বে। এইভাবে তিন প্রকারের অনস্তিত্ববাদ ও ভাক্তত্বের অন্তঃপাতিতার নিরাকরণ করার মধ্যেই অলক্ষণীয়ত্বসম্পর্কিত মত নিরাকৃত হইয়াছে। এইজন্য মূল কারিকাতে এই মতের সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিরাকরণার্থ কোন উক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু এই অলক্ষণীয়ত্ববাদ নিরাকৃত হইয়া গিয়া থাকিলেও বৃত্তিকার তাঁহার প্রমাণযোগ্য পদার্থের সংখ্যা পরিপূরণের জন্য নিজেই সেই পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন—যেঽপি ইত্যাদির দ্বারা। পূর্ব্বোক্ত নীতিতে "যত্রার্থ শব্দো বা" (১।১৩)—এই কারিকায় ধ্বনির সাধারণ লক্ষণ কথিত হইয়াছে। যে নীতি এখন অবলম্বিত হইবে তদনুসারে ধ্বনির বিশেষ লক্ষণ সূচিত হইবে—"অর্থান্তরে সংক্রমিতং" (২।১) ইত্যাদির দ্বারা। এইজন্য প্রথম উদ্দ্যোতে কারিকাকার ধ্বনির যে সমস্ত অবান্তর বিভাগ আছে এবং বিশেষ লক্ষণ আছে তাহা প্রকাশ করিয়া সেই বিষয়ের সমর্থনপ্রসঙ্গে ইহাও সূচিত করিয়াছেন যে ধ্বনির মূল বিভাগ দ্বিবিধ। সেই অভিপ্রায়েই বৃত্তিকার এই উদ্দ্যোতেই মূল বিভাগের কথা বলিয়াছেন—"স চ দ্বিবিধঃ।"

সর্ব্বেষামিতি। লৌকিক এবং শাস্ত্রীয়। অতিশয়োক্ত্যেতি। "সেই অক্ষরগুলি হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব বস্তু স্ফুরিত করিতেছে।" এই দৃষ্টান্তে যেমন অতিশয়োক্তির দ্বারা সারভূতত্ব প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে

অনির্ব্বচনীয়তার উল্লেখ করা হইয়াছে, ধ্বনিসম্পর্কেও সেইরূপ। এইভাবে শিবকে স্মরণ করিয়া নিজ ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিলাম। ১২॥

"লোচন বিনা শুধু জ্যোৎস্নার দ্বারাই কি জগৎ উদ্ভাসিত হয় ?* সেইজন্য অভিনবগুপ্ত এখানে লোচন উন্মীলন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। যে উন্মীলনী শক্তির দ্বারাই ক্ষণেকের মধ্যে বিশ্ব উন্মীলিত হইয়া পড়ে সেই মঙ্গলময়ী প্রকাশনশক্তি—যাহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ—তাহাকে আমি বন্দনা করি।"

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচার্য্য অভিনবগুপ্ত কর্তৃক উন্মীলিত সহৃদয়ালোক-লোচনে ধ্বনিসঙ্কেতবিষয়ে প্রথম উদ্দ্যোত।

---

* চন্দ্রিকা—ধ্বন্যালোক গ্রন্থ সম্পর্কে অন্য কাহারও রচিত টীকা। বিনালোকঃ—বিনা + আলোক অর্থাৎ ধ্বন্যালোক গ্রন্থ। তাহা হইলে এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে—'লোচন' রচিত না হইলে শুধু 'চন্দ্রিকা' টীকার দ্বারা কি ধ্বন্যালোক উদ্ভাসিত হইতে পারে?

দ্বিতীয় উদ্দ্যোত

এইভাবে অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যনামক ধ্বনির দুই প্রকার প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অবিবক্ষিতবাচ্যের প্রভেদ বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে—

অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির বাচ্য অর্থ অর্থান্তরে সংক্রমিত হয় অথবা অত্যন্তরূপে আচ্ছন্ন (তিরস্কৃত) হয়। বাচ্যের এই দুই প্রকারের প্রভেদ মানিয়া লওয়া গিয়াছে। ১॥

"যাঁহাকে স্মরণ করিলে শ্রেয়োলাভ হয় এবং আধিব্যাধির ধ্বংস হয় সেই শিবানী যিনি অভীষ্ট ফললাভ বিষয়ে উদার কল্পলতাসদৃশ তাঁহাকে আমি স্তুতি করি।"

এই উদ্দ্যোতের সঙ্গতি দেখাইবার জন্য বৃত্তিকার এইভাবে আরম্ভ করিতেছেন—এবমিত্যাদি। প্রকাশিত ইতি। বৃত্তিকাররূপে আমার দ্বারা। ইহা যে আমি সূত্র লঙ্ঘন করিয়া বলিয়াছি তাহা নহে, কারিকাকারের অভিপ্রায়ানুসারেই এইরূপ বলা হইয়াছে—তত্রেতি। বৃত্তিকার যে দুই প্রকার প্রভেদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার যে মূলীভূত কারণ—এইরূপে গ্রন্থসঙ্গতি করিতে হইবে। অথবা পূর্ব্ব কথার পরে। সেইখানে অর্থাৎ প্রথম উদ্দ্যোতে বৃত্তিকার অবিবক্ষিতবাচ্যের যে প্রভেদ ও তাহার অন্তঃপাতী প্রকারের কথা বলিয়াছেন তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য ইহা বলা হইতেছে। তাহার অন্তঃপাতী প্রভেদ প্রতিপাদনপূর্ব্বক এবং প্রথম উদ্দ্যোতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার প্রতিপাদন করিবার জন্য ইহা বলা হইতেছে। মূলতঃ যে দুই প্রভেদ আছে তাহাতে কারিকাকারেরও সম্মতি আছে ইহাই ভাবার্থ। 'সংক্রমিত'—ইহার মধ্যে যে ণিজন্ত প্রয়োগ আছে তদ্দ্বারা এবং তিরস্কৃত শব্দের দ্বারাও ইহাই বলা হইল যে ব্যঞ্জনাব্যাপারে যে সকল সহকারিবর্গ আছে এই অর্থান্তরসংক্রমণ তাহাদেরই প্রভাব। যে বাচ্য অবিবক্ষিত হওয়ায় অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি এই নামকরণ হইয়াছে সেই বাচ্য দুই প্রকারের। যদি কোন অর্থ বাচ্যভাবে উৎপন্ন হইয়াও সমগ্রের সহিত অনুপযোগিতাবশতঃ

এই যে দুই প্রকারের ভেদের কথাও বলা হইল ইহাদের দ্বারা ব্যঙ্গ্যেরই বৈশিষ্ট্য সূচিত হইল। তাই ব্যঙ্গ্যপ্রকাশনপর ধ্বনিরই এই প্রকারভেদ।

তন্মধ্যে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনির উদাহরণ—

"মেঘসমূহের স্নিগ্ধশ্যামলবর্ণবিশিষ্ট শোভা আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ; বিকম্পিত বলাকাশ্রেণী মেঘে সঞ্চরণ করিতেছে ; জলকণাবাহী বাতাস বহিতেছে ; মেঘবন্ধু ময়ূরগণের সুস্বন কেকাধ্বনি শোনা যাইতেছে। ইহারা যেমন খুসী থাকুক ; আমি অতিশয় কঠোরহৃদয় রাম বাঁচিয়া আছি এবং সব সহ্য করিতেছি। কিন্তু বৈদেহীর কি হইবে ? হাহা, হা দেবি, তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর।"

বাচ্যাতিরিক্ত অন্য কোন ধর্ম্মের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে লক্ষণাশক্তির দ্বারা অন্য কোন অর্থ লক্ষিত করে তবে সেই অর্থ লক্ষিত অর্থের অনুগত হয় বলিয়া তাহা সূত্রের ন্যায় বর্ত্তমানই থাকে। সে রূপান্তরে পরিণত হইয়াছে এই কথা বলা হইয়া থাকে। যে অর্থের উপপত্তিই হয় না এবং অর্থান্তর গ্রহণের উপায়মাত্র হইয়াই যাহা পলায়ন করে বলিয়া মনে হয় তাহাকে তিরস্কৃত (আচ্ছন্ন) বলা হইয়াছে। যখন ব্যঙ্গ্যাত্মক ধ্বনির ভেদই নিরূপিত হইতেছে তখন বাচ্যের ভেদ দুই রকমের এইরূপ ভেদকথন সঙ্গত নহে এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে—তথাবিধাভ্যাং চেতি। 'চ'-শব্দ যেহেতু অর্থে। ব্যঞ্জকের বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই ব্যঙ্গ্যবৈচিত্র্যের কথা বলা যুক্তিযুক্ত। ব্যঞ্জক অর্থে যদি 'ধ্বনি' শব্দের প্রয়োগ হয় তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। যাহার দ্বারা ভেদ প্রতিপাদন করা হইবে তাহা যদি সার্থকনামা হয় তবে তদ্দ্বারা লক্ষণও সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে লক্ষণের কথা না বলিয়া উদাহরণই দিতেছেন—অর্থান্তর সংক্রমিতবাচ্যো যথেতি। এই শ্লোকে 'রাম'-শব্দ কাব্যের বিষয়—ইহাই সঙ্গতি। স্নিগ্ধয়া—মেঘের সম্পর্কে আসিয়া যে সরসতা পাইয়াছে, শ্যামলয়া দ্রাবিড় দেশীয় রমণীর বর্ণের মত কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট যে কান্তি অর্থাৎ চাকচিক্য তাহার দ্বারা, লিপ্ত—আচ্ছুরিত, বিয়ৎ—আকাশ, যৈঃ—যাহাদের দ্বারা, বেল্লন্ত্যঃ—শব্দায়মান, সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত্যঃ—উড্ডীয়মান হইয়া, মেঘদিগের শ্যামলতা ও বলাকাদের শুভ্রত্বের জন্য আনন্দবশতঃ ; বলাকাঃ—শুভ্রবর্ণ

এখানে 'রাম' শব্দ। যে সমস্ত অন্য ধর্ম্ম ব্যঙ্গ্য হইয়াছে তাহাদের দ্বারা রূপান্তরিত সংজ্ঞীকেই ইহার দ্বারা বোঝান হইতেছে—শুধু সংজ্ঞী রামকেই নহে।

অথবা যেমন মৎ প্রণীত বিষমবাণলীলায়—

"সেই সময়ই গুণ গুণ বলিয়া গৃহীত হয় যখন সহৃদয় ব্যক্তিরা তাহা গ্রহণ করেন। রবিকিরণের দ্বারা গৃহীত হইয়াই কমল কমল-পদবাচ্য হয়।"

এখানে দ্বিতীয় 'কমল' শব্দ।

পক্ষিবিশেষ যাহাদের মধ্যে তাহারা, এবংবিধ মেঘসমূহ। এইরূপ আকাশের দিকে তো সহজে তাকান যায় না। দিক্‌গুলিও দুঃসহ, যেহেতু বায়ুসকল সূক্ষ্মজলকণা-উদ্গারী। বহুবচনের (বায়ুশব্দের) দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে ইহারা মন্দ মন্দ গতিতে অস্থিরভাবে এদিক্ ওদিক্ সঞ্চরণ করিতেছে। তাহা হইলে গুহার মধ্যে কোথাও প্রবেশ করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—মেঘের যাহারা সুহৃদ্ অর্থাৎ মেঘের মধ্যে থাকে যে সকল শোভনহৃদয় ময়ূরগণ তাহাদের আনন্দের দ্বারা অথবা হর্ষের দ্বারা, কলাঃ—ষড়জস্বরপ্রকাশক তাই মধুর, কেকাঃ—শব্দবিশেষ। ইহারা দুঃসহ মেঘবৃত্তান্ত সবই স্মরণ করাইয়া দিতেছে; ইহারা নিজেরাও দুঃসহ। এইভাবে উদ্দীপন-বিভাবের দ্বারা রামচন্দ্রের বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররস উদ্বোধিত হইয়াছে। রতি নায়ক ও নায়িকা উভয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করে; বিভাবগুলি স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধে সমান ভাবে প্রযোজ্য এই কথা মনে করিয়া এখান হইতেই (কামং সন্তু) প্রিয়তমার কথা হৃদয়ে নিহিত রাখিয়াই নিজের বৃত্তান্তসমূহ বলিতেছেন—কামং সন্তিতি। দৃঢ়ং—সাতিশয়। কঠোরহৃদয় ইতি। 'রাম'-শব্দের দ্বারা একটি বিশেষ অর্থ যাহাতে ধ্বনিত হয় তাহার অবকাশ দেওয়ার জন্য 'কঠোরহৃদয়' পদের প্রয়োগ। যেমন "তদেগাহং" (৩।১৬) ইত্যাদি শ্লোকেও 'নতভিত্তি'-শব্দ। কঠোরহৃদয় না হইলে 'রাম'-শব্দের দ্বারা দশরথের বংশে জন্ম, কৌশল্যার স্নেহলাভ, রাজকুমারের বাল্যজীবন, সীতালাভ প্রভৃতিতে যে অপর অর্থ সূচিত হয় তাহা কেন ধ্বনিত হইবে না? অস্মীতি—আমি তো সেই ব্যক্তিই আছি (ভবামি)! ভবিষ্যতীতি—

অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্যপ্রভেদের উদাহরণ পাওয়া যায় আদিকবি বাল্মীকির এই শ্লোকে—

"চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্য্যে সংক্রমিত হইয়াছে; তাহার মুখমণ্ডল তুষারে আবৃত। নিঃশ্বাসান্ধ দর্পণের ন্যায় চন্দ্র প্রকাশিত হইতেছে না।"

এইখানে দ্বিতীয় 'অন্ধ' শব্দ।

"আকাশ মত্তমেঘে আচ্ছন্ন, বনানীর অর্জ্জুন বৃক্ষগুলি ধারাকম্পিত, চন্দ্রের অহঙ্কার বিনষ্ট। কৃষ্ণবর্ণ হইলেও রাত্রিগুলি হৃদয় হরণ করিতেছে।"

এখানে 'মত্ত' ও 'নিরহঙ্কার' শব্দদ্বয়।

ভূ-ধাতু এখানে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ—তিনি কি করিবেন? 'ভূ'-ধাতুর মুখ্য অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই (ভবনই) অসম্ভব। এইভাবে স্মরণোদ্দীপক শব্দ এবং "না জানি তিনি কি করিবেন?" এই প্রকারে সংশয় (বিকল্প) প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে উদিত হওয়ায় হৃদয়নিহিত প্রিয়াই প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন এবং আবেগপ্রাবল্যে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া পড়িবে এই মনে করিয়া সসম্ভ্রমে বলিতেছেন—হাহা হেতি। দেবীতি। তোমার পক্ষে ধৈর্য্যই যুক্তিযুক্ত। অনেনেতি। 'রাম'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুপযোগী হওয়ার জন্য—ইহাই ভাবার্থ। রামের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন প্রভৃতি অসংখ্য প্রয়োজনকে আশ্রয় করিয়া 'রাম'-শব্দ যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে তাহাই ব্যঙ্গ্য হইয়াছে। এই সকল প্রয়োজন অসংখ্য বলিয়া শুধু অভিধার দ্বারা তাহাদিগকে লাভ করা যায় না। যদি মনে করা যায় যে একটির পর একটি করিয়া অর্থ অভিধার দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে তাহা হইলেও সেইগুলি যুগপৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না। তাই যে বিচিত্র চর্ব্বণা অতিশয় চারুত্বের সৃষ্টি করে তাহার উপলব্ধি হইবে না। প্রতীয়মানের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার মধ্যে এই অসংখ্য প্রয়োজননিচয়ের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য পৃথক্‌ভাবে স্পষ্ট হয় না বলিয়া ইহা নানারূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন চমৎকারজনক পানকরসে (সরবতে) পিষ্টক, গুড়, মোদক প্রভৃতি সম্মিশ্রিত হইয়া বিচিত্র চর্ব্বণার বিষয়ীভূত হয়

এইখানেও তদ্রূপ; অথচ ইহা অলৌকিক। এই জন্যই বলা হইয়াছে—উক্ত্যন্তরেণাশক্যং যৎ (১।১৫) ইত্যাদি। প্রতীয়মানের দ্বারাই যে প্রয়োজনের উৎকর্ষ হয় এই বিচিত্র সম্মিশ্রিত চর্ব্বণাই তাহার হেতু। 'মাত্র'-শব্দের দ্বারা বলিতেছেন যে সংজ্ঞী 'রাম'-শব্দের অর্থ আচ্ছন্ন বা তিরস্কৃত হয় নাই। যথাচেত্যাদি। তালা—তদা; তখন। জালা—যদা; যখন। ঘেপ্পন্তি—গৃহীত হয়। অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার বলিতেছেন—রবিকিরণেতি। কমলশব্দ ইতি সংজ্ঞী কমলশব্দ লক্ষ্মীপাত্রত্বাদি অন্য শত ধর্ম্মে পরিণত হইয়া যে বিচিত্রতা লাভ করিতেছে তাহাকেই ব্যক্ত করিতেছে। তাই তাহার ('রাম'-শব্দের) খাঁটি মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে সেই অর্থে ঐ শব্দের অন্যান্য ধর্ম্ম সমুদায় বাধার নিমিত্ত হয়। সেই নিমিত্তের জন্য 'রাম'-শব্দ ধর্ম্মান্তরে পরিণত অর্থ লক্ষিত করিতেছে। অন্য শব্দের দ্বারা বাচ্য নহে এইরূপ অসাধারণ ধর্ম্মান্তরগুলিই ব্যঙ্গ্য। কমল-শব্দও এইরূপ। 'গুণ'-শব্দে কেহ কেহ জোর করিয়া ধর্ম্মান্তর আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রতীতিযোগ্য নহে। মুখ্য অর্থের অনুপযোগিতার জন্য যে বাধা হয় তাহাই ধ্বনির বিষয়; লক্ষণা ইহার মূল। হৃদয়দর্পণে বলা হইয়াছে—"হা! হা!—এখানে আবেগপ্রকাশক অর্থই চমৎকার সৃষ্টি করিতেছে।" কিন্তু সেই ভাবে দেখিলেও আবেগ (সংরম্ভ) বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারেরই ব্যভিচারী ভাব: তাই এখানে রসধ্বনিই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। 'রাম'-শব্দের দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় তাহার সহায়তা ব্যতীত শুধু 'রাম'-শব্দের দ্বারা অর্থের বোধই হইতে পারে না। আমি 'রাম' সহ্য করি, কিন্তু তাঁহার কি হইতেছে—এইরূপই না হয় হইল। কিন্তু 'কমল'-শব্দে কি আবেগ রহিয়াছে? এই পর্য্যন্তই থাকুক্। মুখ্য অর্থের অনুপযোগিতার জন্য যে বাধা তাহা এখানে আছে। তাই এই লক্ষণামূলকত্বের জন্য ইহার অবিবক্ষিতবাচ্যপ্রকারত্ব প্রমাণিত হইল, কারণ বিশুদ্ধ বাচ্য অর্থ এখানে বিবক্ষিত হয় নাই। বিশুদ্ধ বাচ্য অর্থের যে বিশিষ্ট ধর্ম্মীরূপ তাহা আচ্ছন্নও হয় নাই; কারণ লক্ষণাব্যঞ্জনার দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহা তাহারই মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। অতএব প্রাচীনদের কথার যুক্তি অনুসারেই কথিত হইয়াছে—আদিকবেরিতি। লক্ষ্যবিষয়ে ধ্বনির প্রসিদ্ধতা বলিতেছেন—রবীতি। হেমন্তবর্ণনায় পঞ্চবটীতে রামের এই উক্তি। অন্ধঃ—বিনষ্টদৃষ্টি। জন্মান্ধেরও গর্ভে দৃষ্টি বিনষ্ট হয়। "এই অন্ধ ব্যক্তি সামনেও দেখিতে পায় না"—এই উদাহরণে

যে ধ্বনির মধ্যে বাচ্য বিবক্ষিত হয় তাহার আত্মার দুইটি ভেদ সুসম্মত—যেখানে প্রকাশের ক্রম বা ব্যবধান লক্ষিত হয় না এবং যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ ক্রমে প্রকাশিত হয় ।২॥

মুখ্যভাবে প্রকাশমান ব্যঙ্গ্য অর্থ ধ্বনির আত্মা। সে বাচ্য অর্থের অপেক্ষা রাখে। কখনও কখনও বাচ্য অর্থ হইতে ক্রম বা ব্যবধান লক্ষিত হয় না বলিয়া ইহা বাচ্য অর্থের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়।

তন্মধ্যে ঃ—

রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও প্রশান্তি—ইহাদের প্রকাশে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম লক্ষিত না হইলে এবং ইহারা অঙ্গীভাবে প্রতিভাত হইলে ধ্বনির আত্মারূপে ব্যবস্থিত থাকে ।৩॥

'অন্ধ' শব্দের মুখ্য অর্থ খানিকটা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু অত্যন্তভাবে নহে। কিন্তু বর্ত্তমান উদাহরণে দর্পণে অন্ধ শব্দের প্রয়োগ কিছুতেই হইতে পারে না —আরোপ করিয়াও নহে। অন্ধ ব্যক্তি যে পদার্থকে স্ফুট করিয়া দেখিতে পারে না, ইহা তাহার দৃষ্টিনাশের জন্য এবং ইহাকে নিমিত্ত করিয়া 'অন্ধ'-শব্দ লক্ষণার দ্বারা দর্পণকে বুঝাইতেছে। ইহা অসাধারণ শোভাহীনতা, অনুপযোগিতা প্রভৃতি ধর্ম্মান্তরজাত অসংখ্য প্রয়োজন প্রকাশ করিতেছে। ভট্টনায়ক যে বলিয়াছেন—" 'ইব'-শব্দের সংযোগের জন্য এখানে গৌণ অর্থ একেবারেই নাই", তাহা শ্লোকের অর্থ বিচার না করিয়াই বলিয়াছেন। 'ইব'-শব্দ দর্পণ ও চন্দ্রমার সাদৃশ্যই দ্যোতনা করিতেছে। নিঃশ্বাসান্ধঃ—ইহা আদর্শের বিশেষণ। 'ইব'-শব্দকে যদি অন্ধার্থের সঙ্গে যোজনা করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উদাহরণটি এইরূপ দাঁড়ায়—আদর্শই চন্দ্রমা। এইভাবে যোজনা করিলে ইব-শব্দের প্রয়োগ কষ্টকল্পনাপ্রসূত হইবে। নিঃশ্বাসের দ্বারা যেন অন্ধ ; এইরূপ আদর্শ এবং তাহারই মত চন্দ্রমা—এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত হয় না। এই জাতীয় কল্পনা জৈমিনীয় সূত্রে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে প্রযোজ্য, কাব্যে নহে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। গঅণমিতি। 'চ'-শব্দ 'তথাপি'-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গগন মত্তমেঘাচ্ছন্ন হইলেও, কেবল তারকাখচিত হইলেই নহে। বনসমূহের অর্জ্জুন বৃক্ষগুলি প্রবল বর্ষণে ভগ্নপ্রায় হইলেও, শুধু যে মলয়বায়ুর দ্বারা আম্রবৃক্ষ আন্দোলিত হইলেই তাহা নহে।

নিরহঙ্কারমৃগাঙ্কাঃ—চন্দ্রের অহঙ্কার যেখানে বিদূরিত হইয়াছে এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি, কেবল শুভ্রকিরণে ধবলিত রাত্রিই নহে। হরন্তি—উৎসুক করে। 'মত্ত'-শব্দের নিজের অর্থ এখানে একেবারেই অসম্ভব; মদ্যপানজনিত উন্মত্তাত্মক অর্থ বাধিত হওয়ায় সাদৃশ্যের জন্য মেঘকে লক্ষিত করিয়া ইহা অসংযমকারিত্ব ও দুর্নিবারত্ব প্রভৃতি সহস্র অন্য ধর্ম্ম ধ্বনিত করিতেছে। 'নিরহংকার'-শব্দের দ্বারাও চন্দ্রকে লক্ষিত করিয়া নিরহংকারজনিত তাহার মলিনতার অনুযায়ী শোভা-হীনতা এবং উন্নতির ইচ্ছারূপ জিগীষায় ত্যাগ প্রভৃতি ধ্বনিত হইতেছে।১॥

অবিবক্ষিতবাচ্যের যে পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা কেমন করিয়া সিদ্ধ হইল; আপনা হইতেই আপনার ভেদ হইতে পারে না; বিবক্ষা ও অ-বিবক্ষার মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে বলিয়া বিবক্ষিত-বাচ্য হইতে এই অবিবক্ষিতবাচ্যের প্রভেদ হইবে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন অসংলক্ষ্যেতি। যাহার ক্রম সম্যক্‌রূপে লক্ষিত করা সম্ভব নহে সেইরূপ উদ্দ্যোত বা প্রকাশচেষ্টা ইহার—এইভাবে বহুব্রীহি সমাস। ধ্বনি-শব্দের সান্নিধ্যবশতঃ অভিধেয়ের বিবক্ষার দ্বারা অন্যপরত্ব (অন্যের উপরে নির্ভরশীলতা) এখানে আক্ষিপ্ত হইতেছে। তাই নিজে স্পষ্ট করিয়া অন্য-পরত্বের কথা বলেন নাই। ধ্বনেরিতি—ব্যঙ্গ্যের। আত্মেতি। বাচ্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্যের যে ভেদ হয় তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে। এখন দ্যোতন ব্যাপারকে অবলম্বন করিয়া ব্যঙ্গ্যের ভেদের কথা বলা হইতেছে; ইহা নিজের মধ্যেই পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। ব্যঙ্গ্য ধ্বনির প্রকাশ ব্যাপারে নিজের মধ্যে কি ক্রম থাকিতে পারে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ব্যাচ্যার্থাপেক্ষয়েতি। বাচ্য অর্থ অর্থাৎ বিভাবাদি।২॥ তত্রেতি। তাহাদের দুইটির মধ্য হইতে। যে রসাদি ধ্বনির বিষয় তাহা ক্রমবিহীন হইয়াই ধ্বনির আত্মা হয়। কিন্তু রসাদি যে কেবল ক্রমবিহীনই হইবে তাহা নহে। কদাচিৎ তাহার ক্রমিকত্বও দেখা যায়। তখন ইহা অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুস্বানরূপ ভেদ হিসাবে প্রকাশিত হয়—ইহা বলা হইবে। 'আত্মা'—শব্দ ধ্বনির প্রকার নির্দ্দেশ করিতেছে। সুতরাং রসাদি যে বিষয় তাহা ধ্বনির 'অক্রম'-নামা প্রভেদের বিষয়। ইহার আর একটি নাম অসংলক্ষ্যক্রম। আচ্ছা, সর্ব্বদাই কি রসাদি বিষয় ধ্বনির প্রকার হইয়া থাকে? না, তাহা নহে। এইজন্য বলিতেছেন—ভাসমান ইতি। যেখানে রসাদি অঙ্গীরূপে প্রধান হইয়া অবভাসিত হয় সেইখানেই এইরূপই হইবে। "গুণীকৃত স্বার্থৌ" (নিজেকে ও

অর্থকে গৌণ করিয়া) ইত্যাদিতে (১।১৩) ধ্বনির এই সাধারণ লক্ষণ করা হইয়াছে, সেইখানেও ইহাও নিরূপিত হইয়াছে ; তথাপি রসবদ্‌ প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রকাশনের অবকাশে ইহা পুনরায় বলা হইয়াছে। সেই রস প্রভৃতি বিষয় সকল কাব্যেই থাকে ; এমন কাব্য হইতেই পারে না যাহা রসাদিশূন্য। যদিও রসের জন্যই সকল কাব্য প্রাণবান্‌ হয় তথাপি রস একেবারে নিবিড় ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া চমৎকারাত্মক হইলেও কোথাও কোথাও ইহার কোন একটি প্রযোজক অংশ হইতে অধিক চমৎকার সঞ্জাত হয়। সেইখানে যদি ব্যভিচারী ভাব অতিরিক্ত পুষ্ট হইয়া চমৎকারাতিশয্যের প্রযোজক হয় তাহা হইলে তাহাকে বলে ভাবধ্বনি। যেমন—"সে হয়ত তিরস্করণী বিদ্যার সাহায্যে লুকাইয়া আছে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না ; আবার আমার প্রতি তাহার মন আর্দ্র হইয়া থাকিবে। সে আমার সম্মুখে থাকিলে অসুরেরাও আমার নিকট হইতে তাহাকে হরণ করিয়া লইতে পারে ন। অথচ সে একেবারে আমার নয়নের অগোচর হইয়াছে—ইহাই আশ্চর্য্য।" এখানে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররস থাকিলেও বিতর্ক নামক ব্যভিচারী ভাবই চমৎকৃতির কারণ হইয়া অতিশয়িতরূপে আস্বাদিত হইতেছে। ব্যভিচারী ভাব তিন প্রকারের—উদয়, স্থিতি ও নাশ ধর্ম্মী। এইজন্যই বলা হইয়াছে—"যে ভাবগুলি নানা রূপে অথচ স্থায়ীভাবের অভিমুখে সঞ্চরণ করে তাহারাই ব্যভিচারী। তন্মধ্যে ব্যভিচারীর কোথাও উদয়াবস্থায় প্রযুক্ত হয় ; —যেমন—"নায়ক ভুল করিয়া অন্য নায়িকার নাম বলিয়া ফেলিয়াছে। তাহা নায়িকার কর্ণ-গোচর হইলে সে শয্যায় শায়িত হইয়াও প্রত্যাবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিল। বারংবার সেইরূপ চেষ্টাও করিল ; তাহা প্রকৃতপক্ষে করিলও বটে। কিন্তু তন্বঙ্গী তাহার এক শিথিল বাহুলতা নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়ের বক্ষ হইতে স্তন-ভর আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতে পারিল না।" এখানে প্রণয়কোপ উদ্যত হইতে উন্মুখী হইয়া সেই অবস্থায়ই অবস্থান করিল, কিন্তু উদ্গত হইতে পারিল না। কোপের উদয়ের অবকাশের নিরাকরণের জন্য কোপের ঐরূপ ভাবে অবস্থানই এই শ্লোকে আস্বাদনের প্রাণস্বরূপ হইয়াছে।" "তিষ্ঠেৎ কোপবশাৎ"—পূর্ব্বোদ্ধৃত এই শ্লোকে ভাবের স্থিতি আস্বাদ্যতা লাভ করিয়াছে। কোথাও ব্যভিচারীভাব প্রশমাবস্থার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া চমৎকার-কারণ হইয়া থাকে। যেমন পূর্ব্বে উদাহৃত হইয়াছে—"একস্মিন শয়নে পরাঙ্মুখতয়া" (পৃঃ ৭৬) ইত্যাদি। ইহা ব্যভিচারী ভাবের প্রশম এইরূপ

রসাদি বিষয় যেন বাচ্যের সহিত এক সঙ্গেই অবভাসিত হয়। তাহা অঙ্গী হইয়া অবভাসিত হইলে ধ্বনির আত্মা হয়।

রসবদ্ অলঙ্কার হইতে যে অসংলক্ষ্যক্রমধ্বনির বিষয় বিভিন্ন তাহা এখন দেখান হইতেছে—

যে কাব্য বিবিধাত্মক বাচ্যবাচকের চারুত্ব হেতু রসাদির উপর নির্ভর করে তাহা ধ্বনির বিষয়—ইহাই সুসম্মত ।৪।।

বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভেরও প্রশম কথিত হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। কোথাও আবার দুইটি ব্যভিচারী ভাবের সংযোগই চর্ব্বণার বিষয় হয়। যেমন—"যে ঈর্ষ্যাশ্রুশোভিত নায়িকার মুখচুম্বন করিয়াছে সে অমৃতরস পান করিবার তৃপ্তির সহিত পরিচিত হইয়াছে।" ঈর্ষ্যা শব্দের দ্বারা কোপ বর্ণিত হইলেও যে নায়িকা কোপে আরক্তিম এবং যে গদ্গদকণ্ঠে মন্দ মন্দ রোদন করিতেছে তাহার মুখে যে চুম্বন করিয়াছে সে বিশ্রাম করিয়া অমৃতরস পানের তৃপ্তি জানিয়াছে। এইখানে কোনও প্রসাদের সংযোগ ধ্বনিত হইয়া চমৎকারের বিষয় হইতেছে। কোথাও এক ব্যভিচারীর সঙ্গে অন্য ব্যভিচারীর মিশ্রণ হইতেই চর্ব্বণার বিশ্রান্তি হয়। যেমন—"কোথায় চন্দ্রবংশ আর কোথায় এই কুকার্য্য। অহো! তাহাকে যদি আর একবার দেখা যাইত! দোষের প্রশমের জন্যই শাস্ত্রবচন আমার শোনা আছে। সেই মুখ ক্রোধেও সুদর্শন। নিষ্পাপ ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা কি বলিবেন? আহা, সে তো স্বপ্নেও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। হৃদয় তুমি শান্ত হও। আহা, কে সে ভাগ্যবান্ যুবক যে তাহার মুখচুম্বন করিবে?" এখানে বিতর্ক ও ঔৎসুক্য জ্ঞান ও স্মরণ, শঙ্কা ও দৈন্য, দৈর্ঘ্য ও চিন্তন—ইহারা একসঙ্গে থাকিয়া পরস্পরের প্রতি বাধ্যবাধক ভাবাপন্ন হইয়াছে। অবশেষে চিন্তাকেই প্রাধান্য দেওয়ায় তাহাই পরম আস্বাদের বিষয় হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ে এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। কারিকায় (রসভাবতদাভাসতৎপ্রশান্ত্যাদিরক্রমঃ) 'আদি' -শব্দের দ্বারা ভাবোদয়, ভাবসন্ধি, বহুভাবের সম্মিলন প্রভৃতি বুঝাইতেছে। আপত্তি হইতে পারে যে বিভাব ও অনুভাবের সাহায্যেই অধিক চমৎকারের উপলব্ধি হয় এইরূপ দেখা যায়; তাহা হইলে তো এই প্রকারে বলা যাইতে পারে বিভাব ধ্বনি, অনুভাব ধ্বনি। কিন্তু এইরূপ হয় না। কারণ বিভাব

ও অনুভাব স্বশব্দের দ্বারা সোজাসুজিভাবে বাচ্য হইতে পারে। তাহাদের চর্ব্বণাও চিত্তবৃত্তির মধ্যেই পর্য্যবসিত হয়; তাই রস ও ভাব হইতে তাহা অধিক চর্ব্বণীয় হয় না। যদি বিভাব ও অনুভাবই ব্যঙ্গ্য হইতে পারে তাহা হইলে বস্তুধ্বনি স্বীকার করিতে কি আপত্তি হইতে পারে? যদি বিভাব ও অনুভাবের আভাস হইতে রতির আভাসের উদয় হয় তাহা হইলে বিভাব ও অনুভাবের আভাস হইতে চর্ব্বণার আভাস হয় এবং তাহা রসাভাসের বিষয়। যেমন রাবণকাব্যশ্রবণে শৃঙ্গারাভাস প্রতীত হয়। যদিও ভরত মুনি নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, "শৃঙ্গারের যে অনুকরণ তাহাই হাস্যরস," তথাপি হাস্যরসের উদয় হয় পরে। "দূর হইতে আকর্ষণকারী মোহজনক মন্ত্রের মত সেই নাম আমার শ্রুতিগোচর হইলে, তোমাকে ছাড়া আমার চিত্ত এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না।"—এখানে কিন্তু হাস্যরসের চর্ব্বণার অবসর নাই। আপত্তি হইতে পারে যে এখানে তো রতি স্থায়ী ভাব নাই। ইহা রতি এমন কথা কে বলিল? কারণ এখানে তো পরস্পরের মধ্যে কোন প্রণয়-বন্ধনই নাই। ইহা রতির আভাসই বটে। এই জন্যও ইহা রসের আভাস যেহেতু "সীতা আমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে বা বিদ্বেষের ভাব প্রদর্শন করিতেছে।"—এইরূপ চিন্তা রাবণের হৃদয় স্পর্শ করে না। এই প্রকারের প্রতিপত্তির স্পর্শ হইলে তাহারও মন হইতে অভিলাষই বিলীন হইয়া যাইবে। "সে আমার প্রতি অনুরক্ত।"—কামজ মোহ হইতে এইরূপ নিশ্চিত ধারণাও হয় নাই। সেই জন্যই এখানে শৃঙ্গারের আভাসত্ব। শুক্তিতে যেমন রজতের আভাস হয় এখানেও ঠিক সেইরূপ। "শৃঙ্গারের অনুকৃতি হাস"—এইরূপ প্রয়োগ করিয়া ভরতমুনিও ইহাই সূচিত করিয়াছেন। 'অনুকৃতি' শব্দের অর্থ অমুখ্যতা অর্থাৎ আভাস—এই একটি অর্থ। অভিলাষ নায়ক নায়িকার একজনের মধ্যে থাকিলে সেই সকল জায়গায় 'শৃঙ্গার' শব্দের ব্যবহার হইলে শৃঙ্গারাভাস বলিয়া বুঝিতে হইবে। শৃঙ্গারের প্রয়োগের দ্বারা বীরাদি রসেরও আভাসতা উপলক্ষিত হইয়াছে। এইভাবে এক রস-ধ্বনি হইতেই এই সকল ভাবধ্বনি প্রভৃতি নিঃষ্যন্দিত হইয়া আস্বাদ ব্যাপারে প্রধান প্রযোজক অংশ হিসাবে পৃথক্‌ভাবে বিভক্ত হইয়া ব্যবস্থাপিত হয়, যেমন গন্ধব্যাপারতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা একজায়গায় পরিব্যাপ্ত সমগ্র গন্ধ উপভোগ করিয়াও বলিতে পারেন, ইহা শুধু মাংসীরই সৌরভ। তাহাই রসধ্বনি যেখানে প্রধানতঃ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সম্মিলনে স্থায়ী ভাবের

উদয় হইয়াছে এবং তাহার আস্বাদনকারী সহৃদয় ব্যক্তি স্থায়ী অংশের চর্ব্বণ করিয়া আস্বাদের উৎকর্ষ অনুভব করেন ; আস্বাদের প্রকর্ষই রসধ্বনি। যেমন —"আমার দৃষ্টি অতিকষ্টে উরুযুগলকে অতিক্রম করিয়া নিতম্বস্থলে অনেক-ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া ইহার মধ্যদেশে—যেখানে ত্রিবলীতরঙ্গের জন্য বন্ধুরতা আসিয়াছে—স্থির হইয়া রহিল। সম্প্রতি আমার দৃষ্টি তৃষিত হইয়াই যেন ধীরে ধীরে উচ্চস্তন আরোহণ করিয়া জলকণানিঃষ্যন্দী চক্ষু দুইটিকে পুনঃপুনঃ দেখিতেছে।" নায়িকা রত্নাবলী রাজার প্রতিকৃতি আঁকিয়াছেন দেখিয়া রাজা নর্মসচিবের কাছে বারংবার তাহার বর্ণনা দিলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় সংস্কৃত হওয়ার পর তিনি নায়িকার চিত্রফলক দেখিলেন বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে রতি স্থায়িভাব উদ্বোধিত হইল। এখানে বৎসরাজের রতি স্থায়িভাব বিভাব-অনুভাবের সংযোজনের জন্য চর্ব্বণার বিষয় হইয়াছে। এই রতিভাব রত্নাবলী ও বৎসরাজের উভয়ের পারস্পরিক আস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত প্রমাণিত হইল—রসাদি বিষয় অঙ্গীরূপে প্রকাশমান হইয়া অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির প্রকার হয়। ক্রম থাকিলেও তাহা লক্ষ্য হয় না ইহাই 'ইব' শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে। বাচ্যে-নেতি। বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা। ৩॥

আচ্ছা, যদি অঙ্গী হিসাবে অবভাসিত হয় বলিয়া বলা হয় তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই রসাদি কি কোথাও অঙ্গ হইয়া থাকে যে তাহার নিরাকরণের জন্য এই বিশেষণের প্রয়োজন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এই ভাবে আরম্ভ করিতেছেন—ইদানীং ইত্যাদি। রসবদ্, প্রেয়ঃ, উর্জস্বী, সমাহিত এই সকল অলঙ্কারে রসাদি অঙ্গ হইয়া অবস্থান করে। অঙ্গিত্বের নির্দ্দেশের দ্বারা সূচনা করিতেছেন যে রসাদি ধ্বনি রসবদ্ প্রভৃতি অলঙ্কারের অন্তর্ভূত নহে। বাচ্যেতি। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারের মধ্যে বস্তুধ্বনি অন্তর্ভূত হয় না। বাচ্য, বাচক এবং তাহাদের চারুত্বহেতু—এই দ্বন্দ্ব সমাস। বৃত্তিতেও শব্দ, অর্থ এবং অলঙ্কারও—এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস। মত ইতি। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, "রস যদি অপরের মধ্যে নিহিতভাবে প্রতীত হয় তাহা হইলে রসবেত্তা উদাসীন হইয়াই থাকেন। রামাদিচরিতময় কাব্য হইতে তাহা আত্মগত বলিয়াও প্রতীত হইতে পারে না। যদি নিজের মধ্যেই তাহা প্রতীত হয় তাহা হইলে নিজের হৃদয়ে উৎপত্তিবাদই স্বীকার

করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু সীতার প্রতি শৃঙ্গার রসের উৎপত্তি হয় ইহা বলা সঙ্গত হইবে না, কারণ রসবেত্তা সামাজিক লোকের পক্ষে সীতা রতি প্রভৃতির বিভাব হইতে পারে না। যদি মনে করা হয় যে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে কান্তা-বিষয়ক যে সাধারণ অনুভূতি থাকে তাহাই রত্যাদি বাসনার বিকাশের হেতু হইয়া সীতাকে বিভাবরূপে প্রযোজিত করে, তাহা হইলেও দেবতা বর্ণনাদি বিষয়ে তাহা কেমন করিয়া হইবে? এমন নহে যে কেহ রসোপলব্ধির সময় মধ্যস্থলে স্বীয় কান্তাকে স্মরণ করিয়া থাকে। অলোকসামান্য রামাদির সম্পর্কে যে সমুদ্রে সেতুবন্ধনাদি বিভাব বর্ণিত হয় তাহা কেমন করিয়া সাধারণত্ব লাভ করিবে? এমন হয় না যে শুধু উৎসাহাদিসম্পন্ন রামকেই স্মরণ করা হইয়া থাকে, যেহেতু সেইরূপ কোন পূর্ব্ব অনুভূতি নাই। যেমন প্রত্যক্ষদৃষ্ট নায়কমিথুনের প্রতীতি হইতে রস জন্মে না সেইরূপ কাব্যলিখিত শব্দ হইতে রসের প্রতীতি হয় ইহা স্বীকার করা হইলেও রসের উৎপত্তি হয় এমন কথা বলা যায় না। যদি রসের উৎপত্তিবাদ মানা যায় তাহা হইলে করুণরসের জন্য দুঃখ হওয়ায় করুণ দৃশ্য পুনরায় দেখিতে প্রবৃত্তি হইবে না। কিন্তু তাহা তো হয় না। অতএব রসের উৎপত্তি হয় না, আবার অভিব্যক্তিও হয় না। যদি বলা হয় যে শৃঙ্গার প্রভৃতি প্রথমে শক্তিরূপে নিহিত থাকিয়া পরে অভিব্যক্ত হয় তাহা হইলে সেই শক্তির জন্য রত্যাদির উদ্বোধক যে বিভাবাদি তাহার অর্জ্জনে কবির প্রবৃত্তির মধ্যে তারতম্য আসিয়া পড়িবে।* সুতরাং সেইখানেও রস আত্মগত হইয়া অভিব্যক্ত হইলে বা পরগত হইয়া অভিব্যক্ত হইলে—উভয়ত্র পূর্ব্বের ন্যায়ই দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং কাব্যের দ্বারা রস প্রতীত হয় না, উৎপন্ন হয় না, অভিব্যক্তও হয় না। অপিচ অন্য শব্দের সঙ্গে কাব্যাত্মার যে বৈলক্ষণ্য বা বৈষম্য দেখা যায়, তাহার কারণ ইহার মধ্যে তিন অংশ সমন্বিত ব্যাপার আছে—বাচ্যবিষয়ে অভিধায়কত্ব, রসাদিবিষয়ে ভাবকত্ব, সহৃদয়বিষয়ে ভোক্তৃত্ব। যদি ইহার শুধু অভিধা অংশই থাকিত তাহা হইলে ব্যাকরণাদি, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি হইতে শ্লেষাদি

---

* যেমন অন্ধকারস্থ ঘটাদির অধিক অধিক প্রকাশের জন্য মানুষেরা তাহার উপায়ভূত আলোকের অধিক অধিক অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হয় সেইরূপ যে রত্যাদি ভাবসমূহ অন্তঃস্থিত বাসনারূপে নিহিত থাকে তাহাদের অধিক অধিক অভিব্যক্তির জন্য তাহাদের উপায়ভূত বিভাবাদির অধিক অধিক অনুভবরূপ অর্জ্জনে সহৃদয় ব্যক্তিরা প্রবৃত্ত হইবেন।

(বালপ্রিয়া)

অলঙ্কারের পার্থক্য থাকিত কোথায়? উপনাগরিকাদি বৃত্তিভেদে যে বৈচিত্র্য হয় তাহাও অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়াইত। শ্রুতিকটুতা প্রভৃতি দোষ বর্জ্জনেরও কি প্রয়োজন থাকিত? সেই জন্যই রসভাবনা নামক দ্বিতীয় ব্যাপার আছে, যাহার বলে অভিধা হইতে ইহা পার্থক্য লাভ করে। রসের সম্পর্কে যাহা বিভাবাদির সাধারণত্ব সম্পাদন করে তাহাই কাব্যের ভাবকত্ব। রস ভাবিত হইলে তাহার ভোগ হয়। ইহা অনুভব, স্মরণ ও প্রতিপত্তি, হইতে পৃথক্; হৃদয়ের দ্রবণ, বিস্তার ও বিকাশাত্মক; রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা বিচিত্রিত সত্ত্বগুণসম্পন্ন নিজ চৈতন্যে অবস্থিত হইয়া লোকোত্তর আনন্দে ইহা বিশ্রান্তি লাভ করে। ইহা ব্রহ্মাস্বাদের সদৃশ; ইহা প্রধানভূত অংশ; এই ভোগীকরণ অংশই স্বতঃসিদ্ধ; যাহাকে ব্যুৎপত্তি বলা হয় তাহা অপ্রধানভাবেই থাকে।"

এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—রসের স্বরূপ লইয়াই প্রতিবাদীদের বিবাদ। তন্মধ্যে প্রথমপক্ষ এই—পূর্ব্ব অবস্থায় যাহা স্থায়ী তাহাই ব্যভিচারীর সম্পাত প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হয়, এই রস অনুকরণীয় নায়কনায়িকাদিতে নিহিত থাকে। যেহেতু ইহা নাট্যে প্রযুজ্যমান হয় সেই জন্য কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহা নাট্যরস। কিন্তু চিত্তবৃত্তি জলস্রোতের ন্যায়; তাই অন্য চিত্তবৃত্তির দ্বারা তাহার কি পরিপুষ্টি হইতে পারে? আবার বিস্ময়, শোক ও ক্রোধ প্রভৃতি ভাবগুলি ক্রমে দুর্বলই হইয়া পড়ে। সুতরাং রস অনুকরণীয় রামাদি চরিত্রে থাকে না। অনুকরণকারী অভিনেতার মধ্যেও ইহা থাকেনা। অভিনেতার মধ্যে রসোৎপত্তি হইলে তাহার পক্ষে নৃত্যগীতাদির লয় প্রভৃতির অনুসরণ সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি রসবেত্তা সামাজিকের মধ্যেই রস উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাহার মনে যে চমৎকার উপলব্ধি হয় সেই জিনিষটি কিরূপ? বরং করুণাদিতে তো দুঃখপ্রাপ্তিই হইবে। সুতরাং এই মতবাদ গ্রাহ্য নহে। তবে কোন্ মত গ্রাহ্য? স্থায়ী ভাবের অনন্ত বৈচিত্র্য; তাই একটি স্থির নিয়ত অবস্থায় তাহার অনুকরণ সাধ্যাতীত। তাহার কোন প্রয়োজনও নাই, যেহেতু চারিত্রিক বিশিষ্টতার প্রতীতি ব্যাপারে * সামাজিকেরা উদাসীনই

* রামাদিব্যক্তিবিশেষের চরিত্রে স্থায়ী ভাবের যে বৈশিষ্ট্য থাকে তাহা জানিয়া অভিনেতা তাহার অনুকরণ করিলে সামাজিকেরা সেইভাবেই তাহার প্রতীতি লাভ করিবেন এবং তাঁহারা রসবিষয়ে উদাসীন হইবেন এবং এইজন্য চতুর্ব্বর্গের উপায়ের ব্যুৎপত্তি হইবে না।

থাকেন ; কাজেই তাঁহাদের চতুর্ব্বর্গের উপায়ের কোন ব্যুৎপত্তি জন্মে না। সুতরাং অনিয়ত স্থায়ী ভাবকে উদ্দেশ্য করিয়া বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী প্রভৃতি সংযোজিত হয়। "এই সীতাকান্ত রাম সুখী"—এই জাতীয় স্থায়িবিষয়ক অনুমিতি হইয়া থাকে। ইহা প্রতীতিগোচর হইয়া চর্ব্বণাস্পদ হয়। ইহা স্মৃতি হইতে বিভিন্ন. স্থায়ী ভাব ইহার আধার ; সেইখানে ইহা প্রতীত হয় ; অনুকরণকারী নট ইহার আলম্বন ; এই প্রতীতি একান্তভাবে নাট্যগত এবং ইহাই রস। সে অন্য কোন আধারের অপেক্ষা রাখেনা। বরং যে নট অনুকরণীয় নায়কনায়িকার সঙ্গে অভিন্ন তিনি ইহার আশ্রয়-স্থল এবং সামাজিক রস আস্বাদন করেন—ইহা শুধু এইটুকুই। তাই কেহ কেহ বলেন, নাট্যেই রস, অনুকরণীয় চরিত্র প্রভৃতিতে নহে। অন্য কেহ কেহ বলেন, হরিতাল প্রভৃতির দ্বারা অশ্বের ছবি আঁকিলে যেরূপ বাস্তব অশ্বের প্রতীতি হয়, সেইরূপ অনুকরণকারী নটে অভিনয়াদি সামগ্রীর দ্বারা স্থায়ী ভাবের যে অবভাস হয় তাহাই রস। ইহার অপর নাম আস্বাদ এবং ইহা অলৌকিক প্রতীতির দ্বারা আস্বাদ্যমান হয়। এইরূপ নাট্য হইতে রসসমূহ প্রতীত হয় বলিয়াই ইহারা নাট্যরস। আবার অপর কেহ কেহ বলেন, বিভাব ও অনুভাবই বিশিষ্ট সামগ্রীর দ্বারা সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে সমর্পিত হইয়া রসে পরিণত হয়। সেই বিভাব ও অনুভাবের বিষয় যে স্থায়ী চিত্তবৃত্তি, তদুচিত বাসনার সঙ্গে এই বিভাবাদি সম্পর্ক এবং নিজের মধ্যে ... চর্ব্বণা পরিসমাপ্তি পাইয়াছে তাহা ইহার বিষয়। অতএব নাট্যই রস। অন্য কেহ কেহ বলেন শুধু বিভাবই রস, কেহ বলেন শুধু অনুভাব, কেহ বলেন কেবল স্থায়ী ভাব, কেহ বলেন ব্যভিচারী, কেহ বলেন ইহাদের সংযোগ, কেহ বলেন অনুকরণীয় চরিত্র, কেহ বলেন ইহাদের সমুদায়ই রস। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। লোকনাট্য ধর্ম্মিতুল্য * স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি এই দুই প্রকারের দ্বারা ও অলৌকিক প্রসন্ন, মধুর ও ওজস্বী শব্দের দ্বারা যে বিভাবাদি সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে সমর্পিত হয় তাহাদের সংযোগ হইতে কাব্যেও এই রসপদার্থের এই প্রকারেই প্রতীতি হয়। যদি বলিতে চাও যে এই কাব্য রসপ্রতীতি নাট্যরসপ্রতীতি হইতে বিভিন্ন

* যে নাট্য নানাপ্রকারের স্ত্রীপুরুষকে আশ্রয় করিয়া স্বভাবের অনুকরণ করে তাহাই লোকধর্ম্মী। যে নাট্যে পুরুষেরা স্বীয় পুরুষভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বর-অলঙ্কারাদির দ্বারা স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করে তাহা নাট্যধর্ম্মী। কাব্যের বক্রোক্তি ও স্বভাবোক্তি ইহাদের তুল্য।

তবে তাই হউক। উপায়ের বৈলক্ষণ্যের জন্য ইহার পথ যে কিরূপ হয় তাহা বলিতেছি। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে যে প্রথম পক্ষে প্রতীতিকে স্বগত অথবা পরগতভাবে কল্পনা করিয়া তাহার (ভট্টলোল্লটোক্ত উৎপত্তি পক্ষের) বিরুদ্ধে বহু যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। সকল মতানুসারেই প্রতীতি অপরিহার্য্য। রসের যদি প্রতীতিই না হয় তাহা হইলে তাহা পিশাচের ন্যায় অব্যবহার্য্য হইবে। কিন্তু প্রতীতিমাত্র সাধারণ ধর্ম্ম থাকিলেও যেমন উপায় বৈষম্যের জন্য প্রত্যক্ষ, আনুমানিক, বেদজ্ঞানসম্ভূত, প্রতিভাকৃত, যোগিপ্রত্যক্ষলব্ধ এইরূপ পার্থক্য থাকে সেইরূপ এই প্রতীতিও চর্ব্বণা বা আস্বাদন বা ভোগনামক একটি পৃথক প্রতীতি, যেহেতু হৃদয়সম্মিলনের দ্বারা সংস্কৃত যে বিভাবাদি ইহার নিদান তাহা অলৌকিক। যেমন "চাউল বা তণ্ডুল পাক করিতেছে" না বলিয়া সাধারণতঃ বলা হয় "ভাত বা সিদ্ধ অন্ন পাক করিতেছে" সেইরূপ প্রয়োগবলেই বলা হয় যে রসই প্রতীত হয়; প্রকৃত পক্ষে যে অর্থ প্রতীয়মান হয় তাহাই রস। বিশিষ্ট রকমের আস্বাদই প্রতীতি। নাট্যে সেই প্রতীতি লৌকিক অনুমান-ও প্রতীতি হইতে বিভিন্ন হইয়া প্রকাশিত হয়, কিন্তু লৌকিক অনুমান ও প্রতীতিকে ইহা উপায়স্বরূপে গ্রহণ করে। এইরূপে দেখা যাইবে যে কাব্যগত প্রতীতিও অন্য শব্দজনিত প্রতীতি হইতে বিভিন্ন, কিন্তু অন্য শব্দজনিত প্রতীতি ইহার উপায় বলিয়া ইহা তাহার অপেক্ষা রাখে। সুতরাং যে পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছিল তাহা উত্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়া গেল। যদি বলা হয় যে রামাদি চরিত্রের সঙ্গে সকলের হৃদয়সম্মিলন হইতে পারে না তাহা হইলে অবিমৃষ্যকারিতা হইবে, কারণ মনুষ্যচিত্তে বিচিত্র বাসনা থাকে। এইজন্যই বলা হইয়াছে—"বাসনাসমূহ অনাদি, কারণ আত্মা নিত্য। জন্ম, দেশ ও কালের ব্যবধান থাকিলেও স্মৃতি ও সংস্কার একই থাকে বলিয়া তাহারা অব্যবহিতই রহে।" সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে রস প্রতীত হয়। সেই প্রতীতি আস্বাদরূপ পরিগ্রহ করিয়া উৎপন্ন হয় এইরূপ বলা যাইতে পারে। সেই প্রতীতিতে বাচ্যবাচকস্থলে (অর্থাৎ কাব্যে) অভিধা-ব্যতিরিক্ত ব্যঞ্জনাত্মা ধ্বননব্যাপারই বর্ত্তমান থাকে। যে ভোগীকরণ ব্যাপারের কথা বলা হইয়াছে তাহা কাব্যাত্মক রসের বিষয় এবং তাহা ধ্বননাত্মকই, অন্য কিছু নহে। আমরা বিস্তারিতভাবে ইহাই দেখাইব যে ভাবকত্বব্যাপারও সমুচিতগুণালঙ্কারগ্রহণাত্মক। ইহা এমন কি অপূর্ব্ব

রস, ভাব এবং তাহাদের আভাস ও প্রশান্তির লক্ষণযুক্ত মুখ্য অর্থকে অনুসরণ করিয়া যেখানে শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার এবং গুণসমূহ পরস্পরের বৈশিষ্ট্যের জন্য এবং ধ্বনির উপরে নির্ভর করিবার জন্য বিভিন্নরূপে ব্যবস্থিত থাকে, সেই কাব্য ধ্বনি এইরূপ নামকরণ করা যাইতে পারে।

যেখানে বাক্যের প্রধান অর্থ অন্যত্র থাকে এবং রসাদি যেখানে অঙ্গভূত থাকে সেই কাব্যে রসাদি অলঙ্কার হয়, ইহা আমার মত।৫॥

যদিও অপরে রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় দেখাইয়াছেন, তবুও আমার মত এই যে যেখানে অন্য অর্থ প্রধানভাবে বাক্যার্থত্ব লাভ করিয়াছে সেইখানে যে সকল রস অঙ্গভূত হইয়াছে তাহারাই রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়। যেমন দেখা যায় যে প্রেয়ঃ অলঙ্কার বাক্যের বিষয়ীভূত হইলে চাটুবাক্যে লিখিত রসাদি অঙ্গভূতই হয়।

বস্তু? কাব্যও রসসমূহের ভাবক এই কথা বলিয়া ভট্টনায়ক রসের উৎপত্তি হয় এই মতবাদই পুনরুজ্জীবিত করিলেন। কাব্যে যে শব্দ ব্যবহৃত হয় কেবল তদ্দ্বারা ভাবকত্ব আসিতে পারে না; যেহেতু অর্থ সম্যক্‌রূপে না জানা হইলে ভাবকত্বের অভাব হইবে। কেবল অর্থেরও ভাবকত্ব হয় না, কারণ কাব্য ছাড়া অন্য শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ হইলে ভাবকত্বের সংযোগ হইবে না। দুইয়েরই যে ভাবকত্ব হয় এই কথা তো আমরাও বলিয়াছি—"যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থংব্যংক্তঃ" (১।১৩) কারিকায়। সুতরাং ব্যঞ্জনা নামক ব্যাপারের দ্বারা এবং গুণ ও অলঙ্কারের ঔচিত্যের সহকারিতার দ্বারা কাব্য ভাবকত্ব লাভ করিয়া রসগুলিকে ভাবিত করে। এইরূপে ভাবনার তিন অংশ থাকিলেও করণাংশে ধ্বননই রহিল। ভোগও কাব্যের শব্দের দ্বারাই করা হয়। বরং যে ভোগের অপর নাম আস্বাদ, যাহা চিত্তের অলৌকিক বিগলন-বিস্তার-বিকাশাত্মক এবং যাহা ঘনমোহান্ধকাররূপ আচ্ছাদনের অপসারণ করিয়া প্রবৃত্ত হয় সেই লোকোত্তর ব্যাপার যেখানে সম্পাদনীয় সেইখানে ধননব্যাপারকেই শিরোধার্য্য করিতে হইবে। রসের ধ্বননীয়ত্ব সিদ্ধ হইলে তাহার ভোগীকরণও স্বতঃসিদ্ধ হইবে। যাহা রজস্তম তাহার দ্বারা যে চমৎকৃতির উদয় হয় ভোগ তাহার অতিরিক্ত নহে।

সেই রসবদ্ অলঙ্কার অবিমিশ্র (শুদ্ধ) অথবা মিশ্রিত (সঙ্কীর্ণ) হইতে পারে। প্রথমের উদাহরণ—

"তুমি হাসিয়া কি করিবে? বহুদিন পরে তোমার দর্শন পাইয়াছি, আর আমার নিকট হইতে তুমি চলিয়া যাইতে পারিবে না। প্রবাসে থাকিবার জন্য তোমার এই কিরূপ রুচি? হে নিষ্ঠুর, তুমি কেন আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছ? ইহা বলিয়া তোমার শত্রুর স্ত্রীরা প্রিয়তমের কণ্ঠে বাহুবন্ধন নিবিড়ভাবে জড়াইয়া দেয়। স্বপ্নান্তে বুঝিতে পারিয়া তাহারা শূন্যবাহুবলয় হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকে।"

সত্ত্বাদিগুণের অঙ্গাঙ্গিভাবের বৈচিত্র্যের অবধি নাই; সুতরাং হৃদয়ের দ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা আস্বাদের গণনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। এই রসাস্বাদ পরব্রহ্মাস্বাদের সদৃশ হয়তো হউক। অপিচ ইহার ব্যুৎপাদন শাস্ত্র ও ইতিহাসের ব্যুৎপাদন হইতে বিভিন্ন। যদি কেহ বলেন যে "যেমন রাম তেমনি আমি হইব" এইরূপ সাদৃশ্য বুঝাইবার পরে এই উপমানের অতিরিক্ত, রসাস্বাদের উপায় স্বরূপ, স্বীয়প্রতিভার বিকাশরূপ দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে কাহাকে তিরস্কার করিব? অতএব ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল—রস প্রতীতির দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, রস্যমান হয়। তন্মধ্যে অভিব্যক্তি প্রধানভাবেও হইতে পারে, অপ্রধানভাবেও হইতে পারে। প্রধানভাবে হইলে ধ্বনি, অপ্রধানভাবে হইলে রসবদ্ অলঙ্কারাদি। তাই বলিতেছেন—মুখ্যার্থমিতি। ব্যবস্থিতা ইতি। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া। ৪ ॥

অন্যত্রেতি। রসস্বরূপে, বস্তুমাত্রে বা অলঙ্কারাদিতে। যে মতিরিতি অন্যপক্ষের দূষণীয়ত্ব হৃদয়ে নিহিত রাখিয়া নিজের অভীষ্ট মত বলিয়া স্বীয় পক্ষ পূর্ব্বে দেখাইতেছেন—তথাপীতি। যে নীতি ব্যাখ্যা করা হইবে তাহা অনুসরণ করিলে পরের দর্শিত মত প্রতিপন্ন হয় না। যস্মিন্ কাব্যে ইতি। এখানে সঙ্গতিহীন বাক্যটিকে স্পষ্ট করিতে হইলে এইভাবে যোজনা করিতে হইবে—যস্মিনকাব্যে...অর্থঃ। যে কাব্যে পূর্ব্বোক্ত রসাদি অঙ্গভূত; অন্য অর্থই বাক্যার্থীভূত। 'চ' এখানে 'কিন্তু' অর্থে। সেই কাব্যের সম্পর্কান্বিত যে রসাদি তাহারা অঙ্গভূত; তাহারা রসাদি অলঙ্কারের (রসবদ্ প্রভৃতির) বিষয়। তাহাই অলঙ্কারশব্দবাচ্য হয় যাহা অঙ্গভূত, অন্য যে প্রকার আছে

এখানে অবিমিশ্র করুণ রস অঙ্গভূত হওয়ায় এই শ্লোক স্পষ্টই রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়। এই জাতীয় বিষয়ে অন্যান্য রসও স্পষ্টই অঙ্গভূত হয়। যেখানে মিশ্রিত (সঙ্কীর্ণ) রসাদি অঙ্গভূত হয় তাহার উদাহরণ—

"শম্ভুর শরাগ্নি সাশ্রুনেত্রা ত্রিপুরযুবতীদিগকে স্পর্শ করিলে তাহারা উহাকে নিরস্ত করিয়া দিল; বসনাঞ্চল ধরিলে তাহারা উহাকে জোরে তাড়াইয়া দিল, কেশ স্পর্শ করিলে তাহারা উহাকে অনাদর করিয়া দূর করিয়া দিল, পায়ে পড়িলে আবেগজনিতত্বরায় উহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না। আলিঙ্গন করিতে আসিলে তাচ্ছিল্য করিয়া ফিরাইয়া দিল। মনে হয় অগ্নি যেন তাহাদের কামুক প্রণয়ী যে সম্প্রতি অপরাধ করিয়াছে। শম্ভুর এই শরাগ্নি তোমাদিগকে রক্ষা করুক।"

এখানে ত্রিপুররিপু শম্ভুর প্রভাবাতিশয্য বাক্যার্থ হইয়াছে এবং শ্লেষযুক্ত ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভ রস অঙ্গ হইয়াছে। এবংবিধ উদাহরণ রসবদ্ অলঙ্কারের ন্যায্য বিষয়।

অর্থাৎ যাহা অঙ্গী তাহা অলঙ্কারশব্দবাচ্য নহে। এই বিষয়ের উদাহরণ বলা হইতেছে—তদ্যথেতি। তৎ-অঙ্গত্ব। যেমন বক্ষ্যমাণ উদাহরণে সেইরূপ অন্যত্রও। ভামহের মতানুসারে প্রেয়ঃ অলঙ্কার বাক্যের মূল অর্থ হইলে রসাদি অঙ্গভাবে দৃষ্ট হয়। চাটুষু…দৃশ্যন্তে—এই শব্দসমুদায়কে একবাক্য বলিয়া ধরিতে হইবে। গুরু, দেবতা, নৃপতি ও পুত্রবিষয়ক প্রীতিবর্ণনা প্রেয়ঃ অলঙ্কারের বিষয়—ভামহ এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহার কথা মানিলে যেখানে প্রেয়ঃ অলঙ্কার তাহাই প্রেয়োলঙ্কার অর্থাৎ চাটুবাক্যস্থলে প্রেয়ঃ শব্দের দ্বারা অলঙ্করণীয় বুঝাইতেছে। সুতরাং এখানে অলঙ্কারই বাক্যের মূল অর্থ এইরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। অথবা 'বাক্যার্থত্ব' বলিতে প্রধানত্ব বুঝিতে হইবে অর্থাৎ চমৎকারকারী। উদ্ভটমতানুসারীরা এই বাক্যকে বিভক্ত করিয়া ("চাটুষু-বাক্যার্থত্বেঽপি প্রেয়োলঙ্কারস্য বিষয়ঃ" এবং "রসাদেয়োঽঙ্গভূতা দৃশ্যন্তে") ব্যাখ্যা করেন। চাটুবিষয়ে অর্থাৎ চাটু উক্তির মধ্যে বাক্যের অর্থ থাকিলে তাহা প্রেয়ঃ অলঙ্কারেরও বিষয় (কেবল রসবদ্ অলঙ্কারের নহে)। "প্রেয়োঽলঙ্কারস্যাপি বিষয়ঃ"—এইভাবে পূর্ব্ববাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ করিতে হইবে। উদ্ভটের

অতএব ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভ এবং করুণ রস যে অঙ্গভাবে ব্যবস্থাপিত হইল ইহা দোষের নহে। যেখানে রস বাক্যের মূল অর্থ সেইখানে কেমন করিয়া সে অলঙ্কার হইবে? ইহা প্রসিদ্ধ যে অলঙ্কার চারুত্বের হেতু। সে তো নিজেই নিজের চারুত্বের হেতু হইতে পারে না।

তাই এইভাবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—

রসভাবাদি তাৎপর্য্যকে আশ্রয় করিয়া যদি অলঙ্কারের সন্নিবেশ করা হয় তাহা হইলে সকল অলঙ্কারই অলঙ্কারত্ব লাভ করে।

সুতরাং যেখানে রসাদি বাক্যের মূল অর্থ সেই সকল জায়গায় রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় পাওয়া যায় না। তাহা ধ্বনির প্রকার। তাহার অলঙ্কার উপমাদি। কিন্তু যেখানে অন্য কোন বিষয় প্রধান হইয়া বাক্যের অর্থ হয় এবং রসাদির দ্বারা চারুত্ব লাভ হয় তাহা রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয়।

মতে যাহা ভাবালঙ্কার তাহাই প্রেয়ঃ অলঙ্কার—এইরূপ বলা হইয়াছে, কারণ প্রেমের দ্বারা সকল ভাব উপলক্ষিত হইতেছে। কেবল যে রসবদ অলঙ্কারের বিষয় তাহা নহে, প্রেয়ঃ অলঙ্কারেরও বিষয়। ইহাই 'অপি'-শব্দের অর্থ। 'রসবদ্'-শব্দ ও 'প্রেয়ঃ'-শব্দের দ্বারা রসবদ্ প্রভৃতি সকল অলঙ্কারই উপলক্ষিত হইল। তাই বলিতেছেন—রসাদয়োঽঙ্গভূতা দৃশ্যন্তে ইতি—উক্ত বিষয়ে অর্থাৎ চাটুবাক্য বিষয়ে। শুদ্ধ ইতি। অঙ্গভূত অন্য রস বা অন্য অলঙ্কারের সঙ্গে মিশ্রিত নহে। ঈষৎ মিশ্রিত হইলে সঙ্কীর্ণ। স্বপ্ন অনুভূতির সদৃশই হইয়া থাকে। তাই প্রিয়তম হাসিতেছে এইভাবেই স্বপ্নে দৃষ্ট হইল। ন মে প্রযাস্যসি পুনরিতি। তোমার শঠভাব এখন জানিতে পারিয়াছি; তাই বাহুপাশ 'বন্ধ' হইতে তোমাকে মুক্ত করিব না। অতএব রিক্ত বাহুবলয়ঃ ইতি। যে দোষ স্বীকার করিয়াছে তাহাকে তিরস্কার যুক্তিযুক্তই। তাই বলিতেছেন—কেয়ং নিষ্করুণেতি। কেনাসীতি। তোমার মুখ হইতে ভুলক্রমে অন্য নায়িকার নাম বাহির হইয়া গেলেও আমি তিরস্কার করি নাই। স্বপ্নান্তেষু—স্বপ্নে এবং নিদ্রায় আলাপে। বারংবার উদ্ভূত হওয়ায় বহুবচনের প্রয়োগ; বদন্—তোমার শত্রুস্ত্রীজন ইহা বলিয়া; প্রিয়তমে বিশেষভাবে আসক্ত (ব্যাসক্ত) কণ্ঠগ্রহ যাহার দ্বারা, সেইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া। জাগরণের পর বাহুপাশ শূন্যবলয়ের

আকার ধারণ করায় তারস্বরে উচ্চকণ্ঠে রোদন করে। এখানে স্বপ্নদর্শনের দ্বারা উদ্দীপিত শোক স্থায়িভাব আস্বাদ্যমান হইলে যে করুণরসের প্রতীতি হইতেছে তাহা চারুত্বলাভ করিয়া নরপতিপ্রভাব প্রকাশিত করিতেছে। সুতরাং করুণ রস "শুদ্ধ" অলঙ্কার। "তোমা কর্তৃক রিপুগণ নিহত হইয়াছে"—ইহা যেরূপ অনলঙ্কৃত বাক্য এই শ্লোক তো সেইরূপ নহে। বাক্যার্থ এখানে অতিশয় সুন্দরীভূত হইয়াছে এবং এই সৌন্দর্য্য করুণরসের দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে। চন্দ্রাদি বস্তুর দ্বারা যে বদনাদি অন্য বস্তু অলঙ্কৃত হয় ইহার কারণ এই যে চন্দ্রাদির সঙ্গে উপমিত হওয়ার জন্যই বদনাদি সুন্দর হইয়া প্রকাশিত হয়। সেইরূপ রসের দ্বারাও বস্তু বা অন্য রস উপস্কৃত বা সৌন্দর্য্যশালী হইয়া প্রকাশিত হয় এবং রসও বস্তুর ন্যায় অলঙ্কারত্ব লাভ করে—ইহাতে বিরোধ কোথায়? প্রশ্ন হইতে পারে, রস কি করিয়া প্রস্তাবিত অর্থকে অলঙ্কৃত করে? উত্তরে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, উপমাই বা কি করিয়া অলঙ্করণ করিতে পারে? যদি বলা হয় যে উপমার দ্বারা প্রস্তাবিত অর্থ উপমিত হয়, তদুত্তরে বলিব যে রসের দ্বারাও সেই অর্থ সরস করা হয়; ইহা তো নিজের মধ্যেই অনুভব করা যায়। তাই কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, "এখানে (কিং হাস্যেন ইত্যাদিতে) বিভাবাদির মধ্যে রসের দ্বারা কি অলঙ্করণ হইয়াছে?" তাঁহাদের মত স্বীকার করার পূর্ব্বেই পরাস্ত হইয়াছে; কারণ প্রস্তাবিত অর্থই অলঙ্কার্য্য বলিয়া অভিহিত হয়। লক্ষ্য বস্তুতে পুনঃপুনঃ এই অর্থের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহা দেখাইতেছেন—এবমিতি। যেখানে রাজাদির প্রভাবখ্যাপন করা হয় সেই প্রকারের। ক্ষিপ্ত ইতি। কামীর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিবার সময় অনাদৃত, অপরপক্ষে ঝাড়িয়া ফেলা হইল। পরিত্যক্ত অর্থাৎ তৎসঙ্গে প্রত্যালিঙ্গন ঈপ্সিত নহে; অপরপক্ষে সর্ব্বাঙ্গকম্পনের দ্বারা বিস্তারিত। সাশ্রুনেত্রত্ব—কামীর সম্পর্কে ঈর্ষ্যাবশতঃ অপরপক্ষে নৈরাশ্যের জন্য। কামীবেতি—কামুকের ন্যায়; এই উপমানের জন্য শ্লেষের সহায়তায় যে ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভ রস আকৃষ্ট হইয়াছে সেই শ্লেষোপমাযুক্ত রসেরই অঙ্গত্ব হইয়াছে, কেবল রসই অঙ্গ হয় নাই। যদিও এখানে করুণ রস প্রকৃতপক্ষে আছে তবুও তাহা সৌন্দর্য্যপ্রতীতি পর্য্যন্ত পঁহুছায় না; সেই জন্যই বলিয়াছেন, 'শ্লেষসহিতস্ত'; 'করুণরসযুক্ত' এইরূপ বলা হয় নাই। এই যে বিষয় অপূর্ব্বরূপে উৎপ্রেক্ষিত হইল তাহাই দৃঢ় করিবার জন্য বলিতেছেন—এবংবিধ এবেতি। অতএবেতি। যেহেতু

এইভাবে ধ্বনি, উপমাদি এবং রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় বিভাগ করিয়া দেখান হইল। যদি বলা হয় যে সচেতন প্রাণীর কথা বাক্যের মূল অর্থ হইলে রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় হয় তাহা হইলে

এখানে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রস অলঙ্কার, তাহা মূল অর্থ নহে সেইজন্য। ন দোষ ইতি। যদি কোন একটি রসের প্রাধান্য হইত তাহা হইলে দ্বিতীয় রসের সমাবেশ হইত না। বিপ্রলম্ভ রস রতি স্থায়িভাবের উপরে নির্ভরশীল। করুণরসের স্থায়িভাব হইল শোক; তাই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বিরুদ্ধই বটে। এইভাবে অলঙ্কার শব্দের প্রসঙ্গে কেমন করিয়া তাহার (রসাদির) সমাবেশ করিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া "এবংবিধ এব" এই পদদ্বয়ের মধ্যে 'এব'-শব্দের অভিপ্রায় বুঝাইতেছেন—যত্রহীতি। উপমাদি সকল অলঙ্কারের। ভাবার্থ এই :—উপমাদি অলঙ্কারত্ব লাভ করিলে তাহারা যেমন হয়, রসাদিও সেইরূপই। তাই অন্য কোন অলঙ্কার্য্যকে অবশ্যই থাকিতে হইবে। সেই অলঙ্করণীয় বিষয় যদি বস্তুমাত্র হয় তাহা হইলেও তাহা বিভাবাদিরূপত্বে পরিসমাপ্ত হয় বলিয়া রসাদিরই তাৎপর্য্য হয়। সুতরাং রসধ্বনিই সর্ব্বত্র প্রাণস্বরূপ। তাই বলা হইয়াছে—রসভাবাদি তাৎপর্য্যমিতি। তন্মেতি। যাহা প্রধান বা আত্মভূত তাহার। তাহা হইলে ইহাই দাঁড়াইতেছে—উপমার দ্বারা যদি বাচ্য অর্থ অলঙ্কৃত হয় তাহা হইলেও সেইটুকুই তাহার অলঙ্করণ ব্যাপার যতটুকুর দ্বারা তাহা ব্যঙ্গ্য অর্থের অভিব্যক্তির সামর্থ্য দান করে। বাস্তবিক পক্ষে ধ্বনিরূপ আত্মাই অলঙ্করণীয়। শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত কটক কেয়ূরাদির দ্বারা সচেতন আত্মাই অলঙ্কৃত হয়, সেই সেই (আত্মগত) চিত্তবৃত্তিবিশেষের ঔচিত্যের সূচনার দ্বারাই আত্মা অলঙ্কৃত হয়। সেইজন্য অচেতন শবদেহ কুণ্ডলাদিযুক্ত হইলেও দেদীপ্যমান হয় না, কারণ সেইখানে অলঙ্কার্য্য চেতন বস্তু নাই। আবার যতির শরীর কটকাদিযুক্ত হইলে হাস্যাস্পদ হয়, কারণ সেইখানে অলঙ্কার্য্যের অনৌচিত্য রহিয়াছে। দেহের কোন অনৌচিত্য নাই, তাই আত্মাই অলঙ্কার্য্য। আত্মাই মনে করিতে পারে, আমি অলঙ্কৃত হইলাম। রসাদেরলঙ্কারতায়া ইতি। রসাদির অলঙ্কারতায় এখানে ব্যধিকরণে ষষ্ঠী। রসাদির যে অলঙ্কারতা তাহার বিষয় হইল রসাদিই। এইভাবে পূর্ব্ববাক্যও যোজনা করিতে হইবে। সেই কার্য্যই রসাদিস্পৃষ্ট অলঙ্কারের বিষয়। এবমিতি। আমরা যে বিষয়বিভাগ করিয়াছি তদনুসারে। যেখানে রস অঙ্গীভূত এবং অন্য কোন রস অঙ্গভূত হয় নাই সেইখানে কেবল উপমাদি।

উপমাদির বিষয় খুব কমই থাকিবে অথবা একেবারেই থাকিবে না—ইহাই দাঁড়ায় ; যেহেতু অচেতনের কথা বাক্যের বিষয় হইলেও কোন না কোন প্রকারে সচেতন প্রাণীর কাহিনীর যোজনা হইবে। অপর পক্ষ বলিতে পারেন, সচেতনের বৃত্তান্ত যোজনা হইলেও যেখানে অচেতনের কাহিনীই বাক্যের মূল অর্থ তাহা রসবদ্ অলঙ্কারের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে রসের আধারস্বরূপ কাব্যপ্রবন্ধ নীরস বলিয়া আখ্যাত হইবে। যেমন—

রসবদ্ অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টি বা সংযোগ হইল বলিয়া উপমাদির বিষয়ের অপহরণ করা হইল না। রসবদলঙ্কারস্য চেতি। ইহার দ্বারা ভাবাদি অলঙ্কারও—প্রেয়ঃ, উর্জস্বী, সমাহিত প্রভৃতিও—বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে 'শুদ্ধ' ভাবালঙ্কারের দৃষ্টান্ত—"হে মাতঃ, তোমার চরণতল পদ্মপত্রের মত মৃদু এবং চঞ্চল কলহংসের কণ্ঠরবের মত মধুর নূপুরধ্বনিতে মুখর। তুমি জোর করিয়া মহিষাসুরের মস্তকে তাহা ন্যস্ত করিয়াছ, কিন্তু কনকময় সুমেরু পর্ব্বতের উপরে এই চরণতল রাখিয়া তুমি তাহাকে মহনীয়তা দান করিয়াছ কেন?" এখানে দেবীর স্তুতি বাক্যের অর্থ ; বিতর্ক, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব চারুত্বের হেতু হইয়াছে। তাহারা ঐ অর্থের অঙ্গভূত হইয়াছে বলিয়া এখানে 'শুদ্ধ' ভাবালঙ্কারেব বিষয়। রসাভাসের অলঙ্কারতার নিদর্শন, যেমন আমারই লিখিত স্তোত্রে—"হে বাণি, যদিও কাব্যের অলঙ্কার ও গুণের তুল্য সমস্ত গুণসম্পদ তোমার ভূষণ তবুও তাহাদের দ্বারা তুমি তেমন শোভা পাওনা। যদি তুমি যে কোন রূপে তোমার হৃদয়বল্লভ শিবের মনোরঞ্জন কর, তবে তাহাই তোমার সৌন্দর্য্যকে জগতে সর্ব্বলোকোত্তর করে।" এখানে বাক্যে পরমেশস্তুতিমাত্রই অতিশয় উপাদেয়। বাক্যার্থে শ্লেষযুক্ত শৃঙ্গারাভাস চারুত্বের হেতু। নায়িকার নির্গুণত্ব ও নিরলঙ্কারত্বের জন্য ইহা পূর্ণ শৃঙ্গার হইতে পারে নাই, কারণ বলাই হইয়াছে, "শৃঙ্গার উত্তম যুবাপ্রকৃতি ও উজ্জ্বল বস্ত্রালঙ্কারাদির সংযোগাত্মক।" ভাবাভাস যেখানে অঙ্গ হইয়া প্রকাশ পায় তাহার উদাহরণ,—"স্বীয় বর্ণের মত বর্ণাঞ্জনের দ্বারা অনুরঞ্জিত এবং স্ত্রীর নয়নের তুল্য যে নয়নোৎপল লাবণ্যযুক্ত হইলেও তাহাতে যাঁহার হতাবশিষ্ট দৈত্যেরা ত্রাস অনুভব করে তিনি তোমাদিগকে ত্রাণ করুন।" রৌদ্রপ্রকৃতি বিশিষ্ট দৈত্যদের পক্ষে ত্রাস অনুচিত, কিন্তু ভগবানের প্রভাবে তাহাই

"সেই অভিমানিনী রমণী আমার বহু অপরাধ দেখিতে পাইয়া কুটিল গতিতে চলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু সে আমার বিরহ সহ্য করিতে পারিবে না। সে নিশ্চয়ই নদীরূপে পরিণত হইয়াছে—তরঙ্গ তাহার ভ্রূভঙ্গ, চঞ্চল পক্ষিশ্রেণী তাহার মেখলা ; উদ্বেগ অথবা ব্যস্ততার জন্য শিথিল ফেনরূপ বসনকে সে আকর্ষণ করিতেছে।" অথবা যেমন—

"এই লতাকে সেই চণ্ডী রমণীর মত দেখাইতেছে—ইহা তন্বী ; মেঘজলে ইহার পল্লব আর্দ্র হইয়াছে, যেন অধর অশ্রুসিক্ত হইয়াছে ; ইহা যেন আভরণশূন্য হইয়াছে ; নিজের সময় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাতে পুষ্পোদ্গম হইতেছে না ;

হইয়াছে। সুতরাং এখানে ভাবাভাস। ভাবের প্রশম কেমন করিয়া অঙ্গত্ব লাভ করে তাহার উদাহরণ এই ভাবেই দেওয়া যাইতে পারে। মে মতিঃ (আমার মত)—এই পদের দ্বারা পরমতের যে সূচনা করা হইয়াছে তাহার খণ্ডন আরম্ভ করিতেছেন—যদি ইত্যাদির দ্বারা। অপর লেখকেরা এই কথা বলিতে চাহেন,—"অচেতন বস্তুতে রসাদি অসম্ভব, যেহেতু রসাদি চিত্তবৃত্তি স্বরূপ। তাই অচেতন বস্তুর বর্ণনায় রসবদ্ অলঙ্কারের আশঙ্কা নাই, এইভাবেই উপমাদির বিষয় বিভিন্ন হয়।" এই মত খণ্ডন করিতেছেন—তর্হীতি। সেইরূপ বলার জন্য। আচ্ছা, বলাই তো হইয়াছে যে অচেতন বস্তুর বর্ণনাই উপমাদির বিষয়—এই আশঙ্কা করিয়া (নির্বিষয়তার) হেতু বলিতেছেন—যস্মাদিতি। যথা কথঞ্চিদিতি অর্থাৎ বিভাবাদিরূপে। তস্যামিতি। চেতনবস্তুবৃত্তান্ত যোজনা করিলে। নীরসত্বমিতি—যেখানে রস, সেইখানেই রসবদ্ অলঙ্কার—ইহাই অপরপক্ষের মত। তাহা হইলে যেখানে রসবদ্ অলঙ্কার নাই, সেইখানে রসও নাই। অপরের মতের অনুসারে নীরসত্বের কথা বলা হইয়াছে। আমাদের মতে কিন্তু রসবদ্ অলঙ্কারের অভাবে নীরসত্ব হইবেনা, বরং যে রস ধ্বন্যাত্মভূত তাহার অভাবে নীরসত্ব হইবে। সেইরূপ রস এইখানে (বক্ষ্যমাণ উদাহরণে) আছেই। তরঙ্গেতি। তরঙ্গই ভ্রূভঙ্গ যাহার, বিকর্ষন্তী—বিলম্বমান বসন জোর করিয়া আকৃষ্ট করিতে করিতে। বসন—অংশুক। প্রিয়তম আসিয়া যাহাতে ধরিতে না পারেন এইরূপ নিষেধ করিবার জন্য। বহুশঃ—বহুবার ; যৎস্খলিতং—যে অপরাধসমূহ ; তান্—তাহাদিগকে ;

"মধুকরের শব্দ নাই, যেন চিন্তায় মৌন অবলম্বন করিয়াছে ; আমি তাহার পদতলে পতিত হইলে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যেন অনুতপ্ত হইয়াছে।"

অথবা যেমন—

"হে ভদ্র, সেই যমুনা (কলিন্দপর্ব্বততনুহিতা)-তীরস্থিত লতাগৃহ-গুলির কুশল তো? তাহারা গোপবধূদের বিলাসের সুহৃদ, রাধার গোপন সম্ভোগের সাক্ষী। মদনশয্যা রচনা করিবার জন্য যে সকল পল্লবকে মৃদুভাবে ছেদন করা হইত আমি চলিয়া আসাতে এখন সেই প্রয়োজন আর নাই। আমি জানি সেই পল্লবগুলির নীল দীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা জীর্ণ হইতেছে।"

অভিসন্ধায়—হৃদয়ে একত্র করিয়া। অসহমানা অর্থাৎ মানিনী। অথচ আমার সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে বিরহজ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া তাপশান্তির জন্য নদীভাবে পরিণত হইল। তন্বীতি। যে বিচ্ছেদে কৃশা হয় ও যে অনুতপ্তা ইহারা উভয়েই আভরণ ত্যাগ করিতেছে। স্বকালঃ—বসন্ত ও গ্রীষ্মতুল্য সময়। মিলনের উপায় চিন্তায় কি মৌন আশ্রয় করিয়াছে? অথবা "স্বামী আমার পায়ে পড়িলেও তাহাকে আমি অবহেলা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি।" এই চিন্তায় মৌন আশ্রয় করিয়াছে, চণ্ডী—কোপনা। এই দুইটি শ্লোক নদী ও লতা বর্ণনা-বিষয়ক, কিন্তু ইহাদের তাৎপর্য্য এই যে ইহাদের মধ্যে উন্মাদগ্রস্ত রাজা পুরুরবার উক্তি রহিয়াছে। তেষামিতি। হে ভদ্র, তেষাম্ অর্থাৎ যাহারা আমার হৃদয়ে স্থিত তাহাদের ; গোপবধূনাং—গোপীদের। যে বিলাসসুহৃদঃ—যাহারা লীলাখেলার বন্ধু। গোপন প্রণয়িনীদের তো অন্য কোন লীলাসুহৃদ্ নাই। রাধারও ইহা প্রধান প্রণয়লীলাভূমি। তাই বলিতেছেন—রাধার সম্ভোগের যাহারা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। কলিন্দপর্ব্বততনয়া যমুনা, তাহার তীরস্থিত সেই লতাগৃহদের। ক্ষেমং—কুশল তো? কাকুর (স্বরভঙ্গীর) দ্বারা প্রশ্ন করিতেছেন। দ্বারকাবাসী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ প্রশ্ন করিলে। গোপকে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার জাগিয়া উঠিল ; আলম্বন ও উদ্দীপনবিভাবের স্মরণ হওয়ায় রতিভাব উদ্দীপিত হইল এবং নিজের ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হইল। সেই ঔৎসুক্যগর্ভ রতিভাব তিনি স্বগতোক্তিতে

এই সকল বিষয়ে অচেতন বস্তুর বর্ণনা মূল বাক্যার্থ হইলেও চেতনবস্তুবৃত্তান্তযোজনা তো আছেই। এখন যদি বলা হয় যে যেখানে চেতন বস্তুর বৃত্তান্তের যোজনা হয়, সেইখানেই রসবদ অলঙ্কার থাকে, তাহা হইলে উপমাদির বিষয় থাকিবে না অথবা খুব কম বিষয়ই থাকিবে, কারণ এমন অচেতনবস্তুবৃত্তান্ত নাই যেখানে অন্ততঃ বিভাবত্বের দ্বারা চেতনবস্তুর কাহিনী যোজনা করা হয় নাই। সুতরাং অঙ্গহিসাবে সন্নিবিষ্ট হইলেই রসাদি অলঙ্কারত্ব লাভ করে। আবার যে ভাব বা রস অঙ্গী এবং সর্ব্বাকারে অলঙ্করণীয় তাহা ধ্বনির আত্মা।

অধিকন্তু

সেই অঙ্গী অর্থকে যাহারা অবলম্বন করিয়া আছে তাহারা গুণ বলিয়া পরিচিত। অঙ্গকে যাহারা কটকাদির মত আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে অলঙ্কার বলিয়া মনে রাখিতে হইবে। ৬ ॥

প্রকাশ করিতেছেন :—স্মরতল্পস্য—মদনশয্যার; কল্পনার্থং—রচনার উদ্দেশ্যে, মৃদু—সুকুমার করিয়া; যশ্ছেদঃ—যে ছেদন, তাহাই উপযোগঃ—সাফল্য; অথবা মদনশয্যায় যে পত্র বিকিরণ তাহাই মৃদু, সুকুমার, উৎকৃষ্ট; ছেদোপযোগঃ—ছেদন ফল, তাহা বিচ্ছিন্নে- বিচ্ছিন্ন হইলে। আমি আসীন না থাকিলে কেমন করিয়া মদনশয্যা রচনা হইতে পারে? সুতরাং পরস্পর-অনুরাগ-নিশ্চয়াত্মক কথা বলিতেছেন—তে জান ইতি। সমগ্র বাক্যের অর্থ এখানে কর্ম্মকারক। অধুনা জরঠী ভবন্তীতি। আমি কাছে থাকিলে ইহারা সতত উৎকৃষ্টরূপ উপযোগিতা লাভ করে বলিয়া জীর্ণতাদোষদুষ্ট হয় না। বিগলন্তী—যাহা অপশ্যমাণ। স্নিগ্ধশ্যামিতি—নীলকান্তি যাহাদের। ইহার দ্বারা বহুকাল বিদেশীর ঔৎসুক্যের গাঢ়ত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। ইহা আত্মগত উক্তি হইতে পারে; অথবা গোপকে অপেক্ষা করাইবার জন্য বলা হইতেছে। মহৎ অর্থাৎ বহুতর কাব্যপ্রবন্ধের রসহানি হইবে এই যে আশঙ্কা হইয়াছিল আচার্য অনেক উদাহরণের সাহায্যে সূচিত হইল। অথেত্যাদি। এখানে নীরসত্ব হইবে না এই অভিপ্রায়েই। বলিতেছেন। আপত্তি হইতে পারে

রসাদি লক্ষণযুক্ত অঙ্গী অর্থকে অবলম্বন করে যাহারা তাহারা গুণ—যেমন শৌর্য্যাদি। যাহারা এই বাচ্যবাচকের লক্ষণযুক্ত অঙ্গগুলিকে আশ্রয় করে তাহারা অলঙ্কার—কটক প্রভৃতির মত।

আরও দেখিতে হইবে:

শৃঙ্গারই মধুর শ্রেষ্ঠ মনঃপ্রহ্লাদনকারী রস। শৃঙ্গারময় কাব্যকে আশ্রয় করিয়াই মাধুর্য্য অবস্থান করে। ৭ ॥

শৃঙ্গারই অন্য রস অপেক্ষা মধুর কারণ তাহা প্রহ্লাদিত করে। তাহার প্রকাশক শব্দ ও অর্থের জন্য কাব্যেরও সেই মাধুর্য্যলক্ষণান্বিত গুণ হয়। শ্রুতিসুখকরতা কিন্তু ওজোগুণেও সমানভাবে আছে।

শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভে এবং করুণ রসে—মাধুর্য্য যথাক্রমে তারতম্য লাভ করে। কারণ সেইখানে মন অধিকতর দ্রবীভূত হয়। ৮ ॥

যে চেতনবস্তুবৃত্তান্ত যেখানে একেবারেই প্রবেশ করেনা তাহাই উপমাদির বিষয় হইবে—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যস্মাদিত্যাদি। অচেতন বস্তু বর্ণ্যমান হইয়া যদি অনুভাবরূপে স্তম্ভ, পুলক প্রভৃতি সচেতনকে আক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে কি বলা যায়? চন্দ্র, উদ্যানাদি পদার্থ অতি জড় হইলেও এবং তাহাদের বর্ণনা করা হইলে তাহাদের অর্থ নিজেদের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হইলেও যদি তাহারা চিত্তবৃত্তির বিভাব না হয় তাহা হইলে কাব্যে তাহাদের কথা বলাই উচিত হইবে না, শাস্ত্র-ইতিহাসাদিতেও নহে। এইভাবে পরমতের খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতকে শাস্ত্রসঙ্গত করিয়া উপসংহার করিতেছেন—তস্মাদিতি। যেহেতু অপর পক্ষ যে বিষয়বিভাগ করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। ভাবো বেতি। 'বা'-গ্রহণের দ্বারা ভাবের আভাস ও প্রশম প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। সর্ব্বাকারম্—ইহা ক্রিয়াবিশেষণ: অর্থাৎ সকল প্রকারে এই অর্থে। অলঙ্কার্য্য ইতি। অতএব ইহা অলঙ্কার নহে—ইহাই ভাবার্থ। ৫ ॥

ইহা মানিতেই হইবে যে যাহা অলঙ্কার তাহা অলঙ্কার্য্য হইতে ব্যতিরিক্ত কারণ লৌকিক জগতেও তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। গুণী ও অলঙ্কার্য্য থাকিলেই গুণ ও অলঙ্কারের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হয়। ইহাও আমাদের মতানু-

জ'

সারেই প্রতিপন্ন হইল। এই দুই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—কিঞ্চেত্যাদি। রসের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্যই যে এইখানে যুক্তি দেওয়া হইল তাহা নহে, আরও প্রয়োজন আছে। ইহাই 'চ' শব্দের অর্থ। এই দুই অভিপ্রায় লইয়াই কারিকারও যোজনা করিতে হইবে। কেবল প্রথম অভিপ্রায় লইলে কারিকার প্রথম অর্দ্ধ দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বৃত্তির পাঠও এইভাবেই যোজনা করিতে হইবে। ৬॥

মাধুর্যাদি শব্দ ও অর্থের গুণ, তবে কেমন করিয়া বলা হয় যে গুণ অঙ্গী রসাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে?—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তথা চেত্যাদি। পরে যে যুক্তি দেওয়া হইবে তাহার দ্বারাই এই আশঙ্কা পরিহার করা যাইবে এবং ইহাও উপপন্ন হইবে। শৃঙ্গার এবেতি। 'মধুর'—ইহার হেতু বলিতেছেন—পরঃ প্রহ্লাদন ইতি। রতিতে সমস্ত দেবতা, মানুষ ও ইতর প্রাণীদের অবিচ্ছিন্ন বাসনা আছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে এই রতিতে হৃদয়সম্মিলন অনুভব না করে, যতিরও হৃদয়সম্মিলনজনিত চমৎকারানুভূতি হইয়া থাকে। এই জন্যই 'মধুর' এইরূপ বলা হইয়াছে। মধুর শর্করাদি রস বিবেকী ও অবিবেকী, সুস্থ ও আতুর ব্যক্তিদের রসনায় নিপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অভিলষণীয় হয়। তন্ময়মিতি। যেখানে সেই শৃঙ্গার ব্যঙ্গ্য হয় সেইখানেই প্রকৃত পক্ষে ইহা কাব্যের আত্মা হয়। কাব্যমিতি। শব্দ ও অর্থ। প্রতিতিষ্ঠতীতি। প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই ইহাই দাঁড়াইল—মাধুর্য্য শৃঙ্গারাদি রসেরই গুণ। মধুরের অভিব্যঞ্জক শব্দ বা অর্থে যে ইহার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে তাহা উপচার বা অতিশয়িত প্রয়োগের দ্বারা। মধুর শৃঙ্গার রস প্রকাশ ব্যাপারে শব্দার্থের যে সামর্থ্য তাহাই শব্দার্থের মাধুর্য্য, ইহাই এই উপচারের লক্ষণ। সুতরাং ঠিকই বলা হইয়াছে--তমর্থমিত্যাদি (২।৬)। বৃত্তির দ্বারা কারিকার অর্থ বলিতেছেন—শৃঙ্গার ইতি। "সমাসবহুল না হইয়া যদি কাব্য শ্রুতিসুখকর হয় তাহা হইলে তাহাকে বলা হয় মধুর"—মাধুর্য্যের এই যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে ইহার কি হইবে? ইহা যে ঠিক নহে এই জন্য বলিতেছেন—শ্রব্যত্বমিতি। ইহাতে সকল লক্ষণই উপলক্ষিত হইল। শ্রুতিসুখকরতা ওজোগুণেরও লক্ষণ। ভাবার্থ এই যে—"যোযঃশস্ত্রং"—ইত্যাদি শ্লোক (পৃঃ ১১৬) শ্রুতিসুখকরও বটে আবার এখানে সমাসবহুলতাও নাই। ৭॥

সম্ভোগশৃঙ্গার হইতে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার মধুরতর এবং ততোধিক

বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণরসের মধ্যে মাধুর্যগুণই বিশেষ প্রকর্ষলাভ করে। যেহেতু সেইখানে সহৃদয়ের হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ হয়।

কাব্যে যে রৌদ্রাদি রস দীপ্তিগুণের দ্বারা লক্ষিত হয় তাহাদের অভিব্যক্তির হেতু যে শব্দ ও অর্থ, ওজোগুণ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৯॥

রৌদ্রাদি যে সকল রস অতিশয় দীপ্তি বা উজ্জ্বলতার সৃষ্টি করে লক্ষণার দ্বারা তাহাদিগকেই দীপ্তি বলা হইতেছে। তাহার প্রকাশন-যোগ্য শব্দ দীর্ঘসমাসের দ্বারা অলঙ্কৃত বাক্য। যেমন—

"হে দেবি, ভীম তাহার সবেগে-আবর্ত্তিত-ভীষণ-গদাভিঘাতের দ্বারা দুর্যোধনের উরুযুগল সঞ্চূর্ণিত করিয়া ঘন শোণিতখণ্ডে হাত রক্তাক্ত করিয়া তোমার বেণী উঁচু করিয়া বাঁধিয়া দিবে।"

মধুর ও করুণ। শব্দ ও অর্থের তারতম্য হইতেই অভিব্যঞ্জনকৌশল ঘটিয়া থাকে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—শৃঙ্গার ইত্যাদি। করুণেচ— 'চ' শব্দ ক্রম বুঝাইতেছে। প্রকর্ষবদিতি। উত্তরোত্তর তারতম্যযোগের দ্বারা। আর্দ্রতামিতি। স্বভাবতঃ হৃদয় কাঠিন্যময়, ক্রোধাদির দ্বারা দীপ্ত ও বিস্ময়-হাস্যাদির প্রতি অনুরাগী হয় বলিয়া অনাবিষ্ট থাকে, সহৃদয়ের চিত্ত সেই ভাব পরিত্যাগ করে। অধিকমিতি। ক্রমে ক্রমে। ইহার দ্বারা বুঝান হইতেছে যে করুণ রসে চিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা দ্রবীভূত হয়। প্রশ্ন এই, যদি করুণেও মাধুর্য্য থাকে, তবে পূর্ব্বকারিকায় যে বলা হইল "শৃঙ্গার এব" (শৃঙ্গারই) এই 'এব' ('ই')-কারের কি উদ্দেশ্য? তদুত্তরে বলা হইতেছে—এই 'এব' ('ই')-কারের প্রয়োগের দ্বারা অন্যান্য রস বাদ দেওয়া হইতেছে না। 'এব' কারের দ্বারা ইহাই দ্যোতিত হইতেছে যে আত্মভূত রসেরই প্রকৃতপক্ষে মাধুর্য্যাদি গুণ থাকে, উপচারের দ্বারা ইহারা শব্দ ও অর্থের সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়। বৃত্তির দ্বারা বলা হইতেছে—বিপ্রলম্ভেতি। ৮॥

রৌদ্রেত্যাদি। 'আদি' শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য বুঝাইতেছে। ইহার দ্বারা বীররস ও অদ্ভুতরসও বোঝা যাইবে। রসবেত্তার হৃদয়ে বিকাশ, বিস্তার এবং প্রজ্বলন যাহার লক্ষণ তাহার নাম দীপ্তি। তাহা মুখ্যভাবে ওজঃশব্দবাচ্য। রৌদ্রাদি রস দীপ্তিরূপ চিত্তবৃত্তির জনক। এই দীপ্তির আস্বাদবৈশিষ্ট্যরূপ কার্য্যের দ্বারাই তাহারা অন্য রস হইতে

দীপ্তিপ্রকাশনপর অর্থ দীর্ঘ সমাস রচনার অপেক্ষা রাখেনা; তাহা প্রসাদগুণবিশিষ্ট বাচকের দ্বারাও অভিহিত হইতে পারে। যেমন—

"পাণ্ডবীয় সেনাসমূহের মধ্যে যে যে নিজের বাহুবলের গৌরবের অহঙ্কার করিয়া শস্ত্রধারণ করে, পাঞ্চাল বংশে যে যে শিশু, অধিক-বয়স্ক অথবা গর্ভশয্যাশায়ী, যে যে সেই কর্ম্মের সাক্ষী, আমি রণে অবতীর্ণ হইলে যে যে আমার বিরোধী হইবে তাহাদের মধ্যে যদি স্বয়ং জগতের বিনাশকও থাকেন তাহা হইলেও ক্রোধান্ধ আমি তাঁহার বিনাশ সাধন করিব।"

এই দুইটি শ্লোকেই ওজোগুণ আছে।

পৃথক্‌ভাবে লক্ষিত হয়। উপচারবশতঃ কারণে কার্য্যের প্রয়োগ করিয়া রৌদ্রাদিই ওজঃশব্দবাচ্য। তারপর, সেই রৌদ্রাদি রসপ্রকাশনপর শব্দ দীর্ঘসমাসযুক্ত হইলেও লক্ষিত লক্ষণার দ্বারা তাহাকে দীপ্তি বলা হয়। যেমন চঞ্চদিত্যাদি। তৎপ্রকাশক অর্থ যদি সহজে প্রসাদগুণবিশিষ্ট শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় তাহা হইলে সমাসের অপেক্ষা না করিয়াই দীপ্তি বলিয়া কথিত হয়। যেমন—"যো যঃ" ইত্যাদি। চঞ্চদিতি। চঞ্চদ্ভ্যাং—বেগে যাহারা আবর্ত্তিত হইতেছে, ভুজাভ্যাং—বাহুদ্বয়ের দ্বারা, ভ্রমিতা—সঞ্চালিত; যেয়ং চণ্ডা গদা—এই যে দারুণ গদা, তয়া—তাহার দ্বারা, যঃ—যে; অভিতঃ—সকল দিকে উর্বোর্ঘাতঃ—উরুর আঘাত, তদ্দ্বারা সম্যক্ চর্ণিত অর্থাৎ পুনরুত্থানের শক্তি নষ্ট করা হইয়াছে। উরুযুগলং—একসঙ্গে দুই উরুই যাহার। সেই সুযোধনকে অনাদর করিয়াই (অনাদরে ষষ্ঠী)। স্ত্যানেন—ঘনতার জন্য, অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া যে শুষ্ক তাহা নহে। অববদ্ধং—এই শোণিত হাত হইতে গলিয়া পড়ে নাই, ইহা দেহের মধ্যেই ঐরূপ ঘন ছিল; ইহা জলের মত নহে। এই যে শোণিত তাহার দ্বারা লোহিত (শোণৌ) হস্তদ্বয় যাহার। অতএব সে ভীমঃ অর্থাৎ কাতর ব্যক্তির ত্রাস-সঞ্চারকারী। তবেতি। যাহাকে সেই সেই অপমান করা হইয়াছে তাহার এবং সেই অপমান দেবীর প্রতি অনুচিতও। তব কচান্ উত্তংসয়িষ্যং—তোমার চুল আবার উঁচু করিয়া বাঁধিবে। বেণীত্ব দূর করিয়া হস্ত হইতে পতিত শোণিত-

কাব্যের যে গুণ থাকিলে সকল রস স্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয় তাহার নাম প্রসাদ, তাহা সকল রসে সমানভাবে ক্রিয়া করে। ১০॥

শব্দ ও অর্থের স্বচ্ছতার নাম প্রসাদগুণ। এই গুণ সকল রসে সমানভাবে থাকে, সকল রচনায়ও। ব্যঙ্গ্য অর্থের অপেক্ষা করিয়াই তাহা মুখ্যভাবে অবস্থান করে—ইহা মনে রাখিতে হইবে।

শ্রুতিকটুত্বাদি যে সকল অনিত্য দোষ দেখান হইয়াছে তাহা ধ্বনিমূলক শৃঙ্গারে বর্জ্জন করিতে হইবে এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ১১॥

খণ্ডের দ্বারা রক্তপুষ্পের মাল্যরচনার দ্বারা যেন কেশবিন্যাস করিবে—ইহাই উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে। দেবি—এই পদ কুলবধূর অপমানস্মরণকারী; ইহার দ্বারা ক্রোধেরই উদ্দীপনবিভাবত্ব হইয়াছে, কাজেই এখানে শৃঙ্গাররসের শঙ্কা করিতে হইবে না। সুযোধনের যে অনাদর করা হইল তাহার কারণ এই যে সে দ্বিতীয়বার গদাঘাত করিতে উদ্যত হইবে না; কারণ তাহার উরু সঞ্চূর্ণিতই হইয়াছে। 'স্ত্যান' (ঘনীভূতত্ব)-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা দ্রৌপদীর ক্রোধপ্রক্ষালনবিষয়ে ত্বরা সূচিত হইয়াছে। সমাসবদ্ধ পদের স্বভাবই এই যে তাহা অনবরুদ্ধ বেগে প্রবাহিত হয়, কাজেই সমগ্র সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে প্রতীতি কোথাও থামিতে পারে না বলিয়া যে সুযোধনের উরুদ্বয় চূর্ণিত হইয়াছে তাহার অনাদর পর্য্যন্ত তাহার ঐক্য থাকে এবং সেই জন্য এই প্রতীতি ঔদ্ধত্যের পরম পরিপোষক হয়। অন্য কেহ কেহ অনাদরে ষষ্ঠীর পরিবর্ত্তে সম্বন্ধে ষষ্ঠী যোজনা করিয়া ব্যাখ্যা করেন—সুযোধনের যে ঘনীভূত (স্ত্যানাবনদ্ধ) শোণিত তাহার দ্বারা লোহিতীকৃত হস্ত যাহার ইত্যাদি। য ইতি। সেনাবাহিনীর মধ্যে যাহার বাহুবলের অহঙ্কার অত্যধিক—অর্জ্জুন প্রভৃতি। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দ্রোণের নিধন হইলে সেই বংশের প্রতি অশ্বত্থামার অত্যধিক ক্রোধাবেশ হইয়াছে। তৎকর্ম্মসাক্ষীতি—কর্ণ প্রভৃতি। রণে—সংগ্রামে, যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে আমার বিষয়ে প্রতীপংচরতি—সমরবিঘ্ন করে। অথবা আমি যুদ্ধে রত হইলে (চরতি) যে প্রতিকূলতা (প্রতীপং) করিয়া অবস্থান করে। এবংবিধ লোক যদি জগতের ধ্বংসকারীও হয় আমি তাঁহারও বিনাশসাধন করিব, অন্য মানুষ বা

শ্রুতিকটুতা প্রভৃতি যে সকল অনিত্যদোষ সূচিত হইয়াছে শুধু বাচ্য বুঝাইলে অথবা শৃঙ্গারব্যতিরিক্ত অন্য রস ব্যঙ্গ্য হইলে অথবা ধ্বনি আত্মভূত না হইলে তাহারা বর্জ্জনীয় নহে। তবে কি? অঙ্গী রূপে ব্যবস্থিত ধ্বন্যাত্মক শৃঙ্গারেই তাহারা বর্জ্জনীয় এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে অনিত্যতা দোষই হইত না। এইভাবে এই অসংলক্ষ্যক্রমপ্রকাশক ধ্বনির আত্মা সাধারণভাবে প্রদর্শিত হইল।

অঙ্গী রসের যে সকল প্রভেদ, তাহার অঙ্গপ্রভৃতির যে সকল প্রভেদ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিলে যে সকল প্রভেদ হয় তাহা অনন্ত। ১২॥

দেবতার কথা নাই বলিলাম। এখানে অর্থগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চিন্তনীয় হইয়াছে বলিয়া একটি পদ হইতে আর একটি পদে ক্রোধ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। তাই অল্পসমাসবিশিষ্ট পদের দ্বারাই দীপ্তিগুণ-সমন্বিত রচনা নিবদ্ধ হইয়াছে। মাধুর্য্য ও দীপ্তিগুণ শৃঙ্গারাদি ও রৌদ্রাদি আশ্রয় করিলে পরস্পরবিরোধী হয় ইহা প্রদর্শন করাইয়া হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস ও শান্তরসে তাহাদের সমাবেশবৈচিত্র্য দেখাইলেন। হাস্যরস শৃঙ্গারের অঙ্গ বলিয়া তাহাতে মাধুর্য্য বিশেষ উপযোগী, আবার তাহা বিকাশাত্মক বলিয়া ওজোগুণও উপযোগী। সুতরাং ইহার মধ্যে দুইটি গুণ সমানভাবে প্রযোজ্য। ভয়ানকরস চিত্তবৃত্তিতে মগ্ন হইয়া থাকিলেও তাহার বিভাব দীপ্তিমান্ বলিয়া সেইখানে ওজোগুণের প্রয়োগই প্রকৃষ্ট মাধুর্য্যের প্রয়োগের অবকাশ অল্প। বীভৎসরসেও এইরূপ হইয়া থাকে। শান্তরসে বিভাব-বৈচিত্র্যের জন্য কদাচিৎ ওজোগুণ, কদাচিৎ মাধুর্য্য প্রযোজ্য, তাহার এইরূপ বিভাগ করিতে হইবে। ৯॥

সমর্পকত্বং—সম্যক্‌রূপে অর্পণ অর্থাৎ যেমন শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি পরিব্যাপ্ত হয় সেইরূপ হৃদয়সম্মেলনশক্তির বলে কাব্যাত্মা রসবেত্তার হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়ে। অথবা নির্ম্মল জল যেমন বস্ত্রে পরিব্যাপ্ত হয় সেই উদাহরণ দিয়া বলা যাইতে পারে ইহা অর্থের সেই অমলিনতা যাহা সকল রসে সমানভাবে থাকে। ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশনব্যাপারে শব্দ ও অর্থের যে সহজভাবে বুঝাইবার শক্তি (সমর্পকত্বং) তাহাও উপচারবলে প্রসাদ গুণ বলিয়া কথিত হয়। তাহাই বলিতেছেন—

অঙ্গিভাবে ব্যঙ্গ্য যে রসাদি—যাহাকে বলা হইয়াছে বিবক্ষিতান্য-পরবাচ্য ধ্বনির একক আত্মা—তাহার বাচ্যবাচকান্তর্ভূত অলঙ্কারসমূহের যে সকল প্রভেদ তাহা অসংখ্য ; আবার অঙ্গী অর্থের নিজের রস, ভাব, তদাভাস ও তৎপ্রশান্তিলক্ষণযুক্ত, বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী-ভাবের প্রতিপাদনসমন্বিত যে সকল বৈশিষ্ট্য তাহাও সীমাহীন। তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিলে যে কোন একটি রসের প্রকারই অনন্ত হইয়া পড়ে ; তাহা গণনা করা যায় না। সকল রসের কথা আর ধরিয়া লাভ কি ? এইভাবে দেখিলে, এক শৃঙ্গার যদি অঙ্গী হয় তাহা হইলে তাহারই দুই প্রভেদ হইয়া পড়ে—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগেরও পরস্পরকে প্রেমভরে দর্শন, সুরত, উদ্যানসঞ্চরণাদি লক্ষণযুক্ত নানা প্রকার আছে। বিপ্রলম্ভেরও

প্রসাদেতি। গুণ যদি রসগতই হইল তবে তাহা কেমন করিয়া 'শব্দ ও অর্থের স্বচ্ছতা হইতে পারে ? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—স চেতি। চ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে জোর দেওয়ার জন্য (অবধারণার্থে)। এই গুণ সর্ব্বরসসাধারণই। সেই গুণ এইরূপই অর্থাৎ সর্ব্বরসসাধারণ। শব্দগত ও অর্থগত, সমাসবদ্ধ ও অসমাসবদ্ধ—সকল কাব্যেই এই গুণ সমানভাবে থাকে। অর্থ ব্যঙ্গ্যকে সমর্পণ করে বা সম্যক্‌রূপে বোঝায় ; অন্যভাবে তাহার সমর্পকত্ব থাকিতে পারে না। শব্দের যে নিজ নিজ অর্থ বুঝাইবার শক্তি আছে তাহার মধ্যেও এমন কিছু অলৌকিকত্ব আছে যাহা গুণ হইতে পারে। এইভাবে ভামহের মতানুসারে মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ এই তিন গুণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। তাহারা প্রধানতঃ প্রতিপত্তার চিত্তগত আস্বাদময়। তারপর উপচারবলে আস্বাদ্য রসেও প্রযোজ্য এবং তৎপর তদ্ব্যঞ্জক শব্দ ও অর্থে প্রযোজ্য—ইহাই তাৎপর্য্য। ১০॥

এইভাবে আমাদের মতানুসারে বিভাগ করিয়া গুণ ও অলঙ্কারের ব্যবহার প্রতিপন্ন করা হইল। নিত্য ও অনিত্য দোষের বিভাগেও যে আমাদের মতের সহিত সঙ্গতি আছে তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—শ্রুতিদুষ্টাদয় ইত্যাদি। 'বান্ত' প্রভৃতি শব্দ যাহা অসভ্য স্মৃতির হেতু। যে সকল জায়গায় সমগ্র বাক্যার্থের বলে অশ্লীল অর্থ প্রতিপন্ন হয় সেইখানে শ্রুতিদোষ ও অর্থদোষ ঘটে। যেমন, "অতিশয় স্তব্ধ

অভিলাষ, ঈর্ষ্যা, বিরহ, প্রবাস প্রভৃতি—তাহাদের প্রত্যেকের আবার বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর ভেদ আছে। এইভাবে কোন একটি রসকে শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখিলেই পরিমাপ করা যায় না; তাহার আর অঙ্গভেদ পরিকল্পনা করিয়া লাভ কি? সেই সকল অঙ্গপ্রভেদের প্রত্যেকটির যদি অঙ্গিপ্রভেদের সঙ্গে সম্বন্ধ পরিকল্পনা করা যায় তাহা হইলে তাহারাও অনন্ত হইবে।

এই বিষয়ের অংশমাত্র কথিত হইল যাহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদের বুদ্ধি সর্ব্বত্রই আলোকপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। ১৩ ॥

অংশমাত্র কথনের দ্বারাই যদি একটি রসভেদে অলঙ্কারের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাব জানা হয় তাহা হইলে সহৃদয় ব্যক্তির বুদ্ধি সর্ব্বত্র আলোকপ্রাপ্ত হইবে।

ছিদ্রান্বেষী আঘাতের জন্য বিসর্পিত হইতেছে।' কল্পনাদোষ সেইখানে পাওয়া যায় যেখানে দুইটি পদের কল্পনা করিতে হয়, যেমন "কুরু রুচিম্" এই শব্দদ্বয়ের ক্রম উল্টাইলে। শ্রুতিকটুতা দোষ যেমন, অধাক্ষীৎ, অক্ষোৎসীৎ, তৃণেঢি ইত্যাদি। শৃঙ্গার ইতি—যেখানে শৃঙ্গারই মূল অঙ্গী রস তাহার উপলক্ষণের জন্য ইহা বলা হইল, যেহেতু বীর, শান্ত, অদ্ভুত রসেও ইহাদের বর্জ্জন করা হইবে। সূচিতা ইতি। ইহাদের বিষয়বিভাগ করিয়া ইহাদের অনিত্যত্ব অথবা ভিন্নবৃত্তাদিদোষ হইতে ইহাদের পার্থক্য দেখান হইল না। গুণ হইতে ব্যতিরিক্তত্ব দেখান হইল না, যেহেতু বীভৎস হাস্য ও রৌদ্র রসে ইহাদের উপযোগিতা আমরা স্বীকার করি, এবং যেহেতু শৃঙ্গারে ইহাদিগকে বর্জ্জন করা হয় সেইজন্য ইহা সমর্থিত হইল যে ইহারা অনিত্যও বটে দোষও বটে। ১১॥

অঙ্গানামিতি—অলঙ্কারদিগের। স্বগতা ইতি। আত্মগত, সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভাদি আত্মগত প্রভেদ, আত্মীয়গত বিভাবাদির প্রভেদের সঙ্গে গোষ্ঠপ্রস্তারন্যায়ে* তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাব নিরূপিত হইলে যে প্রকারভেদ হয় তাহা কে গণনা করিবে? স্বাশ্রয়ঃ—স্ত্রী ও পুরুষের প্রকৃতিগত ঔচিত্যাদি। পরস্পরকে প্রেমভরে দেখা ইহা সম্ভাষণ প্রভৃতিরও উপলক্ষণ।

---

* Law of Permutation and Combination.

অঙ্গী শৃঙ্গারের সকল প্রভেদে যদি সর্ব্বত্র একরকমের অনুপ্রাস নিবদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহা ব্যঞ্জক হইতে পারে না। কারণ ঐ প্রকারের অনুপ্রাস রচনায় অতিরিক্ত যত্নের প্রয়োজন হয়। ১৪ ॥

অঙ্গী শৃঙ্গারের যে সকল প্রভেদ কথিত হইল তাহাদের সবগুলিতেই সমানাকার অনুপ্রাস রচনার প্রবর্ত্তন করা হইলে সেই অনুপ্রাস ব্যঞ্জক হইতে পারে না। অঙ্গী বলার উদ্দেশ্য এই যে যদি শৃঙ্গাররস অঙ্গ হয় তাহা হইলে একরকমের অনুপ্রাস ইচ্ছানুসারে রচনা করা যাইতে পারে।

সুরত—আলিঙ্গনাদি চৌষট্টি প্রকার। বিহরণ—উদ্যানগমন। 'আদি'-পদের দ্বারা জলক্রীডা, পানকরসপান, চন্দ্রোদয় ক্রীড়াদি বুঝাইতেছে। অভিলাষবিপ্রলম্ভ বলিতে বুঝিতে হইবে সেই প্রকারের শৃঙ্গার যেখানে দুইজনেই মনে করে একের জীবন অপরের উপর নির্ভর করে, কিন্তু এইরূপ রতিভাব উৎপন্ন হইলেও কোন কারণে মিলন হয় নাই। যেমন, 'রত্নাবলী'-নাটকে "সুখয়তীতি কিমুচ্যতে" (সুখলাভ করিতেছে—কি বল ?—দ্বিতীয় অঙ্ক)—এই উক্তি হইতেই বৎসরাজ ও রত্নাবলীর অভিলাষবিপ্রলম্ভ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে রত্নাবলীর হয় নাই। রতির অভাবে পূর্ব্বের সেই অবস্থাকে কামাবস্থামাত্র বলা যাইতে পারে। ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভ—প্রণয়খণ্ডনের দ্বারা খণ্ডিতা নায়িকার সহিত। আবার বিরহবিপ্রলম্ভ—খণ্ডিতা নায়িকাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করা হইলেও সে স্তুতির্বাক্য গ্রহণ করে নাই, পরে বিরহতাপ-জর্জ্জর হইয়াছে। এই জাতীয় বিরহোৎকণ্ঠার সহিত। প্রবাসবিপ্রলম্ভ—প্রোষিতভর্ত্তৃকার সহিত। প্রবাসবিপ্রলম্ভাদি—এই 'আদি' শব্দের দ্বারা শাপ-প্রভৃতিকৃত বিপ্রলম্ভ সূচিত হইয়াছে। বিপ্রলম্ভরসও বিপ্রলম্ভ বা প্রবঞ্চনার মত। যেমন বঞ্চনায় (বিপ্রলম্ভে) অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায় না, এইখানেও সেইরূপ। তেষাং চেতি। একদিকে সম্ভোগাদি ও অপরদিকে বিভাবাদি। আশ্রয় বলিতে যদি মারুত প্রভৃতি বিভাবের যে মলয়াদি আশ্রয় তাহার কথা বলা হয়, তাহা হইলে দেশ শব্দের দ্বারাই তাহার আশ্রয় বোঝান হইয়াছে। সুতরাং এখানে আশ্রয় বলিলে কারণ বুঝিতে হইবে। যেমন মদীয় শ্লোকে—"আমার দয়িতের দ্বারা গ্রথিত এই মালা আমি নিরত হৃদয়ে ধারণ করি।

যে শৃঙ্গার ধ্বনির আত্মভূত সেইখানে যমকাদি রচনা সম্ভব হইলেও তাহা প্রমাদেরই কারণ হয়—বিশেষ করিয়া বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে। ১৫ ॥

ধ্বনির আত্মভূত যে শৃঙ্গার, বাচ্যবাচকের দ্বারা যাহার তাৎপর্য্য প্রকাশ্যমান সেইখানে দুষ্কর শব্দভঙ্গ শ্লেষাদি যমক প্রকারের রচনা সম্ভাব্য হইলেও প্রমাদের কারণ হয়। 'প্রমাদিত্ব' এই শব্দের দ্বারা দেখান হইতেছে যে কাকতালীয়ন্যায়ে কদাচিৎ কোনও একটি যমকের দ্বারা রসনিষ্পত্তি হইলেও অন্য অলঙ্কারের মত যমকাদিকে রসের অঙ্গরূপে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। 'বিপ্রলম্ভে বিশেষতঃ'—ইহার দ্বারা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসের সৌকুমার্য্যের আতিশয্য বলা হইতেছে। সেই রস দ্যোতনীয় হইলে যমকাদির অঙ্গরূপে প্রয়োগ অবশ্যপরিহার্য্য। ইহার যুক্তি অভিহিত হইতেছে—

শুষ্ক হইলেও ইহা হইতে বিরহযন্ত্রণাপরিহারকারী সুধারস বিগলিত হয়।" তস্যেতি। শৃঙ্গারের। অঙ্গিপ্রভেদসম্বন্ধপরিকল্পনে—অঙ্গিরসাদিদের যে প্রভেদ তৎসম্বন্ধী কল্পনা ইহাই অর্থ। ১৫॥

যেন—দিকমাত্রের দ্বারা অর্থাৎ অংশমাত্রের দ্বারা। সচেতসামিতি—যাঁহারা মহাকবিত্ব ও সহৃদয়ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের। সর্ব্বত্রেতি—সকল রসে, আসাদিতঃ—প্রাপ্ত, আলোকঃ—অবগতি অর্থাৎ সম্যক ব্যুৎপত্তি। যাহার দ্বারা এইরূপ সম্বন্ধ। তত্রেতি। দিক অর্থাৎ অংশ বা একদেশ মাত্র বক্তব্য হইলে। যত্নাদিতি। সযত্নে ক্রিয়মাণ হওয়ার জন্য। হেতুবাচক অর্থ অভিপ্রেত। একরকমের অনুপ্রাসের রচনা ত্যাগ করিয়া বিচিত্র অনুপ্রাস সন্নিবেশিত করিলে দোষাবহ হইবে না। এইজন্যই একরূপ শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে। যমকাদি—'আদি'-শব্দ প্রকারবাচক, দুষ্কর মুরজচক্রবন্ধ প্রভৃতির রচনা। শব্দভঙ্গশ্লেষ ইতি। অর্থশ্লেষ রচনা করিলে দোষাবহ হয় না, যেমন "রক্তস্ত্বং" (পৃঃ ১২৯) ইত্যাদিতে। শব্দভঙ্গশ্লেষও যদি কষ্টকল্পনা প্রসূত হয় তাহা হইলেই দোষের হয়। অশোকসশোকাদি (পৃঃ ৯০-৯১) পদরচনা দুষ্ট নহে। যুক্তিরিতি। সর্ব্বব্যাপক বস্তু, অর্থাৎ এই যুক্তি সকল অলঙ্কার নিবন্ধনে প্রযোজ্য। রসেতি। রসের প্রতি মনোযোগী হইলে বিভাবাদি ঘটনা রচনার সঙ্গে সঙ্গে অব্যবহিত ভাবে উপায় হিসাবে

রস আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া যাহার রচনা সম্ভবপর হইয়াছে অথচ যাহার রচনার জন্য পৃথক্ যত্নের প্রয়োজন হয় না ধ্বনি প্রকাশে তাহাই অলঙ্কার বলিয়া সুসম্মত। ১৬॥

যাহা আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার রচনা আশ্চর্য্যজনক হইলেও তাহা যদি রস আক্ষিপ্ত করিয়াই সৃষ্ট হয় তাহা হইলে এই অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনিতে সেই অলঙ্কার প্রশংসনীয় বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। তাহা যে রসের অঙ্গ ইহাই তাহার সম্পর্কে মুখ্য কথা যেমন—

"করতলে গণ্ডদেশ ন্যস্ত রাখিয়াছ বলিয়া সেইখানকার চন্দনপত্ররেখা মুছিয়া গিয়াছে। অমৃতের মত মনোরম তোমার অধররস নিঃশ্বাসের দ্বারা পীত হইয়াছে। কণ্ঠে লগ্ন অশ্রু বারংবার স্তনতট আন্দোলিত করিতেছে ; হে অনুরোধ-বিরূপে, ক্রোধই তোমার প্রিয়, আমি নহি।"

যাহাকে পাওয়া যায় রসমার্গে তাহাই অলঙ্কার, অন্য কিছু নহে। সুতরাং বীর, অদ্ভুতাদি রসেও যমকাদি কবি ও প্রতিপত্তার রসের বিঘ্নই করে। যাহারা নিজে বিবেচনা না করিয়া গড্ডরিকাপ্রবাহের অনুবর্ত্তী হয় বলিয়া বুদ্ধিহীন হইয়াছে এবং সহৃদয় ব্যক্তিদের অগ্রণী হইতে পারে নাই সেই সকল লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্যই আমি "শৃঙ্গারে ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে বিশেষ করিয়া' এইরূপ বলিয়াছি। তদনুসারে সাধারণভাবে বলিবেন "রসেঽঙ্গত্বং তস্মাদেষাং ন বিদ্যতে" (তাই ইহারা রসের অঙ্গ হইতে পারে না—পৃঃ ৮৭)। নিষ্পত্তাবিতি। প্রতিভাবলে আপনিই সম্পন্ন হয় ; চেষ্টা-পূর্ব্বক নিষ্পাদনের অপেক্ষা রাখেনা। আশ্চর্য্যভূত ইতি। কেমন করিয়া ইহা নিবদ্ধ হইল ইহাই আশ্চর্য্যের কারণ বলিয়া মনে হয়। এই নায়িকা করপল্লবে বদন ন্যস্ত করিয়াছে ; নিঃশ্বাসের জন্য ইহার অধর স্ফীত হইয়াছে, বাষ্পভরে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়াছে, অবিরত রোদন করিতে করিতে ইহার স্তনতট কম্পিত হইতেছে এবং সে রোষ পরিত্যাগ করিতেছে না। চাটু উক্তির দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করা হইতেছে ; ইহাতে ঈর্ষ্যা-বিপ্রলম্ভগত অনুভাবের চর্ব্বণায় নিবিষ্টচিত্ত বক্তা যে শ্লেষ রূপক ও ব্যতি-রেকাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ করিতেছে সেই সকল অনায়াসনিষ্পন্ন অলঙ্কারের দ্বারা তাহার নিজের ও রসবেত্তার রসচর্ব্বণার বিঘ্ন করিতেছে না।

কোন অলঙ্কার রসের অলঙ্কার হইলে তাহার লক্ষণ এই যে তাহার জন্য পৃথক্ যত্ন গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। রসসৃষ্টিতে অভিনিবিষ্টমনা কবি রসসৃষ্টির বাসনা অতিক্রম করিয়া বহু যমক নিবদ্ধ করিতে গেলে বুদ্ধিপূর্ব্বক শব্দান্বেষণরূপ পৃথক প্রযত্ন অবশ্যম্ভাবী। যদি বলা যায় যে অন্য অলঙ্কারেও সেইরূপ পৃথক্ প্রযত্নের প্রয়োজন, তাহা হইলে বলিব যে ইহা সত্য নহে। যত্ন করিয়া বাহির করিতে হইলে অলঙ্কার দুর্ঘট হইলেও প্রতিভাবান্ রসসমাহিতচিত্ত কবির কাছে তাহারা "আমি আগে, আমি আগে" এইরূপ করিয়া আসিয়া পড়ে। যেমন কাদম্বরীতে কাদম্বরীদর্শনাবসরে। অথবা যেমন সেতুবন্ধ মহাকাব্যে মায়া রামের শিরোদর্শনে বিহ্বলা সীতাদেবীর বর্ণনায়। ইহা যুক্তিযুক্তই, কারণ রস বাচ্যবিশেষের দ্বারা আক্ষিপ্ত করিতে হইবে। রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ বাচ্যবিশেষ; তাহারা রস-প্রতিপাদক শব্দের দ্বারা রস প্রকাশ করে। সুতরাং রসাভিব্যক্তিতে তাহারা বহিরঙ্গ নহে। কিন্তু যমকাদি দুষ্করমার্গে বহিরঙ্গত্ব অবশ্য-স্বীকার্য্য। যদিও যমকাদির এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে তাহা

লক্ষণমিতি। অর্থাৎ ব্যাপক। "প্রবন্ধেন ক্রিয়মাণঃ"—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে—অর্থাৎ একাদিক্রমে রচনা করিলে। অতএব বুদ্ধিপূর্ব্বকত্ব অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া পরে করিতে হইবে। এই ভাবে 'বুদ্ধিপূর্ব্বক' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। রসের প্রতি মনোনিবেশ করিতে যে যত্নের প্রয়োজন তদতিরিক্ত যে যত্ন তাহাই যত্নান্তর। তাহাদের নিরূপণ করিতে যাইয়া দেখা যায় যে তাহারা দুর্ঘট। বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহা করা যায় না। সেইভাবে নিরূপিত হইলে এই সমস্ত দুর্ঘটনগুলি কেমন করিয়া ঘটিল এইরূপ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। অহং পূর্ব্বঃ—আমি আগে। "আমি আগে, আমি আগে" তাহারা এইভাবে প্রবর্ত্তিত হয়। 'অহং'—এই অব্যয়টি বিভক্তির প্রতিরূপক, ইহার অর্থ আমি। এতদিতি। "আমি আগে"—এই বলিয়া আসিয়া পড়া। কানিচিদিতি। কালিদাসাদি কর্ত্তৃক প্রণীত কয়েকখানি। "শক্যাপি পৃথক্ যত্নোজায়তে"—এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। এষামিতি। যমকাদির। "ধ্বন্যাত্মভূতে শৃঙ্গারে"—(২।১৫)

রসশালী তবু সেইখানে যমকাদিই অঙ্গী। আর রসাভাসস্থলে অঙ্গত্বও বিরুদ্ধ নহে; যেহেতু রস যেখানে অঙ্গীরূপে ব্যঙ্গ্য হয় সেইখানে যমকাদির জন্য পৃথক্ যত্নের প্রয়োজন হয় বলিয়া তাহা অঙ্গ হইয়া থাকেনা। এই যে অর্থ ইহাই নিম্নে সংগ্রহশ্লোকে দেওয়া হইল :—

"কোন কোন স্থলে রসবিশিষ্ট ও অলঙ্কারসমন্বিত বস্তু মহাকবির এক প্রচেষ্টাতেই সম্পন্ন হয়।"

"কবি শক্তিমান্ হইলেও যমকাদি রচনায় তাঁহার পৃথক্ যত্ন লাগে, তাই ইহারা রসের অঙ্গ হইতে পারেনা।"

"রসাভাসে যমকাদির অঙ্গত্ব বাধিত হয় না। কিন্তু যে শৃঙ্গারে ধ্বনি আত্মা হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহাদের অঙ্গত্ব সাধিত হয় না।"

যে শৃঙ্গারে ধ্বনি আত্মভূত হইয়াছে তাহার সম্পর্কিত ব্যঞ্জক অলঙ্কারের কথা এখন বলা হইতেছে :—

এই যে বলা হইয়াছিল তাহা প্রধান বক্তব্য বলিয়া পুনরায় অর্দ্ধশ্লোকে সংগৃহীত হইল—ধ্বন্যাত্মভূত ইতি। ইদানীমিতি। যাহা যাহা পরিত্যাজ্য তাহাদের কথা বলা হইয়াছে। যাহা যাহা গ্রহণ করা উচিত তাহাদের কথা বলা হইবে। ব্যঞ্জক ইতি। 'যে' (যশ্চ) ও 'যথা' (যথাচ) বসাইয়া বাক্য সম্পূর্ণ করিতে হইবে। যথার্থতামিতি। চারুত্বহেতুতা। উক্ত ইতি। ভামহাদি অলঙ্কারকদের কর্ত্তৃক। 'বক্ষ্যতে চ' (বলাও হইবে)—ইহার হেতু বলিতেছেন—অলঙ্কারাণামনন্তত্বাদিতি। প্রতিভার অনন্ততাহেতু অন্ত কাহাদের ছায়া। ১৩-১৭ ॥

কারিকায় 'সমীক্ষ্য' শব্দের দ্বারা সমীক্ষার—সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণের—কথা বলা হইয়াছে। চারটি শ্লোকপাদের দ্বারা (বিবক্ষা……প্রত্যবেক্ষণম্) অঙ্গত্বসাধন বোঝান হইতেছে। "রূপকাদিরলঙ্কারবর্গস্ত অঙ্গত্বসাধনম্"—ইহা প্রত্যেকটি পাদের পরে প্রযোজিত হইবে। যে অলঙ্কারকে রসের অঙ্গরূপে (অঙ্গিরূপে নহে) বিবক্ষিত করিতেছেন, যাহাকে অবসরমত গ্রহণ করিতেছেন, যাহাকে অত্যন্তভাবে সম্পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন না, যাহাকে যত্নসহকারে অঙ্গহিসাবে নিয়োগ করেন তাহাই নিবদ্ধ

রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ ধ্বন্যাত্মভূত শৃঙ্গারে বিবেচনার সহিত সন্নিবেশিত হইলে যথার্থতা লাভ করে। ১৭ ॥

বাহ্য অলঙ্কারের ন্যায় কাব্যালঙ্কারও অঙ্গীর চারুত্বহেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। রূপকাদি বাচ্য অলঙ্কারবর্গ—যাহাদের কথা বলা হইয়াছে অথবা অলঙ্কার অনন্ত বলিয়া অন্য কাহারও দ্বারা কথিত হইবে—তৎসমুদায় যদি বিবেচনার সহিত সন্নিবেশিত হয়, তাহা হইলে তাহারা সবাই অঙ্গী অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির চারুত্বহেতু হইবে। অলঙ্কার সন্নিবেশ করিতে হইলে যে বিবেচনার প্রয়োজন তাহা এই :—

অলঙ্কার রসের উপরে নির্ভরশীল ভাবেই বিবক্ষিত হইবে তাহা কখনও অঙ্গী হিসাবে বিবক্ষিত হইবে না। তাহা অবসর মত গৃহীত ও ত্যক্ত হইবে এবং অত্যন্তরূপে তাহার নির্ব্বাহ হউক এইরূপ ইচ্ছা থাকিবে না। ১৮ ॥

হইয়া রসাভিব্যক্তির হেতু হয়—এই মহাবাক্য নিষ্পাদিত হইল। সন্নিবেশিত হইল। এই মহাবাক্যের মধ্যে যে উদাহরণের অবকাশ, উদাহরণের স্বরূপ তাহার যোজনা, তাহার সমর্থনের কথা বলা হইল তাহার নিরূপণের জন্য সন্দর্ভান্তরের প্রয়োজন—বৃত্তির পাঠ এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। চলাপাঙ্গামিতি। হে মধুকর, আমাদের এবংবিধ আকাঙ্ক্ষা ও চাটুপ্রবণতা থাকিলেও আমরা তত্ত্বান্বেষণ করি বলিয়া অন্বেষণের বিষয়ীভূত বস্তুজগতে হতশ্রম হইয়া যাই, তাই শুধু আয়াসই করিয়া ক্লান্ত হই। ত্বং খল্বিতি। এই অব্যয়ের দ্বারা বোঝান হইতেছে যে তোমার চরিতার্থত্ব অযত্নসিদ্ধ। শকুন্তলার প্রতি অভিলাষী দুষ্মন্তের এই উক্তি। আচ্ছা, কেমন করিয়া ইহার কটাক্ষগোচর হইব, কেমন করিয়া আমার অভিপ্রায় এই রমণী শুনিবে, কেমন করিয়া সে অনিচ্ছুক হইলেও জোর করিয়া চুম্বন করিব যাহাতে সে আমার মনোরাজ্যে নিবাস করিতে পারে? এই সকল ব্যাপার তোমার পক্ষে অযত্নসিদ্ধ। ভ্রমর নীল উৎপল মনে করিয়া সেইরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ চক্ষুকে বারংবার স্পর্শ করিতেছে। আকর্ণবিস্তৃত বলিয়া নেত্রযুগলকে পদ্ম মনে করিতেছে—তাই খুব গুণ গুণ করিয়া সেইখানেই আছে। এই রমণী সহজ সৌকুমার্যে ও ত্রাসে কাতর; বিকসিত অরবিন্দকুবলয়ের গন্ধে মধুর অধর যেন রতির আকর এবং তাহা ভ্রমর পান করিতেছে। ভ্রমরস্বভাবোক্তি-অলঙ্কার প্রস্তাবিত রসের অঙ্গ

যদি অত্যন্তরূপে তাহার নির্ব্বাহ হয়ও তাহা হইলেও যত্ন সহকারে লক্ষ্য করিতে হইবে যে তাহা যেন অঙ্গহিসাবেই থাকে—এইভাবেই রূপকাদি অলঙ্কারবর্গের অঙ্গত্ব সাধিত হয়। ১৯ ॥

রসসৃষ্টিতে অত্যধিক মনোনিবেশ করিয়া কবি যে অলঙ্কারকে অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন তাহার দৃষ্টান্ত :

"হে মধুকর, তুমি এই চপলকটাক্ষবিশিষ্টা কম্পমানা রমণীর নয়ন বহুবার স্পর্শ করিতেছ। তুমি ইহার কর্ণের কাছে যাইয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত মৃদু শব্দ করিতেছ। যে তোমার ভয়ে হাত প্রকম্পিত করিতেছে তাহার রতিসর্বস্বরূপ অধর তুমি পান করিতেছ। আমরা তত্ত্বান্বেষণ করিতে যাইয়া পরাস্ত হই; বাস্তবিক পক্ষে তুমিই ভাগ্যবান।"

হইয়াই প্রকাশিত হইতেছে। অন্য কেহ কেহ এখানে রূপকসমন্বিত ব্যতিরেকের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন. তাহারা ভ্রমরস্বভাবে উক্তি যাহার এইভাবে যোজনা করিয়াছেন। চক্রাভিঘাতই প্রসভাজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় আদেশ তাহার দ্বারা যিনি রাহুবধূদের রতোৎসব চুম্বন মাত্রে সমাপ্ত করিয়া দিয়াছেন - যেহেতু আলিঙ্গন উদ্দাম অর্থাৎ প্রধান যাহাদের মধ্যে এই রতোৎসব সেইরূপ বিলাসসমূহশূন্য। এখানে কেহ বলিয়াছেন —এখানে পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কারই কবি-কর্তৃক প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে, রসাদি নহে। তবে কেন বলা হয় "রসাদি তাৎপর্য্য থাকিলেও ইত্যাদি?" এই (পর্য্যায়োক্ত বাদীর) উক্তি ঠিক নহে ভগবান্ বাসুদেবের প্রতাপই এখানে প্রধানভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে। তাহা চারুত্বহেতু হইয়া প্রকাশিত হইতেছে না, পর্য্যায়োক্তই চারুত্বের হেতু। যদিও এই কাব্যে কোন দোষাশঙ্কা নাই, তবুও ইহাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখান হইতেছে, যেহেতু অলঙ্কার অঙ্গভূত হইলেও প্রস্তাবিত পরিপোষণীয় রসের স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়াছে। তাহা হইতে কোথাও কিছু অনৌচিত্য আসিবে ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। এই সকল কথা গ্রন্থকার পরে দেখাইবেন। মহাত্মাদের দোষ ঘোষণা করা নিজেকেই দোষ দেওয়া এই জন্য ইহাকে দোষের উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হইল না। উদ্দামা—উদ্গত কলিকাসমূহ যাহার। উৎকলিকা:—ফুলের কুঁড়িগুলি,

এখানে যে ভ্রমরস্বভাবোক্তি-অলঙ্কার আছে তাহা রসের অনুকূলই। নাঙ্গিত্বেন—প্রধানভাবে নহে। কদাচিৎ কোন অলঙ্কার পূর্ব্বে রসাদির উপকরণ হিসাবে বিবক্ষিত হইলেও পরে অঙ্গিভাবে বিবক্ষিত হইতে দেখা যায়। যেমন—

"যিনি আদেশচ্ছলে সুদর্শনচক্রের আঘাতে রাহুবধূদের রতোৎসব উদ্দাম-আলিঙ্গন-বিলাসশূন্য চুম্বনমাত্রে নিঃশেষিত হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।"

উৎকণ্ঠাও। ক্ষণাং—সেই মুহূর্ত্তেই। প্রারব্ধা জৃম্ভা—বিকাশ আরম্ভ করা হইয়াছে যাহার দ্বারা (যয়া)। জৃম্ভার অপর অর্থ মদনকৃত মুখবিকাশ। শ্বসনোদ্গমৈঃ—বসন্ত বায়ুর হিল্লোলের দ্বারা। আত্মনঃ—নিজের অর্থাৎ লতার, আয়াসম্—আন্দোলনযত্ন, আতন্বতীম—বিস্তার করিতেছে। আবার নিশ্বাস পরম্পরার দ্বারা আত্মনঃ—নিজের আয়াসম্—হৃদয়স্থিত সন্তাপ, আতন্বতী—প্রকাশ করিতেছে। মদনাখ্য বৃক্ষের সহিত, অথবা কামের সহিত। এখানে উপমা-শ্লেষ ভাবী ঈর্ষ্যা-বিপ্রলম্ভরসের পথপরিষ্কারক হিসাবে থাকিয়া সহৃদয় ব্যক্তির রসচর্ব্বণার আনুকূল্য করিতেছে। অবসরে—এইরূপ ভাবে রস যখন প্রবৃত্ত হয় তখন উপমাশ্লেষে অলঙ্কার অগ্রবর্ত্তী আস্বাদনের বিষয় হয়। প্রতিপদে নাটকের প্রসঙ্গানুসারে ইহার অভিনয় করিতে হইবে। যদি প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় তাহা হইলেও অপাঙ্গাদির দ্বারা বাক্যার্থের অভিনয় করিতে হইবে। অভিনয় যে একেবারেই হইতে পারে না তাহা নহে। অবাস্তব কথা বলিয়া লাভ কি? অবশ্যম্ভাবী ঈর্ষ্যায় অবকাশদান বিষয়ে 'ধ্রুব' শব্দ প্রাধান্য পাইতেছে। রক্ত.—লোহিত। আমিও রক্ত অর্থাৎ আমার অনুরাগ জাগ্রত হইয়াছে। তাহার পল্লবের রক্তিমা আমার অনুরাগের প্রবোচক বিভাব। এইভাবে প্রতিপাদে প্রথম অর্থ বিভাবরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব ইহা হেতুশ্লেষের উদাহরণ। সহোক্তি, উপমা ও হেতু অলঙ্কার অনেক সময় শ্লেষের দ্বারা অনুগৃহীত হয়। এই অভিপ্রায়েই ভামহ বলিয়াছেন, "রূপক হইতে শ্লেষের যে পার্থক্য তাহা সহোক্তি, উপমা ও শ্লেষের নির্দ্দেশানুসারে ত্রিবিধ রূপের হইতে পারে।" ইহার দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে অন্য অলঙ্কার শ্লেষের অনুগ্রাহক হইতে পারে না। রসবিশেষমিতি বিপ্রলম্ভম্। 'সশোক'-

এখানে রসাদি তাৎপর্য্য থাকিলেও পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার অঙ্গীভাবে বিবক্ষিত হইয়াছে। অঙ্গহিসাবে বিবক্ষিত হইলেও যাহাকে অবসরমত গ্রহণ করা হয়, অনবসরে নহে। অবসরে গ্রহণ যথা—

"এই পুরোবর্ত্তিনী লতাকে আজ কামমোহিত নারীর মত দেখিতেছি —ইহার কলিকা উদ্গত (উৎকলিকা) হইয়াছে, ইহার বর্ণ পাণ্ডুর, ইহার বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে, বায়ুর (শ্বসনের) উল্লাসে ইহার দেহ আন্দোলিত হইয়াছে। ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি বলিয়া আমি নিশ্চয়ই দেবীর মুখ কোপকষায়িত করিয়া দিব।"

এখানে উপমাশ্লেষকে অবসর মত গ্রহণ করা হইয়াছে। গ্রহণ করিয়াও যে অলঙ্কারকে অবসরমত ত্যাগ করা হয় তাহা রসের আনুকূল্যের জন্য অন্য অলঙ্কারের অপেক্ষায় করা হইয়া থাকে। যেমন—

"হে অশোক, তুমি নবপল্লবে অনুরঞ্জিত; প্রিয়ার যে সকল গুণ আছে আমি তাহাদের প্রতি অনুরক্ত। হে সখে, পুষ্প হইতে মুক্ত ভ্রমর তোমার উপরে আপতিত হয়। আমার উপরেও মদনের পুষ্প-ধনু হইতে বিমুক্ত বাণ আসিয়া পড়ে।

শব্দের দ্বারা ব্যতিরেক অলঙ্কারের গ্রহণ না করিয়া বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের পরিপোষক নির্ব্বেদচিন্তাদি ব্যভিচারীভাবের প্রকাশের অবকাশ দেওয়া হইয়াছে। কিংতহীতি। অপর পক্ষের এইরূপ অভিপ্রায়—সমস্তটা মিলিয়া ইহা এক সঙ্কর অলঙ্কারই হইয়াছে। তাহার মধ্যে কিই বা ত্যক্ত হইল কিই বা গৃহীত হইল? তস্যেতি—সঙ্কর অলঙ্কারের। যেখানে একই বিষয়ে দুই অলঙ্কারের জ্ঞান হয় তাহার নাম সঙ্কর অলঙ্কার। 'সহরি'-শব্দ শ্লেষ ও ব্যতিরেকের একই বিষয়। সঃ হরিঃ—তিনি (অচ্যুত) হরি এবং হরিদিগের বা ঘোড়াদিগের সহিত। অত্রহীতি। 'হি'-শব্দ 'কিন্তু'-শব্দার্থে। 'রক্তস্তং' ইত্যাদি শ্লোকে। অন্যঃ—রক্ত ইত্যাদি। অন্যশ্চ—অশোক-সশোকাদি। আপত্তি হইতে পারে যে একবাক্যাত্মা বিষয়কে আশ্রয় করিয়া যে একবিষয়ত্ব হইয়াছে তাহাতেই সঙ্কর হউক। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদীতি। এবং-বিধ অর্থাৎ বাক্যবিষয়ে। 'বিষয়ে'-শব্দের দ্বারা একবিষয়ত্ব বিবক্ষিত

প্রিয়ার পদাঘাত তোমার আনন্দদায়ক হয়, আমারও। আমাদের সবই তুল্য। কেবল বিধাতা আমাকে স-শোক করিয়াছেন।”

এখানে শ্লেষ অলঙ্কার বচনানিবদ্ধ হইলেও ব্যতিরেকের অপেক্ষায় পরিত্যক্ত হইয়া রসবিশেষেরই পরিপোষক হইয়াছে। এখানে অলঙ্কারদ্বয়েরও সংমিশ্রণ হয় নাই। তবে কি? যদি বলা হয় ইহা নরসিংহবৎ শ্লেষব্যতিরেকে লক্ষণযুক্ত অন্য অর্থাৎ সঙ্কর অলঙ্কার, তাহা হইলে বলিব, তাহা নহে, যেহেতু সঙ্কর অলঙ্কার অন্যরূপে ব্যবস্থাপিত হয়। যেখানে শ্লেষবিষয়ক শব্দেই প্রকারান্তরে ব্যতিরেকের প্রতীতি জন্মায় তাহা সঙ্কর অলঙ্কারের বিষয়। যেমন—“তিনি হরিনামা দেব, আপনি শ্রেষ্ঠ হরি (অশ্ব)-নিবহসমন্বিত, তাই আপনি সহরি” ইত্যাদিতে। এইখানে (“রক্তস্ত্বং” ইত্যাদিতে) শ্লেষ ও ব্যতিরেকের বিষয় বিভিন্ন। এই জাতীয় বিষয়ে অলঙ্কারান্তরের অর্থাৎ সঙ্কর অলঙ্কারের কল্পনা করিলে সংসৃষ্টি অলঙ্কারের আর কোন বিষয় থাকে না। শ্লেষের পথেই ব্যতিরেক অলঙ্কার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উপনীত হইয়াছে

হইয়াছে। যদি এক বাক্যকে আশ্রয় করিয়া একবিষয়ত্বের নির্দেশ দেওয়া হয় তাহা হইলে সংসৃষ্টি অলঙ্কার থাকে না; সর্ব্বত্রই সঙ্কর অলঙ্কারই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে ব্যতিরেক উপমাগর্ভই হইয়া থাকে এবং সেই উপমাও শ্লেষমুখেই আসিয়া থাকে। অতএব শ্লেষই ব্যতিরেকের অনুগ্রাহক; এইরূপে ইহা সঙ্কর অলঙ্কারের বিষয়। কিন্তু যেখানে অনুগ্রাহক অনুগ্রাহ্য ভাব নাই, সেইখানে একবিষয়ত্ব একবাক্যস্থ হইলেও সংসৃষ্টি হয়। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শ্লেষেতি। শ্লেষবলে আনীত উপমাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া। এই আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন—নেতি। ভাবার্থ এই:—সর্ব্বত্র যদি উপমাস্বশব্দের দ্বারা অভিহিত হয় তাহা হইলেই ব্যতিরেক হইবে, না উপমা শুধু ব্যঙ্গ্য হইলেই ব্যতিরেক হইবে? প্রথমোক্ত পক্ষ—যদি উপমা স্বশব্দের দ্বারা অভিহিত হয়—খণ্ডন করিতেছেন—প্রকারান্তরেণেতি। উপমাবাচক শব্দ না থাকিলেও। শম্যা—প্রশমিত হইতে সমর্থা। দীপবর্ত্তিকা কিন্তু বায়ু মাত্রের দ্বারাই নির্ব্বাপিত হইতে পারে। তমঃরূপ কজ্জল তাহার দ্বারা।

বলিয়া এখানে সংসৃষ্টি হইতে পারে না—যদি এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ প্রকারান্তরেও ব্যতিরেক পাওয়া যাইতে পারে। যেমন—

"যে প্রলয়ঙ্কর নিদারুণ বায়ু পর্ব্বতকেও দলন করিতে পারে তাহা যে বর্ত্তিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, দিবাভাগে তিমিররূপ কজ্জলদ্বারা যাহার সুপ্রকাশ পরমোজ্জ্বল দীপ্তি মলিন হয় না, 'পতঙ্গ' হইতে যাহার ধ্বংস না হইয়া উৎপত্তিই হইয়া থাকে,—নিখিল বিশ্বের প্রকাশক সূর্য্যের দীপ্তিরূপ অভিনব বর্ত্তিকা তোমাদের সুখদান করুক।

এখানে সাম্যবাচক শব্দের নিবন্ধন ছাড়াই ব্যতিরেকের প্রতিপাদন করা হইতেছে। এখানে (রক্তস্ত্বং ইত্যাদিতে) শুধু শ্লেষ হইতে চারুত্বের প্রতীতি হয় নাই; অতএব শ্লেষ ব্যতিরেকের অঙ্গ রূপেই বিবক্ষিত হইয়াছে, স্বতন্ত্র অলঙ্কাররূপে হয় নাই—এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। কারণ এবংবিধ বিষয়ে সাম্যমাত্র হইতেই চারুত্বের সুষ্ঠুভাবে প্রতিপাদন হয় এমনও দেখা যায়। যেমন—

"হে সখে জলধর, আমার ক্রন্দন তোমার গর্জ্জনের সহিত তুলনীয়; আমার অশ্রুপ্রবাহ তোমার অশ্রান্ত বারিধারার সঙ্গে তুলনীয়; তাহার বিচ্ছেদজাত শোকাগ্নি বিদ্যুৎ বিলাসের সহিত তুলনীয়; আমার

ন নো রহিতা অর্থাৎ তমোরহিতই। দীপবর্ত্তিকা কিন্তু তমোযুক্তই থাকে, উপরিভাগে কজ্জল বর্তমান থাকে বলিয়া অত্যন্তভাবে প্রকটিত হয় না, সেই জন্য। পতঙ্গাৎ—সূর্য্য হইতে। দীপবর্ত্তিকা কিন্তু পতঙ্গের (শলভের) দ্বারা ধ্বংসই পায়, পতঙ্গ হইতে উৎপত্তিলাভ করে না। সাম্যোক্তি। সাম্যের অর্থাৎ উপমার। প্রপঞ্চেন—স্বশব্দের দ্বারা যে বিস্তারিতভাবে প্রতিপাদন তাহা ছাড়াও। এই জন্যই বলা হইতেছে—উপমা প্রতীয়মান হইয়াই ব্যতিরেকের অনুগ্রাহক হইতেছে, স্পষ্ট করিয়া অভিধানের অপেক্ষা রাখিতেছে না। সুতরাং ব্যতিরেকের অনুগ্রাহক হিসাবে এখানে শ্লেষোপমা প্রতীত হইতেছে এমন বলা যায় না। প্রশ্ন হইতে পারে যে যদিও অন্যত্র ("নোকল্প" ইত্যাদিতে) এইরূপ না হইতে পারে, কিন্তু এখানে

অন্তঃস্থিত প্রিয়ামুখ তোমার অভ্যন্তরে নিহিত চন্দ্রের মত। তোমার ও আমার ব্যাপার একই রকমের। তবে তুমি কেন আমাকে সর্ব্বদা দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ ?”

এই সব শ্লোকে। রসনির্ব্বাহে সর্ব্বথা নিবিষ্টমনা কবি যে অলঙ্কারকে একান্তভাবে পরিপূর্ণ করিতে চাহেন না তাহার দৃষ্টান্ত—

“সন্ধ্যাকালে কোমল, চঞ্চল বাহুলতিকাপাশের দ্বারা স্বামীকে কোপভরে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া বাসনিকেতনে আনিয়া বধূ কাঁদিতে কাঁদিতে সখীদের কাছে স্বামীর দুষ্কর্ম্ম অঙ্গুলি নির্দ্দেশ প্রভৃতির দ্বারা সূচিত করিয়া ‘এইব্যক্তি পুনরায় এইরূপ করিবে না’ আবেগভঙ্গুর মধুর কণ্ঠে এই কথা বলিয়া তাহাকে আঘাত করিতেছে। সে হাসিয়া নিজের অপরাধ ঢাকিয়া ধন্য হইতেছে।”

এখানে রূপক আক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু রসের পরিপোষকতার উদ্দেশ্যে অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। অলঙ্কার পরিপূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হউক এইরূপ অভিপ্রায় সত্ত্বেও তাহা যাহাতে অঙ্গরূপে থাকে তজ্জন্য কবি অবহিত হয়েন। যেমন—

“হে ভীরু, আমি প্রিয়ঙ্গুলতিকায় তোমার অঙ্গ, চকিতহরিণীর নয়নে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে তোমার শোভা, ময়ূরের বর্হভারে তোমার কেশ, শীর্ণশরীরা নদীর উর্ম্মিমালায় তোমার ভ্রূবিলাস আছে বলিয়া মনে করি। অহো, কোন এক স্থানে তোমার সাদৃশ্য সমগ্রভাবে নাই।”

(রক্তস্ত্বং ইত্যাদিতে) সেইরূপে ব্যতিরেকের অনুগ্রাহক হওয়ার প্রবণতার জন্যই উপমা প্রতীত হইতেছে। সেইরূপ প্রবণতা না থাকিলে শ্লেষোপমা স্বয়ং চারুত্ব সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না ; তাই তাহা পৃথক্‌ভাবে অলঙ্কারত্বলাভ করে নাই। তাই বলিতেছেন—নান্যেতি। ইহা অসিদ্ধ, রসবেত্তার নিজের হৃদয়ে এইরূপ অনুভূতি হয় না। ইহা মনে রাখিয়া দেখাইতেছেন যে-শ্লেষ রসবেত্তার অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে সেইরূপ শ্লেষ ছাড়াই শুধু উপমার দ্বারা অন্য উদাহরণে চারুত্বলাভ হয়। এই উদাহরণ দিয়া

ইত্যাদিতে। এইভাবে যে অলঙ্কার বিরচিত হয় তাহা ধ্বনির রসাভিব্যক্তির কারণ হয়। যদি অলঙ্কার এই প্রয়োগপ্রণালী অতিক্রম করে তাহা হইলে অবশ্যই রসভঙ্গ হইবে। মহাকবিদের রচনায়ও বহুবার এই জাতীয় পদার্থ (রসভঙ্গ) দেখা যায়। কিন্তু যে সকল মহাত্মারা সহস্র সুন্দর উক্তির দ্বারা নিজদিগকে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের দোষ ঘোষণ নিজেরই দোষ দেখান হইবে বলিয়া পৃথক্‌ভাবে দেখান হইল না। কিন্তু রসাদিবিষয়ের ব্যঞ্জনায় রূপকাদি অলঙ্কারবর্গের সমীক্ষাসহকারে প্রয়োগের যে পদ্ধতি তা দিক-ভাবে দেখান হইল তাহা অনুসরণ করিয়া সমাহিতচেতা সুকবি স্বয়ং অন্যলক্ষণ নির্দেশ করিয়া যদি বক্ষ্যমাণ অলক্ষ্যক্রমধ্বনির আত্মা উপনিবদ্ধ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি পরম চরিতার্থতা লাভ করিবেন।—

(এই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির) যে অনুরণনরূপ আত্মা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়, শব্দ ও অর্থশক্তিমূলত্বের জন্য তাহাও দুই প্রকারের হইয়া থাকে ।২০।।

ইহার অর্থাৎ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির যে আত্মা তাহার ব্যঞ্জনা ক্রমে ক্রমে সংলক্ষিত হয় তাহার অনুরণন নাম দেওয়া হইয়াছে; তাহাও শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক এই দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

অপর পক্ষকে নিরস্ত করিতেছেন—যত ইত্যাদির দ্বারা। উদাহরণ শ্লোকে যতগুলি তৃতীয়ান্ত পদ আছে তাহাদের সঙ্গে 'তুল্য' শব্দ যোজনা করিতে হইবে। আর সব কিছু "বক্তস্বং" ইত্যাদি পদ্যের ন্যায় যোজনা করিতে হইবে।

এইভাবে "অবসরে গ্রহণ" এবং "অবসরে ত্যাগ" সমর্থন করিয়া কারিকাস্থ "নাতিনির্বহণৈষিতা"-(অতিশয়রূপে নির্বাহ করার অনিচ্ছা) ভাগ ব্যাখ্যা করিতেছেন - বসেতি। অলঙ্কার বিশেষ সমীক্ষা বা বিবেচনার সহিত সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। 'চ'-কার এই সমীক্ষা প্রকার বুঝাইয়া সমষ্টি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। দয়িতা—অর্থাৎ ব্যাধবধূ। যদি বাহুলতিকা সম্পূর্ণরূপে বজ্জুতে পরিণত হইত তাহা হইলে বাসগৃহ কারাগার বা পঞ্জরের মত হইত

আপত্তি হইতে পারে যে শব্দশক্তিবশতঃ যে অর্থান্তর প্রকাশিত হয় তাহাকে যদি ধ্বনির প্রকার বলি তাহা হইলে শ্লেষের বিষয়ই অপহৃত হইবে। কিন্তু তাহা নহে—এই জন্য বলিতেছেন

কাব্যে যে অলঙ্কার শব্দের দ্বারা উক্ত না হইয়া শব্দশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই শব্দশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি ২১।

যেহেতু অলঙ্কার—বস্তুমাত্র নহে—কাব্যে শব্দশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাই শব্দশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি—ইহাই আমাদের বিবক্ষিত। কিন্তু যদি শব্দশক্তির দ্বারা দুইটি বস্তু প্রকাশিত হয় তাহা হইলে তাহা শ্লেষ অলঙ্কার হইবে। যেমন—

"যিনি অন বা শকটাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন, যিনি অজন্মা, যে দেহের দ্বারা দানবেরা জিত হইয়াছিল তাহাকে অতীতকালে যিনি স্ত্রীরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, যিনি উদ্ধত ভুজঙ্গ কালিয়কে হত্যা করিয়াছিলেন এবং যিনি রবে (অ-কারে) লীন হইয়াছেন, যিনি

এবং তাহা অতিশয় অনুচিত হইত। সখীনাং পুরঃ ইতি—সখীদের সম্মুখে। ভাবার্থ এই যে তোমরা তো অনবরতই বল যে এই ব্যক্তি এইরূপ করে না, কিন্তু দেখ। স্খলন্তী অর্থাৎ কোপাবেশে যাহার বাক্য স্খলিত ও মধুর হইয়াছে। কি এই বাক্য? পুনরায় আর এইরূপ করিবে না। এইরূপ যে বলা হইল তাহা কিরূপ অর্থাৎ কিরূপ করিবে না? –দুশ্চেষ্টিতং (দুষ্কর্ম)। নখপদাদি অঙ্গুলি প্রভৃতির নির্দ্দেশের দ্বারা দেখাইয়া। হন্ততএবেতি। সখী প্রভৃতি যে অনুনয় করিতেছে তাহা রক্ষা করিতেছে না, কারণ প্রিয়তম হাসির দ্বারা অপরাধের অপলাপ করিতেছে। অপরাধের অপলাপ কে সহ্য করিতে পারে? নির্বোঢ়ুমিতি। নিঃশেষে পরিসমাপ্ত করিতে। শ্যামাসু—পাণ্ডুরতা, কৃশতা এবং কণ্টকসংযোগহেতু এখানে সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গুলতা বুঝাইতেছে। শশিনি—পাণ্ডুরতার জন্য। উৎপশ্যামি—যত্নের সহিত সম্ভাবনা করি, জীবনধারণের জন্য। হন্ত—কষ্টসূচক। কোন একটিমাত্র বস্তুতে সমস্ত সাদৃশ্য না থাকায় আমার চিত্ত আন্দোলিত হইতেছে। এইজন্য আমি এখানে সেখানে দাঁড়াইতেছি, কোন এক জায়গায় ধৈর্য্য

গোবর্দ্ধন পর্ব্বত (অগং) ও পৃথিবী (গাং) ধারণ করিয়াছিলেন, শশীকে যে মথিত করে সেই রাহুর যিনি শিরশ্ছেদন করিয়াছেন, অমরবৃন্দ যাঁহার নাম স্তবযোগ্য বলিয়াছেন, যিনি স্বয়ং অন্ধক অর্থাৎ যাদবদের বাসভূমি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদাতা, সেই মাধব তোমাকে রক্ষা করুন।" (বিষ্ণুপক্ষে) অথবা "যিনি মনোভব বা কন্দর্পকে ধ্বংস করিয়াছেন, যে বিষ্ণু বলীকে জয় করিয়াছেন তাঁহার দেহকে যিনি পুরাকালে অস্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, উদ্ধত ভুজঙ্গ যাঁহার হার ও বলয়, চন্দ্র যাঁহার শিরে, যিনি গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যাহার হরনাম স্তবযোগ্য বলিয়া অমরবৃন্দ বলিয়াছেন, যিনি অন্ধকাসুরকে নিধন করিয়াছেন, সেই উমাপতি তোমাকে রক্ষা করুন।" (শিবপক্ষে)

লাভ করিতে পারিতেছি না। ভীর্বিতি। যে ব্যক্তি কাতরহৃদয় সে নিজের সর্ব্বস্ব এক স্থানে রাখিতে পারে না। উৎপ্রেক্ষা তদ্ভাবের আরোপরূপক; তাহাকে যে সাদৃশ্য অনুপ্রাণিত করে তাহা যেমন আরম্ভ হইল তেমনি সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহিত হইলেও উৎপ্রেক্ষা বিপ্রলম্ভরসের পোষকই হইল। (বৃত্তিতে) তত্ লক্ষ্যং ন দর্শিতম্—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ তাহা লক্ষিত হয় কিন্তু দেখান হইল না। প্রত্যুদাহরণ না দেখাইলেও উদাহরণ অনুশীলন করিয়াই অভীষ্ট ফল লাভ করা গেল ইহাই দেখাইতেছেন—কিং স্বিতি। অন্যল্লক্ষণমিতি। পরীক্ষাপ্রকার। যেমন যাহা অবসর মত ত্যক্ত হইয়াছে তাহাই পুনরায় গৃহীত হইতে পারে। যেমন আমারই রচিত শ্লোকে—"শীতাংশু চন্দ্রের কর যদি অমৃতচ্ছটাবিশিষ্টই হইয়া থাকে তবে তাহারা কেন আমার মনকে এত তীব্রভাবে দহন করিতেছে? তবে তাহারা কি কালকূটবিষের সহবাসে দূষিত হইয়াছে? তাহা হইলে আমার প্রাণ হরণ করিতেছে না কেন? তবে কি প্রিয়তমার নাম জল্পনরূপ মন্ত্রের দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষিত হইতেছে? আমি কি মোহাচ্ছন্ন হইলাম? হা হা! এই যে কি গতি তাহা আমি জানি না।" এখানে রূপক, সন্দেহ ও নিদর্শনা ত্যক্ত হইয়া রসপরিপোষণের জন্য পুনরায় গৃহীত হইয়াছে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ১৮, ১৯॥

এইভাবে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির অলক্ষ্যক্রমাত্মক প্রথম ভেদ নির্ণয়

আপত্তি হইতে পারে—উদ্ভটভট্ট প্রভৃতি বলিয়াছেন যে অন্য অলঙ্কার প্রতিভাত হইলেও তাহার নাম শ্লেষই দিতে হইবে; সুতরাং শব্দশক্তিমূলক ধ্বনির অবকাশ থাকে না। এই আশঙ্কা করিয়াই বলিতেছেন—শব্দ শক্তির দ্বারা 'আক্ষিপ্ত'। তাৎপর্য এই যেখানে শব্দশক্তির দ্বারা অলঙ্কার প্রতীয়মান না হইয়া সাক্ষাৎভাবে বাচ্য হয় তাহা সবই শ্লেষের বিষয়। কিন্তু যেখানে শব্দশক্তির সামর্থ্যের দ্বারা বাচ্যব্যতিরিক্ত অন্য অলঙ্কার আক্ষিপ্ত হয় তাহা ব্যঙ্গ্য হইয়াই প্রকাশিত হয় এবং তাহা ধ্বনির বিষয়। শব্দশক্তির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অন্য অলঙ্কারের প্রকাশের উদাহরণ, যেমন—

"স্বভাবতঃ মনোহারী তাহার স্তনযুগলে হার না থাকিলেও তাহারা কাহার না বিস্ময় সঞ্চার করিয়াছিল?"

এখানে শৃঙ্গাররসের ব্যভিচারী ভাব বিস্ময় এবং বিরোধ অলঙ্কার সাক্ষাৎভাবে প্রতিভাত হইতেছে। অতএব ইহা বিরোধ অলঙ্কারের অনুগ্রাহক শ্লেষেরই বিষয়, অনুস্বানোপম ব্যঙ্গ্যের বিষয় নহে। কিন্তু অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনিতে শ্লেষ বা বিরোধ অলঙ্কার বাচ্য হইয়াই ব্যঞ্জনার বিষয় সৃষ্টি করিতে পারে। যেমন আমারই লিখিত শ্লোকে—

করিয়া দ্বিতীয় ভেদ বিভাগ করার জন্য বলিতেছেন ক্রমেণ ইত্যাদি। প্রথমপাদ অন্যপাদে বর্ণিত বিষয়ের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে ইহা অন্যপাদের সমর্থকও বটে। ঘণ্টার অনুরণন আঘাতজনিত শব্দের উপরে নির্ভর করিয়া ক্রমে ক্রমেই প্রতীতি হয়। সোঽপীতি। ধ্বনি যে কেবল মূলতঃই দ্বিবিধ তাহা নহে। কেবল যে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিই দ্বিবিধ তাহাও নহে। ইহাও দ্বিবিধ—ইহাই 'অপি' শব্দের অর্থ ২০॥

কারিকাগত 'চ'-শব্দ ব্যাখ্যা করিতেছেন—যস্মাদিতি। 'অলঙ্কার'-শব্দের অন্য শব্দ হইতে পার্থক্য দেখাইতেছেন—ন বস্তুমাত্রমিতি। বস্তুদ্বয়ে চেতি। 'চ'-শব্দ 'কিন্তু' বুঝাইতেছে। যেনেতি। যাঁহার কর্তৃক বাল্যকালে করার সময়ে শকটাসুর নিহত হইয়াছে। অভবেন—জন্মগ্রহণ না করিয়া। বলিনঃ—বলীদিগকে অর্থাৎ দানবদিগকে যিনি জয় করিয়াছেন। যিনি পূর্বকালে অমৃতহরণসময়ে স্বীয় দেহকে স্ত্রীদেহে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। যিনি

"যিনি হস্তে সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়াছেন, যিনি নিজ সুললিত চরণারবিন্দের দ্বারা সমগ্রজগৎকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন এবং যিনি চন্দ্রকে চক্ষুরূপে ধারণ করিয়াছেন তিনি যে রুক্মিণীকে স্বীয় তনুর অপেক্ষা অধিক দেখিতেন ইহা যুক্তিযুক্তই, কারণ রুক্মিণীর অশেষ তনু প্রশংসনীয়, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের লীলায় ত্রিলোক জিত হইয়াছে; তাঁহার মুখ নিরবশেষ লাবণ্যযুক্ত ও চন্দ্রসদৃশ। সেই রুক্মিণী তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

এখানে ব্যতিরেকচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষ বাচ্য হইয়াই প্রতীত হইতেছে। আরও যেমন—

"জলদভুজগজাত বিষ (জল) বিরহিণী নারীতে শিরোঘূর্ণন, বিষয়ে অনভিলাষ, মানসিক ঔদাস্য, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, মূর্চ্ছা, অন্ধতা, শরীরপীড়া ও মুমূর্ষুতা হঠাৎ আনয়ন করে।" অথবা যেমন—

উদ্বৃত্ত অর্থাৎ মদগর্ব্বিত কালিয় নামক সর্পকে হত্যা করিয়াছিলেন। রবে অর্থাৎ শব্দে লয় যাহার, যেহেতু বলা হইয়াছে—"অকারই বিষ্ণু"। যিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত এবং পাতালগত পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার নাম স্তবযোগ্য একথা ঋষিরা বলিয়াছেন। তাহা কি? শশীকে মথন করে—কর্ত্তায় কিপ্, শশিমথ্ অর্থাৎ রাহু, তাহার শির যিনি ছেদন করিয়াছেন। সেই মাধব অর্থাৎ বিষ্ণু যিনি সর্ব্বদাতা তিনি তোমাকে রক্ষা করুন। তিনি কিরূপ? যিনি দ্বারকাকে অন্ধক-জনগণের অর্থাৎ যাদবদিগের বাসভূমিতে পরিণত করিয়াছেন। অথবা মৌষলপর্ব্বে তিনি ইষিকার দ্বারা তাহাদের হত্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় অর্থ—যিনি কামদেবকে জয় করিয়া বলিজিতের অর্থাৎ বিষ্ণুর দেহকে ত্রিপুরনিধনকালে অস্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, উদ্ধত সর্পসমূহ যাঁহার হার ও বলয়, মন্দাকিনীকে যিনি ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার শির চন্দ্রযুক্ত বলিয়া ঋষিরা বলিয়াছেন, যাঁহার 'হর'-নাম স্তবযোগ্য ইহাও ঋষিরা বলিয়াছেন, সেই ভগবান্ স্বয়ংই অন্ধকাসুরের নিধন করিয়াছেন, যিনি উমার পতি তিনি সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন। এখানে দ্বিতীয় অর্থ যে প্রতীত হইল তাহা বস্তুমাত্র, অলঙ্কার নহে।

"গজেন্দ্র যেমন মানসসরোবরের কাঞ্চন পঙ্কজ দলিত করিয়া তাহার সৌরভকে মথিত করে তোমার বাহুপরিঘাও শত্রুর মানস পঙ্কজে সেইরূপ করিয়া থাকে। গজেন্দ্র যেমন অবিশ্রান্ত মদজল নির্মুক্ত করিয়াও সঙ্কুচিত হয় না তোমার বাহুপরিঘাও সেইরূপ দান করিয়া সঙ্কুচিত হয় না।"

এখানে রূপকচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষ বাচ্য হইয়াই অবভাসিত হইতেছে। যেখানে সেই শ্লেষ অলঙ্কার আক্ষিপ্ত হইয়াও পুনরায় অন্য শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় সেইখানে শব্দশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনির ব্যবহার হয় নাই। সেখানে বক্রোক্তি প্রভৃতি বাচ্য অলঙ্কারেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন—

সুতরাং ইহা শ্লেষেরই বিষয়। কারিকায় যে 'আক্ষিপ্ত'-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে অন্যান্য পদার্থ হইতে তাহার পার্থক্য দেখাইবার জন্য প্রশ্নদ্বারা সূচনা করিতেছেন—নম্বলঙ্কার ইত্যাদির দ্বারা। তস্যা বিনাপীতি। এই 'অপি'-শব্দ বিরোধ প্রকাশ করিয়া অর্থদ্বয়ে আপন অভিধাশক্তি দান করিতেছে। হৃদয় অবশ্যই হরণ করে। তাই হারিণৌ। হার যাহাদের আছে—তাই হারিণৌ। 'বিস্ময়'-শব্দ এই অর্থেরই পরিপোষক; 'অপি'-শব্দ না থাকিলে শুধু 'হারিণৌ'-শব্দ হইতে অর্থদ্বয়ের অভিধা হইত না, কারণ স্তনযুগল স্বীয় সৌন্দর্য্যের জন্যই বিস্ময়ের হেতু। বিস্ময়াখ্যো ভাবঃ—"বিস্ময়াখ্যো ভাবঃ প্রতিভাসত ইতি"—বৃত্তিতে লিখিত এই কথা "বিরোধচ্ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষের বিষয়" ইত্যাদির দৃষ্টান্ত হিসাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেমন 'বিস্ময়'-শব্দের দ্বারা বিস্ময়ের প্রতীতি হইতেছে সেইরূপ বিরোধের প্রতীতিও হইতেছে: 'অপি'-শব্দের দ্বারা এই প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, তবে এখানে ধ্বনি কি একেবারেই নাই? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অলক্ষ্যোতি। বিরোধেন বেতি। 'বা'-পদের দ্বারা দেখাইতেছেন যে ইহা শ্লেষবিরোধমূলক সঙ্কর-অলঙ্কার। ইহাদের মধ্যে অনুগ্রাহক ও অনুগৃহীত সম্পর্ক আছে; তাই কোন একটির ত্যাগ বা গ্রহণের কোন কারণ নাই—ইহাই 'বা'-শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে। সুদর্শননামক চক্র করে যাঁহার। ব্যতিরেক অলঙ্কার হিসাবে ধরিলে—সুদর্শন অর্থাৎ শ্লাঘ্য হস্তদ্বয় যাঁহার। যিনি অরবিন্দসদৃশ চরণ-

"হে কেশব, গো-পরাগে (গোধূলিতে) হৃতদৃষ্টি হওয়ায় আমি তো কিছুই দেখিতে পাই না। সেই জন্যই, হে নাথ, আমি স্খলিতা হইয়াছি। তুমি কেন পতিতাকে অবলম্বন করিতেছ না? বিষম বা বন্ধুর পথে (বিষমেষু বা কন্দর্পের দ্বারা) খিন্নহৃদয়া রমণীগণের তুমিই একমাত্র গতি—ইহা গোপিনীরা নানা ইঙ্গিতে সূচনা করিয়া বলিয়া থাকে। গোষ্ঠে তুমি আমাদিগকে চিরকাল রক্ষা কর।"

এই জাতীয় সবই অনায়াসে বাচ্য শ্লেষের বিষয় হয় তো হউক। কিন্তু যেখানে অর্থসামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া অন্য অলঙ্কার শব্দশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা সবই ধ্বনির বিষয়। যেমন—

যুগলের বিন্যাসের দ্বারা ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করিয়াছেন। চন্দ্ররূপ চক্ষু ধারণ করিয়া। বাচ্যতয়ৈবেতি। স্বতনোরধিকাম্—ইহার দ্বারা ব্যতিরেক অলঙ্কার বাচ্য হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া। 'ভুজগ'-শব্দের পর্য্যালোচনার বলেই 'বিষ' শব্দ অভিধাশক্তির দ্বারা 'জল' বুঝাইয়াও বিশ্রান্তি লাভ করিতে চাহে না। বরং হলাহল লক্ষণযুক্ত দ্বিতীয় অর্থ বুঝাইতেছে, কারণ 'হলাহল'—এই দ্বিতীয় অর্থ অভিহিত না করা পর্য্যন্ত অভিধাশক্তির ক্রিয়া অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। 'ভ্রমিম্' হইতে আরম্ভ করিয়া 'মরণ' পর্য্যন্ত সকল শব্দ এক শ্লেষেরই বিষয়। সমস্ত আশা নির্ম্মূল হইয়াছে এইভাবে খণ্ডিত হইয়াছে যে শক্রহৃদয় তাহাই কাঞ্চনপঙ্কজ। শক্রহৃদয়কে কাঞ্চনপঙ্কজ বলার কারণ এই যে তাহা সারবিশিষ্ট। তৈঃ—তাহারাই কারণভূত হইয়া। শিম্মহিঅপরিমলা ইতি—প্রবৃদ্ধ প্রতাপশালী, অখণ্ডিত বিতরণের দ্বারা প্রসারশালী বাহুপরিঘাঃ—লৌহ লগুড়সদৃশ বাহু যাঁহার। গজেন্দ্রাঃ—'গজেন্দ্র'-শব্দ প্রয়োগের জন্য 'চমহিঅ'-শব্দ, 'পরিমল'-শব্দ, 'দান'-শব্দ 'অবলুণ্ঠন-সৌরভ-বিমর্দ্দন' লক্ষণযুক্ত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াও নিজেদের অভিধাশক্তি পরিসমাপ্ত করে নাই, উক্ত দ্বিতীয় অর্থও অভিহিত করিতেছে। এইভাবে 'আক্ষিপ্ত' শব্দকে অন্য শব্দ হইতে পৃথক করিয়া দেখাইয়া 'এব'-শব্দের এইরূপ বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে—স চেতি। উভয়ার্থ-প্রতিপাদন করিতে সমর্থ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে, তন্মধ্যে কোন একটি বিষয়ের মধ্যে যেখানে অভিধা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকিতে পারে না, যেমন 'যেন ধ্বস্তমনোভবেন' ইত্যাদি।

"এমন সময়ে কুসুমসময়যুগ সমাপন করিয়া ফুল্লমল্লিকাধবলাট্টহাস-সমন্বিত গ্রীষ্মনামা মহাকাল বিকশিত হইল।" [এখানে মহাকালাখ্য শিবের অভ্যাগম ধ্বনিত হইতেছে।] আবার যেমন—

"তন্বীর উন্নত, উল্লসিত হারবিশিষ্ট, অগুরুসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ পয়োধরভার কাহার মনে না অভিলাষের সঞ্চার করিল?" অথবা যেমন—

"দীপ্ত রশ্মিসমূহ সময়ে জল আকর্ষণ ও উৎসর্জন করিয়া প্রজাসমূহের আনন্দদান করে।"

[গাভীগণের দুগ্ধ যথাসময়ে দোহন করা হয় এবং উৎসৃষ্ট হয় বলিয়া তাহারাও জনসাধারণের আনন্দ দান করে।]

"তাহার রশ্মিজাল পূর্বাহ্ণে চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, দিনান্তে সংহরণ করা হয়।"

[গাভীগণ পূর্বাহ্ণে বিক্ষিপ্ত হইয়া চরিয়া বেড়ায়, দিনান্তে আবার একত্রীকৃত হয়।]

যেখানে আবার দ্বিতীয় অভিধাব্যাপারের অস্তিত্বের জ্ঞাপক প্রমাণ থাকে, যেমন—"ভক্ত্যাবিনাপি" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'চ মহিঅমাণস' ইত্যাদি পর্যন্ত, এইসকল শ্লোকে সেই দ্বিতীয় অর্থ অভিধাশক্তির দ্বারাই পাওয়া যায়—ইহা স্ফুটই। যেখানে প্রকরণাদি অভিধাশক্তিকে একটি অর্থে নিয়ন্ত্রিত করিবার হেতুরূপে বর্তমান থাকে এবং সেই প্রকরণাদিবশতঃ অভিধা দ্বিতীয় কোন অর্থে সংক্রামিত হয়না সেইখানে সেই দ্বিতীয় অর্থ আক্ষিপ্ত হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। আবার যদি এমন কোন শব্দ থাকে যাহার জন্য সেই প্রকরণাদিনিয়ামকের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই অভিধাশক্তি বাধিত হইয়াও পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সকল স্থানেও ধ্বনির বিষয় নাই—ইহাই তাৎপর্য। 'চ'-শব্দ 'অপি' শব্দার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া কাকু হইয়াছে (স আক্ষিপ্তোঽপি)। আক্ষিপ্তোঽপি আক্ষিপ্ত হইয়াও অর্থাৎ আক্ষিপ্ততাবশতঃ শীঘ্র সম্ভাব্যমান হইলেও—ইহাই অর্থ। ইহা বস্তুতঃ "আক্ষিপ্ত" নহে, কিন্তু অন্য শব্দের দ্বারা অভিধাশক্তির বাধা দূরীভূত হওয়ায় ইহা অভিধাশক্তিই। "পুনঃ" শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত প্রতিপ্রসব বা বাধা দূরীকরণ ব্যাখ্যাত হইল—ইহাই সূচিত করিতেছেন। সুতরাং কারিকায়

"এই রশ্মিগুলি [ও গাভীগুলি] দীর্ঘ দুঃখের আধার সংসারে জন্ম প্রভৃতির ভয়সঙ্কুল সমুদ্র পার হওয়ার অর্ণবযান। [গাবঃ —রশ্মিসমূহ ও গাভীসমূহ।]"

প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গে অসম্বদ্ধ কোন অর্থে অভিধাশক্তি প্রসক্ত হইবে না। তাই এই সকল উদাহরণে প্রকরণবহির্ভূত অন্য অর্থশব্দশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া অর্থের সামর্থ্যের জন্য প্রাসঙ্গিক (প্রাকরণিক) ও অপ্রাসঙ্গিক অর্থের মধ্যে উপমান-উপমেয়সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে। এই শ্লেষ অর্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত, সাক্ষাৎভাবে শব্দনিষ্ঠ নহে। অতএব শ্লেষঅলঙ্কার ও অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যধ্বনির বিষয় বিভিন্নই। শব্দশক্তিমূলক অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যের স্থলে অন্যান্য অলঙ্কারও থাকিতে পারে। এইভাবে শব্দশক্তিমূলক বিরোধ-অলঙ্কারও দেখা যাইতে পারে যেমন ভট্টবাণের থানেশ্বর নামক জনপদ-বর্ণনায় —

(২।২১) 'এব'-কারের প্রয়োগ আক্ষিপ্ততার আভাসও নিরাকৃত করিতেছে। হে কেশব, গোধূলির দ্বারা আমার দৃষ্টিশক্তি অপহৃত হইয়াছে; তাই আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সেইজন্য আমি পথে স্খলিতা হইয়াছি। আমি পড়িয়া গিয়াছি—এমন কি কারণ থাকিতে পারে যে তুমি আমাকে হস্তের দ্বারা অবলম্বন করিতেছ না? যেহেতু নিম্নোন্নত বা বক্সুর পথে তুমিই একঃ অর্থাৎ অতিশয় বলবান্। সকল অবলাদিগের অর্থাৎ বালবৃদ্ধরমণীদের, খিন্নমনসাং—যাহারা চলিতে অশক্ত তাহাদের, গতিঃ —আলম্বন। এইরূপ অর্থে প্রকরণের দ্বারা 'কেশব', 'গোপরাগ' প্রভৃতি শব্দের অভিধাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তথাপি দ্বিতীয় যে অর্থ ব্যাখ্যাত হইবে তাহাতে অভিধাশক্তি নিরুদ্ধ হইলেও 'সলেশং'-শব্দের দ্বারা তাহার বাধা দূর হইয়া আবার সেই অভিধাই পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। এখানে 'সলেশং' বলিতে বুঝিতে হইবে—সূচনার সহিত। 'লেশ'-শব্দের মৌলিক অর্থ অল্প হওয়া অর্থাৎ 'সূচিত করা'। (দ্বিতীয় অর্থ) হে কেশব! হে স্বামিন্! অনুরাগের দ্বারা অপহৃতদৃষ্টি হওয়ায়। অথবা কেশবগত উপরাগের দ্বারা যে দৃষ্টি অপহৃত হইয়াছে বা বিচার-শক্তি নষ্ট হইয়াছে তদ্দ্বারা—এইরূপ যোজনাও করা যাইতে পারে। স্খলিতাস্মি

'যেখানে প্রমদারা মাতঙ্গগামিনী এবং শীলবতীও, গৌরীর এবং বিভবরতাও, শ্যামা এবং পদ্মবর্ণাও, শ্বেতদন্তের জন্য শুচিবদনা এবং মদিরসুগন্ধিনিঃশ্বাসবিশিষ্টাও।"

এখানে বিরোধ-অলঙ্কার অথবা বিরোধ-অলঙ্কারের ছায়ানুগ্রাহী শ্লেষ-অলঙ্কার বাচ্য হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ বিরোধ-অলঙ্কার এখানে সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে না। যেখানে শ্লেষোক্তিতে বিরোধ-অলঙ্কার সক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা নিবেদিত হয় সেইখানে শ্লেষ ও বিরোধ-অলঙ্কারদ্বয়ের বিষয় পাওয়া যায়। যেমন সেই হর্ষচরিতেই—"বিরোধী পদার্থের সমবায়ের মত। যেমন—নব তমোবাশি সন্নিহিত হইলেও উজ্জ্বলমূর্ত্তি সূর্য্য" ইত্যাদিতে।

—আমি খণ্ডিতচরিত্রা হইয়াছি। পতিতামিতি—অতএব আমার প্রতি ভক্তিভাব। একঃ ইতি—ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে যে তুমিই অসাধারণ সৌভাগ্যশালী যেহেতু সকল মদনবিধুরা রমণী কর্ত্তৃক তুমি সেবিত হও। এই-ভাবে সেবিত হইয়া তুমি সকলের ঈর্ষ্যাকলুষতা নিরস্ত করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়া থাক। এইরূপে শ্লেষ অলঙ্কারের বিষয় ব্যবস্থাপিত করিয়া ধ্বনির বিষয় বলিতেছেন—যত্রত্বিতি। কুসুমসময়াত্মক যে দুই মাস তাহা শেষ করিয়া। ধবলানি—মনোহারী ; অট্টানি—আপণ, দোকান, যাহার দ্বারা , ফুল্লমল্লিকাদের সেই হাস—বিকাশ অর্থাৎ ধবলত্ব যেখানে। ফুল্লমল্লিকাই ইহার ধবল অট্টহাস এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে "জলদ ভুজগজং" ইত্যাদির মত হইবে (ধ্বনির উদাহরণ হইবে না)। দিনের দৈর্ঘ্যের জন্যও সহজে অতিবাহন সম্ভব নয় তজ্জন্য মহান কাল অর্থাৎ সময়। এখানে প্রস্তাবিত বিষয় ঋতুবর্ণনা , তদ্দ্বারা শব্দ-গুলির অভিধাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। নিয়ম আছে—"অবয়বপ্রসিদ্ধি হইতে সমুদায়ের প্রসিদ্ধি বলীয়সী"—এই ন্যায়কে পরাস্ত করিয়া প্রকরণবলে মহাকাল প্রভৃতি শব্দ এই অর্থই বুঝাইয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহার পর শব্দশক্তিমূলক ধ্বননব্যাপার হইতেই অন্য অর্থের অবগতি হয়। এখানে কেহ কেহ মনে করেন—"পূর্ব্বে এই সকল শব্দ অন্য অভিধাশক্তির দ্বারা অন্য অর্থ বুঝাইয়াছে তাই তথাবিধ অর্থান্তরের প্রতীতি যে বোদ্ধার থাকে তাঁহার কাছে ঐ সকল শব্দের প্রসঙ্গ নিয়ন্ত্রিত অভিহিত অর্থে যে অন্য অর্থের

অথবা যেমন আমারই রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে—

"যিনি অক্ষয় (গৃহহীন) অথচ সকলের একমাত্র আশ্রয়, যিনি অধীশ অথচ ধীর ঈশ্বর, যিনি ক্রিয়াকুশল অথচ নিষ্ক্রিয়, যিনি অরিবিনাশক অথচ চক্রধর, যিনি কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) অথচ হরি (হরিতবর্ণ) তাঁহাকে নমস্কার কর।"

এইভাবে ব্যতিরেক-অলঙ্কারের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন আমারই রচিত শ্লোকে—

"দিনপতির যে পাদ অর্থাৎ কিরণসমূহ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া (খ) আকাশকে উজ্জ্বল করে অথবা যে পাদ নখের দ্বারা উদ্ভাসিত অথচ গগনে উদ্ভাসিত হয় না, যাহারা পদ্মের শ্রীবৃদ্ধি করে আবার যাহাদের শ্রী পদ্মের শোভাকে নিন্দনীয় করে, যাহারা ক্ষিতিধরের (পর্বত ও

উপলব্ধি হয় তাহা ধ্বননব্যাপার হইতেই হইয়া থাকে। অতএব শব্দশক্তিমূলকত্ব ও ব্যঙ্গ্যত্ব—ইহাদের মধ্যে এইখানে বিরোধিতা নাই।" অপর কেহ কেহ বলেন—"যেহেতু সেই দ্বিতীয়ার্থবাচক অভিধা গ্রীষ্মের সঙ্গে ভীষণ দেবতাবিশেষের সাদৃশ্যাত্মক অর্থসামর্থ্যকে সহকারীরূপে গ্রহণ করে; সেই জন্য সেই দ্বিতীয় অভিধাই ধ্বননরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে।" একশ্রেণীর লেখকেরা বলেন—"যদি শব্দশ্লেষঅলঙ্কারে অর্থ বুঝাইতে হইলে (সূক্ষ্মউচ্চারণ-মূলক বৈষম্যজনিত) শব্দের ভেদ করিতে হয় তাহা হইলে অর্থশ্লেষেও সেই সেই অর্থবোধানুকূল্যের অনুযায়ী দ্বিতীয় শব্দ আনীত হয়। এই দ্বিতীয় শব্দ কখনও কখনও অভিধাব্যাপার হইতেই আনীত হয়, যেমন উভয় প্রশ্নের এক শব্দের দ্বারা উত্তর দেওয়ার স্থলে; যথা,—'শ্বেতঃ' (শ্বা অর্থাৎ কুকুর + ইতঃ এখান হইতে) অথবা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বস্তু ধাবিত হইতেছে'। এই জাতীয় উভয়োত্তরদানে ও প্রহেলিকাদিতে অলঙ্কার বাচ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে দ্বিতীয় শব্দ ধ্বননব্যাপার হইতেই আনীত হয় সেইখানে শব্দান্তরের অভিধাশক্তির দ্বারা অর্থান্তরের প্রতীতি হইলেও তাহা প্রতীয়মানমূলক বলিয়া তাহাকে প্রতীয়মান বলাই যুক্তিযুক্ত।" অপর কেহ কেহ বলেন—দ্বিতীয় ব্যাখ্যার যে অর্থসামর্থ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা দ্বিতীয় অভিধাই পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। তজ্জন্য দ্বিতীয় অর্থ অভিহিতই হইয়াছে, ধ্বনিত

হয় নাই। তদনন্তর সেই দ্বিতীয় প্রতিপন্ন অর্থের সঙ্গে প্রাকরণিক প্রথম অর্থের যে অভেদাত্মক রূপণা বা আরোপ তাহা প্রতীয়মানই হইয়াছে, তাহা অন্য শব্দের দ্বারা বাচ্য হয় না। অতএব এই সারূপ্য ধ্বননব্যাপার হইতেই প্রতীত হয়। সেই রূপণায় বা অভিন্নতা-আরোপে কোন অভিধাশক্তি আশঙ্কা করা যায় না। এই রূপণা বা অভিন্নতাতে শব্দশক্তিই মূল। তাহা না থাকিলে রূপণার বা আরোপের উত্থান হয় না। অতএব ইহা যে অলঙ্কারধ্বনি— ইহাই যুক্তিযুক্ত। বাক্যও হইতে "প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গে অসম্বদ্ধ কোন অর্থে অভিধাশক্তি প্রসক্ত হইবে না।" পূর্ব্বদৃষ্টান্তে (দৃষ্ট্যা কেশব ইত্যাদি) 'সলেশ' পদের দ্বারাই অসম্বদ্ধতা নিরাকৃত হইয়াছে। 'যেন ধ্বস্ত"— এই উদাহরণে অসম্বদ্ধতা প্রতিভাতই হয় না। "তস্য বিনাপি"—এইখানে অপি শব্দের দ্বারা, 'শ্লাঘ্যোশেষ: ইত্যাদিতে 'অধিক' শব্দের দ্বারা, "ভ্রমিমরতি" ইত্যাদিতে রূপকের দ্বারা অসম্বদ্ধতা নিরাকৃত হইয়াছে—ইহাই তাৎপর্য্য। পয়োভিরিতি —পানীয় অথবা দুগ্ধের দ্বারা। সংহার:—ধ্বংস, একত্র সংগ্রহ। গাব: — রশ্মি সমূহ অথবা সুরভিগাভীসমূহ। অসম্বদ্ধার্থাভিধায়িত্বমিতি। (সহৃদয় কর্ত্তৃক) অসংবেদ্যমান—ইহাই ভাবার্থ। উপমানোপমেয় ভাব ইতি। উপমার দ্বারা উপমান-উপমেয়ভাবের কল্পনার জন্য ব্যতিরিক্তত্ব প্রভৃতি আচ্ছাদিত হইয়াছে। এই উপমিতি-আরোপের প্রতীতিই আস্বাদগ্রহণের প্রধান আশ্রয়স্থল, উপমেয়াদি নহে। অলঙ্কারধ্বনিতে সর্ব্বত্রই এইরূপ হইবে, ইহাই মন্তব্য। সামর্থ্যাদিতি। ধ্বননব্যাপার হইতে। মাতঙ্গেতি। মাতঙ্গবদ্ গমন করে আবার তাহারা শবরদিগের সঙ্গে মিলিত হয়—ইহাই বিরোধ। বিভবে অনুরক্তা আবার ভব বা মহাদেবশূন্যস্থানে অনুরক্তা। পদ্মরাগবস্ত্র-যুক্তা আবার পদ্মসদৃশ লোহিতবর্ণযুক্তাও। ধবল দন্তের দ্বারা শুচি অর্থাৎ নির্ম্মলবদন যাহাদের। যত্রহীতি। যেখানে শ্লেষোক্তি কাব্যরূপতা পাইয়াছে, সেইখানে বিরোধ কিংবা শ্লেষ এই যে সঙ্কর তাহার বিষয়ত্ব অর্থাৎ তাহাই বিষয় হয়। কাহার বিষয় হয়? বাচ্যালঙ্কৃতির অর্থাৎ বিরোধ শ্লেষসঙ্করের বিষয়ত্ব বাচ্যালঙ্কৃতিত্বের দ্বারাই নিরূপিত হইয়াছে। সেইখানে বাচ্যালঙ্কারত্ব বলাই সঙ্গত। উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। সমেতি। বালেষু—কেশসমূহে, অন্ধকার: —তমোরাশি। আপত্তি হইতে পারে মাতঙ্গাদিতে দুইটি ধর্ম্মবাচক শব্দের যে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা বিরোধসূচকই। যদি তাহা না হইত প্রত্যেক

ধর্ম্মবাচক শব্দের পরেই 'চ'কারের প্রয়োগ হইত, অথবা সকল ধর্ম্মের শেষে চ-কারের প্রয়োগ হইত, আবার কোথাও 'চ'-কারের প্রয়োগই হইত না। যদি বলা যায় যে 'চ'-কারের প্রয়োগ সমষ্টি (সমুচ্চয়) বুঝাইতেছে তবে সেই অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিবার জন্ম অন্ত উদাহরণ দিতেছেন— যথেতি। শরণং—গৃহ। তাহা কেমন করিয়া অক্ষয় অর্থাৎ অগৃহ (ক্ষয়—গৃহ)। যিনি নিজেই অ-ধীশ তিনি কেমন করিয়া ধী'র ঈশ্বর হইতে পারেন? যিনি হরি অর্থাৎ কপিলবর্ণ, তিনি কেমন করিয়া কৃষ্ণ হইতে পারেন? চতুরঃ— যাঁহার আত্মা পরাক্রমযুক্ত তিনি কেমন করিয়া নিষ্ক্রিয়? অরীণাম্—যিনি অরযুক্তদিগের (অরীদের) বিনাশ সাধন করেন, তিনি কেমন করিয়া অর (নেমি)-যুক্ত চক্র ধারণ করেন? বিরোধ ইতি। বিরোধন ক্রিয়া। প্রতীয়ত ইতি। স্ফুটভাবে কাহারও দ্বারা কথিত হয় না। নখের দ্বারা অবশ্যই উদ্ভাসিত হয়, ন-খে—গগনে উদ্ভাসিত হয় না। উভয়ে—রশ্ম্যাত্মা এবং অঙ্গুলি, পাষ্ণি (পাদ) প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্টও। ২১॥

এইভাবে শব্দশক্তিজাতধ্বনির কথা বলিয়া অর্থশক্ত্যুদ্ভবধ্বনি দেখাইতেছেন—অর্থেতি। অন্য ইতি। শব্দশক্ত্যুদ্ভবধ্বনি হইতে অন্য অর্থাৎ পৃথক। স্বতস্তাৎপর্য্যেণেতি—নিজ অর্থশক্তিবশতঃ; অর্থাৎ অভিধা-ব্যাপারের নিরাকরণপরায়ণ এই পদটি ধ্বনন- ব্যাপারকেই বুঝাইতেছে; ইহার দ্বারা অন্বয়াববোধক তাৎপর্য্যশক্তিকে বুঝাইতেছে না। সেই তাৎপর্য্যশক্তি যে বাচ্য অর্থ বুঝাইতেই ক্ষীণ হইয়া যায় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই আশয়েই বৃত্তিতে বলিতেছেন—যত্রার্থঃ স্বসামর্থ্যা-দিতি। 'স্বতঃ' এই শব্দ স্ব-বোধক শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "উক্তিং বিনা"—এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—শব্দব্যাপারং বিনৈবেতি। উদাহরণ দিতেছেন—যথা এবমিতি। অর্থান্তর অর্থাৎ লজ্জাত্মক অর্থ। সাক্ষাদিতি। যেখানে ক্রমের অলক্ষ্যতার দ্বারা স্বীয় বিভাবাদির বলে ব্যভিচারীদের অব্যবহিত প্রতিপত্তি হয় সেইখানে সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই ইহাদের নিবেদন হয় এইরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে; অতএব পূর্ব্বাপরে কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে যে ব্যভিচারীরাও ভাবজাতীয়; সুতরাং স্ব-শব্দের দ্বারা তাহাদের প্রতিপত্তি হইতে পারে না। কথাটা এই দাঁড়াইল—যদিও রসভাবাদিমূলক অর্থ ধ্বনিত হইয়াই প্রকাশিত হয়; কথনও তাহা বাচ্য হয় না, তথাপি তাহা সবই অলক্ষ্যক্রমের

রাজা) মস্তকে প্রদীপ্ত হয়, যাহারা অমরবৃন্দের (বা চামরসমূহের) শিরোদেশে পরিব্যাপ্ত হয় দিনপতির সেই উভয় প্রকারের পাদই তোমার সম্পদ্‌বৃদ্ধির কারণ হউক।"

শব্দশক্তিমূলক অনুস্বানরূপ ব্যঙ্গ্য ধ্বনির অন্যান্য যে সকল প্রকার আছে তাহা সহৃদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই অনুসরণ করিবেন। এখানে গ্রন্থস্ফীতির ভয়ে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইল না।

শব্দশক্ত্যুদ্ভব হইতে পৃথক্ অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি সেইখানেই হয় যেখানে অর্থ অর্থশক্তি হইতে সঞ্জাত হইয়া সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়, যেখানে সাক্ষাৎ উক্তির সাহায্য ছাড়া ব্যঙ্গ্য অর্থের দ্বারাই অন্য বস্তু প্রকাশ করিয়া অর্থ নিজে প্রকাশিত হয়। ২২ ॥

"দেবর্ষি এইরূপ বলিলে পার্ব্বতী অধোমুখী হইয়া পিতার পার্শ্বে বসিয়া লীলাকমলের পত্র গণনা করিতে লাগিলেন।"

বিষয় হয় না। যেখানে স্থায়িসম্বন্ধীয় ও ব্যভিচারিসম্বন্ধী বিভাব-অনুভাব হইতে রসের তৎক্ষণাৎ অভিব্যক্তি হয় সেইখানে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি থাকুক। যেমন "অনঙ্গের নিজের সৌন্দর্য্যগুণে ঈশানের [illegible] শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে করিতেই যেন পার্ব্বতী বনদেবতাদের সাহচর্য্য সহকারে কামদেবকর্তৃক দৃষ্ট হইলেন।' ইত্যাদিতে আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবতার স্বভাবের সম্পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। "মহাদেবও প্রার্থীর প্রতি প্রীতিবশতঃ তাহা গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলেন এবং পুষ্পধন্বাও ধনুতে সম্মোহন নামক অমোঘ শর সন্ধান করিলেন।" ইহার দ্বারা বিভাবতার উপযোগিতা কথিত হইয়াছে। 'চন্দ্রোদয়ারম্ভে জলরাশির ন্যায় হরও কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া উমার মুখে বিম্বফলসদৃশ অধরোষ্ঠে তাঁহার ত্রিনয়ন বিন্যস্ত করিলেন।" এখানে প্রথম হইতেই ভগবতীর হরের প্রতি প্রবণতার জন্য, এখন হরের উমার প্রতি উন্মুখীনতার জন্য এবং প্রার্থীর প্রতি প্রীতির জন্য পক্ষপাত সূচিত হইয়াছে। তজ্জন্য গাঢ়তাপ্রাপ্ত রত্যাত্মক স্থায়ী ভাবের এবং ঔৎসুক্য, আবেগ, চাপল্য, হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাবের সাধারণীভূত অনুভাব-বর্গের প্রকাশ হইয়াছে। তাই বিভাব-অনুভাবের চর্ব্বণাই ব্যভিচারীর

এখানে লীলাকমলের পত্রগণনা নিজের স্বরূপকে (বাচ্য অর্থ) গৌণ করিয়া শব্দব্যাপার ছাড়াই ব্যভিচারিভাবরূপ অন্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহা কিন্তু অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির বিষয়ই নহে। যেহেতু যেখানে শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নিবেদিত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব হইতে রসাদির প্রতীতি হয়, কেবল তাহাই ইহার (অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের) মার্গ। যেমন কুমারসম্ভবে বসন্তবর্ণনা-প্রসঙ্গে বসন্তপুষ্পাভরণযুক্তা দেবীর আগমন হইতে মদনের শরসন্ধান পর্য্যন্ত বর্ণন এবং কথঞ্চিৎ বিচলিতধৈর্য্য শম্ভুর চেষ্টাবিশেষের বর্ণনাদি সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে কিন্তু অর্থসামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যভিচারী ভাবের পথেই রসের প্রতীতি হয়। সেই কারণে ইহা ধ্বনির অন্য এক প্রকার। কিন্তু যেখানে শব্দব্যাপারের সাহায্যে এক অর্থ অন্য অর্থের ব্যঞ্জক বলিয়া গৃহীত হয় তাহা এই ধ্বনির বিষয় নহে। যেমন—

"উপপতিকে সঙ্কেতকালের প্রতি উন্মুখী জানিয়া বিদগ্ধা নায়িকা হাস্যময় নেত্রের দ্বারা অভিপ্রায় সূচনা করিয়া লীলাপদ্ম নিমীলিত করিল।"

এখানে লীলাকমল নিমীলনের ব্যঞ্জকত্ব উক্তির দ্বারাই সাক্ষাৎভাবে নিবেদিত হইয়াছে।

চর্ব্বণায় পর্য্যবসিত হইতেছে। ব্যভিচারী ভাবসমূহের পরাধীনতার জন্যই স্থায়িভাব মালার (ব্যভিচারী ভাবসমূহের) মধ্যে সূত্রের মত থাকে এবং ব্যভিচারীদের চর্ব্বণা স্থায়ী ভাবের চর্ব্বণায় পর্য্যবসিত হওয়ায় অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য-ধ্বনির প্রতীতি হয়। এইখানে ('এবংবাদিনি' ইত্যাদিতে) কুমারীদের পদ্মদলগণনা ও অধোমুখে থাকা অন্যকারণেও সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং রসবেত্তার হৃদয় তৎক্ষণাৎ লজ্জার উপলব্ধিতে বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারে না। দেবী যে পূর্ব্বে তপশ্চর্য্যা করিয়াছেন সেই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়াই তবে লজ্জার উপলব্ধি হয়। সুতরাং এখানে সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যতাই। এই শ্লোকে ব্যভিচারীর স্বরূপ বিলম্বে পর্য্যালোচিত হওয়ার পর রস প্রতিভাত হয়।

অধিকন্তু—

শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থ—ইহাদের দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য অর্থকে কবি যেখানে পুনরায় নিজের উক্তির দ্বারা আবিষ্কার করেন তাহা (সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য) ধ্বনি হইতে বিভিন্ন। তাহা বাচ্যালঙ্কার। অথচ তাহা (অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য) ধ্বনির অলঙ্কারস্বরূপ। ২৩ ॥

শব্দশক্তির দ্বারা, অর্থশক্তির দ্বারা অথবা শব্দার্থের উভয়ের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়াও ব্যঙ্গ্য অর্থ পুনরায় যে কাব্যে সাক্ষাৎ উক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই কাব্য অনুস্বানোপম ব্যঙ্গ্যধ্বনি হইতে পৃথক্; তাহা অলঙ্কারই। অথবা অলক্ষ্যক্রম ধ্বনি সম্ভব হইলে তাহা তাদৃশ অন্য (ব্যঙ্গ্যাত্মক, লোকোত্তর) অলঙ্কার। সেই বিষয়ে শব্দশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ততার উদাহরণ—

"হে বৎসে, তুমি বিষাদে পতিত হইও না। ঊর্দ্ধগামী আবেগপূর্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কর। তোমার গুরুতর কম্পই বা কেন হইবে, বলহানিকর গাত্রসম্মর্দ্দনেই বা কি প্রয়োজন? এই দিকে যাও। ভয়প্রশমনছলে দেবতাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সমুদ্র মন্থনপর্য্যাকুলিতা লক্ষ্মীকে যাঁহার কাছে অর্পণ করিয়াছিলেন তিনি তোমাদিগের পাপ দহন করুন।"

ব্যভিচারী ভাবের পর্য্যালোচনার কিছু পরে রস প্রতিভাত হইলেও ব্যভিচারী ভাবের প্রতীতির পরে তৎক্ষণাৎ (ঝটিতি) রসপ্রতীতি হয়—এই জন্য এইখানে অলক্ষ্যক্রমত্বই। কিন্তু ব্যভিচারী ভাবের উপর যে নির্ভর করিতে হয় সেইজন্য লক্ষ্যক্রমত্ব। এই ভাবটিকেই 'এব' শব্দ ও 'কেবল' শব্দ সূচিত করিতেছে। 'উক্তিং বিনা'—ইহা যে বলা হইয়াছে তাহার অন্য সকল বস্তু হইতে পার্থক্য দেখাইবার উপক্রম করিতেছেন—যত্রচেতি। 'চ' শব্দ কিন্তু অর্থে। অস্যেতি—অলক্ষ্যক্রম সেইখানেও হইবে ইহাই ভাবার্থ। উদাহরণ দিতেছেন—সঙ্কেতেতি। ব্যঞ্জকত্বমিতি। অর্থাৎ প্রদোষসময়ের প্রতি ব্যঞ্জকত্ব। উক্ত্যেবেতি। প্রথম তিন পাদের দ্বারা। যদিও অন্য শব্দ সন্নিহিত আছে, তথাপি কোন পদেই অভিধাশক্তির দ্বারা প্রদোষার্থ বুঝাইতেছে না। সুতরাং

[শ্লেষার্থ :—বিষাদং—যিনি বিষ ভক্ষণ করেন, শিব ; উরুজবং শ্বসনং —বেগবান্ অর্থাৎ বায়ু। উদ্ধ্র্প্রবৃত্তং—অগ্নি। কম্পঃ —অপ্ বা জলের পতি অর্থাৎ বরুণ। কঃ —ব্রহ্মা। গুরুস্তে—তোমার গুরুজন। বলভিদা জৃম্ভিতেন—ঐশ্বর্য্যমত্ত ইন্দ্রকে বুঝাইতেছে।]

অর্থশক্তির দ্বারা আক্ষিপ্ত যথা—

“এখানে বৃদ্ধা মাতা শয়ন করেন, এখানে পরিণতবয়স্কদের অগ্রণী পিতা শয়ন করেন, গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে জলানয়নকারী দাসী শিথিলতনু হইয়া শয়ন করে এইখানে। আমার স্বামী কিছুকাল যাবৎ বিদেশ-গত হইয়াছেন। এই গৃহে পাপিষ্ঠা আমি একা শয়ন করি। অবসরজ্ঞাপনছলে তরুণী পথিককে এইরূপ বলিল।”

এখানে ব্যঞ্জকত্ব বিনষ্ট হইতেছে না। তথাপি এই অর্থ (পদ্মনিমীলনবিষয়ক) অর্থান্তরের (প্রদোষের) ব্যঞ্জক এবং ইহা আদ্য তিনপাদের শব্দের দ্বারাই কথিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা যে বলা হইয়াছে যে ধ্বনির চারুত্ব গোপনতা হইতে উদিত হয় এবং গোপ্যমানতাই ধ্বনির প্রাণস্বরূপ সেই মত পরিত্যক্ত হইল। যেমন কেহ বলিতেছেন—‘আমি গম্ভীর নহি। আমার কার্য্য সূচিত হইলে কেহই জানিতে পারে না। সুতরাং আমি কিঞ্চিৎ বলিতেছি।” ইহাতে গাম্ভীর্যসূচক অর্থ আবার (শব্দের সাহায্যে) আবিষ্কৃতই হইল। সেকথা বলিতেছেন—ব্যঞ্জকত্বমিতি এবং উক্তোবেতি। ২২ ॥

যে প্রকারদ্বয়ের কথা আরম্ভ করা হইয়াছে তাহাদের উপসংহার এবং তাহাদের সূচনা একই প্রযত্নের দ্বারা করা হইতেছে, সেইজন্য বৃত্তিকার একটি সাধারণ পদের অবতারণা করিতেছেন—তথাচেতি। উক্ত দুই প্রকারের দ্বারা এই তৃতীয় প্রকারও বুঝিতে হইবে। শব্দ এবং অর্থ ইতি শব্দার্থ, শব্দ, অর্থ এবং শব্দার্থ এই একশেষ। [illegible]। ইহা ধ্বনি নহে, ইহা শ্লেষাদি অলঙ্কার। অথবা ‘ধ্বনি’ শব্দের দ্বারা অলঙ্কারক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি বুঝাইবে। সে অলঙ্কার্য্য, অঙ্গী, তাহার ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্যমাত্র অলঙ্কারের অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় লোকোত্তর অলঙ্কার হইয়া থাকে। এইভাবেই বৃত্তিকার দুই রকমের ব্যাখ্যা করিবেন। বিষ ভক্ষণ করে এই অর্থে বিষাদঃ। ঊর্দ্ধপ্রবৃত্তম্—অগ্নিকে এই অর্থেও বুঝিতে হইবে। কম্পঃ —অপাং অর্থাৎ জলের পতি অথবা কঃ —

শব্দ ও অর্থ—উভয়ের শক্তির দ্বারা আক্ষিপ্তের দৃষ্টান্ত, যেমন—"দৃষ্ট্যাকেশব" ইত্যাদি (পৃঃ ৯৮)।

অন্যবস্তুর ব্যঞ্জক অর্থও দ্বিবিধ—যাহা প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে অথবা যাহা আপনা হইতেই সম্ভূত। ২৪ ॥

অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনিতে যে অর্থ ব্যঞ্জক বলিয়া

ব্রহ্মা তোমার গুরু। বলভিদা—ইন্দ্রকর্তৃক। জৃম্ভিতেন—ঐশ্বর্য্যমদমত্ত (ইন্দ্রের বিশেষণ) গাত্রসম্মর্দ্দনাত্মক জৃম্ভিত আয়াসজনক বলিয়া বলের হানি করে। প্রত্যাখ্যানমিতি। এখানে দ্বিতীয় অর্থ অভিহিত হইল বলিয়া তাহা বাক্যের দ্বারাই নিবেদিত হইল। কাবয়িত্বেতি। সেই কমলা দেবী পুণ্ডরীকাক্ষকেই হৃদয়ে স্মরণ করিয়া উত্থিতা হইয়াছেন, সুতরাং তিনি স্বয়ংই অন্য দেবতার প্রত্যাখ্যান করিবেন। তিনি স্বভাবতঃ সুকুমার, সুতরাং মন্দারান্দোলিত সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে তিনি আকুলিত হইয়াছেন। "যাও" অভিনয়-বিশেষের দ্বারা এই কথা বলিয়া এখানে অর্থাৎ বিষ্ণুর মধ্যে সকল গুণাদর দেখাইয়া অন্যত্র অর্থাৎ শিবাদি দেবতার দোষ উদ্ঘাটন করিয়া সমুদ্র কমলার আচরণের সমর্থন করিলেন। অতএব "মন্থমূঢ়া" এই কথা বলিতেছেন। এই প্রকার ভয়নিবারণছলে মন্থন-আকুল দেবতাদিগের প্রত্যাখ্যান করাইয়। পয়োধি যে দেবতাকে লক্ষ্মী দান করিয়াছিলেন তিনি তোমাদিগের পাপ দগ্ধ করিয়া দিন—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। অন্যেতি। এখানে প্রত্যেকটি পদের ব্যঞ্জকত্ব সহৃদয় ব্যক্তি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সুতরাং স্বয়ং ব্যাখ্যা করিয়া বলেন নাই। 'ব্যাজ' শব্দ এখানে কবির নিজের উক্তি বুঝাইতেছে। এইভাবে উপসংহার প্রসঙ্গে উদাহরণসমেত দুইপ্রকার ধ্বনি নিরূপণ করিয়া তৃতীয় প্রকার বলিতেছেন—উভয়েতি। গোপরাগাদিতে শব্দশ্লেষের জন্য শব্দশক্তি। অর্থশক্তি প্রসঙ্গবলে আসিয়াছে। এখানে যে পর্যন্ত রাধারমণ কৃষ্ণের নিখিল তরুণীজনের উন্মত্ত অনুরাগ ও গরিমাস্পদত্ব না জানা যাইবে সেই পর্যন্ত অন্য অর্থের প্রতীতি হইবে না। 'সলেশম্'—ইহাই এখানে কবির নিজের উক্তি। ২৩ ॥

এইভাবে অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনির সাধারণ লক্ষণ বলা হইল। শ্লেষাদি অলঙ্কারের বিষয় হইতে ইহার বিষয় পৃথক্ ইহাও বলা হইল। এখন ইহার প্রকারভেদ নিরূপণ করিতেছেন—'প্রৌঢ়োক্তি'-ইত্যাদির দ্বারা।

কথিত হইয়াছে তাহারও দুই প্রকার আছে। কবি অথবা কবিকল্পিত বক্তার প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এক, যাহা আপনা হইতেই সম্ভূত হইয়াছে তাহা দ্বিতীয়। শুধু কবির প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে—ইহার উদাহরণ, যেমন—

"অনঙ্গের শরাগ্রের লক্ষ্য হইতেছে যুবতীরা ; বসন্তকাল নবাম্রমুখ-বিশিষ্ট ও নূতনপল্লবশোভিত এই সকল শর কেবল সজ্জিত করিতেছে ; এখনও তাহা অনঙ্গকে অর্পণ করিতেছে না।"

শুধু কবিকল্পিত বক্তার প্রৌঢ়োক্তির দ্বারাই যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে এইরূপ ধ্বনির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে—'শিখরিণি' ইত্যাদিতে। অথবা যেমন—

"যৌবন সাদরে তাহার হস্ত প্রসারিত করিলে তোমার সমুন্নমিত স্তনযুগল উত্থিত হইয়া মদনের সেবা করিতেছে।"

যাহা অন্য অর্থের দীপক অর্থাৎ ব্যঞ্জক তাহাও দ্বিবিধ। কেবল যে অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুস্বানোপম ধ্বনি দ্বিবিধ তাহাই নহে। তাহার যে অর্থশক্তিজাত দ্বিতীয় ভেদ আছে তাহাও ব্যঞ্জক অর্থের দ্বিবিধতার জন্য দ্বিবিধ হয়। ইহাই 'অপি' শব্দের অর্থ। প্রৌঢোক্তির অন্তর্ভূত প্রভেদও আছে ; তাহা বলিতেছেন—কবেরিতি। অতএব এখানে তিনটি প্রভেদ রহিয়াছে।

প্রকর্ষের সহিত নিষ্পন্ন (উঢ়) অর্থাৎ সম্পাদনীয় বস্তু যাহাকে অধিকার করিয়াছে তদ্বিষয়ে কুশল। উক্তিকে তখনই প্রৌঢ় বলা হইয়া থাকে যখনই তাহার বোদ্ধব্য বিষয়ের নিবেদনসামর্থ্য থাকে। সজ্জয়তি ইত্যাদি—এখানে অনঙ্গের সখা সচেতন বসন্ত কেবল শর সজ্জিত করিতেছে, এখনও দান করিতেছে না। যে বস্তু বুঝাইতে হইবে তাহা বুঝাইবার পক্ষে উপযুক্ত উক্তির দ্বারা বসন্তের সহকারসঞ্চারক অবস্থা কথিত হইয়াছে। সুতরাং মদনের যে উন্মাদনাশক্তির আরম্ভ ধ্বনিত হইতেছে তাহা ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে থাকিবে এইরূপ অভিব্যক্তি হইতেছে। তাহা না হইলে, বসন্তে সপল্লব সহকারোদ্গম হইয়া থাকে—ইহা কেবল বস্তুমাত্র হইবে, ব্যঞ্জক হইবে না। ইহাই কবির প্রৌঢ়োক্তি। শিখরিণীতি। এই শ্লোকে শুকপক্ষী লোহিত বর্ণ বিম্বফল দংশন করিতেছে—ইহাতে কোন ব্যঞ্জকতা নাই। কিন্তু

যাহা আপনা হইতেই সম্ভূত—যাহা বাহিরের দিক্ দিয়াও ঔচিত্যের জন্য আপনা হইতেই সম্ভব, কেবল উক্তির বৈচিত্র্যের দ্বারাই যাহার শরীর গঠিত হয় নাই। যেমন 'এবংবাদিনি' ইত্যাদিতে উদাহৃত হইয়াছে। অথবা যেমন—

"যে সকল সপত্নীরা মুক্তাফলের দ্বারা প্রসাধন রচনা করিয়াছিল ব্যাধপত্নী ময়ূরপুচ্ছ কর্ণে পুরিয়া সগর্ব্বে তাহাদের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল।"

যেখানে অর্থশক্তি হইতে অন্য অলঙ্কারও প্রতীত হয় সেই কাব্য অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্যনামক অপর এক প্রকার। ২৫॥

যখন ইহা কবিকল্পিত কামুক তরুণ বক্তার প্রৌঢ়োক্তি তখন ইহা ব্যঞ্জকত্ব লাভ করে। সাদবেতি—স্তনযুগল এখানে প্রধানভূত। তদপেক্ষাও গৌরবান্বিত কামদেব, স্তনযুগল উত্থিত হইয়া তাঁহার পবিচর্য্যা কবিতেছে। যৌবন এই স্তনযুগলেব পবিচারকভাবে আছে। তোমার স্তনদর্শনে কে না কামার্ত্ত হয়—এবংবিধ উক্তিবৈচিত্র্যের দ্বারা নিজের অভিপ্রায় ধ্বনিত হইয়াছে। তোমার যৌবনবশতঃ তোমার স্তনযুগল উন্নত হইয়াছে—ইহাই এখানে ব্যঞ্জকতা। ন কেবলমিতি। উক্তিবৈচিত্র্য সর্ব্বথা উপযোগী হয়। শিখিপিচ্ছেতি। তাহাব প্রতি আসক্ত স্বামীর শুধু ময়ূব মারিবার কৃতিত্ব আছে। যখন সে অন্য বমণীতে আসক্ত ছিল তখন হস্তীও মারিয়াছিল। এই বাক্যের দ্বারা ব্যাধপত্নীর উত্তম সৌভাগ্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সপত্নীরা বিবিধ ভঙ্গীতে প্রসাধন রচনা করিয়াছে। সম্ভোগব্যগ্রতার অভাবেব জন্য প্রসাধনরচনাকৌশলই তাহাদের শ্রেষ্ঠ কাজ। এইরূপে এখন তাহাদেব দুর্ভাগ্যাতিশয্য প্রকাশিত হইতেছে। গর্ব্ব বালসুলভ অবিবেকাদির দ্বাবাও সঞ্চারিত হইতে পারে। অতএব কবির নিজেব উক্তিব দ্বাবা ব্যঞ্জনা লাভ হইতেছে এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। এই বিষয়টি যেমন যেমন ভাবে বর্ণিত হইতেছে সেইরূপ বর্ণনা তো থাক্। যদি নাকি বাহিরেও প্রত্যক্ষাদির দ্বারা দেখান হয় তাহা হইলেও সেইভাবে (বাহিবেও) ব্যাধবধূর সৌভাগ্যাতিশয্য দ্যোতিত করে। ২৪॥

যেখানে বস্তুমাত্র ব্যঞ্জনীয় সেইখানে অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনির বস্তুধ্বনিরূপেই

যেখানে বাচ্যালঙ্কার ব্যতিরিক্ত অন্য অলঙ্কার অর্থসামর্থ্য হইতে প্রতীয়মান হইয়া অবভাসিত হয় তাহা অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুস্বানোপমব্যঙ্গ্য-নামক অন্য ধ্বনি (বস্তুধ্বনি হইতে পৃথক্ অলঙ্কারধ্বনি)। এই ধ্বনির বিষয় খুব বিরল হইতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ যাহা বাচ্যকে আশ্রয় করে তাহারা সবাই ব্যঙ্গ্যভাব গ্রহণ করে—ইহার বহুল প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৬ ॥

রূপকাদি অলঙ্কার অন্য লেখকের রচনায় বাচ্য হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেইখানেও পূজনীয় ভট্ট, উদ্ভট প্রভৃতি লেখকগণ তাহার প্রতীয়মানস্বরূপত্বের বহুল প্রয়োগ দেখাইয়াছেন। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে সসন্দেহাদি অলঙ্কারে উপমা, রূপক ও অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রকাশমানত্ব দেখান হইয়াছে। সুতরাং অলঙ্কারবিশেষের অন্য অলঙ্কারবিশেষবিষয়ে যে ব্যঙ্গ্যত্ব থাকে তাহা যত্ন করিয়া প্রতিপাদন করিতে হইবে না। কিন্তু তবুও ইহা পুনরায় বলা হইতেছে—

দুইভেদ নিরূপিত হইল। সেই অর্থশক্ত্যুদ্ভবধ্বনির অলঙ্কাররূপ ব্যঞ্জনীয় হইলে তাহার অলঙ্কারধ্বনিত্ব হইবে। তাই বলিতেছেন—অর্থেত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত নীতিতে কেবল যে শব্দশক্তি হইতে অলঙ্কার প্রতীত হয় তাহা নহে, অর্থশক্তি হইতেও হয়। অথবা—যেখানে বস্তুমাত্র প্রতীত হয় সেইখানেই যে কেবল অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি হয় তাহা নহে, অলঙ্কার প্রতীত হইলেও হয়। 'অপি'-শব্দের এই অর্থও হইতে পারে। 'অন্য'-শব্দ বুঝাইতেছেন—বাচ্যেতি। ২৫ ॥

আশঙ্কেতি। শব্দশক্তিবশতঃ শ্লেষাদি অলঙ্কার প্রতিভাত হয়—এই সম্ভাবনা আছে। অর্থশক্তিবশতঃ কোন অলঙ্কার প্রকাশিত হইবে—ইহাই আশঙ্কার বীজ। সর্ব্ব ইতি প্রদর্শিত ইতি চ—এই অসম্ভাবনা মিথ্যা অর্থাৎ সেই সম্ভাবনা আছেই। উপমানের দ্বারা তাদাত্ম্য বলিয়া আবার যদি ভিন্নতা বলা হয় তাহা হইলে ঐ বাক্য সংশয়যুক্ত হয়, ইহার প্রশংসার জন্য পণ্ডিতেরা ইহাকে সসন্দেহ অলঙ্কার বলেন। যেমন—"ইহা কি তাহার হাত না পবনে

যে কাব্যে বাচ্যাতিরিক্ত অন্য অলঙ্কারের প্রতীতি হইলেও বাচ্য অর্থের ব্যঙ্গ্যাধীনত্ব প্রকাশিত হয় না তাহা ধ্বনির মার্গ নহে। ২৭ ॥

অন্য অলঙ্কারে অনুরণনরূপ অলঙ্কারের প্রতীতি থাকিলেও যেখানে ব্যঙ্গ্যের প্রতিপাদনের উন্মুখী হইয়াই বাচ্যের চারুত্ব ব্যবস্থাপিত হয় না তাহা ধ্বনির মার্গ নহে। তাই দীপকাদি অলঙ্কারে উপমা ব্যঙ্গ্য হইলেও চারুত্ব ব্যঙ্গ্যানুযায়ী হইয়া থাকে না, তাই তাহাকে ধ্বনি বলা যায় না। যেমন—

আন্দোলিত পত্রাঙ্গুলিবিশিষ্ট পল্লব ?" ইত্যাদিতে উপমা বা রূপক ধ্বনিত হয়। প্রায় সকল অলঙ্কারেই অতিশয়োক্তি ধ্বনিত হয়। অলঙ্কারান্তর-স্যেতি। যেখানে অলঙ্কারই অন্য অলঙ্কার ধ্বনিত করে সেইখানে বস্তুমাত্রের দ্বারা অলঙ্কার ধ্বনিত হয়, ইহা কি এমন অসম্ভব ? এই অভিপ্রায়েই বৃত্তিকার 'অলঙ্কারান্তর'-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে উপযোগী নহে। প্রস্তাবিত বিষয় ইহা নহে যে অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কার ধ্বনিত হয়। এখানকার প্রস্তাবিত বিষয় এই যে অর্থশক্ত্যুদ্ভব-ধ্বনিতে বস্তুর ন্যায় অলঙ্কারও ব্যঙ্গ্য হয়। এতদনুসারে উপসংহার করিবার সময় "সেই সকল অলঙ্কার ধ্বনির অঙ্গ হইয়া অতিশয় শোভা লাভ করে।" (২।২৮, এই কারিকার ব্যাখ্যায় বৃত্তিকার "উভয় প্রকারেই ধ্বনির অঙ্গতা (ধ্বন্যঙ্গতা চোভাভ্যাং প্রকারাভ্যাং)" এইভাবে উপক্রমণিকা করিয়া "সেই সকল জায়গায় প্রসঙ্গবলে ব্যঙ্গ্য হিসাবে জানিতে হইবে" (তত্রেহ প্রকরণা-দ্ব্যঙ্গ্যত্বেনেত্যবগন্তব্যম্) এইরূপে উপসংহার করিবেন। যদি উভয়ত্রই 'অন্তর'-শব্দ বিশেষার্থবাচী হয় তাহা হইলে 'অলঙ্কারান্তরে' শব্দকে বৈষয়িকী সপ্তম্যন্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। পূর্ব্ব ব্যাখ্যায় যেমন নিমিত্তে সপ্তমী ধরা হইয়াছে সেইরূপ হইবে না। তাহা হইলে অর্থ এই দাঁড়ায়—বাচ্যালঙ্কারবিশেষবিষয়ে ব্যঙ্গ্যালঙ্কারবিশেষ প্রকাশিত হয়। ইহা উদ্ভটভট্ট প্রভৃতিও বলিয়াছেন। সুতরাং অর্থশক্তির দ্বারা অলঙ্কারও ব্যঞ্জিত হয় ইহা তাঁহারাও স্বীকার করিয়াছেন। কেবল তাঁহারা শুধু অলঙ্কারেরই লক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া বাচ্যালঙ্কাররূপ বিশেষ বিষয় সম্পর্কেই বলিয়াছেন। ২৬ ॥

"চন্দ্রকিরণের দ্বারা নিশা, কমলের দ্বারা নলিনী, কুসুমগুচ্ছের দ্বারা লতা, হংসের দ্বারা শারদশোভা, সজ্জনের দ্বারা কাব্যকথা—গৌরব লাভ করে।"

এখানে উপমাগর্ভত্ব থাকলেও বাচ্যালঙ্কারের দ্বারাই চারুত্বের প্রতীতি হইতেছে—ব্যঙ্গ্যালঙ্কারের তাৎপর্য্যের দ্বারা নহে। সুতরাং সেইখানে কাব্য বাচ্যালঙ্কারাশ্রয়ী এইরূপ ব্যপদেশই করা উচিত। কিন্তু যেখানে ব্যঙ্গ্যের অধীন হইয়াই বাচ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে সেইখানে ব্যঙ্গ্যমার্গেই কাব্যত্ব লাভ হইতেছে এইরূপ ব্যপদেশ যুক্তিযুক্ত। যেমন—

"প্রাপ্তশ্রী এই রাজা কেন আমার উপরে আবার মন্থনপীড়া নিক্ষেপ করিবেন? এই অনলসচিত্ত রাজা পূর্ব্বে নিদ্রিত ছিলেন এইরূপ সম্ভাবনাও করিতে পারিনা। সকল দ্বীপের রাজারা ইঁহার অনুগামী; ইনি কেন পুনরায় আমার উপরে সেতু নির্ম্মাণ করিবেন?—হে রাজন্, আপনি সমুদ্রের সম্মুখে আসিলে এই সকল বিতর্কের ফলেই যেন তাহার কম্প উপস্থিত হয়।"

আচ্ছা, যদি পূর্ব্বেই ইহা বলা হইয়া থাকে, তবে তোমার আর প্রযত্ন করিয়া দরকার কি? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ইয়দিতি। "আমাদের কর্ত্তৃক"—এইরূপভাবে শেষ করিতে হইবে। 'পুনঃ'-শব্দ তাঁহাদের উক্তি হইতে পার্থক্যের দ্যোতনা করিতেছে। চন্দমউএ ইতি। চন্দ্রকিরণাদির নিশাদি ব্যতিরেকে চরিতার্থতা লাভ হয়না। সজ্জনদিগেরও কাব্যকথা ছাড়া কিরূপ সজ্জনতা লাভ হইবে? চন্দ্রকিরণ-জালের দ্বারা নিশাকে যে উজ্জ্বলতা ও সেবনীয়ত্ব প্রভৃতি গৌরব দান করা হয়, কমলদলের দ্বারা নলিনীকে যে শোভাপরিমলশ্রী-শালিতা প্রভৃতি গৌরব দান করা হয়, কুসুমগুচ্ছের দ্বারা লতাকে যে মনোহারিত্বা ও গ্রহণ-যোগ্যতা প্রভৃতি গৌরব দান করা হয়, হংসশ্রেণীর দ্বারা শারদ-শোভাকে যে শ্রুতিমাধুর্য্য ও মনোহরত্বাদি গৌরব দান করা হয় তাহা সমস্তই সজ্জন কর্ত্তৃক কাব্যকথায় অর্পিত হয়। "গৌরব দেওয়া হয়"—এই যে অর্থ ইহা অলঙ্কারবলে প্রকাশিত করা হইতেছে। 'কথা'-শব্দের দ্বারা ইহা

অথবা যেমন মৎপ্রণীত নিম্নলিখিত শ্লোকেই—

"হে তরলায়তলোচনে, তোমার ঈষৎ হাস্যময় মুখের লাবণ্যশোভায় এখন চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইয়াছে। এই মুখের প্রভাবে যদি পয়োধির অল্প ক্ষোভসঞ্চারও না হয় তাহা হইলে মনে হয় যে জলরাশি (জাড্যসঞ্চয়) সুপ্রকাশিতই হইয়াছে।" (জল—জড়)

এবংবিধ বিষয়ে অনুরণনরূপ রূপকাশ্রয়ে কাব্যের চারুত্ব ব্যবস্থিত থাকায় ইহা রূপকধ্বনি এইরূপ নামকরণ যুক্তিসঙ্গত।

বলা হইয়াছে—কাব্যের কোন কোন সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য থাকে তো থাকুক, কিন্তু সজ্জন না থাকিলে 'কাব্য' এই শব্দই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা আছেন বলিয়াই সমৃদ্ধিমান্ শব্দসন্দর্ভমাত্রই কাব্যনামবাচ্য হয়, তাঁহারা এমন করেন যে ইহার আদরণীয়তা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং এখানে দীপকেরই প্রাধান্য, উপমার নহে। এইভাবে কারিকার অর্থ উদাহরণের দ্বারা প্রদর্শন করার পর এই কারিকায়ই যে ব্যবচ্ছেদ্য আছে ("বাচ্যের যেখানে ব্যঙ্গ্যপরত্ব নাই") তাহার দ্বারা যে অর্থ অভিপ্রেত হইল ("যেখানে বাচ্য ব্যঙ্গ্যের অনুযায়ী তাহাই ধ্বনির মার্গ") তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন—যত্রত্বিতি। সেই সকল স্থানে তিনরকমের প্রকারভেদ হইতে পারে—কোথাও বাচ্যালঙ্কারের দ্বারা অন্য অলঙ্কার বাঞ্জিত হয়, কোথাও বা বাচ্যালঙ্কারের অস্তিত্বমাত্র আছে কিন্তু তাহার ব্যঞ্জকতা নাই, কোথাও বা বাচ্যালঙ্কার নাইই। এই সকল বিষয় যথাযোগ্য উদাহরণে যোজনা করিতে হইবে। উদাহরণ দিতেছেন—প্রাপ্তেতি। জনৈক সেনাপতি অনন্ত সেনাবল লইয়া সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হইলে চন্দ্রোদয়বশতঃ ও তাহাদের অবগাহনাদির জন্য সমুদ্রের আন্দোলন উপস্থিত হইল। সেই কম্প এই সন্দেহের দ্বারা উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে; সেইজন্য এইখানে সসন্দেহ ও উৎপ্রেক্ষার মিশ্রণ হওয়ায় সঙ্কর অলঙ্কার বাচ্য হইয়াছে। সেই নরপতি ভগবান্ বাসুদেবের সঙ্গে অভিন্নরূপ—এই সঙ্করের দ্বারা ইহাও (রূপক) ধ্বনিত হইতেছে। যদিও এখানে ব্যতিরেক প্রকাশিত হইতেছে তাহা হইলেও বাসুদেবের পূর্ব্বরূপ হইতেই ব্যতিরিক্তত্ব, আধুনিক রূপ হইতে নহে; কারণ এখন ভগবান্ প্রাপ্তশ্রী (লক্ষ্মী পাইয়াছেন), অনলস এবং সকলদ্বীপবিজয়ী হইয়া বর্ত্তমান আছেন।

এখানে সন্দেহ-উৎপ্রেক্ষার বোধ হইবেনা বলিয়া যে রূপক অলঙ্কার আক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা নহে তাহা হইলে ব্যঙ্গ্য-অলঙ্কার (রূপক) বাচ্য-অলঙ্কারের (সন্দেহ-উৎপ্রেক্ষার) পরিপোষক হইবে। কারণ এইরূপ অর্থেরও সম্ভাব্যতা রহিয়াছে—যে যে লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয় নাই, যে যে অকপট বিজিগীষার দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছে, সেই সেই লোকই আমাকে মথিত করিবে। রাজা ও বাসুদেবের একাত্মতা বিষয়ক যে রূপক সেই অর্থ 'পুনরপি', 'পূর্ব্বাং', 'ভূয়ঃ' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা আকৃষ্ট হয় নাই; যেহেতু 'পুনঃ', 'ভূয়ঃ'—ইত্যাদি শব্দের অর্থের কর্ত্তা বিভিন্ন হইলেও সমুদ্রের ঐক্যের জন্যই ইহাদের অর্থ প্রকাশিত হইতেছে। পৃথিবী পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্যের দ্বারা জিত হইয়াছিল, পুনরায় জমদগ্নিপুত্রের দ্বারাও জিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে রাজপুত্রাদি অবস্থায় নিদ্রাসম্ভাবনা যুক্তিযুক্ত ছিল। এই সকল কারণে এইখানে রূপকধ্বনিই সিদ্ধ, কারণ শব্দের ব্যাপার ছাড়াই অর্থসৌন্দর্য্যবলে বাসুদেবত্ব-আরোপের অবগতি হইয়াছে। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদাহরণ দেন—"জ্যোৎস্না বিস্তারে ধবলিত এই সরযূসৈকতে প্রাচীনকালে দুই সিদ্ধযুবার মধ্যে তর্ক হইয়াছিল। একজন বলিয়াছিলেন, প্রথমে কেশী নিহত হইয়াছিল। অপরে বলিয়াছিলেন প্রথমে কংস নিহত হইয়াছিল। মনন করিয়া তত্ত্বকথা বলুন, আপনাকর্ত্তৃক কে প্রথমে নিহত হইয়াছিল?" এইরূপ উদাহরণ ঠিক নহে, কারণ "আপনি বাসুদেব" ইহা ভবতা শব্দের দ্বারাই স্ফুটীকৃত হইয়াছে। লাবণ্যং—অঙ্গসন্নিবেশের মনোহারিতা; কান্তি-প্রভা। তজ্জন্য পরিপূরিত বা সংবিভক্ত অর্থাৎ মনোহারী হইয়াছে দিক্‌সমূহ যদ্দ্বারা। প্রথমে কোপ-কলুষতায় মালিন্য পরে প্রসন্নতার প্রতি উন্মুখীনতাবশতঃ। স্মেরে—স্মিতহাস্য-সমন্বিত, তরলায়তে—প্রসাদজনিত আনন্দের দ্বারা বিকসিত হইয়া সুন্দর হইয়াছে। এইরূপ চক্ষু যাহার তাহাকে আমন্ত্রণ বা সম্ভাষণ। অথ চ—ব্যঙ্গ্য অন্য অর্থ দেখান হইতেছে। এখন ক্ষোভের ভাব প্রকাশিত হইতেছে না, কিন্তু কিছু পূর্ব্বে তাহা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। কোপে আরক্তিম ও ঈষৎ হাস্যপূর্ণ তোমার মুখ সন্ধ্যারুণিমাবিশিষ্ট পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলরূপই। সুতরাং সহৃদয়ের মদনবিকারাত্মক চিত্তচাঞ্চল্যরূপ ক্ষোভ সঞ্চারিত হইবে। কিন্তু সমুদ্র যে ক্ষুব্ধ হইতেছে না ইহাতে বোঝা যায় যে জলরাশিকে যে জড়তার সমষ্টি বলা হইয়াছে তাহা ঠিকই। জলাদি শব্দ জড়তা প্রভৃতি ভাবার্থবাচক ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তোমার মুখ দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির মদনবিকারাত্মক

উপমাধ্বনি যেমন—

"বীরের দৃষ্টি প্রিয়ার কুঙ্কুমারুণ স্তনতটে তত আনন্দ পায় না যত আনন্দ পায় শত্রুর বহুসিন্দুরবিশিষ্ট গজকুম্ভস্থলে।"

অথবা যেমন মদীয় বিষমবাণলীলাকাব্যে অসুরপরাক্রমপ্রসঙ্গে কামদেবের বর্ণনায়—

"তাহাদের যে হৃদয় লক্ষ্মীসহোদররূপ রত্নের আহরণে একাগ্র থাকে তাহাই পুষ্পধন্বা কর্তৃক প্রিয়াদের বিম্বাধরে সন্নিবেশিত হইল।"

আক্ষেপধ্বনি যেমন—

"হয়গ্রীবের অনন্তগুণ সেই বলিতে পারে যে জলকুম্ভের দ্বারা সমুদ্রের সীমা জানিতে পারে।"

ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। অভিধাশক্তি ইহা বুঝাইয়াই পরিসমাপ্ত হয়; তৎপর রূপক এখানে ধ্বনিতই হয়। এখানে বাচ্যালঙ্কারের শ্লেষ, কিন্তু তাহা ব্যঞ্জক নহে। অর্থশক্তির দ্বারা ব্যঞ্জিত অনুরণনরূপ যে রূপক তাহাকে আশ্রয় করিয়া এই কাব্যের চারুত্ব অবস্থান করিতেছে। সুতরাং অর্থশক্ত্যুদ্ভব অলঙ্কারধ্বনি হিসাবেই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। উপমা ও রূপকের যে উদাহরণ তাহার যোজনা একই রূপে করিতে হয় বলিয়া বৃত্তিকার নিজে তাহাদের লক্ষণ দেখাইয়া দেন নাই। বীরাণাম্—সালঙ্কারা প্রিয়তমাকে আশ্বাসদানে তৎপরতার জন্য এবং আসন্ন যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ব্যগ্রতার জন্য দৃষ্টি আন্দোলিত হইলেও যুদ্ধের প্রতিই ত্বরাতিশয্য রহিয়াছে। সুতরাং ব্যতিরেকই বাচ্যালঙ্কার। এখানে যে উপমা ধ্বনিত হইতেছে তাহাই বীরত্বের আতিশয্যজনিত চমৎকার দান করিতেছে যেহেতু শত্রুর বিমর্দ্দনোদ্যত গজকুম্ভ সকল জনের ত্রাসকর হইলেও প্রিয়ার স্তনমুকুলের সঙ্গে তাহার যে সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহার জন্য বীরগণ তৎপ্রতি প্রীতি পোষণ করিয়াই যেন সেই গজকুম্ভকে সম্মান দেখাইতেছেন। সুতরাং এখানে উপমারই প্রাধান্য। অসুরপরাক্রমণ ইতি। সেইখানে অর্থাৎ বিষমবাণলীলা-গ্রন্থে ইহার (কামদেবের) ত্রৈলোক্য বিজয় বর্ণিত হইয়াছে। তেষাং—পাতালবাসী অসুরদিগের, যে সকল অসুরগণ পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রপুরী লুণ্ঠন প্রভৃতি কি কি কাজ না করিয়াছে। তদ্ধৃদয়মিতি—সেই সকল দুষ্কর কার্য্যেও যে হৃদয়ের

হয়গ্রীবের গুণসমূহের অবর্ণনীয়তা এবং তদ্দ্বারা সেই গুণাবলীর অনন্যসাধারণত্ব-বর্ণন আক্ষেপ-অলঙ্কারের বিষয়; এখানে সেই আক্ষেপ-অলঙ্কার প্রকাশিত হইতেছে অতিশয়োক্তি দ্বারা।

অর্থান্তরন্যাসধ্বনি দুই প্রকারের হইতে পারে—শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য আর অর্থশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য। সেইখানে প্রথমটির উদাহরণ—

"ফল যখন দৈবায়ত্ত তখন কি করা যাইতে পারে? কিন্তু আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে রক্তাশোকের পল্লবসমূহ অন্য পল্লবের মত নহে।"

এই অর্থান্তরন্যাসধ্বনি একটি পদকে আশ্রয় করিয়া আছে; কিন্তু সমগ্র বাক্যে অন্য অর্থের তাৎপর্য্য রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও কোন বিরোধ নাই।

দ্বিতীয়ের উদাহরণ যেমন—

"আমার ক্রোধ হৃদয়ে নিহিত ছিল; মুখে তাহার কোন চিহ্ন ছিল না। তবু তুমি আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ। হে বহুজ্ঞ, তুমি অপরাধ করিয়াছ, তবু তোমার উপর রাগ করা যায় না।"

অভিপ্রায় বিচলিত হয় নাই। রত্ন লক্ষ্মীর সহোদর অর্থাৎ এমন রত্ন যাহাদের উৎকর্ষ অনির্ব্বচনীয় তাহাদের। চতুর্দ্দিকে সেই সকল রত্নের আহরণে একরস অর্থাৎ তৎপর সেইরূপ হৃদয়, কুসুমবাণের দ্বারা অর্থাৎ অতিশয় সুকুমার উপকরণসম্ভারের দ্বারা প্রিয়াদিগের বিম্বাধরে নিবেশিত হইল। অর্থাৎ তাহারা যেন মনে করিতে পারে যে প্রিয়ার বিম্বাধর অবলোকন ও পরিচুম্বনে তাহারা কৃতার্থ হইবে। কামদেব যে এইরূপ করিলেন ইহা হইতে বোঝা যায় যে তাহাদের হৃদয় বিজিগীষা বহ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। এইখানে অতিশয়োক্তি বাচ্যালঙ্কার, উপমা ব্যঙ্গ্য (প্রতীয়মান)। বিম্বাধর সকল রত্নের সারসদৃশ। সুতরাং তাহার প্রতি পক্ষপাতিত্ব যথার্থই। এখানে রূপকধ্বনি নাই, রূপকে কাল্পনিক অভিন্নতা আরোপিত হয় বলিয়া তাহার লক্ষণ অবাস্তবতা। বিম্বাধরের সঙ্গে রত্নের সারের সাদৃশ্য অনুরণনের

বহুজ্ঞ ব্যক্তি অপরাধ করিয়া থাকিলেও তাহার উপরে রাগ করা সম্ভব নহে—এই সাধারণাত্মক অর্থ বাচ্যবিশেষের সঙ্গে অন্বিত হইয়া তাহারই সমর্থকরূপে অথচ বাচ্যাতিরিক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

ব্যতিরেক-ধ্বনিরও উভয়রূপ হইতে পারে। তাহার প্রথমরূপের উদাহরণ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়ের উদাহরণ, যেমন—

"বরং বনের একান্তে কুব্জ গলিতপত্র পাদপ হইয়া যেন জন্ম গ্রহণ করি। কিন্তু মনুষ্যপরিপূর্ণ মর্ত্যভবনে যেন ত্যাগগতপ্রাণ ও দরিদ্র হইয়া না জন্মিতে হয়।"

...ছে বাস্তবিকভাবেই প্রতিভাত হয় সেই সাদৃশ্যই প্রধানভাবে চমৎকারের হেতু। অতিশয়োক্ত্যেতি অর্থাৎ বাচ্যালঙ্কাররূপ অতিশয়োক্তির দ্বারা। আক্ষেপ অলঙ্কারে ইষ্টবস্তুর প্রতিষেধ করা হয়, তাই এখানে গুণাবলীর অবর্ণনীয়তা প্রতিপন্ন করা হইতেছে। বিশেষণের দ্বারা তাহার প্রাধান্য বলিতেছেন—অসাধারণেতি। সম্প্রতি—ইহার দ্বারা এখানে অর্থাৎ অর্থশক্তি-মূলক ধ্বনির বিচারে প্রসঙ্গতঃ শব্দশক্তির বিচার দেখাইতেছেন। দৈব য়ত্তে ইতি অশোকের আম্রবৎ ফল নাই। কি করা যাইতে পারে? তাহার পল্লব কিন্তু অতি মনোরম—ইহা বুঝাইয়াই অভিধাশক্তি পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ফল শব্দের এই বস্তুর সমর্থক অর্থ পূর্ব্বেই প্রতীত হয়। যে ব্যক্তি লোকোত্তর বুদ্ধিগরিমার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও তদুপায়ে প্রবৃত্ত তাহার সম্পদলাভরূপ ফল কোন কোন সময়ে দৈবায়ত্ত না ও হইতে পারে—ইহাই সাধারণাত্মক সমর্থক। প্রশ্ন হইতে পারে, সমগ্র বাক্যে অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার প্রধানভাবে ব্যঙ্গ্য। সুতরাং কেমন করিয়া অর্থান্তরন্যাসঅলঙ্কার ব্যঙ্গ হইবে? কারণ দুইটি অলঙ্কারই এক সঙ্গে এক জায়গায় প্রধানভাবে থাকিতে পারে না। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—পদপ্রকাশেতি। পরে বলা হইবে সমগ্র ধ্বনি-প্রপঞ্চই পদেও প্রকাশিত হয়, বাক্যেও প্রকাশিত হয়। সেই শ্লোকে 'ফল'-পদে প্রধানভাবে অর্থান্তরন্যাসধ্বনি, কিন্তু সমগ্র বাক্যে অপ্রস্তুতপ্রশংসাধ্বনি প্রধানভাবে প্রতিভাত হইতেছে। ইহার মধ্যেও 'ফল'-পদের যে সামর্থ্য-সমর্থক অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেই ভাবেরই প্রাধান্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাই ইহা অর্থান্তরন্যাসধ্বনিই—ইহাই ভাবার্থ। ক্রোধ (মন্যু) যৎকর্ত্তৃক

এইখানে ত্যাগগত দরিদ্রের জন্মের অনভিনন্দন এবং গলিতপত্র কুব্জ-পাদপের জন্মের অভিনন্দন সাক্ষাৎভাবে শব্দের দ্বারা বাচ্য হইয়াছে। সেইরূপ পাদপ ও তাদৃশ পুরুষের মধ্যে উপমান-উপমেয় ভাবের প্রতীতি জন্মে; পুরুষের অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তৎপর উপমেয়ের আধিক্য ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হয়।

উৎপ্রেক্ষাধ্বনি যেমন—

"বসন্তকালে চন্দনবৃক্ষে আসক্ত সর্পের নিঃশ্বাসবায়ুর দ্বারা উপচিত (মূর্চ্ছিত) এই মলয়মারুত পথিকদিগের মূর্চ্ছা আনয়ন করে।"

এইখানে বসন্তের মলয়মারুত পথিকের যে মূর্চ্ছা আনয়ন করে

হৃদয়ে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ বাহিরে প্রকাশ করা হয় নাই। আমি বাহিরে রোষ প্রকাশ না করিলেও তুমি আমাকে প্রসন্ন করিয়াছ। অতএব হে বহুজ্ঞ, তুমি অপরাধ করিলেও তোমার উপরে রাগ করা সম্ভব নহে। এইখানে "হে বহুজ্ঞ" এই সম্ভাষণজনিত অর্থ ব্যক্তিবিশেষে পর্য্যবসিত হইয়াছে অর্থাৎ একজন বহুজ্ঞকে সম্ভাষণ করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা একজন ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইতেছে। পরে সেই অর্থ পর্য্যালোচনা করার পর সকল বহুজ্ঞ সম্পর্কে যে সাধারণ অর্থের প্রতীতি হয় তাহাই চমৎকার আনয়ন করে। সেই নায়িকা খণ্ডিতা হইলে নায়ক স্বীয় বৈদগ্ধ্যের দ্বারা তাহাকে অনুনয় করিল। নায়কের প্রতি রোষ প্রদর্শন করিয়া নায়িকা এইভাবে কথা বলিল। যে কোন বহুজ্ঞ ব্যক্তিই যদি ধূর্ত্ত হয় তাহা হইলে সে অপরাধ করিয়াও এইভাবে নিজের অপরাধ গোপন করে; অতএব তুমি বিশেষ করিয়া মিথ্যা আত্মাভিমান করিও না। অন্বিতমিতি। বিশেষ ব্যক্তিতে প্রযোজ্য অর্থের সঙ্গে সর্ব্বসাধারণপ্রযোজ্য অর্থের সম্বদ্ধতা।

ব্যতিরেক ধ্বনিরপীতি। 'অপি'-শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারে যেমন সেইরূপ এইখানেও দুই প্রকারভেদ আছে। প্রাগিতি। 'খংযেঽত্যুজ্জ্বলয়ন্তি' ইত্যাদি। "রক্তস্ত্বং নবপল্লবৈঃ" ইত্যাদি। জায়েয়—বরং জন্মগ্রহণ করিব, বনোদ্দেশে—বনের একান্তে গহনে যেখানে বহুবৃক্ষের আচ্ছাদনের জন্য আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। কুব্জ ইতি—প্রতিমাদি নির্ম্মাণের পক্ষে অনুপযোগী। গলিতপত্র ইতি। কুব্জপাদপ ছায়াই করে না,

তাহা কামোন্মত্ততা আনয়ন করিবার জন্যই। কিন্তু বায়ুর এই পথিক-মূর্চ্ছাকারিত্ব উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে, কারণ চন্দনাসক্ত সর্পের নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারা সে নিজে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। এই উৎপ্রেক্ষা সাক্ষাৎভাবে কথিত না হইলেও বাক্যার্থের সামর্থ্যবশতঃ অনুরণনবিশিষ্ট হইয়া লক্ষিত হইতেছে। এই সকল বিষয়ে 'ইব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ না হইলেও অসংবদ্ধতা হইয়াছে এইরূপ বলা যায় না। কারণ অর্থের অববোধনশক্তির জন্য 'ইব' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করা না হইলেও উৎপ্রেক্ষিত অর্থের অবগতি হয় এইরূপ অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন—

"তোমার মুখ ঈর্ষ্যাকলুষিত হইলেও এই পূর্ণিমাচন্দ্র কিন্তু তাহার সাদৃশ্য লাভ করিয়া নিজের অঙ্গের মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।"

অথবা যেমন—

"ভয়ব্যাকুল মৃগ গৃহের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইলে কোন ধনুর্দ্ধারী পুরুষই তাহার অনুসরণ করিল না। কিন্তু মৃগ কোথাও স্থির হইয়া

তাহার পুষ্প ও ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়? ইহাই অভিপ্রায়। সেইরূপ পাদপ কদাচিৎ অঙ্গার হইতে পারে অথবা পেচক প্রভৃতির বাসস্থান হইতে পারে। মানুষ ইতি। যেখানে প্রার্থীর প্রাচুর্য্য আছে। লোক ইতি—যেখানে প্রার্থীরা তাহাকে দেখিতে পাইতেছে কিন্তু সে প্রার্থীদের জন্য কিছুই করিতে পারিতেছে না ইহাই মহা দুর্ভাগ্য। এখানে কোন বাচ্যালঙ্কার নাই। উপমান-উপমেয়ভাব দ্বারা ব্যতিরেক অলঙ্কারের পথ পরিষ্কার করা হইয়াছে। আধিক্যমিতি। অর্থাৎ ব্যতিরেক বুঝাইতেছে। উৎপ্রেক্ষিতমিতি। বিষবায়ুর দ্বারা বর্দ্ধিত, উপচিত হইয়া মোহ সঞ্চার করিতেছে। পথিকদের একজন তো অচেতন হইতেছে আর যাহারা আছে তাহাদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি করান হইতেছে। এইভাবে উভয়স্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। আপত্তি হইতে পারে যে এখানে "চন্দনাসক্তভুজগ-

*পথিকায়মান বায়ুকে গ্রহণ করিলে 'মূর্চ্ছিত' শব্দের দ্বারা বর্দ্ধিত বুঝিতে হইবে। (বালপ্রিয়া)

রহিল না; কারণ আকর্ণবিস্তৃত নয়নবাণের দ্বারা অঙ্গনারা তাহার দৃষ্টির শোভা বিনষ্ট করিতেছিল।

শব্দ ও অর্থের ব্যবহারে প্রসিদ্ধিই প্রমাণ।

শ্লেষধ্বনির উদাহরণ—

'যেখানে বলভী সুরম্য বলিয়া পতাকা লাভ করিয়াছে এবং নির্জ্জন বলিয়া অনুরাগের বন্ধন করে। এই নম্রবলিকাযুক্ত বলভীদিগের সহিত বধূদিগকে তরুণেরা উপভোগ করিত।"

[শ্লেষার্থ:—যেখানে সুরম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুশ্লিষ্ট অঙ্গশালিনী বলিয়া অনুরাগবন্ধনকারিণী এবং ত্রিবলিযুক্ত রমণীদিগকে তরুণেরা উপভোগ করিত।]

বধূদের সহিত বলভীদিগকে উপভোগ করিত—এখানে এই বাক্যার্থের প্রতীতির পরে বধূদের মতই বলভীগুলি এই শ্লেষপ্রতীতি শব্দের দ্বারা কথিত না হইলেও অর্থের সামর্থ্যের জন্য মুখ্য হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যথাসংখ্য-অলঙ্কার ধ্বনি, যেমন—

"সহকারবৃক্ষ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কোরকিত ও পুষ্পিত হইয়াছে। হৃদয়েও মদন অঙ্কুরিত, পল্লবিত, কোরকিত ও পুষ্পিত হইয়াছে।"

নিঃশ্বাসবায়ুর দ্বারা মূর্চ্ছিত" এই বিশেষণ আধিক্য লাভ করিয়া হেতুবাচক হইতেছে এইভাবে ধরিলেই সঙ্গত হয়। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? এখানে এই বিশেষণ বাস্তবিক পক্ষে মূর্চ্ছার হেতু নহে। তথাপি হেতুতা উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে। সে যাহা হউক ব্যাপারটি অতি তুচ্ছ। তদিতি। কারণ তাহার অর্থাৎ 'ইব' প্রভৃতি শব্দের অপ্রয়োগে উৎপ্রেক্ষারূপ অর্থের অবগতি বা প্রতীতি হয় এইরূপ দেখা যায়। ইহাই উদাহরণের দ্বারা দেখাইতেছেন—যথেতি। ঈর্ষ্যাকলুষস্যাপি—ঈর্ষ্যাকলুষিত বলিয়া ঈষৎ অরুণ-শোভাময়। 'অপি'-শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই:—চন্দ্র যদি তোমার প্রসন্ন মুখের সাদৃশ্য লাভ করিত অথবা সর্ব্বদা তোমার মুখের মত হইয়া থাকিতে পারিত তাহা হইলে তোমার মুখ চন্দ্রই হইত এবং তাহা হইলে

সন্তোষাতিশয়ো চন্দ্র যে কি করিত তাহা কল্পনারও অতীত। অঙ্গে—স্বদেহে। ন মাতি—পরিমিত বা সীমাবদ্ধ থাকে না, কারণ দশদিক্ পূর্ণ করে। অদ্য—এই সময়ে অর্থাৎ মাত্র একদিন। যদিও পূর্ণ চন্দ্রের দ্বারা দশদিক পূর্ণ হওয়া স্বাভাবিকই, তাহা হইলেও এই শ্লোকে এই উৎপ্রেক্ষা ধ্বনিত হইতেছে। আপত্তি হইতে পারে যে এখানে তো বিতর্ক উৎপ্রেক্ষা-বাচক 'নন্ন' শব্দের দ্বারাই অসম্বদ্ধতা নিরাকৃত হইয়াছে। এইরূপ সম্ভাবনা করিয়াই অন্য উদাহরণ দিতেছেন—যথা বেতি। পরিতঃ—সবদিকে, নিকেতান—বাসগৃহ, পরিপতন্—অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া। এই মৃগ কোন ধনুর্দ্ধারীর দ্বারাই বিদ্ধ হইল না, কিন্তু তথাপি স্বাভাবিক ত্রাসচপলতার জন্যই সে কোন স্থানে স্থির হইয়া রহিল না। সেইখানে এই উৎপ্রেক্ষা ধ্বনিত হইতেছে—যেহেতু ইহার সর্ব্বস্ব নয়নশোভা অঙ্গনাদের আকর্ণবিস্তৃত নয়ন বাণের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে সেইজন্য সে স্থির হইয়া থাকিল না। আপত্তি হইতে পারে যে ইহাও অসম্বদ্ধ অর্থাৎ ইহা উৎপ্রেক্ষামূলক অর্থ বুঝাইতে পারে না। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শব্দার্থেতি। পতাকাঃ অর্থাৎ ধ্বজপট লাভ করিয়াছে যাহারা। ইহার কারণ তাহারা সুরম্য। পতাকাঃ অর্থাৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে যাহারা। কি রকম প্রসিদ্ধি—রম্য এই আকারের প্রসিদ্ধি। বিবিক্তাঃ—জনসঙ্কুলতার অভাবে নির্জ্জন, এইজন্য রাগ অর্থাৎ সম্ভোগাভিলাষ বর্দ্ধন করে। অপর কেহ কেহ বলেন রাগ অর্থাৎ চিত্রশোভা, রাগ এবং অনুরাগ এই উভয়কে বর্দ্ধিত করে। এই হেতুতে তাহারা বিবিক্ত অর্থাৎ সুশ্লিষ্ট অথচ সুপরিস্ফুট-অঙ্গশালিনী বা সুন্দরী। নমদ্বলীকা—ছাদের পর্য্যন্তভাগ যাহাদের মধ্যে অবনমিত হইয়াছে। অথবা যে রমণীদের ত্রিবলীরেখা অবনত হইয়াছে। সমম্—সহ অর্থে। আপত্তি হইতে পারে যে সম-শব্দের ব্যবহারে তুল্য অর্থের প্রতীতি হইতেছে। ইহা ঠিক, কিন্তু তাহাও শ্লেষবলেই। শ্লেষও এখানে অর্থ-সৌন্দর্য্যবলে আক্ষিপ্ত হইয়াছে, অভিধাব্যাপার হইতে নহে। সুতরাং সকল দিক্ দিয়া শ্লেষ অলঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। অতএব বধূদের ন্যায় বলভীরাও—ইহা অভিহিত করিয়াও বৃত্তিকার এখানে উপমাধ্বনি আছে বলিয়া বলেন নাই, যেহেতু এই শ্লোক শ্লেষমূলকই। যদি সম বা তুল্য এই ভাবই স্পষ্ট হয় তাহা হইলে উপমার স্পষ্টত্বের জন্য শ্লেষ তদ্দ্বারা আক্ষিপ্ত হইবে। সমম এই নিপাতটি অতি শীঘ্র সহার্থ বুঝাইয়াছে এবং বাচকত্ববলেই

পূর্ব্ব দুইপাদকে লক্ষ্য করিয়া পরবর্ত্তী দুইপাদে অঙ্গরিতাদিশব্দ মদনের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় সেইখানে অনুরণনাত্মক ব্যঙ্গ্যের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা যে চারুত্বের প্রতীতি হইতেছে তাহা মদন ও সহকারে তুল্যরূপে সংযুক্ত হওয়ায় বাচ্য হইতে অতিরিক্তরূপে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে অন্যান্য অলঙ্কারগুলি যেখানে যেরূপ সন্নিবেশ করা উচিত সেইভাবে সন্নিবেশ করিতে হইবে।

ক্রিয়া বিশেষণরূপে শব্দশ্লেষতা নাশ করিতেছে। তাহা বাদ দিলে অভিধার কোন শোভাবিপুষ্টতা হয় না। সুতরাং অভিধাশক্তি পরিসমাপ্ত হইলেই সহৃদয় ব্যক্তিরা পৃথক যত্ন না করিয়াই দ্বিতীয় অর্থ বুঝিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—“শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব।” (১।৭) ইত্যাদি। এই রীতি সকল উদাহরণেই অনুসরণীয়। “চৈত্র নামক ব্যক্তি স্থূলকায়, কিন্তু দিবা-ভোজন করে না।” এই বাক্যে অভিধামূলক অর্থই পরিসমাপ্তি লাভ না করিয়া নিজের অর্থের নিষ্পত্তির জন্য অন্য অর্থ বা অন্য শব্দ আকর্ষণ করে। তাই অনুমান বা অর্থাপত্তিতে তার্কিক ও মীমাংসকেরা ধ্বনিপ্রসঙ্গ আনয়ন করেন না। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই বলিতেছেন অশব্দার্থীতি। এবমন্যেহপীতি। সকল অর্থালঙ্কারেরই ধ্বন্যমানতা দেখা যায়। যেমন দীপকধ্বনি—“হে বৃক্ষ, লতার সহিত যুক্ত হইয়া তুমি বাড়িতে থাক। তোমাকে অনল যেন দগ্ধ করিতে না পারে, পবন যেন না ভাঙ্গিতে পারে, মত্তহস্তী ও পরশু যেন তোমাকে ছিন্নভিন্ন করিতে না পারে, ইন্দ্রকরনিক্ষিপ্ত বজ্র যেন তোমাকে নষ্ট করিতে না পারে।” এখানে ‘বাধিষ্ঠ’ শব্দ উহ্য রহিয়াছে (মা বাধিষ্ঠ), এই যে সম্যক্ অনুক্ত দীপক তাহা হইতে প্রতীতি হয় যে বৃক্ষ বক্তার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ এবং তাহা হইতেই চারুত্ব নিষ্পন্ন হইয়াছে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা ধ্বনিও—“হে ভ্রমর, কণ্টকাকীর্ণ কেতকীবন অন্বেষণ করিয়া মরিবে। ভ্রমণ করিতে করিতে তুমি মালতীকুসুমসদৃশ কিছুই পাইবে না।” প্রিয়তমের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কোন নায়িকা ভ্রমরকে সম্ভাষণ করিয়া এইরূপ বলিতেছে। ভ্রমরের বৃত্তান্ত অভিধেয় হওয়ায় তাহা প্রাসঙ্গিকই বটে। (অচেতন) ভ্রমরকে সম্ভাষণ করা হইয়াছে বলিয়াই যে অপ্রাসঙ্গিক অর্থের

বোধ হইতেছে, তাহা নহে। এবং এই সন্তাপগণ নায়িকার কামমোহিত মনের স্বাভাবিক লক্ষণ। সুতরাং অভিলাষবৃত্তির দ্বারা অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কার সমাপ্ত হইতেছে। এবং অভিলাষবৃত্তির বাক্য সম্পন্ন হইয়া গেলেও তাহা অর্থের ফলে অন্য অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে। কারণ প্রিয়তম তখন সুগন্ধের জন্য কোথায় সমান প্রসিদ্ধ বেশ্যাকুলের অন্বেষণে রত থাকে। এই বেশ্যাকুল অতিক্ষীণগন্ধ কণ্টকব্যাপ্ত কেতকীবনের ন্যায় সৌভাগ্যাভিমানপূর্ণ, সুতরাং মালতীকুসুমসদৃশা কুলবধূ স্বীয় আত্মার প্রণয়পরতার জন্য তাদৃশ 'প্রণয়মুগ্ধক' ভর্ৎসনা করিতেছে। অপহ্নুতি-ধ্বনির উদাহরণ মদীয় আচার্য্য ভট্টেন্দুরাজের এই শ্লোক:—"হে নতাঙ্গি, যিনি গৌরাঙ্গীর কুচকুম্ভসদৃশ সুন্দর চন্দ্রমণ্ডলে কালাগুরুপত্রের দ্বারা বাসরচনা করিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ বাসগৃহ মনে করিয়াছেন সেই কামদেব বিচ্ছেদবহ্নিতে উদ্দীপিত ও উৎকণ্ঠিত বনিতার চিত্ত হইতে উদ্ভূত সন্তাপ স্বীয় প্রসারিত অঙ্গের দ্বারা অপনোদন করিতে ইচ্ছুক।" এখানে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী মৃগাঙ্কচিহ্নের অপহ্নব (আচ্ছাদন) ধ্বনিত হইতেছে। ইহা মৃগাঙ্ক নহে, বস্তুতঃ মন্মথ যিনি বিরহাগ্নিপরিবৃত বনিতাহৃদয়ে উত্থিত সন্তাপের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। এখানেই সসন্দেহ অলঙ্কারধ্বনিও আছে, কারণ চন্দ্রমধ্যবর্ত্তী সেই মৃগাঙ্ক চিহ্নের নাম পর্য্যন্ত গৃহীত হয় নাই। বরং গৌরাঙ্গীর স্তনমণ্ডলস্থানীয় চন্দ্রমার মধ্যে কালাগুরুপত্ররচনার শোভাসম্পদ হইয়া তিনি যে সারত (উৎকৃষ্টতা) লাভ করেন—ইহা যে কি বস্তু তাহা জানি না। এইভাবে সসন্দেহ-অলঙ্কারও ধ্বনিত হইতেছে। এখানে প্রতিবস্তূপমা ধ্বনিও আছে — পূর্ব্বে প্রিয়তমের প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিয়া নায়িকা অনুতপ্ত হইয়াছে। প্রিয়তমের আগমনপ্রতীক্ষায় সেই বিরহোৎকণ্ঠিতা রমণী প্রসাধন প্রভৃতি করিয়া বাসকসজ্জা রচনা করিয়াছে। পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে দূতী সংবাদের দ্বারা প্রিয়তম আনীত হইল এবং সে এই চাটুবাক্য বলিল, "তোমার কুচকলসমধ্যবর্ত্তী কালাগুরুপত্ররচনা কামের উদ্দীপক। চন্দ্রের অন্তঃস্থিত পদ্মদলশ্যামলশোভাও এইরূপ উদ্দীপনা আনয়ন করে।" (প্রতিবস্তূপমা) সুধাধামনি—এই পদ চন্দ্র বুঝাইবার জন্য গৃহীত হইলেও সে যখন সন্তাপ দূর করিতে ইচ্ছুক তখন তদ্দ্বারা হেতুতাও বুঝাইতেছে। অতএব 'হেতু' অলঙ্কারও ধ্বনিত হইতেছে। তোমার কুচশোভা ও মৃগাঙ্কশোভা একই প্রকারে মদনের উদ্দীপক। সুতরাং সহোক্তি-অলঙ্কারধ্বনিও আছে,

এইভাবে অলঙ্কারধ্বনিমার্গের ব্যুৎপাদন করিয়া তাহার প্রয়োজনীয়তা খ্যাপন করিবার উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইতেছে—

বাচ্যত্ব অবস্থায় যে সকল অলঙ্কার শরীরত্বই লাভ করিতে পারে না তাহারা ধ্বনির অঙ্গ হইয়া পরম কান্তি লাভ করে। ২৮ ॥

ব্যঞ্জকত্ব এবং ব্যঙ্গ্যত্ব—এই উভয়ভাবেই ধ্বনির অঙ্গ হওয়া যায়। এখানে প্রসঙ্গ স্মরণ রাখিলে ব্যঙ্গ্যত্বের দ্বারা যে ধ্বনির অঙ্গতা লাভ করা যায় তাহাই ধরিতে হইবে। অলঙ্কারসমূহ ব্যঙ্গ্য হইলে যদি সেই ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে তাহা ধ্বনির অন্তর্ভূত হয়। অন্যথা গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্ব হইবে—ইহা পরে প্রতিপাদন করিব। ব্যঙ্গ্যত্ব অবস্থায়ও অঙ্গিরূপে সন্নিবেশিত অলঙ্কারসমূহের

"তোমার কুচসদৃশ চন্দ্র আবার চন্দ্রসদৃশ তোমার কুচমণ্ডল"—এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া উপমেয়োপমা ধ্বনিও আছে। এইরূপ অন্যান্য অলঙ্কার-ধ্বনি প্রভেদও এখানে উৎপ্রেক্ষিত হইতে পারে। যেহেতু মহাকবির এই বচন কামধেনুস্বরূপ। যেমন—'কেহ হেলা ভরে যাহা করে তাহাই অচিন্তনীয় ফল উৎপাদন করে আবার কাহারও যত্নপূর্ব্বক প্রয়াসও কিছুই ফল প্রসব করিতে পারে না। হাতীর লোম সঞ্চালনেই ধরণী কম্পিত হয় আর ভ্রমর আকাশেও উড়িয়াও লতা আন্দোলিত করিতে পারে না।" এই সকল প্রভেদের সংসৃষ্টিত্ব ও সঙ্কর-অলঙ্কারত্ব যথাযোগ্যভাবে চিন্তনীয়। অতিশয়োক্তি অলঙ্কারধ্বনি যেমন মদীয় শ্লোকে—"বিলাসের সহিত সদ্য-আবির্ভূত বিভ্রমশালী বসন্তকালের দেহ হইতেছে তোমার দুই নয়ন, তোমার ভ্রূলীলাক্রম-ভঙ্গীযুক্ত কামধেনু, অহো, তোমার মুখপদ্মনিঃসৃত আসব কিঞ্চিৎমাত্র আস্বাদেই বিকার আনয়ন করে। হে সুন্দরি, ইহা নিশ্চিত যে তুমি একাধারেই ত্রিভুবনের মধ্যে বিধাতার সারভূত সৃষ্টি।" মধুমাস, মদন ও আসব পরস্পরের পরিপোষকতা করিয়া ত্রিলোকে সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু তোমার মধ্যে তাহারা লোকোত্তর দেহ প্রাপ্ত হইয়া একত্রে অবস্থান করিতেছে। অতএব এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারই ধ্বনিত হইতেছে। আস্বাদমাত্রেই ইহা বিকারের কারণ হয়, আস্বাদপরম্পরা ক্রিয়া ছাড়াও

দুইগতি দেখা যায়—কদাচিৎ বস্তুমাত্রের দ্বারা অভিব্যক্তি হয়, কদাচিৎ অলঙ্কারের দ্বারা। সেইখানে—

যখন বস্তুমাত্রের দ্বারা অলঙ্কারসমূহ ব্যঞ্জিত হয়, তখন তাহারা ধ্বনির অঙ্গতা লাভ করে

ইহার কারণ—

কবিব্যাপার অলঙ্কারকে আশ্রয় করে। ২৯॥

যেহেতু তথাবিধ ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াই সেইখানে কবিব্যাপার প্রবৃত্ত হইয়াছে। নচেৎ তাহা (কাব্য) বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

সেই অলঙ্কারসমূহ—

অন্য অলঙ্কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত হইলে

আবার

ধ্বনির অঙ্গত্ব লাভ করিবে, অবশ্য যদি চারুত্বের উৎকর্ষের জন্যই ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। ৩০॥

এইরূপ কথিতই হইয়াছে—"বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা চারুত্বের উৎকর্ষ হইতেই নির্ণয় করা হয়। যেখানে অলঙ্কারসমূহ বস্তুমাত্রের দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়, সেইখানকার উদাহরণ সন্নিহিত প্রসঙ্গে উদাহরণ হইতে পরিকল্পনীয়। সুতরাং অর্থমাত্রের দ্বারা অথবা অলঙ্কারবিশেষরূপ অর্থের দ্বারা অন্য অর্থ বা

বিকারাত্মক ফললাভ হয়—তাই বিভাবনা-ধ্বনিও। বিভ্রমশালী বসন্তের কামোদ্দীপনভারবাহী—এইরূপে এখানে তুল্যযোগিতা-ধ্বনিও আছে। এই ভাবে সকল অলঙ্কারেরই ধ্বন্যমানতা হয় ইহা মনে রাখিতে হইবে। কোন একটিমাত্র অলঙ্কারই স্থিরভাবে ধ্বনিত হইবে—কেহ কেহ যে এইরূপ বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। যথাযোগমিতি। কোথাও অলঙ্কার ব্যঞ্জক হয়, কোথাও বা বস্তু—এইভাবে অর্থের যোজনা করিতে হইবে।২৭॥

প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাচীনেরাই অলঙ্কারসমূহের কথা বলিয়াছেন। আপনি যে তাহাদের ব্যঙ্গ্যত্ব দেখাইলেন তাহাতে এমন কি হইল? এই আশঙ্কা

অলঙ্কারের প্রকাশ হইলে এবং চারুত্বের উৎকর্ষের জন্য তাহার প্রাধান্য হইলে অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি বুঝিতে হইবে।

এইভাবে ধ্বনির প্রভেদ প্রতিপাদন করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে তাহাদের আভাসের বিভিন্নতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে বলা হইতেছে—

যেখানে প্রতীয়মান অর্থ অস্পষ্ট হইয়া অথবা বাচ্যের অঙ্গ হইয়াও প্রতিভাত হয় সেই কাব্য ধ্বনির বিষয় নহে। ৩১॥

প্রতীয়মান অর্থ দুই প্রকারের—স্ফুট ও অস্ফুট। তন্মধ্যে যে স্ফুট অর্থ শব্দশক্তি বা অর্থশক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহা ধ্বনির মার্গ, অপরটি (অস্ফুট) নহে। যে প্রতীয়মান অর্থ স্ফুট হইয়াও বাচ্যের অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয় তাহা এই অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনির বিষয় নহে।

যেমন—

"সরোবর মলিন হয় নাই, হংসও সহসা উড়িয়া যাইতেছে না। কোন নিপুণ ব্যক্তি গ্রাম্য জলাশয়ে মেঘের চাঁদোয়া টাঙ্গাইয়া দিয়া তাহা বিস্তার করিয়া দিয়াছে।"

করিয়া বলিতেছেন—এবমিত্যাদি। অলঙ্কার বাচ্য হইলে কাব্যের শরীরে পরিণত হয় বলিয়া ব্যবস্থা আছে। কিরূপে তাহারা শরীরতা প্রাপ্ত হয়? শরীরভূত যে প্রস্তুত বিষয় অলঙ্কারগুলি কটকাদির ন্যায় তাহা হইতে পৃথক অর্থাৎ তাহারা নিজেরা শরীর নহে। এই অলঙ্কারগুলিও—যাহারা নিজেরা শরীরভূত নহে—শরীরের সহিত ঐক্য লাভ করে। সৎ কবিরা পৃথক্ যত্ন ব্যতিরেকেই এই প্রকার ঘটাইতে পারেন। (যদি এইরূপ পাঠ গ্রহণ করা যায়) "বাচ্যত্বে ন ব্যবস্থিতং"—বাচ্যত্ব অবস্থায় থাকিলে যাহাদের শরীরতা সম্পাদনও ব্যবস্থিত হয় না অর্থাৎ যাহা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। সেই সকল অলঙ্কারই ব্যঙ্গ্যত্বের দ্বারা ধ্বনি-ব্যাপারের বা কাব্যের অঙ্গ হইয়া দুর্লভ আত্ম-স্বরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়। কথাটা দাঁড়াইল এই—বিদগ্ধ রমণী যেমন অলঙ্কার সুন্দরভাবে যোজনা করেন সুকবি যদি সেইভাবেই অলঙ্কার প্রয়োগ করেন তবুও কুঙ্কুমলেপনের ন্যায়ই সেই অলঙ্কারকে শরীরে পরিণত করা দুঃসাধ্য। আত্মত্ব লাভ করিবার সম্ভাবনা তো দূরের কথা। এই ব্যঙ্গ্যতা এমন বস্তু যে অপ্রধান অবস্থায় থাকিলেও ইহা অলঙ্কারদিগকে বাচ্যালঙ্কার অপেক্ষা অধিক

এখানে মুগ্ধবধূর জলধরপ্রতিবিম্ব-দর্শন প্রতীয়মান অর্থ; তাহা বাচ্য অর্থেরই অঙ্গ হইয়াছে। যেখানে অন্যত্রও এবংবিধ বিষয়ে ব্যঙ্গ্যের উপরে নির্ভরশীল হইয়া বাচ্য অর্থে চারুত্বোৎকর্ষের প্রতীতি হয় এবং তাহারই প্রাধান্য সূচিত হয়, সেইখানে ব্যঙ্গ্যের অঙ্গত্ব প্রতীত হওয়ায় ধ্বনির বিষয় হয় না।

যেমন—

"বেতসলতাগহনে উড্ডীন পক্ষীর কোলাহল শুনিতে শুনিতে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ব্যাধবধূর অঙ্গসমূহ অবসন্ন হইতেছে।"

এবংবিধ বিষয় প্রায়ই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণ হিসাবে নির্দ্দেশিত হইবে। কিন্তু যেখানে প্রকরণাদির প্রতীতির দ্বারা বাচ্য অর্থের বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারিত হওয়ার পর পুনরায় তাহা প্রতীয়মানের অঙ্গ হইয়া প্রতিভাত হয় সেই কাব্য এই অনুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিরই মার্গ।

যেমন—

"হে হালিকপুত্রবধূ, ভূতলে পতিত কুসুম চয়ন কর। শেফালিকা-বৃক্ষকে কম্পিত করিও না। শ্বশুর তোমার বলয়শিঞ্জন শুনিতেছে; ইহার পরিণাম অশুভ।"

উৎকর্ষ দান করে; যেমন বালকদের রাজক্রীড়ায় অন্যান্য বালক অপেক্ষা যে বালক রাজা সাজিয়াছে সে অধিক সুখ অনুভব করে এইখানেও সেইরূপ। এই অর্থই মনে রাখিয়া বলিয়াছেন—ইতরথা স্থিতি। ২৮ ॥

তত্রেতি। দুই গতি থাকাতে। অত্র বৃত্তিরিতি—ইহা বৃত্তির অংশ। কাব্যস্য কবিব্যাপারের। বৃত্তিঃ—স্থিতি। তদাশ্রয়—অলঙ্কার-প্রবণা। যেহেতু কবিব্যাপারের বৃত্তি অলঙ্কার-প্রবণা। অন্যথেতি। যদি ব্যঙ্গ্য-অলঙ্কারপরত্ব না থাকে। তাহা হইলে তথায় গুণীভূতব্যঙ্গ্যতার সম্ভাবনাই নাই—ইহাই তাৎপর্য্য। তাসামেবালঙ্কৃতানাম—যে কারিকা এখনই পঠিত হইবে ইহা তাহারই উপকরণস্বরূপ, কারণ সেই কারিকার সঙ্গে সম্বন্ধ যোজন করিয়াই বুঝিতে হইবে যে কোন্ অলঙ্কারের কথা বলা হইতেছে। পুনরিতি—কারিকার মধ্য-ভাগে অর্থের উপকরণহিসাবে এই শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ধ্বন্যঙ্গতেতি।

ধ্বনির অন্তর্ভূত প্রকারত্ব। ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যমিতি। ইহার হেতু :—চারুত্বোৎকর্ষত ইতি। যদীতি। তাহার অপ্রাধান্য হইলে বাচ্যালঙ্কারই প্রধান হয় এবং এই-ভাবে গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা লাভ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে—অলঙ্কার বস্তুর দ্বারা অথবা অন্য অলঙ্কারের দ্বারাও ব্যঞ্জিত হইতে পারে, তবে এখানে তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না কেন? ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বস্ত্বিতি। সংক্ষেপে উপসংহার করিয়া ইহা বলিতেছেন -তদেবমিতি। ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জক—ইহাদের প্রত্যেকে বস্তু ও অলঙ্কাররূপে দ্বিবিধ, সেইজন্য অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি চার প্রকারের—ইহাই তাৎপর্য্য। ২৯ ৩০ ॥

ধ্বনির। অবিবক্ষিতবাচ্য ও বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য দুই মূল প্রভেদ। প্রথমটির দুই প্রভেদ—অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ও অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য। দ্বিতীয়টির দুই প্রভেদ—অলক্ষ্যক্রম ও অনুরণনরূপ। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ অলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্যধ্বনি অনন্ত প্রকারবিশিষ্ট। দ্বিতীয়ের অর্থাৎ অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনির দুই প্রভেদ- শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক। শেষেরটি অর্থাৎ অর্থশক্তিমূলক-ধ্বনি ত্রিবিধ—কবিপ্রৌঢ়োক্তিকৃতশরীর, কবিকল্পিতবক্তৃপ্রৌঢ়োক্তিকৃতশরীর এবং স্বতঃসম্ভবী। ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকের যে চারপ্রকারের প্রভেদ বলা হইয়াছে তাহার নিয়মানুসারে ইহার প্রত্যেকেই চতুর্ব্বিধ হয়। এইভাবে গণনা করিলে অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ধ্বনি দ্বাদশবিধ। পূর্ব্বে শব্দশক্তিমূলকধ্বনির চার ভেদের কথাবলা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে এই দ্বাদশ প্রভেদ যোগ করিলে সর্ব্বসমেত ষোলটি মুখ্য ভেদ পাওয়া যায়। তাহাদের প্রত্যেকেই পদের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে বলিয়া প্রত্যেকটিই দ্বিবিধ এইরূপ বলা হইবে। অলক্ষ্যক্রম ধ্বনি বর্ণ, পদ, বাক্য, সংঘটনা ও প্রবন্ধের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বসমেত পঞ্চত্রিংশ প্রভেদ হইতে পারে। তদাভাসবিবেকং—ধ্বনির আভাসসমূহ হইতে ধ্বনির বিভাগ, অস্মেতি—আত্মভূতধ্বনির, অসৌ—কাব্যবিশেষ, ন গোচরঃ—গোচর নহে। কমলাকরা—অন্য কেহ কেহ 'পিউচ্ছা' শব্দের 'পিতৃষ্বসঃ' (পিসিমার) এইরূপ 'ছায়া' স্বীকার করেন। কেনাপি—অতিনিপুণ কোন ব্যক্তি কর্তৃক। বাচ্যাঙ্গত্বমেবেতি। বিস্ময়বিভাবরূপ বাচ্যার্থের দ্বারাই বালিকার মুগ্ধিমার আতিশয্য প্রতীত হইতেছে। অতএব বাচ্যার্থ হইতেই চারুত্বমহিমা লাভ হইয়াছে। বাচ্যার্থই নিজেকে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের উপকারনাভেচ্ছায় অন্য (ব্যঙ্গ্য) অর্থ ব্যক্ত করিতেছে। বেতস ইত্যাদি যে উপপতিকে সঙ্কেত করা হইয়াছিল

এখানে উপপতির সহিত রমণকারিণী নায়িকার বলয়শব্দ বাহিরে শুনিতে পাইয়া সখী তাহাকে সতর্ক করিতেছে। বাচ্য অর্থের জ্ঞানের জন্যই এইটুকু ব্যঙ্গ্য অর্থের অপেক্ষা রাখিতে হইবে। বাচ্য অর্থ প্রতিপন্ন হইলে নায়িকার স্বভাবদোষকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যমূলক তাৎপর্য থাকার জন্য পুনরায় ইহা ব্যঙ্গ্যের অঙ্গ হইয়াছে। তাই এই কাব্য অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যের অন্তর্ভুক্ত।

এইভাবে বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি ও তাহার আভাসের বিভাগ করার পর অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিরও অনুরূপ বিভাগ করিবার জন্য বলিতেছেন—

ব্যুৎপত্তি বা শক্তির অভাবনিবন্ধন শব্দের যে গৌণ ও লাক্ষণিক প্রয়োগ করা হয় পণ্ডিতগণ তাহাকে ধ্বনির বিষয় বলিয়া মনে করেন না। ৩২ ॥

স্খলিতগতি শব্দের অর্থাৎ উপচরিত প্রয়োগবিশিষ্ট শব্দের। ব্যুৎপত্তি বা শক্তির অভাবজনিত যে শব্দপ্রয়োগ তাহাও ধ্বনির বিষয় নহে। যেহেতু—

সম্বোচিত স্থানে উপনীত হইয়াছে—ইহা এখানে ধ্বনিত হইয়া বাচ্য অর্থকেই অলঙ্কৃত করিতেছে। তাহা হইলে অর্থ দাঁড়াইল এই:—গৃহকর্ম ব্যাপৃতায়া ইতি—ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে যে অন্যের অধীন তাহারও, বধ্বা ইতি—সাতিশয় লজ্জার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহারও, অঙ্গানীতি—একটি অঙ্গই সেইরূপ অবসাদপ্রাপ্ত নহে যে গাম্ভীর্যের দ্বারা গোপন করিয়া নিজেকে সংবরণ করা সম্ভব হইবে, সীদন্তীতি—গৃহকর্ম তো পড়িয়া থাকুক, নিজেকেই ধারণ করিতে পারিতেছে না। গৃহকর্ম ব্যাপারে সংযুক্ত থাকায় শরীরের অবসন্নতা স্ফুট হইয়া লক্ষিত হয় না। এই বাচ্য অর্থ হইতেই সাতিশয় মদনপরবশতার প্রতীতি হয় বলিয়া ইহা হইতেই চারুত্বনিষ্পত্তি হইতেছে। যত্রেতি। প্রকরণ আদি যাহার অর্থাৎ শব্দান্তরসান্নিধ্য, সামর্থ্য, লিঙ্গ প্রভৃতি যাহারা অভিধার নিয়ামক। ইহাদের অবগতি হইতেই যেখানে অর্থ সুনিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণভাবে জানা যায়। পুনর্বাচ্যঃ—পুনরায় স্ব-শব্দের দ্বারা কথিত হয়। অতএব নিজ বাচ্য অর্থের পূর্বে অবগতি হইলেই তাহার মধ্যে যাহা পর্যবসিত হইয়া থাকে না, বরং প্রতীয়মানের অঙ্গতা প্রাপ্ত হয়

এই সকল প্রভেদেই অঙ্গীভূত ব্যঙ্গ্যের যে স্ফুটরূপে প্রকাশ তাহাই পূর্ণ ধ্বনিলক্ষণ। ৩৩ ॥

সেই ধ্বনিলক্ষণের বিষয় উদাহৃত হইয়াছে।

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যবিরচিত ধ্বন্যালোকে দ্বিতীয় উদ্দ্যোত।

সেই কাব্য ধ্বনির বিষয়। এই ব্যঙ্গ্যপরতাই ধ্বনির কারণ, এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলায় ব্যঙ্গ্য যেখানে গৌণ হয় সেইখানে তাহার বিপরীত অর্থাৎ বাচ্যপরতা থাকে এবং তাহা গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যের কারণ হয়—এইরূপ বুঝিতে হইবে। সমগ্র অর্থ এইরূপই দাঁড়াইল। উচ্চিনু ইত্যাদি—যেহেতু শ্বশুর শেফালিকালতাটিকে যত্নের সহিত রক্ষা করে তাই ইহার আকর্ষণ-বিকম্পনে সে কুপিত হইবে এবং তোমার বিষম পরিণাম হইবে—এই শ্লোকে এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে 'বিষমবিপাকঃ'-এই শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ব্যঙ্গ্যের আক্ষেপ হইবে। "কস্‌সবা" (কস্য বা)—এই শ্লোকে যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এইখানেও সেইরূপ করিতে হইবে। বাচ্য অর্থ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সখীকর্তৃক নায়িকাকে সতর্কীকরণ রূপ ব্যঙ্গ্যের অপেক্ষা রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে বাচ্য অর্থই পাওয়া যাইবে না। সেই বাচ্য অর্থ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া তাহা কথনের যোগ্যই হইবেনা। আপত্তি হইতে পারে যে এইভাবে দেখান হইল যে ব্যঙ্গ্য বাচ্যের উপকরণের কাজমাত্র করিতেছে। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—প্রতিপন্নে চেতি। শব্দের দ্বারা কথিত হইলে। তদাভাসবিবেকে প্রস্তুত ইতি। এই স্থলে হেতু বুঝাইতে সপ্তমী। তাহার আভাসের বিভাগলক্ষণবিষয়ক প্রসঙ্গের জন্য। কাহার 'তদাভাস'? এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—বিবক্ষিতবাচ্যস্যেতি। 'প্রস্তুতে'-শব্দের স্পষ্ট অর্থ (আরব্ধ, প্রস্তাবিত) গ্রহণ করিলে উহার প্রয়োগ অসঙ্গত হইবে। বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির পরিসমাপ্তিতেই আভাসের বিভাগ কর্ত্তব্য। ইহা এখন প্রস্তাবিত নহে, ভবিষ্যৎকালের সঙ্গেও এখানে কোন সম্বন্ধ নাই। স্খলদ্গতেরিতি—গৌণ বা লাক্ষণিক শব্দের। অব্যুৎপত্তিঃ—অনুপ্রাসাদি রচনাচাতুর্য্যে প্রবৃত্তি। যেমন—"প্রৌঢ়া নায়িকাদের চঞ্চল (প্রেঙ্খৎ) প্রেমের প্রচুরপরিচয়সমন্বিত চিত্তাকাশাবকাশে যে সতত বিহার করে সেই সৌভাগ্যের আকর।" এখানে অনুপ্রাসের প্রতি অনু-

রাগের জন্যই কবি 'প্রেঙ্খৎ' এই লাক্ষণিক ও 'চিত্তাকাশ'-এই গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহা কোন ধ্বন্যমান সুন্দর প্রয়োজন বুঝাইতে পারি-সমাপ্তি লাভ করিতেছে না। অশক্তি: ছন্দপূরণাদিতে অক্ষমতা। যেমন, —'কন্দর্পের দ্বিপসমূহের মধ্যে প্রধান (প্রবর) হে চন্দ্র, তুমি চঞ্চল তরঙ্গবিঘূর্ণনের ভাজন সমুদ্রে পতিত হইয়া নিজের অচঞ্চল দেহে কি আস্থার সঞ্চার করিয়াছ।' এখানে প্রবরার্থে প্রথম পাদ লক্ষণা। উপচারের দ্বারা চন্দ্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাজনমাত্র আশ্রয়, অচঞ্চল স্থির-অচঞ্চল। ইহারা উপচারের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা এখানে ছন্দপূরণ ছাড়া অন্য কোন শোভাই আনয়ন করে না। সূচিত। প্রথম উদ্দ্যোতে 'প্রসিদ্ধির অনুরোধে কবিরা ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন' (প্রসিদ্ধ্যনুরোধপ্রবর্তিতব্যবহারাঃ কবয়ঃ) এইরূপ বলা হইয়াছে এবং 'বদতি বিসিনীপত্রশয়নম্' ভাক্তপ্রয়োগের এই উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। তাহাই যে কেবল ধ্বনির বিষয় নহে তাহা নহে, এই যে অপর প্রয়োগের কথা বলা হইল ইহাও ধ্বনির বিষয় নহে। ইহাই 'চ' শব্দের অর্থ। ধ্বনির আভাসবিভাগের জন্য কারিকাকার উক্ত ধ্বনিস্বরূপই পুনরায় বলিতেছেন তাহার উপকরণ হিসাবে বৃত্তিকার বলিতেছেন যতঃ ধ্বনিঃ। অবভাসনাদি। ভাব গ্রহণ করিলেই দ্রব্যও গৃহীত হয় এই ন্যায়ানুসারে অবভাসন বলিতে বস্তু অর্থ বুঝিতে হইবে। ধ্বনিলক্ষণং—ধ্বনির পূর্ণস্বরূপ, অবভাসন বা জ্ঞান—তাহাই ধ্বনির লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ, কারণ তাহার দ্বারাই ধ্বনির পূর্ণস্বরূপ নিবেদিত হয়। অথবা জ্ঞানই ধ্বনির লক্ষণ, কারণ লক্ষণ জ্ঞানেরই দ্বারা নির্ণেয়। বৃত্তিতে 'এব (উদাহৃতবিষয়মেব) এই পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে অন্য যে প্রভেদ আছে তাহা আভাসমাত্র। অতএব আভাসবিভাগের হেতুহিসাবে যে বস্তু আবদ্ধ হইয়াছিল তাহাও নিশ্চিত রূপে নির্ণীত হইল। এইভাবে শিবকে স্মরণ করিয়া নিজ ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিলাম।

যিনি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকিয়া প্রতীতিমাত্রস্বরূপ বিরাট্ জগৎকে এক সূত্র দিয়া গাঁথিয়াছেন সেই পশ্যন্তী (পরমার্থদর্শনকারিণী) পরমেশ্বরীকে আমি অভিনবগুপ্ত বন্দনা করি।

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচার্য পণ্ডিতপ্রবর অভিনবগুপ্ত কর্তৃক উন্মীলিত সহৃদয়ালোকলোচনে ধ্বনিসঙ্কেতে দ্বিতীয় উদ্দ্যোত।

তৃতীয় উদ্দ্যোত

এইভাবে ব্যঙ্গ্যানুসারে ধ্বনির প্রভেদসমেত স্বরূপ প্রদর্শন করা হইলে ব্যঞ্জকানুসারে তাহা প্রকাশিত হইতেছে—

অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি এবং তাহার প্রভেদগুলি পদ ও বাক্যের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। তদিতর অনুরণনরূপ-ব্যঙ্গ্যও তাহাই। ১॥

অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যনামক প্রভেদে পদের [illegible] ধ্বনির প্রকাশনের উদাহরণ যেমন মহর্ষি ব্যাসের—'এই সাতটি [illegible] (সমিধ্) অথবা যেমন কালিদাসের—

তিনি স্মরস [illegible] শিবিকার করিতেছেন সেই [illegible]

অপর উদ্দ্যোতের সঙ্গে সঙ্গতি [illegible] জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—এবমিত্যাদি। যদিও বাচ্য বাচকই [illegible] তথাপি ধ্বনির অবিবক্ষিতবাচ্যাদি প্রভেদ নিরূপণ বাচ্যানুসারেই করা হইয়াছে, যদিও বলা হইয়াছে—"যত্রার্থঃ শব্দো বা" ইত্যাদি (১।১৩) এবং তাহা এই ব্যঞ্জকত্বানুসারে প্রভেদনিরূপণ কথিত হইয়াছে তথাপি সেই বাচ্য অর্থ ব্যঞ্জকরূপে ব্যঙ্গ্য হইতে বিভিন্নতা লাভ করে। বাচ্য অবিবক্ষিত হইয়া ব্যঞ্জক হয় এবং ব্যঙ্গ্যের দ্বারা [illegible] হয়। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য অর্থাৎ যেখানে বাচ্য অন্যপররূপে বিবক্ষিত হইয়া ব্যঙ্গ্যার্থপ্রবণতা লাভ করে।

এইভাবে নিজেদের মধ্যে এবং অবান্তরপ্রভেদসমন্বিত হইলে মূল ভেদদ্বয়ের যে ব্যঞ্জকরূপ অর্থ পাওয়া যায় তাহা ব্যঙ্গ্যের অনুগামী হইয়াই বিভিন্নতা লাভ করে। অতএব বলিতেছেন—ব্যঙ্গ্যমুখেনেতি। অধিকন্তু, যদিও অর্থ ব্যঞ্জক তথাপি ইহা ব্যঙ্গ্যতার যোগ্যও হইয়া থাকে কিন্তু শব্দ কখনও ব্যঙ্গ্য হইতে পারে না, তাহা ব্যঞ্জকই। তাই বলিতেছেন ব্যঞ্জকমুখেনেতি। অবিবক্ষিতাদিরূপে বাচ্যের যে ভেদ নিরূপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্যঞ্জকত্ব যে একেবারেই নাই তাহা নহে। 'পুনঃ' শব্দের দ্বারা ইহাই

বলিতেছেন। ব্যঞ্জকত্বমুখেও যে প্রভেদনির্ণয় একেবারে করা হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহা হইলেও এখন পুনরায় শুধু ব্যঞ্জকত্বানুসারেই প্রকাশিত হইতেছে। তাই দাঁড়াইতেছে এই—পদ, বাক্য, বর্ণ, পদভাগ এবং মহাবাক্য—ব্যঙ্গ্যার্থমুখপ্রেক্ষী না হইলে ইহারা স্বরূপতঃ ব্যঞ্জকের বিভিন্ন প্রকার। অর্থের ন্যায় ইহাদের কখনও ব্যঙ্গ্যতা সম্ভব হয় না। শুদ্ধ ব্যঞ্জক-ভাবে ইহাদের যে স্বরূপ থাকে তদনুসারে ইহাদের প্রভেদ প্রকাশিত হইতেছে—ইহাই তাৎপর্য্য। কেহ যে বলেন—"ব্যঙ্গ্যমুখে অর্থাৎ বস্তু, অলঙ্কার ও রস—ইহাদের মার্গ অনুসরণ করিয়া" তাঁহাকে এইভাবে প্রশ্ন করিতে হইবে—"এইরূপ তিন প্রকারের প্রভেদ তো কারিকাকার করেন নাই, বৃত্তিকারই দেখাইয়াছেন। এখনও বৃত্তিকার যে প্রভেদ প্রকাশ করিতেছেন না তাহা নহে। সুতরাং 'ইহা করা হইয়াছে' এবং 'ইহা করা হইতেছে'—ইহাদের কর্তৃভেদ করার সঙ্গতি কোথায়?" এইরূপ করিলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল রচনার সঙ্গতি পাওয়া যাইবে না, যেহেতু অবিবক্ষিতবাচ্যাদির প্রকারভেদও দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং স্বীয় পূজনীয় ও সমানগোত্রীয়দের সঙ্গে বিবাদ করিয়া লাভ কি? কারিকায় যে 'চ'-কারের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য এই যে যথাসংখ্য বা ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা করা হইবে না। সুতরাং অবিবক্ষিতবাচ্যের দুই প্রভেদ থাকিলেও তাহার প্রত্যেকটি পদ ও বাক্যের প্রকাশকত্বের জন্য দুই রকমের হইবে। তদতিরিক্ত বিবক্ষিতবাচ্যের সম্পর্কিত যে দ্বিতীয় প্রভেদ আছে যাহার নাম ক্রমদ্যোত্য বা সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য এবং তাহার যে সকল প্রকারভেদ আছে তাহাদেরও গণনা করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেকটি দুই প্রকারের। অনুরণনরূপ—অনুরণনের সহিত রূপ বা রূপণসাদৃশ্য যাহার। "রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি লক্ষ্যবস্তুতে দৃষ্ট হয়" (পৃঃ ১১)—ইহা যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'মহর্ষি'-পদের দ্বারা তাহারই পুনরাকর্ষণ করা হইতেছে। "ধৃতি, ক্ষমা, দয়া, শৌচ, কারুণ্য, অনিষ্ঠুর বাক্, মিত্রের সঙ্গে সৌহৃদ্য—এই সাতটি লক্ষ্মীর উদ্বোধক (সমিধ্)।" এখানে সমিধ্'-শব্দের বাচ্য অর্থ একেবারে আচ্ছন্ন (তিরস্কৃত) হইয়াছে, কারণ তাহার মৌলিক অর্থ একেবারেই সম্ভব হয় না। 'সমিধ্'-শব্দের দ্বারা বক্তার এই অভিপ্রায়ই ব্যঙ্গ্য অর্থরূপে ধ্বনিত হইয়াছে যে এই সাতটি বস্তু সহকারীর অপেক্ষা না করিয়াই লক্ষ্মীকে উদ্বোধিত করিতে সমর্থ। যদিও নিঃশ্বাসান্ধ ইব আদর্শঃ—এই উদাহরণ হইতেই এই অর্থ লাভ করা যাইতে

"তুমি সজ্জিত (সন্নদ্ধ) হইলে কে বিরহবিধুরা জায়াকে উপেক্ষা করিতে পারে ?" অথবা "যাহাদের আকৃতি সুন্দর (মধুর) কি না তাহাদের ভূষণ হয় ?" এই সকল উদাহরণে—'সমিধঃ', 'সন্নদ্ধে' ও 'মধুরাণাং' এই তিনটি পদ ব্যঞ্জকরূপেই রচিত হইয়াছে। অর্থান্তর-সংক্রমিত বাচ্য প্রভেদে এই পদপ্রকাশতার উদাহরণ, যেমন—"হে প্রিয়ে, রামের পক্ষে নিজের জীবনই প্রিয় হইয়াছে ; সে প্রেমের সমুচিত কাজ করে নাই।" এখানে 'রামেণ' এই পদের বাচ্য অর্থ সাহসসর্ব্বস্বত্ব প্রভৃতি ব্যঙ্গ্য অর্থে সংক্রমিত হইয়াছে ; তাই ইহা ব্যঞ্জক। অথবা যেমন—"এইভাবেই জনসমাজ তোমার কপোলের উপমাস্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলের উল্লেখ করে ; কিন্তু পারমার্থিক বিচারে দেখা যাইবে যে হতভাগ্য চন্দ্র চন্দ্রই।"

পারে তথাপি বহু লক্ষ্যবস্তুতে ইহা লক্ষিত হয়, প্রসঙ্গক্রমে এই ব্যাপকতা দেখাইবার জন্য অন্যান্য উদাহরণ কথিত হইতেছে। এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত নীতি অনুসরণ করিয়া বাচ্য অর্থের আত্যন্তিক আচ্ছন্নতা যোজনা করা যাইবে ; পুনরুক্তি করিয়া লাভ কি ? 'সন্নদ্ধ'-পদের দ্বারা উদ্যোগশালিতা লক্ষিত হইতেছে, কারণ ইহার নিজের অর্থ এখানে অসম্ভব। ইহার দ্বারা নিষ্করুণত্ব, অপ্রতিবিধেয়ত্ব ও অবিবেকিতা—বক্তার এই সকল অভিপ্রেত অর্থ ধ্বনিত হইতেছে। এইরূপে 'মধুর'-শব্দ সর্ব্ব বিষয়ে রঞ্জকত্ব এবং তৃপ্তি দেওয়ার ক্ষমতা লক্ষিত করিয়া অতিশয়রূপে অভিলাষের বিষয় হওয়ায় এখানে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই—বক্তার এই অভিপ্রায় ধ্বনিত করিতেছে। তস্যৈবেতি। অবিবক্ষিত বাচ্যের যে দ্বিতীয় প্রভেদ তাহার। "তোমার প্রত্যাখ্যানের জন্য যে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছিল ক্রুর রাক্ষস তাহার উপযুক্ত কাজ করিয়াছে ; তুমি তাহা এমনভাবে সহ্য করিয়াছ যাহাতে কুলবধূ মস্তক উন্নত করিয়া ধারণ করিতে পারে ; তোমার আপদের সাক্ষী আমি যে এই ধনু বহন করিতেছি ইহা ব্যর্থ।" রাক্ষসের স্বভাবানুসারেই যে ক্রূর অর্থাৎ "আমার শাসন অনতিলঙ্ঘনীয়" এই মনে করিয়া যে দুরভিমান তজ্জন্য এবং সবেগে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় যে ক্রোধান্ধ এই শিরশ্ছেদননামক কার্য্য তাহার চিত্তবৃত্তির অনুরূপ।

(তাহার মনোভাব এই) মান্য ব্যক্তি হইলেও কে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে? ত ইতি—সেইরূপ হইলেও সে গণনার মধ্যে আসে নাই এমন যে তুমি, তোমার। তাহাও অর্থাৎ শিরশ্ছেদনও তুমি সেইরূপ অবিকৃত-ভাবে নেত্র বিকশিত করিয়া প্রসন্নমুখে উৎসব মনে করিয়া সহ্য করিয়াছ যাহাতে (যথা) পামরপ্রায় হইলেও যে কেহ কুলবধূপদবাচ্য (কুলজনঃ) হয়। উচ্চে শির ধারণ করে—এইরূপ করিলে আমি নিশ্চয়ই উপযুক্ত কুলবধূ হইব। অথবা—শিরশ্ছেদন সময়ে তুমি বলিয়াছ, "শীঘ্র তোমার কার্য্য সমাপন কর।" এইভাবে তুমি তাহা সহ্য করিয়াছ যাহাতে তোমার আদর্শ ধরিয়া অন্য কুলবধূও নিত্যকাল উচ্চে শির ধারণ করিতে পারে। এইভাবে তুমি ও রাবণ নিজ নিজ কার্য্য সমুচিতরূপে সমাধান করিয়াছ---ইহাই নিষ্পন্ন হইল। কিন্তু আমার সবই অনুচিত কার্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাজ্য হইতে নির্ব্বাসনাদিতে ধনুর ব্যবহারের কোন অবকাশ ছিল না, স্ত্রীর রক্ষণই তাহার একমাত্র ব্যাপার ছিল। সম্প্রতি বিপদাপন্ন হইয়াও যে তুমি রক্ষিত হইতে পার নাই তাহাতে ধনুর সেই প্রয়োজনও নিষ্ফল হইয়াছে। তথাপি আমি সেই ধনু ধারণ করিয়া আছি। সুতরাং নিজের প্রাণরক্ষাই ইহার একমাত্র কাজ এইরূপ সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। রামেণেতি—সমস্ত অবস্থায় সাহসের অক্ষুণ্ণতা, সত্যসন্ধত্ব, উচিতকারিত্বাদি অভিব্যজ্যমান ধর্মান্তরে পরিণত 'রামেণ'-শব্দ। 'আদি'-পদের দ্বারা কেহ কেহ যে এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে এখানে কাপুরুষাদি ধর্মান্তর গ্রহণ বুঝাইতেছে তাহা বাস্তবিক পক্ষে ঠিক নহে, কাপুরুষের পক্ষে এইরূপ কার্য্যই উচিত। প্রিয় ইতি—'প্রিয়ঃ' ইহা শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। 'প্রিয়ঃ'-শব্দের মূল হইতেছে প্রেম যাহা ইহার নিমিত্ত, সেই প্রেম অনৌচিত্যের দ্বারা কলঙ্কিত হইয়াছে। রামের শোকের উদ্দীপন ও আলম্বনবিভাবের সংযোগে যে করুণ রস তাহা স্ফুটীকৃতই হইয়াছে।

এমেঅ ইতি। এবমেবেতি—নিজের অন্ধত্বের জন্য। জন ইতি—একমাত্র লোকপ্রসিদ্ধ গতানুগতিককে যে আশ্রয় করিয়া আছে। তস্সা ইতি—অসাধারণ গুণ সমূহের দ্বারা যাহার বপু মহার্ঘ হইয়াছে তাহার। কপোলোপমায়ামিতি—অকলঙ্ক লাবণ্যের সর্ব্বস্বভূত যে মুখ, তাহার মধ্যবর্ত্তী ও প্রধানীভূত যে কপোলতল, তাহার উপমার জন্য তদধিক উৎকৃষ্ট বস্তুর

সেই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যপ্রভেদের বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ—

"কাল কাহারও কাহারও পক্ষে বিষময় হইয়া, কাহারও কাহারও পক্ষে অমৃতময় হইয়া, কাহারও কাহারও পক্ষে বিষ ও অমৃতে মিশ্রিত হইয়া অতিবাহিত হয়।"

এই যে বাক্য ইহাতে 'বিষ' ও 'অমৃত' শব্দ দুঃখ ও সুখ অর্থে সংক্রমিত হইয়া প্রযুক্ত হইয়াছে ; তাই ইহা অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যের বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ। বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য শব্দশক্ত্যুদ্ভব নামক প্রভেদে পদের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ যেমন—

প্রয়োগ কর্তব্য। কিন্তু তাহা হইতে অতিশয় নিকৃষ্ট কলঙ্কচিহ্নের দ্বারা মলিনীকৃত চন্দ্রমণ্ডল তাহার উপমা হিসাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এইরূপে যদিও জনসাধারণ গড্ডলিকাপ্রবাহপতিত হয় তাহা হইলেও পরীক্ষকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে ববাকঃ অর্থাৎ কৃপামাত্রভাজন যে বস্তু চন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা চন্দ্রই অর্থাৎ ক্ষয়িত্ব, বিলাসশূন্যত্ব, মলিনত্ব প্রভৃতি অবান্তরধর্ম্মে যে চন্দ্র-শব্দ সংক্রমিত হইয়াছে। এখানে যে প্রকারে ব্যঙ্গ্যধর্ম্মে সংক্রমিত হইয়াছে ঠিক সেইরূপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উদাহরণেও হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। পরে উল্লিখিত উদাহরণেও এইরূপ। এইভাবে প্রথম প্রকারের অর্থাৎ অবিবক্ষিত বাচ্যধ্বনির দুই প্রকারেরই পদপ্রকাশকত্বের এইরূপ উদাহরণ দেওয়ার পর বাক্যের দ্বারা প্রকাশকত্বের উদাহরণ দিতেছেন —যা নিশেতি। বিবক্ষিত ইতি। বাচ্যার্থের দ্বারা যাহা বলা হইল তদ্দ্বারা কোন উপদেশাস্পদের প্রতি উপদেশ দান সিদ্ধ হয় না। রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইবে ও অন্য সময়ে রাত্রির মত থাকিতে হইবে—এইরূপ কথা বলিয়া লাভ কি? সুতরাং এই বাক্যের নিজের অর্থ বাধিত হওয়ায় ইহা সংযমীর লোকোত্তরতা লক্ষণের জন্য তত্ত্বদৃষ্টিতে সচেতনত্ব ও মিথ্যাদৃষ্টিতে পরাঙ্মুখত্ব ধ্বনিত করিতেছে। 'সর্ব্ব'-শব্দার্থের অন্য কোনও ভাবে উপপত্তি না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অর্থই আসিয়া পড়ে, ইহা বলা যায় না ; যেহেতু 'সর্ব্ব'-শব্দের আপেক্ষিক অর্থও এই স্থানে অনায়াসে কল্পনা করা যায়। সকলের

"যদি দৈব আমার মত মূঢ় (জড়ঃ) ব্যক্তিকে প্রার্থীর বাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য সৃষ্টি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে পথিমধ্যে প্রসন্নজলবিশিষ্ট তড়াগ বা শীতল (জড়ঃ) কূপ করিয়া কেন সৃষ্টি করা হয় নাই ?"

এই যে বাক্য ইহাতে 'জড়'-শব্দ খেদ প্রকাশনের জন্য বক্তার সঙ্গে সমানাধিকরণতা লাভ করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে ; আবার কূপের সঙ্গে ইহার সমানাধিকরণতা অনুরণনের দ্বারা নিজের শক্তি বলেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিবক্ষিত বাচ্যের শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যের বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন হর্ষচরিতে সিংহনাদবাক্যে—"এই মহাপ্রলয় সমুপস্থিত হইলে ধরণীধারণের জন্য তুমি শেষ স্বরূপ।"

এই যে বাক্য ইহা শব্দশক্তির অনুরণনরূপ অন্য অর্থ স্পষ্টই প্রকাশিত করিতেছে।

অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্যান্ত চতুর্দ্দশ ভুবনের পক্ষে যাহা নিশা অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টির ব্যামোহজননকারী তাহার মধ্যে সংযমী জাগিয়া থাকেন—এই অর্থ কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? শুধু বিষয়বর্জ্জন হইতেই সংযমী হয় না। (অথবা) সর্ব্বভূতের মোহিনী নিশায় জাগরণ করে। সুতরাং ইহা কেমন করিয়া হেয় হইবে ? কিন্তু যে মিথ্যাদৃষ্টিতে সর্ব্বভূত জাগ্রত থাকে অর্থাৎ অতিশয় সুপ্রবুদ্ধ থাকে তাহা তাঁহার রাত্রিস্বরূপ এবং এখানে তিনি নিদ্রিত থাকেন, রাত্রির যে কার্য্যকলাপ তাহাতে তিনি প্রবুদ্ধ হন না। অলৌকিক আচারে ব্যবস্থিত-চিত্ত ব্যক্তি এই ভাবেই দেখেন এবং বোঝেন। তাঁহার আন্তরিক ও বাহ্য চিত্তবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। অপর ব্যক্তি দেখিতেও পায় না, বুঝিতেও পারে না। অতএব প্রত্যেকেরই তত্ত্বদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া উচিত—ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপে 'পশ্যতঃ' ও 'মুনেঃ' এই দুইটি অর্থ নিজের অর্থের মধ্যেই বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারে না, বরং ব্যঙ্গ্য অর্থে বিশ্রান্তি লাভ করে। "যৎ-তৎ"-শব্দদ্বয়েরও স্বতন্ত্র অর্থ নাই। সুতরাং আখ্যাতের সাহায্যে পদসমূহ সমগ্রভাবে ব্যঙ্গ্য বুঝাইতে পর্য্যবসিত হইতেছে। তাই বলিতেছেন—অনেন হি বাক্যেনেতি। প্রতিপাদ্যতে অর্থাৎ ধ্বনিত

এই বিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির যে প্রভেদে কবিপ্রৌঢ়োক্তির দ্বারা ধ্বনির শরীর নিষ্পন্ন হয় তাহার পদের দ্বারা প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন হরিবিজয়ে—

"মধুমাসের শ্রীর আরম্ভে (মুখে) আম্রমঞ্জরী কর্ণপূরের ন্যায় শোভা পাইল, বসন্তোৎসবের সমারোহ বিস্তীর্ণ হইল, নিবিড় মধুর আমোদ ব্যাপ্ত হইল। মধুমাসলক্ষ্মী নিজের মুখকে সমর্পণ না করিলেও কামদেব তাহা গ্রহণ করিলেন।"

এই যে বাক্য ইহাতে "অসমর্পিত হইলেও মধুমাসলক্ষ্মীর মুখ গৃহীত হইল" এই অংশে 'অসমর্পিতমপি' এই নবোঢাবস্থাবাচক পদ অর্থশক্তির দ্বারা কামদেবের বলাৎকার প্রকাশ করিতেছে।

হয়। বিষময়িতঃ—বিস্ময়তা প্রাপ্ত। কেষাঞ্চিৎ—সুকৃতিকারী অথবা অত্যন্ত অবিবেকীদের পক্ষে কাল অমৃতময় হইয়া অতিক্রান্ত হয়। কেষাঞ্চিৎ—মিশ্রকর্ম্মবিশিষ্ট বা বিবেকী-অবিবেকীদের পক্ষে বিষ ও অমৃতময়। কেষামপি—যাহারা মূঢ় অথবা যাহারা সমাধিস্থ হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে কাল বিষ ও অমৃত বিরহিত হইয়া অতিক্রম করে। লাবণ্যাদি শব্দের ন্যায় নিরূঢা লক্ষণার দ্বারা "বিষামৃত" পদ দুইটি দুঃখ ও সুখের সাধনরূপে বর্তমান রহিয়াছে, যেমন নিম্ব—বিষ, কপিত্থ—অমৃত এইরূপ বলা হয়। এখানে দুঃখ ও সুখের যাহারা সাধন তাহারা সেই অর্থমাত্রে বিশ্রান্তিলাভ করিতেছে না বরং নিজ নিজ দুঃখ ও সুখে পর্য্যবসিত হইতেছে। সেই দুইটির সাধন রূপ অর্থ যে একেবারেই বিবক্ষিত হয় নাই তাহা নহে, কারণ সাধনরহিত দুঃখসুখের অস্তিত্বই নাই। তাই বলিতেছেন—সংক্রমিত বাচ্যাভ্যামিতি। কেষাঞ্চিৎ—এখানে বাচ্য অর্থ বিশেষ অর্থে সংক্রমিত হইয়াছে। অতিক্রমন্তীতি—ইহা 'হয়' এই ক্রিয়ামাত্রে সংক্রমিত হইয়াছে। কাল ইতি—সকল প্রকারের কালে ইহার ব্যবহার হইতে পারে, এই ভাবে ইহা সংক্রমিত হইয়াছে। বৃত্তিকার উপলক্ষণ করিবার জন্য শুধু বিষ ও অমৃতের অর্থসংক্রমণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই বলিতেছেন—বাক্য ইতি। এই ভাবে কারিকার প্রথমার্দ্ধে লক্ষিত চার প্রকারের উদাহরণ দিয়া দ্বিতীয় কারিকার্দ্ধে স্বীকৃত অন্য কয় প্রকারের উদাহরণ ক্রমান্বয়ে দিতেছেন—

"সজ্জই সুরহিমাসো"—এই পূর্ব্বোদাহৃত শ্লোকে ইহারই বাক্যের দ্বারা প্রকাশনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এইখানে "সজ্জিত করিতেছে ; কিন্তু অনঙ্গদেবকে অর্পণ করিতেছে না" এই যে বাক্যার্থ, যাহা শুধু কবিপ্রৌঢ়োক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা কামোন্মত্ততারূপ পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে।

যে অর্থশক্ত্যুদ্ভব প্রভেদে ধ্বনি স্বতঃসম্ভবী তাহার পদের দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার দৃষ্টান্ত—

"হে বণিক্, আমরা হস্তিদন্ত ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম কোথা হইতে পাইব ? আমাদের গৃহে পুত্রবধূ যে তাহার চূর্ণকুন্তল মুখে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করিয়া পরিক্রমণ করিয়া বেড়ায়।"

বিবক্ষিতাভিধেয়স্য ইত্যাদির দ্বারা। প্রাতুমিতি—পূরণ করিতে। ধনৈরিতি—বহুবচনের সার্থকতা এই যে যাহা বাঞ্ছা করিতেছে তাহার দ্বারা তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হয়। এই জন্য 'অর্থী'-শব্দের প্রয়োগ। জনস্যেতি—জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই ধনার্থী হইয়া থাকে, গুণের দ্বারা উপকারের প্রার্থী নহে। দৈবেনেতি---যাহার বিরুদ্ধে অনুযোগ করা যায় না। অস্মীতি—অন্য কেহ অবশ্যই সৃষ্ট হইয়া থাকিবে, আমি নহি, ইহাই নির্ব্বেদ। প্রসন্ন অর্থাৎ লোকের ব্যবহারোপযোগী জল ধারণ করে। কূপোঽথবেতি। যাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি থাকে না। আত্মসমানাধিকরণতয়েতি। জড় অর্থাৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কৃপ জড়বুদ্ধি, কারণ কাহার কি প্রার্থনা তাহার বিচার ইহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব জড় অর্থাৎ শীতল বা নির্ব্বেদসন্তাপশূন্য। আবার জড়ঃ। শীতল জল থাকায় পরোপকারে সমর্থ। এই তৃতীয় অর্থের জন্য 'জড়'-শব্দে তটাকের অর্থের পুনরুক্তি হইয়াছে ; উভয়ের মধ্যে পুনরুক্তিমূলক সম্বন্ধ রহিয়াছে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—কূপসমানাধিকরণতামিতি। স্বশক্ত্যেতি—শব্দশক্ত্যুদ্ভবত্ব যোজনা করিতেছেন। মহাপ্রলয় ইতি। মহস্য—উৎসবের, চতুর্দ্দিকে প্রলয় যাহার মধ্যে সেইরূপ শোককারণ সঞ্জাত হইলে ধরণীর—রাজ্যভারের ধারণায়—আশ্বাসনের জন্য তুমি শেষ অর্থাৎ অবশিষ্ট আছ। ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ বাক্যার্থে ইহাই ব্যঙ্গ্য অর্থান্তর—কল্পান্তে দিগ্‌গজ প্রভৃতিও বিলীন হইয়া যায় তাহাতে তুমি একা নাগরাজই ভূপৃষ্ঠভার

এখানে 'লুলিতালকমুখী'—এই পদটি নিজশক্তিবলে ব্যাধবধূর স্বাভাবিক দেহসজ্জাকে সূচিত করিয়া তৎসঙ্গে সুরতশক্তিকে সূচিত করিতেছে এবং তাহার পর ইহাও সূচিত করিতেছে যে তাহার ভর্ত্তা সতত সম্ভোগের জন্য কৃশ হইতেছে।

তাহারই বাক্যপ্রকাশনের উদাহরণ, যেমন—

"যে সকল সপত্নীরা মুক্তাফলের দ্বারা প্রসাধন রচনা করিয়াছিল ব্যাধপত্নী ময়ূরপুচ্ছ কর্ণে পূরিয়া সগর্ব্বে তাহাদের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এই বাক্যের দ্বারা শিখিপুচ্ছের কর্ণপূরপরিহিত কোন নবপরিণীত ব্যাধবধূর সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশিত হইতেছে। কারণ একাগ্রমনে তাহার সম্ভোগে অভিনিবেশ করার পর পতি শুধু ময়ূর বধ করিতে পারে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। পূর্ব্বে সপত্নীদের সম্ভোগ করিবার সময় সেই ব্যাধই হস্তী বধ করিতে সমর্থ ছিল। তাহা হইতে যে সকল মুক্তাফল পাওয়া যাইত তদ্দ্বারা অন্য বধূরা যে প্রসাধন রচনা করিয়াছে তাহা তাহাদের দুর্ভাগ্যের আতিশয্যই খ্যাপন করিতেছে।

বহন করিতে সমর্থ হও। চূতাঙ্কুরাবতংসং ইত্যাদি—যেখানে মহার্ঘ উৎসব বিস্তারের দ্বারা মনোহর দেবের অর্থাৎ মন্মথের আমোদ বা চমৎকারের সৃষ্টি হয় তাহা। এখানে 'মহার্ঘ' শব্দ পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে কারণ প্রাকৃতে কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই। ছণ—উৎসব। মুখং—প্রারম্ভ অথবা বক্ত্র। বসন্তের আরম্ভে চিত্ত কামের দ্বারা আক্রান্ত হয়—এই সমগ্র অর্থ কবিপ্রৌঢ়োক্তির দ্বারা অর্থান্তরের ব্যঞ্জকরূপে সম্পাদিত হইল। "প্রৌঢ়োক্তি-মাত্রনিষ্পন্নশরীর ও আপনা হইতেই যাহা সম্ভূত" (২।২৫)—এই যাহা বলা হইল ইহার দ্বারাই পূর্ব্বের এই কারিকার উদাহরণ দেওয়া হইয়া থাকিবে এই অভিপ্রায়ে কবিকল্পিতবক্তার প্রৌঢ়োক্তিনিষ্পন্নশরীর অর্থশক্ত্যুদ্ভবধ্বনির পদ ও বাক্যের দ্বারা প্রকাশের উদাহরণ দেওয়া হইল না। সেইখানে পদ-প্রকাশতার উদাহরণ,—যেমন—"ইহা সত্য বটে যে কাব্যবিষয়সমূহ মনোরম, ধনৈশ্বর্য্য যে মনোরম তাহাও সত্য, কিন্তু মানুষের জীবনই মদোন্মত্ত রমণীর

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ধ্বনি কাব্যেরই বৈশিষ্ট্য ; তবে কেমন করিয়া তাহা পদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবে ? কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে তাহা বিশিষ্ট অর্থবোধক শব্দসন্দর্ভবিশেষ। যদি ইহা পদের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহা হইলে সেই ভাবটি উপপন্ন হয়না ; যেহেতু পদসমূহ (অর্থের) স্মারক, তাহাদের বাচকশক্তি নাই। তদুত্তরে বলা হইয়াছে—যদি বাচকত্বকে ধ্বনিব্যবহারের প্রযোজক বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে এই দোষ হইবে। কিন্তু এইরূপ হয় না। কারণ বাচক ব্যঞ্জকরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, প্রযোজক হিসাবে নহে। অপিচ, শরীরের সৌন্দর্য্যবিষয়ক প্রতীতি যেমন অবয়বসংস্থানসঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে সম্পর্কিত সমগ্রের দ্বারা সাধিত হয়, সেইরূপ কাব্যেরও। কিন্তু শরীর সম্পর্কেও অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা চারুত্ব কোন বিশেষ অঙ্গে পরিকল্পিত হয়, সেইরূপ ব্যঞ্জকত্বমার্গে পদের সম্পর্কে ধ্বনির প্রয়োগ হইলে বিরোধিতা হয় না।

অপাঙ্গক্ষেপণের মত চঞ্চল।" এখানে কবি যে বক্তাকে বিরাগীরূপে কল্পনা করিয়াছেন তাহার প্রৌঢ়োক্তির দ্বারা 'জীবিত'-শব্দ অর্থশক্তির দ্বারা ইহ৷ ধ্বনিত করিতেছে—এইসকল বাসনা ও বিভূতি নিজের জীবনের উপযোগী মাত্র। জীবনের অভাবে তাহারা নাই বলিয়াই মনে করিতে হয় ; সেই জীবন প্রাণধারণরূপী এবং প্রাণের ধর্ম্মই চঞ্চলতা। তাই জীবনেরই আস্থা নাই, সুতরাং হীন সাংসারিক বিষয়ের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া দুর্জ্জনতা দেখাইয়া লাভ কি ? যদি তিরস্কার করিতে হয় তবে নিজের জীবনকেই করিতে হয় ; তাহাও স্বভাবতঃ চঞ্চল বলিয়া অপরাধী নহে। এইভাবে গাঢ় বৈরাগ্য প্রকাশিত হইতেছে। বাক্যপ্রকাশতার দৃষ্টান্ত "শিখরিণি ক্ব" ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। পরিসক্কএ—বিভ্রমের সহিত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই শ্লোকে 'লুলিতা' এই শব্দের স্বরূপের দ্বারাই ইহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং ধনোন্মাদের জন্য হস্তিদন্তাদি কাড়িয়া আনার সম্ভাব্যতা প্রকাশিত হয়। সমগ্র বাক্যের দ্বারা এইটুকু বুঝিতে কোন বাধা হয় না। সিহিপিচ্ছেতি। পূর্ব্বেই এই গাথার যোজনা করা হইয়াছে। নম্বিতি। সমগ্র কাব্যই ধ্বনি এইরূপ পক্ষ অবলম্বন করিলে এই যুক্তি প্রযোজ্য।

"শ্রুতিকটু পদে অভিব্যক্ত অনভিপ্রেত অর্থের স্মারক শব্দের শ্রুতি যেমন দোষ আনয়ন করে, তেমন যাহা অভীপ্সিত তাহার স্মৃতি গুণের সৃষ্টি করে। সেইজন্য যদিও পদসমূহ স্মারকমাত্র, তবু ধ্বনি শুধু পদের দ্বারাই প্রকাশিত হয় এবং তাহার সকল প্রভেদেই সৌন্দর্য্য আছে। বিচিত্র শোভাশালী একটি অলঙ্কারের দ্বারাই যেমন কামিনী দীপ্তিলাভ করে সেইরূপ পদপ্রকাশিত ধ্বনির দ্বারা সুকবির বাণী উজ্জ্বলতা লাভ করে।"

এই সংগ্রহ শ্লোকসমূহ সন্নিবিষ্ট হইল।

যাহাকে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি বলা হয়, তাহা যেমন বর্ণ, পদ, বাক্য ও সংঘটনায় প্রকাশ পায় সেইরূপ প্রবন্ধেও প্রকাশ পায়। ২ ॥

তদ্ভাবশ্চেতি। কাব্যবিশেষত্ব। পদের বাচকত্ব নাই ইহা যে বলা হইয়াছে ইহা পদের অপ্রকাশতা প্রমাণে সাধক হেতু নহে; প্রথমে ছল করিয়া সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়াই ইহা দেখাইতেছেন—স্যাদেষ দোষ ইতি। এই ভাবে ছল করিয়া দেখাইয়া পারমার্থিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াও এই আপত্তি পরিহার করিতেছেন—কিং চেতি। যদি অপরে বলেন—ধ্বনিপ্রকাশকত্বের অভাব প্রমাণ করিবার জন্য পদের অবাচকত্বকে আমি হেতু করি নাই। আমি বলিয়াছি যে কাব্যবিশেষই ধ্বনি। যে বাক্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং যাহা অর্থের প্রতিপত্তি করে তাহা কাব্য, পদ তাহা নহে। তদুত্তরে আমরা বলি—ইহা সত্যই বটে; তথাপি শুধু পদ ধ্বনি নহে ইহা আমরা বলিয়াছি। সমুদায়ই ধ্বনি; কিন্তু ধ্বনি পদের দ্বারা প্রকাশিত হয়; 'প্রকাশ'-পদের দ্বারা ইহা বলা হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, বাক্যে পদের যদি সেইরূপ প্রকাশ-সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে কি করিয়া কাব্যের প্রতীতি অখণ্ড হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—কাব্যানামিতি। পূর্ব্বে বিচার করিবার সময় বিভাগের উপদেশ প্রসঙ্গে ইহা বলাই হইয়াছে। প্রশ্ন হইবে বাক্যের অংশস্বরূপ যে পদ তাহাতে সেই চারুত্বপ্রতীতি কেমন করিয়া আরোপ করা যাইবে? পদসমূহ তো স্মারক মাত্র। কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হয়? মনোহারী ব্যঙ্গ্য অর্থের স্মারকতার জন্যই চারুত্বপ্রতীতির কারণ হয় ইহা কে বারণ করিতে

সেইখানে বর্ণের ব্যঞ্জকত্ব অসম্ভব, কারণ বর্ণের কোন অর্থ নাই—এইরূপ আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

শ, ষ রেফ সংযোগ ঢ-কার—শৃঙ্গারে ইহাদের বহুল প্রয়োগ রসপরিপন্থী হয়। কারণ তাহার দ্বারা বর্ণসমূহ রস হইতে বিচ্যুত হয়। ৩ ।।

তাহারাই যখন বীভৎসাদিরসে সন্নিবেশিত হয় তখন তাহারা রসকে দীপ্তই করে, কারণ তাহার দ্বারা রসধারা ক্ষরিত হয়। ৪।।

এই দুইটি শ্লোকের দ্বারা অন্বয়-ব্যতিরেকের সাহায্যে বর্ণসমূহের দ্যোতকত্ব দেখান হইল।

পারে? শ্রুতিদুষ্ট পেলবাদি পদ অসভ্য পেলাদি অর্থের বাচক নহে, স্মারক এবং সেইজন্যই চারুস্বরূপ কাব্য শ্রুতিদুষ্ট হয়। সেই শ্রুতিদুষ্টত্বও অন্বয় ব্যতিরেক যোগে অংশে ব্যবস্থাপিত হয়। এইখানেও সেইরূপ। তাই বলিতেছেন—অনিষ্টস্মৃতি। অর্থাৎ অনিষ্টার্থক স্মারকের। দুষ্টতামিতি—অচারুত্ব। গুণমিতি—চারুত্ব। এইভাবে তিনটি পদের দ্বারা দৃষ্টান্তের কথা বলিয়া চতুর্থ পাদে দৃষ্টান্তের মূল বিষয়ক অর্থ বলা হইয়াছে। এখন উপসংহার করিতেছেন—পদানামিতি। যেহেতু স্মারকমাত্র হইলেও তাহা হইতে ইষ্ট বস্তুর স্মৃতি হয় এবং তাহাই চারুত্ব আনয়ন করে সেইজন্য সকল প্রকারে নিরূপিত ধ্বনি পদে প্রকাশিত হয় এবং পদমাত্রে অবভাসিত হইলেও তাহার চারুত্ব আছে—এইরূপে বিরোধের সামঞ্জস্য করা হইল। কাকচক্ষুর ন্যায় 'অপি'-শব্দ উভয়ত্র (স্মারকত্বেঽপি, পদমাত্রাবভাসিনোঽপি) যোজনা করিতে হইবে। পদ কোথায় চারুত্বপ্রতীতির কারণ হইবে এবং কোথায় হইবে না তাহা দেখাইতেছেন—বিচ্ছিত্তীতি। ১ ॥

এইভাবে কারিকার ব্যাখ্যা করিয়া তন্মধ্যে যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনিকে গ্রহণ করা হয় নাই তাহাকে বিস্তারিত করিয়া বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন—যস্ত্বিতি। 'তু'-শব্দ পূর্ব্ব প্রভেদ হইতে ইহার বৈশিষ্ট্যের দ্যোতনা করিতেছে। বর্ণের সম্মিলনে পদের সৃষ্টি, তাহাদের সম্মিলনে বাক্য। সংঘটনা-পদগত এবং বাক্য-গতও। সংঘটিত বাক্য সমুদায় লইয়া প্রবন্ধ— ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বর্ণাদির যথাক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'আদি'-পদের দ্বারা পদের (অনর্থক)

পদের মধ্যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির প্রকাশের উদাহরণ, যেমন—"হে প্রেয়সি, তুমি উৎকম্পিত হইয়াছিলে, ভয়ে তোমার বসনাঞ্চল স্খলিত হইয়াছিল, তোমার সেই কাতর লোচন দুইটি প্রতি দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলে; ক্রুর অগ্নি বিচার না করিয়া তোমাকে দগ্ধ করিয়াছিল; ধূমের দ্বারা আমার দৃষ্টি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়া আমি তোমাকে দেখিতে পাই নাই।"

এই যে শ্লোক ইহার মধ্যে 'তে'-পদ সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে রসময়রূপে প্রতিভাত হয়।

অংশবিশেষ অথবা সম্পূর্ণ যুগ্মপদকে বুঝাইতেছে। সপ্তমী বিভক্তির দ্বারা নিমিত্তত্ব কথিত হইয়াছে। দীপ্যতে—অবভাসিত হয়। সকল কাব্যই অবভাসিত হয়, তাই পূর্ব্ববৎ এখানেও ধ্বনি কাব্যের বিশেষত্ব এই মতই সমর্থিত হইয়াছে। ২॥

ভূয়ঃসেতি। প্রত্যেকটির সঙ্গে এই পদের যোগ আছে। এইরূপ 'শ'-কারের বাহুল্য প্রভৃতি এইভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। রেফ প্রধান সংযোগ বলিতে বুঝিতে হইবে র্ক, হ্র, র্দ্র ইত্যাদি। বিরোধিন ইতি—পরুষবৃত্তি শৃঙ্গারের বিরোধিনী। যেহেতু সেইসকল বর্ণ বহুল পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে রসস্রাবী হয় না। (অথবা) তদ্দ্বারা অর্থাৎ শৃঙ্গারের বিরোধিতার দ্বারা শ, ষ প্রভৃতি বর্ণ শৃঙ্গাররস হইতে চ্যুত হয়, তাহাকে ব্যক্ত করে না। এইভাবে নিষেধমুখেও ব্যাখ্যা করা হইল। এখন অন্বয়-সংযোগে ব্যাখ্যা করিতেছেন—ত এব স্থিতি। 'শ'-প্রভৃতি। তমিতি—বীভৎসাদি রস। দীপয়ন্তি—দ্যোতনা করে। কারিকাদ্বয়ের তাৎপর্য্য বলিতেছেন—শ্লোকদ্বয়েনেতি। 'শ্লোকাভ্যাম্' বলিলে অন্বয় ও ব্যতিরেককে যথাক্রমে গ্রহণ করা হইত; তাই 'শ্লোকাভ্যাম্' বলা হইল না। পূর্ব্বশ্লোকে ব্যতিরেকী সম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়শ্লোকে অন্বয়ীসম্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে। যিনি সুকবি হওয়ার অভিলাষ করেন তিনি এই শৃঙ্গার লক্ষণযুক্ত বিষয়ে শ, ষ প্রভৃতির প্রয়োগ করিবেন না। উপদেশের এই উদ্দেশ্য রহিয়াছে বলিয়া কারিকাকার পূর্ব্বে ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের কথা বলিয়াছেন। একেবারে যে প্রয়োগ করা হইবে না তাহা নহে; বীভৎসাদিতে করা যাইবে—এইজন্য পরে অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অন্বয়ের পর ব্যতিরেক—এই অভিপ্রায় অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে বৃত্তিকার অন্বয়মুখে ব্যাখ্যাই পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইল

পদের অবয়বের দ্বারা দ্যোতনের উদাহরণ, যেমন—

"গুরুজনব্যক্তিদের কাছে লজ্জার জন্য সে নতমুখী হইয়া বসিয়াছিল। স্তনকুম্ভদ্বয়ের উৎকম্পসমন্বিত শোক হৃদয়ে নিগৃহীত করিয়া সে অশ্রুত্যাগ করিয়া আমার প্রতি চকিতহরিণীর মত মনোহারী নয়নের দৃষ্টি বহুলপরিমাণে (ত্রিভাগ) আসক্ত করিয়া কি বলে নাই, 'তুমি থাকিয়া যাও' ?

এখানে 'ত্রিভাগ' শব্দ।

বাক্যরূপ অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি দুই প্রকারের হইতে পারে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়—বিশুদ্ধ এবং অলঙ্কারের সহিত সম্মিশ্র।

সেইখানে 'বিশুদ্ধ' প্রকারের উদাহরণ, যেমন রামাভ্যুদয়ে "কৃতককুপিতৈঃ" ইত্যাদি শ্লোক। এই যে বাক্য ইহা পরিপুষ্টিপ্রাপ্ত পরস্পরানুরাগ প্রদর্শন করিয়া অতি চমৎকার রসতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে।

এই—যদিও রসাস্বাদব্যাপারে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর প্রতীতির ঐশ্বর্যই কারণভূত তথাপি বিশিষ্ট শ্রুতিকর শব্দের দ্বারা অর্পিত হইয়াই বিভাবাদি সেইরূপ হয় অর্থাৎ রসে পরিণত হয়। ইহা স্বসংবিৎসিদ্ধই। বর্ণের শ্রবণসময়ে যে অর্থ উপলক্ষিত হয় তাহার অপেক্ষা না করিয়াই ইহা একমাত্র কর্ণের দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া মৃদু, পরুষস্বরূপযুক্ত হয়, ইহাই বর্ণাদির স্বভাব। সুতরাং বর্ণাদির এই স্বভাবও রসাস্বাদকার্য্যে সহকারীই। এই সহকারিতা বুঝাইবার জন্যই 'বর্ণপদাদিষু'তে নিমিত্তে সপ্তমী করা হইয়াছে। বর্ণের দ্বারা রসাভিব্যক্তি হয় না, বিভাবাদির সংযোগ হইতেই রসনিষ্পত্তি হয় ইহা বহুবার বলা হইয়াছে। শুধু কর্ণের দ্বারা গ্রাহ্য হইলেও বর্ণের যে স্বভাব তাহা রসনিষ্পত্তিতে সহকারী হয়, ইহাই তাহার ব্যাপার যেমন পদহীন গীতধ্বনি অথবা যেমন বহুবাদ্যনিয়মিত বিভিন্নজাতীয় ভ্রাদি অনুকরণশব্দ রসনিষ্পত্তিতে সহকারী হয় এইখানেও সেইরূপ। পদে চেতি—পদ হইলে। তাহার দ্বারা বিভাবাদি হইতে রসের প্রতীতি হয়। সেই বিভাবাদি যখন কোন বিশিষ্ট পদের দ্বারা অর্পিত হইয়া রসচমৎকারের বিধান করে তখন এই মহিমা পদেরই মহিমা বলিয়া অর্পিত হয়—ইহাই ভাবার্থ।

অন্য অলঙ্কারের দ্বারা সম্মিশ্রণের উদাহরণ, যেমন—"স্মরনবনদী-পূরেনোঢাঃ" ইত্যাদি শ্লোক। যে ব্যঞ্জকের লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে রূপক অলঙ্কার এইখানে তাহার অনুগামী হইয়া রসকে প্রসাধিত করিয়াছে বলিয়া রস অতিশয়িত অভিব্যক্তি পাইতেছে।

অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি সংঘটনার প্রতিভাত হয়—ইহা বলা হইয়াছে। সেইখানে সংঘটনার স্বরূপ এইভাবে নিরূপণ করা হইতেছে—

সংঘটনা তিনরকমের বলিয়া কথিত হইয়াছে—যেখানে সমাস নাই, যেখানে মধ্যমরকমের সমাস ভূষণ হইয়াছে এবং যেখানে দীর্ঘ সমাস আছে। ৫ ॥

অত্র হীতি। বাসবদত্তার দাহনের কথা শ্রবণ করায় বৎসরাজের হৃদয়ে শোক গভীরভাবে প্রবুদ্ধ হইলে তাঁহার এই বিলাপোক্তি। ইষ্টজনের বিয়োগ হইতে উত্থিত এই শোক। যে ভ্রূক্ষেপকটাক্ষাদি পূর্ব্বে রতি-বিভাবতা লাভ করিয়াছিল তাহারা এখন অত্যন্তভাবে বিনষ্ট হইয়া স্মৃতি-গোচর হইয়াছে। এখন তাহারা করুণরস উদ্দীপিত করিতেছে, কারণ করুণরসের প্রাণ হইতেছে এই যে তাহাতে অবলম্বনের বিয়োগ হয়। তে লোচনে ইতি—'তৎ'শব্দ তাঁহার লোচনগত, স্বসংবেদ্য, অনির্ব্বচনীয় অনন্ত গুণাবলীর স্মরণ দ্যোতিত করিয়াছে এবং রসের অসাধারণ নিমিত্ততা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই কেহ যে 'যৎ'-শব্দের কথা বলিয়াছেন ও পরিহার করিয়াছেন তাহা মিথ্যাই। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন হইতে পারে—প্রক্রান্ত (আবদ্ধ) বস্তুর পরামর্শক 'তৎ'-শব্দের এতটা সামর্থ্য কেমন করিয়া হইতে পারে? উত্তর এই এখানে রসাবিষ্ট বক্তা বা প্রতিপত্তা পরামর্শক। এই প্রসঙ্গের উত্থাপন ও পরিহার—উভয়তঃ পূর্ব্বপক্ষ উঠিবার পূর্ব্বেই পরাহত হইয়া গেল। যেখানে অনুদ্দিশ্যমান ধর্ম্মান্তরের সঙ্গে সংযোগের যোগ্যতা এবং নিজের ধর্ম্মের সঙ্গে উপযোগিতা 'যৎ'-শব্দের দ্বারা বলা হয় সেইখানে বুদ্ধিতে স্থিত অন্য ধর্ম্মের সঙ্গে সংযোগ 'তৎ'-শব্দের দ্বারা বোঝান হয়। যেখানে বলা হয়—" 'যৎ'-শব্দ ও 'তৎ'-শব্দের সম্বন্ধ নিত্য" সেইখানে 'ত'-শব্দ পূর্ব্বপ্রক্রান্তের পরামর্শক। "সেই ঘট" প্রভৃতি বাক্যে যেখানে 'তৎ'-শব্দ নিমিত্তের দ্বারা আনীত স্মরণ

বিশেষকে সূচিত করে সেইখানে পরামর্শকত্বের কথা কোথায় থাকে? সুতরাং পণ্ডিতম্মন্য অলীক পরামর্শবাদীদের সঙ্গে আর বিবাদ করিয়া লাভ নাই। উৎকম্পিনী ইত্যাদির দ্বারা তাঁহার ভয়ের অনুভাবের উৎপ্রেক্ষা করা হইয়াছে। আমি প্রতিকারের ব্যবস্থা করি নাই; তাই শোকাবেশের উদ্দীপন বিভাব। তে ইতি—নয়নযুগল সাতিশয় বিভ্রমশালী হইলেও শোকবিধুর। তাই তিনি ভয়াতিশয্যে লক্ষ্যহীনভাবে "কোনদিকে যাই" "কে ত্রাণ করিবে," "কোথায় আর্য্যপুত্র" এই মনে করিয়া ইতস্ততঃ নয়ন নিক্ষেপ করিতেছেন। সেই নয়ন দুইটির এই অবস্থা, কাজেই প্রবল শোকের উদ্দীপন হইতেছে। ক্রুরেণেতি। তাহার ইহাই স্বভাব। কি করিবে? তথাপি ইহা মানিতে হইবে যে ধূমের দ্বারা অন্ধীকৃত হইয়াই; জানিয়া শুনিয়া এইরূপ কার্য্য করি নাই—ইহাই সম্ভাবিত করিতেছেন। তদীয় সৌন্দর্য্য এইরূপ স্মৃতির বিষয় হইয়া সাতিশয় শোকাবেশের বিভাব হইয়াছে। তে—এই শব্দ প্রধানভাবে থাকিলে এই সমগ্র অর্থ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পন্ন হয়। এইভাবে সেই সেই স্থলে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ত্রিভাগ শব্দ ইতি। গুরুজনদিগকে অবহেলা করিয়াও সে আমাকে যে কোন প্রকারে দেখিয়া লইয়াছিল; তাহার দৃষ্টি অভিলাষ ক্রোধ, দৈন্য ও গর্ব্বে মন্থর। পরস্পরের প্রতি আস্থা প্রকাশ বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার-রসের প্রাণ, এই স্মৃতির দ্বারা 'ত্রিভাগ'-শব্দের সন্নিধিতে প্রবাসবিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসের উদ্দীপন স্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। বাক্যরূপশ্চেতি। প্রথমা বিভক্তির দ্বারা যে বাক্য ও ধ্বনির অভেদসম্বন্ধ বুঝান হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই—বর্ণ, পদ ও তাহাদের অংশ থাকিলেই অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি প্রকাশমান হইলেও তাহা সমগ্রবাক্যে ব্যাপ্ত হইয়াই প্রকাশিত হয়, কারণ বিভাবাদির সংযোগই তাহার প্রাণ। সুতরাং (রসাস্বাদের) নিমিত্তমাত্র; অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনিতে বাক্য বর্ণাদির মত শুধু নিমিত্ত হইয়া কেবল উপকরণ হয় না; কিন্তু তাহার মধ্যে সমগ্র বিভাবাদির প্রতিপত্তির ব্যাপার আছে বলিয়া তাহা রসময় হইয়াই অবভাসিত হয়। এইজন্য কারিকার 'বাক্যে' এই সপ্তমী নিমিত্তমাত্র বুঝাইতেছে না, বরং এই বিষয়ই বুঝাইতেছে যে অন্যত্র এইরূপ সম্ভব হয় না। শুদ্ধ ইতি—কোনরূপ অর্থালঙ্কারের সঙ্গে সম্মিশ্রিত নহে। "হে প্রিয়ে, যাহার প্রেমের জন্য মাতাকর্ত্তৃক সস্নেহে সেই সেইভাবে নিবারিত হইয়াও তুমি কপট রোষ করিয়া, বাষ্পাশ্রু মোচন করিয়া দীনভাবে তাকাইয়া বনে পর্য্যন্ত গিয়াছিলে তোমার সেই প্রিয় কঠিনহৃদয় রাম তোমার অভাব

সংঘটনার সেই সংজ্ঞার সমর্থন করিয়া ইহা বলা হইতেছে—

তাহা মাধুর্য্যাদি গুণসমূহকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং রসগুলিকে প্রকাশ করে।

তাহা অর্থাৎ সংঘটনা গুণসমূহকে আশ্রয় করিয়া রসগুলিকে প্রকাশ করে। এখানে ভাগ করিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে গুণসমূহ ও সংঘটনা—ইহারা কি একই পদার্থ না পৃথক্। যদি ইহাদের মধ্যে পার্থক্যই থাকে তাহা হইলেও দুই প্রকারের ব্যবস্থা হইতে পারে—গুণকে আশ্রয় করিয়া সংঘটনা থাকিতে পারে অথবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণগুলি থাকিতে পারে। ইহারা যখন একই হয় এবং যদি সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণ থাকে তাহা হইলে যে গুণ সমূহ সংঘটনার সঙ্গে একাত্মভূত অথবা তাহার আধেয় তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়া সে রসাদি প্রকাশ করে ইহাই অর্থ। ইহারা

সত্ত্বেও নবমেঘশ্যামল দিক্‌সমূহ দেখিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে।" এখানে তথা অর্থাৎ সেই সেই প্রকারে মাতা কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইয়াও অনুরাগ প্রাবল্যের জন্য তুমি গুরুজনের বচনও অগ্রাহ্য করিয়াছ। প্রিয়ে, প্রিয় ইতি—এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা রতিভাব কথিত হইয়াছে, যে রতিভাবের মধ্যে নায়কনায়িকার মনে এইরূপ অনুভূতি হয় যে একের জীবন অপরের সর্ব্বস্ব।

নবজলধর ইতি—এই পদের দ্বারা বোঝান হইতেছে যে ইহার পূর্ব্বে বর্ষার মেঘ অবলোকনের দুঃখ অনুভূত হয় নাই। তাই বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের উদ্দীপনবিভাবত্ব কথিত হইয়াছে। জীবতি এব ইতি—'এব'-কারের দ্বারা অপরের প্রতি অপেক্ষার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য করুণরসের সম্ভাবনার নিরাকরণ। সর্ব্বত এবেতি—এখানে কোন একটি পদ অতিশয় রসাভিব্যক্তির হেতু হয় নাই। রসতত্ত্বমিতি—বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারাত্মকত্ব। কাম-বৃত্তিই নববেগশালী নদীপ্রবাহ; সেই প্রবাহের দ্বারা পরস্পরের সান্নিধ্যে আনীত আবার গুরুজনরূপ সেতুর দ্বারা নিরুদ্ধ প্রণয়ী ও প্রণয়িনী যদিও মনোবাসনা অপূর্ণ রাখিয়া অবস্থান করিতেছিল তবু তাহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় পরস্পরের প্রতি উন্মুখ হইয়া নয়ননলিনী জালের দ্বারা আনীত রস পান করিতেছে। রূপকেণেতি। স্মরই নবনদীপ্রবাহ; কারণ বর্ষায় নদী-

বিভিন্ন বলিয়া যে দুই পক্ষ কল্পনা করা হইয়াছে তন্মধ্যে যদি সংঘটনা গুণ আশ্রয় করিয়া থাকে এই পক্ষ গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে যে সংঘটনা গুণের অধীন, ইহা গুণরূপী নহে। আচ্ছা, এইরূপ বিভাগ করিয়া দেখার প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা হইতেছে—যদি গুণ ও সংঘটনা—ইহারা একই হয় অথবা সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়া গুণসমূহ থাকে, তাহা হইলে সংঘটনার যেমন কোন বিষয়ের ঔচিত্য নাই, গুণেরও সেইরূপ হইত। গুণসমূহের সম্পর্কে কিন্তু দেখা যায় যে মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণেব বিষয় হইতেছে করুণ ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররস। ওজোগুণের বিষয় রহিয়াছে রৌদ্র ও অদ্ভুতাদিতে। মাধুর্য্য ও প্রসাদের বিষয়ই—রস, ভাব ও তাহাদের আভাস। এইভাবে গুণের বিষয়ের নিশ্চিত নিয়ম রহিয়াছে; কিন্তু সংঘটনায় তাহার ব্যত্যয় হয়। তাই শৃঙ্গার রসেও দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা দেখা যায় আবার রৌদ্রাদিতেও সমাসবিহীন সংঘটনা দেখা যায়।

প্রবাহ বেগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহার দ্বারা আনীত অর্থাৎ বিচার না করিয়াই পরস্পরের সম্মুখে আনীত হইয়াছে। অনন্তর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনই সেতু; কারণ তাহারা ইচ্ছার প্রবাহ নিরুদ্ধ করে। অথচ গুরুজনবর্গ অলজ্ঘ্য সেতু; তাহাদের দ্বারা বিধৃত অর্থাৎ ইচ্ছা প্রতিহত হয়। অতএব অপূর্ণ মনোরথ হইয়া এই অবস্থায় থাকে। তথাপি পরস্পরের প্রতি উন্মুখীনতা থাকে বলিয়া একে অপরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া স্বদেহে সকল প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ অঙ্গসমূহ আলেখ্যের মত অচঞ্চল। চক্ষুসমূহই নলিনীর নাল তাহাদের দ্বারা আনীত রস পান বা আস্বাদন করিতেছে; পরস্পরের প্রতি অভিলাষ এই রসের লক্ষণ। অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অভিলাষজ্ঞাপক দৃষ্টিচ্ছটা মিশ্রিত করিয়াও কাল অতিবাহিত করিতেছে। আপত্তি হইতে পারে, এখানে রূপক সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহিত হয় নাই, কারণ নায়কযুগল হংসচক্রবাকাদিরূপে রূপিত হয় নাই। সেই হংসাদি এক নলিনীনালের দ্বারা আনীত জলপানক্রীড়াদিতে রত থাকে; সুতরাং সেইরূপ রূপণ যুক্তিযুক্ত হইত। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যথোক্ত-ব্যঞ্জকমিতি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—"বিবক্ষা তৎপরত্বেন" হইতে আরম্ভ

শৃঙ্গারে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার উদাহরণ, যেমন—মন্দারকুসুমরেণু-পিঞ্জরিতালকা ইতি। অথবা যেমন—

"হে অবলে, তোমার অনবরত নয়নজলকণানিপতনপরিমার্জ্জিত-কপোলপত্রলেখ এই করতলনিষণ্ণবদন কাহাকে না সন্তপ্ত করে॰" ইত্যাদিতে।

সেইভাবে রৌদ্রাদিতেও সমাসহীন সংঘটনা দেখা যায়। যেমন—"যো যঃ শস্ত্রং বিভর্ত্তি" ইত্যাদিতে। সুতরাং গুণসমূহ সংঘটনা-স্বরূপও নহে, সংঘটনাকে আশ্রয় করিয়াও থাকে না। প্রশ্ন হইতে পারে—যদি সংঘটনা গুণসমূহের আশ্রয় না হয়, তাহা হইলে কোন্ আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া ইহারা পরিকল্পিত হয়? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইহাদের যে কি আলম্বন তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে—

করিয়া "নাতিনির্বহণৈষিতা" (২।১৮) পর্য্যন্ত। প্রসাধিত ইতি। বিভাবাদিভূষণের দ্বারা রস প্রসাধিত হয়। ৩, ৪॥

সংঘটনায়ামিতি—ভাবে প্রত্যয় (যুচ্); 'বর্ণাদিষু'র ন্যায় এখানেও নিমিত্তমাত্রে সপ্তমী। উক্তমিতি। ক[illegible]বকায় বলা হইয়াছে। নিরূপ্যত ইতি। গুণসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া বিচার করা হয়। রসানিতি—ইহা কারিকাব দ্বিতীয় অর্দ্ধের প্রথম পদ। "রসাংস্তন্নিয়মে হেতুরৌচিত্যং বক্তৃবাচ্যযোঃ"—ইহাই কারিকার্দ্ধ। বহুবচনের দ্বারা 'রসাদি' অর্থ সংগৃহীত হইতেছে; ইহাই দেখাইতেছেন—রসাদীনিতি। অত্রচেতি—এই কারিকার্দ্ধেই। বিকল্প করিয়া এই অর্থসমূহ ভাবা যাইতে পারে। তাহা কি? ইহাই বলিতেছেন—গুণানামিতি। যে তিনটি পক্ষ সম্ভব হয় তাহা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কি ভাবে? তাই বলিতেছেন—তত্রৈক্যপক্ষ ইতি। আত্মভূতানিতি। বস্তুর স্বভাব প্রতিপাদনের জন্য কল্পনায় ভেদ নিরূপণ করিয়া এইরূপ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে সে নিজেই নিজের আশ্রয়, যেমন বলা হয় শিংশপাশ্রিত বৃক্ষত্ব। আধেয়ভূতানিতি। ভট্টোদ্ভট প্রভৃতি বলিয়াছেন, সংঘটনাব ধর্ম্ম গুণ। ধর্ম্ম ধর্ম্মীকে আশ্রয় করিয়া থাকে ইহা প্রসিদ্ধ। গুণপরতন্ত্রেতি। এখানে আধার-আধেয়-ভাবসূচক আশ্রয় অর্থ নাই।

"সেই অঙ্গী অর্থকে যাহারা অবলম্বন করিয়া থাকে তাহারা গুণ বলিয়া পরিচিত। অঙ্গকে যাহারা কটকাদির মত আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে অলঙ্কার বলিয়া মনে রাখিতে হইবে।" (২।৬)

অথবা মানিয়া লইলাম যে গুণসমূহ শব্দকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা তো অনুপ্রাসাদির তুল্য নহে; কারণ ইহা প্রতিপন্ন করাই হইয়াছে যে অনুপ্রাসাদি সেই সমস্ত শব্দের ধর্ম্ম যাহারা অর্থের অপেক্ষা রাখে না। গুণসমূহ সেই সমস্ত শব্দের ধর্ম্ম যাহারা ব্যঙ্গ্যবিশেষের অপেক্ষা রাখিয়া বাচ্যকে প্রতিপন্ন করিতে পারে। গুণসমূহ অন্য বস্তুকে আশ্রয় করিলেও ইহাদের শব্দধর্ম্মত্ব থাকিতে পারে; যেমন মানুষের শৌর্য্যাদিগুণ অন্যাশ্রয়ী হইলেও বলা যাইতে পারে তাহারা শরীরকে আশ্রয় করিয়া আছে।

গুণে সংঘটনা থাকে না। সুতরাং এখানে অর্থ এই যে যেমন "রাজা প্রজাবর্গের আশ্রয়" প্রভৃতি পদে ঔচিত্যের জন্য অমাত্য ও প্রজাবর্গকে রাজার আশ্রিত বলা হয়, সেইরূপ যুক্তিতে বলা যাইতে পারে সংঘটনা গুণপরতন্ত্র, গুণের আয়ত্ত, গুণের মুখপ্রেক্ষী। প্রথমপক্ষ (ঐক্যপক্ষ) গ্রহণ করিলে, তুল্য স্বভাবের জন্য, অপর পক্ষ গ্রহণ করিলে একে অপরের ধর্ম্ম হওয়ার জন্য—ইহাই ভাবার্থ। অনিয়তবিষয়তা হয় তো হউক এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—গুণানাং হীতি। 'হি' শব্দ 'পক্ষান্তরে' বুঝাইতেছে। গুণসমূহের অনিয়তবিষয়ত্ব উপপন্ন হইতে পারে না, যুক্তিবলেই নিয়তবিষয়ত্ব প্রসক্ত হইয়াছে। স ইতি। গুণের যে নিয়ম কথিত হইয়াছে তাহা। এইরূপ দৃষ্টান্ত যে দেখা যায় তাহাই নিয়মব্যত্যয়ের হেতু—ইহা বলিতেছেন—তথাহীতি। দৃশ্যতে ইতি—উক্ত দর্শন স্থান বা উদাহরণ সংক্ষেপে দেখাইতেছেন—তত্রেতি। এইখানে শৃঙ্গার রস নাই এই আশঙ্কা করিয়া দ্বিতীয় উদাহরণ দিতেছেন—যথা বেতি। প্রণয়কুপিতা নায়িকার প্রসাদনের জন্য নায়ক এই উক্তি করিতেছেন। তস্মাদিতি। কারিকাতে দুই রকমের ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত নহে। কিমালম্বনা ইতি। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, শব্দ ও অর্থই যদি আলম্বন হয় তবে অলঙ্কার হইতে তাহার পার্থক্য কোথায়? ইহাই ভাবার্থ। প্রতিপাদিত-

আপত্তি হইতে পারে যে যদি গুণসমূহ শব্দাশ্রিতই হয় তাহা হইলে ইহা প্রমাণিতই হয় যে তাহারা সংঘটনার সঙ্গে একাত্ম অথবা তাহারা সংঘটনাকে আশ্রয় করে। গুণগুলি অর্থবিশেষের দ্বারা প্রতিপাদ্য রসাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অতএব সংঘটনাশূন্য শব্দের বাচকত্ব নাই বলিয়া তাহারা গুণের আশ্রয় হইতে পারে না। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নহে, কারণ রস যে বর্ণ ও পদের দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারে তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়া গিয়াছে। রসাদি বাক্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, কোন সংঘটনা তাহাদের নিশ্চিত আশ্রয় হইতে পারে না; ব্যঙ্গ্যবৈশিষ্ট্যের অনুগামী হইয়া নিশ্চিত সংঘটনাশূন্য শব্দগুলিই গুণদিগের আশ্রয় হয়। আপত্তি হইতে পারে, মাধুর্য্য সম্পর্কে যদি এই কথা বলিতে চাহেন তবে বলুন, কিন্তু যে শব্দসংঘটনা নিয়মনিয়ন্ত্রিত নহে ওজোগুণ কেমন করিয়া আবার তাহার আশ্রয় হইবে? সমাসহীন সংঘটনা কখনও ওজোগুণকে আশ্রয় করে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় না। কথিত হইতেছে—যদি প্রসিদ্ধি মাত্রে

মেবেতি। আমাদের মূল গ্রন্থকারের দ্বারা। অথবেতি। এক আশ্রয় থাকিলেই যে ঐক্য হয় তাহা নহে যেহেতু তাহা হইলে তদ্রূপতা ও তৎ সংযোগ একই বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। যদি বলা হয় যে সংযোগে দ্বিতীয় (অর্থাৎ সংযুক্ত) বস্তুর অপেক্ষা থাকে, তবে বলা যাইতে পারে—এখানেও ব্যঙ্গ্যের উপকারক বাচ্যের অপেক্ষা আছেই। সুতরাং উভয়ত্র বিষয় একই। এই যুক্তি আমার নিজের নহে। তবে যেমন শৌর্য্যাদিগুণকে বিবেচনাহীন ব্যক্তিরা শরীরের ধর্ম্ম বলিতে পারেন, সেইরূপ তাঁহারা গুণকে যদি শব্দাশ্রিত বলিয়া বলিতে চাহেন তবে বলুন। অবিবেকী মুখ্য হইতে ঔপচারিকের প্রয়োগ বিভিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন না। তথাপি ইহাতে কোন দোষ নাই। এই প্রকারের মত গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন—শব্দধর্ম্মত্বমিতি। অন্যাশ্রয়-ত্বেঽপীতি। নিজের মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও। উপচারের দ্বারা যদি বলা যায় যে শব্দে গুণ থাকে তাহা হইলে তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায়—শৃঙ্গারাদি রসের অভিব্যঞ্জক বাচ্য অর্থের প্রতিপাদনের শক্তিই মাধুর্য্য। সেই শব্দগত মাধুর্য্য বিশিষ্ট পদসংঘটনার দ্বারা লব্ধ হয়। যদি পদসংঘটনা কোন অতিরিক্ত পদার্থ

অভিনিবেশের দ্বারা আপনাদের চিত্ত দূষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এইখানেও যে হয় না তাহা বলা যায় না। সমাসহীন সংঘটনা কেন ওজোগুণের আশ্রয় হইবে না ? যেহেতু পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে যে-কাব্য রৌদ্রাদি রসকে প্রকাশ করে তাহার দীপ্তিকেই ওজোগুণ বলে। সেই ওজোগুণ যদি সমাসহীন সংঘটনায় থাকে, তবে কি দোষ হইবে ? সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় অনুভব করিতে পারে এমন কোন অচারুত্ব সেইখানে থাকে না। সুতরাং যে শব্দসংঘটনায় কোন নিশ্চিত নিয়ম নাই, তাহা গুণসমূহের আশ্রয় হইলে কোন ক্ষতি নাই। সুতরাং যেমন চক্ষু প্রভৃতির যথাযোগ্য বিষয়নিয়ন্ত্রিতস্বরূপে কোন ব্যভিচার হয় না, গুণসমূহেরও সেইরূপ। আমরা একই যুক্তিতেই দেখিলাম যে গুণসমূহ ও সংঘটনা বিভিন্ন এবং গুণসংঘটনাকে আশ্রয় করে না অথবা গুণসমূহ সংঘটনার সঙ্গে একাত্মও নহে। "সংঘটনার

না হয়, যদি শব্দসমূহই সংঘটিত হয় তবে গুণের শব্দাশ্রিত সামর্থ্যই সংঘটনাশ্রিত সামর্থ্য এইরূপ বলা যায়—ইহাই তাৎপর্য্য। প্রশ্ন হইতে পারে—গুণের শব্দধর্ম্মত্ব বা শব্দের সঙ্গে গুণের একাত্মতা না হয় থাকুক ; মাঝখানে সংঘটনার এই অনুপ্রবেশের কি প্রয়োজন ? এই আশঙ্কা করিযা সেই পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন—ন হীতি। যে ব্যঙ্গ্য রস, ভাব, তদাভাস, তৎপ্রশম অর্থবিশেষের দ্বারা সামান্যরূপে প্রতিপাদ্য, যাহা পদান্তরনিরপেক্ষ শুদ্ধ শব্দবাচ্য নহে, অসংঘটিত শব্দ উপচারের দ্বারাও সেই রসাদি-আশ্রিত, সেই রসাদিনিষ্ঠ গুণসমূহের আশ্রয় হয় না—ইহাই ভাবার্থ। ইহার হেতু—অবাচকত্বাদিতি। অসংঘটিত শব্দ ব্যঙ্গ্যোপযোগী নিরাকাঙ্ক্ষরূপ বাচ্যের অনুভব জন্মাইতে পারে না। ইহাই অর্থ। এই অর্থকে পরিহার করিতেছেন—নৈবমিতি। যেমন বলা হইয়াছে যে রস বর্ণের দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয় তেমনি বর্ণের মত অবাচকপদেরও যে সৌন্দর্য্য শ্রবণমাত্রে সম্পূর্ণতা লাভ করে তদ্দ্বারা তাহা যে রসাভিব্যক্তির কারণ হইতে পারে ইহা তো পরিষ্কাররূপেই পাওয়া যাইতেছে। ইহাই মাধুর্য্যাদিগুণ, সুতরাং সংঘটনার দ্বারা কি হইবে ? সেইভাবে যখন এইরূপ বলা হইয়াছে যে ধ্বনি পদের দ্বারা ব্যঙ্গ্য, তখন শুধু পদের স্বীয় অর্থের স্মারকত্বের দ্বারা রসাভিব্যক্তির উপযুক্ত অর্থপ্রকাশকত্বই পাওয়া যাইতে পারে।

ন্যায় গুণদিগেরও বিষয়ের কোন নিয়ম নাই, কারণ লক্ষ্য উদাহরণে নিয়মব্যতিক্রম দেখা যায়।" ইহা যে বলা হইয়াছে তাহার এইভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে—যদি লক্ষ্যবস্তুতে পরিকল্পিত বিষয়ের ব্যভিচার দেখা যায় তাহা হইলে সেই বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত বিরোধী হইয়াই থাক্। প্রশ্ন হইতে পারে সেইরূপ বিষয়ে সহৃদয় ব্যক্তিদের মনে অচারুত্বের প্রতীতি হয় না কেন? উত্তরে বলিব—কবির শক্তিবলে সেই বিরোধিতা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া। দোষ দুই রকমের হইতে পারে—কবির অব্যুৎপত্তিজনিত ও তাঁহার শক্তির অভাবজনিত। কোন কোন স্থলে ব্যুৎপত্তির অভাবজনিতদোষ কবিপ্রতিভার শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায় বলিয়া তাহা লক্ষিত হয় না। যে দোষ কবির প্রতিভাশক্তির অভাবজনিত তাহা অতি শীঘ্র প্রতীত হয়। এই বিষয়ে এই সংগ্রহশ্লোক দেওয়া যাইতে পারে—

তাহাই মাধুর্য্যাদিগুণ, সুতরাং সেখানেও সংঘটনার উপযোগিতা কোথায়? প্রশ্ন হইতে পারে, তবে বাক্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্যধ্বনিতে সংঘটনা নিজের অথবা বাচ্যের সৌন্দর্য্য অবশ্য অনুপ্রবেশ করাইয়া দিবে; সংঘটনা ব্যতিরেকে কোথা হইতে এই সৌন্দর্য্য পাওয়া যাইবে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অভ্যুপগত ইতি। 'বা' শব্দ 'ও' (অপি) শব্দার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বাক্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্যত্ব হইলেও—এইখানে এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। কথাটা দাঁড়াইল এই—সংঘটনা তাহার মধ্যে প্রবেশ করে করুক, তাহার সান্নিধ্য আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সংঘটনা মাধুর্য্যের নিয়ত আশ্রয় নহে, তাহার সঙ্গে নিয়ত অভিন্নাত্মকও নহে। কারণ সংঘটনা ছাড়াও বর্ণ ও পদের দ্বারা ব্যঙ্গ্য রসাদিতে মাধুর্য্যাদি গুণ থাকে। যেখানে রসাদি বাক্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয় সেইখানে বাক্য তাদৃশ সংঘটনা পরিত্যাগ করিয়াও সেই রসের ব্যঞ্জক হয় বলিয়া সংঘটনা নিকটে থাকিলেও রসাভিব্যক্তির অপ্রয়োজক হয়। সুতরাং ঔপচারিক প্রয়োগের দিক্ দিয়াও গুণ শব্দাশ্রিত—ইহাই উপসংহারে বলিতেছেন—শব্দা এবেতি। নন্বিতি। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে যে-ধ্বনি বাক্যের দ্বারা ব্যঙ্গ্য তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই উক্তি গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা কিন্তু বলি—বর্ণ ও পদের দ্বারা ব্যঙ্গ্য ধ্বনিতেও

"অব্যুৎপত্তিজনিত দোষ কবির প্রতিভার দ্বারা আবৃত হয়, কিন্তু যে দোষ প্রতিভাশক্তির অভাবজনিত তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হয়।"

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে উত্তম দেবতার সম্ভোগ-শৃঙ্গার বিষয়ে মহাকবিরা যে প্রসিদ্ধ নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহাদের অনৌচিত্য গ্রাম্য, অসভ্য বলিয়া প্রতীত হয় না, কারণ কবির শক্তির দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত হইয়াছে। যেমন কুমারসম্ভবে পার্ব্বতীদেবীর সম্ভোগবর্ণনা। এই সকল বিষয়ে কেমন করিয়া ঔচিত্য-মার্গ ত্যাগ করা না যায় তাহা কারিকাকার পরবর্ত্তী অংশে দেখাইয়াছেন। কেমন করিয়া কবির প্রতিভাশক্তির দ্বারা দোষ আচ্ছাদিত হয় তাহা অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা নির্ণয় করা হয়। তদনুসারে বলা যাইতে পারে যে এবংবিধ বিষয়ে প্রতিভাশক্তিরহিত কোন কবি

রৌদ্রাদি স্বভাববিশিষ্ট ওজোগুণে একাকী বর্ণপদাদির নিজ সৌন্দর্য্য ততক্ষণ সেইরূপ উন্মীলিত হয় না যতক্ষণ তাহাদিগকে সংঘটনার দ্বারা অঙ্কিত করা না হয়। সাধারণভাবে ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। প্রকাশযত ইতি—"লক্ষণ ও হেতু বুঝাইতে শতৃ প্রত্যয়"—এই নিয়মানুসারে এখানে হেতু বুঝাইতে 'শতৃ' প্রত্যয়। রৌদ্রাদি-প্রকাশনের দ্বারা অনুমীয়মান যে ওজোগুণ—ইহাই ভাবার্থ। ন চেতি। 'চ'-শব্দ হেতু বুঝাইতেছে। যে হেতু "যো যঃ শস্ত্রং" ইত্যাদিতে অচারুত্ব প্রকাশ পায় না সেইজন্য। তেষাম্বিতি। গুণসমূহের। যথাস্বমিতি। "শৃঙ্গারই পরম মনঃ প্রহ্লাদন-কারী রস" (২।৮)—ইত্যাদির যে বিষয়নিয়ম কথিতই হইয়াছে। অথবেতি। রসাভিব্যক্তিতে ইহাই শব্দের সামর্থ্য যে যাহাতে রসের আনুকূল্য হয় সেই ভাবেই শব্দসমূহের সংঘটনা করা হয়। শক্তিঃ—প্রতিভা অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়-বস্তুকে নব নব রূপে উন্মেষিত করিবার ক্ষমতা। ব্যুৎপত্তিঃ—তদুপযোগী সমস্ত বস্তুর পৌর্ব্বাপর্য্যবিচারকৌশল। তস্যেতি - কবির। অনৌচিত্য-মিতি—আস্বাদয়িতার যে চমৎকারোপলব্ধি তাহা যেন অব্যাহত থাকে, তাহাই রসসর্ব্বস্ব, কারণ তাহাই আস্বাদের আয়ত্তে থাকে। মাতা পিতার সম্ভোগের ন্যায়, উত্তমদেবতার সম্ভোগের বর্ণনায় লজ্জাতঙ্ক প্রভৃতি থাকায় সেইখানে চমৎকারের অবকাশ কোথায়? শক্তিতিরস্কৃতত্বাদিতি

শৃঙ্গারমূলক কাব্য রচনা করিলে, দুষ্টতা স্ফুট হইয়াই প্রতিভাত হয়। এইরূপে গুণ ও সংঘটনার একাত্মতা স্বীকার করিলে প্রশ্ন করা যায়, "যো যঃ শস্ত্রং বিভর্ত্তি" ইত্যাদিতে কি চারুত্বের অভাব আছে? অচারুত্ব সেইখানে প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং গুণ হইতে সংঘটনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে অথবা গুণের সঙ্গে তাহাকে একাত্ম করিয়া দেখিলে, উভয়পক্ষ অবলম্বন করিলেই অন্য কোন নিয়মহেতু বলিতে হইবে। তাই বলা হইতেছে—

অতএব বক্তা ও বাচ্যের ঔচিত্যই তাহার নিয়ামক হেতু।৬॥

সেইখানে বক্তা কবি অথবা কবিকল্পিত পুরুষ; কবিকল্পিত বক্তা রসভাবরহিত হইতে পারে, রসভাবসমন্বিতও হইতে পারে। কথানায়ক ধীরোদাত্তাদিপ্রকারের লক্ষণযুক্ত হয়, প্রতিনায়কও ঐসকল গুণান্বিত হইতে পারে। বাচ্য অর্থও ধ্বন্যাত্মক রসের অঙ্গ অথবা রসাভাসের অঙ্গ হইতে পারে; ইহা অভিনয়ের বিষয় হইতে পারে

প্রতিভাবান্ কবি এই উত্তমদেবতাবিষয়ক সম্ভোগেরও এমন ভাবে বর্ণনা দেন যাহাতে সেই বর্ণনাতেই চিত্তবিশ্রান্তি লাভ করে বলিয়া তাহা পৌর্ব্বাপর্য্য প্রভৃতির বিচার করিতে দেয় না। যেমন অকলঙ্কপরাক্রমশালী পুরুষ অনুপযোগী বিষয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও দর্শকমণ্ডলী তাঁহাকে সাধুবাদই বি[illegible] করে, পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করে না, সেইরূপ এইখানেও [illegible]। কারিকাকার দেখাইয়াছেন বলিয়া অতীতসূচক 'ক্ত' [illegible] হইবে—অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্ (অনৌচি[illegible] রসভঙ্গের অন্য কারণ নাই)। অপ্রতীয়মানমেবেতি। পূর্ব্বাপরপরামর্শবিবেচনাশালী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকও অননুমেয়। গুণব্যতিরিক্তত্ব ইতি। যদি সংঘটনা গুণব্যতিরিক্ত অন্য কিছু হয় তাহা হইলে ইহার নিয়ামক কোন হেতুই নাই। আর যদি সংঘটনা ও গুণকে এক বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে রস নিয়মহেতু হইবে না, অন্য কোন নিয়মহেতু হইবে—ইহাই বক্তব্য। তন্নিয়ম ইতি—ইহা কারিকার অবশিষ্ট অংশ। যে নিজকর্ত্তব্যকে কাব্যের অঙ্গীভূত করিয়া কথাবস্তুকে চালাইতে থাকে সে কথানায়ক অর্থাৎ কথার নির্ব্বাহে

বা নাও হইতে পারে, উত্তমপ্রকৃতির নায়ককে আশ্রয় করিতে পারে, তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকৃতির নায়ককেও আশ্রয় করিতে পারে—এইরূপ বহু-প্রকারের হইতে পারে। যখন কবি রসভাবরহিত হয়েন, তখন রচনায় যথেচ্ছাচার হইতে পারে। যখন কবিকল্পিত বক্তা রসভাবরহিত হয়, তখনও যথেচ্ছাচারই বিহিত। কিন্তু যখন কবি অথবা কবিকল্পিত বক্তা রসভাবসমন্বিত হয়, রসও প্রাধান্যের জন্য ধ্বনির আত্মভূত হয় তখন নিয়মানুসারেই সমাসহীন অথবা মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা হইবে। করুণ রসও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রসে সংঘটনা সমাসবিহীনই হইয়া থাকে। যদি প্রশ্ন হয়, কেন এইরূপ হইবে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—রস যেখানে প্রধান ভাবে প্রতিপাদ্য সেইখানে তাহার প্রতীতিতে যে ব্যবধান বা বিরোধের সৃষ্টি হয় তাহা সর্ব্বথা পরিহার করিতে হইবে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে সমাসের বহুপ্রকারের সম্ভাবনা

যে ফলভাগী হয়। ধীরোদাত্তাদীতি। যে ধর্ম্মে প্রধান, যুদ্ধে প্রধান সে ধীরোদাত্ত।- বীররস ও রৌদ্ররস যাহার মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিযাছে সে ধীরোদ্ধত। বীরবস ও শৃঙ্গাররস যাহার মধ্যে প্রধান সে ধীরললিত। দানধর্ম্ম ও বীররস ও শান্তরস যাহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সে ধীরপ্রশান্ত। এই চার প্রকারের নায়কেব কাহিনীতে যথাক্রমে সাত্বতী, আরভটি, কৌশিকী ও ভারতী লক্ষণাক্রান্ত বৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে। পুর্ব্বে কথানায়ক, পরে প্রতি-নায়ক। বিকল্পা ইতি—বক্তার প্রকার। ধ্বন্যাত্মা অর্থাৎ ধ্বনিস্বভাবযুক্ত যে রস তাহার অঙ্গ অর্থাৎ ব্যঞ্জক। বাচ্যম্ অভিনেয়ার্থং—বাচিক, আঙ্গিক, সাত্বিক ও আহার্য্যের দ্বারা আভিমুখ্যে অর্থাৎ সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত নেতব্য অর্থ অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য বা ধ্বন্যাত্মকস্বভাবযুক্ত বিষয় যাহার সেই অভিনেয় অর্থ বাচ্য। ব্যঙ্গ্যার্থই কাব্যের বিষয়—এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহারই অভিনেয়ের সঙ্গে যোগ। মুনি যে বলিয়াছেন, "বাক্, অঙ্গ ও সত্ত্বের দ্বারা যুক্ত হইয়া কাব্যের অর্থ ভাবিত করে।" সেই সকল স্থানে তিনি ইহা বুঝাইয়া বলিয়া-ছেন। সুতরাং রসাভিনয়ের উপায় হিসাবে এবং রসের বিভাবাদিরূপে বাচ্য অর্থ অভিনীত হয়। এইজন্য বাচ্যকে অভিনেয়ার্থ বলা হইয়াছে এবং ইহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বাচ্যম্ অভিনেয়ার্থং—ইহার অন্যে এইরূপ ব্যাখ্যা

থাকায় দীর্ঘ সমাসযুক্ত সংঘটনা কখনও কখনও রসপ্রতীতিতে ব্যবধানের সৃষ্টি করে। সুতরাং তাহার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ শোভা পায় না, বিশেষতঃ অভিনেয় কাব্যে এবং তদ্ব্যতিরিক্ত কাব্যে, বিশেষ করিয়া করুণ ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রসের প্রকাশে। এই দুই রস-অধিকতর সুকুমার বলিয়া অল্প অস্বচ্ছতা হইলেও প্রতীতি মন্থর হইয়া পড়ে। রৌদ্রাদি অন্য রস প্রতিপাদ্য হইলে মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা বিধেয়। কখনও কখনও ধীরোদ্ধত নায়কসম্বন্ধীয় ব্যাপার আশ্রয় করিলে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা বিরোধী হয় না, কারণ দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার যোজনের সঙ্গে রসের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; সেইখানে তদুচিত বাচ্যপ্রয়োগের অপেক্ষা থাকে। সুতরাং তাহাও অত্যন্ত পরিহার্য্য নহে। সকল প্রকারের সংঘটনায়

করিয়াছেন—অভিনেয় অর্থ যাহার (বাচ্যের)। এই ব্যাখ্যায় ব্যপদেশিবদ্‌ভাবে* বাচ্য ও অর্থের মধ্যে ভেদ বিবক্ষিত হয়। তাই এই ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। তদিতরেতি। মধ্যম প্রকৃতির নায়ক যাহার আশ্রয় এবং অধম প্রকৃতির নায়ক যাহার আশ্রয়। এইভাবে বক্তা ও বাচ্যের ভেদ বলিয়া তাহাদের নিয়ামক ঔচিত্যের কথা বলিতেছেন—তত্রেতি। রচনায়া ইতি সংঘটনায়। রসভাবহীনঃ অর্থাৎ ব র আবেশ রহিত, তাপসাদি যদি ইতি বৃত্তের অঙ্গ হওয়ার দরুণ প্রধান রসের অনুযায়ীই হয়। তথাপি সেই সেই বিষয় রসাদিশূন্যই হইয়া থাকে। স এব—যে রচনা নিয়মহীন ও স্বেচ্ছানুযায়ী। এইভাবে শুধু বক্তার ঔচিত্য বিচার করিয়া বাচ্যের সহিত সঙ্গত করিয়া তাহাই বলিতেছেন—যদাত্বিতি। কবির পক্ষে যদিও রসাবিষ্ট হইয়া বক্তা হওয়াই উচিত। নচেৎ “স এব বীতরাগশ্চেৎ” (সেই বীতরাগ হইলে)—এই নীতিতে কাব্য নীরসই হইবে। তথাপি যখন ইহার মধ্যে যমকাদি ‘চিত্র’ প্রদর্শন প্রাধান্য লাভ করে তখন ইহা যে রসাদিশূন্য হয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বক্তাকে অবশ্যই (নিয়মেন) রসভাবসমন্বিত হইতে হইবে, সে উদাসীন হইলে কখনই চলিবে না। রস বলিতে ধ্বনির আত্মস্বরূপ রসকেই

* “রাহোঃ শিরঃ”—এইস্থানে রাহু এবং শির এক পদার্থ হইলেও একটিকে অর্থাৎ রাহুকে ব্যাপদেশী মনে করিয়া ভেদ বিবক্ষা করা হয় এবং তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ করা হয়।

প্রসাদনামক গুণ পরিব্যাপ্ত থাকে। তাহা সকল রসে এবং সকল সংঘটনায় সাধারণভাবে থাকে—ইহা বলা হইয়াছে। প্রসাদগুণ হইতে বিচ্যুত হইলে সমাসবিহীন সংঘটনাও করুণরস বা বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার রস প্রকাশ করিতে পারে না আর তাহা পরিত্যাগ না করিলে মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা যে তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে না পারে তাহা নহে। সুতরাং সর্বত্র প্রসাদগুণ অনুসরণীয়। অতএব "যো যঃ শস্ত্রং বিভর্তি" ইত্যাদিতে যদি ওজোগুণের অস্তিত্ব অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে প্রসাদগুণের অস্তিত্ব মানিতে হইবে, মাধুর্যের নহে ইহাতে অচারুত্বও হয় না, কারণ অভিপ্রেত রসের প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং সংঘটনাকে গুণ হইতে অপৃথক্ বা পৃথক্ যাহাই মনে করা যাক্ না কেন, যে ঔচিত্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার অনুসারেই সংঘটনার বিষয় নিয়মিত হয়। অতএব সংঘটনাও রসের ব্যঞ্জক হয়। রসের অভিব্যক্তির নিমিত্তভূত সংঘটনার যে নিয়ন্ত্রণহেতু অর্থাৎ ঔচিত্য এইমাত্র কথিত হইল, তাহাই গুণসমূহের নিয়ত বিষয়। সুতরাং গুণাশ্রিত বলিয়া তাহার যে ব্যবস্থা করা হইল তাহাও অবিরুদ্ধ।

(এর) বুঝিতে হইবে, বনাদ অলঙ্কারে যে রস আছে তাহা নহে। তাহা হইলে এখন সমাসহীন বা মধ্যমসমাসযুক্তই (এর), নচেৎ দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনাও—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। এইভাবে যোজনা করিলে 'নিয়ম'-শব্দের দুইটি এবকারের পুনরুক্তির আশঙ্কা থাকে না। কথমিতি চেদিতি। গ্রন্থকারের বচন যেমন যুক্তিবিহীন হইলেও গ্রাহ্য ইহা কি সেইরূপ? উচ্যত ইতি। যুক্তিদ্বারাই বলা হইতেছে। তৎপ্রতীতাবিতি। তাহার আস্বাদে যে সকল ব্যবধায়ক আছে অর্থাৎ যাহারা আস্বাদের বিঘ্ন-স্বরূপ এবং যাহারা বিরোধী অর্থাৎ বিপরীত আস্বাদযুক্ত—ইহাই অর্থ। সম্ভাবনেতি। অনেকপ্রকার সম্ভাবিত হয়, সংঘটনা সম্ভাবনার প্রযোজক—উভয়ত্র ণিজন্তপ্রয়োগ। বিশেষতোঽভিনেয়ার্থেতি ব্যঙ্গ্যার্থ অব্যাহত রাখিয়া দীর্ঘসমাসযুক্ত অভিনয় করা সম্ভব নহে। কাকুর প্রয়োগ বা দর্শকের চিত্ত-প্রসাদের জন্য মধ্যে গানাদি সন্নিবেশও করা যায় না। সেইখানে রসপ্রতীতি

বিষয়মূলক অন্য ঔচিত্য সংঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে, যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন কাব্য প্রভেদকে আশ্রয় করে বলিয়া তাহাও বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। ৭॥

বক্তা ও বাচ্যগত ঔচিত্য থাকিলেও বিষয়মূলক অন্য ঔচিত্য তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেহেতু—কাব্যের প্রভেদসমূহ অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় রচিত মুক্তক; সন্দানিতক, বিশেষক, কলাপক, কুলক; পর্য্যায়বন্ধ, পরিকথা, খণ্ডকথা ও সকলকথা, সর্গবন্ধ ও অভিনেয়; আখ্যায়িকা ও কথা—ইত্যাদি। ইহাদিগকে আশ্রয় করে বলিয়া সে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। সেইখানে মুক্তকে রসবন্ধে অভিনিবিষ্টমনা কবি যে রসের আশ্রয় করেন তাহাই ঔচিত্য। তাহা দর্শিতই হইয়াছে। রসবন্ধে অভিনিবেশ না করিলে যেমন খুসী রচনা করা যায়। প্রবন্ধের

দুষ্প্রযোজ্য ও বহুসংশয়াচ্ছন্ন হয় বলিয়া তাহা নাট্যানুগামী হইতে পারে না, কারণ নাট্যপ্রতীতি প্রত্যক্ষসদৃশ। অন্যত্র চেতি; অভিনয় বিষয়েও। মন্থরী ভবতি। আস্বাদ বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রতিহত হয়। তস্যাঃ অর্থাৎ দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার যে আক্ষেপ বা স্ববাচক শব্দ সমুদায়ে যোজনা তাহা ব্যতিরেকে বাচ্য ব্যঙ্গ্যের অভিব্যঞ্জক হয় না। তাদৃশ রসোচিত এবং রসের দ্বারা গৃহীত যে বাচ্য তাহার দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার উপর যে নির্ভরশীলতা তাহাই অপ্রতিকূলতার হেতু হয়। কেহ কেহ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এখানে 'আক্ষেপ'-শব্দের দ্বারা নায়কের আক্ষেপ বা ব্যাপার বুঝাইবে তাহা সঙ্গত হয় না। ব্যাপীতি। যে কোনও সংঘটনা তাহা এমনভাবেই নিবদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে বাচ্যের প্রতীতি শীঘ্র হইতে পারে। উক্তমিতি। "সমর্পকত্বং কাব্যস্য যত্তু" (২।১০) ইত্যাদির দ্বারা বলা হইয়াছে। ন ব্যনক্তীতি। ব্যঞ্জক নিজের বাচ্য অর্থেরই প্রত্যয় করাইতে পারে না। তদিতি। সর্ব্বত্রই প্রসাদগুণ অপরিত্যাজ্য ইহাই অভীষ্ট বলিয়া ইহা থাকিলে কি হয় এবং না থাকিলে কি হয় তাহা নিজেই দেখাইয়াছেন। ন মাধুর্য্যমিতি। ওজোগুণ ও মাধুর্য্যগুণ—ইহাদের একটি থাকিলে আর একটি থাকে না ইহাদের সম্মিশ্রণ হয় এইরূপ শোনাই যায় না। ইহাই ভাবার্থ। প্রসাদের দ্বারাই সেই রস প্রকাশিত হয়; অপ্রকাশিত হয় না। তস্মাদিতি। যদি গুণ ও সংঘটনা একরূপই হয় তাহা হইলেও

ন্যায় মুক্তকেও কবিরা রসে অভিনিবেশ করিতেছেন—এইরূপ দেখা যায়। যেমন অমরু কবির মুক্তক শ্লোকগুলি রস নিঃস্যন্দন করে বলিয়া কাব্যপ্রবন্ধরূপে প্রসিদ্ধিই পাইয়াছে। সন্দানিতকাদিতে গাঢ় নিবন্ধনের বৈচিত্র্যের জন্য মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত ও দীর্ঘসমাসযুক্ত রচনা যুক্তিযুক্ত। প্রবন্ধের আশ্রয় করিলে প্রবন্ধের যে ঔচিত্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা অনুসরণীয়। পর্য্যায়বন্ধে আবার সমাসহীন এবং মধ্যমরকমের সমাসযুক্ত সংঘটনা প্রযোজ্য। কোন কোন জায়গায় অর্থের বৈচিত্র্যের আশ্রয়ের জন্য দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনার প্রয়োগ করিলেও পরুষা ও গ্রাম্যা বৃত্তি পরিহর্ত্তব্য। পরিকথায় যদৃচ্ছা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কারণ সেইখানে শুধু ইতিবৃত্তের বিন্যাস হয় বলিয়া রসবন্ধাতিশয্যে অভিনিবেশ করা হয় না। যে খণ্ডকথা ও সকলকথা প্রাকৃতে প্রসিদ্ধ তাহাতে কুলকাদিরচনার বাহুল্যের জন্য দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনায়ও কোন বিরোধ নাই। কিন্তু রসের প্রতি সঙ্গতি

গুণের নিয়মই সংঘটনায়ও নিয়ম। সংঘটনা গুণেরই অধীন—এইরূপ পক্ষ অবলম্বন করিলেও এই নিয়মই খাটিবে। আর যদি বলা যায় যে গুণ সংঘটনাকে আশ্রয় করে তাহা হইলেও বক্তা ও বাচ্যের যে ঔচিত্যবোধ সংঘটনার নিয়ামক হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহাই গুণেরও নিয়ামক হেতু হইবে। সুতরাং তিন পক্ষের যে কোনটি অবলম্বন করিলে কোন বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় না—ইহাই তাৎপর্য্য। ৫, ৬॥ অন্য নিয়ামকও আছে, তাহাই বলিতেছেন—বিষয়াশ্রয়মিতি। 'বিষয়'-শব্দের দ্বারা শব্দ সংঘাত বা একত্রবিন্যাসবিশেষ বলা হইয়াছে। যেমন যে পুরুষ সেনাসন্নিবেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সে নিজে কাতর হইলেও সেনাসন্নিবেশের ঔচিত্যের নিয়মানুগামী হইয়াই (অর্থাৎ শক্তিমান্) অবস্থান করে সেইরূপ কাব্যবাক্যও সন্দানিতকাদির মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া সেই ঔচিত্য অনুসারেই বর্ত্তমান থাকে। 'বিষয়'-শব্দের দ্বারা মুক্তকের কথা যে বলা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ইহা দেখান যে মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর সন্নিবেশের অভাব আছে বলিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য আছে, যেমন আকাশের সম্পর্কে বলা যায় যে তাহা আপনাতেই আপনি

রাখিয়া বৃত্তির ঔচিত্য অনুসরণীয়। সর্গবন্ধ মহাকাব্যে রসের তাৎপর্য্য থাকিলে রসানুসারে ঔচিত্য নির্ণয় করিতে হইবে। অন্যথা যথেচ্ছ রচনা করা যাইতে পারে। সর্গবন্ধ মহাকাব্য রচয়িতারা দুই মার্গই অবলম্বন করেন বলিয়া বলা যাইতে পারে যে রসতাৎপর্য্যময় মার্গই সুষ্ঠুতর। অভিনেয়ার্থ কাব্যে সর্ব্বথা রসবন্ধবিষয়ে অভিনিবেশ কর্ত্তব্য। আখ্যায়িকা ও কথায় গদ্যরচনার বাহুল্য থাকায় এবং গদ্যে ছন্দোবন্ধভিন্ন অপর মার্গ অনুসৃত হওয়ায় গদ্যে সংঘটনার কোন নিয়ামক হেতু পূর্ব্বে করা না হইলেও এইখানে অল্প পরিমাণে করা হইল।

এই যে ঔচিত্যের কথা বলা হইল তাহা ছন্দোবর্জ্জিত গদ্য-রচনায়ও সংঘটনার নিয়ামক। ৮ ॥

প্রতিষ্ঠিত। 'অপি' শব্দের দ্বারা ইহা বলিতেছেন—বক্তা ও বাচ্যের ঔচিত্য থাকিলেও বিষয়ের ঔচিত্য শুধু তারতম্য ভেদের প্রযোজক, বিষয়ের ঔচিত্যের দ্বারা বক্তা ও বাচ্যের ঔচিত্য নিবারিত হয় না। মুক্তকমিতি। মুক্ত অর্থাৎ অন্যের সহিত অবিমিশ্র, তাহার সংজ্ঞা বুঝাইতে 'কন্' প্রত্যয়। সেইজন্য অর্থ স্বতন্ত্রভাবে পরিসমাপ্ত এবং নিরাকাঙ্ক্ষ হইলেও যাহা প্রবন্ধের মধ্যবর্ত্তী তাহাকে মুক্তক বলা হয় না। 'সংস্কৃত' ইত্যাদি মুক্তকেরই বিশেষণ। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ক্রমিকতা বুঝাইবার জন্য সেইভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দুইটি পদের দ্বারা ক্রিয়া সমাপ্তি হইলে তাহাকে বলে সন্দানিতক। তিনটি পদের দ্বারা হইলে তাহাকে বলে বিশেষক, চারিটির দ্বারা হইলে বলে কলাপক, পাঁচটি বা ততোধিকের দ্বারা হইলে বলে কুলক। এই সমস্ত ক্রিয়াসমাপ্তিমূলক প্রভেদ দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। প্রধানাতিরিক্ত অন্য ক্রিয়ায় পরিসমাপ্ত হইলেও যেখানে কবি বসন্ত প্রভৃতি এক বর্ণনীয় বস্তুর উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহাকে বলে পর্য্যায়বন্ধ। পরিকথা বলে সেই শ্রেণীকে যেখানে ধর্ম্মাদি পুরুষার্থের মধ্যে যে কোন একটিকে উদ্দেশ্য করিয়াই প্রকার-বৈচিত্র্যের দ্বারা অনন্ত-বৃত্তান্তের বর্ণনা করা হয়। প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্তের এক অংশের বর্ণনার নাম খণ্ডকথা। যে ইতিবৃত্ত সমস্ত ফলের বর্ণনায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে তাহার

এই যে বক্তা ও বাচ্যগত ঔচিত্য যাহা সংঘটনার নিয়ামক বলিয়া কথিত হইল ইহা ছন্দোনিয়মবর্জ্জিত গদ্যরচনায়ও বিষয়ের অপেক্ষানুসারে নিয়ামক হয়। তদনুসারে বলা যাইতে পারে যে এখানেও যদি কবি অথবা কবিকল্পিতবক্তা রসভাবরহিত হয় তাহা হইলে যদৃচ্ছাক্রমে সংঘটনা রচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু বক্তা রসভাবসমন্বিত হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসর্তব্য। সেইখানেও বিষয়ের ঔচিত্য আছেই। আখ্যায়িকায় মধ্যমসমাসযুক্ত ও দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনাই বহুল পরিমাণে প্রযোজ্য। কারণ গদ্য গাঢবন্ধ হইলে শোভাশালী হয় এবং সেইখানেই উহা উৎকর্ষ লাভ করে। কথায় গাঢবন্ধের প্রাচুর্য্য থাকিলেও পূর্ব্বের রসবন্ধ সম্পর্কে যে ঔচিত্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা অনুসর্তব্য।

— — —

নাম সকলকথা। দুইটি প্রাকৃতে প্রসিদ্ধ বলিয়া দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বারা ইহাদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মুক্তকাদির ভাষার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। যাহা মহাকাব্যরূপ তাহার ফল পুরুষার্থ, তাহাতে সমস্ত বস্তুর বর্ণনামূলক প্রবন্ধ থাকে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সর্গে গ্রথিত হয় এবং তাহা শুধু সংস্কৃতেই রচিত হয়। যাহা অভিনেয় তাহার নাটক, ত্রোটক, রাসক, প্রকরণিক ইত্যাদি দশ প্রকার থাকে এবং তাহাতে বহু ভাষার সম্মিশ্রণ হয়। আখ্যায়িকা উচ্ছ্বাসাদির দ্বারা বিভক্ত এবং বক্ত্র ও অপর বক্ত্রচ্ছন্দের দ্বারা যুক্ত। কথায় তাহা থাকে না। উভয়ই গদ্যে নিবদ্ধ হয় বলিয়া দ্বন্দ্ব সমাসের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আদি পদের দ্বারা চম্পূ বুঝিতে হইবে, যেহেতু দণ্ডী বলিয়াছেন, "গদ্য ও পদ্যময় কথার নাম চম্পূ।" অন্যত্র—যেখানে রসবন্ধে অভিনিবেশ করা হয় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যে বিভাবাদির দ্বারা রসসৃষ্টি হয় মুক্তকে কেমন করিয়া তাহার সংযোগ হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন -মুক্তকেষ্বিতি। অমরুকস্যেতি। যেমন অমরুশতকের—"প্রিয় কোনরূপে বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়াছে, কিন্তু প্রশ্নের সে যে উত্তর দিতেছিল তাহাতে তাহার বাক্য স্খলিত হইয়া আসিতেছিল। বিরহকৃশা রমণী এমন ছল করিল যে সে যেন শুনিতে পায় নাই। সখী শুনিতে পাইলে তো সহ্য করিবে না। এই আশঙ্কা করিয়া সে শূন্য গৃহে বিস্ফারিত নেত্রে সভয়ে দীর্ঘ

রসবন্ধের সম্পর্কে যে ঔচিত্যের কথা বলা হইয়াছে যে রচনা তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্ হয়। বিষয়ের অপেক্ষায় তাহা কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য লাভ করে। ৯ ॥

অথবা পদ্যবৎ গদ্যবন্ধেও রচনা রসবন্ধের সম্পর্কে কথিত ঔচিত্যকে আশ্রয় করে। তাহা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা লাভ করে—সর্ব্বপ্রকারে নহে। তাই গদ্যবন্ধেও অতিদীর্ঘ সমাসযুক্ত সংঘটনা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রস ও করুণ রসের অভিব্যক্তিতে শোভা পায় না। নাটকাদিতেও সমাসহীন সংঘটনাই যুক্তিযুক্ত। রৌদ্র, বীর প্রভৃতি রসের বর্ণনায়ও দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা শোভা পায় না। বিষয়মূলক ঔচিত্য রসমূলক ঔচিত্যানুসারে গৃহীত হয় অথবা গৃহীত হয় না। এতদনুসারে বলা যায় যে আখ্যায়িকায় অত্যন্ত

নিঃশ্বাস মোচন করিল।" এই শ্লোকে বিভাবাদির প্রকাশ স্ফুটই বটে। বিকটেতি। সমাসহীন যে সংঘটনা তাহার মধ্যে অর্থপ্রতীতি মন্থর এবং ক্রিয়াদির প্রতি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয় বলিয়া দূরবর্ত্তী ক্রিয়াপদের অভিমুখে বিলম্বে ধাবিত হয় এবং সেইজন্য প্রতীতি বাচ্যার্থেই বিশ্রান্তি লাভ করে; তাই তাহা রসচর্ব্বণাযোগ্য হইতে পারে না। ইহাই ভাবার্থ। প্রবন্ধাশ্রয়েষ্বিতি। সন্দানিতক হইতে আরম্ভ করিয়া কুলক পর্য্যন্ত। (অথবা) প্রবন্ধে তো মুক্তক থাকেই; যাহার দ্বারা পূর্ব্বাপরের অপেক্ষা না করিয়া রসচর্ব্বণা নিষ্পন্ন হয় এইরূপ মুক্তকের কথাই এইখানে বলা হইয়াছে। যেমন "তামালিঙ্গ্য প্রণয়কুপিতাং" (মেঘদূত) ইত্যাদি শ্লোকে। কদাচিদিতি—রৌদ্রাদি বিষয়ে। নাত্যন্তমিতি। রস সৃষ্টিতে যে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়া হয় না সেইজন্য—এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। বৃত্ত্যৌচিত্যমিতি। পরুষা, উপনাগরিকা ও গ্রাম্যা এই সকল বৃত্তির ঔচিত্য প্রবন্ধ ও রসের অনুযায়ী। অন্যথেতি। যে সকল বৃত্তিতে তাৎপর্য্য কথামাত্রে সীমাবদ্ধ সেইখানেও যথেচ্ছ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। দ্বয়োরপীতি। এখানে সপ্তমী বিভক্তি। যে সর্গবন্ধ কাব্য তাৎপর্য্য কথায়ই নিবদ্ধ থাকে তাহার উদাহরণ—যেমন ভট্ট জয়ন্তকের কাদম্বরী কথাসার। রসতাৎপর্য্যময় সর্গবন্ধ কাব্য—যেমন রঘুবংশাদি। অন্য কেহ কেহ

সমাসযুক্ত সংঘটনা শোভা পায় না ; নাটকাদিতে দীর্ঘসমাসযুক্ত সংঘটনা তাহার নিজের উপযোগী বিষয়েও শোভা পায় না। এইভাবে সংঘটনার নিয়ম অনুসর্তব্য।

প্রবন্ধাত্মক অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি রামায়ণমহাভারতাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা প্রসিদ্ধই। তাহা যে প্রকারে প্রকাশিত হয় তাহা ইদানীং প্রতিপাদিত হইতেছে—

বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের ঔচিত্যের দ্বারা সৌন্দর্য্যপ্রাপ্ত কাহিনীর বিধান করিতে হইবে—তাহা কল্পিত কথাশরীরই হউক অথবা ইতিবৃত্তই হউক। ১০ ॥

যে অংশ ইতিবৃত্তের বশে আসিয়াছে অথচ যাহা রসের প্রতিকূল তাহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কিছু কল্পনা করিলেও তাহাকে অভীষ্ট রসের উপযোগী করিয়া মধ্যে মধ্যে স্থাপিত করিয়া কথার উন্নয়ন করিতে হইবে। ১১ ॥

কেবল শাস্ত্রনিয়ম প্রতি পালনের ইচ্ছায় নহে রসাভিব্যক্তির অনুসারে সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গের যোজনা করিতে হইবে। ১২ ॥

'সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুইটিতে' এই ভাবে 'দ্বয়োঃ'-শব্দের ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু বলা যে হইয়াছে—'রসতাৎপর্য্যং সাধীয়ঃ' (রসতাৎপর্য্যময় মার্গই সুষ্ঠুতর) তাহা কিসের অপেক্ষা করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে ? সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যায় অর্থ অস্পষ্ট হইবে। বিষয়াপেক্ষমিতি। 'বিষয়'-শব্দের দ্বারা এখানে গদ্যবন্ধের ভেদ বুঝিতে হইবে। ৭, ৮ ॥

যে সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছেন—রসবন্ধোক্তমিতি। বৃত্তিতে 'বা'-শব্দ এই পক্ষেরই সিদ্ধান্তের দ্যোতনা করিতেছে। যেমন—"স্ত্রী, নরপতি, বহ্নি ও বিষ যুক্তি অনুসারে সেবন করিলে স্বার্থের অনুকূল হয় ; অন্যথা তাহারা দুঃখাতিশয়েরই কারণ হয়।" রচনা—সংঘটনা। তাহা হইলেও বিষয়ের ঔচিত্য একেবারে পরিত্যক্ত হইল না ; তাই বলিতেছেন—কিঞ্চিৎ বিভেদ অর্থাৎ অবান্তর বৈচিত্র্য যাহার সম্বন্ধে সম্পাদনীয় সেই রসৌচিত্য বিষয়কে সহকারীরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—তত্ত্বিতি। সর্ব্বাকারমিতি—ইহা ক্রিয়াবিশেষণ।

অবসর অনুসারে কাব্যের মধ্যে রসের উদ্দীপন ও প্রশমন এবং যে অঙ্গী রসের বিচ্ছেদ আরব্ধ হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান। ১৩ ॥

অলঙ্কার যোজনের শক্তি থাকিলেও রসের আনুকূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের যোজন এবং রসাদির ব্যঞ্জকত্ব অনুসারে প্রবন্ধের রচনা। ১৪ ॥

প্রবন্ধও রসাদির ব্যঞ্জক হয় ইহা বলা হইয়াছে; ব্যঞ্জকত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার রচনা বিধেয়। প্রথমে সেইরূপ কথাশরীরের যথোচিত বিধান করিতে হইবে যাহা বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের ঔচিত্যের দ্বারা চারুত্ব লাভ করিয়াছে অর্থাৎ যে রসভাবাদি প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে যে বিভাব, ভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব উপযোগী হয় তাহার ঔচিত্যের জন্য। যে কথাশরীর সুন্দর

অসমাসৈবেতি। 'সর্ব্বত্র'—শেষে এইরূপ যোজনা করিয়া লইতে হইবে। সেই জন্যই ভরতমুনি বাক্যাভিনয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"প্রসাদগুণ খণ্ড খণ্ড পাদের দ্বারা।" এখানে ব্যতিক্রমের কথা বলিতেছেন—ন চেতি। নাটকাদাবিতি। 'স্ববিষয়োঽপি'—এই অংশের সঙ্গে যোজনা করিতে হইবে। এইভাবে সংঘটনাব্যাপারে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য শোভা পায় ইহা নির্ণীত হইল। কাব্যপ্রবন্ধে যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য শোভা পায় তাহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ। সুতরাং এই বিষয়ে বক্তব্য কিছুই নাই। কেবল রসের প্রকাশন ব্যাপারে কবি ও সহৃদয় ব্যক্তিদিগকে ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য প্রবন্ধের যে প্রকারভেদ আছে তাহা নিরূপণ করা দরকার। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ইদানীমিতি। এখন সেই প্রকারসমূহ প্রতিপাদিত হইতেছে—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। প্রথমং তাবদিতি—প্রবন্ধ রসব্যঞ্জক হইলে যে সকল প্রকার উপপন্ন হয় তাহারা ক্রমে রসের উপযোগী হয়। প্রথমে কথাপরীক্ষা, তৎপর তাহাতে অধিকবস্তুর সমাবেশ, তৎপর ফল পর্য্যন্ত আনয়ন, অতঃপর রসের সম্পর্কে জাগরণ, পরে সমুচিত বিভাবাদির বর্ণনায় অলঙ্কারের ঔচিত্য যোজনা। কারিকায় এই বিষয় পাঁচটির কথা বলিতেছেন—বিভাব ইত্যাদির দ্বারা। তদৌচিত্যেতি। শৃঙ্গার বর্ণনেচ্ছু কবি সেইরূপ কথার আশ্রয় করিবেন

হইয়াছে সেইরূপ কথাশরীরের বিধান করিতে হইবে; এমনভাবে তাহার রচনা করিতে হইবে যাহাতে তাহা রসের ব্যঞ্জক হয়। ইহা প্রথম নির্দেশ। এই বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে বিভাবের ঔচিত্য প্রসিদ্ধই। ভাবের ঔচিত্য তো প্রকৃতির ঔচিত্যের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতি উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রকারানুসারে এবং দেবতা, মানুষাদি আশ্রয়ানুসারে বৈচিত্র্য লাভ করে। অন্যথা যদি কেবল মানুষকে আশ্রয় করিয়া দেবোচিত উৎসাহাদি অথবা যদি কেবল দেবতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের উৎসাহাদির বর্ণনা রচিত হয় তাহা হইলে তাহা অনুচিত হয়। তাই মনুষ্য রাজাদির বর্ণনায় সপ্তার্ণব-লঙ্ঘনযুক্ত ব্যাপার রচিত হইলে তাহা সৌষ্ঠবশালিতাসত্ত্বেও অবশ্যই নীরস হয়; অনৌচিত্যই এই নীরসত্বের হেতু। প্রশ্ন হইতে পারে, সাতবাহন প্রভৃতির নাগলোকগমনাদির কথা শোনা যায়; তবে সমগ্র ধরণী ধারণক্ষম রাজাদের অলোকসামান্য প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনায় কি অনৌচিত্য আছে? না, তাহা নাই। আমরা বলি না যে রাজাদের

যাহাতে ঋতুমাল্যাদি বিভাবাদি, লীলা প্রভৃতি অনুভাব এবং হর্ষ, ধৃতি প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব স্ফুটভাবে থাকে—ইহাই অর্থ। প্রসিদ্ধমিতি। লৌকিক ব্যবহারে ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। ব্যাপার ইতি। 'ব্যাপার'-পদ ব্যাপারবিষয়ক উৎসাহের উপলক্ষণ। স্থায়িভাবের ঔচিত্যই ব্যাখ্যার বিষয় হইয়াছে, অনুভাবের ঔচিত্য নহে। সৌষ্ঠবভৃতোঽপীতি। বর্ণনার মহিমার দ্বারা। তত্রাপীতি। নীরসত্ববিষয়ে। ব্যতিরিক্তং স্থিতি। এই প্রসঙ্গে কথাটা দাঁড়াইল এই—যেখানে শিষ্যের বা পাঠকের প্রতীতির ব্যাঘাত হয় না সেইরূপ বর্ণনীয় বিষয়। সেইখানে কেবল মানুষের পক্ষে একপদে সপ্তসমুদ্র লঙ্ঘন অসম্ভব বলিয়া তাহা মিথ্যারূপে হৃদয়ে স্ফুরিত হয়; চতুর্বর্গের যে উপায় উপদেশের বিষয় হয় সেই উপায়ের অলীকতাও প্রমাণ করিয়া দেয়। রামাদির সেইরূপ চরিত্রও অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, কারণ তাঁহাদের সম্পর্কে পূর্বপ্রসিদ্ধি পরম্পরায় বিশ্বাস পরিপুষ্ট হইয়াছে। যেখানে রাম প্রভৃতিরও অন্য কোন প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধপ্রভাব কল্পনাপূর্বক বর্ণিত হয় তাহা অসত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। অসম্ভাব্য বস্তু বর্ণনযোগ্য নহে। তেন হীতি। প্রখ্যাত উদাত্তবস্তু গ্রহণ

প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনা অনুচিত ; কিন্তু কেবল মানুষকে আশ্রয় করিয়া যে কথাবস্তু কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট হয় তাহাতে দেবোচিত ঔচিত্যের যোজনা করা সঙ্গত নহে। দৈবশক্তিসম্পন্ন মানুষদের কথাতে উভয়ের উপযোগী ঔচিত্যের প্রয়োগে কোনই বিরোধিতা নাই। যেমন পাণ্ডবাদির কথাতে। কিন্তু সাতবাহন প্রভৃতির সম্পর্কে যে সকল কর্ম্মবৃত্তান্ত শোনা যায় শুধু তাহা বর্ণিত হইলেই রসানুযায়ী বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাহাদের সম্পর্কে তদতিরিক্ত কিছু রচনা করিলে অনুচিত হইবে। সুতরাং ইহাই সারার্থ—

'অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের অন্য কোন কারণ নাই। প্রসিদ্ধ ঔচিত্যানুযায়ী রচনা রসের শ্রেষ্ঠ গুপ্ত রহস্য স্বরূপ।"

সুতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে নাটকাদিতে প্রখ্যাত বস্তুবিষয় ও প্রখ্যাত উদাত্ত নায়কের গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্য নায়কের ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিষয়ে কবি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়েন না। যিনি কল্পিত বিষয়বস্তুসমন্বিত নাটকাদির সৃষ্টি করিবেন তিনি অপ্রসিদ্ধ, অনুচিত নায়ক স্বভাবের বর্ণনা দিলে তাহাতে মহাপ্রমাদ হইবে। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে—উৎসাহাদিভাবের বর্ণনায় যদি

ব্যাব হয়। ব্যামুহ্যতীতি। কি বর্ণনা করিব এইরূপ সংশয় হয় না। যদিস্তিতি—কবি। মহান প্রমাদ ইতি। সুতরাং যে নাটকাদির বিষয়বস্তু কল্পিত ভরতমুনি তাহা নিরূপণ করেন নাই বলিয়া তাহা সৃষ্টি করা উচিত নহে। ইহাই তাৎপর্য্য। 'আদি শব্দ এখানে সাদৃশ্যবাচক, তিনি বলেন প্রসিদ্ধ দেবচরিত্রও ইহার দ্বারা বুঝান হইতেছে। অপর কেহ কেহ বলেন—"বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা এখানে উপলক্ষণ বলা হইয়াছে, সুতরাং নাটকাদি বলিতে নাটকপ্রকরণ অর্থাৎ নাটকজাতীয় সকল রচনার কথা বলা হইয়াছে।" 'নাটিকাদি'—এইরূপ পাঠও আছে। সেইখানে 'আদি' শব্দ সাদৃশ্যসূচক। সুতরাং ভরতমুনি যে নাটিকার লক্ষণ করিয়াছেন—"প্রকরণ ও নাটকের যোগে উৎপাদ্যবস্তু পাওয়া যায়।' সেইখানে যথাক্রমে প্রখ্যাত ও উদাত্ত নরপতির নায়কত্ব বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে কেমন করিয়া কবি সম্ভোগ শৃঙ্গারের কথা বর্ণনা করিবেন এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি।

দেবতা মনুষ্যাদিবিষয়ক ঔচিত্যের কিছু কিছু পরীক্ষা করিতে চাহেন তবে করুন, কিন্তু রতি প্রভৃতিতে তাহার কি প্রয়োজন ? ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যে ঔচিত্য নিদ্ধারিত হইয়াছে তাহার অনুযায়ী ব্যবহারের দ্বারাই রতি দেবতাদের সম্পর্কেও বর্ণনীয় ইহা নিশ্চিতরূপে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই মত ঠিক নহে ; রতিবিষয়ে ঔচিত্য অতিক্রম করিলে অতিশয় দোষ হয়। তাই অধম প্রকৃতির ঔচিত্য অনুসারে উত্তম-প্রকৃতিবিশিষ্ট নায়কনায়িকার রতি বর্ণনা করিলে কি উপহাস্যতা না হইবে ? ভরতের অনুশাসনে ও শৃঙ্গারবিষয়ক প্রকৃতি অনুযায়ী তিন প্রকারের ঔচিত্যের কথা আছে। যদি বলা হয় যে যাহাকে দেববিষয়ক ঔচিত্য বলা হয় তাহা এখানে অনুপযোগী, তাহা হইলে উত্তর এই —শৃঙ্গার বিষয়ে দিব্য ঔচিত্য অপূর্ব্ব একটা কিছু নহে। তবে কি ? ভরতের অনুশাসনের অনুমোদিত বিষয়ে রাজাদি উত্তম নায়ক সম্পর্কে যে শৃঙ্গারসম্পর্কিত রচনার উল্লেখ আছে তাহা দেবতাকে আশ্রয় করিলেও শোভা পায়। নাটকাদিতে রাজা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ গ্রাম্যপদ্ধতিতে শৃঙ্গাররসের বর্ণনার খ্যাতি নাই ; দেবতা সম্পর্কেও তাহা পরিহরণীয়। যদি বলা হয় যে নাটকাদি অভিনয়ের উদ্দেশ্যে

তথৈবেতি। ভরতমুনিও বলিয়াছেন, "স্থৈর্য্যের দ্বারা উত্তম, মধ্যম ও অধম-দিগের এবং ভয়ের দ্বারা নীচ প্রকৃতিদের।" সুতরাং মুনিও বিভাব ও অনুভাবাদিতে প্রকৃতির ঔচিত্য স্থানে স্থানে বিশেষভাবে স্বীকার করিয়াছেন। ইযত্ত্বিতি। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে—লক্ষণজ্ঞতা, লক্ষ্যের পরিশীলন এবং অদৃষ্ট ও দেবতাদির প্রসাদে উদিত স্বীয় প্রতিভাশালিতা—ইহারা অনুসরণীয়। রসবতীষু—অনাদরে সপ্তমী। অবিবেচকজনের রসবত্তার অভিমান তদভিপ্রায়ে —এইরূপ বুঝিতে হইবে। বিভাবাদির ঔচিত্যব্যতিরেকে আবার কেমন রসবত্তা বা রসশালিতা হইতে পারে ? কবেরিতি। সেইখানে ইতিহাসানু-সারেই আমি কাব্য নিবদ্ধ করিয়াছি, এইরূপ অসমীচীন উত্তরও সম্ভব হয় না। তত্রচেতি। রসময়ত্ব সম্পাদনে। সিদ্ধেতি। যেখানে রস আস্বাদমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ভাবনার বিষয় নহে। ইতিহাস কথামাত্রের আশ্রয় ; সেই ইতিহাসার্থের সহিত কবির নিজের ইচ্ছা প্রযোজ্য নহে। এখানে সত্যার্থের

রচিত হয় বলিয়া এবং সম্ভোগশৃঙ্গারের অভিনয় অসভ্য বলিয়া সেইখানে তাহা পরিহার করিতে হইবে, তাহা হইলে উত্তরে বলিব, ইহা ঠিক নহে। যদি এবংবিধ বিষয় অভিনেয় কাব্যে অসভ্যতা-দোষদুষ্ট হয়, তবে (অনভিনেয) কাব্যে ইহার অসভ্যতা-দোষ কে নিবারণ করিতে পারে? সুতরাং অভিনেয় এবং অনভিনেয কাব্যে উত্তম প্রকৃতির রাজাদির সঙ্গে উত্তম প্রকৃতির নায়িকাদের যদি গ্রাম্যসম্ভোগবর্ণনা দেওয়া হয়, তবে তাহা মাতাপিতার সম্ভোগবর্ণনার মত অতিশয় অসভ্য হয়। উত্তম দেবতা সম্পর্কেও ইহা প্রযোজ্য। অধিকন্তু, সম্ভোগশৃঙ্গারে সুরতলক্ষণযুক্ত একটি প্রকারই সম্ভাবিত হয় না; পরস্পরকে প্রেমের সহিত দর্শনাদি অন্য যে সকল প্রকার আছে তাহা কেন উত্তম প্রকৃতি বিষয়ে বর্ণিত হইবে না? সুতরাং উৎসাহের ন্যায় রতিতেও প্রকৃতির ঔচিত্য অনুসরণ করিতে হইবে, বিস্ময়াদিতেও সেইরূপ। এবংবিধ বিষয়ে মহাকবিরাও লক্ষ্য বস্তুতে যদি সমুচিত দৃষ্টি না দেন তাহা হইলে তাহা দোষেরই হইবে। তাঁহাদের প্রতিভাশক্তির দ্বারা সেই দোষ আচ্ছাদিত হয় বলিয়া ধরা পড়ে না ইহা বলাই হইয়াছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রাদিতে

দ্বারা বিষয় বিষয়ী ভাব বুঝিতে হইবে। ইহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন—'তেষু' এই সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা। নিজের ইচ্ছানির্মিত অর্থ ইহাদের মধ্যে প্রযোজ্য নহে। যদি কোনরূপে যোজনা করা হয় তাহা হইলেও প্রসিদ্ধ রসবিরোধী কোন অর্থ যোজনীয় নহে, যেমন কেহ রামকে নায়ক করিয়া তাঁহার চরিত্রে ধীরললিতত্ব যোজনা করিলে অতিশয় অসমঞ্জস হইবে। যত্তুক্তমিতি। যেমন রামাভ্যুদয়ে যশোবর্ম্মা বলিয়াছেন—"স্থিতমিতি যথাশয্যাম।" কালিদাসেতি: রঘুবংশে অজ প্রভৃতি রাজার বিবাহাদির বর্ণনা ইতিহাসে নিরূপিত হয় নাই। হরিবিজয়ে কান্তার প্রসাধনের অঙ্গহিসাবে পারিজাতের হরণ ইতিহাসে দেখা না গেলেও রসসম্মতই। সেইরূপ অর্জ্জুনের পাতাল-বিজয় ইতিহাসে অপ্রসিদ্ধ হইলেও রসসম্মত। ইহাই যুক্তিযুক্ত, তাই বলিতেছেন—কবিনেতি। সম্ভীনামিতি। "ইহা কর্ত্তব্য।"—এইরূপ অনুশাসন যাঁহার পরমার্থ সেইরূপ প্রভুসদৃশ শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রে যাহারা ব্যুৎপন্ন নহেন;

অনুভবের ঔচিত্য প্রসিদ্ধই। ইহা বলা হইতেছে—ভরতাদি বিরচিত অনুশাসন মানিয়া লইয়া, মহাকবি প্রবন্ধের পর্য্যালোচনা করিয়া এবং স্বীয় প্রতিভা অনুসরণ করিয়া কবি অবহিতচিত্ত হইয়া যত্ন করিয়া দেখিবেন যাহাতে তিনি বিভাবাদির ঔচিত্য হইতে ভ্রষ্ট না হয়েন। ঔচিত্যবান্ কথাশরীর—তাহা ইতিবৃত্তই হউক বা কল্পিতই হউক—গৃহীত হইলে তাহা রসের ব্যঞ্জক হয়; ইহার দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—বিবিধ রসবান্ কথা ইতিহাসাদিতে থাকিলেও তন্মধ্যে যে কথাশরীর বিভাবাদির ঔচিত্যসমন্বিত তাহাই গ্রাহ্য, অপর কিছু নহে। ইতিবৃত্ত হইতে আহৃত কথাশরীর অপেক্ষা কল্পিত কথাশরীরে কবিকে বিশেষ করিয়া প্রযত্নবান্ হইতে হইবে। সেইখানে কবি অনবধানবশতঃ ঔচিত্য হইতে স্খলিত হইলে কবির অব্যুৎপত্তির সম্ভাবনা খুব বেশী হইয়া পড়ে।

এই বিষয়ে এই সংগ্রহ শ্লোক দেওয়া হইতেছে—
"কল্পিত কথাবস্তু সেই সেই ভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে তাহা সবই রসময় হইয়া প্রতিভাত হয়।"

"এই কর্ম্ম হইতে ইহা হইল"—এইরূপ যুক্তিযুক্ত কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রকাশকারী মিত্রসদৃশ ইতিহাস শাস্ত্রাদিতেও যাঁহারা ব্যুৎপন্ন নহেন অথচ তাঁহারা অতি অবশ্য শিক্ষাদানের পাত্র, কারণ তাঁহারা প্রজাপালনযোগ্যতাবিশিষ্ট রাজপুত্র-সদৃশ। যে ব্যুৎপত্তি চতুর্ব্বর্গের উপায় তাহা ইঁহাদের হৃদয়ে যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে সেইভাবে নিহিত করিতে হইবে। ইহা রসাস্বাদযুক্ত হইয়াই হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইবে। চতুর্ব্বর্গ লাভের উপায়ের ব্যুৎপত্তি রসের আনুষঙ্গিক ফল এবং এই রস বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির সংযোগে উৎপাদিত হয়। এই ভাবে রসোচিত বিভাবাদির রচনায় রসাস্বাদবিহ্বলতাই স্বতঃপ্রণোদিত ব্যুৎপত্তিতে প্রযোজক; তাই প্রীতিই ব্যুৎপত্তির প্রযোজিকা। আমার উপাধ্যায় বলিয়াছেন, "রসের আত্মা প্রীতি, তাহাই নাট্য, নাট্যকেই জানিও।" এই প্রীতি ও ব্যুৎপত্তি ভিন্নরূপী নহে, কারণ দুইয়েরই বিষয় এক। বিভাবাদির ঔচিত্যই প্রকৃতপক্ষে প্রীতির নিদান ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। সেই রসোচিত বিভাবাদির ফলে পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত যথাস্বরূপ জ্ঞানের নাম

সেই বিষয়ে উপায় হইতেছে সম্যক্‌রূপে বিভাবাদির ঔচিত্যের অনুসরণ। তাহা দেখানই হইয়াছে। অপিচ—

"যে রামায়ণাদি কথানিধান সম্পূর্ণরূপে রসসিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া খ্যাতি আছে তাহাদের সঙ্গে নিজের রসবিরোধী ইচ্ছা যোজনীয় নহে।"

সেই সকল কথানিধানে স্বীয় ইচ্ছা যোজ্যই নহে। বলাই হইয়াছে—"কথামার্গে অল্প ব্যতিক্রমও সঙ্গত নহে।" যদি নিজের ইচ্ছার যোজনা করিতেই হয় তাহা হইলে রসবিরুদ্ধ কোন ইচ্ছা যোজনীয় নহে। প্রবন্ধকে রসব্যঞ্জক করিতে হইলে এই দ্বিতীয় নিমিত্ত বা কারণ—যাহা ইতিবৃত্তের বশে আসিয়াছে কিন্তু রসের কথঞ্চিৎ প্রতিকূল এইরূপ অংশ পরিত্যাগ করিয়া কাব্যের মাঝে মাঝে পুনরায় তাহার অবতারণা করিলেও অভীষ্টরসের অনুসারে কথায় উন্নয়ন করিতে হইবে, যেমন কালিদাসাদির প্রবন্ধসমূহে, অথবা যেমন সর্ব্বসেনবিরচিত

ব্যুৎপত্তি বলিয়া কথিত হয়। যাহা অদৃষ্টবশে, দেবতার প্রসাদে বা অন্যভাবে সঞ্জাত হয় তাহাই ফল। তাহা উপদেশ্য নহে; তাহা হইলে উপায়-বিষয়ক* ব্যুৎপত্তির উদয় হয় না। সুতরাং উপায়রূপে যাহা প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার সিদ্ধি; অনুপায়রূপে* যাহা প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার নাশ—এইভাবে নায়ক-প্রতিনায়ক সম্বন্ধে অর্থ ও অনর্থের ব্যুৎপত্তি সম্পাদন করিতে হইবে। উপায়ও কর্ত্তার দ্বারা আশ্রিত হইয়া পাঁচ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যথা—স্বরূপ, স্বরূপ হইতে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, কার্য্যসম্পাদনযোগ্যতা, প্রতিবন্ধক আপতিত হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা করা, প্রতিবন্ধক নিবারণ ব্যাপারে বাধকের নাশ করিয়া সুদৃঢ়ভাবে ফল পর্য্যন্ত আনয়ন। এইভাবে ক্লেশসহিষ্ণু, কার্য্যের বিফলতা সম্পর্কে ভয়শীল, বিবেচনাপূর্ব্বক কর্ম্মে রত ব্যক্তিদিগকে নায়করূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ভরতমুনি এইভাবে এই পাঁচটি নায়কগত অবস্থার বিবরণ দিতেছেন—"সাধনীয় ফলবিষয়ে নায়কের যে ব্যাপার প্রযোক্তারা তাহার আনুপূর্ব্বিক পাঁচ অবস্থা জানিয়া লইবেন—প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্তির সম্ভাবনা, নিয়ত ফলপ্রাপ্তি ও ফলযোগ।" নায়কের এই যে পঞ্চবিধ অবস্থা তাহার

* অভীষ্ট যে বর্ণনীয় বিষয় তাহার অনুকূল রচনাই উপায়। অভীষ্ট বর্ণনীয় বিষয়ের প্রতিকূল যে চরিত্রবর্ণনা তাহা অনুপায়।

হবিবিজয়ে অথবা যেমন মদীয় অর্জ্জুনচরিত মহাকাব্যে। কাব্য-রচয়িতা কবিকে সর্ব্বান্তঃকরণে রসের বশবর্ত্তী হইতে হইবে। সেইখানে তিনি ইতিবৃত্তে যদি রসের প্রতিকূল কোন অংশ দেখিতে পান তাহা হইলে ইহাকে দূর করিয়াও তিনি নিজে স্বাধীনভাবে অন্য কোন কথার সৃষ্টি করিবেন। ইতিবৃত্তমাত্রনির্ব্বাহে কবির কোন প্রয়োজনই নাই, কারণ ইতিহাসাদিতে তাহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রবন্ধকে রসব্যঞ্জক করিতে হইলে এই অপর মুখ্য নিমিত্ত বা কারণ—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ, নির্বহণাখ্য সন্ধি এবং উপক্ষেপ প্রভৃতি তাহার অঙ্গাদির রসাভিব্যক্তির প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থাপন করিতে হইবে, যেমন রত্নাবলীতে; কেবল শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিবার উদ্দেশ্যে ইহাদের ব্যবস্থাপন করিলে চলিবে না। যেমন বেণী-সংহারে দ্বিতীয় অঙ্কে রসের প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও বিলাসনামক প্রতিমুখ সন্ধ্যঙ্গ যে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা কেবল ভরতমুনির মত অনুসরণ করিবার ইচ্ছার জন্য। প্রবন্ধকে রসের ব্যঞ্জক করিতে হইলে, আর

সম্পাদক কর্ত্তার যে ইতিবৃত্ত তাহা পঞ্চধা বিভক্ত। মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, অবমর্শ, নির্বহণ—এই পাঁচটি সার্থকনামা সন্ধি ইতিবৃত্তের অংশ। সন্ধান করা হয় বা সংযোজিত করা হয় এইভাবে ব্যুৎপত্তি করিয়া 'সন্ধি'। সেই সন্ধিগুলির নিজেদের সম্পাদ্যবিষয়ে ক্রম থাকায় পাঁচটি অবান্তর বিভাগ আছে, ইহারা ইতিবৃত্তের অংশ। উপক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যস, বিলোভন—ইত্যাদি সন্ধ্যঙ্গের নাম। অর্থপ্রকৃতিরা ইহাদেরই অন্তর্ভূত। তন্মধ্যে যে শ্রেণীর নায়কের সিদ্ধি নিজের আয়ত্ত তাহার তিনটি সন্ধ্যঙ্গ—বীজ, বিন্দু ও কার্য্য। বীজের দ্বারা সর্ব্ব ব্যাপার বিবক্ষিত হইয়াছে; বিন্দুর দ্বারা অনুসন্ধান ও কার্য্যের দ্বারা নির্ব্বাহ বিবক্ষিত হইয়াছে। অর্থসম্পাদ্য বিষয়ে কর্ত্তার সন্দর্শন, প্রার্থনা ও ব্যবসায়রূপ স্বভাববিশেষ এই তিন প্রকৃতি। নায়কের সিদ্ধি সচিবের আয়ত্ত হইলে, সচিব নায়কের জন্য অথবা নিজের জন্য প্রবৃত্ত হইলে অথবা নায়কার্থ ও স্বার্থকে প্রবৃত্ত করিলে প্রকীর্ণত্ব ও প্রসিদ্ধত্বের দ্বারা প্রকরী ও পতাকার নায়কগণের জন্য এই উভয় প্রকার সম্বন্ধীয় ব্যাপার বিশেষ 'প্রকরী' ও 'পতাকা' শব্দের দ্বারা কথিত হয়—ইহা বলা হইয়াছে। অতএব যে বক্তব্য কাহিনীর প্রস্তুতফল

একটি নিমিত্ত এই—অবসরানুসারে মধ্যে মধ্যে রসের উদ্দীপন ও প্রশমন, যেমন রত্নাবলীতেই। আবার যে অঙ্গী রসের বিশ্রান্তি আবদ্ধ হইয়াছে তাহার পুনরায় অনুসন্ধান, যেমন তাপসবৎসরাজে। নাটকাদি প্রবন্ধবিশেষে রস অভিব্যক্ত করিতে হইলে অপর আর এক নিমিত্ত বুঝিয়া রাখিতে হইবে—অলঙ্কার রচনা করিবার শক্তি থাকিলেও যাহাতে তাহারা রসের অনুকূল হয় এইভাবে তাহাদের যোজনা করিতে হইবে। শক্তিমান কবিও কখনও কখনও অলঙ্কারের প্রতি অতিশয় অনুরাগের জন্যই রসের সহিত সম্বন্ধের অপেক্ষা না রাখিয়া অলঙ্কারের রচনায় একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করিয়াছেন—এইরূপ দেখাই যায়। অপিচ,

সমাপ্তি পাইয়াছে তাহার পঞ্চসন্ধিত্ব, পূর্ণসন্ধ্যঙ্গতা এমনভাবে নিবদ্ধ করিতে হইবে যে তাহা সকলের ব্যুৎপত্তি দান করিতে পারে। প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত হইলে এই নিয়ম মানিতে হইবে না। তাই ভরতমুনি বলিয়াছেন—"প্রাসঙ্গিক ইতিবৃত্ত ভিন্নবিষয়ক হওয়ায় এই নিয়ম খাটিবে না।" এই কারণে রত্নাবলী নাটকে ধীরললিত নায়ক ধর্ম্মের অবিরোধী সম্ভোগে রত হওয়ায় অনৌচিত্য না হইয়া বরং সে সুখীই হয়। পর্যসক্তসম্ভোগের আঘাতাব জন্য পৃথিবী রাজ্য এবং তৎসহ কন্যালাভ এত মহাফল উদ্দেশ করিয়া প্রস্তাবনা করায় অবস্থাপঞ্চকসমন্বিত, সমুচিত সন্ধ্যঙ্গপরিপূর্ণ অর্থপ্রকৃতিযুক্ত পাঁচটি সন্ধিই দেখান হইয়াছে। "প্রারম্ভেঽস্মিন স্বামিনো বৃদ্ধি হেতৌ"—এই বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া "বিশ্রান্ত বিগ্রহ কথঃ" এবং "রাজা নির্জ্জিতশত্রু"—এই সকল বাক্যের দ্বারা "উপভোগসেবাবসরোঽয়ং" ইত্যাদি উপক্ষেপ প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। এই সমস্ত সন্ধ্যঙ্গস্বরূপ রত্নাবলী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শিত হওয়ায় গ্রন্থের অতিশয় গৌরব আনয়ন করিতেছে। পূর্ব্বাপর বাক্য ছাড়া কোন একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইলে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ না থাকায় বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হইবে, এই জন্য বিস্তৃত করিয়া বলা হইল না। এই অর্থ সযত্নে বুদ্ধিপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে এইরূপ অভিপ্রায় থাকায় নিজে যে ব্যতিক্রমের কথা বলিয়াছেন—"ন তু কেবলয়া"—তাহার উদাহরণ দিতেছেন। "কেবল"-শব্দ ও "ইচ্ছা"-শব্দ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য এই—রসাঙ্গভূত ইতিবৃত্তের প্রশস্ততা

এই ধ্বনির অনুস্বানাত্মক যে অন্য প্রভেদ উদাহৃত হইয়াছে তাহাও কোন কোন কাব্য প্রবন্ধকে আশ্রয় করিয়া প্রতিভাত হয়। ১৫ ॥

এই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির অনুরণনরূপব্যঙ্গ্য নামক যে দুইপ্রকার বিশিষ্ট প্রভেদ উদাহৃত হইয়াছে তাহাও কোন কোন কাব্য-প্রবন্ধকে নিমিত্ত করিয়া ব্যঞ্জকরূপে প্রকাশিত হয়, যেমন মধুমথন-বিজয়ে পাঞ্চজন্যের উক্তিতে। অথবা যেমন আমারই বিষমবাণলীলায় কামদেবের সহচর সমাগমের বর্ণনায়। অথবা যেমন মহাভারতে গৃধ্রগোমায়ু সংবাদাদিতে।

উৎপাদনই সন্ধ্যঙ্গের প্রয়োজন এইরূপ ভরতমুনি বলিয়াছেন। পূর্ব্বরঙ্গাঙ্গের ন্যায় পুণ্যসম্পাদন বা বিঘ্ননিবারণই ইহার প্রয়োজন নহে। যেহেতু তিনি বলিয়াছেন—"ইষ্ট অর্থের প্রতিপাদন, বৃত্তান্তের ক্ষয় হইতে না দেওয়া, নাট্য-প্রয়োগের প্রতি অনুরাগবৃদ্ধি, গোপনীয় বস্তুর গোপনীয়তা রক্ষা, চমৎকারকারী ব্যাপারের বর্ণনা, প্রকাশ্যবস্তুর প্রকাশন—এই ছয় রকমের অঙ্গ দেখা যায় এবং ইহারাই শাস্ত্রে প্রয়োজন বলিয়া কথিত হয়। সেই জন্যই—'রতিভোগ-বিষয়ক ইচ্ছা বিলাস'—বিলাস নামক প্রতিমুখ সন্ধ্যঙ্গের এইরূপ লক্ষণ বলা হইয়াছে। বর্ণ্যমান রসের স্থায়িভাবের ব্যঞ্জক বিভাবাদির উপলক্ষণের জন্য 'রতিভোগ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই, কেবল বাচ্যার্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানকার প্রস্তাবিত রস বীররস। উদ্দীপন ইতি। বিভাবাদির পরিপূরণের দ্বারা উদ্দীপনের উদাহরণ, যেমন সাগরিকার—অয়ং স রাআ উদয়ণোত্তি।" ইত্যাদি উক্তি। প্রশমন—বাসবদত্তার নিকট হইতে পলায়নে। চিত্রফলকের উল্লেখে পুনরায় উদ্দীপন। সুসঙ্গতার প্রবেশে পুনরায় প্রশমন ইত্যাদি। যে রস অনবরত গাঢ়ভাবে আস্বাদিত হইতে থাকে তাহা সুকুমার মালতীকুসুমের ন্যায় সহজেই ম্লানিমাপ্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ শৃঙ্গাররস। সেইজন্য ভরতমুনি বলিয়াছেন, "বামার প্রতিকূলাচরণের অভিলাষ, যাহা নিবারিত হয় অর্থাৎ সম্ভোগ, নারীর যে দুর্লভত্ব—কামী ব্যক্তির ইহা শ্রেষ্ঠ রতি।" বীররসাদিতেও অদ্ভুত রকমের কোন সাধ্যফল হঠাৎ লাভ হইলে যদি

অবসরমত উদ্দীপন ও প্রশমন না থাকে তাহা হইলে কবি যে উপায়-উপেয়-ভাবে কথা প্রকাশ করিতে চাহেন তাহাও প্রদর্শিত হইবে না। পুনরিতি। যাহার বিশ্রান্তি বা বিচ্ছেদ ইতিবৃত্তবশে আরব্ধ হইয়াছে, যাহা প্রায় আশঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে সাধিত হয় নাই, সেইভাবে। রসস্যেতি। রসাঙ্গভূত কাহারও এইরূপ অর্থ। তাপসবৎসরাজে বাসবদত্তাবিষয়ক যে প্রেমের জন্য তিনি বাসবদত্তাকে সর্ব্বস্ব মনে করিতেন সেই প্রেমবন্ধ। তাহা বিভাবাদির ঔচিত্যের জন্য করুণবিপ্রলম্ভাদি ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সমস্ত ইতিবৃত্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সচিবের নীতিমহিমায় সাধিত রাজ্যলাভ এবং তাহার অঙ্গ হিসাবে পদ্মাবতীলাভ—ইহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, অতিশয় অভিলষণীয় বাসবদত্তাপ্রাপ্তি—ইহাই সেইখানে ফল। নির্ব্বহণ বিষয়ে বলা যাইতে পারে—"প্রাপ্তা দেবী ভূতধাত্রী চ ভূয়ঃ সম্বন্ধোঽভূদ্দর্শকেন" এইভাবে দেবীর লাভের প্রাধান্য সম্পাদিত হইয়াছে। এই ইতিবৃত্তবৈচিত্র্যের চিত্রে মন্ত্রের আরম্ভ হইতে পদ্মাবতীবিবাহাদিতে বাসবদত্তা-প্রেম ভিত্তিসদৃশ, কারণ সর্ব্বত্র তাহারই ব্যাপার। সুতরাং কাহিনীর প্রয়োজনে ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, এইরূপ আশঙ্কা থাকিলেও সেই বাসবদত্তাপ্রেম ব্যাপারেরই যোজনা করা হইয়াছে। তাই প্রথম অঙ্কে "তদ্বক্ত্রেন্দুবিলোকনেন দিবসো নীতঃ প্রদোষস্তথা তদ্গোষ্ঠ্যৈব" হইতে আরম্ভ করিয়া "বদ্ধোৎকণ্ঠমিদং মনঃ কিমথবা প্রেমাঽসমাপ্তোৎসবম্" প্রভৃতি পর্য্যন্ত ইহা স্ফুট হইয়া নিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে সেই প্রেমব্যাপার বিচ্ছিন্ন হইলেও "দৃষ্টির্নামৃতবর্ষিণী স্মিতমধুপ্রস্যন্দি বক্ত্রং ন কিম্" ইত্যাদির দ্বারা পুনরায় গ্রথিত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কে—"গৃহগুলি চতুর্দ্দিকে জ্বলিতে থাকায় সখীজন যখন ভয়ে পলায়ন করিল হত-ভাগিনী সেই দেবী উৎকম্পিত দীর্ঘনিঃশ্বাসের দ্বারা ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া প্রতিপদে পড়িতে পড়িতে, 'হা নাথ' এইরূপ প্রলাপোক্তি করিতে করিতে দগ্ধ হইলেন। সেই অগ্নি শান্ত হইলেও আমরা কিন্তু তাহার দ্বারা আজও দগ্ধ হইতেছি।" ইত্যাদির দ্বারা। চতুর্থ অঙ্কেও—"দেবীকে আমি মনে মনে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, নিয়ত তিনি আমার স্বপ্নের বিষয় এবং তাঁহার নাম আমি করিয়াছি; কিন্তু এই সুবদনা কেন ব্যথা পাইতেছেন না? এইভাবে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া জাগিয়া থাকিয়া আমি কোনরূপে ক্ষীণ রাত্রি কাটাইতেছি। নির্দ্দয় আমি স্বপ্নেও সেই প্রিয়তমাকে পাইতেছি না।" পঞ্চম অঙ্কেও মিলন প্রত্যাশায় জন্য করুণরসের নিবৃত্তি হইয়া বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার

সঙ্গমিত হইলে—"আমি অপরাধ করায় আমার প্রিয়তমা রোষপরায়ণা হইলেও তিনি তাঁহার রোষ যত্ন করিয়া অন্তর্নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম 'তুমি প্রসন্ন হও।' তিনি মধুরভাবে বলিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই কুপিত হই নাই।' তিনি সেইপ্রকার বলিয়াছেন বলিয়া সেই প্রিয়তমা আমার প্রতি প্রাণপণে নয়নজল স্তম্ভিত করিয়া পুনরায় আমার প্রতি অনুকূল হইবেন।" [illegible] দ্বারা। যথা অঙ্কে "ত্বৎ সম্প্রাপ্তিবিলোকিতেন সচিবৈঃ প্রাণা ময়া ধারিতাঃ" ইত্যাদির দ্বারা। অলঙ্কৃতানামিতি—যোজনের সহিত যুক্ত হওয়ায় কর্ম্মে ষষ্ঠী। দৃষ্টান্তে চেতি। যেমন স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকে, 'আমার হৃদয়গৃহের নয়নদ্বারের পক্ষ্মকপাট আমি রুদ্ধ করিয়াছিলাম। সেই রাজদুহিতা নিজের রূপের তাড়নায় তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া আমার হৃদয়গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।" কেবল যে প্রবন্ধের দ্বারাই রস সাক্ষাৎভাবে ব্যঞ্জিত হয় তাহা নহে অন্য ব্যঞ্জকের পারম্পর্য্যের দ্বারাও হইতে পারে। ইহা দেখাইবার উপক্রম করিয়া বলিতেছেন কিঞ্চেতি। অনুস্বানোপমঃ—শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক যে ধ্বনির অনুস্বানোপম প্রভেদ উদাহৃত হইয়াছে কোন কোন ব্যঞ্জক প্রবন্ধ নির্ম্মিত হইলে তাহা ব্যঙ্গ্যরূপে বর্ত্তমান থাকে। অন্যেতি যে রসাদি ধ্বনি প্রকাশিত হইতেছে। ভাসতে—ব্যঞ্জকরূপে প্রকাশিত হয়। বৃত্তিগ্রন্থও এইভাবে যোজনীয়। (অথবা) যে অনুস্বানোপম প্রভেদ উদাহৃত হইয়াছে, যাহা কাব্য প্রবন্ধে প্রকাশ পায়, অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য কখনও কখনও তাহারও দ্যোতনার বিষয় হয়। এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে, 'দ্যোত্যোঽলক্ষ্যক্রমঃ ক্বচিৎ" পরের শ্লোকের এই অংশের সঙ্গে বর্ত্তমান কারিকা ও বৃত্তির সঙ্গতি করিতে হইবে। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইল এই—কদাচিৎ প্রবন্ধের দ্বারা অনুরণনরূপব্যঙ্গ্য ধ্বনি সাক্ষাৎভাবে ব্যঞ্জিত হয়, তাহা রসাদিধ্বনিতে পর্য্যবসিত হয়। যদি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাপর অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির কথা বলার জন্য মাঝখানে এই বিষয়টি অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে এবং পাঞ্চজন্যের উক্তি প্রভৃতি রসহীন বলিয়া মনে হইবে। অধিক বলিয়া লাভ নাই। "যে তুমি লীলাভরে দংষ্ট্রার দ্বারা সকল মহীমণ্ডল ধারণ করিয়াছিলে আজ কেন সেই তোমার অঙ্গে মৃণাল ধারণই কঠিন হইতেছে?" পাঞ্চজন্যের এই সকল উক্তি রুক্মিণীবিরহী বাসুদেবের মনের আশা জানিবার অভিপ্রায় ব্যঞ্জিত করিতেছে। তাহা অভিব্যক্ত হইয়া প্রকৃত রসস্বরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে।

কোথাও কোথাও অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি সুপ্, তিঙ্, বচন ও সম্বন্ধের দ্বারা, কারকশক্তির দ্বারা এবং কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের দ্বারা প্রকাশ্য হয়। ১৬॥

ধ্বনির অলক্ষ্যক্রম রসাদি আত্মা সুপ্-বিশেষের দ্বারা, তিঙ্-বিশেষের দ্বারা, বচন-বিশেষের দ্বারা, সম্বন্ধ-বিশেষের দ্বারা, কৃৎ-বিশেষের দ্বারা, তদ্ধিত-বিশেষের দ্বারা, এবং সমাসের দ্বারা অভিব্যজ্যমান হয় এইরূপ দেখা যায়; 'চ'-শব্দের প্রয়োগের দ্বারা নিপাতন, উপসর্গ, কাল প্রভৃতি বোঝা যায়। যেমন—

সহচরসমাগমে—বসন্ত, যৌবন, মলয়ানিল প্রভৃতি সহচর, তাহাদের সঙ্গে সমাগমে। "আমার মর্য্যাদা অতিক্রান্ত হউক, আমি যেন নিরঙ্কুশ ও বিবেকরহিত হই, তথাপি স্বপ্নেও তোমার প্রতি ভক্তি স্মরণ করি না।" যৌবনের এই সকল উক্তি সেই সেই নিজস্বভাবের ব্যঞ্জক সেই স্বভাব প্রস্তাবিত রসে পর্য্যবসিত হয়। যথা চেতি। শ্মশানে অবতীর্ণ এবং পুত্রের শবদাহে উদ্যোগী ব্যক্তিকে প্রবঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে দিবালোকে শবশরীর ভক্ষণার্থী গৃধ্র বলিতেছে, তোমরা শীঘ্র অপসৃত হও। "এই গৃধ্র-গোমায়ুসঙ্কুল, কঙ্কালবহুল, ভীষণ, সর্ব্ব প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর স্থানে থাকিয়া লাভ কি? কালধর্ম্মে পরলোকগত হইয়া এখানে আসিয়া কেহ বাঁচে নাই। প্রিয়ই হউক আর শত্রুই হউক—সকল প্রাণীরই এই গতি।"—ইহা গৃধ্র বলিল। কিন্তু শৃগালের অভিপ্রায়, ইহারা নিশার আরম্ভ পর্য্যন্ত থাকুক, তাহা হইলে গৃধ্রের নিকট হইতে শব অপহরণ করিয়া আমি ভক্ষণ করিব। এই অভিপ্রায়ে সে বলিল, "সূর্য্য এখনও আছে; হে মূঢ় জনগণ, তোমরা এখন ইহাকে আদর কর। এই মুহূর্ত্ত বিপদ্সঙ্কুল, এই বালক বাঁচিতেও পারে। হে নিঃসন্দিগ্ধ মূর্খ মানবগণ, গৃধ্রের কথায় তোমরা কেন এই কনকবর্ণাভ অপ্রাপ্তযৌবন শিশুকে ত্যাগ করিবে?" সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে শান্তরস পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ১৫॥

এইভাবে বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবন্ধ পর্য্যন্ত অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির ব্যঞ্জক নিরূপিত হইলে নিরূপণীয় আর কিছু থাকে না, তথাপি কবি ও সহৃদয় ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়া অন্বয় ব্যতিরেককে আশ্রয়

"আমার পক্ষে ইহাই ধিক্কারের কথা যে আমার শত্রুর দল আছে ; সেই শত্রুও আবার এই তাপস ; সেও এইখানেই রাক্ষসকুল নিধন করিতেছে। অহো, রাবণ জীবন ধারণ করিয়া আছে। ইন্দ্রজিৎকে ধিক্, ধিক্ , নিদ্রা হইতে জাগরিত কুম্ভকর্ণকে দিয়াই বা কি হইবে ? স্বর্গরূপ ছোটগ্রামটিকে বিলুণ্ঠন করিয়া আমার এই যে ভুজনিচয় পরিপুষ্ট হইয়াছে ইহাদের দ্বারাই বা কি হইবে ?"

এই যে শ্লোক ইহাতে ইহাদের সকলেরই ব্যঞ্জকত্ব বহুল পরিমাণে এবং স্ফুট হইয়াই প্রকাশিত হইতেছে। সেখানে "মে যদরয়ঃ"— ইহার দ্বারা সুপ, সম্বন্ধ ও বচনের অভিব্যঞ্জকত্ব দেখা যাইতেছে।

করিয়া রাবণরাজের কথা বলিতেছেন—সুপ্তিঙ ইত্যাদি। আমরা এইভাবে লোচনের বৃত্তিসহিত বাক্য বুঝি। সুপ্ প্রভৃতি দ্বারা যে অনুস্বানোপম ধ্বনি বক্তার অভিপ্রায়াদি রূপ গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হয়। সুপ প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্ত এই যে অনুস্বানোপম ধ্বনি তাহা অলঙ্কারক্রম ব্যঙ্গ্যরূপে প্রকাশিতব্য। বর্ণাদিকি। পূর্ব্ব কারিকার সঙ্গে মিল করিয়া সঙ্গতি রক্ষিত করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই সুপ্ প্রভৃতির অভিপ্রায় বিশেষের ব্যঞ্জকত্ব আছে। উদাহরণে সেই অভিব্যক্ত অভিপ্রায় নিজেকে অতিক্রম না করিয়া বিভাবাদিরূপে রসাদি প্রকাশ করে। কথাটা দাঁড়াইল এই— বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবন্ধ পর্যান্ত যে সমস্ত উপায় আছে তাহাদের সাহায্যে বিভাবাদি প্রতিপাদনের দ্বারা রস সাক্ষাৎভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে অথবা বিভাবাদি ব্যঞ্জনার পারম্পর্য্যের দ্বারা রস অভিব্যক্ত হইতে পারে। সেই বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে প্রবন্ধের পারম্পর্য্য যোগে ব্যঞ্জকত্বের কথা প্রথমে বলা হইল। এখন বর্ণাদির কথা বলা হইতেছে। সেইজন্য বৃত্তিতেও বলা হইয়াছে—"অভিব্যজ্যমানো দৃশ্যতে" (অভিব্যজ্যমান হয় এইরূপ দেখা যায়)। "ব্যঞ্জকত্বং দৃশ্যতে" -এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে "বিভাবাদিব্যঞ্জনাদ্বারতয়া পারম্পর্য্যেণ" (বিভাবাদির ব্যঞ্জনার দ্বারা পারম্পর্য্যযোগে) বাক্যশেষে এই অংশ বসাইয়া বাক্য সম্পূর্ণ করিতে হইবে। মমারয় ইতি। আমার শত্রু থাকাই উচিত নহে। সম্বন্ধের অনৌচিত্য ক্রোধের বিভাবকে প্রকাশ করিতেছে সেইজন্য "অরয়ঃ" এই বহুবচন। তাপসঃ—তপঃ আছে ইহার।

"তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ"—এখানে তদ্ধিত (তাপসঃ) ও নিপাতনের (তত্রাপি) ব্যঞ্জকত্ব। "সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ" এইখানে তিঙ্‌বিভক্তির শক্তি (নিহন্তি, জীবতি), কারকশক্তি (অত্র. কুলম্); "ধিক্ ধিক্ শক্রজিতম্—এই শ্লোকার্দ্ধে কৃৎ (জিতম্, প্রবোধিতবতা), তদ্ধিত (গ্রামটিকা), সমাস (স্বর্গগ্রামটিকা), উপসর্গ (বিলুণ্ঠন, উচ্ছুনৈঃ, প্রবোধিতবতা) —ইহাদের ব্যঞ্জকত্ব। এইরূপ ব্যঞ্জকত্বের বহুল প্রয়োগ সংঘটিত হইলে কাব্যের রচনাসৌন্দর্য্য সর্ব্বাধিকপরিমাণে সমুন্মীলিত হয়। যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশক একটিমাত্র পদের আবির্ভাব হয়, সেই কাব্যেও কিরূপ রচনাসৌন্দর্য্য দেখা যায়; যেখানে বহুব্যঞ্জকের সমাবেশ হইয়াছে তাহার কথা আর কি বলিব ? যেমন এইমাত্র উদাহৃত শ্লোকে। এখানে "রাবণঃ" এই পদটি অর্থান্তরসংক্রমিত-বাচ্যধ্বনিপ্রভেদের দ্বারা অলঙ্কৃত হইলেও, পরবর্ত্তী ব্যঞ্জকগুলি সমুদ্ভাসিত হয়। প্রতিভাবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মহাত্মারা এইরূপ রচনাপ্রকার বহুল পরিমাণে প্রয়োগ করেন তাহা দেখাই যায়।

'মতুপ্'-অর্থীয় তদ্ধিতের দ্বারা পৌরুষসম্ভাবনাহীনতা অভিব্যক্ত হইতেছে। তত্র ও অপি—এই নিপাতসমুদায়ের দ্বারা অত্যন্ত অসম্ভাবনীয়ত্ব প্রকাশ করা হইতেছে। আমি বর্ত্তমান থাকিতে তাহার দ্বারা 'হনন'-কার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়ে। 'অপি'-শব্দের দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে হননক্রিয়ার সেই কর্ত্তা মনুষ্যমাত্র। অত্রৈবেতি—আমি যে দেশে অধিষ্ঠিত থাকি। নিহন্তি—নিঃশেষে হন্যমান; তাহার কর্ম্ম হইতেছে রাক্ষসবল।' এই অসম্ভব ব্যাপারও সিদ্ধ হইয়াছে। তিঙন্ত-শব্দ ও কারকশক্তি প্রতিপাদক শব্দের দ্বারা পুরুষকারের অগৌরব ধ্বনিত হইতেছে। রাবণ ইতি—এই শব্দের অর্থান্তরসংক্রমিত বাচ্যত্ব পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ধিগ্ ধিগিতি—নিপাতের ব্যঞ্জকত্ব এই যে ইন্দ্রকে যে জয় করা হইয়াছিল ইহা কাল্পনিক আখ্যায়িকা মাত্র। 'শক্রজিৎ'—এই উপপদ সমাসের সাহায্যে 'স্বর্গ' ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ নিজের পৌরুষ স্মরণ করাইতেছে—ইহাই তাহার ব্যঞ্জকত্ব। গ্রামটিকা—নিজের অর্থের বোধক

যেমন মহর্ষি ব্যাসের—

"সুখ অতিক্রান্ত হইয়াছে, দারুণ দুঃখ প্রত্যুপস্থিত হইয়াছে—এই তো কালের অবস্থা। আগামীকাল, আগামীকাল—এম্নি করিয়া পাপসঙ্কুলদিবসবিশিষ্টা পৃথিবী গতযৌবনা হইয়া পড়িয়াছে।"

কৃৎ (অতিক্রান্ত), তদ্ধিত (পাপীয়), বচন (কালাঃ)—ইহাদের দ্বারা এখানে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি আর 'পৃথিবী গতযৌবনা'—ইহার দ্বারা অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সুপ্ প্রভৃতির প্রত্যেকের একটি একটি করিয়া অথবা সমবেতভাবে ব্যঞ্জকত্ব মহাকবিদের কাব্যপ্রবন্ধসমূহে প্রায়ই দেখা যায়। সুবন্তের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

"তোমার সুহৃদ্ নীলকণ্ঠ ময়ূরকে আমার কান্তা কঙ্কণদ্বয়ের শিঞ্জনের সহিত মধুর তালে নৃত্য করান। এইরূপ ময়ূর যেখানে দিনান্তে বাস করে।" (যাম্, তালৈঃ ইত্যাদি)।

স্ত্রীপ্রত্যয়ের সাহায্যে ইহার তুচ্ছতা ব্যঞ্জিত করিতেছে। 'বিলুণ্ঠন'-শব্দে 'বি'-উপসর্গ নির্দ্দয়রূপে আক্রমণের ব্যঞ্জক। 'বৃথা'-শব্দের নিপাতন নিজের পৌরুষের নিন্দার ব্যঞ্জক। ভুজৈরিতি—বহুবচনের দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে ইহারা ভারস্বরূপ। সুতরাং তিল তিল করিয়া এই শ্লোক বিভক্ত করিলে সকল অংশই ব্যঞ্জকরূপে প্রতিভাত হয়; আর কি বলিব? এই অর্থ প্রদর্শনের ফল বুঝাইতেছেন—এবমিতি। একটি পদের সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহার উদাহরণ দিতেছেন—যথাত্রেতি। সুখ যাহাদের মধ্যে অতিক্রান্ত অর্থাৎ কখনও স্থায়ী বর্ত্তমানত্ব লাভ করে না সেই কালসমূহ। সকল কালই, সুখ স্থায়ী হইয়া থাকে এমন লেশমাত্র কালও নাই। প্রত্যুপস্থিতদারুণাঃ—প্রতীপানি—বিরূপ; উপস্থিতানি—উপস্থিত হইতেছে এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সুতরাং দূরবর্ত্তী হইলেও উপস্থিত অর্থাৎ নিকটে সমাগত; এইরূপ দারুণ দুঃখ যাহাদের মধ্যে। দুঃখ বহু প্রকারের; সকল কালই ইহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইতেছে। এইভাবে নির্ব্বেদ অভিব্যঞ্জিত করিয়া কাল শান্তরসের ব্যঞ্জক হইয়াছে। দেশেরও ব্যঞ্জকতা বলিতেছেন—পৃথিবী আগামী কাল, আগামীকাল করিয়া

তিঙন্তের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

"(হে শঠ,) তুমি সরিয়া যাও, অশ্রুমোচন করিবার জন্তই আমার দৈবাহত চক্ষুর্দ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে; তুমি ইহাদিগকে বিকশিত করিও না। দর্শনমাত্রে উন্মত্ত এই চক্ষু দুইটি তোমার এবংবিধ হৃদয় জানিতে পারে নাই।" (অপসর)

অথবা যেমন—

"হে বালক, আমার পথ রোধ করিও না; তুমি দূরে যাও। অহো তুমি অনিপুণ; আমরা পরাধীন; আমাদের শূন্য গৃহ রক্ষণ করিতে হইবে।"

প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকালে, দিন হইতে দিনে অতিক্রান্ত হয়। পাপীয়-দিবসাঃ—পাপের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ যেখানে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দিবসের স্বামী সেইরূপ। কাল স্বভাবতঃই দুঃখময়। তাহার মধ্যেও পাপিষ্ঠ জন যাহার স্বামী সেইরূপ পৃথিবী-নামধেয় দেশের দৌরাত্ম্যের জন্য কাল বিশেষভাবে দুঃখময়। সুতরাং আগামী কাল হইতে আগামী কাল এইভাবে দিন হইতে দিন অতিক্রান্ত হওয়ায় পৃথিবী গতযৌবনা এবং বৃদ্ধাস্ত্রীর মত সম্ভোগের অযোগ্যা। গতযৌবনতার জন্য যে যে দিন আগমন করে তাহাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন হইতে নিকৃষ্ট বলিয়া পাপীয়ান্। এই 'ইয়সুন্'-অন্ত প্রত্যয় মুনিকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর্ষপ্রয়োগরূপে সিদ্ধ। অথবা এখানে ণিজন্ত প্রয়োগ হইয়াছে। অত্যন্তেতি। সেই প্রকারও ইহারই অজ্ঞতা লাভ করে। সুবন্তস্তেতি সমুদায়ের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে; এখন পৃথক্ভাবে বলা হইতেছে—ইহাই ভাবার্থ। তালৈরিতি—বহুবচন অনেক প্রকারের বৈদগ্ধ্য ধ্বনিত করিয়া বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের উদ্দীপক হইতেছে। অপসর ইত্যাদি—উন্মত্ত লোক কিছুই জানিতে পারে না; সুতরাং এইখানে কাহারও অপরাধ নাই। দৈবের এইরূপই নির্ম্মাণ বা কার্য্য। তুমি চলিয়া যাও, বৃথা প্রয়াস করিও না। দৈবের গতি পরিবর্ত্তন করাইতে কেহ পারে না; ইহাই তিঙন্তপদের ব্যঞ্জকতা; অন্যান্য পদগুলিও এই ব্যঞ্জকত্বের দ্বারা অনুগৃহীত—ইহাই ভাবার্থ। মা পন্থানং ইত্যাদি—এখানে 'অপেহি' এই তিঙন্ত পদ—ইহা ধ্বনিত করিতেছে—তুমি দেখিতেছি অবিদগ্ধ; এই জন্তই লোকের সমক্ষে

সম্বন্ধের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

"হে বালক, তুমি অন্যত্র চলিয়া যাও; স্নাননিরতা আমাকে তুমি এখন এত তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া দেখিতেছ কেন? ওহে, যাহারা স্ত্রীকে ভয় করে বাপীতট তাহাদের জন্য নহে।" (জায়াভীরুকাণাং)

প্রাকৃতে তদ্ধিত বিষয়ে 'ক' প্রত্যয়ের (জায়াভীরুকাণাং) প্রয়োগ হইয়াছে এবং তাহার ব্যঞ্জকত্ব নিবেদিত হইতেছে। 'ক' প্রত্যয় অবজ্ঞার আতিশয্য বুঝাইতেছে। বৃত্তির ঔচিত্যের সহিত সমাস-সমূহের প্রয়োগে ব্যঞ্জকত্ব থাকে। নিপাতনের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

"একদিকে সেই প্রিয়ার সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ সমুপনত এবং তাহাই সুদুঃসহ। তদুপরি নবমেঘের উদয়ের জন্য আতপ্ততা দূরীভূত হইয়া যাওয়ায় দিনগুলি অনেকাংশে রম্য হইবে।"

এইরূপ প্রকাশ করিতেছ। শূন্যগৃহরূপ সঙ্কেতস্থান তো আছেই, সেইখানে আসিতে হইবে। "অন্যত্র ব্রজ বালক"—হে অবিদগ্ধবুদ্ধি বালক, স্নানরতা আমাকে কেন এত প্রকৃষ্টরূপে অবলোকন করিতেছ। ভো ইতি—ব্যঙ্গপূর্ণ আহ্বান। জায়াভীরুদের সম্বন্ধে তটই থাকে না। জায়া হইতে যাহারা ভীরু তাহাদের সম্বন্ধে সেই স্থান অতিশয় দূরবর্তী। এই ষষ্ঠ্যন্ত সম্বন্ধের দ্বারা গোপন প্রণয়িনীর ঈর্ষ্যাতিশয্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। কৃতকেতি—'ক' প্রত্যয় তদ্ধিতের উপলক্ষণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। 'ক' প্রত্যয় করা হইয়াছে (কৃতঃ) যে সকল কাব্যবাক্যে যথা জায়াভীরুকাণাং। যে সকল অরসজ্ঞ লোক ধর্ম্মপত্নীদের প্রতি প্রেমপরায়ণ জগতে তাহাদের অপেক্ষা কুৎসিত আর কে হইতে পারে? এইরূপে 'ক' প্রত্যয় অতিশয় অবজ্ঞার দ্যোতনা করিতেছে। সমাসানাং চেতি। কেবল সমাসসমূহের বৃত্তির ঔচিত্যের সহিত প্রয়োগ করা হইলে ব্যঞ্জকত্ব প্রকাশিত হয়। 'চ'-শব্দ ইতি। দুইটি 'চ'-কার থাকিলেও জাতি বা সমুদায় বুঝাইতে একবচন। কাকতালীয় ন্যায়ে স্ফোটকের উপরে বিস্ফোটের মত তাহার প্রস্থান ও বর্ষার অভ্যাগম একত্রে সমুপস্থিত। প্রাণ-হরণের পক্ষে ইহা যথেষ্ট—ইহাই দুইটি 'চ'-শব্দের দ্বারা বলা হইতেছে। অতএব 'রম্য'-পদের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্দীপন-বিভাবতা প্রকাশিত হইয়াছে। 'তু'-শব্দ ইতি। 'তু'-শব্দ অনুতাপসূচক হইয়া ইহা ধ্বনিত করিতেছে

এখানে 'চ'-শব্দ। অথবা যেমন—

"সে বারংবার অঙ্গুলীর দ্বারা অধরোষ্ঠ আচ্ছাদিত করিয়াছিল; অর্দ্ধস্ফুট নিষেধবাক্য উচ্চারণ করিবার সময় লজ্জাতিশয্যের জন্য মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল এবং স্কন্ধের উপর ফিরিয়া গিয়াছিল। এই সুনয়নার মুখমণ্ডল আমি কোনক্রমে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, চুম্বন তো করি নাই।"

এখানে 'তু'-শব্দ। নিপাতন সমূহের (বস্তু) দ্যোতকত্ব প্রসিদ্ধ হইলেও এখানকার ব্যঞ্জকত্ব রসের প্রয়োজনানুসারে হইয়াছে—ইহা দ্রষ্টব্য। উপসর্গসমূহের ব্যঞ্জকত্ব যথা—

"কোথাও শুকপক্ষী কোটরে অবস্থিত থাকিলে তাহাদের মুখ হইতে যে উড়িধান স্খলিত হইয়াছে, তাহা গাছের নীচে পড়িয়া আছে; কোথাও প্রস্তরখণ্ডে ইঙ্গুদীফল চূর্ণ করায় প্রস্তরখণ্ডগুলি অতি স্নিগ্ধ হইয়াছে।" বৃক্ষগুলি পলায়নপর না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে রথের শব্দ শুনিতেছে, জলাশয়ের পথগুলি বল্কলের অগ্র হইতে নিঃস্যন্দিত জলের রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে।" ইত্যাদিতে।

যে চুম্বনমাত্রাভেব দ্বারা চরিতার্থতা হইত। বৈয়াকরণদের গৃহে নিপাতনের ব্যবহার তো উদ্দ্যোতিতই হইয়া থাকে শব্দের প্রথমে বা স্বতন্ত্রভাবে ইহাদের প্রয়োগ হয় না, ইহাদের সম্পর্কে ষষ্ঠ্যাদি সম্বন্ধের কথা শোনা যায় না, ইহাদের লিঙ্গ বা সংখ্যাও নাই। এই সব লক্ষণের জন্য ইহারা দ্যোতক, ইহারা বাচক হইতে পৃথক—ইহাই ভাবার্থ। প্রস্নিগ্ধাঃ—প্রকর্ষের সহিত স্নিগ্ধ। প্রকৃষ্টতা দ্যোতনা করিয়া ইঙ্গুদীফলের সরসতা বুঝাইয়া আশ্রমের সরসতা ধ্বনিত করিতেছে। কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, "তাপসদের ফলবিশেষের প্রতি অভিলাষাতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে।" তাহা ঠিক নহে। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে ইহা রাজার উক্তি, তাপসের নহে। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিত্রাণামিতি—ইহা অধিক উপসর্গের প্রয়োগ যাহাতে করা না হয় তজ্জন্য বলা হইতেছে। সমুদ্বীক্ষা—সম্যক (সম্), উচ্চে (উৎ), ও বিশেষভাবে (বি) দেখা (ঈক্ষণ) ভগবান্ সূর্য্যের কৃপাতিশয্য প্রকাশ করিতেছে। "হে ঈশ্বর, তুমি মানুষের মত সমুপচারণ করিয়া বেড়াও, স্বয়ং যোগীশ্বরও তোমাকে ভাল করিয়া জানেন না। নিজের

একটি পদে দুইটি তিনটি করিয়া উপসর্গের একত্র প্রয়োগ করিলে তাহা রসের আনুকূল্য করার জন্যই নির্দোষ হয়। যেমন—

"অন্ধকারের উত্তরীয় বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় মনুষ্য ও জন্তুদিগকে আবরণহীন অবস্থায় সমুদ্বীক্ষণ করিয়া" অথবা যেমন—"মনুষ্যবৃত্ত্যা সমুপাচরন্তম্" ইত্যাদিতে।

নিপাতন সম্পর্কেও ইহাই প্রযোজ্য। যেমন—"অহো বতাসি স্পৃহণীয়বীর্য্যঃ" (অহো, তোমার বীর্য্য স্পৃহণীয় বটে।) ইত্যাদিতে। অথবা যেমন—

"গুণিজনউৎসাহ প্রাপ্ত হইলে যাঁহারা সুখে জীবন ধারণ করেন, যাঁহারা নিজের দেহে আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারেন না, যাঁহারা প্রীতিতে নৃত্য করেন, যাঁহাদের আনন্দাশ্রু নিঃষ্যন্দিত হয় এবং পুলকের সঞ্চার হয়, অসাধুজনের পরিপোষণ করিয়া শঠস্বভাব দৈব তাঁহাদিগকেই বিনষ্ট করিলে কোথায় আশ্রয় লই ; হা ধিক ! কি ক্লেশ !" ইত্যাদিতে।

বুদ্ধির উপযুক্ত বস্তুর মানদণ্ডে যাহারা অনুমান করে সেই বুদ্ধিহীন মানুষেরা নিজেদের তর্কের দ্বারা তোমাকে জানিতে চাহে।" সমুপাচরন্তম্—সম্যক্‌রূপে (সম্) নিজেকে উপাংশু (উপ) বা গোপন করিয়া, তুমি চতুর্দ্দিকে (আ) চরণ করিয়া বেড়াও। ইহার দ্বারা সেই সেই রূপ আচরণকারী পরমেশ্বরের লোকানুগ্রহেচ্ছার আতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে। তথৈবেতি। রসের ব্যঞ্জকত্ব থাকিলে দুই তিনটিরও প্রয়োগ দোষাবহ হয় না। অহো বত ইতি হা ধিগিতি—ইহাদের দ্বারা যথাক্রমে শ্লাঘাতিশয্য, নির্ব্বেদাতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে। প্রসঙ্গানুসারে পদের পুনরুক্তিও ব্যঞ্জক হইতে পারে ; তাই বলিতেছেন—পদপৌনরুক্ত্যমিতি। পদের উল্লেখের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে যথাসম্ভব ইহা বাক্যাদিরও উপলক্ষণ। বিদন্তীতি। তাঁহারাই সকল বস্তু বিশেষ করিয়া জানেন—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। বাক্যের পুনরুক্তির দৃষ্টান্ত যেমন—(রত্নাবলীতে) "পশ্য দীপাদন্যস্মাদপি" (দেখ, অন্য দীপ হইতেও) এই বাক্যের পর "কঃ সন্দেহঃ দীপাদন্যস্মাদপি" (কি সন্দেহ, অন্য দীপ হইতেও) এই বাক্য থাকায় ইহাই ধ্বনিত হইতেছে যে ঈপ্সিত বস্তু পাইতে বিঘ্ন হইবে না। (অথবা বেণীসংহারে) "কিং কিম্? স্বস্থা ভবন্তি ময়ি জীবতি" (কি, কি?

ব্যঞ্জকত্বের প্রয়োজনানুসারেই পদের পুনরুক্তি করিলে তাহাও শোভা আনয়ন করে—

"প্রতারণায় যে খলজনের চিত্ত নিহিত, যে স্বার্থসাধনতৎপর সে যে বহু কপট চাটুবাক্য বলে তাহা সাধুজনেরা যে জানেন না তাহা নহে, অবশ্যই জানেন। কিন্তু ইহার কপট প্রণয়কে নিষ্ফল করিতে পারেন না।" (ন ন বিদন্তি বিদন্তি)

কালের দ্বারা ব্যঞ্জকত্বের উদাহরণ, যেমন—

"যে পথগুলি বন্ধুর ও অবন্ধুর এবং চতুর্দ্দিকে মন্থরগামী পথিকের সঞ্চরণস্থল তাহারা শীঘ্রই মনোরথের পক্ষেও দুর্লঙ্ঘ্য হইবে।"

এখানে "অচিরাস্তবিষ্যন্তি পন্থানঃ" এই ভবিষ্যন্তি-পদে কালবিশেষ-বাচক প্রত্যয় রসপরিপুষ্টির হেতু হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। এই গাথার অর্থ প্রবাসবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের বিভাবত্বের জন্য পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণার যোগ্য হইয়া রসশালী হইয়াছে। এখানে যেমন প্রত্যয়-অংশ ব্যঞ্জক হইয়াছে তেমন কোন কোন জায়গায় শব্দের মূল (প্রকৃতি) অংশও ব্যঞ্জক হয়, যেমন—

"সেই গৃহের ভিত্তি ছিল জীর্ণ, এই মন্দির আকাশস্পর্শী; সেই গাভী ছিল জরাগ্রস্ত আর এখন মেঘসদৃশ হস্তীরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চরিয়া বেড়াইতেছে।

আমি জীবিত থাকিতে তাহারা সুস্থ থাকিবে!)—ইহার দ্বারা ক্রোধাতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে। (অথবা বিক্রমোর্ব্বশীতে) "সর্ব্বক্ষিতিভৃতাং নাথ, দৃষ্টা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী" (হে সর্ব্বপর্ব্বতের নাথ, তুমি কি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখিয়াছ?) ইহার দ্বারা উন্মাদাতিশয্য ধ্বনিত হইতেছে। কালস্যেতি। কারক, কাল, সংখ্যা, আত্মনেপদ-পরস্মৈপদে কর্ত্তার অভিপ্রেত ক্রিয়াফলাদি—তিঙ্ সুপশব্দের দ্বারা এই চার প্রকারের অর্থ বোদ্ধব্য; সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অন্বয়ব্যতিরেকের সাহায্যে বিচার করিলে যে কোন অংশের মধ্যে ব্যঞ্জকত্ব দেখা যাইতে পারে—ইহাই ভাবার্থ। রসপরিপোষেতি। যে বর্ষা আসিবে, যাহা এখনও কল্পনার বিষয় তাহাই কম্প আনয়ন করে। বর্ত্তমানের কথা আর বলিয়া লাভ কি? অংশের মধ্যেও ব্যঞ্জকত্ব থাকিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—যথাত্রেতি।

সেই ঢেঁকির শব্দ ছিল অতি ক্ষুদ্র, আর এখন নারীদের এই মধুর সঙ্গীত। কি আশ্চর্য্য, ব্রাহ্মণ কয়েক দিনের মধ্যেই এই সম্পদ্ লাভ করিয়াছেন।"

এই শ্লোকে 'দিবসৈঃ'—এই পদে প্রকৃতি বা মূল অংশও দ্যোতক হইয়াছে। এই শ্লোকে সর্ব্বনামসমূহের ব্যঞ্জকত্বের উদাহরণও পাওয়া যায়। এখানে সর্ব্বনামগুলিই ব্যঞ্জক হইয়াছে ইহা মনে করিয়াই কবি 'কোথায়' (ক্ব) ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করেন নাই। এই ভাবে সহৃদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই অন্য আরও ব্যঞ্জকবিশেষ কল্পনা করিয়া লইবেন। পদ, বাক্য ও রচনার দ্যোতকত্বের কথা বলাতেই এই সকল বিষয় বলা হইয়াছে; তথাপি নানা প্রকারের ব্যুৎপত্তি জন্মাইবার জন্য পুনরুক্তি করা হইল। বলা হইয়াছে যে রসাদি অর্থসামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়; তাই সুপ্ প্রভৃতির ব্যঞ্জকত্বের বিবরণ অপ্রাসঙ্গিকই হইয়া পড়ে—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। এখানে পদসমূহের ব্যঞ্জকত্বের কথা বলিবার অবসরে সুপ্ প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইল। অপিচ রসাদি অর্থবিশেষের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইলেও সেই অর্থবিশেষ ব্যঞ্জক শব্দের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে বলিয়া তাহাদের ব্যঞ্জকস্বরূপ যে বিভাগ করিয়া জানা যায় তাহা যুক্তিযুক্তই বটে।

'দিবস'-শব্দের অর্থ এই বিষয়ের অত্যন্ত অসম্ভাব্যমানতা ধ্বনিত করিতেছে। সর্ব্বনাম্নাং চেতি। শব্দের মূল (প্রকৃতি) অংশেরও। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে প্রকৃতি বা মূল অংশের সঙ্গে মিলিত হইয়া সর্ব্বনামকেও ব্যঞ্জক হইতে দেখা যায়। সুতরাং কোন পুনরুক্তি হইল না। গৃহের মধ্যে মূষকাদি সমস্ত অমঙ্গলের কারণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে—ইহাই 'তৎ'-পদ 'নতভিত্তি' প্রকৃতি অংশের সাহায্যে ধ্বনিত করিতেছে। কেবল 'তৎ' এই শব্দ বলিলে অতিশয় সমুৎকর্ষ বুঝাইবার সম্ভাবনাও থাকিত। আবার কেবল 'নতভিত্তি'-শব্দের দ্বারা অতিশয় দুর্ভাগ্যের সূচক বৈশিষ্ট্যগুলি বলা হয় না। "সা ধেনু" ইত্যাদিতেও এই যুক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে তৎ-শব্দ স্মারকরূপে দ্যোতক হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই জাতীয় 'তৎ'-শব্দের সঙ্গে 'যৎ'-শব্দের সম্বন্ধ নাই। অতএব এখানে 'তদিদং'-শব্দাদির দ্বারা স্মৃতি

কোন কোন শব্দবিশেষের চারুত্ব এবং অন্যান্য স্থলের চারুত্ব যে ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে সেই চারুত্বও তাহাদের ব্যঞ্জকত্বের দ্বারা পাওয়া যায়, ইহা বুঝিতে হইবে। যে ব্যঞ্জকের চারুত্ব এখন রচনাবিশেষে শীঘ্র প্রতিভাত হইতেছে না তাহা অন্য রচনায় এক সময় দেখা গিয়াছে। তাহাই অভ্যাসবশতঃ সেইখানেও প্রতিভাত হয়, যদিও ইহারা সেই সেই প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই সকল ব্যঞ্জক প্রবাহপতিতের ন্যায়; প্রাচীন পরিচয়ের স্রোতোবেগেই ব্যঞ্জকত্ব লাভ করে। ইহা অবধান করিতে হইবে। এইরূপ না হইলে একাধিক শব্দের বাচকত্ব একরকমের হইলেও চারুত্ব বিষয়ে তাহাদের পার্থক্য হয় কেন? যদি বলা হয় শব্দের এই বৈশিষ্ট্য অন্য ব্যাপার; ইহা সহৃদয়ের সংবেদ্য, তবে প্রশ্ন করিব, এই সহৃদয়ত্ব বস্তুটি কি? ইহা কি রসভাবের সঙ্গে সম্পর্ক-

ও অনুভবের বিষয়ের অত্যন্ত বিবোধিতা সূচিত হওয়ায় ইহার দ্বারা আশ্চর্য্য বিভাবত্ব লাভ হইয়াছে। 'তদিদং'-শব্দাদির অভাবে সমস্তই অসঙ্গত হইত, সেইজন্যই এই অংশকে রসের প্রাণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। দুইটি এবং তিনটি —ইহারা পদের সমগ্রতার ব্যঞ্জক হইয়াছে; দুইটিতে মিলিয়া ব্যঞ্জক অথবা তিনটিতে মিলিয়া ব্যঞ্জক—ইহাই উপলক্ষণ। সুতরাং লোষ্টপ্রস্তারন্যায়ে অনন্ত বৈচিত্র্য কথিত হইল। এই জন্যই বলিবেন—অন্যেঽপি (অন্যেঽপি ব্যঞ্জকবিশেষাঃ) ইতি। এই সকল কথা অতিশয় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে বলিয়া শিষ্যের বুদ্ধি ঠিক ধরিতে পারিবে না; তাই সংক্ষেপে বলিতেছেন—এতচ্চেতি। বিস্তারিত করিয়া বলারও প্রয়োজন স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—বৈচিত্র্যেণেতি। নন্বিতি। পূর্ব্বে নির্ণীত হইলেও যাহাতে ভুলিয়া না যায় [illegible] এবং অধিক অংশ বুঝাইবার জন্য এই প্রশ্ন আক্ষিপ্ত হইতেছে; উক্ত[illegible] শব্দের বাচকত্ব ধ্বনিব্যবহারের উপযোগী নহে; তাহা হইলে অবাচক শব্দের ব্যঞ্জকত্ব হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রসাদির ব্যঞ্জকত্ববিষয়ে সঙ্গীত প্রভৃতির ন্যায় শব্দের ব্যাপার অতি অবশ্যই আছে, সেই ব্যাপার ব্যঞ্জনাত্মকই —ইহাই ভাবার্থ। ইহা আমরা প্রথম উদ্দ্যোতে নির্ণীত করিয়া দিয়াছি। ইহা যে আমরা অপূর্ব্ব কিছু বলিলাম তাহা নহে; তাই বলিতেছেন— শব্দবিশেষাণাং চেতি। অন্যত্রেতি। ভামহের বিবরণে।

হীন, শুধু কাব্যবিষয়ক সঙ্কেত বা নিয়ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না রস-ভাবময় কাব্যস্বরূপ জানিবার নৈপুণ্য ? যদি প্রথম পক্ষ অবলম্বন করা হয় তাহা হইলে তথাবিধ সহৃদয় ব্যক্তিরা যে শব্দবিশেষের বিধান দিবেন, তাহার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম থাকিবে না, যেহেতু অন্য সময়ে তাঁহারাই আবার ঐ ঐ শব্দের অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন করিলে রসজ্ঞতাকেই সহৃদয়ত্বের লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। তথাপি সহৃদয় ব্যক্তিরা শব্দের বৈশিষ্ট্য অনুভব করেন ; রসাদি অর্থ বুঝাইবার সামর্থ্যই শব্দের নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য। তাই তাহাদের চারুত্ব মুখ্যভাবে ব্যঞ্জকত্বকেই আশ্রয় করে। যখন তাহারা বাচকত্বকে আশ্রয় করে তখন অর্থ বুঝাইবার শক্তি অনুসারে তাহারা প্রসাদগুণরূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আর যেখানে অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক নাই সেইখানে অনু-প্রাসাদিই তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

বিভাগেনেতি। স্রক্ (মাল্য), চন্দন প্রভৃতি শব্দ যে শৃঙ্গাররসে সুন্দর এবং বীভৎসরসে অসুন্দর—এই বিভাগ রসের দ্বারাই করা হইয়াছে। শব্দ রসের ব্যঞ্জক হয়—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যত্রাপীতি। প্রকৃত প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্রক্, চন্দনাদি শব্দ শৃঙ্গারের ব্যঞ্জক না হইলেও পূর্বে বহুবার ইহাদের শৃঙ্গারব্যঞ্জকত্ব দেখা গিয়াছে বলিয়া ইহাদের সেইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিবার শক্তি থাকে, যেমন কোন বস্ত্রে ফুল রাখিলে তাহা তুলিয়া লইলেও তাহার সুগন্ধ থাকে। সেইভাবে "তটী-তারং তাম্যতি" (তটী অতি দ্রুত বিশীর্ণ হইতেছে) এই বাক্যে 'তট'-শব্দের পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিংঙ্গের অনাদর করিয়া সহৃদয় ব্যক্তিরা স্ত্রীলিংঙ্গের প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ "স্ত্রী নামও মধুর।" অথবা আমার উপাধ্যায় বিদ্বৎ-কবি সহৃদয় চক্রবর্ত্তী ভট্টেন্দুরাজের নিম্নলিখিত শ্লোক উদাহৃত হইতে পারে—"সেই চন্দ্র যদি নীলপদ্মের দ্যুতিবিশিষ্ট নিজ-কলঙ্কচিহ্ন পরিত্যাগ না করে অথচ ভাগ্যবশতঃ তাহার সৌন্দর্য্য যদি জন-সাধারণের বিস্ময়ের কারণ হইতে পারে, তাহা হইলে সুন্দরীর কপোলতলের যে কোমল কান্তি তাহা কি না করিতে পারে ?" 'ইন্দীবর', 'লক্ষ্ম', 'বিস্ময়', 'নাম', 'পরিণাম', 'কোমল' প্রভৃতি শব্দের শৃঙ্গারের অভিব্যঞ্জনশক্তি অন্যত্র দেখা গিয়াছে বলিয়া এখানে তাহারা অতিশয় সৌন্দর্য্য আনয়ন করিতেছে।

এইভাবে রসাদির ব্যঞ্জকদের স্বরূপ বলিয়া তাহাদেরই প্রতিবন্ধকদের লক্ষণ বলিবার জন্য এই উপক্রম করা হইতেছে—

প্রবন্ধে অথবা মুক্তকেও যিনি রসাদির সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করেন সেই সুধী ব্যক্তি প্রতিবন্ধকসমূহের পরিহারে যত্নবান্ হইবেন। ১৭॥

কাব্যপ্রবন্ধে অথবা মুক্তকেও রস এবং ভাবের সন্নিবেশ করিতে যিনি আগ্রহশীল সেই কবি প্রতিবন্ধকের পরিহার করিতে যত্ন নেন্। তাহা না হইলে তিনি একটি রসময় শ্লোক রচনাও সম্পন্ন করিতে পারিবেন না। সেই সকল রসবিরোধী বস্তু আবার কি যাহা কবিকে যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিতে হইবে? তাই বলা হইতেছে—

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, তাই বলিতেছেন—কোঽন্যথেতি। ইহা অসংবেদ্য এই কথা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না, এই আশয় লইয়া বলিতেছেন—সহৃদয়েতি। পুনরিতি। পুরুষের ইচ্ছারই বাঁধাধরা নিয়ম নাই; তদায়ত্ত সঙ্কেত কেমন করিয়া নিয়ত হইবে? মুখ্যং চারুত্বমিতি। 'বিশেষঃ' পূর্ব্বের এই শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ। অর্থাপেক্ষায়ামিতি। বাচ্য অর্থের অপেক্ষায়। অনুপ্রাসাদিরেবেতি। অন্য শব্দের সহিত যে রচনা এই বৈশিষ্ট্য তাহার অপেক্ষা রাখে। 'আদি'-শব্দের দ্বারা সকল শব্দ-গুণ ও সকল শব্দালঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে। অতএব বিন্যাসভঙ্গীর দ্বারা, প্রসাদগুণের দ্বারা এবং চারুত্বের দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া কাব্যে শব্দের প্রয়োগ করিতে হইবে—ইহা তাৎপর্য্য। বর্ণ, পদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র প্রবন্ধ পর্য্যন্ত রসাদির যে ব্যঞ্জক তাহার স্বরূপ অভিহিত করিয়া—এইরূপে যোজনা করিতে হইবে। উপক্রম্যত ইতি। এই কারিকার দ্বারা বিরোধী বস্তুর লক্ষণ করার প্রয়োজন বলা হইতেছে: ইহাদের পরিহার যে সম্ভব তাহা দেখানই এই প্রয়োজন। "বিরোধিরসসম্বন্ধি" (৩।১৮) ইত্যাদির দ্বারা এই লক্ষণকরণ সম্পাদন করিতে হইবে ইহাই অর্থ। ১৫-১৭॥

আপত্তি হইতে পারে যে পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে বিভাবানুভাবসঞ্চার্য্যৌচিত্য চারুণঃ (বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাবের দ্বারা সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত)—ইত্যাদি (৩।১০) তাহা হইতেই ব্যতিরেকের দ্বারা বর্ত্তমান বক্তব্য বুঝা যাইতে

প্রস্তাবিত রসের বিরোধী রসের সম্পর্কিত বিভাবাদির গ্রহণ; অপ্রাসঙ্গিক অন্য বস্তু সম্পর্কিত হইলেও তাহার বিস্তারিত বর্ণন। ১৮॥

উপযুক্ত অবসর ব্যতিরেকে রসের বিচ্ছেদ এবং উপযুক্ত অবসর ব্যতিরেকে রসের প্রকাশ। যে রস পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে বারংবার তাহারও প্রকাশন—এই সমস্ত কার্য্য এবং বৃত্তির অনৌচিত্য রসের পরিপন্থী হয়। ১৯॥

অন্য যে রস প্রস্তাবিত রসের পরিপন্থী তাহার সম্পর্কিত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের গ্রহণ রসের বিরোধের হেতু হইবে ইহা সম্ভব। সেইখানে বিরোধী রসের বিভাব গ্রহণ করিবার উদাহরণ যেমন, শান্তরসের স্থলে কোন কোন বস্তু তাহার বিভাবরূপে নিরূপিত হইলে তাহার পরই শৃঙ্গারাদির বিভাবের বর্ণনায়।

পারে। এই আপত্তি ঠিক নহে, ব্যতিরেকের দ্বারা বস্তুর অভাব সম্পর্কে প্রতীতি হইতে পারে, বিরুদ্ধ বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে নহে। সেই সকল বস্তুর অভাব ততটা দোষাবহ নহে, যতটা তদ্বিরুদ্ধ বস্তুর অস্তিত্ব। পথ্যের অভাব ততটা ব্যাধি আনয়ন করে না, যতটা কুপথ্যের ব্যবস্থা। তাই বলিতেছেন—যত্নতঃ ইতি। 'বিভাব' (৩।১০) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে, 'বিরোধী' ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন। 'ইতিবৃত্ত' (৩।১১-১২) ইত্যাদি দুই শ্লোকের দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে, 'বিস্তরেণ' ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিয়াছেন। 'উদ্দীপন' (৩।১৩) ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে 'অকাণ্ডে' ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন। 'রসস্য (৩।১৩) ইত্যাদি অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা যাহা বলা হইয়াছে 'পরিপোষং' এই অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা তাহার বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন। 'অলঙ্কৃতীনাম্' (৩।১৪) ইত্যাদি যে বলা হইয়াছে, 'বৃত্ত্যনৌচিত্যম্' দ্বারা তদ্বিরুদ্ধ বিষয়ের ও অপর একটি বিরুদ্ধ বিষয়ের কথা বলিতেছেন। ইহা ক্রমে বলিতেছেন—প্রস্তুত রসাপেক্ষয়া ইত্যাদির দ্বারা। হাস্যরস ও শৃঙ্গাররস, বীর রস ও অদ্ভুত রস, রৌদ্র রস ও করুণ রস, ভয়ানক রস ও বীভৎস

বিরোধী রস ও ভাবের গ্রহণের উদাহরণ, যেমন প্রিয়ের প্রতি প্রণয়কুপিতা কামিনীদিগকে বৈরাগ্যসূচক কথার দ্বারা অনুনয় করিলে। বিরোধী রসের অনুভাবের গ্রহণ, যেমন—প্রণয়কুপিতা নায়িকা অপ্রসন্ন হইলে কোপাবিষ্ট নায়কের রৌদ্ররসের অনুভাবের বর্ণনায়। রসভঙ্গের অপর একটি হেতু এই—প্রস্তাবিত রসের প্রয়োজনে অপর কোন বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা, যদিও সেই বস্তু প্রস্তাবিত রসের সঙ্গে কোনও প্রকারে সম্বদ্ধ থাকে। যেমন, বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসে কোন নায়ককে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করা হইলে কবি যদি যমক প্রভৃতি অলঙ্কারের নির্ম্মাণের আনন্দে মত্ত হইয়া বিরাট প্রবন্ধের দ্বারা পর্ব্বতাদির বর্ণনা করেন। উপযুক্ত অবসর ছাড়াই রসের বিচ্ছেদ এবং উপযুক্ত অবসর ছাড়াই রসের প্রকাশন—ইহা রসভঙ্গের অপর হেতু বলিয়া জানিতে হইবে। সেইখানে অবসর ব্যতিরেকে রসের বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত যেমন—কোন নায়ক কোন নায়িকার সঙ্গে মিলন-স্পৃহা করিয়াছে, শৃঙ্গাররস পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, ইহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগও জানা হইয়াছে; তখন মিলনের চিন্তার উচিত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কবি যদি স্বতন্ত্রভাবে অন্য ব্যাপারের বর্ণনা করেন। অনবসরে রসের প্রকাশনের উদাহরণ, যেমন—যে যুদ্ধ কল্পপ্রলয়ের সৃষ্টি করিতে

রস—ইহাদের বিভাবের মধ্যে বিরোধ নাই, এই অভিপ্রায়েই শান্ত রস ও শৃঙ্গার রসের উল্লেখ করা হইল, কারণ অনুরাগ ও প্রশমন পরস্পরবিরুদ্ধ। বিরোধিরসভাবপরিগ্রহঃ—বিরোধী রসের যে ভাব অর্থাৎ ব্যভিচারী ভাব তাহার গ্রহণ। বিরোধী রসের যে ভাব তাহার স্থায়ীরূপে উত্থানের প্রসঙ্গই নাই; সুতরাং স্থায়িভাবের গ্রহণ অসম্ভব। ব্যভিচারী রূপে তাহার গ্রহণ হইতে পারে। সুতরাং 'ভাব'-শব্দের সাধারণ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বৈরাগ্যকথাভিঃ—'বৈরাগ্য'-শব্দের দ্বারা শান্ত রসের স্থায়ী ভাব যে নির্ব্বেদ তাহার কথা বলা হইয়াছে। যেমন—"প্রসন্ন হইয়া অবস্থান কর, আনন্দ প্রকাশ কর, ক্রোধ পরিত্যাগ কর।" এইরূপে শৃঙ্গার রসের উপক্রমণিকা করিয়া, "হে মুগ্ধে, কালহরিণ একবার গত হইলে আর ফিরিতে পারে না।" এইভাবে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার রচনা করিয়া কবি যদি শান্তরসের অবতারণা

পারে এইরূপ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে বিবিধ বীরের নাশ হইতেছে। এই যুদ্ধের নায়ক রাম দেব-সদৃশ; ইহার হৃদয়ে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসোচিত ভাব সঞ্চারিত না হইলেও উপযুক্ত কারণ ছাড়াই যদি শৃঙ্গাররসসম্বন্ধীয় কথার অবতারণা করা হয়। এবংবিধ বিষয়ে দৈবকৃত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা ঘটাইয়া প্রতিনায়কের পরিহার করা সঙ্গত নহে, কারণ কবি প্রধানভাবে রসসৃষ্টিতেই প্রবৃত্ত হইবেন—ইহাই যুক্তি সঙ্গত। "আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবাঞ্জনঃ" (আলোকার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় হিসাবে দীপশিখায় যত্নবান্ হয়েন) ইত্যাদির (১।৯) দ্বারা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইতিবৃত্তবর্ণনা রসসৃষ্টির উপায়মাত্র। অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধশূন্য হইয়া রস ও ভাব প্রকাশ করিতে গেলে এবং শুধু ইতিবৃত্তকে প্রাধান্য দিলে এবংবিধ দোষ হইবে। সুতরাং রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্যের তাৎপর্য্যেই তাঁহাদের লক্ষ্য রাখা সঙ্গত। এই জন্যই আমরা এই প্রযত্ন

করেন তবে নির্ব্বেদের অনুপ্রবেশ মাত্র হইলে রতি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিষয়ের তত্ত্ব যে জানিয়াছে সে কেমন করিয়া বনিতার প্রেমকে জীবনের সর্ব্বস্ব মনে করিবে? শুক্তিকা ও রজতের তত্ত্ব যে জানিয়াছে মোহাচ্ছন্ন না হইলে সে কেমন করিয়া শুক্তিকাকে গ্রহণযোগ্য মনে করিবে? কথাভিরিতি—বহুবচনের দ্বারা ধৃতি, মতি প্রভৃতি শান্ত রসের ব্যভিচারী ভাব সংগৃহীত হইয়াছে। প্রশ্ন হইবে, যে উন্মত্ত নহে সে কেন অন্য বস্তু বর্ণনা করিবে? বিস্তারিত বর্ণনার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; তাই বলিতেছেন—কথঞ্চিদন্বিতস্যেতি। ব্যাপারান্তরেতি। যেমন বৎসরাজচরিতে চতুর্থ অঙ্কে রত্নাবলীর নাম গ্রহণ না করিয়াই বিজয়বর্ম্মার বৃত্তান্ত বর্ণনায়। অপি তাবদিতি—এই দুই শব্দের দ্বারা দুর্য্যোধনাদির সেইরূপ (শৃঙ্গারাদির) বর্ণনা অগ্রাহ্য বলিয়া দূরীকৃত হইল। এখানে বেণী-সংহার নাটকের সমগ্র দ্বিতীয় অঙ্কই উদাহরণরূপে ধ্বনিত হইতেছে। অতএব বলিবেন—'দৈবব্যমোহিতত্বম্' ইতি। পূর্ব্বে কিন্তু সন্ধ্যঙ্গ বুঝাইতে প্রত্যুদাহরণ হিসাবে ইহার কথা বলা হইয়াছে। কথাপুরুষস্যেতি। প্রতি-নায়কের। অতএব চেতি। যেহেতু রসসৃষ্টিই কবির মুখ্য ব্যাপার সেইজন্য

আরম্ভ করিয়াছি, শুধু ধ্বনিপ্রতিপাদনে অভিনিবেশ ইহার কারণ নহে। রসভঙ্গের অপর একটি হেতুতেও মনোনিবেশ করিতে হইবে—যে রস পরিপুষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহারও বারংবার প্রকাশন। যে রস উপভুক্ত হইয়া নিজের সামগ্রীর দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহা যদি পুনঃ-পুনঃ বর্ণিত হয় তাহা হইলে তাহাকে পরিম্লান ফুলের মত মনে হইবে। তারপর, বৃত্তির ব্যবহারে যে আনৌচিত্য তাহাও রসভঙ্গের হেতুই। যেমন কোন নায়িকা যদি সমুচিত ভঙ্গী ব্যতিরেকেই নিজে নায়ককে নিজের সম্ভোগের অভিলাষ বলে। অথবা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ কৈশিকী প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি আছে আর উপনাগরিকা প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি অন্য কাব্যালঙ্কারে প্রসিদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের যে অনৌচিত্য বা অনুপযোগী বিষয়ে প্রয়োগ তাহাও রসভঙ্গের হেতু। এইভাবে রসের এই সকল প্রতিবন্ধক এবং কবিগণ এইরূপে অন্য যে সকল প্রতিবন্ধক নিজে কল্পনা করিবেন তাহাদের পরিহারবিষয়ে সৎকবিরা অবহিত হইবেন।

ইতিবৃত্তমাত্রকে প্রাধান্য দিলে এবং রসভাবের নিবন্ধন ব্যাপারে অঙ্গাঙ্গি-ভাবশূন্য হইলে অর্থাৎ গৌণমুখ্যের বিচার না করিলে সেই সকল রচনা দোষাবহ হইবে। ন ধ্বনি প্রতিপাদনমাত্রমিতি। ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে মনোযোগ দিয়া কি হইবে? তাহা কাকের দন্তের পরীক্ষার মতই ব্যর্থ হইবে—ইহাই ভাবার্থ। বৃত্ত্যনৌচিত্যমেব চেতি—ইহা বহুভাবে বুঝাইতেছেন। তদপি—ইহার দ্বারা কারিকামধ্যস্থ ‘চ’-শব্দের ব্যাখ্যা দিতেছেন। রসভঙ্গহেতুরেব—ইহার দ্বারা বলা হইয়াছে যে কারিকাস্থ ‘এব’-কারকে ক্রমভঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। রসস্য বিরোধায় এব—এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে। ধীরোদাত্তাদি শ্রেণীর নায়ককে সর্ব্বথা বীররসানুযায়ী হইতে হইবে; সুতরাং এই শ্রেণীর নায়কের চরিত্রে কাতর-পুরুষোচিত অধৈর্য্যের যোজনা করা দোষাবহ হইবে। তেষামিতি—রসাদির। তৈরিতি—সুকবিদের দ্বারা। সোঽপশব্দ ইতি—অপযশ। আপত্তি হইতে পারে যে রতিদেবীর বিলাসস্থলে (রতিবিলাস—কুমারসম্ভবকাব্যে চতুর্থ সর্গ) করুণরস পরিপুষ্ট হইয়া গেলেও কালিদাস পুনঃপুনঃ তাহার প্রকাশ করিয়াছেন;

এই বিষয়ে এই সংগ্রহ শ্লোক দেওয়া যাইতেছে :—

"রসাদি সুকবিদের ব্যাপারের মুখ্য বিষয়। সুকবিরা এই রসাদির সন্নিবেশকার্য্যে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া ব্রতী হইবেন যাহাতে তাঁহারা ভ্রমে পতিত না হয়েন। যে কাব্যপ্রবন্ধ রসহীন তাহা মহাকবির অপযশের কারণ। তাহার জন্য তিনি অকবিই হইয়া পড়িবেন; এবং এইরূপ কাব্য রচনা করিলে অপর কেহ তাঁহার নাম স্মরণ করিবে না। প্রাচীন কবিরা বিশৃঙ্খলবাক্ হইয়াও কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। অতএব সেই নজিরে মনীষী ব্যক্তি এই নীতি ত্যাগ করিবেন না। বাল্মীকি, ব্যাস প্রমুখ যে সকল প্রখ্যাত কবীশ্বর আছেন, আমাদের দ্বারা দর্শিত শাস্ত্র তাঁহাদের অভিপ্রায় বহির্ভূত নহে।" ইতি।

বিবক্ষিত বা প্রস্তাবিত রস প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে পর বিরোধী রসসমূহ তাহার বশীভূত বা অঙ্গভূত হইলে তাহাদের বর্ণনা দোষাবহ হইবে না। ২০॥

কিন্তু বিবক্ষিত রস স্বসামগ্রীর দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিলে বিরোধীরা অর্থাৎ বিরোধী রসের অঙ্গসমূহ যদি উহার বশবর্ত্তী হয় অথবা উহার অঙ্গ হয় তাহা হইলে তাহাদের বর্ণনায় কোন দোষ হয় না। বাধ্যত্ব বা বশবর্ত্তিতার লক্ষণ এই যে বিবক্ষিত রস ইহাদিগকে অভিভূত করিতে পারে, তাহা না হইলে হয় না। সেইভাবে তাহাদের বর্ণনা করিলে তাহারা প্রস্তাবিত রসের পরিপুষ্টিসাধনই করে।

তাহা হইলে রসাদিবন্ধবিষয়ের পরিহারে এই আগ্রহ কেন? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—পূর্ব্বে ইতি। বশিষ্ঠাদি ঋষিরা যদি একটু আধটু স্মৃতি-শাস্ত্রের লঙ্ঘন করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমরাও সেই শাস্ত্রমার্গ পরিত্যাগ করিব এইরূপ করিলে চলিবে না। উৎকৃষ্ট চরিত্রসম্পন্নব্যক্তিদের নিয়মভঙ্গের হেতু চিন্তা করা যায় না। ইতি শব্দের দ্বারা সংগ্রহ শ্লোকের সমাপ্তি বুঝাইতেছেন। ১৮,১৯॥

এইরূপে সাধারণভাবে বিরোধী বস্তুর পরিত্যাগ করার কথা বলা হইয়া গেলে, বিরোধ যেখানে রহিত হইয়া যায় এইরূপ কতকগুলি

তাহারা যদি প্রস্তাবিত রসের অঙ্গত্ব লাভ করে তাহা হইলে তাহাদের বিরোধিতাই থাকে না। বিরোধী রস দুইভাবে অঙ্গত্ব লাভ করিতে পারে—স্বাভাবিকভাবে অথবা সমারোপিত হইয়া। তন্মধ্যে যাহা স্বাভাবিক তাহার কথা বলা হইলেই আর বিরোধ থাকে না, যেমন বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসে ব্যাধি প্রভৃতি অঙ্গসমূহের। যাহারা তাহাদের অঙ্গ হয় তাহাদের কথা বলিলেই দোষ হয় না; যাহারা অঙ্গ হয় না তাহাদের সম্পর্কে এই নিয়ম খাটে না। মরণের সন্নিবেশ যদি বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের অঙ্গও হয় তবুও তাহা করা উচিত হইবে না। [illegible] রসের [illegible] আশ্রয় তাহার বিয়োগ হইলে রসেরও [illegible] নাশ [illegible], যদি বলা হয় যে সেই সকল বিষয়ে করুণরসের [illegible] তাহা হইলে উত্তর বলিব যে এই যুক্তি ঠিক নহে, কারণ করুণরস এই ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত রস নহে এবং ইহার দ্বারা প্রস্তাবিত বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসের ধ্বংস হইবে। যেখানে করুণরসই কাব্যের বিবক্ষিত অর্থ, সেইখানে মরণের সন্নিবেশে কোন বিরোধ নাই। শৃঙ্গার রসে মরণের পর দীর্ঘকাল যাইতে না যাইতেই যদি মৃতের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয় তাহা হইলে মরণের অবতারণায় অতিশয় বিরোধিতা হইবে না। [illegible] মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় তাহা হইলে কাব্যের মধ্যস্থলে রসপ্রবাহের বিচ্ছেদ হয়; সেই

নির্দিষ্ট ব্যতিক্রমস্থলের কথা বলিতেছেন—বিবক্ষিত ইতি। [illegible]। বাধ্যত্ব বা অঙ্গত্ব বুঝাইবার জন্য। অচ্ছলা—নির্দোষ। [illegible] অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিতেছেন—বাধ্যত্বং হীতি। উভয়প্রকারে অঙ্গভাব বিষয়ক অভিপ্রায় বুঝাইতেছেন, তন্মধ্যে প্রথমে স্বাভাবিক অঙ্গভাব নিরূপণ করিতেছেন। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসে পরস্পরের প্রতি অপেক্ষার ভাব থাকে বলিয়া যাহারা অঙ্গভাবে থাকে তাহাদের। সেই ব্যাধি প্রভৃতি করুণ রসে ঘটিয়াই থাকে এবং তাহারাই ঘটিয়া থাকে। শৃঙ্গার রসে তাহারা ঘটিয়া থাকেই, কিন্তু শৃঙ্গারে তাহারাই ঘটিবে এমন নহে। অতদঙ্গানামিতি। যেমন আলস্য, উগ্রতা ও জুগুপ্সা প্রভৃতি। তদঙ্গত্বে চেতি। যেহেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে শৃঙ্গারে সবই ব্যভিচারী হইতে পারে।

জন্য যে কবি রসের সন্নিবেশকেই প্রাধান্য দেন তিনি এবংবিধ ইতিবৃত্ত রচনাকে পরিহার করিবেন।

বিবক্ষিত রস প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, বিরোধী রসাঙ্গ যদি তাহার বশীভূত হয় তাহা হইলে দোষাবহ হয় না। ইহার উদাহরণ যেমন—

'অহো কোথায় এই কুকার্য্য আর কোথায় বা চন্দ্রবংশ! তাহাকে যদি আর একবার দেখা যাইত! তাহা হইলে বুঝা যাইত যে আমার শাস্ত্রজ্ঞানজনিত পুণ্য আছে যদ্দ্বারা দোষের প্রশমন হয়। তিনি যখন কোপাবিষ্ট তখনও তাঁহার মুখ রমণীয়। নিষ্পাপ ধীমান্ ব্যক্তিরা কি বলিবেন? কিন্তু স্বপ্নেও তিনি দুর্লভ হইয়াছেন। হে চিত্ত, তুমি সুস্থ হও। সেই ধন্য যুবক কে, যে তাঁহার অধর সুধা পান করিবে?"

নায়ক ও নায়িকা মনে করে একে অপরের প্রাণসর্ব্বস্ব; সেইজন্য রতি উভয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করে। স্ত্রী ও পুরুষ—রতির এই যে দুই আশ্রয় ইহাদের একের অভাব হইলে রতিরই উচ্ছেদ হইবে। প্রস্তুতস্যেতি। বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের। কাব্যার্থত্বমিতি। আপত্তি হইতে পারে, সকল ভাবই শৃঙ্গারের ব্যভিচারী হইতে পারে; তাহা তো এইভাবে অপ্রমাণিত হইয়া গেল। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শৃঙ্গারো বেতি। যেখানে মরণ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না সেইখানে প্রতীতি মরণে বিশ্রান্তি লাভ করিতেই পারে না, তাই ইহা ব্যভিচারী হয়। কদাচিদিতি। যদি তাদৃশী ভঙ্গী ঘটাইবার জন্য সুকবি কৌশল প্রদর্শন করিতে পারেন। যেমন—"জাহ্নবী ও সরযূর সঙ্গমস্থলে দেহ-রক্ষা করিয়া তিনি সদ্য অমরবৃন্দের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। তৎপরে তিনি নন্দনকাননের অভ্যন্তরে লীলাগারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক চতুরা কান্তার সহিত মিলিত হইয়া রমণ করিলেন।" এখানে মরণ রতির অঙ্গ ইহা স্ফুট হইয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং সুকবি এমন ভাবে মরণের বর্ণনা করিবেন যে প্রতীতি ঐখানেই বিশ্রান্তি লাভ করিতে না পারে। যদি মরণেই প্রতীতি বিশ্রান্তি লাভ করে তাহা হইলে অতি অল্পকাল পরে প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণিত হইলেও সর্ব্বথা শোকেরই উদয় হইবে; কেহ কেহ বলেন, সহৃদয় সামাজিকদের ঘটনার সহিত নিকট সম্পর্ক থাকে না বলিয়া মৃত্যু যদি চিরস্থায়ী না হয়

অথবা যেমন মহাশ্বেতার প্রতি পুণ্ডরীকের অতিশয় অনুরাগ জন্মিলে দ্বিতীয় মুনিকুমারের উপদেশ বর্ণনায়। রসাঙ্গ স্বাভাবিকভাবে প্রস্তাবিত রসের অঙ্গত্ব লাভ করিলে যে দোষহানি হয় তাহার উদাহরণ, যেমন— "জলদভুজগজাত বিষ (জল) বিরহিণী নারীতে শিরোঘূর্ণন, বিষয়ে অনভিলাষ, মানসিক ঔদাস্য, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, মূর্চ্ছা, অন্ধতা, শরীরপীড়া ও মুমূর্ষুতা আনয়ন করে।" ইত্যাদিতে। অঙ্গত্বলাভ যদি স্বাভাবিক না হইয়া সমারোপিত হয়, তাহা হইলেও তাহাতে যে বিরোধ হয় না তাহার উদাহরণ, যেমন—'পাণ্ডুক্ষামম্' ইত্যাদিতে। অথবা যেমন "কোপাৎকোমল লোলবাহুলতিকাপাশেন" ইত্যাদিতে। অঙ্গভাবপ্রাপ্তির এই আর এক প্রকার—যদি এক প্রধান বাক্যার্থ প্রস্তাবিত হয় বলিয়া তাহার মধ্যে দুই পরস্পরবিরোধী রস বা ভাব তাহার অঙ্গভূত হয় তাহা হইলেও কোন দোষ হয় না। যেমন "ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্নঃ" ইত্যাদিতে কথিত হইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন সেইখানে বিরোধ হয় না, তদুত্তরে বলা

তাহা হইলেই ইহা তাহাদের নিকট রসের অঙ্গ বলিয়া প্রতীত হয়। উত্তরে বলিব—হায়, হায়, যৌগন্ধরায়ণ নীতিমার্গ শুনিয়া যাঁহাদের মন সংস্কৃত হইয়াছে তাঁহাদের বুদ্ধিতে বাসবদত্তার মরণের উদয়ই না হওয়ায় করুণরসের লেশমাত্র সঞ্চার হইবে না। বহু অবান্তর কথা বলিয়া লাভ কি? সুতরাং এখানে দীর্ঘকালতা থাকিলে তাহাতেই প্রতীতি বিশ্রান্তি লাভ করিবে—ইহাই মন্তব্য। এইভাবে নৈসর্গিক অঙ্গতা ব্যাখ্যাত হইল। অঙ্গতা সমারোপিত হইলে তাহার বিপরীত অর্থ লাভ হয় বলিয়া নিজে তাহার ব্যাখ্যা করেন নাই। এইভাবে তিনটি প্রকারের ব্যাখ্যা দেওয়ার পর যথাক্রমে উদাহরণ দিতেছেন—তত্র ইত্যাদির দ্বারা। ক্বাকার্য্যমিতি। বিতর্ক ঔৎসুক্যের দ্বারা, মতি স্মৃতির দ্বারা, শঙ্কা দৈন্যের দ্বারা, ধৃতি চিন্তার দ্বারা বাধিত হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় উদ্দ্যোতের আরম্ভে আমরা বলিয়াছি। দ্বিতীয়েতি। বিপক্ষীভূত বৈরাগ্যের বিভাবাদির কথা অবধারণসহকারে বলা হইলেও অনুরাগের বিচ্ছেদ না হইতে পারায় তাহার দৃঢ়তাই কথিত হইয়া পড়িয়াছে—ইহাই ভাবার্থ। সমারোপিতায়ামিতি। অঙ্গভাবত্ব প্রাপ্ত হইলে—ইহা শেষে ধরিয়া

যাইতে পারে. তাহারা দুইটিই অপরের অধীন বলিয়াই বিরোধ হয় না। আবার যদি বলা হয় কেমন করিয়া অপরের অধীনতার জন্যই বিরোধী দুইটি রস বা ভাবের বিরোধের নিরসন হয়, তাহা হইলে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে—মূল বিধিতে বিরোধীদের সমাবেশ হইলে দোষাবহ হয়। পরে বিধির অঙ্গ যে অনুবাদ বা সমর্থন তাহার মধ্যে বিরোধীদের সমাবেশে দোষ হয় না। যেমন—

"এস, যাও; নীচে পতিত হও, উপরে উঠ; কথা বল, চুপ করিয়া থাক—এইভাবে ধনী ব্যক্তিরা প্রার্থীদিগকে লইয়া ক্রীড়া করে।" ইত্যাদিতে।

এই শ্লোকে যেমন কাজের যে নির্দ্দেশ ও প্রতিষেধ দেওয়া হয় তাহা অপর বস্তুর অঙ্গহিসাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া দোষের হয় না সেইরূপ এই প্রসঙ্গেও। এই শ্লোকে (ক্ষিপ্তঃ ইত্যাদিতে) ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারবিষয়ক ও করুণবিষয়ক বস্তু—কোনটিই মূল বক্তব্য (বিধি) নহে। ত্রিপুরারি মহাদেবের প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনাই বাক্যের

লইতে হইবে।" হে সখী, তোমার মুখ মলিন ও ক্ষীণ, হৃদয় রসে পরিপূর্ণ, শরীর মান্দ্যবিশিষ্ট—এইসব লক্ষণ হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ ক্ষয়রোগের পরিচায়ক।" এখানে করুণরসোচিত ব্যাধি শ্লেষভঙ্গীর সহিত স্থাপিত হইয়াছে। কোপাদিতি বধ্বেতি হন্যত ইতি—রৌদ্ররসের এই সকল অনুভাব রূপকবলে আরোপিত হইয়া শৃঙ্গারের অঙ্গত্ব লাভ করিয়াছে, কারণ রূপকঅলঙ্কার সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহিত হয় নাই। "নাতিনির্ব্বহণৈষিতা"—এই কারিকাংশ ২।১৮) বুঝাইবার অবসরে ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অঙ্গেতি। ইহা চতুর্থ প্রকার—ইহাই অর্থ। বিরোধী রসের অঙ্গ অন্য প্রস্তাবিত রসের অঙ্গত্ব লাভ করে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন দেখান হইল দুই বিরোধী রস বা ভাব অন্য বস্তুর অঙ্গ হয়। ক্ষিপ্ত ইতি "প্রধানেঽন্যত্র বাক্যার্থে"—এই কারিকার (২।৫) প্রসঙ্গে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে আপত্তি হইতে পারে অন্যের অঙ্গ হইলেও কোন পদার্থের স্বভাবের বিনাশ হয় না। এবং বিরোধ এই স্বভাব হইতেই উদ্ভূত। এই অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করিতেছেন—অন্যপরত্বেঽপীতি। বিরোধিনোরিতি। তাহাদের বিরোধী স্বভাবের। হেতু বুঝাইতে

মূল অর্থ এবং এই দুই বস্তু তাহার অঙ্গহিসাবেই অবস্থিত হইয়াছে। বিধি (মূল নির্দ্দেশ) এবং অনুবাদ (সমর্থন)—এইরূপ ব্যবহার যে রসসমূহের প্রযোজ্য নহে তাহা বলা যায় না, কারণ রসসমূহ বাক্যের অর্থ হইতে পারে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। বাচ্যার্থ ও বাক্যার্থ—ইহাদের সম্পর্কে মূল বিধি ও অনুবাদের (সমর্থনের) অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। রসসমূহ তাহাদের দ্বারাই আক্ষিপ্ত হয় ; তাই রসসমূহ সম্পর্কে বিধি ও অনুবাদের অস্তিত্ব কে বাধা দিতে পারে ? যে বাক্যার্থ বা বাচ্যার্থের দ্বারা রসাদি সাক্ষাৎভাবে কাব্যের বিষয়ীভূত হয় না বলিয়া স্বীকার করা হয় সেই সকল বাক্যার্থ ও বাচ্যার্থ রসসমূহের নিমিত্ত হইতে পারে ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে। এইরূপে বিরোধী রসের সমাবেশ হইলেও এখানে কোন বিরোধ নাই। যেহেতু মূল বিধি ও তাহার সমর্থনমূলক যে সকল বিভাবাদি এখানে অঙ্গ হইয়া আছে তাহাদের জন্যই বিপ্রলম্ভ ও করুণ—এই দুই রসবস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের সহকারিতায় মূল বিধি অংশ হইতে ভাব-

'বিরোধিনোঃ' 'তৎস্বভাবয়োঃ'র বিশেষণ। উচ্যত ইতি। ভাবার্থ এই :—ভাবের বিরোধিতা ও অবিরোধিতা কেবল যে স্বাভাবিক তাহা নহে। কোন্ সামগ্রীতে পতিত হয় তাহার উপরে ইহা নির্ভর করে। শীত ও উষ্ণ স্পর্শও সামগ্রীবিশেষে পড়িলে অবিরোধী হইতে পারে। বিধাবিতি। যেমন তাহাই কর, করিও না। 'বিধি'-শব্দের দ্বারা এক সময়ে একটি কর্ম্মের প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। "অতিরাত্রে যাগে ষোড়শীনামক সোমপাত্র গ্রহণ করে, গ্রহণ করে না।"—মীমাংসক পণ্ডিতগণ বলেন যে যেখানে এইরূপ পরস্পর-বিরোধী বিধি থাকে ; সেইখানে বিকল্প বুঝিতে হইবে ; সেইখানে যে কোন একটিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুবাদ ইতি। অর্থাৎ অন্যের অঙ্গতা হইলে। এখানে ধনিজনের ক্রীড়ার অঙ্গরূপে বিরুদ্ধ অর্থের প্রয়োগ হইয়াছে। রাজার নিকটে দুইজন আততায়ী (শান্তভাবেও) থাকিতে পারে, তেমনি অন্যের উপরে অপেক্ষাকারী দুইটি বিরুদ্ধভাবও ব্যবস্থাপিত হইতে পারে। তাহারা শ্লোকোক্ত যথানির্দ্দিষ্ট উপায়ে নিজ নিজ বিষয়ের প্রতীতি জন্মাইলেও বিশ্রাম লাভ করিতে পারে না ; পরস্পরের

বিশেষের প্রতীতি উৎপন্ন হইতেছে। সেইজন্যই কোন বিরোধ নাই। পরস্পরবিরোধী দুই কারণের সহকারিতায় কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি হয় ইহা দেখাই যায়। একই কারণ একই সঙ্গে দুই বিরুদ্ধ ফলোৎপাদনের হেতু হইলে তাহাতে বিরুদ্ধতা দোষ হয়; কিন্তু পরস্পর-বিরোধী দুই কারণের সহকারিতায় কোন বিরোধ নাই। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এবংবিধ বিরুদ্ধ বিষয় কেমন করিয়া অভিনয় করা যাইবে, তাহা হইলে বলিব যে বাচ্য অর্থে এইরূপ বিধি ও সমর্থনমূলক ব্যাপার থাকিলে যাহা করা হয় এইখানেও তাহাই কর্ত্তব্য। এইভাবে এই বিষয়ে মূল বিধি ও তাহার সমর্থন-সম্পর্কিত নীতি প্রয়োগ করিয়া বিরোধের পরিহার করা হইল। অপিচ কোন নায়কের উদয় অভিনন্দনের বিষয় হইলে তাহার প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনায় যদি তাহার বিপক্ষদলের সম্পর্কে করুণরসের অবতারণা করা হয় তাহা হইলে বিবেচনাশীল সহৃদয় ব্যক্তিদের হৃদয়ে কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় না; বরং তজ্জন্য প্রীতির আতিশয্যই প্রতিপন্ন হয়।

বিনাশমূলক চিন্তারই কোন কথা নাই যাহাতে বিরোধের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে। কেবল অরুণাধিকরণ ন্যায়ে বাক্যের দ্বারা যে সম্বন্ধ পরে প্রতিপাদিত হয় তাহা "এহি, গচ্ছ" প্রভৃতির সম্পর্ক হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে, "প্রধানভাবে যাহা বাচ্য তাহা বিধি। যাহা বাচ্যে অপ্রধানভাবে বলা হয় তাহা অনুবাদ হয়। তুমি তো রসের বাচ্যতাই সহ্য করিতে পার না।" এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি। প্রধান ও অপ্রধান ভাবকে আশ্রয় করিয়া বিধি ও সমর্থনের পার্থক্য করা হয়; তাহারা ব্যঙ্গ্যতাব মধ্যেও থাকিবে—ইহাই ভাবার্থ। যে রস মুখ্যভাবে কাব্যের বাক্যার্থ তাহা বিধি। সুতরাং যেখানে সেই অর্থ অমুখ্যভাবে থাকে তাহা অনুবাদ বা সমর্থন; সেইখানে রস অনুবাদের বিষয় বা সমর্থক এইরূপ বলা যুক্তিযুক্তই। অথবা বলা যায় যে, যে সকল বিভাবাদি সমর্থন বা অনুবাদের বিষয় হয় তাহাদের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া রসও অনুবাদের বিষয়; তাই বলিতেছেন—বাক্যার্থস্তেতি। যদি অনুবাদের বিষয়ীভূত হওয়ার জন্য বিরুদ্ধরসের সমাবেশ নাই বা হয় তবুও সহকারীভাবে হইবে। সুতরাং বিরোধী রসের

এই কারণে বিরোধের উৎপাদক করুণরসের শক্তি ক্ষীণ হইয়া যায় বলিয়া কোন দোষ হয়না। সুতরাং যে রস বা ভাব বাক্যের মূল অর্থের বিরোধী তাহা রসবিরোধী ইহা বলা সঙ্গত; কিন্তু যাহা তাহার অঙ্গ তাহার সম্পর্কে এই যুক্তি খাটে না। আবার যদি কোন করুণরস বাক্যার্থের বিষয়ীভূত হয় তাহা হইলে ভঙ্গীবিশেষের আশ্রয়ের দ্বারা তাহাকে শৃঙ্গাররসের সঙ্গে সংযোজিত করিলে তাহাতে নিজের পরিপুষ্টিই হয়। যেহেতু যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ মধুর তাহারা শোচনীয়তা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্বাবস্থার বিলাসসমূহ স্মরণ করায় তাহারা অধিকতর শোকাবেশ উৎপাদন করে। যেমন—"এই সেই হাত যাহা কাঞ্চী তুলিয়া ধরিয়াছে, স্ফীত স্তন মর্দ্দন করিয়াছে, নাভি, উরু ও জঘন স্পর্শ করিয়াছে এবং কটিদেশের বসনগ্রন্থি মোচন করিয়াছে।" ইত্যাদিতে। সুতরাং এই শ্লোকে (ক্ষিপ্তো হস্তাবলগ্ন ইত্যাদিতে) শম্ভুর শরাগ্নি ত্রিপুর যুবতীদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছে যেমন কোন কামী সদ্য অপরাধ করিয়া ব্যবহার করিয়া

অঙ্গাঙ্গিভাব যুক্তিযুক্তই; ইহা বিশ্বাস বা প্রমাণ করিতে কোন ক্লেশ নাই, ইহাই দেখাইতেছেন--যৈ র্বেতি। তন্নিমিত্তেতি। বিভাবাদিবিষয়ক কাব্যার্থ যে রসাদির নিমিত্তস্বরূপ সেই রসাদি তাহাদের ভাব। যে সকল হস্তক্ষেপাদি বিভাবাদি অনুবাদের বিষয় এবং যাহারা রসের অঙ্গ হইয়াছে তাহাদিগকে নিমিত্ত করিয়া করুণ এবং বিপ্রলম্ভ এই উভয় রসাত্মক বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। শম্ভুর শরবহ্নির জন্য পাপ দগ্ধ হইয়াছে—এই বিধি অংশের সহকারী হইয়াছে রসের সমগোত্রীয় ভাবগুলি। সেই হেতু ভগবৎপ্রভাবাতিশয্যলক্ষণযুক্ত প্রেয়ঃ-অলঙ্কারবিষয়ক ভাববিশেষে প্রতীতি বিশ্রাম লাভ করে। জল এবং তেজোগত যে পরস্পর-বিরোধী শৈত্য এবং উষ্ণতা ইহারা তণ্ডুলাদি কারণের সহকারী হয় বলিয়াই কোমল অন্নপ্রস্তুতকরণ লক্ষণযুক্ত কার্য্যবিশেষের উৎপত্তি দেখা যায়। সর্ব্বত্র এইভাবেই বীজ ও অঙ্কুরাদিতে কার্য্যকারণ-ভাব পরিলক্ষিত হয়; অন্য কোন ভাব নাই। আপত্তি হইতে পারে যে তাহা হইলে সর্ব্বত্রই বিরোধ অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিরুদ্ধ-ফলেতি। এই জন্যই ইহাও বলিয়াছেন—"বিরুদ্ধের গ্রহণ করা হইবে না।"

থাকে, এইভাবে বিচার করিলে তাহাও বিরোধশূন্যই হয়। সুতরাং যেমন যেমন ভাবে এখানে নিরূপণ করা হইতেছে এই শ্লোকে সেই সেই ভাবেই দোষের অভাব প্রমাণিত হইল। আবার এই ভাবেই—

"হে রাজন্, অধুনা তোমার ভীত শত্রুস্ত্রীরা যেন আবার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছে—তাহাদের পায়ের কোমল অঙ্গুলী হইতে রক্ত অলক্তকের ন্যায় ক্ষরিত হইতেছে, তাহাদের হাতে কুশগুচ্ছ। তাহারা স্বামীর হাত ধরিয়া বেদী পরিক্রমণ করিয়া অশ্রুধৌতবদনে দাবাগ্নির চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে।"

এই সকল উদাহরণেই বিরোধশূন্যতার রহস্য বুঝিতে হইবে।

এইভাবে রসাদির সঙ্গে বিরোধী রসাদির সমাবেশ ও অসমাবেশের বিষয় বিভাগ দর্শিত হইল। তাহারা একই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইলে তাহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম থাকা সঙ্গত; এখন তাহা প্রতিপাদন করার জন্য বলা হইতেছে—

আচ্ছা, অভিনেয় কাব্যে যদি ঈদৃশ বাক্য থাকে এবং সমস্তই যদি অভিনয় করিতে হয়, তাহা হইলে বিরুদ্ধঅর্থ-বিষয়ক বস্তু কেমন করিয়া অভিনয় করা যাইতে পারে? এই আশঙ্কা বলিতেছেন—এবমিতি। ইহা পরিহার করিতেছেন—অনুস্যমানেতি। এবংবিধ বিরুদ্ধাকার বাচ্য যেখানে অনুবাদের বিষয় তাদৃশ বিষয়ে সেইরূপ আলোচনাই পাযাজ্ঞা যাহা "এহি গচ্ছ পতোত্তিষ্ঠ" প্রভৃতিতে বিবৃত হইয়াছে। তাহা হইলে কথাটা দাঁড়াইল এই—"ক্ষিপ্তোহস্তাবলগ্নঃ" ইত্যাদিতে প্রধান ভাব ভীত, বিপর্য্যস্ত দৃষ্টি প্রদর্শন করিয়া প্রাসঙ্গিক অর্থটি অভিনয় করিতে হইবে। যদিও করুণরসও এখানে অপরের অঙ্গই তথাপি মহেশ্বরের প্রভাবের সঙ্গে ইহার উপযোগিতা থাকায় ইহা প্রাসঙ্গিক অর্থের সহিত বিপ্রলম্ভাত্মক রস অপেক্ষা অধিক নৈকট্যযুক্ত। "কামীব"—এই অংশে যে উৎপ্রেক্ষা ও উপমা আছে তাহার বলে আনীত বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার রস অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী। এইরূপে 'সাশ্রু-নেত্রোৎপলাভিঃ' এইখানে প্রধানভাবে করুণরসের উপযোগী অভিনয় করিতে হইবে; বিপ্রলম্ভের সঙ্গে করুণের সাদৃশ্যের জন্য লেশমাত্র বিপ্র-লম্ভেরও সূচনা করিতে হইবে। "কামীব"—এখানেও প্রণয়কোপোচিত

কাব্যপ্রবন্ধে নানা রসের সন্নিবেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, যিনি তাহাদের উৎকর্ষ দেখাইতে চাহেন তিনি একটি রসকে অঙ্গী বা প্রধান করিবেন। ২১ ॥

মহাকাব্য, নাটকাদি ও কাব্যপ্রবন্ধে বহুরস অঙ্গাঙ্গিভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সন্নিবেশিত হয়—এইরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও যিনি কাব্য-প্রবন্ধে শোভাতিশয্য কামনা করেন তিনি সেই সকল রসের মধ্যে প্রস্তাবিত একটি রসকে অঙ্গী হিসাবে স্থাপিত করিবেন। এই মার্গই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন হইতে পারে অন্য বহুরস পরিপুষ্টি লাভ করিলে একটি রসের অস্তিত্ব বা প্রাধান্যে কি বিরোধ হয় না? এই আশঙ্কা করিয়া বলা হইতেছে—

যে প্রস্তাবিত রস স্থায়ী বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহার সঙ্গে অন্য রসের সমাবেশ করিলে তাহা ইহার অঙ্গিভাব বা প্রাধান্যকে নষ্ট করে না। ২২ ॥

কাব্য প্রবন্ধে যে রস প্রথমে প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং বারংবার

অভিনয় করা হইয়াছে, তথাপি তাহা হইতেই এই বিপ্রলম্ভ প্রতীয়মান হইলেও "স দহতু দুরিতং" ইত্যাদিতে যে ভগবৎপ্রভাবের বর্ণনা আছে তাহা সঙ্গে সঙ্গে সাড়ম্বরে অভিনীত হইলে এই বিপ্রলম্ভ তাহারই অঙ্গত্ব লাভ করিবে এবং কোন বিরোধ থাকিবে না। এই বিরোধ-পরিহার প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছেন—এবমিতি। অন্য বিষয়ে প্রকারান্তরে বিরোধের পরিহারের কথা বলিতেছেন—কিঞ্চেতি। পরীক্ষকদের অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিশালী সামাজিকদের। ন বৈক্লব্যমিতি। করুণরসে আস্বাদের বিশ্রান্তি না হওয়ায় তাদৃশ বিষয়ে চিত্ত বিগলিত হয় না। কিন্তু যে ক্রোধ বীররসের ব্যভিচারী হয় তাহার ফলস্বরূপ এই যে করুণরস ইহা স্বকারণের অভি-ব্যঞ্জনের দ্বারাই বীররসের আস্বাদাতিশয্যে পর্যবসিত হয়। তাই বলাই হইয়াছে—"করুণরস রৌদ্ররসেরই ফলস্বরূপ।" তাই বলিতেছেন—প্রীত্যতি-শয়েতি। এই বিষয়ের উদাহরণ—"হে কুরুবক, তুমি কুচাঘাত ক্রীড়ার সুখ হইতে বিযুক্ত হইয়াছ। হে বকুলবৃক্ষ, মুখের মদিরা সেবন তোমার স্মরণের

অনুসন্ধানের ফলে যাহা স্থায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, যাহা সকল সন্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহার মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে অন্য রসের যে সমাবেশ হয় তাহা ইহার প্রাধান্য বা অঙ্গিভাবকে নষ্ট করে না। ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে—

যেমন একটি মূল ঘটনাই সমগ্র কাব্যপ্রবন্ধে ব্যাপ্ত হয় এইভাবে বিধান করা হয়, তেমনি করিয়া রসের বিধান করিলে কোন বিরোধ থাকিতেই পারে না। ২৩ ॥

সন্ধিপ্রভৃতিসমন্বিত কাব্যপ্রবন্ধরূপ দেহের মধ্যে যেমন একই ঘটনা পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় এইরূপ কল্পনা করা হয়, তাহা যেমন অন্য ঘটনার সঙ্গে সম্মিশ্রিত হয় না এবং তাহাদের সঙ্গে সম্মিশ্রিত হইলেও তাহার প্রাধান্য যেমন হ্রাস পায় না, সেইরূপ একটি মূল রসের সঙ্গে অপর রস সন্নিবেশিত হইলে কোন বিরোধ হয় না। বরং যে সকল সুধীব্যক্তিদের বিবেচনা-বুদ্ধি জাগ্রত হইয়াছে এবং যাঁহারা কাব্যসম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু তাঁহাদের সেইরূপ বিষয়ে অতিশয় আহ্লাদই হইয়া থাকে।

বিনম্র হইয়াছে। হে অশোক, চরণের আঘাত না পাইয়া তুমি স-শোকতা লাভ করিয়াছ।"

ভাবস্য বেতি। সেই রসে স্থায়ী অর্থাৎ প্রধানীভূত ভাবের অথবা ব্যভিচারী ভাবের, যেমন বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারে ব্যভিচারী ভাবের। "ক্ষিপ্তোহস্তাবলগ্নঃ" ইত্যাদি পূর্ব্ব শ্লোকের বিরোধই এখন অন্যভাবে পরিহার করিতেছেন। এখানে ভাবার্থ এই:—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিপ্রলম্ভ ও করুণ রস অন্য কোন বিষয়ের (ত্রিপুররিপুর প্রভাবাতিশয্য বর্ণনায়) অঙ্গ হইলে কোন বিরোধ হয় না। এখন কিন্তু সেই বিপ্রলম্ভ করুণরসেরই অঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে কেমন করিয়া তাহা বিরোধী বলিয়া ব্যবস্থাপিত হয়? এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে তাহাই করুণরস যাহার বিভাবাদি ইষ্টজনের বিনাশ। আবার তাহাই ইষ্টতা যাহার মূলে রহিয়াছে রমণীয়তা। তাই উৎপ্রেক্ষার দ্বারা বলা হইয়াছে—"কামীবার্দ্রাপরাধঃ" ইত্যাদি। শম্ভুর শরাগ্নির কার্যাকলাপ দেখিয়া পূর্ব্বপ্রণয়কলহবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আসে। বিনাশপ্রাপ্তির জন্য ইদানীং তাহাই

শোকের বিভাব বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাই বলিতেছেন—ভঙ্গিবিশেষেতি। অ-গ্রাম্যরূপে বিভাব অনুভাব ঘটাইয়া অর্থাৎ গ্রাম্য-উক্তিশূন্যতার দ্বারা। ইহারই দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—যথায়মিতি। সমরক্ষেত্রে ভূরিশ্রবার বাহু পতিত দেখিয়া তাহার কান্তাদিগের এই অনুশোচনা। রশনা—মেখলা। সম্ভোগের অবসরে ঊর্দ্ধে কর্ষণ করে অতএব রশনোৎকর্ষী। বিরোধনিরসন ব্যাপারের দ্বারা বহু লক্ষণীয় বস্তু প্রতিপন্ন হইতেছে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—ইত্থংচেতি। বাষ্পাশ্রু হোমাগ্নিধূমকৃত অথবা বন্ধুগৃহত্যাগের দুঃখ হইতে উদ্ভূত। ভয়ং—কুমারীজনোচিত শঙ্কা। এই সকলের দ্বারা যে রস প্রভৃতি অঙ্গভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের বর্ণনা এইভাবে নির্দ্দোষ হয়। "অঙ্গভাবং প্রাপ্তানামুক্তিরচ্ছলা" কারিকার (৩।২০) এই অংশের উপযোগিতা এইভাবে নিরূপণ করা হইল। তাই উপসংহার করিতেছেন—এবমিতি। 'তাবৎ' শব্দের দ্বারা সূচনা করিতেছেন যে অন্য বক্তব্যও আছে। ২০॥

তাহারই অবতারণা করিতেছেন—ইদানীং ইত্যাদির দ্বারা। তেষাং অর্থাৎ রসদিগের ক্রম এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। প্রসিদ্ধেঽপীতি—ভরতমুনি প্রভৃতির দ্বারা নিরূপিত হইলেও। তেষামিতি—প্রবন্ধসমূহের। মহাকাব্যাদিম্বিতি—এখানে 'আদি'-শব্দ প্রকারবাচক। প্রথমে অনভিনেয় কাব্যের প্রকারভেদ বলিলেন, পরে দ্বিতীয় অর্থাৎ অভিনেয় কাব্য-প্রভেদের কথা বলিয়াছেন। বিপ্রকীর্ণতয়েতি। কাব্যপ্রবন্ধের নায়ক ও প্রতিনায়ক এবং পতাকা ও প্রকরীৎ নায়কাদিতে অবস্থিত থাকিয়া। অঙ্গাঙ্গিভাবেন অর্থাৎ একনায়কনিষ্ঠ থাকিয়া। যুক্ততর ইতি। যদিও সমবকারাদি ও পর্য্যায়বন্ধে একরসের অঙ্গিত্ব নাই, তথাপি সেইখানে তাহাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু নাটক মহাকাব্যাদিতে যে বহু রসের মধ্যে একরস অঙ্গী হয় তাহাই উৎকৃষ্টতর। ইহাই 'তর'-শব্দের অর্থ। নম্বিতি। নিজে যদি পরিপুষ্টি লাভ করে তবে তাহা কেমন করিয়া অপরের অঙ্গ হইবে? আর যদি পরিপুষ্টিই লাভ না করিয়া থাকে তাহা হইলে কেমন করিয়া রসত্ব হয়? সুতরাং রসত্ব এবং অঙ্গত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ। আর যদি তাহারা অঙ্গ না হইল তাহা হইলে কোন একটি রস অঙ্গ হয় এমন কথা কেমন করিয়া বলা হইল? রসান্তরেতি। যে রস প্রস্তাবিত হয় তাহা সমস্ত ইতিবৃত্তে পরিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং বিস্তৃত ব্যাপকতার দ্বারাই তাহা অঙ্গী ভাবে থাকে। এই অঙ্গিস্বরূপ রসের মধ্যে অন্য রসসমূহের সমাবেশ হয়; অর্থাৎ তাহাদের

প্রশ্ন হইতে পারে, যে সকল রস পরস্পববিরোধী নহে যেমন বীব ও শৃঙ্গাব, শৃঙ্গাব ও হাস্য, বৌদ্র ও শৃঙ্গার, বীর ও অদ্ভুত, বীর ও বৌদ্র, বৌদ্র ও করুণ অথবা শৃঙ্গাব ও অদ্ভুত—তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-ভাব হয়ত হউক। যে সকল বসেব মধ্যে পবস্পর-বাধ্যবাধক ভাব আছে তাহাদেব মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ কেমন কবিয়া থাকিবে? যেমন শৃঙ্গাব ও বীভৎসবসেব মধ্যে, বীব ও ভয়ানকেব মধ্যে, শান্ত ও বৌদ্রের মধ্যে? এই আশঙ্কা কবিয়া বলা হইতেছে—

দ্বাবা ইহাব পবিপুষ্টি হয়। এই সকল অন্য বস ইতিবৃত্তের প্রয়োজনে আসে এবং পবিমিত কালেব জন্য কথাবস্তুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পবিব্যাপ্ত হয়। যে রস স্থায়ী ভাবে ইতিবৃত্তে ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে বসান্তবেব এই সমাবেশে তাহাব বিনষ্ট হয় না, ববং ইহাবা তাহার অঙ্গিত্বেব পোষকতাই কবে—ইহাই অর্থ। কথাটা দাঁড়াইল এই—যে রসগুলি (অপববসের) অঙ্গভূত হইয়াছে তাহাবা যদিও নিজেব বিভাবাদি সামগ্রীর দ্বাবা নিজেব অবস্থায় পবিপুষ্টি লাভ কবিয়া চমৎকার উৎপাদন কবে তাহা হইলেও সেই চমৎকার নিজেব মধ্যেই তৃপ্ত হইয়া বিশ্রান্তি লাভ কবিতে পাবে না ববং অন্য চমৎকারেব পশ্চাতে ধাবিত হয়। যেখানে যেখানে অঙ্গাঙ্গিভাব থাকে তাহাব সর্বত্রই এই একই বৃত্তান্ত। সেই প্রসঙ্গে ভবতমুনিই বলিয়াছেন—"গুণ নিজে সংস্কৃত হইয়া প্রধান বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ইহা প্রধান অঙ্গীব উপকবণ হইয়াও অনেক সময় অবস্থান কবে।" ২১,২২ ॥

উপপাদয়িতুমিতি। সমুচিত দৃষ্টান্তেব নিরূপণেব দ্বাবা—ইহাই ভাবার্থ। নিযমেব দ্বাবা ইহাই উপপন্ন হইল। ইহা মানিতেই হইবে যে কোন একটি কার্যাকে এমনভাবে অঙ্গীকাব কবিয়া লইতে হইবে যাহাতে সে সকল প্রসঙ্গে পরিব্যাপ্ত থাকে, অথচ তাহা প্রাসঙ্গিক অন্য কার্য্যের সহকাবিতা গ্রহণ করে। তাহাব আনুষঙ্গিক সে সকল নায়কগত চিত্তবৃত্তি আছে তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাবও সেই প্রবাহে আপতিত হইয়া তাহাব বলেই নির্ণীত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে অপূর্ণ এমন কি আছে? তথেতি—ব্যাপকতার দরুণ। অথবা যদি কারিকাগত 'এব'-কারের ক্রমভেদ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, "তথৈব" অর্থাৎ সেই প্রকারেই কার্য্যের অঙ্গাঙ্গিভাবত্বের দ্বাবা রসসমূহের পক্ষেও ইহা (অঙ্গাঙ্গিভাব) জোর করিয়াই

কোন একটি রসকে অঙ্গী করিয়া গ্রহণ করিলে অপর কোন রসের পরিপুষ্টি সাধন করিবে না, সেই অপর রস বিরোধীই হউক আর অবিরোধীই হউক। এইরূপ করিলে বিরোধ থাকে না। ২৪ ॥

আসিয়া আপতিত হয়। তাই বৃত্তিতেও বলিবেন—তথৈবেতি। কার্য্যমিতি। স্বল্পমাত্র উদ্দেশ করিয়া যাহা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়"—এইভাবে বীজের লক্ষণ করা হইয়াছে। বীজ হইতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্তি পর্যন্ত যে সকল প্রয়োজন থাকে তাহাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা হইলে যাহা বিচ্ছেদ রহিত করে তাহার নাম বিন্দু। সুতরাং বিন্দুরূপ অর্থপ্রকৃতির দ্বারা বীজ সমাপ্তি বা নির্ব্বাহ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। তাই বলিতেছেন—অনুযায়ীতি। এই 'কার্য্য' পদের দ্বারা বীজ, বিন্দু এই দুই অর্থপ্রকৃতি গৃহীত হইয়াছে। কার্য্যান্তরৈরিতি। গর্ভ অথবা বিমর্শ হইতে পতাকা নিবৃত্ত হয়। এই যে পতাকালক্ষণযুক্ত অর্থপ্রকৃতিতে নিহিত প্রাসঙ্গিক কার্য্য এবং যাহারা এই পতাকা হইতে কম ব্যাপ্ত সেই প্রকরী-লক্ষণযুক্ত কার্য্য তাহাদের দ্বারা এইভাবে পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি যে কাব্যপ্রবন্ধের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সন্নিবেশিত হয় তাহা বলা হইল। তথাবিধ ইতি। যেমন তাপসবৎসরাজে। অঙ্গাঙ্গিভাবের দৃষ্টান্ত নিরূপণ এবং কেমন করিয়া ইতিবৃত্ত বলে রসের অঙ্গাঙ্গিভাব আসিয়া পড়ে—এই দুইই এই শ্লোকের দ্বারা নিরূপিত হইল। বৃত্তিগ্রন্থের অভিপ্রায়ও এই দুই 'কে গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধনীতি পরাক্রমাদির দ্বারা কন্যারত্ন লাভ প্রভৃতিতে শৃঙ্গারের সঙ্গে বীররসের বিরোধ নাই। হাস্যরস তো স্পষ্টই তাহার অঙ্গ। হাস্যরস নিজে পুরুষার্থের সাধকযুক্ত না হইলেও অধিক পরিমাণে চিত্তরঞ্জন করিয়া শৃঙ্গারের অঙ্গরূপেই পুরুষার্থতা লাভ করে। রৌদ্ররসের সঙ্গেও শৃঙ্গারের খানিকটা অবিরোধ আছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"তাহারা জোর করিয়া শৃঙ্গাররসও উপভোগ করেন।" তাহাদের দ্বারা অর্থাৎ রৌদ্রপ্রকৃতি-বিশিষ্টের দ্বারা অর্থাৎ রাক্ষস, দানব, উদ্ধত মনুষ্যের দ্বারা। সেইখানে কেবল নায়িকা-বিষয়ক উগ্রতা পরিহার করিতে হইবে। পৃথিবীকে ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করা অসম্ভব হইলেও তাহার বর্ণনারই দ্বারা বিস্ময়ের বীররসের ও অদ্ভুত রসের সমাবেশ হয়। এই প্রসঙ্গে ভরতমুনিই বলিয়াছেন—"বীরের যাহা কর্ম্ম তাহাই অদ্ভুত।" ভীমসেনাদি ধীরোদ্ধত নায়কে বীররস ও রৌদ্ররসের সমাবেশ হইতে পারে, কারণ ক্রোধ ও উৎসাহের মধ্যে

শৃঙ্গারাদি কোন একটি রস অঙ্গী অর্থাৎ কাব্যপ্রবন্ধের মূল ব্যঙ্গ্য-বিষয় হইলে অপর কোন রসের পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইবে না; সেই অপর রস প্রধান রসের বিরোধীই হউক আর অবিরোধীই হউক। সেইখানে অঙ্গী রসের তুলনায় দ্বিতীয় অবিরোধী রসের অত্যন্ত আধিক্য বা প্রাধান্য দিতে হইবে না। ইহা পরিপুষ্টির প্রথম পরিহার। ইহাদের সমপ্রাধান্য থাকিলেও বিরোধ সম্ভব হইবে না। যেমন—

কোন বিরোধ নাই। রৌদ্ররস ও করুণরস সম্বন্ধে ভরতমুনিই বলিয়াছেন,—"করুণরস রৌদ্ররসেরই ফলস্বরূপ।" শৃঙ্গারাদ্ভুতয়োরিতি। যেমন রত্নাবলীতে ইন্দ্রজালিকদর্শনে। শৃঙ্গারবীভৎসয়োরিতি। যাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে একে অপরকে উন্মূলিত করিয়া উদ্ভূত হয় তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব কেমন করিয়া হইবে? আলম্বন-বিভাবের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া রতির উত্থান হয়; আর তাহা হইতে পলায়মান হইয়া জুগুপ্সার প্রাদুর্ভাব হয়। ইহারা এক আশ্রয়ে থাকিলে একে অপরের সংস্কার উন্মূলিত করে। ভয় এবং উৎসাহও এইরূপ বিরুদ্ধ বলিয়া বাচ্য। শান্তরসের প্রাণ হইতেছে তত্ত্বজ্ঞান হইতে সমুত্থিত সমস্ত সংসারবিষয়ক নির্ব্বেদ, তাই ইহা সর্ব্বতোভাবে নিরাকাঙ্ক্ষ স্বভাববিশিষ্ট। এই জন্যই রতি ও ক্রোধের প্রাণস্বরূপ যে বিষয়াসক্তি তাহাদের সঙ্গে ইহার বিরোধ হইবেই। ২৩॥

অবিরোধী বা বিরোধী বেতি। 'বা' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে এই অভিপ্রায়ে—অঙ্গী রস অপেক্ষা যদি অন্য রসের প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই রস দোষাবহ হয়। আবার যেখানে স্বভাবতঃই অঙ্গী রসের বর্ণনায় অন্য রস উপপন্ন হয় তাহা বিরুদ্ধ হইলেও দোষাবহ হয় না। যে বিষয় ভেদাদির যোজনার দ্বারা রচিত হইলে দোষাবহ হইবে না তাহা পরে বলা হইবে। সুতরাং রসের বিরোধিতা ও অবিরোধিতা উভয়ই অকিঞ্চিৎকর। কি প্রকারে রসের সন্নিবেশ করিতে হইবে সেই বিষয়েই অবশ্য মনোযোগ দিতে হইবে। অঙ্গিনীতি। অনাদরে সপ্তমী। অঙ্গী রস বিশেষকে অনাদর করিয়া অঙ্গভূত রসের পরিপুষ্টি করিতে হইবে না। অবিরোধিতা—নির্দ্দোষতা। অঙ্গভূত রসের পরিপুষ্টি পরিহার বিষয়ে যে তিন প্রকার আছে তাহার কথা বলিতেছেন—'তত্র' হইতে আরম্ভ করিয়া 'তৃতীয়' পর্য্যন্ত। প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন বলা হইয়াছে

"এক দিকে প্রিয়া রোদন করিতেছে; অপর দিকে সমরবাদ্যের নির্ঘোষ। স্নেহরস ও রণরসে যোদ্ধার হৃদয় দোলায়িত হইতেছে।" অথবা যেমন—

"দেবী পার্ব্বতী উপাসনাচ্ছলে অসূয়া প্রকাশ করিতে করিতে যেন পশুপতিকে উপহাস করিতেছেন এইরূপ দেখা গেল। তিনি কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া লইয়া অক্ষবলয়ের ন্যায় তাহা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; মেখলার সূত্রকে সর্পরাজ বাসুকি কল্পনা করিয়া ধ্যানোচিত আসনবিশেষ কবিয়া লইলেন, মিথ্যা মন্ত্রের জপ করিতে যাইয়া তাঁহার স্ফুরিত অধরপুটে অব্যক্ত হাসি ব্যঞ্জিত হইল। সেই দেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

অঙ্গভূত বসকে ন্যূন করা হইবে তখন আধিক্যের এমন কি সম্ভাবনা আছে যে আবার বলা হইয়াছে—আধিক্য কর্ত্তব্য নহে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন উৎকর্ষসাম্য ইতি। রোদিতি প্রিয়েতি—ইহা হইতে রতির উৎকর্ষ। সমর-তূর্য্যেতি ভটস্যেতি—ইহাদের দ্বারা উৎসাহের উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে। দোলায়িতমিতি—তাহাদের মধ্যে ন্যূনতা বা আধিক্য না থাকায় সাম্য রহিয়াছে ইহা বলা হইল। কেহ কেহ। ৷ বলেন যে এইরূপ ব্যাপার মুক্তকের বিষয় হইতে পারে, প্রবন্ধের নহে তাহা ঠিক নহে। যেহেতু যে ইতিবৃত্ত সমগ্র বিষয়কে অধিকার করিয়া আছে তাহাতে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের সমান প্রাধান্যই সম্ভব। যেমন রত্নাবলীতে সিদ্ধি সচিবায়ত্ত মনে করিলে পৃথিবীরাজ্য লাভই নাটকের মৌলিক ফল এবং কন্যারত্ন লাভ প্রাসঙ্গিক ফল। আবার নায়কের অভিপ্রায়ানুসারে ইহার বিপরীত বুঝিতে হইবে। সুতরাং মন্ত্রিবুদ্ধি ও নায়কবুদ্ধি যখন এইরূপই তখন প্রভু ও অমাত্যের অভিপ্রায়েব ফল একই। এইরূপ একীকরণের জন্য শেব পর্য্যন্ত বীররস ও শৃঙ্গার বসেব সমপ্রাধান্যই হইয়া থাকে। যেহেতু কথিত হইয়াছে —"প্রাসঙ্গিক ফলের যদি কোনও উৎকর্ষ থাকে তবে সাধাবণ নিয়মের ব্যত্যয় করিয়া কবি ইচ্ছা করিলে স্বকল্পিত বিভিন্ন পাত্রেব সাহায্যে সমগ্র নাট্যের ফলের সঙ্গে ঐ প্রাসঙ্গিক ফলের ঐক্য সাধন কবিবেন।" (নাট্যশাস্ত্র, ২১।৪) সুতরাং বহু অবান্তর কথা বলিয়া লাভ নাই। এইভাবে প্রথম প্রকাব নিরূপণ

এইখানে। প্রধান বা অঙ্গী রসের বিরুদ্ধ ব্যভিচারী ভাবের প্রাচুর্য্যের সহিত সন্নিবেশ না করা এবং সন্নিবেশ করিলেও তাহারা যাহাতে ক্ষিপ্রতার সহিত অঙ্গী রসের ব্যভিচারীদের অনুগমন করে তাহার ব্যবস্থা করা। ইহা পরিপুষ্টির দ্বিতীয় পরিহার। অঙ্গভূত যে রস তাহা পরিপুষ্টির দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলেও যাহাতে তাহা অঙ্গরূপেই থাকে তৎপ্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি দেওয়া—ইহা পরিপুষ্টির তৃতীয় পরিহার। এইভাবে অনুসন্ধান করিলে এই বিষয়ের অন্যান্য প্রকারও কল্পনা করা যাইতে পারে। যে কোন বিরোধী রস তাহা যাহাতে অঙ্গী রস অপেক্ষা ন্যূন থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেমন শান্তরস অঙ্গী হইলে শৃঙ্গারের অথবা শৃঙ্গাররস অঙ্গী হইলে শান্তের। যদি প্রশ্ন করা যায়, যে রস পরিপুষ্টি লাভ করে নাই তাহা কেমন করিয়া রসত্ব লাভ করে, তদুত্তরে বলিব, অঙ্গী রসের তুলনায় পরিপুষ্টি লাভ করে নাই, এই পর্য্যন্ত। যে রস অঙ্গী তাহার যতখানি পরিপুষ্ট হইবে, ইহার ততখানি হইবে না ; কিন্তু যে পরিপুষ্টি আপনা হইতেই হইবে তাহাতে কে বাধা দিবে ? যাঁহারা রসসমূহের

করিয়া দ্বিতীয় প্রকারের কথা বলিতেছেন—অঙ্গীতি। অনিবেশনমিতি। রস অঙ্গভূত হইলে এইরূপ ধরিতে হইবে। এইভাবে ইহা পরিতুষ্ট হইবে না। এই আপত্তি হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিয়া অন্যমত বলিতেছেন—নিবেশনে বেতি। 'বা'-শব্দের দ্বারা নিজের সিদ্ধান্ত দৃঢ় করা হইতেছে ; অন্যভাবে ধরিলে দুই প্রকার হইত। অঙ্গী রসের যে অনুবৃত্তি অর্থাৎ অনুসন্ধান। যেমন—"কোপাৎকোমললোল"—এই শ্লোকে অঙ্গী রতির অঙ্গরূপে ক্রোধ ব্যভিচারী ভাব সন্নিবেশিত হইয়াছে ; সেইখানে "বদ্ধা দৃঢ়ং" এই অমর্ষের সমাবেশ হইলেও আবার শীঘ্রই 'রুদত্যা', 'হসন্' ইত্যাদিতে সমুচিত ঈর্ষ্যা, ঔৎসুক্য, হর্ষ প্রভৃতির অবতারণার দ্বারা অঙ্গী রসেরই অনুবর্ত্তন করা হইতেছে। তৃতীয় প্রকারের পরিপুষ্টি পরিহারের কথা বলিতেছেন—অঙ্গত্বেনেতি। এখানে তাপসবৎসরাজের পদ্মাবতীবিষয়ক সম্ভোগশৃঙ্গার উদাহরণ হিসাবে উল্লিখিত হইতে পারে। অন্যেহপীতি। অঙ্গী রসের বিরোধী বিভাব ও অনুভাবেরও উৎকর্ষ সম্পাদন করা হইবে না,তাহাদের সন্নিবেশও

অঙ্গাঙ্গিভাব মানেন না, বহুরস-সমন্বিত কাব্যপ্রবন্ধে একটি রসের যে আপেক্ষিক প্রকর্ষ হইতে পারে তাহা তাঁহারাও নিবারণ করিতে পারেন না। সুতরাং এইভাবে প্রমাণিত হইল যে কাব্যপ্রবন্ধে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরোধী এবং অবিরোধী রসের সমাবেশ হইলে কোন বিরোধ হয় না। "এক রস অপর রসের ব্যভিচারী হইতে পারে"—ইহা যাঁহাদের মত তাঁহাদের যুক্তি অনুসারেই এই সকল কথা বলা হইল। এই প্রকারের অপর একটি মত আছে যে রস সমূহের স্থায়ী ভাবগুলিই উপচারের বলে রস বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই মতানুসারে একটি রস যে আর একটি রসের অঙ্গ হইতে পারে তাহাতে কোন বিরোধই থাকে না। কাব্যপ্রবন্ধস্থ একটি অঙ্গী বা প্রধান রসের সঙ্গে অপর বিরোধী বা অবিরোধী রসের সমাবেশ হইলে কেমন করিয়া ইহাদের সম্ভাবিত বিরোধের নিরসন করিতে হইবে তাহার উপায় এইরূপে সাধারণভাবে প্রতিপাদন করিয়া বিরোধী রসের সম্পর্কিত বিরোধ নিরসনের যে

কর্তব্য নহে; করিলেও অঙ্গী রসের সমুচিত বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা তাহাদের পরিপুষ্টি করিতে হইবে। বিরুদ্ধ রসের বিভাব ও অনুভাব পরিপুষ্ট হইলেও তাহারা যেন অঙ্গ হইয়াই থাকে সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সকল বিষয় নিজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। এইভাবে বিরোধী ও অবিরোধীর সাধারণ প্রকারভেদে বলার পর বিরোধী রসবিষয়ক যে সকল অসাধারণ দোষ আছে তাহাদের পরিহার প্রকারস্থিত অন্য বিশেষ ব্যাপারের কথাও বলিতেছেন—বিরোধিন ইতি। সম্ভবীতি। যাহা প্রধান রসের সঙ্গে অবিরোধিতা করিয়া থাকে। এতচ্চেতি। "রসসমূহ নিজের চমৎকৃতিতেই বিশ্রান্তি লাভ করে বলিয়া তাহাদের উপকারী-উপকারক ভাব থাকিতে পারে না। অন্যথা রসেরই সংযোগ হয় না। রসত্বের অভাবে কেমন করিয়া অঙ্গাঙ্গিভাব হইবে?"—যাঁহারা এইরূপ মত পোষণ করেন তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে কোন একটি রস প্রকর্ষ লাভ করে; তাহাই আবার সমগ্র প্রবন্ধে ব্যাপ্ত হয় এবং অন্যান্য রস অল্প করিয়া প্রবন্ধের অনুগামী হয়; কারণ তাহা না হইলে ইতিবৃত্ত সংঘটনারই সৃষ্টি হয় না। আবার বলা হয় যে প্রবন্ধব্যাপী রসের সঙ্গে অন্য রসের কোন সঙ্গতি না থাকিলে

উপায় আছে তাহার কথা প্রতিপাদন করিবার জন্য ইহা বলা হইতেছে—

যাহা স্থায়ী রসের সঙ্গে এক আশ্রয়ে থাকিলে স্থায়ী রসের বিরোধী হয় তাহাকে পৃথক্ আশ্রয়ে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। সেইভাবে সন্নিবেশ করিয়া তাহার প্রতিপাদন পরিপুষ্টি বিধান করিলেও দোষ হয় না। ২৫॥

রস দুইভাবে অপর রসের বিরোধী হইতে পারে—এক আধারে থাকিয়া বিরোধী হইতে পারে অথবা ব্যবধান না রাখিয়া সন্নিবেশিত করিলে বিরোধী হইতে পারে। তন্মধ্যে যে রস কাব্য প্রবন্ধে স্থায়ী ভাবে আছে তাহার সঙ্গে এক আশ্রয়ে যদি বিরুদ্ধ রসের সমাবেশ হয় তাহা হইলে ঔচিত্যের দিক্ দিয়া বিরোধের সৃষ্টি হয়—যেমন বীররসের

ইতিবৃত্তের তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না তাহা হইলে বলিব যে ইহাই তো উপকার্য্য-উপকারক ভাব। চমৎকৃতির বিশ্রান্তি বিষয়েও কোন বিরোধ নাই, ইহাও সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইল। তাই বলিতেছেন—অনভ্যুপগচ্ছতাপীতি। শুধু বাক্যের দ্বারা স্বীকার করিবেন না; কিন্তু যুক্তির দ্বারা আপনা হইতেই স্বীকার করাইতে হইবে। অন্য কেহ বলেন—“এতচ্চাপেক্ষিকং” এই সকল দ্বিতীয় মতকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে; যেখানে রসসমূহের উপকার্য্য-উপকারকতা নাই, সেইখানেও ঘটনার অধিকাংশ স্থলে ব্যাপ্ত হইলেও তবে অঙ্গিত্ব হইবে। (নচেৎ অঙ্গতাই হইবে।) এই মত ঠিক নহে। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে “এতচ্চসর্ব্বম্” এই অংশের ‘সর্ব্ব’ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা উপসংহার করিয়া যে একপক্ষের বিষয় দেখান হইয়াছে এবং “মতান্তরেঽপি” ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষের যে আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা অতিশয় দুঃশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। নিজবংশীয় প্রাচীনদের সঙ্গে আর অধিক বিবাদ করিয়া লাভ নাই। যেযামিতি। নাট্যশাস্ত্রে ভাব অধ্যায়ের সমাপ্তিতে এই শ্লোক আছে:—“সমবেত রসসমূহের মধ্যে যাহার বহুরূপ থাকে, তাহাকে স্থায়ী রস বলা যায়; অবশিষ্টগুলি সঞ্চারী।” এই উক্তির ক্রমানুসারে মূল ইতিবৃত্তে পরিব্যাপ্ত চিত্তবৃত্তি অবশ্যই স্থায়ী বলিয়া প্রতিভাত হয়। প্রাসঙ্গিক-ভাবে বৃত্তান্তের অনুগামী চিত্তবৃত্তি ব্যভিচারীরূপে প্রতিভাত হয়।

সঙ্গে ভয়ানক রসের। এই বিরোধী রসকে পৃথক্ আশ্রয়ে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। সেই বীররসের আশ্রয় যে নায়ক তাহার প্রতিপক্ষের মধ্যে ভয়ানক রসের সন্নিবেশ করিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যদি সেই বিরোধী রসেরও পরিপুষ্টি সাধন করা হয় তাহাও নির্দ্দোষ হয়। প্রতিপক্ষে ভয়াতিশয্যের বর্ণনা করা হইল নায়কের নয়, পরাক্রম প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ইহা আমার অর্জ্জুনচরিতে অর্জ্জুনের পাতালে অবতরণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে।

এইভাবে এক আধারে থাকিলে যাহা কাব্যপ্রবন্ধস্থিত স্থায়ী রসের বিরোধী হয় তাহা স্থায়ী রসের অঙ্গত্বলাভ করিলে যে ভাবে বিরোধের নিরসন হয় তাহা দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয়ের অর্থাৎ অব্যবধানে স্থাপিত রসের সম্পর্কে যে বিরোধ নিরসন হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে—

সুতরাং রসে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে স্থায়ী ও ব্যভিচারীর মধ্যে কোন বিরোধ নাই—এইরূপ কেহ কেহ বলিয়াছেন। তাই ভাগুরি প্রশ্ন করিয়াছেন, "রসসমূহের কি স্থায়িতা-সঞ্চারিতা আছে? এবং তৎপর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, "নিশ্চয়ই আছে।" অন্য কেহ কেহ বলেন, "রসকে স্থায়ী বলিয়া পাঠ করিলেও এক রসের সম্পর্কে অন্য রস ব্যভিচারী হয়। যেমন ক্রোধ বীররসে ব্যভিচারী বলিয়া পঠিত হইলেও অন্য রসে স্থায়ী ভাব হয়। যেমন তত্ত্বজ্ঞান যে নির্ব্বেদের বিভাব সেই নির্ব্বেদ শান্তরসে স্থায়ী হয়। ব্যভিচারী ভাবও অন্য ব্যভিচারী ভাব অপেক্ষা স্থায়ী হয়, যেমন বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কে উন্মাদ ব্যভিচারী ভাব। এইমতে এই শ্লোকের উদ্দেশ্য এইরূপ অর্থ বোঝান—বহুচিত্তবৃত্তিরূপ ভাবের মধ্যে যাহার বহুলরূপ উপলব্ধি করা হয় তাহার নাম স্থায়ী ভাব; সে রসীকরণযোগ্য হইলে রস বলিয়া কথিত হয়। অবশিষ্ট-গুলি সঞ্চারী নামে আখ্যাত। কিন্তু তাই বলিয়া স্থায়ী ও সঞ্চারীর দ্বারা এমন বলা হয় নাই যে একটি অঙ্গী আর একটি অঙ্গ। অতএব অপর কেহ কেহ 'রসস্থায়ী'-পদে ষষ্ঠী বা সপ্তমীর দ্বারা সমাস পাঠ করেন। কেহ বা আশ্রিতাদিতে "গম্যাদীনামুপসংখ্যানম্" এই বার্ত্তিক সূত্রানুসারে দ্বিতীয়ান্ত

এক আশ্রয়ে থাকিলে যাহা নির্দোষ অথচ ব্যবধান না রাখিয়া সন্নিবেশিত হইলে যাহা বিরোধের উৎপাদন করে মেধাবী কবি মাঝখানে অন্য রসের দ্বারা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ব্যঞ্জিত করিবেন। ২৬ ॥

যাহা আবার এক আশ্রয়ে থাকিলে বিরোধী হয় না কিন্তু ব্যবধান না থাকিলে বিরোধী হয় তাহাকে কাব্যপ্রবন্ধে রসান্তরের ব্যবধানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে। যেমন নাগানন্দে শান্তরস ও শৃঙ্গাররস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৃষ্ণার ক্ষয় হইতে যে সুখ হয় তাহার যে পরিপুষ্টি সেই লক্ষণযুক্ত রসের নাম শান্তরস : তাহা অবশ্যই প্রতীত হয়। এই মতের সমর্থনে এই উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে—

"ভূলোকে অভীষ্টসাধনজনিত যে সুখ এবং সর্গে যে মহৎসুখ আছে—ইহারা আকাঙ্ক্ষার ক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও লাভ করিতে পারে না।"

সমাস পাঠ করেন। তাই বলিতেছেন—মতান্তরেঽপীতি। রসশব্দেনেতি। —রসান্তর সমাবেশঃ (৩।২২)—ইত্যাদি পূর্ব্বকারিকাগত 'রস'-শব্দের দ্বারা।২৫॥

এখন সাধারণ প্রকরণের উপসংহার করিয়া অসাধারণ প্রকরণের সূত্র যোজনা করিতেছেন—এবমিতি। এমিতি—অবিরোধের উপায়। বিরুদ্ধেতি —ইহা হেতুগর্ভবিশেষণ। যাহা স্থায়ী তাহার অন্য স্থায়ীর সঙ্গে একাশ্রয়ত্ব অসম্ভব বলিয়া তাহা বিরোধী হয়—যেমন উৎসাহের সঙ্গে ভয়—তাহা বিভিন্নাশ্রয়ে প্রতিনায়কগত হইলে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। তস্যেতি —বিরোধী রসেরও। বিরোধী রসও সেইভাবে নিবদ্ধ হইয়া পরিপুষ্টি লাভ করিলে দোষাবহ হয় না, কারণ পরিপোষকতা করিলেই নায়কের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অধিকন্তু পরিপোষকতা না করিলেই দোষ হয়। 'অপি'-শব্দের ক্রম উল্টাইয়া দিতে হইবে, কারণ বৃত্তিতেও এইরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একাধিকরণ্যম্—একাশ্রয়ের সহিত সম্বন্ধমাত্র ; ঐরূপে বিরোধী—যেমন ভয়ের সঙ্গে উৎসাহ ; কোন দুইটি ভাব যদি বা একাশ্রয়ে থাকিতে পারে তাহা হইলেও নৈরন্তর্য্য বা অব্যবধানের দ্বারা বিরোধের সৃষ্টি হয়, যেমন রতির সঙ্গে নির্ব্বেদের। প্রদর্শিতমিতি। যেমন, "অর্জ্জুনের ধনু হইতে ভয়াবহ ধ্বনি

যদিও ইহা সর্ব্বজনের অনুভবের বিষয় নহে তাহা হইলেও এই যুক্তির বলে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ইহা অলোক-সামান্য, মহান গুণভাবসমন্বিত চিত্তবৃত্তিবিশেষ। ইহাকে বীররসের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত নহে, কারণ বীররস আত্মাভিমানযুক্ত বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অথচ অহঙ্কার নিরোধই শান্তরসের লক্ষণ। এবংবিধ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যদি ইহাদিগকে এক বলিয়া পরিকল্পনা করা হয় তবে বীররস ও রৌদ্ররসও এক হইয়া পড়িতে পারে। দয়াবীরাদি চিত্তবৃত্তিতে সর্বপ্রকার অহঙ্কার রহিত হইয়া যায় বলিয়া ইহারা শান্তরসেরই প্রভেদ বিশেষ, অন্যথা অর্থাৎ যদি ইহারা অহঙ্কারযুক্তই হইত তাহা হইলে ইহাদিগকে বীররসের প্রভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে কোন বিরোধ হইত না। সুতরাং ইহা প্রমাণিতই হইল যে শান্তরস বলিয়া রস আছে। কাব্যপ্রবন্ধে বিরোধী রস থাকিলেও

সমুত্থিত হইলে, ইন্দ্রের শক্রদের নগরে মহা বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি হইল।" ইত্যাদির দ্বারা। ২৫॥

দ্বিতীয়স্মৃতি। নৈরন্তর্য, বা অব্যবধানের জন্য যাহা বিরোধী তাহার। তদিতি। নির্বিরোধত্ব। একাশ্রয়ত্বের জন্য যাহা নির্দ্দোষ বা অবিরোধী তাহা ব্যবধান না থাকার জন্য বিরোধী হইতে পারে। তাহা এমনভাবে ব্যবস্থাপিত হইবে যে তথাবিধ বিরোধী রস দুইটির মাঝখানে একটি অবিরোধী রস সন্নিবেশিত হইয়া যুক্ত হইবে। ইহাই কারিকার অর্থ। প্রবন্ধেও বহুল পরিমাণে দেখা যায়, মুক্তকেও কখন কখনও এইরূপ হয়, যেহেতু পরেই বলা হইবে—"একবাক্যস্থয়োরপি" (৩।২৭) যথেতি। সেই-খানে নাগানন্দে "রাগস্যাস্পদমিত্যবৈমি" ইত্যাদির দ্বারা উপক্ষেপ হইতে আরম্ভ করিয়া পরের জন্য শরীরত্যাগাত্মক সমাপ্তি পর্য্যন্ত শান্তরস, ইহার বিরোধী হইতেছে মলয়বতীবিষয়ক রতিমূলক শৃঙ্গার। ইহাদের উভয়ের অবিরুদ্ধ অদ্ভুত রসকে মাঝে রাখিলে ইহাদের অন্তরের ক্রমিক বিস্তার সম্ভব হইবে এই মনন করিয়া কবি "অহো গীতমহোবাদিত্রম্" ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন। এই জন্যই "ব্যক্তির্ব্যঞ্জনধাতুনা" ইত্যাদির দ্বারা রসের ক্রমিক বিস্তারও দেখান হইয়াছে, যেহেতু বলা হইয়াছে—"নিমিত্তনৈমিত্তিকক্রমে

যদি ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া অন্য রসকে মাঝখানে রাখিয়া শান্তরসের সমাবেশ হয় তাহা হইলে আর বিরোধ থাকে না, যেমন নাগানন্দ প্রভৃতি প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে। ইহাই নিশ্চিত করিয়া দেওয়ার জন্য বলা হইতেছে—

দুইটি (বিরোধী) রস একবাক্যে থাকিলেও যদি তাহাদের মাঝখানে অন্য একটি রসের সমাবেশ করা হয় তাহা হইলে তাহাদের বিরোধের অবসান হয়। ২৭ ॥

অন্য তৃতীয় রসের ব্যবধানের দ্বারা এক কাব্যপ্রবন্ধে অবস্থিত দুইটি রসের বিরোধিতার নিরসন হয়। ইহাতে ভ্রান্তির কোন অবকাশ নাই, কারণ উক্ত নীতি অনুসারে একবাক্যস্থিত দুইটি রসের মধ্যে বিরোধিতা থাকে না। যেমন—

চিত্তবৃত্তিগুলি যাহাতে পুরুষার্থের সাধক হইতে পারে এইরূপভাবে চিত্তবৃত্তির প্রসরণ-ক্রিয়াকে একটি একটি করিয়া যে নির্দ্ধারণ করা হইযাছে সেই নির্দ্ধারণ কার্য্যের নাম সংখ্যা।" অনন্তর নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাবে আগত যে শৃঙ্গার রস যাহা শেখবক বৃত্তান্তে কথিত হাস্যরসকে উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে সেই শৃঙ্গারের বিরুদ্ধ বৈরাগ্য ও শমগুণের পরিপোষক যে নাগীয়দেহের অস্থিজাল দর্শনবৃত্তান্ত তাহা ক্রোধ ব্যভিচারিভাবরূপ উপকরণসমন্বিত বীর-রসের ব্যবধানে নিবেশিত হইয়াছে। এই ক্রোধ মলয়বতী-নির্গমনকারী মিত্রাবসুর "সংসর্পদ্ভিঃ সমন্তাৎ" ইত্যাদি কাব্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে, শান্তরসই না'ই ; তাহার স্থায়ী ভাবও মুনি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—শান্তশ্চেতি। তৃষ্ণা বা বিষয়াভিলাষ প্রভৃতির যে ক্ষয় বা সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্তিরূপ নির্ব্বেদ তাহাই সুখ। সেই স্থায়িসুখের রসপরিণতির দ্বারা যে পরিপুষ্টি তাহাই যাহার লক্ষণ তাহার নাম শান্তরস। প্রতীয়ত এবেতি। ভোজনাদি অশেষ বিষয়েচ্ছার প্রসার যে নিবৃত্ত হয় তাহা যথাসময়ে নিজের অনুভবের দ্বারাই জানা যায়। অন্য কেহ কেহ মনে করেন যে সর্ব্বচিত্তবৃত্তির প্রশম ইহার স্থায়ী ভাব। ইহার দ্বারা যদি তৃষ্ণার আত্যন্তিক অভাব মনে করা যায় অর্থাৎ তৃষ্ণা একেবারেই ছিল না এইরূপ মনে করা যায় (প্রসজ্যপ্রতিষেধরূপ

অভাব), তাহা হইলে বলিব যে ইহাতে চিত্তবৃত্তিই অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে, তাহাকে আর ভাব বলা যায় না। আর চিত্তবৃত্তির প্রশম বা তৃষ্ণাক্ষয় পদের দ্বারা যদি চিত্তবৃত্তির বিরোধী কোন চিত্তবৃত্তিবিশেষ (পর্যুদাস) বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে আমাদের পক্ষই প্রমাণিত হইল। "স্বীয় স্বীয় নিমিত্ত গ্রহণ করিয়া শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার প্রকৃতি হইতে ভাব প্রবর্ত্তিত হয়। আবার নিমিত্তের বিনাশ হইলে শান্তরসেই লয়প্রাপ্ত হয়।" এই মত আমাদের মত হইতে খুব বেশী বিভিন্ন নহে। পার্থক্য এই যে এই মতে চিত্তবৃত্তি জাগরণের পূর্ব্বাবস্থাকে (প্রাগভাবকে) 'শান্ত' বলা হয়, আমাদের মতে চিত্তবৃত্তি ধ্বংসজনিত অভাবকে (প্রধ্বংসাভাব) 'শান্ত' বলা হয়। তৃষ্ণাসমূহের প্র-ধ্বংসের কথা বলাই যুক্তিযুক্ত, যেহেতু বলাই হইয়াছে—"বীতরাগ-ব্যক্তির জন্ম হইতে দেখা যায় না।" প্রতীয়ত এবেতি। "ক্বচিৎ শম" ইত্যাদি বলিয়া ভরতমুনিও তৃষ্ণার প্রধ্বংসকেই স্বীকার করিয়াছেন। শান্তরসের সর্ব্বচেষ্টাশূন্যতা লক্ষণযুক্ত শেষ অবস্থা বর্ণনীয় নহে, তাহা হইলে সকল চেষ্টার বিরতির জন্য অনুভাবের অভাব হইবে বলিয়া শান্তরস প্রতীয়মান হইবে না। শৃঙ্গারাদিরও সুরতাদির লক্ষণযুক্ত অন্তিম অবস্থা বর্ণনীয় নহে। বৃত্তির নিরোধের সংস্কারের জন্য চিত্তের গতি প্রশান্ত প্রবাহের গতির মত হয়।" "পূর্ব্বে সংস্কারের জন্য সমাধি অবস্থার অন্তরালে (সমাধি হইতে ব্যুত্থান অবস্থায়) অন্যান্য প্রত্যয় সঞ্জাত হয়।" এই দুই যোগসূত্রের বলে জনক প্রভৃতিতে শান্তরসের যমনিয়মাদি (সমাধি অবস্থায়) এবং রাজ্যভার বহনাদির বিস্ময়কর প্রচেষ্টা দেখা যায়। এইরূপে সেইখানে অনুভাবের অস্তিত্ব থাকায় এবং যমনিয়মাদির মধ্যস্থলে নানাপ্রকার ব্যভিচারী ভাবের সদ্ভাব থাকায় শান্তরস প্রতীতই হইয়া থাকে। যদি আপত্তি করা হয় যে ইহা প্রতীত হয় না, ইহার বিভাবও নাই, তাহা হইলে বলিব এই আপত্তি ঠিক নহে, ইহা প্রতীতই হইয়া থাকে। প্রাক্তন সৎকর্ম্মের পরিপাক, পরমেশ্বরের অনুগ্রহ, বেদান্তাদি অধ্যাত্ম-রহস্যবিষয়ক শাস্ত্রাদিতে এবং বীতরাগব্যক্তিগণে অবগাহন—এই সব বিভাবের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া এইপ্রকারেই বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব সমন্বিত শান্তরস স্থায়ী বলিয়া প্রদর্শিত হইল। আপত্তি হইতে পারে, হৃদয় সম্মিলনের অভাবের জন্য ইহার রস্যমানতা প্রমাণিত হয় না। কে বলে, ইহাতে হৃদয় সম্মিলন হয় না? ইহা যে প্রতীতই হয় তাহা তো বলা হইয়াছে। পুনরায় আপত্তি

"তখন বীরেরা নিজেদের দেহ মাটিতে পতিত দেখিতে পাইলেন -- সেই বীরেরা বিমানপালঙ্কে শায়িত, নবপারিজাতমালার রেণুতে তাঁহাদের রক্ত সুবাসিত। তাঁহাদের বাহুদ্বয়ের অন্তরাল সুরাঙ্গনা কর্তৃক আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ, চন্দনবারিসিক্ত সুগন্ধি কল্পলতারূপ বস্ত্রের বীজনের দ্বারা তাঁহারা স্নিগ্ধ। এই ভূপতিত দেহগুলির প্রতি রমণীরা কৌতূহলে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে, ধূলিতে এই দেহগুলি আচ্ছন্ন, শৃগালেরা ইহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে, মাংসাশী গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষীরা শোণিতসিক্ত পক্ষের দ্বারা ইহাদের ব্যজন করিতেছে।" ইত্যাদিতে। এখানে শৃঙ্গার রস ও বীভৎস রসের অথবা তাহাদের অঙ্গের সমাবেশে বিরোধিতা নাই, কারণ মাঝখানে বীর রস আসিয়া ব্যবধানের সৃষ্টি করিতেছে।

হইতে পারে, প্রতীত হইলেও ইহা সকলের শ্লাঘাস্পদ হইবে না। তাহা হইলে তো বীতরাগ ব্যক্তির কাছে শৃঙ্গাররস শ্লাঘ্য হয় না বলিয়া বলা যাইতে পারে, তাহা রসত্ব হইতে চ্যুত হউক। তাই বলিতেছেন—যদি নামেতি। আপত্তি হইতে পারে যে এই শান্তরস ধর্ম্মপ্রধান বীররস, সুতরাং ইহা বীররসই এইরূপ সম্ভাবনা করা হইবে। তাই বলিতেছেন—ন চেতি। তস্য বীরের। অভিমানময়ত্বেনেহি। "আমি এইরূপ করিতে পারি"—এই অভিমানই উৎসাহের প্রাণ। অস্য চেতি—শান্তরসের। তয়োশ্চেতি। ঈহা (ইচ্ছা, চেষ্টা) ময়ত্ব ও নিরীহত্বের জন্য ইহাদের মধ্যেও—ইহাই 'চ'-শব্দের অর্থ। বীররস ও রৌদ্ররসের মধ্যেও অত্যন্ত বিরুদ্ধতা নাই। ধর্ম্মার্থকামার্জ্জনে উপযোগিতা ইহাদের সমান ভাবে আছে। প্রশ্ন হইতে পারে, এইভাবে দেখিলে দয়াবীর ধর্ম্মবীর হইবে না দানবীর হইবে? দয়াবীর, ধর্ম্মবীর বা দানবীর কিছুই নহে, ইহা শান্তরসের নামান্তর মাত্র।

ভরতমুনিও সেইভাবে বলিয়াছেন, "ব্রহ্মা দানবীর, ধর্ম্মবীর ও যুদ্ধবীর এই তিনভাগে ভাগ করিয়া রসবীরের সংজ্ঞা দিয়াছেন।" সুতরাং আগমবাক্য অনুসারে ভরতমুনিও তিন অংশে বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দয়াবীরা-দীনাঞ্চেতি— 'আদি'-শব্দের দ্বারা ইহাই বলিতেছেন। শান্তরস বিষয়ের প্রতি জুগুপ্সাত্মা বলিয়া ইহা বীভৎসরসের অন্তর্ভূত হইতে পারে এই শঙ্কা

এইভাবে বিরোধ ও অবিরোধ সর্ব্বত্র নিরূপণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ শৃঙ্গারে, কারণ সকল রসের মধ্যে ইহাই সুকুমারতম। ২৮॥

সহৃদয় ব্যক্তি কাব্য প্রবন্ধে অথবা মুক্তকাদি অন্যস্থানে উক্ত লক্ষণানুসারে সকল রসে বিরোধ এবং অবিরোধের নিরূপণ করিবেন—বিশেষ করিয়া শৃঙ্গারে। রতির পরিপুষ্টিই তাহার আত্মা এবং অল্প কারণেই রতির ধ্বংসের সম্ভাবনা থাকে। তাই ইহা অন্য রস অপেক্ষা সুকুমার এবং বিরোধী রসের ঈষৎ সমাবেশও ইহা সহ্য করিতে পারে না।

সেই রসবিষয়েই কবি অতিশয় সাবধান হইবেন; তাহার মধ্যে ভুল হইলে তাহা শীঘ্রই লক্ষিত হয়। ২৯॥

করা হইতেছে। কিন্তু তাহা ইহার (শান্তরসের) ব্যভিচারী ভাব হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী ভাব হইতে পারে না, কারণ শেষ পর্য্যন্ত নির্ধারিত হইলে কিন্তু জুগুপ্সার মূলই উচ্ছেদ করা হইবে। চন্দ্রিকাকার বলিয়াছেন শান্তরস ইতিবৃত্তের মূলবিষয়রূপে বর্ণিত হইবে না। আমরা এখানে সেই মতের বিচার করিলাম না, কারণ তাহা অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিবে। এই রসের ফল মোক্ষ এবং ইহা পরমপুরুষার্থে নিহিত থাকে বলিয়া ইহা সকল রস হইতে প্রধান। আমাদের উপাধ্যায় ভট্টতৌত কাব্যকৌতুকগ্রন্থে এবং আমরা তাহার বিবরণে এই শান্তরস এবং তৎসম্পর্কিত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তের বিচার করিয়াছি। আর অধিক বলিয়া লাভ কি? ২৬॥

স্থিরীকর্ত্তুমিতি। শিষ্যবুদ্ধিতে। 'অপি'-শব্দের দ্বারা গ্রন্থ বিষয়ে এই অর্থ সিদ্ধ হইল, ইহা দেখাইতেছেন—ভূরেমিতি। বিশেষণগুলির দ্বারা অত্যন্ত বিভিন্নতা ও অসম্ভাব্যতার কথা বলা হইয়াছে। স্বদেহোনাক—এই শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে বীরগণ পতিতদেহগুলিকে নিজেদের দেহ বলিয়া মনে করিতেছেন। সুতরাং প্রতিপত্তার নিকট শৃঙ্গার রস ও বীভৎস রসের বিষয়ীভূত দেহদ্বয়ের একাত্মতার জন্য একাশ্রয়ত্ব সূচিত হইয়াছে। নচেৎ বিভিন্নবিষয়ত্বের জন্য কোনই বিরোধ হইত না। প্রশ্ন হইতে পারে—এখানে বীররসই হইয়াছে, শৃঙ্গারও নহে বীভৎসও নহে, রতি ও জুগুপ্সা

অন্য সকল রস অপেক্ষা সেই রস অধিক সৌকুমার্য্যযুক্ত হয় বলিয়া কবি তাহার সম্পর্কে অধিক প্রযত্নবান্ হইবেন। সেইখানে ভুল করিলে তিনি সহৃদয় সমাজে অতি শীঘ্র অবজ্ঞার পাত্র হইবেন। যেহেতু কমনীয়তার জন্য শৃঙ্গার রস সকল রসের মধ্যে প্রাধান্য পায় সেইজন্য সংসারী ব্যক্তিরা অতি অবশ্যই ইহা অনুভব করিতে পারে। ব্যাপার যখন এই :—

শিষ্যব্যক্তিকে উন্মুখী করিতে যে কাব্যশোভার প্রয়োজন হয় তজ্জন্য যদি শৃঙ্গার রসের অঙ্গ সমূহের মধ্যে শৃঙ্গার-বিরুদ্ধ রসের স্পর্শ হয় তাহা হইলে কোন দোষ হয় না। ৩০ ॥

বীররসের ব্যভিচারীই হইয়াছে। তাহা হয় তা হউক; তাহা হইলেও প্রস্তাবিত বিষয়ের উদাহরণতা তো হইলই। তাই বলিতেছেন—তদঙ্গয়োর্ভাবেতি। তাহাদের অঙ্গদ্বয় অর্থাৎ তাহাদের স্থায়ী ভাবদ্বয়। বীর রসেতি। "বীরা স্বদেহান্"—ইত্যাদির দ্বারা তদীয় উৎসাহের অবগতি হইয়াছে। কর্ত্তা ও কর্ম্মের প্রতীতি সমগ্র বাক্যার্থের প্রতীতির অনুসারে হইয়া থাকে; মধ্যস্থিত কোন বীররসব্যঞ্জক পদ না থাকিলেও বীররস বীভৎস ও শৃঙ্গারের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রচনা করিতেছে। অন্যত্র চেতি। মুক্তকাদিতে। সেই শৃঙ্গারই সুকুমারতম এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। সুকুমারতা সকল রসেরই লক্ষণ; 'অন্যরস অপেক্ষা করুণ অধিক সুকুমার আবার তাহার অপেক্ষাও শৃঙ্গার। এই জন্য 'তম' প্রত্যয়। ২৭-২৯ ॥

এবং চেতি। যেহেতু ইহা সকলের অনুভবের বিষয়। তদিতি। শৃঙ্গারের বিরুদ্ধ যে সকল রস যেমন শান্তরসাদি তাহাদিগকেও শৃঙ্গার যদি অঙ্গরূপে স্পর্শ করে তবে তাহা দোষাবহ হয় না। বিভাব ও অনুভাব অপর রসে নিহিত হইলেও সেই ভঙ্গীতেই তাহাদের বর্ণনা করিতে হইবে যাহার দ্বারা তাহারা শৃঙ্গারাঙ্গ হয় অর্থাৎ শৃঙ্গারের বিভাবাদির ন্যায় হয়। যেমন আমারই স্তোত্রে—"তুমি চন্দ্রচূড় প্রাণেশ্বর, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমার গাঢ়বিরহতপ্ত চেতনা চন্দ্রকান্তাকৃতি পুত্তলিকার ন্যায় অতি দ্রুত দ্রবীভূত হইয়া বিলীন হইতেছে।"

এখানে শান্তরসের বিভাব ও অনুভাব সমূহেরও শৃঙ্গারের ভঙ্গীতেই নিরূপণ

শৃঙ্গারের অঙ্গ সমূহে শৃঙ্গারের বিরোধী রসের যে সংস্পর্শ তাহা যে কেবল অবিরোধের সংযোগেই দোষশূন্য হয় তাহা নহে, যেহেতু শিষ্যদিগকে উন্মুখী করিতে যে কাব্যশোভার দরকার হয় তাহার জন্যও ইহা দোষের কারণ হয় না। শৃঙ্গার রসের অঙ্গের দ্বারা শিষ্যেরা উন্মুখীকৃত হইলে তাঁহারা আনন্দে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেন। শিষ্যজনের মঙ্গলের জন্যই মুনিরা সদাচার-উপদেশরূপ নাটকাদির আলাপের অবতারণা করিয়াছেন।

অধিকন্তু শৃঙ্গার সকল জনের মনোহরণ করিবার মত সৌন্দর্য্যসম্পন্ন; তাই কাব্যে তাহার অঙ্গের সমাবেশ শোভাতিশয্যের পোষকতা করে। এইভাবে বিচার করিলেও বিরোধী রসে শৃঙ্গার রসের অঙ্গের সমাবেশ বিরুদ্ধতা আনয়ন করে না। সেই জন্যও—"ইহা সত্য বটে যে রমণীরা মনোহারিণী, ধনৈশ্বর্য্য যে মনোরম তাহাও সত্য ; কিন্তু মানুষের জীবনই মদোন্মত্ত রমণীর অপাঙ্গক্ষেপণের মত চঞ্চল।" ইত্যাদিতে রসবিরোধিতা-জনিত দোষ নাই।

করা হইয়াছে। শিষ্যদিগকে উন্মুখী করিবার জন্য যে কাব্যশোভা তজ্জন্য কোন দোষ হয় না এই ভাবে যোজনা করিতে হইবে। 'বা' পদের দ্বারা অন্য এক পক্ষের কথা বলিতেছেন। তাহাই বুঝাইয়া বলিতেছেন—ন কেবলমিতি 'বা'-শব্দের ইহাই অর্থ। অবিরোধের লক্ষণযুক্ত পরিপোষকতার পরিহারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শিষ্যদিগকে উন্মুখী করণের জন্যও যে কাব্য-শোভা তাহার জন্যও বিরুদ্ধ রসের যে সমাবেশ হয়; কেবল যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের জন্যই তাহা নহে। শিষ্যের উন্মুখীকরণার্থ ব্যতিরেকে কাব্যশোভা থাকিতেই পারে না, শুধু রসান্তরের ব্যবধান ও অব্যবধানের দ্বারা কাব্যশোভা পাওয়া যায়—অন্যে যে এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। সুখমিতি। রঞ্জনাপুরঃসর। আপত্তি হইতে পারে, কাব্য তো ক্রীড়াস্বরূপ—তাহাই বা কোথায় আর বেদাদি উপদেশই বা কোথায়? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সদাচারেতি। মুনিভিরিতি। আমারা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাব্য প্রীতিপূর্ব্বক ব্যুৎপত্তি আনয়ন করে, এই ব্যুৎপত্তি কাব্যে ও নাট্যে নিহিত থাকে। ইহা জায়াসদৃশ বলিয়া প্রভুসদৃশ শাস্ত্র এবং মিত্রসদৃশ

এইভাবে রসপ্রভৃতির বিরোধ ও অবিরোধের বিষয় জানিয়া সুকবি কাব্য রচনা করিলে কোথাও ভ্রমে পতিত হয়েন না। ৩১॥

ইত্থং—এই প্রসঙ্গে কথিত প্রকারের দ্বারা। রসাদীনাং—রস, ভাব ও তাহাদের আভাস সমূহের। ইহাদের পরস্পরের বিরোধের এবং অবিরোধের বিষয় জানিয়া কাব্য-বিষয়ে অতিশয় প্রতিভাশালী সুকবি কাব্য রচনা করিলে কোথাও ভ্রমে পতিত হয়েন না।

এইভাবে রসাদিতে বিরোধ এবং অবিরোধের উপযোগিতা প্রতিপাদন করিয়া বিভাবাদি বাচ্য এবং সুপ্, তিঙ্ প্রভৃতি বাচক রসাদিবিষয়ে এই যে ব্যঞ্জক ইহাদের নিরূপণের উপযোগিতাও প্রতিপাদন করা হইতেছে—

বাচ্য এবং বাচক সমূহের ঔচিত্যের সহিত যোজনা করা—রসাদিবিষয়ে মহাকবির ইহা মুখ্য কাম্য। ৩২॥

ইতিহাসাদি হইতে সঞ্জাত ব্যুৎপত্তি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পুনরুক্তির ভয়ে এখানে আর লিখিলাম না। প্রশ্ন হইতে পারে, শৃঙ্গারাঙ্গতা-ভঙ্গীর দ্বারা যে বিভাবাদির নিরূপণ করা হয় কেবল কি তাহার দ্বারাই শিষ্যেরা উন্মুখীকৃত হয়েন? তাহা নহে; অন্য প্রকারও আছে, তাহা বলিতেছেন—কিং চেতি। শোভাতিশয়মিতি। উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারবৈশিষ্ট্যের শোভা বর্দ্ধন করে অর্থাৎ সুন্দর করে। এইজন্য বলা হইয়াছে—"যে সকল ধর্ম কাব্য-শোভার কর্তা তাহাদের নাম গুণ, অলঙ্কার তাহার আতিশয্যের হেতু।" মত্তাঙ্গনেতি। এখানে সকল বস্তুর অনিত্যতা শান্তরসের বিভাবরূপে বর্ণ্যমান হওয়ায় কোন বিভাব শৃঙ্গারভঙ্গীতে রচিত হয় নাই। কিন্তু 'সত্যম্' ইত্যাদি পরের মত অঙ্গীকার করিয়া বলা হইতেছে। আমরা অলীক বৈরাগ্যলীলায় রুচি প্রকাশ করিতেছি না; বরং যাহার জন্য সকল বস্তুর অভ্যর্থনা করা হয় তাহাই চঞ্চল। মত্তাঙ্গনার অপাঙ্গক্ষেপণ শৃঙ্গারের বিভাব ও অনুভাব হইতে পারে; লোলতা-বিষয়ে জীবনের সঙ্গে উপমা কথিত হইয়াছে। প্রিয়তমার কটাক্ষ সকলেরই অভিলাষের বস্তু। সুতরাং জিহ্বায় গুড়লেপন করিয়া যেমন ঔষধ সেবন করা যায় তেমন প্রিয়তমার কটাক্ষের প্রতি প্রীতির দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া শিষ্য

ইতিবৃত্তবৈশিষ্ট্যরূপ বাচ্য এবং তদ্বিষয়ক যে বাচক—রসাদিমূলক ঔচিত্য অনুসারে ইহাদের যে যোজনা তাহা মহাকবির মুখ্য কাম্য। ইহাই মহাকবির মুখ্যব্যাপার যে রসাদি সমূহকেই কাব্যের প্রধান বিষয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার অভিব্যক্তির অনুকূল করিয়া তিনি শব্দ ও অর্থের বিন্যাস করিবেন। রসাদিকে মুখ্য করিয়া রচনা করিতে হইবে- ইহা ভরতের নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতিতেও সুপ্রসিদ্ধই। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—

রসাদির অনুকূল করিয়া অর্থ ও শব্দের যে সমুচিত ব্যবহার তাহাই বৃত্তি ; এই বৃত্তিগুলি দুই প্রকারের। ৩৩ ॥

ব্যবহারই বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। তন্মধ্যে রসের অনুকূল বাচ্য (অর্থ) বিষয়েও যে সমুচিত ব্যবহার তাহা এই কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি নামে খ্যাত। উপনাগরিকা প্রভৃতি ও বাচককে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। রসাদির তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৃত্তিগুলির সন্নিবেশ করিলে কাব্য ও নাটকের পরমাশ্চর্য শোভা হয়। দুই প্রকার বৃত্তিরই রসাদি প্রাণস্বরূপ ! কিন্তু ইতিবৃত্তাদি কাব্যের শরীরস্থানীয়। কেহ কেহ এই বলিয়াছেন—"রসাদির সঙ্গে ইতিবৃত্তের ব্যবহার গুণীর প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক বস্তুতত্ত্বে সং নের দ্বারা অবশেষে বৈরাগ্য উপনীত হইবেন। ইহার উপসংহারে যে প্রকরণের কথা বলা হইল তাহার ফল দেখাইতেছেন—বিজ্ঞায়েথমিতি। ৩। ৩১ ॥

রসাদিতে অর্থাৎ রসাদিবিষয়ে যে সকল বিভাবাদি বাচ্য ব্যঞ্জক হয় এবং সুপ্ তিঙ প্রভৃতি যে সকল বাচক ব্যঞ্জক হয় তাহাদের যে নিরূপণ তাহার। তদ্বিষয়স্থেতি। রসাদিবিষয়ের। তদিতি— উপযোগিত্ব। 'আলোকার্থী' ইত্যাদিতে (১।৯) যাহা বলা হইয়াছে তাহারই উপসংহার করা হইল। মহাকবেরিতি। ফলটাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে করা হইল। এই ভাবেই মহাকবিত্ব লাভ হয়, অন্য কোন উপায়ে নহে। ইতিবৃত্তবিশেষাণামিতি। "ইতিবৃত্ত প্রবন্ধের দ্বারা যাচ্য, বিভাবানুভাব সঞ্চার্যৌচিত্যচারুণঃ" (৩।১০) ইত্যাদির দ্বারা তাহার বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কাব্যার্থীকৃত্বেতি। তাহা না হইলে লৌকিক ও

সঙ্গে গুণের ব্যবহারের ন্যায়; ইহা প্রাণের সঙ্গে শরীরের ব্যবহারের ন্যায় নহে। বাচ্য অর্থ রসাদিতে তন্ময় হইয়া প্রকাশিত হয়। পৃথক্ ভাবে রসাদির দ্বারা প্রকাশিত হয় না।" এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে— শরীর যেমন গৌরত্বময় বাচ্য অর্থও যদি সেইরূপ রসাদিময় হইত তাহা হইলে যেমন শরীর প্রকাশিত হইলেই গুণী ও গুণের ধর্ম্ম অনুসারে গৌরত্বও অবশ্যই সকলের কাছে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বাচ্য অর্থের প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই রসাদিও সহৃদয়-অসহৃদয় সকলের কাছে প্রতিভাত হইবে। কিন্তু এইরূপ তো হয়না; ইহাও প্রথম উদ্দ্যোতে প্রতিপাদন করিয়া দেখানই হইয়াছে। এইরূপ একটি মত থাকিতে পারে—রত্ন-সমূহের উৎকৃষ্ট রূপশালিতা কোন বিশেষ বোদ্ধা ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারেন। সেইরূপ বাচ্য অর্থের রসাদিরূপত্বও সহৃদয় ব্যক্তিই জানিতে পারেন। ইহা ঠিক নহে; কারণ রত্নের উৎকৃষ্টতা প্রতিভাত হইলে ইহাও দেখা যায় যে সেই উৎকৃষ্টত্ব রত্নের স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। যদি রসাদি রত্নের উৎকৃষ্টত্বের মত হইত তাহা হইলে রসাদিও বিভাব-অনুভাব রূপ বাচ্য বিষয় হইতে অনতিরিক্ত হইত। কিন্তু সেইরূপও হয় না। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীরাই রস—এইরূপ কাহারও প্রতীতি হয় না। যেহেতু বিভাবাদির প্রতীতি হইলেই রসাদির প্রতীতি

শাস্ত্রীয় বাক্যের অর্থ হইতে কাব্যের অর্থের কোথায় বৈশিষ্ট্য থাকে? প্রথম উদ্দ্যোতে "কাব্যস্যাত্মা স এবার্থঃ" (১।৫) ইত্যাদির প্রসঙ্গে ইহা নিরূপিত হইয়াছে। ৩২ ॥

এতচ্চেতি। আমরা যে বলিয়াছি। ভরতাদাবিতি—আদি শব্দের দ্বারা অলঙ্কারশাস্ত্রস্থিত পরুষাদি বৃত্তির কথাও বলা হইল। দ্বয়োরপি তয়োরিতি। বৃত্তিলক্ষণযুক্ত ব্যবহারদ্বয়ের। জীবভূতা ইতি। "বৃত্তি কাব্যমাতৃক" ইহা বলিয়া ভরতমুনি রসোচিত ইতিবৃত্ত আশ্রয় করিবার উপদেশ দিয়া রসই যে কাব্যের প্রাণস্বরূপ তাহা বুঝাইতে-ছেন। "লোকে প্রথমে মধু লেহন করিয়া পরে কটু ঔষধ পান করে; সেইরূপ আস্বাদময় কাব্যরসের সহিত মিশ্রিত বাক্যার্থও উপভোগ করে।" ভামহও এইকথা বলিয়া এমন শব্দবৃত্তির ব্যবহারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন যাহার

হয়। সেই জন্য এই উভয় প্রতীতির মধ্যে কার্য্যকারণ ভাব থাকায় পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম অবশ্যই থাকিবে। সেই ক্রম খুব অল্প বলিয়া লক্ষিত হয় না; তাই বলা হইয়াছে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম লক্ষিত না করিয়াই রসাদি ব্যঙ্গ্য হয়। আপত্তি হইতে পারে—শব্দই প্রকরণ (প্রসঙ্গ) প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হইয়া একই সঙ্গে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি জন্মায়; সুতরাং সেইখানে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে কল্পনা করিয়া কি লাভ হইবে? শব্দের বাচ্য অর্থের জ্ঞানই ব্যঞ্জকত্বের কারণ নহে; যেহেতু সঙ্গীত প্রভৃতির শব্দ হইতেও রসাভিব্যক্তি হয়। গীতাদি শব্দ ও তাহাদের ব্যঞ্জকত্ব—ইহাদের মাঝখানে বাচ্য অর্থের উপলব্ধি হয় না।

প্রাণ হইতেছে রসযোজনা। শরীরভূতমিতি। ভরতমুনি বলিয়াছেন, "ইতিবৃত্তই নাট্যের শরীর।" রসই নাট্য--ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গুণ-গুণিব্যবহার ইতি। অত্যন্ত মিশ্রিতভাবে প্রকাশিত হওয়ার জন্য সেইরূপ ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত যেইরূপ ব্যবহার ধর্ম্মী ও ধর্ম্মের মধ্যে আছে। নত্বিতি। ক্রমের জ্ঞানাভাবের জন্য। প্রথমেতি। "শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে" ইত্যাদির (১।৭) দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বলা যাইতে পারে, যাহা যাহার ধর্ম্মস্বরূপ সেই ধর্ম্মী প্রতিভাত হইলে ধর্ম্মও সকলের কাছে অবশ্যই প্রতিভাত হয়। কিন্তু এখানে ইহার ব্যভিচার দেখা যায়। মাণিক্যের যে উৎকৃষ্টত্ব ধর্ম্ম তাহা মাণিক্য প্রকাশিত হইলে অবশ্যই সকলের কাছেই প্রতিভাত হয় না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—স্যাদিতি। ইহা পরিহার করিতেছেন—নৈবমিতি। কথাটা দাঁড়াইল এই—অত্যন্ত উন্মগ্ন স্বভাবের (উপরিভাগে থাকিবার) জন্য নিজের আশ্রয় হইতে ভিন্ন হইয়া প্রতিভাত হইলেও ইহা (রত্নের উৎকর্ষ) ধর্ম্মীর ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্মীতে নিবিষ্ট হইয়া থাকে—এই বৈশিষ্ট্য আমরা দেখাইয়াছি, কিন্তু রূপবানের গৌরত্বাদিরূপ যেমন উপরিভাগে থাকে (উন্মগ্নস্বভাববিশিষ্ট) রত্নের উৎকর্ষ সেইরূপ নহে, কারণ তাহার প্রকৃতি এই যে তাহা ধর্ম্মীতে অতিশয় লীন হইয়া থাকে। রসাদি কিন্তু উন্মগ্নস্বভাববিশিষ্টই অর্থাৎ তাহা আশ্রয় হইতে ভিন্ন হইয়াই প্রতিভাত হয়। কেহ কেহ এইভাবে গ্রন্থ-ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের গুরুরা কিন্তু বলিয়াছেন—"অত্রোচ্যতে" ইহার দ্বারা

এই প্রসঙ্গেও বলিতেছি—শব্দসমূহের ব্যঞ্জকত্ব যে প্রকরণ প্রভৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে তাহা আমাদের মত-সঙ্গতই। কিন্তু তাহাদের সেই ব্যঞ্জকত্ব কখনও স্বরূপের বৈশিষ্ট্যের জন্য হইয়া থাকে, কখনও বাচক-শক্তির জন্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে সকল শব্দের বাচকশক্তির জন্য ব্যঞ্জকত্ব হইয়া থাকে সেইখানে তাহাদের বাচ্য অর্থের প্রতীতি ছাড়াই শব্দের স্বরূপের প্রতীতির দ্বারা যদি ব্যঞ্জকত্ব নিষ্পন্ন হয় তাহা হইলে সেই ব্যঞ্জকত্ব শব্দের বাচকত্ব শক্তির জন্যই হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না। যদি ব্যঞ্জকত্ব বাচকত্ব শক্তির জন্যই নিষ্পন্ন হয় তাহা হইলে অতি অবশ্যই মানিতে যে বাচ্যবাচক ভাবের প্রতীতির পর ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি হয়। এই যে পৌর্বাপর্যক্রম ইহা শুধু ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অনেক সময় যদি লক্ষিত না হয় তাহা হইলে কি বলা যাইতে পারে; যদি বাচ্য অর্থের প্রতীতি

বলা হইয়াছে। যদি রসাদি বাচ্যেরই ধর্ম হয় তবে দুই পক্ষ অবলম্বন করা সম্ভব—হয় তাহা রূপাদিসদৃশ হইতে পারে, না হয় মাণিক্যগত উৎকৃষ্টত্বসদৃশ হইতে পারে। প্রথম পক্ষ গ্রাহ্য নহে, কারণ সকল লোকের কাছে তাহা ঐরূপে প্রতিভাত হয় না। দ্বিতীয় পক্ষও গ্রহণ করা যায় না কারণ রত্নাদির উৎকৃষ্টত্বের ন্যায় তাহা ধর্মী হইতে অনতিরিক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় না। এইরূপ হেতু প্রথম পক্ষেও খাটে। এই কথাই "শ্রান্মত্বম্" হইতে আরম্ভ করিয়া "ন চৈবম্" পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। ইহাই সমর্থন করিতেছেন—নহীতি। অতএব চেতি যেহেতু রসাদি বাচ্যের ধর্ম্মরূপে প্রতীত হয় না এবং যেহেতু রসপ্রতীতিতে বাচ্যপ্রতীতি সর্ব্বথা অনুপযোগী, সেই জন্যই বাচ্যপ্রতীতি ও রসপ্রতীতির মধ্যে ক্রম অবশ্যই থাকিবে, কারণ যাহারা একসঙ্গে থাকে তাহাদের মধ্যে উপকার্য্য-উপকারক ভাব থাকিতে পারে না। কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তি তাহার ভাবনায় অভ্যস্ত বলিয়া বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সেই ক্রম লক্ষিত হয় না; তাহা না হইলে লক্ষিত হইত।—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে রস প্রতীতিবিশেষ স্বরূপ তাঁহারও মতে রসাদির প্রতীতিতে ব্যপদেশিবৎ ভেদ আরোপ করা হইবে। অন্যত্রও এইরূপ ব্যবহার হয়।

ছাড়াই শুধু প্রকরণের (প্রসঙ্গের) সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্বদ্ধ শব্দের দ্বারাই রসাদির প্রতীতি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে যে সকল বোদ্ধা ব্যক্তিরা নিজেরা বাচ্য ও বাচকের সম্বন্ধ জানেন না, যাহারা শব্দের প্রসঙ্গ ভাল করিয়া অবধারণ করিয়া দেখেন নাই, তাঁহাদেরও শব্দ শুনিবামাত্রই ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি হইবে। যদি বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থ একই সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে বাচ্যপ্রতীতি যে রসাদিপ্রতীতির নিমিত্তস্বরূপ সেই উপযোগিতা থাকে না আর সেই উপযোগিতা থাকিলে তাহারা একই সঙ্গে উৎপন্ন হইতে পারে না। গীতাদিশব্দের ন্যায় [illegible] শব্দের স্বরাদি বৈশিষ্ট্যের প্রতীতির জন্যই ব্যঞ্জকত্বের সৃষ্টি

— — — —

আবার [illegible] হইতে পারে বা [illegible] চোর অতিরিক্ত হয় তো হউক কিন্তু তুমিই তো বলিয়াছ যে [illegible]। সেই ক্রম কল্পনার প্রমাণও নাই। কারণ অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা দেখা যায় যে শব্দমাত্রের উপযোগিতার দ্বারা পদশূন্য স্বরালাপ গীতাদিতে অর্থপ্রতীতিব্যতিরেকে রস প্রতীতির উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং একই সামগ্রীর দ্বারা বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য-সম্মত রসাদি প্রকাশিত হয়। তাই বাচ্য অর্থের প্রতিপাদন এবং ব্যঞ্জনা এইরূপ দুইটি ব্যাপারের কল্পনা করিয়া কোন লাভ নাই। তাই বলিতেছেন—নহীতি। যেখানে গীতশব্দাদিরও অর্থ আছে সেইখানেও সেই বাচ্যপ্রতীতি রসাদির পক্ষে অনুপযোগী, কারণ বাচ্য অর্থের অনুসরণকে হেয় করিয়া গ্রামরাগের অনুবর্ত্তনের দ্বারাই রসের উদয় হয় এইরূপ দেখা যায়। বাচ্যপ্রতীতিও যে সর্ব্বত্র হয় এইরূপ দেখা যায় না। তাই বলিতেছেন—ন চেতি। তেষামিতি—গীতাদিশব্দসমূহের। আদি শব্দের দ্বারা বাদ্য, বিলাপ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অনুমতামিতি। "যথার্থঃ শব্দো বা" ইত্যাদিতে (১।১৩) বলিয়াছি। ন তহীতি। তাহা হইলে গীতের ন্যায় অর্থের বোধ ছাড়াই কাব্যশব্দ হইতে রসের প্রকাশ হইত কিন্তু সেইরূপ হয় না। তজ্জন্য বাচকশক্তিরও অপেক্ষা করা দরকার। সেই শক্তি বাচ্যে নিহিত থাকে, তাই পূর্ব্বে বাচ্যের প্রতিপত্তি হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাই বলিতেছেন—অথেতি। তদিতি—বাচকশক্তি। বাচ্যবাচকভাবেতি—তাহাই বাচকশক্তি বলিয়া কথিত হয়। কথাটা

হয় তাহাদেরও স্বরূপের প্রতীতি এবং ব্যঞ্জকত্বের প্রতীতি---ইহাদের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম অবশ্যই থাকে। যে রসাদি বাচ্য অর্থের বিরোধী নহে, যাহা বাচ্যার্থ বিশেষ হইতে পৃথক্ তাহার মধ্যে শব্দের সেই ক্রিয়া-পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম লক্ষিত হয় না, কারণ তন্মধ্যে যে সকল শব্দ-সংঘটনা থাকে তাহারা রসাদিপ্রতীতিরূপ ফল আনয়ন করে ; ঐ সকল শব্দ সংঘটনা নিজের বিষয় ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করিতে পারে না এবং সেইখানে বাচ্যপ্রতীতির অপেক্ষা না করিয়াই অতি শীঘ্র রসাদির উপলব্ধি করা হয়। কোন কোন জায়গায় কিন্তু এই ক্রম লক্ষিতই হয়। যেমন অনুরণনরূপ ব্যঙ্গের প্রতীতিতে। যদি প্রশ্ন করা যায়, সেইখানেই বা কি করিয়া লক্ষিত হয়, তদুত্তরে বলা হইতেছে—

দাঁড়াইল এই—বাচ্য অর্থ রসাদির ব্যঞ্জক না হয় নাই হউক্। শব্দ হইতেই রসাদির প্রতীতি হয়তো হউক্। তথাপি শব্দের দ্বারা রসপ্রতীতির উৎ-পাদন করিতে হইলে শব্দের নিজের বাচকশক্তির অপেক্ষা অবশ্যই করিতে হইবে। এইভাবে প্রমাণিত হইল যে বাচ্য অর্থের প্রতীতি রসপ্রতীতির পূর্ব্বে হয়। আপত্তি হইতে পারে যে গীতাদিশব্দের ক্ষেত্রের ন্যায় বাচকশক্তি এইস্থলেও অনুপযোগী ; যেখানে একবার শুনিলেই কাব্যে রসাদির প্রতীতি হয় বলা যাইতে পারে সেইখানে সমুচিত প্রকরণাদিজ্ঞানের সহকারিতা নাই। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদি চেতি। কাহাকে প্রকরণের জ্ঞান বলা হয়? ইহা কি অন্যবাক্যের সহায়ত্ব? না, অন্যবাক্যের বাচ্য অর্থ? এই উভয়ের জ্ঞান হইলেও প্রস্তাবিত বাক্যের অর্থ না জানিলে রসোদয় হয় না। স্বয়মিতি। যাঁহাদের কাছে অপর কোন ব্যক্তি প্রকরণ বুঝাইয়া দিয়াছেন—ইহাই ভাবার্থ। বাচ্যের প্রতীতি থাকিলে রসাদির প্রতীতিও থাকে, বাচ্যের প্রতীতি না হইলে রসাদির প্রতীতিও হয় না। তাই বাচ্য-প্রতীতির সঙ্গে রসাদিপ্রতীতির অন্বয়ব্যতিরেকী সম্বন্ধ আছে। এই বাচ্য-প্রতীতির অস্তিত্ব ও অভাব দেখিয়া সত্যের অপলাপ করিয়া যদি এই অন্বয়-ব্যতিরেকী সম্বন্ধযুক্ত বাচ্যপ্রতীতিকে রস প্রতীতির একমাত্র প্রযোজক বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে মাৎসর্য্য ছাড়া আর কিছুরই পোষকতা করা হইবে না। ইহাই অভিপ্রায়। আচ্ছা, বাচ্যের প্রতীতির উপযোগিতা থাকে তো

থাকুক, তাহারও রসাদির প্রতীতির মধ্যে ক্রম স্বীকার করার দরকার কি? ইহারা একই সঙ্গে থাকে, একই সামগ্রীর অধীন—ইহাই তো বাচ্যের প্রতীতির উপযোগিতা। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন,—যথেতি। এইই যদি উপযোগিতা হয়, তাহা হইলে ইহাদের উপকার্য্য উপকারক ভাব থাকে না; ইহাতে শুধু নামকরণ হয়, ইহার মধ্যে কোন বস্তু থাকে না। উপকারক যে উপকার্য্যের পূর্ব্বে থাকে তাহা তুমিই স্বীকার করিয়াছ, তাই বলিতেছেন—যেষামিতি। বাচ্য প্রতীতির পূর্ব্বে থাকে ইহা আমরা তাঁহাদের দেওয়া গীতাদি দৃষ্টান্তের দ্বারাই সমর্থন করিব। প্রশ্ন হইতে পারে, ক্রম যদি থাকেই তবে তাহা লক্ষিত হয় না কেন? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন তত্ত্বিতি। 'ক্রিয়া পৌর্ব্বাপর্য্যম্' ইহার দ্বারা ক্রমের স্বরূপ বলিতেছেন—ক্রিয়েতি। ক্রিয়ে—বাচ্যের প্রতীতি ও ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি, এই দুই ক্রিয়া। অথবা অভিধার ব্যাপার এবং ব্যঞ্জনার পরপর্য্যায়ভুক্ত ধ্বনন ব্যাপার। ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য প্রতীত হয় না। কোথায়? তাই বলিতেছেন—রসাদৌ। সেই রসাদি বিষয়ে। কিরূপ বিষয়ে? অভিধেয়ান্তরাৎ অর্থাৎ সেই সেই বাচ্য অর্থ হইতে বিভিন্ন সর্ব্বপ্রকারে অনভিধেয় বিষয়ে এই ক্রম অবশ্যই হইবে। যেখানে ক্রম লক্ষিত হয় না সেইখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের বিরোধী নহে, বিরোধী হইলে ক্রম অবশ্যই লক্ষিত হইবে। কেন লক্ষিত হয় না? নিমিত্ত সূচক সপ্তমীর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, অনন্যসাধ্য তৎফলরূপ অন্য হেতুগর্ভ হেতু বলিতেছেন—আশুভাবিনীষ্বিতি। অনন্যসাধ্যতৎফলঘটনাঃ—পূর্ব্বেই গুণনিরূপণ প্রসঙ্গে মাধুর্য্যাদিলক্ষণযুক্ত সংঘটনা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহারা। তৎফলাঃ রসাদি প্রতীতি ফল যাহাদের, অনন্যং—সেই ফল অনন্য বাচ্য, তাহাই সাধ্য যাহাদের: ওজোব্যঞ্জক সংঘটনার দ্বারা করুণরসাদির প্রতীতি সাধ্য নহে। কথাটা দাঁড়াইল এই—গুণবিশিষ্ট কাব্যে যদি বিষয়ের অটিলতা না থাকে। সংঘটনার প্রয়োগ হয় তবে সেইজন্য ক্রম লক্ষিত হয় না [illegible], এইরূপ ভাবে অবস্থিত থাকে তো থাকুক। কিন্তু ক্রম কেন লক্ষিত হয় না? এইজন্য বলিতেছেন আশুভাবিনীষ্বিতি। বাচ্য অর্থের প্রতীতির [illegible] প্রতীক্ষা না করিয়াই রসাদিকে অতি শীঘ্র ভাবিত করে অর্থাৎ তাহার আস্বাদকে আনয়ন করে। রসাদি সংঘটনার দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়। অর্থের জ্ঞানের সংযোগ না হইলেও বাচ্যার্থ জানার পূর্ব্বেই সমুচিত সংঘটনার শ্রবণ হইলেও

অর্থশক্তিমূলক অনুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনিতে অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ এবং তাহার সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য অর্থ অত্যন্ত বিভিন্ন হইয়া থাকে, কারণ এই যে বাচ্য অর্থ অন্য বাচ্য অর্থ হইতে পৃথক্, তাহার প্রতীতির দ্বারাই ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি হয় এবং এই দুইটি প্রতীতি একে অপর হইতে অতিশয় বিভিন্ন। সুতরাং বাচ্য অর্থ এবং ব্যঙ্গ্য অর্থের মধ্যে যে নিয়ত পৌর্বাপর্যের ভাব আছে তাহার অপলাপ করা যায় না, এইভাবে সেইখানে পৌর্বাপর্যক্রম লক্ষিত হইয়াই প্রকাশিত হয়। প্রথম উদ্দ্যোতে প্রতীয়মান অর্থের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যে সকল গাথা উদাহৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইহার প্রমাণ আছে। সেই সকল স্থলে বাচ্যের প্রতীতি ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি হইতে অতিশয় বিভিন্ন; তাই সেখানে ইহা বলা সম্ভব নহে যে যাহা বাচ্যপ্রতীতি তাহাই ব্যঙ্গ্য-প্রতীতি। কিন্তু 'গাবো বঃ পাবনানাং পরমপরিমিতাং প্রীতিমুৎপাদয়ন্তু" ইত্যাদি (পৃঃ ১৪০-১৪১) শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি স্থলে দুইটি ভাবের প্রতীতি সাক্ষাৎভাবে শব্দগ্রাহ্য হইয়াছে; 'যথা',

রসের আস্বাদ স্বয়ং আভাসিত হয়। সেইজন্য বাচ্যপ্রতীতির পরে আস্বাদ পরিস্ফুট হইলেও ইহা পশ্চাৎ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অভ্যস্ত বিষয়ে বাচ্যপ্রতীতি ও রসপ্রতীতি অবিনাভাবসম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হওয়ায় পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম লক্ষিত হয় না। অভ্যাস ইহাকেই বলে যে কোন কিছু এমন অবস্থায় থাকে যে পূর্ব্বসংস্কার বলে প্রণিধানাদি ছাড়াই তাহা জাগ্রত হইতে চায়। এই ভাবেই যেখানে ধূম সেইখানেই অগ্নি এই ব্যাপ্তিজ্ঞান হৃদয়ে নিহিত থাকার জন্য পর্ব্বত প্রভৃতি পক্ষে ধূমাদি ধর্ম্মের জ্ঞানই বহ্নির অনুমিতি সম্পর্কে উপযোগী হয়; এইজন্য ইহা পরামর্শস্থানীয় হয়। ধূমজ্ঞান অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত উৎপন্ন হইলে ধূম ও বহ্নির মধ্যস্থিত ব্যাপ্তিমূলক সম্বন্ধের সহকারিতার দ্বারা মনে তদ্বিপরীত প্রণিধানের অনুসরণাদির অনুপ্রবেশ ছাড়াই অগ্নিপ্রতীতি সম্ভব সম্ভাবিত হয়। এই প্রতীতিতে যেমন ক্রম লক্ষিত হয় না, এইখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু যদি রস বাচ্যের অবিরোধী না হয়, এবং সমুচিত সংঘটনা না থাকে তবে ক্রম অবশ্যই লক্ষিত হয়। কিন্তু চন্দ্রিকাকার যেন হস্তিচক্ষু নিমীলন করিয়া দেখিয়াও না

'ইব' প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ না থাকায় বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে যে 'উপমান-উপমেয়' ভাব আছে তাহা অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেইখানেও বাচ্য অলঙ্কার এবং ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারের প্রতীতির পৌর্বাপর্যক্রম সহজেই লক্ষ্য হয়।

যে শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনি পদের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যেও যে বিশেষণ পদ উভয় অর্থ বুঝাইতে পারে 'যথা', 'ইব' প্রভৃতি যোজকপদের ব্যতিরেকে সেই বিশেষণের যোজনা শব্দের দ্বারা নিষ্পন্ন না হইলেও অর্থের শক্তিবলেই উপলব্ধির বিষয় হয়। সেইজন্য পূর্ববৎ এইখানেও বাচ্য অলঙ্কার এবং তাহার সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারের প্রতীতির মধ্যে যে পৌর্বাপর্যক্রম আছে তাহা সুপ্রমাণিতই হইল। এই উপলব্ধি অর্থ হইতে উৎপন্ন হইলেও যেহেতু তথাবিধ বিষয়ে তাহা উভয়ার্থসম্বন্ধবোধক শব্দের সামর্থ্যের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাই ইহা শব্দশক্তিমূলক ধ্বনি বলিয়া কল্পিত হয়। অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে বাচ্য অর্থের নিজের যে প্রসিদ্ধ বিষয় আছে তাহার প্রতি বিমুখতার পরই অর্থান্তরের প্রকাশ হয়। তাহ

দেখিয়া গতানুগতিক ভাবে ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—তাহার অর্থাৎ শব্দের অথবা তাহাই বাচ্যার্থপ্রতীতিস্বরূপ যা। তাহার বিরচনা অর্থাৎ সম্পাদনা। যেহেতু ইহা অনন্যসাধ্য অর্থাৎ একমাত্র শব্দব্যাপার সঞ্জাত। এইরূপ ব্যাখ্যার মধ্যে এমন কিছু পাইলাম না যাহার দ্বারা সঙ্গত অর্থবোধ হইতে পারে। নিজবংশীয় প্রাচীনদের সঙ্গে অধিক বিবাদ করিয়া লাভ নাই। যেখানে সংঘটনার দ্বারা রস ব্যঙ্গ্য হয় না, সেইখানে পৌর্বাপর্যক্রম লক্ষিত হয়ই—ক্বচিদ্বিতি। ব্যঙ্গ্য যখন সর্বত্র একরূপই হয় তখন ভেদ কোথা হইতে আসে এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—

তত্রাপীতি। স্ফুটমেবেতি। পূর্বে 'অবিবক্ষিতবাচ্যস্য' ইত্যাদিতে (৩।১) বর্ণসংঘটনাদি ইহার ব্যঞ্জক হয় না। গাথাস্বিতি। "ভম ধম্মিঅ" ইত্যাদিতে (পৃঃ ২২)। তাহারা সেইখানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শাব্দ্যামিতি। অভিধানিবন্ধন শব্দজনিত হইলেও। উপমাবাচক—'যথা', 'ইব' প্রভৃতি। অর্থসামর্থ্যাদিতি। বাক্যের অর্থসামর্থ্যের জন্য। এইভাবে বাক্যের দ্বারা

পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম অবশ্যম্ভাবী। সেইখানে বাচ্য বিবক্ষিত হয় না বলিয়া বাচ্যের প্রতীতির সঙ্গে ব্যঙ্গ্যের প্রতীতির পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমের বিচার করা হইল না। সুতরাং যেমন অভিধানের (শব্দের) প্রতীতি এবং অভিধেয় (বাচ্য) অর্থের প্রতীতির মধ্যে নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব আছে বলিয়া ক্রম অবশ্যম্ভাবী হয় সেইরূপ বাচ্যপ্রতীতি ও ব্যঙ্গ্য-প্রতীতির মধ্যেও পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম অবশ্যই থাকে। উপরি-উক্ত যুক্তির দ্বারা দেখা যায় যে সেই ক্রম কখনও লক্ষিত হয়, কখনও লক্ষিত হয় না। এইভাবে ব্যঞ্জকমার্গ অনুসরণ করিয়া ধ্বনির প্রকার নিরূপিত হওয়ায় কেহ বলিবেন—এই ব্যঞ্জকত্ব আবার কি পদার্থ? যদি বলা হয় ইহা ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশের সামর্থ্য, তবে পূর্ব্বপক্ষী উত্তর করিবেন, অর্থের যাহা ব্যঞ্জকত্ব তাহা ব্যঙ্গ্যত্ব হইতে পারে না। ব্যঙ্গ্যত্বের সিদ্ধি ব্যঞ্জকত্বের সিদ্ধির উপরেই নির্ভর করে; আবার ব্যঙ্গ্যের উপরে নির্ভর করে বলিয়াই ব্যঞ্জকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। সুতরাং এখানে অন্যোন্যসংশ্রয় বা উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা থাকে বলিয়া অব্যবস্থাদোষ হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষীর এই

প্রকাশিত শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনির বিচার করিয়া পদপ্রকাশিত অনুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনির বিচার করিতেছেন—পদপ্রকাশোঽত। বিশেষণপদ স্যাত্‌। 'তডঃ' (পৃঃ ১৮০) এই পদের। যোজকর্মিতি। 'কপ.' এবং 'অহম্' এই উভয় পদের সমানাধিকরণত্বের জন্য সাম্মিশ্রণ। অভিধেয়তৎসামর্থ্যাক্ষিপ্তালঙ্কারমাত্র প্রতীত্যোঃ—যে অলঙ্কার বাচ্য এবং যে অলঙ্কার তাহার সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত এই দুই অলঙ্কার মাত্রের প্রতীতি, ইহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যেন। সুস্থিতং—সুলক্ষিত। 'মধ্যে' শব্দের দ্বারা দেখাইতেছেন যে রসপ্রতীতি সেইখানেও অলক্ষ্যক্রম। এইভাবে বিচার করিলে অর্থসম্বন্ধিতা ও শব্দশক্তিমূলত্ব পরস্পরবিরোধী হয় এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অর্থ্যাপীতি। এখানে বিরোধ কিছুই নাই—ইহাই ভাবার্থ। ইহা পূর্ব্বেই বিস্তারিতভাবে নির্ণীত হইয়াছে, তাই পুনরায় বলা হইতেছে না। স্ববিষয়েতি। 'অন্ধ'-শব্দাদির (পৃঃ ৯১) 'নয়নালোকবিনষ্ট' এই অর্থসূচক যে বিষয় তাহাতে বিমুখতা বা অনাদর ইহাই অর্থ।

যুক্তির উত্তরে বলা হইতেছে—আচ্ছা, বাচ্যের অতিরিক্ত যে ব্যঙ্গ্য আছে তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহার সিদ্ধির উপরে ব্যঞ্জকের অস্তিত্বের প্রমাণ নির্ভর করে—ইহাতে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? পূর্ব্বপক্ষী বলিতে পারেন, ইহা সত্য বটে পূর্ব্বকথিত যুক্তিসমূহের বলে বাচ্য অর্থের অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে; তাহাকে ব্যঙ্গ্য বলিয়া উল্লেখ করা হয় কেন? যেখানে উহা প্রধানভাবে থাকে সেইখানে উহার বাচ্যরূপে নামকরণ করাই সঙ্গত, কারণ যাহার অধীন হইয়া বাক্য থাকে তাহাই বাক্যের অর্থ। অতএব যাহাকে ব্যঙ্গ্য অর্থ বলা হয় তাহার প্রকাশক বাক্যার্থ বাচকত্বেরই ব্যাপার। তাহার অন্য ব্যাপার কল্পনা করিয়া লাভ কি? সুতরাং তাৎপর্য্যবিষয়ক যে অর্থ তাহাই মুখ্যভাবে বাচ্য। তথাবিধ বিষয়ে মাঝখানে যে অন্য বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত বাচ্যার্থের প্রতীতির উপায় মাত্র। যেমন পদের অর্থের প্রতীতির উপায়ে বাক্যের অর্থের প্রতীতি হয় এইখানেও সেইরূপ। পূর্ব্বপক্ষীর এই যুক্তির উত্তরে বলা হইতেছে—যেখানে শব্দ নিজের

বিচারো ন কৃত ইতি। নাম প্রবৃত্তির নিরূপণের দ্বারা। এক সঙ্গে থাকে এইরূপ (সহ ভাবের) শঙ্কা এখানে যুক্তিযুক্ত নহে। ইতিবৃত্তের ভাগ স্বরূপ যে কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি আছে রসাদি তাহাদের প্রাণস্বরূপ, উপনাগারকাদি বৃত্তি সম্পর্কেও তাই। কারণ এই উভয় জাতীয় সকল বৃত্তির বিষয় রসাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই যে প্রস্তাবিত বিষয় এই প্রসঙ্গে রসাদির বাচ্যাতিরিক্তত্বের সমর্থন করিবার জন্য ক্রম বিচারিত হইল; ইহাই উপসংহারে বলিতেছেন—তস্মাদিতি। পূর্ব্বে অভিধানের অর্থাৎ শব্দ স্বরূপের প্রতীতি, তাহা হইতে অভিধেয় বা বাচ্যের প্রতীতি। ভরত-মুনিই বলিয়াছেন—"যে শব্দসমূহের বিষয় জানা যায় নাই তদ্দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয় না।" এই জন্যই শব্দের রূপ না জানা থাকিলেই প্রশ্ন করা হয়, "বক্তা কি বলিলেন?" সেইরূপ যেমন অবিনাভাবী সম্বন্ধযুক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে ক্রম লক্ষিত হয় না, তেমনি এইখানেও অতিশয় অভ্যাসের জন্য বাচ্য-প্রতীতি ও রসপ্রতীতির মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম নাও লক্ষিত হইতে পারে।

অর্থকে অভিহিত করিয়া অন্য অর্থকে বোঝায় সেইখানে তাহার নিজের অর্থ অভিহিত করার ব্যাপার এবং তাহা যে অন্য অর্থ বুঝাইবার হেতু হয়—ইহারা একই ব্যাপার হইবে অথবা বিভিন্ন ব্যাপার হইবে। ইহারা এক হইতে পারে না, কারণ ইহাদের বিষয়ের বিভিন্নতা অবশ্যই প্রতীত হয়। তাই শব্দের যে বাচকত্ব ব্যাপার তাহা নিজের অর্থ সম্পর্কিত, আর তাহার যে গমকত্ব বা বোধকত্বলক্ষণযুক্ত ব্যাপার তাহা অপর অর্থের বিষয় সম্পর্কিত। বাচ্যকে 'স্ব'-পদার্থের বা স্বার্থের দ্বারা এবং ব্যঙ্গ্যকে অপর পদার্থের দ্বারা যে নির্দ্দেশ করা হয় তাহাকে আশ্রয় করিয়া বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে যে প্রভেদের সৃষ্টি হয় কিছুতেই তাহার অপলাপ করা যায় না। একটি (বাচ্যের) প্রতীতি হয় শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের দ্বারা, অপরটির প্রতীতি হয় সেই সম্বন্ধযুক্ত অর্থের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ যোজনা করিয়া। বাচ্য যে অর্থ তাহা শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্পর্কিত; তদতিরিক্ত যে অর্থ তাহা বাচ্যের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া তাহা সম্পর্কান্বিতের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। যদি সেই অপর অর্থ সাক্ষাৎভাবে শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় তাহা হইলে অন্য

উদ্দ্যোতের আরম্ভে বলা হইয়াছে যে ব্যঞ্জকমার্গে ধ্বনির স্বরূপ প্রতিপাদিত হইতেছে, ইদানীং তাহার উপসংহার করা হইতেছে। প্রথম উদ্দ্যোতে ব্যঞ্জকভাব সমর্থিত হইলেও এক প্রকরণভুক্ত করিয়া তাহাকে শিষ্যদের হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষের মত বলিতেছেন—তদেবমিতি। কশ্চিদিতি। মীমাংসকাদিঃ। কিমিদমিতি। যুক্তির বক্ষ্যমাণ অভিপ্রায়। প্রাগেবেতি। প্রথম উদ্দ্যোতে অনস্তিত্ববাদের নিরাকরণ-প্রসঙ্গে। এই কারণেও ব[illegible]কসিদ্ধ[illegible] দ্বারা ব্যঙ্গ্যের সিদ্ধি হয় না যাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় বা অব্যবস্থা [illegible] হইতে পারে, অন্য হেতুর দ্বারাও এই ব্যঞ্জক সাধিত হইয়াছে। তাই বলিতেছেন—তৎসিদ্ধীতি। স ইতি। এই দ্বিতীয় অর্থ থাকে তো থাকুক। তাহার যদি 'ব্যঙ্গ্য' এই নামই দেওয়া হইয়া থাকে, তবে 'বাচ্য' এই নামই বা করা হইল না কেন? যাহা 'বাচ্য' বলিয়া [illegible] হয় তাহাকেই 'ব্যঙ্গ্য' এই নাম দেওয়া হয় না কেন। অবগতি করাইয়াই শব্দের অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই বাচকত্ব। যে পর্য্যন্ত শব্দের অভিধা পহুঁছায় তৎপর্য্যন্তই শব্দের

অর্থ বুঝাইতে তাহার ব্যবহার হইতেই পারে না। সুতরাং এই দুই ব্যাপারের বিষয়ের পার্থক্য সুপ্রসিদ্ধই ; ইহাদের আকারের (রূপের) পার্থক্যও প্রসিদ্ধই বটে। যাহাই অভিধানশক্তি তাহাই অবগমন বা বোধন শক্তি নহে। কারণ বাচকত্ব শক্তিহীন।

গীতাদি শব্দের দ্বারাও রসাদিলক্ষণযুক্ত অর্থ বোঝা ন হয় ইহা দেখা যায় এবং শব্দহীন প্রচেষ্টাদিও অর্থ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে পারে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তাই "ব্রীড়াযোগান্নতবদনয়া" ইত্যাদি শ্লোকে (পৃঃ ১৮৮) সুকবি অঙ্গভঙ্গিরূপ প্রচেষ্টাকে অর্থ প্রকাশের হেতু বলিয়াই দেখাইয়াছেন। সুতরাং শব্দের নিজের অভিধাব্যাপার এবং তাহার অন্য অর্থ বুঝাইবার নিমিত্ত হওয়ার শক্তি ইহাদের ভেদ বিষয়ের পার্থক্যের জন্য এবং আকারের (রূপের) পার্থক্যের জন্য স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে। যদি স্বীকার করা যায় যে এই দুই ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য আছে তাহা হইলে যে অবগমন বা বোধনশক্তি বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা অন্য অর্থ বোঝায় তাহাকে বাচ্যত্ব বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। ইহা যে শব্দের ব্যাপারের অন্তর্গত তাহা আমাদেরও

অভিধায়কত্ব—ইহা বলাই উচিত। সেই প্রধানীভূত অর্থেও সেই পর্য্যন্ততা অর্থাৎ অভিধায় তাৎপর্য্য রহিয়াছে। সুতরাং ধ্বনির যে রূপ শিরোধার্য্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে তাহা অভিধাব্যাপারের দ্বারা হয় ইহাই যুক্তিযুক্ত।

তাই বলিতেছেন—যত্র চেতি তৎপ্রকাশিন ইতি। ব্যঙ্গ্যসম্বন্ধী অর্থ যে বাক্য প্রকাশ করে তাহার। উপায়মাত্রমিতি ইহার দ্বারা সাধারণভাবে ভট্টমতাবলম্বী এবং প্রভাকরমতাবলম্বী মীমাংসকদের এবং বৈয়াকরণদের মত সূচিত করিতেছেন। ভট্টমীমাংসকদের মতে "পদসমূহ বাক্যার্থের অবগতির জন্যই উপায়রূপে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং অন্নপাককার্য্যের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত কাষ্ঠের জ্বলনশক্তির ন্যায় তাহারা 'বনাবাবাস স্বীয় অর্থের প্রতিপাদন করে।" এইভাবে শব্দের সাহায্যে পদের অর্থের অবগতি হয় এবং এই পদসমূহের তাৎপর্য্যের দ্বারা যাহা উত্থাপিত হয় তাহাই বাক্যার্থ এবং তাহাই বাচ্য। প্রভাকরদর্শনে পদার্থের একই ব্যাপার তন্নৈমিত্তিক বাক্যার্থ বিষয়ে দীর্ঘ দীর্ঘ হয়, সুতরাং সেখানে পদের অর্থই নিমিত্তস্বরূপ এবং

অভিপ্রেত, কিন্তু তাহা ব্যঙ্গ্যত্বের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, বাচ্যত্বের দ্বারা নহে। শব্দ তাহার বাচ্য অর্থের সামর্থ্যেব দ্বারা বাচ্য অর্থেব সম্বন্ধযোগ্য করিয়া অন্য অর্থেব প্রতীতি জন্মায়—এই প্রতীতিকে যদি স্বার্থবাচক অন্য কোন শব্দের বিষয়ীকৃত করা যায় তবে সেই স্থলে ইহাকে পূর্ব্বোক্ত শব্দের প্রকাশন বলাই যুক্তিযুক্ত। পদের অর্থ এবং বাক্যের অর্থের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্পর্ক সেইরূপ নহে; যেহেতু কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করেন যে পদের অর্থের কোন পরিমার্থিক সত্যতা বা স্থিরতা নাই। যাঁহারা পদের অর্থের অস্থিরতা বা অসত্যতা স্বীকার না করেন তাঁহারাও মনে করেন যে ঘট ও তাহার উপাদানের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ আছে পদের অর্থ ও বাক্যের অর্থেব মধ্যেও সেইরূপ সম্বন্ধই মানিয়া লইতে হইবে। যেমন ঘট নিষ্পন্ন হইলে যে সমস্ত উপাদানের দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয় সেই সমস্ত উপাদানরূপ কারণ আর পৃথকভাবে উপলব্ধির বিষয় হয় না সেইরূপ বাক্য বা তাহার অর্থের প্রতীতি হইলে যদি পদ এবং তাহার অর্থের পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি হইতে হয় তাহা হইলে বাক্যার্থের বোধই দূরীভূত হইবে। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের সম্পর্কে তাহাই পারমার্থিকরূপে সত্য। বৈয়াকরণদের মতের বৈশিষ্ট্য এই যে তদনুসারে পদের অর্থও পারমার্থিকরূপে সত্য নহে। এই সকল কথা আমরা প্রথম উদ্দ্যোতে বিস্তারিতভাবে নির্ণয় করিয়াছি। তাই পুনরায় প্রযত্ন করা হইতেছে না, শুধু রচনার সঙ্গতি রক্ষার জন্যই যোজনা করা হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষে এই তিন মতের সম্মিলন করিতে হইবে। অত্রেতি—পূর্ব্বপক্ষ করা হইলে। উচ্যতে ইতি। সিদ্ধান্ত। বাচকত্ব ও গমকত্ব—ইহাদের স্বরূপেরই পার্থক্য আছে এবং শব্দ নিজের অর্থ বুঝাইয়া পরে অন্য অর্থ বুঝায় বলিয়া এই পৌর্ব্বাপর্য্যের ক্রমের জন্য বিষয়েরও ভেদ থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে, যাহা হইতে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয় তাহা হইতেই যখন ব্যঙ্গ্য অর্থের অবগতি হয় তখন সেই অর্থকে অন্য অর্থ বলা হয় কেন? সেই নিজ অর্থবোধক শব্দ যদি অন্য অর্থের কিছুই না হয় তাহা হইলে শব্দের 'বিষয়' এই কথা বলার কি অর্থ থাকে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চেদিতি। ন স্যাদিতি। 'এব'-কারের ক্রম বদলাইতে হইবে—"নৈব স্যাৎ"। যাহার

এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে, ব্যঙ্গ্য প্রতীয়মান হইলে বাচ্য অর্থের [illegible] দূরীভূত হয় না, কারণ বাচ্যের প্রকাশের সঙ্গে এব [illegible] হইয়াই তাহারও প্রকাশ হয়। সুতরাং বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা ঘট ও প্রদীপের মধ্যস্থিত সম্পর্কের মত ; যেমন প্রদীপের দ্বারা ঘটের প্রতীতি উৎপন্ন হইলে প্রদীপের প্রকাশ শেষ হইয়া যায় না সেইরূপ ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি জন্মাইলে বাচ্যের প্রতীতির অবসান হয় না। প্রথম উদ্দ্যোতে যে বলা হইয়াছে "যথা পদার্থদ্বারেণ" ইত্যাদি (১।১০) তাহার উদ্দেশ্য কেবল এই যে একটি বস্তু (পদের অর্থ—বাচ্য অর্থ) অপর বস্তুর (বাক্যের অর্থ—ব্যঙ্গ্য) উপায়স্বরূপ। আপত্তি হইতে পারে যে এই ভাবে বাক্যের একই সঙ্গে দুইটি অর্থ বুঝাইবার উপযোগিতা থাকিলে তাহার বাক্যত্বই নষ্ট হইয়া যাইবে, যেহেতু বাক্যের লক্ষণই এই যে তাহা একার্থবোধক। ইহা দোষের নহে কারণ অর্থ দুইটি প্রধান ও অপ্রধানভাবে থাকে। কোথাও ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রাধান্য পায়, এবং বাচ্য অর্থ গৌণ হয়। আবার কোথাও বাচ্য প্রধান হয়

সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই তাহা যুক্ত হয় বলিয়াই অন্য অর্থে ব্যবহার হইতে পারে। এইরূপে বিষয়ভেদের কথা বলা হইল। আপত্তি হইতে পারে বিষয় ভিন্ন হইলেও 'অক্ষ'-শব্দাদির অনেক [illegible] র এক অর্থই অভিধার ব্যাপার হয়। এই আশঙ্কা করিয়া রূপভেদের কথা বলিতেছেন - রূপভেদোঽপীতি। যাহা প্রসিদ্ধ তাহাই দেখাইতেছেন—ন হীতি।

বাচকত্ব, গমকত্ব (বা বোধকত্ব) হইতে ভিন্ন নহে এই মিথ্যাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে হেতু বলিতেছে—অবাচকস্যাপীতি। যাহাই বাচকত্ব তাহাই যদি গমকত্ব হয় তাহা হইলে অবাচক শব্দের গমকত্ব শক্তি থাকিতে পারে না, আবার গমকত্ব থাকিলেই বাচকত্বও থাকিবে। সঙ্গীত প্রভৃতির শব্দে এবং অধোমুখীনতা, কুচকম্পন, বাষ্পাবেশাদি শব্দবিহীন ব্যাপারে ইহাদের উভয়ের অস্তিত্ব নাই, কারণ গীতশব্দাদির অবগমনকারিতা এবং তাহাদের অবাচকত্ব প্রসিদ্ধই ইহাই তাৎপর্য। উপসংহারে ইহা বলিতেছেন- তস্মাভিন্নেতি। ন তর্হীতি। বাচ্যত্ব অভিধাব্যাপারবিষয়ক, যে কোন ব্যাপারমাত্রবিষয়ক নহে। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে প্রমাণিত

এবং ব্যঙ্গ্য অপ্রধান হয়। তন্মধ্যে ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে যে ধ্বনি বলা হয় তাহা কথিতই হইয়াছে, বাচ্যের প্রাধান্য হইলে অন্য একপ্রকারের উদ্ভব হয় তাহার নির্দেশ পরে দেওয়া হবে। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল কাব্যে যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রাধান্য পায় সেইখানে তাহা অভিধেয় না হইয়া ব্যঙ্গ্যই হইয়া থাকে।

অপিচ, ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রধানভাবে বিবক্ষিত না হইলে তাহাকে বাচ্য অর্থ বলিয়া আপনারা স্বীকার করিবেন না, কারণ আপনাদের মতে শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে সেই অর্থই বাচ্য অর্থ। তাই শব্দের ব্যঙ্গ্য অর্থ আছে। ইহা মানিতেই হইবে। যেখানে

ব্যাপারের পুনরায় [illegible] সিদ্ধ-সাধন দোষ হইত। তাই বলিতেছেন [illegible]। আপত্তি হইতে পারে—গীতশব্দাদি ও বাচকত্ব [illegible] না থাকুক, এখানে (কাব্যে) কিন্তু শব্দের এক অর্থ [illegible] তাহা বাচকত্ব বলিয়াই [illegible], শুধু এখানে [illegible] হইয়া থাকে। এইরূপ আপত্তি [illegible] অন্য শব্দের দ্বারা যখন সেই অন্য [illegible] শব্দের ব্যাপারকে প্রকাশন বলা যুক্তিযুক্ত [illegible] নহে, অর্থ সম্বন্ধও বাচ্য বলা উচিত নহে। [illegible] না রাখিয়া [illegible] মাত্র যে [illegible] তাহার প্রতিপাদকত্বের নামই বাচকত্ব, যেমন কোন [illegible] বুঝাইবার শক্তি। তাই বলিতেছেন— স্বার্থাভিধায়নেতি। সঙ্কেতের [illegible] কোন ব্যবধান না রাখিয়া যে অর্থ প্রতিপাদিত হয় তাহাকে [illegible], যেমন কোন শব্দ কোন অর্থ বুঝাইলে তাহা অন্য শব্দের দ্বারা [illegible] করা যায়, তাই বলিতেছেন—প্রসিদ্ধেতি। প্রসিদ্ধেন—বাচকরূপে প্রসিদ্ধ অন্য [illegible] শব্দের দ্বারা যে সম্বন্ধ অর্থাৎ বাচ্যত্ব তাহাই যে যোগ্যত্ব অথবা তাহাদের যে যোগ্যত্ব তদ্দ্বারা উপলক্ষিত অন্য অর্থের। এখানে অর্থের সম্পর্কে শব্দের এই প্রকারের বাচকত্ব নাই এবং শব্দের সঙ্গে অর্থের এইরূপ বাচ্যত্ব নাই। যদি নাই থাকে, তবে কেন বলা হইল যে সেই অর্থ সেই শব্দের

তাহার প্রাধান্য সেইখানেইও তাহাব স্বরূপেব আলাপ করা কেমন কবিযা সম্ভব হইবে ? এইরূপে ব্যঞ্জকত্ব বাচকত্ব হইতে বিভিন্ন হইল। ইহাও তাহাদেব পার্থক্যের অন্যতম কাবণ যে বাচকত্ব শুধু শব্দকে আশ্রয় কবিয়া থাকে, ব্যঞ্জকত্ব শব্দ ও অর্থ উভয়কে আশ্রয করে। শব্দ ও অর্থেব উভয়েব ব্যঞ্জকত্বই প্রতিপাদিত হইযাছে। অবশ্য উপচাব এব লক্ষণার দ্বারা গৌণীবৃত্তিও শব্দ ও অর্থ উভযকে আশ্রয় করে। কিন্তু সেইখানেও ব্যঞ্জকত্বেব আকাবেব (স্বরূপেব) এব বিষযেব পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। আকারেব পার্থক্য তো এই গৌণীবৃত্তি শব্দেব অপ্রধান ব্যাপার ইহা প্রসিদ্ধ, কিন্তু ব্যঞ্জকত্ব প্রধান-

---

বিষযীভূত হয় ? এই আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন— প্রতীতেবিতি। সেই অর্থ প্রতীত হয়, কিন্তু বাচ্য-বাচক ব্যাপাবের দ্বারা নহে। কাজেই এই ব্যাপাব পৃথক্ই বটে। আপত্তি হইতে পারে যে বাচকত্বশক্তি এইরূপ না হয় নাই হইল, কিন্তু তাৎপর্য্যশক্তি তো এখানে থাকিতে পাবে। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি। কৈশ্চিদিতি। বৈয়াকবণগণ কর্তৃক। বৈবপীতি। ভট্ট প্রভৃতি কর্তৃক।

সেই নীতিই বুঝাইতেছেন—যথাহীতি। ভত্তপাদানকাবণানামিতি। এই শব্দেব দ্বারা কপাল প্রভৃতি সমবায়ি কারণ নিরূপিত হইল। যদিও বৌদ্ধ ও কপিলপন্থীদেব (সাংখ্য) মতে ঘট প্রভৃতির উৎপাদনকালে উপাদান কাবণ-গুলির অস্তিত্ব থাকে না, কারণ বৌদ্ধমতে উপাদান কাবণগুলি ক্ষণভঙ্গুর এবং সাংখ্যমতে তাহারা রূপান্তরিত হইযা তিরোহিত হয়। তথাপি তাহাদেব পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি হয় না। ইহাই এই অংশে দৃষ্টান্ত। দূরীভবেদিতি। তাহা হইলে অর্থের ঐক্য থাকে। এইভাবে প্রস্তাবিত বিষযে তাৎপর্য্যশক্তির সাধক পদের অর্থ এবং বাক্যেব অর্থ সম্পর্কিত ন্যায়ের নিরাকরণ কবিয়া প্রকাশ-শক্তির সমর্থনের জন্য এই প্রসঙ্গে তদুপযোগী ঘট-প্রদীপন্যায়ের প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন—তস্মাদিতি। যেহেতু পদার্থ-বাক্যার্থ ন্যায় এখানে যুক্তিযুক্ত হয় না, সেইজন্য প্রকৃত ন্যায়ের বিবরণ দিয়া প্রস্তাবিত বিষযে তাহার প্রয়োগ করা হইতেছে—যথৈবহীতি। প্রশ্ন হইতে পারে: পূর্ব্বেই তো বলা হইয়াছে—যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যেব অর্থের অবগতি হয সেইরূপ বাচ্য

ভাবেই শব্দের ব্যাপার হইয়া থাকে। অর্থ হইতে যে তিন প্রকারের ব্যঙ্গ্য উৎপন্ন হয় তাহার ঈষৎ অপ্রধানত্বও দেখা যায় না। আকারের তার একটি ভেদ এই- গৌণীবৃত্তি অপ্রধানভাবে অবস্থিত থাকিয়া বাচকত্ব বলিয়াও কথিত হয়। কিন্তু বাচকত্ব হইতে ব্যঞ্জকত্বের পার্থক্য খুবই বেশী। ইহাও পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আকারের দিক দিয়া আরও একটি প্রভেদ এই যে গৌণীবৃত্তি যখন মুখ্য অর্থ হইতে পৃথক অপর একটি অর্থকে উপলক্ষিত করে তখন শব্দের মুখ্য অর্থ লক্ষিত অর্থের মধ্যে মিশিয়া যায় বলিয়াই লক্ষণা সম্পাদিত হয়। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষবসতি" ইত্যাদিতে। ব্যঞ্জকত্বমার্গে যখন এক অর্থ অন্য অর্থের দ্যোতনা করে তখন প্রদীপের মত বাচ্য অর্থ নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করিয়াই অন্যের প্রকাশক বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন— "লীলাকমলপত্রাণি গণযামাস পার্ব্বতী" ইত্যাদিতে। (পৃঃ ১৪৬)।

অর্থের প্রতীতির পূর্ব্বে বাচ্য অর্থের প্রতীতি।" তবে এখন কেন সেই ন্যায় যত্নপূর্ব্বক নিবারিত হইল? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যত্রিতি। তাদিতি। সকল প্রকারে ইহাদের যুগপৎ প্রকাশের জন্য। তস্যাঃ—বাক্য-ভাব। বাক্যের অর্থ এক সেই একার্থতা লক্ষণের জন্যই বাক্য এক— এইরূপ বলা হইয়াছে। একবার মাত্র শ্রুত হইলেও যে অর্থের সঙ্কেতের স্মরণ জাগে সেই অর্থ যদি সেই একবার শ্রবণের দ্বারাই বোঝা যায় তাহা হইলে অর্থের ভেদের অবসর কোথায়? কারণ একটি সঙ্কেতের বিরতির পর আর একটি সঙ্কেতের উদয় হইবে, শব্দের ব্যাপার এইরূপ নহে, আবার বহু সঙ্কেতের স্মরণও একসঙ্গে হয় না। শব্দ যদি পুনরায় শ্রুত হয় অথবা সঙ্কেতও যদি পুনরায় স্মৃতিপথে আসে তাহা হইলে পূর্ব্ববৃত্তির আর উদয় হয় না। তয়োরিতি। বাচ্য ও ব্যঙ্গ্যের। তত্রোক্তি। উভয় প্রকারের মধ্য হইতে যখন প্রথম প্রকার। প্রকারান্তরমিতি। গুণীভূতব্যঙ্গ্য নামক। ব্যঙ্গ্যত্বমে-বেতি। প্রকাশ্যতাই। আপত্তি হইতে পারে যে যখন শব্দ যাহার অনুগামী তাহাই শব্দের অর্থ তখন ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য হইলে বাচ্যত্বই হইয়াছে এইরূপ বলাই ন্যায্য। উত্তরে প্রশ্ন করা যাইতে পারে: অপ্রাধান্য হইলে কি বলা যুক্তিযুক্ত হইবে? যদি বলা হয়, ব্যঙ্গ্যত্ব, তাহা হইলে আমাদের পক্ষই

যেখানে অর্থ নিজের প্রতীতিকে আচ্ছন্ন না করিয়াই অন্য অর্থকে লক্ষিত করে সেইখানে যদি লক্ষণার ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে লক্ষণাই শব্দের মুখ্য ব্যাপার হইয়া দাড়ায়, কারণ প্রায়শ বাক্যসমূহ বাচ্য অর্থের অতিরিক্ত অন্য তাৎপর্য্য প্রকাশ করে।

প্রশ্ন হইতে পারে—তোমার মতানুসারেও যখন অর্থ তিন প্রকারের ব্যঙ্গ্য প্রকাশ করে তখন শব্দের আবার কি ব্যাপার হইয়া থাকে ? উত্তরে বলা হইতেছে—প্রকরণাদির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত শব্দের সহকারিতাবিশেষ অর্থ ব্যঞ্জকত্ব লাভ করে, সুতরাং সেইখানে কেমন করিয়া শব্দের উপযোগিতার অপলাপ করা যাইবে ? গৌণীবৃত্তি ও ব্যঞ্জকত্বের বিষয়ভেদ স্পষ্টই, যেহেতু ব্যঞ্জকত্বের তিনটি বিষয় আছে —রসাদি, অলঙ্কারবৈশিষ্ট্য ও ব্যঙ্গ্যস্বরূপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত

সিদ্ধ হইল। ইহা বলিতেছেন—কিঞ্চেতি। প্রাধান্য হইলে ব্যঙ্গ্যত্ব হইবে না, এইরূপ আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যত্রাপীতি। ব্যঙ্গ্যতার কারণ হইতেছে অন্য অর্থের বোধ, সম্বন্ধীয় সম্বন্ধিতা এবং সঙ্কেতের অনুপযোগিতা। তাহা প্রধান হইয়াও থাকে সুতরাং ইহার স্বরূপ অগ্রাহ্য করা যায় না। উপসংহার করিয়া বলিতেছেন—এবমিতি। বিষয়ভেদ ও স্বরূপের (আকারের) ভেদের দ্বারা। তদর্শিতি। অন্য রকমের সূত্রযোজনা করা হইতেছে তাহাই বলিতেছেন ইতশ্চেতি। ইহার দ্বারা দেখাইতেছেন যে সহকারী প্রভৃতি সামগ্রীর প্রভেদের জন্য ধ্বননাত্মক কারণেরও পার্থক্য হইয়া থাকে। প্রথম উদ্দ্যোতে ধ্বনি লক্ষণ প্রসঙ্গে "যত্রার্থঃ শব্দো বা"—ইত্যাদিতে (১।১৩) 'বা' শব্দের প্রয়োগও 'ব্যক্তঃ' এর দ্বিবচনের প্রয়োগ বিচার করিবার সময় ... ... বহু করিয়া বলা হইয়াছে। তাই পুনরায় সবিস্তারে বলা হইল না। এতএব বিষয়ভেদ, স্বরূপভেদ এবং কারণভেদের জন্য মুখ্য বাচকত্ব হইতে গুণবৃত্তি বা ব্যঞ্জকত্বের পার্থক্য প্রতিপাদন করা হইল। কিন্তু যদি শব্দ ও অর্থ এই উভয়ের আশ্রয়ত্বের জন্যই এই উক্ত প্রভেদ করা হইয়া থাকে, তবে গৌণত্ব ও ব্যঞ্জকত্বের মধ্যে ভেদ থাকে কোথায় ? এই আশঙ্কা করিয়া অমুখ্য বাচ্য হইতে ব্যঙ্গ্যের প্রভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—গুণবৃত্তিরিতি।

বস্তু। তন্মধ্যে রসাদির প্রতীতি গৌণীবৃত্তির অন্তর্ভূত, ইহা কেহ বলেনও নাই, কেহ বলিতে পারেনও না। ব্যঙ্গ্য অলঙ্কারের প্রতীতি সম্পর্কেই সেই কথা বলা যাইতে পারে। বস্তুর চারুত্বের প্রতীতি জন্মাইবার জন্য বক্তার যে অর্থ প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা হয়, যাহা স্ববোধক শব্দের (স্বশব্দের) দ্বারা বোঝান যায় না তাহাই ব্যঙ্গ্য অর্থ। এই ব্যঙ্গ্য অর্থ সম্যক্‌রূপে গৌণীবৃত্তির বিষয় নহে, কারণ ইহা দেখা যায় যে প্রসিদ্ধি ও বিশেষ প্রয়োজন বোঝাইবার জন্যও গৌণ অর্থে শব্দসমূহের প্রয়োগ হয় ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। চারুপ্রতীতির যেটুকুমাত্র গৌণীবৃত্তির বিষয় তাহাও ব্যঞ্জকত্বের অনুপ্রবেশের জন্যই হইয়া থাকে। সুতরাং গৌণীবৃত্তি হইতেও ব্যঞ্জকত্ব একেবারে পৃথক্। বাচকত্ব এবং গুণবৃত্তি হইতে বিভিন্ন হইলেও ইহা ইহাদের উভয়কেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে। ব্যঞ্জকত্ব কোথাও কোথাও বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়া অধিষ্ঠিত থাকে, যেমন বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিতে। কোথাও বা গৌণীবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, যেমন অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে। তাহাদের উভয়ের আশ্রয়ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই প্রথমে ধ্বনির দুই প্রভেদ

উভয়াশ্রয়াপী•। শব্দাশ্রয়া ও অর্থাশ্রয়া। প্রথম উদ্যোতেই উপচার ও লক্ষণার বিভাগ করিয়া তাহাদের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। তাই পুনরায় লিখিত হইল না। মুখ্যতয়েবেতি। গতি বাধা না পাওয়ায়।

ব্যঙ্গ্যত্রয়মিতি। বস্তু, অলঙ্কার ও রসাত্মক। বাচকত্বমেবেতি। সেইখানেও সেইরূপ সঙ্কেতের উপযোগিতা আছেই। প্রতিপাদিতমিতি। এখনই প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরিণত ইতি। নিজের রূপে প্রকাশিত না হইয়া। কীদৃশ ?—মুখ্য অথবা অমুখ্য ? কারণ অন্য কোন তৃতীয় প্রকার নাই। মুখ্য হইলে বাচকত্ব থাকিবে ; অন্যথা গুণবৃত্তি, গুণ অর্থাৎ সাদৃশ্যাদি নিমিত্ত তদ্দ্বারা আনীতবৃত্তি অর্থাৎ শব্দের ব্যাপারই সামগ্রীর ভেদবশতঃ বাচকত্ব হইতে অতিরিক্তত্ব লাভ করে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—উচ্যত ইতি। ব্যঞ্জকত্বে শব্দের গতি একটুও বাধা পায় না, সেইখানে অর্থ কোনরূপেই সঙ্কেতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং তাহা পৃথকভাবে আভাসিত হয়—এই তিনটি প্রকার হইতেই গৌণীবৃত্তির ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। এইভাবে ব্যঞ্জকত্ব

উপযুক্ত হইয়াছে। ধ্বনি তাহাদের উভয় রূপকেই আশ্রয় করে বলিয়া ইহা তাহাদের যে কোন একটির সঙ্গে একাত্মক এইরূপ বলা যায় না। তাহা বাচকত্বের সঙ্গে একাত্ম হইতে পারে না, কারণ তাহা কোথাও লক্ষণার আশ্রয়েও থাকে আবার লক্ষণার সঙ্গেও তাহাকে একাত্মক বলিয়া বলা যায় না, কারণ অন্য জায়গায় তাহা বাচকত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে। শুধু উভয়ের ধর্ম্মকে গ্রহণ করে বলিয়াই যে ইহা কোন একটির সঙ্গে একাত্মক হয় না তাহা নহে, যেহেতু বাচক নিরপেক্ষ শব্দের ধর্ম্মের দ্বারাও ব্যঞ্জকত্বের প্রকাশ হয়। তদনুসারেও সঙ্গীতের শব্দের তদনুরূপ রসাদিবিষয়ে ব্যঞ্জকত্ব আছে। তাহাদের মধ্যে বাচকত্ব বা লক্ষণা একেবারেই দেখা যায় না। শব্দ ছাড়া অন্যত্রও ব্যঞ্জকত্ব দেখা যায় বলিয়া। ইহার বাচকত্ব প্রভৃতি শব্দমূলক বৈশিষ্ট্য আছে এইরূপ বলা সঙ্গত হইবে না। শব্দের যে সকল প্রকার আছে তন্মধ্যে বাচকত্ব, লক্ষণা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রকার হইতে ব্যঞ্জকত্ব বিভিন্ন, তৎসত্ত্বেও

ও গৌণাবৃত্তির মধ্যে স্বরূপ বা আকার সম্বন্ধীয় পার্থক্যের ব্যাখ্যা করিয়া বিষয়-ভেদের কথাও বলিতেছেন—বিষয়ভেদোঽপীতি। সমস্তই গৌণাবৃত্তিরও বিষয় হইয়া থাকে, এই অভিপ্রায়ে তাহার বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন বাচ্য-রূপাবচ্ছিন্নমিতি। যাহা ব্যঞ্জনার বিষয় তাহা গৌণাবৃত্তির বিষয় নহে। তাহার অন্য বিষয়ভেদও যোজনীয়। সেই বিষয়ে প্রথম প্রকারের কথা বলিতেছেন—তত্রেতি। ন চ শক্যত ইতি। কারণ লক্ষণার সামগ্রী সেইখানে থাকে না, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তথৈবেতি। সেইখানে গৌণাবৃত্তির স্বীকৃতি হয় না। বস্তুর পূর্ব্বে যে বিশেষণের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন—চারুত্বপ্রতীতয় ইতি। ন সর্ব্বমিতি। কিঞ্চিৎ হয়, যেমন "নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ" ইত্যাদিতে (পৃঃ ৯১)। যেহেতু বলাই হইয়াছে, "কস্যচিৎধ্বনিভেদস্য সা তু স্যাদুপলক্ষণম্" (১৷১৬)। প্রসিদ্ধিবশতঃ—লাবণ্যাদি শব্দসমূহ, অনুরোধ অর্থাৎ ছন্দের ও প্রয়োগের অনুরোধ, যেমন 'বদতি-বিসিনীপত্র শয়নম্।" (পৃঃ ৭৪) ইত্যাদিতে। প্রথম উদ্দ্যোতে "রূঢাঃ যে বিষয়েঽন্যত্র" (১৷১৬)-এই প্রসঙ্গে। ন সর্ব্বম্—যেমন আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি সেইরূপই। স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—যদপি চেতি। গুণবৃত্তেঃ-

যদি ব্যঞ্জকত্বকে এই সকল শব্দ-প্রকারের অন্তর্ভূক্ত বলিয়া কল্পনা করা হয় তাহা হইলে তাহাকে শব্দের বৈশিষ্ট্য বলিয়াই কেন পরিকল্পনা করা হয় না? তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—শব্দের ব্যবহারে তিনটি প্রভেদ আছে, বাচকত্ব, গৌণীবৃত্তি এবং ব্যঞ্জকত্ব। তন্মধ্যে ব্যঞ্জকত্ব-ঘটিত ব্যবহারে যখন ব্যঞ্জকত্ব প্রাধান্য লাভ করে তাহার নাম হয় ধ্বনি, তাহার অবিবক্ষিতবাচ্য এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য এই দুই প্রকারের প্রভেদ আছে গ্রন্থের প্রথম অংশেই সবিস্তারে তাহার নির্ণয় করা হইয়াছে।

অপর কেহ বলিতে পারেন—আচ্ছা, বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিতে গৌণীবৃত্তি নাই, এই মত যুক্তিসঙ্গতই। যেহেতু যেখানে অন্য অর্থের প্রতীতির পূর্বে বাচ্য ও বাচকসম্পর্কিত জ্ঞান থাকে সেইখানে কেমন করিয়া গৌণীবৃত্তির প্রয়োগ হইবে? কিন্তু যেখানে কোন নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া গৌণীবৃত্তিতে শব্দ তাহার নিজের অর্থকে একেবারে

পর্যন্ত্য। গৌণীবৃত্তির সমাশ্রয়ত্বের দ্বারা বাচকত্ব হইতে, বাচকত্বের সমাশ্রয়ত্বের দ্বারা গৌণীবৃত্তি হইতে—এইরূপ ক্রমান্বয়ে। এই উভয় হইতেই ব্যঞ্জকত্ব বিভিন্ন, ইহা এখন প্রতিপাদন করিতেছেন—বাচকত্বেতি। 'চ'-শব্দ অবধারণ বুঝাইতেছে, তাহার সঙ্গে করিয়া লইতে হইবে; 'অপি' শব্দেরও তাই। (বাচকত্বগুণবৃত্তিবিলক্ষণস্য চ তস্য তদুভয়াশ্রয়ত্বে ব্যবস্থানমাপ—এইরূপ পাঠ হইবে।) কেবল পূর্বোক্ত ক্রিয়াকলাপই যে (এখানে প্রযোজ্য) তাহা নহে, ব্যঞ্জকত্ব মুখ্য বাচকত্ব এবং উপচারসঞ্জাত গৌণীবৃত্তি এই উভয়কেই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে; এই হেতুর জন্যও ইহা বাচকত্ব ও গৌণীবৃত্তি হইতে বিভিন্ন। এই ব্যাপ্তির সাহায্যে এই বৈলক্ষণ্য প্রমাণিত হয়। সুতরাং এই তাৎপর্য পাওয়া গেল—সেই উভয় ব্যাপারকে আশ্রয় করে বলিয়া ইহা যে কোন একটি হইতে বিভিন্ন। ইহাই ভাগ করিয়া বলিতেছেন—ব্যঞ্জকত্বং হীতি। প্রথমতরমিতি। প্রথম উদ্যোতে "স চ" ইত্যাদি (পৃঃ ৭০) গ্রন্থ রচনার দ্বারা। অন্য হেতুরও সূচনা করিতেছেন—নচেতি। বাচকত্ব, গৌণত্ব এই উভয় বৃত্তান্ত হইতে বিভিন্ন বলিয়া, এই হেতু সূচিত হইল। তাহাই প্রকাশ করিতেছেন—

আচ্ছন্ন করিয়া অন্য বিষয়ে আরোপিত হয়, যেমন "বালকটি অগ্নি" অথবা যেখানে ... আংশিকভাবে নিজের অর্থকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সম্বন্ধের দ্বারা অন্য বিষয় অধিকার করে, যেমন "গঙ্গায় ঘোষবসতি", সেইখানেই গৌণীবৃত্তি নাই এমন কথা বলা যায় না। অতএব, সেইরূপ ক্ষেত্রে অবিবক্ষিতবাচ্য উৎপন্ন হয়। এই জন্যই বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিতে দেখা যায় যে বাচ্য ও বাচক উভয়ই নিজ নিজ স্বরূপের প্রতীতি হয় এবং অন্য অর্থও বোঝান হয়; তাই সেইখানে ব্যঞ্জকত্বের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। ব্যঞ্জক তাহাকেই বলে যাহা নিজের রূপকে প্রকাশিত করিয়াই পরের প্রকাশক হয়। সেইরূপ বিষয়ে বাচকত্বেরই ব্যঞ্জকত্ব হয় বলিয়া তথায় গৌণীবৃত্তির ব্যবহার কখনই করা যাইতে পারে না। কিন্তু অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি কেমন করিয়া গৌণীবৃত্তি হইতে পৃথক হইবে? যেহেতু তাহার যে দুই প্রকার ভেদ আছে তাহাতে গৌণীবৃত্তির দুইটি প্রভেদের রূপ অবশ্যই দেখা যায়। উত্তরে বলা যায়—ইহাও দোষের নহে,

তথাহি ইত্যাদির দ্বারা। ...মিতি। সঙ্গীতাদির শব্দসংকেত। অন্য হেতুও সূচিত করিতেছেন—শব্দাদন্যত্রেতি। বাচকত্ব ও গৌণত্ব হইতে ব্যঞ্জকত্ব বিভিন্ন, ইহা শব্দ হইতে অন্য জায়গায়ও থাকে, সুতরাং ইহা অনুমানের ন্যায়—এই হেতু সূচিত হইল। আপত্তি হইতে পারে যে অবাচক শব্দের চেষ্টাদিতে যে ব্যঞ্জকত্ব তাহা বাচকত্ব হইতে বিভিন্ন হয় ত হউক কিন্তু যে ব্যঞ্জকত্ব বাচকে আছে তাহা বাচকত্ব হইতে অপৃথকই হইবে। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদীতি। 'আদি' পদের দ্বারা গৌণ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। শব্দস্যৈবেতি। ব্যঞ্জকত্ব ও বাচকত্ব—ইহারা যদি এক পদার্থ বলিয়া কল্পিত হয় তাহা হইলে ব্যঞ্জকত্ব ও শব্দ ইহারা এক পদার্থ কেন হইবে না, কারণ ইচ্ছার তো বাধা নাই। ব্যঞ্জকত্বের স্বরূপ পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে। তবে তাহা কেমন করিয়া বিষয়ান্তরে অর্থাৎ বাচকত্বে ব্যতিক্রান্ত হইয়া পড়িবে? এইভাবে দেখিলে অনুমান করা সম্ভব হইবে যে পর্ব্বতস্থ বস্তু অগ্নিসম্ভূত নহে। যে বিভাগ এখন প্রতিপাদিত হইল তাহার উপসংহার করিতেছেন—তদেবমিতি। 'ব্যবহার' বলার জন্য

যেহেতু অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি গৌণীবৃত্তির মার্গ আশ্রয় করিলেও তাহার ও উহার রূপ একেবারে এক নহে, কারণ যেখানে ব্যঞ্জকত্ব মোটেই নাই সেইখানে গৌণীবৃত্তি আছে এইরূপ প্রয়োগও দেখা যায়। যে ব্যঙ্গ্য অর্থকে চারুত্বের হেতু বলিয়া বলা হইয়াছে তাহাকে বাদ দিয়া ব্যঞ্জকত্ব অবস্থান করে না। কিন্তু গৌণীবৃত্তি অভিন্নরূপে দুইভাবে উপচারিত হইতে পারে—হয় বাচ্যধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অথবা শুধু ব্যঞ্জনার প্রয়োজনকে অবলম্বন করিয়া। একটি বস্তু অপর কোন বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইতে পারে, যেমন তীক্ষ্ণতারূপ প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য বলিতে পারা যায় "বালকটি অগ্নি" অথবা আহ্লাদকত্ব বুঝাইবার জন্য বলা যাইতে পারে, ইহার মুখই চন্দ্র, অথবা যেমন "প্রিয়ে জনে নাস্তি পুনরুক্তম্" ইত্যাদিতে (পৃঃ ৭৫)। আবার লক্ষণারূপ যে গৌণীবৃত্তি আছে তাহাও লক্ষণীয় সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে। সেইখানে চারুত্বশালী ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি ছাড়াই লক্ষণা অবশ্যই সম্ভব হয়, যেমন—মঞ্চগুলি

"গঙ্গায় ঘোষবসতি"র পরিবর্ত্তে "সমুদ্রে ঘোষবসতি"র প্রয়োগের নিরাকরণ করা হইয়াছে, যেহেতু 'সমুদ্র'-পদের সেইরূপ অভিধাশক্তি নাই। আপত্তি হইতে পারে বাচকস্বরূপ উপজীবক বা অবলম্বন এবং তৎসন্নিধিতে স্থিত তদাশ্রিত (অনুজীবক) গৌণীবৃত্তি—এই যে হেতুদ্বয় কথিত হইয়াছে তাহা অবিবক্ষিতবাচ্যে সিদ্ধ হয় না, কারণ তাহা লক্ষণা হইতে অভিন্নদেহ। এইজন্য বলিতে আরম্ভ করিতেছেন—অন্যো ক্রয়াদিতি। যদিও ব্যঞ্জকত্ব উভয় আশ্রয়ে বিরাজ করে বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, তথাপি যিনি মনে করেন যে অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি ও গৌণীবৃত্তির বৈষম্য দুর্নিরূপ্য তাঁহার আশঙ্কা নিবারণের জন্য বলিতে উপক্রম করিতেছেন। অতএব বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য নামক প্রথম প্রভেদ স্বীকার করিয়া অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিরূপ দ্বিতীয় প্রভেদের প্রতিষেধ করিতেছেন। বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যস্তু ইত্যাদির দ্বারা দেখাইতেছেন যে পরে যাহা স্বীকার করেন তাহাই নিজেও স্বীকার করিতেছেন। যে যে হেতুবশতঃ গৌণীবৃত্তির ব্যবহার হইতে পারে না তাহা দেখাইবার জন্য গৌণীবৃত্তির সমস্ত বৃত্তান্ত

চীৎকার করিতেছে ইত্যাদিতে। যেখানে লক্ষণা চারুত্বশালী ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির হেতু হয় বাচকত্বের ন্যায় সেইখানেও ব্যঞ্জকত্বের অনুপ্রবেশের দ্বারাই তাহা সম্ভব হয়। যেখানে অসম্ভাব্য অর্থ বুঝাইতে গৌণীবৃত্তির প্রয়োগ হয় যেমন "সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীম্" (পৃঃ ৭০) ইত্যাদিতে, সেইখানেও চারুত্বশালী ব্যঙ্গ্যের প্রতীতিই প্রযোজক। তথাবিধ বিষয়েও গৌণীবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও ধ্বনির ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির দুই প্রভেদেই যে গৌণীবৃত্তি আছে সেই-খানে ব্যঞ্জকত্বের বৈশিষ্ট্য নাই। ইহারা অভিন্নরূপ নহে, কারণ সহৃদয় হৃদয়ের আহ্লাদকারী প্রতীয়মানের প্রতীতি ব্যঞ্জকত্বের হেতু, অথচ অন্য বিষয়ে এমন গৌণীবৃত্তির প্রয়োগও দেখা যায় যাহা চারুত্বপ্রতীতির হেতু নহে। এই সকল কথা পূর্বে সূচিত হইলেও স্ফুটতর প্রতীতির জন্য পুনরায় কথিত হইল। অপিচ, শব্দ ও অর্থের ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত যে ধর্ম্ম তাহা যে প্রসিদ্ধ বাচক সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে—ইহা কাহারও সন্দেহের কারণ হইতে পারে না। শব্দ ও অর্থের বাচ্যবাচক-

দেখাইতেছেন—ন হীতি। গুণবৃত্তি—গুণতা বা অপ্রধানভাব যে ব্যাপার (বৃত্তি) তাহা গুণবৃত্তি। অপিচ গুণেন—সাদৃশ্যাদি নিমিত্তের অর্থান্তর বিষয়েও যে শব্দের বৃত্তি বা সমানাধিকরণে ব্যবহার তাহা গুণবৃত্তি; ইহা দেখাইতেছেন। যদা বা স্বার্থমিতি—লক্ষণা দেখাইতেছেন।

অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনিতে যে দুই প্রকার আছে এই প্রভেদদ্বয়ের দ্বারা তাহারই সূচনা করিতেছেন। সেইজন্য 'অত্যন্ততিরস্কৃতস্বার্থ' এবং "বিষয়ান্তরমাক্রামতি" (অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য) এই শব্দের দ্বারাও সেই দুই প্রভেদই দেখাইতেছেন—স্বরূপমিতি। প্রদীপাদি ব্যঞ্জক বলিয়া কথিত হয়। প্রতীতির উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়াদি করণস্বরূপ, তাই তাহাদের ব্যঞ্জকত্ব নাই; পূর্ব্বপক্ষী এইভাবে ব্যঞ্জকত্ব স্বীকার করিয়া তাহার প্রতিষেধ করিতেছেন——অবিবক্ষিতেতি। 'তু'-শব্দ পূর্ব্বপ্রভেদ হইতে বৈশিষ্ট্যের দ্যোতনা করিতেছে। অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির যে দুই প্রভেদ আছে তন্মধ্যে গৌণাত্মক ও লাক্ষণিকাত্মক দুই প্রকার লক্ষিত হয় অর্থাৎ প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বপক্ষীর এই মত পরিহার করিতেছেন—অয়মপীতি। গুণবৃত্তিমার্গাশ্রয়ঃ—গৌণীবৃত্তির যে

ভাবাখ্য যে প্রসিদ্ধসম্বন্ধ আছে তাহাকে উপজীব্য করিয়াই অন্য কারণকলার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত ব্যাপার প্রবর্তিত হয়। এই সম্বন্ধ ঔপাধিক অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট সঙ্কেতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়াও ইহা ব্যঞ্জকত্বরূপ বৈচিত্র্যযুক্ত হয়। এই জন্যই বাচকত্ব হইতে ইহার পার্থক্য। বাচকত্ব হইতেছে শব্দের বৈশিষ্ট্যের নৈসর্গিক, অবিচল, নিয়ত আত্মা; বাচ্যবাচকরূপ সম্বন্ধের প্রথম ব্যুৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহা শব্দের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া থাকে, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু ব্যঞ্জনাব্যাপার শব্দের ব্যতিক্রমহীন নিয়ত বৈশিষ্ট্য নহে যেহেতু ইহা ঔপাধিক, অ-নৈসর্গিক এবং বৈচিত্র্যময়। প্রকরণাদির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হইলেই তাহার প্রতীতি হয়, নচেৎ তাহার প্রতীতি হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে, যাহা অব্যভিচারী, অবিচল নহে তাহার স্বরূপের পরীক্ষা

প্রভেদত্রয় (মার্গ) তাহা যাহার আশ্রয়, নিমিত্তভাব জন্য ইহা ব্যঞ্জনার পরীক্ষায় নিবিষ্ট হয়। ইহা পূর্বেই নির্ণীত হইয়াছে। ইহাদের রূপের যে ঐক্য নাই তাহার হেতু বলিতেছেন ভক্ত্যা বিভর্তীতি। গৌণ ও লাক্ষণিক এই উভয়রূপা হইলেও। আপত্তি হইতে পারে যে গৌণীবৃত্তি কেমন করিয়া ব্যঞ্জকত্ব শূন্য হইতে পারে, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে —"যে স্থলে শব্দের মুখ্য বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া গৌণবৃত্তির দ্বারা অর্থ বোঝান হয় সেইখানে যে ফল বা প্রয়োজন উদ্দেশ করিয়া শব্দ প্রবর্তিত হয় তাহাতে শব্দের গতি স্খলিত হয় না।" (১।১৭) উপচার প্রয়োজনশূন্য হইতেই পারে না এবং ব্যঞ্জনা ব্যাপার প্রয়োজনাংশে নিবিষ্ট থাকে ইহা তো আপনারাই স্বীকার করিয়াছেন। এই আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেছেন যে গৌণীবৃত্তি স্থলেও প্রতীতি ব্যঞ্জকত্বে বিশ্রান্তি লাভ করে না, তাই বলিতেছেন-- ব্যঞ্জকত্বং চেতি। বাচ্যধর্মেতি। বাচ্যবিষয়ক যে ধর্ম অর্থাৎ অভিধাব্যাপার তাহার আশ্রয়ে অর্থাৎ তাহার পরিপোষণের জন্য শ্রুতার্থাপত্তিতে ("স্থূলকায় দেবদত্ত দিনে ভোজন করে না") যে অন্য অর্থ (রাত্রি ভোজনাদি) কল্পিত হয় তাহা যেমন বাচ্য বা অভিধেয় অর্থের (স্থূলকায় ইত্যাদির) মধ্যে পর্যবসিত হয় সেইরূপ। সেইখানে গৌণ অর্থের উদাহরণ

করিয়া লাভ কি? উত্তরে বলা যাইতে পারে, ইহাতে দোষ নাই, যেহেতু শব্দের আত্মার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ বিচার করিলে ইহাকে অনিয়ত বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু ইহার নিজের ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত বিষয়ে ইহা সেইরূপ নহে। এই ব্যঞ্জকত্ববিষয়ে অনুমান-প্রমাণ-বিষয়ক হেতুর (লিঙ্গের) ব্যবহারের অনুরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যে আশ্রয় বা আধারে হেতু থাকে তাহার সঙ্গে হেতুর যে সম্পর্ক তাহা নিয়ত ও নিশ্চিত নহে, কারণ ইচ্ছানুসারে তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে বা পারে না; কিন্তু নিজের বিষয়ে অর্থাৎ আশ্রয়ে বা পক্ষে তাহার অস্তিত্ব, সমজাতীয় বস্তুতে অস্তিত্ব এবং বিপক্ষজাতীয় বস্তুতে তাহার অনস্তিত্বের বোধ হইলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ব্যঞ্জকত্বের স্বরূপ যেভাবে দেখান হইল তাহাও এইরূপ। শব্দের আত্মার সঙ্গে ইহার যে সম্পর্ক তাহা অবিচল নহে বলিয়া তাহা

দিতেছেন যথোতি। দ্বিতীয় প্রকারও ব্যঞ্জকত্বশূন্য ইহা দেখাইবার উপক্রম করিতেছেন- যাপীতি। চারুত্বই বিশ্রান্তিস্থান, তাহার অভাবে সেই ব্যঞ্জকত্ব ব্যাপার উন্মীলিতই হয় না। কারণ প্রতীতি সেইখানে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাচ্য অর্থেই বিশ্রান্তি লাভ করে। যেন কোন একটি সামান্য লোক ক্ষণকালের জন্য স্বর্গীয় বিভব দেখিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থে বিশ্রান্তি হয় সেখানে কি কর্তব্য? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যত্রত্বিতি। সেইখানেই অপর ব্যঞ্জনা ব্যাপার পরিস্ফুট হইয়াই আছে। পরের অঙ্গীকৃত দৃষ্টান্তই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন —বাচকত্ববদিতি। প্রথম ধ্বনিপ্রকার (বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি) অস্বীকার না করিয়া তুমিই বাচকত্বের মধ্যে ব্যঞ্জনা ব্যাপার মানিয়া লইয়াছ। অপিচ মুখ্য অন্যবস্তু সম্ভব হইলে সেই মুখ্য অন্যবস্তু সম্ভব হইয়াই আরোপিত হয়। ইহাদের বিষয়ভেদ হইতেই একে অপরে আরোপ করা হয়, ইহা উপচারের প্রাণস্বরূপ। সুবর্ণ পুষ্প তো মূলতঃ অসম্ভব, সুতরাং সেইখানে চয়নের আরোপ কেমন করিয়া হইবে? "সুবর্ণপুষ্পা পৃথিবী"—এইরূপ আরোপ অবশ্যই হইতে পারে। সুতরাং এখানে ব্যঞ্জনা ব্যাপারই প্রধান হইয়াছে, আরোপমূলক গৌণীবৃত্তির ব্যবহার নহে। ব্যঞ্জনা ব্যাপারের

বাচকত্বের প্রকারবিশেষ এইরূপ কল্পনা করা যায় না। যদি তাহা বাচকত্বের প্রকারবিশেষই হয় তাহা হইলে বাচ্য যেমন শব্দের আত্মার সহিত অবিচলভাবে সর্ব্বদা স যুক্ত থাকে ব্যঞ্জকত্বেরও সেইরূপ হইবে। যে বাক্যবিদ মীমাংসক শব্দসমূহে শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ কল্পনা করেন, যিনি লৌকিক এবং অপৌরুষেয় বেদ বাক্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পান তাঁহাকেও তথাবিধ ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত অনৈসর্গিক ঔপাধিক ধর্ম্মকে অবশ্যই মানিতে হইবে। যদি মীমাংসক ব্যঞ্জনা অস্বীকার করেন তাহা হইলে শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলেও অপৌরুষেয় বেদবাক্য ও লৌকিক বাক্যের অর্থপ্রতিপাদনের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আর যদি ব্যঞ্জনাকে স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে লৌকিক বাক্য সম্পর্কে এই বলা যায় যে সেইখানে শব্দসমূহ বাচ্যবাচকভাব পরিত্যাগ না করিলেও তাহাদের মধ্যে পুরুষের ইচ্ছার বিধান অনুসারে অন্য অনিত্য ঔপাধিক ব্যাপার সমারোপিত হয় বলিয়া তাহাদের অর্থ মিথ্যাও হইতে পারে। ইহা দেখা যায় যে যদিও বস্তুসমূহ নিজেদের

অনুরোধেই আরোপ ব্যবহার আসিয়াছে। তাই বলিতেছেন—অসম্ভাবনেতি। প্রযোজকেতি। গৌণীবৃত্তির প্রয়োজনাংশ ব্যঙ্গ্যই এবং তাহাই প্রতীতির বিশ্রান্তিস্থল। আরোপিত বস্তু অসম্ভব হইলেও তাহার মধ্যে প্রতীতির বিশ্রান্তি আশঙ্কনীয়ও হয় না। গত্যামপীতি। ব্যঞ্জনা ব্যাপারের সম্পাদনের জন্য ক্ষণকালের জন্য অবলম্বিত গৌণীবৃত্তিতে। তস্মাদিতি। ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত যে বৈশিষ্ট্য তাহার দ্বারা অবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহার মধ্যে সেই বিশেষ বা ভেদ নাই তাহার, অর্থাৎ ব্যঞ্জকত্ব তাহার বৈশিষ্ট্য নয়। অথবা—ব্যঞ্জকত্বলক্ষণ-যুক্ত ব্যাপার বিশেষের দ্বারা অবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহার দ্বারা ধিক্কৃত হইয়াছে স্বভাব যাহার অথবা ব্যঞ্জকত্ববিশেষ যেখানে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত। তদেকেতি। ব্যঞ্জকত্ব লক্ষণের সঙ্গে যাহার রূপের ঐক্য থাকে; গৌণীবৃত্তি সেইরূপ হয় না। ব্যঞ্জকত্ব চারুত্বপ্রতীতির হেতু বলিয়া গৌণীবৃত্তি হইতে পৃথক্; তাই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে ব্যঞ্জকত্ব বিবক্ষিতবাচ্যস্থিত ব্যঞ্জকত্বের ন্যায়। গৌণীবৃত্তির মধ্যে চারুত্বপ্রতীতির হেতু নাই, ইহাই দেখাইতেছেন—বিষয়ান্তর ইতি। "বালকটি অগ্নি" ইত্যাদি দৃষ্টান্তে। প্রাগিতি—প্রথম উদ্দ্যোতে।

স্বভাব পরিবর্ত্তন করে নাই তথাপি অন্য কারণকলাপের প্রভাবে অন্য ঔপাধিক ব্যাপার সম্পন্ন হয় বলিয়া তাহারা স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করিয়া থাকে। তাই চন্দ্র প্রভৃতি সকল জীবলোকের তাপশান্তিদায়ক শীতলতা বহন করে; কিন্তু যাহাদের মন প্রিয়ার বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে তাহারা ইহাদিগকে দেখিলে যে সন্তাপ আনয়ন করে তাহা প্রসিদ্ধই। সুতরাং শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইলেও যে মীমাংসক লৌকিক বাক্যের অর্থের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন তিনিও বলিবেন যে তাহাতে এমন কিছু প্রকাশ পায় যাহা বাচ্যবাচকের অতিবিক্ত এবং যাহা ঔপাধিক অর্থাৎ যাহা নৈসর্গিক নহে। তাহা ব্যঞ্জকত্বব্যতিরেকে আর কিছু নহে। ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রকাশনই ব্যঞ্জকত্ব। লৌকিক বাক্যসমূহ প্রধানতঃ লোকের অভিপ্রায়ই প্রকাশ করে। পুরুষের এই অভিপ্রায় ব্যঙ্গ্যই, বাচ্য নহে, কারণ তাহার সহিত শব্দের

যে ব্যঞ্জকত্বের স্বভাব অনিয়ত বাচ্যবাচক হইতে তাহা কেন না ভিন্নস্বভাব বিশিষ্ট হইবে? ইহা দেখাইতেছেন—অপিচেতি। ঔপাধিক ইতি। যে ব্যঞ্জকত্ব বৈচিত্র্যের কথা পুর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার দ্বারা কৃত। অতএব যে অভিধাব্যাপার সঙ্কেতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহা হইতে বিভিন্ন। ইহাই স্ফুট করিতেছেন--অতএবেতি। ঔপাধিকত্ব দেখাইতেছেন—প্রকরণাদীতি। কিং তস্যেতি। অনিয়তত্বের জন্য যথেচ্ছ কল্পনা করা যাইতে পারে, ইহার কোন পারমার্থিক রূপ নাই। অবস্তুর পরীক্ষা সম্ভব নহে। শব্দাত্মেতি। সঙ্কেতের বিষয়ে, শুধু পদস্বরূপে। আশ্রয়েম্বিতি। ধূমের বহ্নিবোধন শক্তি নিত্য নহে. তাহা অন্য বিষয়েরও বোধ জন্মায় এবং বহ্নির বোধ জন্মায় না এমনও দেখা যায়। এখানে ব্যাপ্যের (ধূমের) পক্ষে (পর্ব্বতে) অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা, ব্যাপ্তিস্মরণেচ্ছা প্রভৃতি বুঝাইতেছে। স্ববিষয়েতি। নিজের বিষয়ে গৃহীত হইলে অর্থাৎ এইরূপে সাধ্যসাধন ভাব গৃহীত হইলে পক্ষে অস্তিত্ব। সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট বস্তুতে (স্বপক্ষে) অস্তিত্ব এবং বিপক্ষজাতীয় বস্তুতে অনস্তিত্ব—এই ত্রিরূপ দিতে ব্যতিক্রম হয় না। জৈমিনির মতানুসারে প্রথম ভাববিকারের নাম জন্ম, দ্বিতীয় ভাববিকারের নাম সত্তা। এখানে উৎপত্তি (জন্ম) শব্দের দ্বারা সামীপ্যবশতঃ দ্বিতীয় ভাববিকার সত্তাকে লক্ষিত করিতেছে;

বাচ্যবাচকভাবলক্ষণযুক্ত সম্বন্ধ নাই। আপত্তি হইতে পারে যে এই যুক্তিতে সকল লৌকিকবাক্যেই ধ্বনি সংযুক্ত হইয়া পড়িবে, কারণ এইভাবে তর্ক করিলে সকল বাক্যেরই ব্যঞ্জকত্ব থাকে। এই যুক্তি সত্য; বক্তার অভিপ্রায় প্রকাশ করার জন্য যে ব্যঞ্জকত্ব থাকে তাহা সকল লৌকিক বাক্যেই তুল্যভাবে অবশ্যই থাকে। তাহা কিন্তু বাচকত্ব হইতে ভিন্ন নহে; যেহেতু ব্যঙ্গ্য সেইখানে প্রধান বলিয়া বিবক্ষিত হয় না, বাচ্য অর্থের মধ্যে লীন থাকে। যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রধান ভাবে বিবক্ষিত হয় সেইখানে ব্যঞ্জকত্ব ধ্বনিব্যবহারের প্রযোজক হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে অভিপ্রায়বৈশিষ্ট্যরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থ শব্দ ও অর্থের দ্বারাই প্রকাশিত হয় সেইখানে তাহা বাচ্যের পরে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হইয়া প্রাধান্য লাভ করে। আবার ধ্বনির ব্যবহারের ক্ষেত্র অপরিমিত বলিয়া তাহাই ধ্বনির প্রযোজক হয় না, কারণ তাহার ব্যাপকত্ব নাই। তাই ব্যঙ্গ্যের যে তিন প্রকারভেদ দেখান হইয়াছে তাহা অভিপ্রায়রূপই হউক আর অনভিপ্রায়রূপই হউক বাচ্য অর্থের

অথবা বিপরীত লক্ষণ দ্বারা উৎপত্তি এখানে অনুৎপত্তি বুঝাইতেছে, অথবা প্রসিদ্ধির জন্য 'ঔৎপত্তিক' শব্দ নিত্যশ্রেণীর। সুতরাং মীমাংসকেরা শব্দ ও অর্থের বোধনসামর্থ্যরূপ যে নিত্যসম্বন্ধ ইচ্ছা করেন তৎকর্তৃক। নির্বিশেষত্ব-মিতি। সুতরাং বক্তা পুরুষের দোষ বাক্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, কিন্তু শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া সেই দোষ অকিঞ্চিৎকর হইবে এবং তন্নিমিত্ত পৌরুষেয় বাক্যের অপ্রামাণ্যতা সিদ্ধ হইবে না। প্রতিপত্তাই যদি সেইভাবে অযথার্থরূপে বাক্যের অর্থগ্রহণ করেন, তবে বাক্যের কোন অপরাধ হয় না। সুতরাং কেমন করিয়া তাহা অপ্রামাণ্য হয়? অপৌরুষেয় বাক্যেও প্রতিপত্তার দোষের জন্য সেইরূপ অযথার্থতা হইতে পারে। প্রশ্ন হইতে পারে, শব্দের ধর্মান্তর গ্রহণ স্বীকার করিলেও কেমন করিয়া তাহা সিদ্ধ হইবে? কারণ শব্দ নিজের অর্থবোধন সামর্থ্যরূপ ধর্ম কখনও ত্যাগ করে না। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—দৃশ্যত ইতি। প্রাধান্যেনেতি। বলাই হইয়াছে—"বক্তা পুরুষের এই অভিপ্রায়, এইরূপেই প্রত্যয় হয়। এই অর্থ এই প্রকারে আসিল, এইরূপ প্রত্যয় হয় না।" সুতরাং বক্তাপুরুষের অভিপ্রায়

পরে ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত হইলে তাহা সবই ধ্বনির প্রযোজক হইতে পারে। এইরূপ ব্যঞ্জকত্ববৈশিষ্ট্যময় ধ্বনিলক্ষণ করিলে অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি কোন দোষই হয় না। সুতরাং ব্যঞ্জকত্ব-লক্ষণযুক্ত শব্দের এই সমগ্র ব্যাপার মীমাংসকদের মতের বিরোধী নহে, বরং ইহা তাঁহাদের মতের অনুকূলই হয় এইরূপ দেখা যায়। যে পণ্ডিতগণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত, অভ্রান্ত শব্দব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের মত আশ্রয় করিয়া এই ধ্বনিব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ বা অবিরোধের কথা কেন চিন্তা করা হইবে? যে যুক্তিবাদীরা শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের কাছে শব্দের এক অর্থ প্রকাশ করিয়া আর এক অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তির মত এই ব্যঞ্জকভাব অনুভবসিদ্ধ এবং তাঁহাদের মতের সঙ্গে ইহার কোন বিরোধ নাই; সুতরাং তাহাদের মত আমাদের খণ্ডনীয় নহে।

শব্দের বাচকত্ববিষয়ে তার্কিকদের সংশয় প্রবর্তিত হয় তো হউক এই শক্তি কি নৈসর্গিক না ইহা কৃত্রিম ইত্যাদিতে সংশয় থাকিতে পারে। (প্রদীপাদি একটি বস্তু বুঝাইয়া যেমন আর একটি

অনুপ্রবিষ্ট হয় বলিয়াই পৌরুষেয় বাক্যে প্রত্যক্ষত্বাদি অন্য প্রমাণের দ্বারা অর্থগ্রহণ বাধিত হয়। শব্দঘটিত অন্বয় বাধিত হয় না। এইভাবে "অঙ্গুলীর অগ্রে শত করিবর" প্রভৃতি বাক্যে মিথ্যার্থতা কথিত হয়। তেন সহেতি। অনিয়তত্ত্ববশতঃ নৈসর্গিকত্বের অভাবের জন্য। নান্তরীয়কতয়েতি। "গরু আনয়ন কর"—ইহা শ্রুত হইলে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলেও সেই অভিপ্রায়-বিশিষ্ট অর্থই অভিপ্রেত আনয়নাদি ক্রিয়ার যোগ্যতা লাভ করে, শুধু অভিপ্রায়ের দ্বারাই কিছু করা হয় না, বিবক্ষিতত্বেনেতি। প্রাধান্যের দ্বারা যত্ত্বিতি। কাব্য বাক্য হইতে নয়ন-আনয়নের উপযোগী প্রতীতি কেহ চাহে না, কাব্যের প্রতীতি বিশ্রান্তিকারিণী, তাহা অভিপ্রায়ের মধ্যেই নিহিত থাকে, অভিপ্রেত বস্তুতে পর্য্যবসিত হয় না।

এইভাবে যদি অভিপ্রায়ই ব্যঙ্গ্য হয় তবে পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যে ব্যঙ্গ্য ত্রিবিধ তাহার সার্থকতা কি? এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যত্ত্বিতি। মীমাংসকদের এই বিষয়ে সংশয় যুক্তিসঙ্গত নয়, ইহা দেখাইয়া প্রমাণ

বুঝায়—ইহা যেমন লৌকিক জগতে প্রসিদ্ধ আছে তেমনি) ব্যঞ্জকত্ব বাচকত্বের পরে উৎপন্ন হইয়া উপলব্ধির বিষয় হয় ইহাতে সংশয়ের অবকাশ কোথায় ? যে বিষয় অলৌকিক তৎসম্পর্কে তার্কিকদের প্রচুর সংশয় প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু লৌকিক জগতের প্রত্যক্ষ বস্তু সম্পর্কে নহে। লোকের ইন্দ্রিয়গোচর যে নীল, মধুরাদি তত্ত্ব তাহাতে বিরোধিতার কোন অবকাশ নাই ; তার্কিকেরা সেইখানে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়াছেন এমন দেখা যায় না। যাহা অবিসংবাদিতরূপে নীল তাহাকে নীল বলিলে অপর ব্যক্তি বিরোধিতা করিয়া বলেন না যে ইহা নীল নহে, ইহা পীত। সেইরূপ বাচকশব্দ, অবাচক সঙ্গীতধ্বনিদের শব্দ এবং শব্দহীন প্রচেষ্টা—ইহাদের সকলেরই ব্যঞ্জকত্ব অনুভবসিদ্ধ ; কে তাহাব অপলাপ করিতে পারে ? বিদগ্ধগোষ্ঠিতে দেখা যায় যে নানারূপ ব্যাপার সুন্দর অর্থ সূচনা করিতেছে, অথচ সেই অর্থের সঙ্গে শব্দের অভিধাব কোন সম্পর্ক নাই। আবার কোন

করিতেছেন বৈয়াকরণদেরও সংশয় থাকিতে পারে না। পরিনিশ্চিতেতি। পরিতঃ নিশ্চিতং অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত (পরিনিশ্চিত) ; নিরপভ্রংশং—ভেদপ্রপঞ্চ দূর হইয়া যাওয়ায় অবিদ্যাসংস্কাররহিত ; শব্দাখ্য স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম। ব্যাপকত্বের জন্য বৃহৎ ; সকল বিশেষ বিশেষ পদার্থের শক্তির নির্ভরস্থল বলিয়া বৃংহিত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বিশ্বনির্মাণশক্তিকুশলতাবশতঃ ও বৃংহিত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। যৈরিতি—যাঁহাদের দ্বারা। কথাটা দাঁড়াইল এই :—বিদ্যাদশায় ব্রহ্ম হইতে অন্য আর কিছু আছে ইহা বৈয়াকরণেরা বলিতে ইচ্ছা করেন না ; সেইখানে বাচকত্ব-ব্যঞ্জকত্বের কোন কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু অবিদ্যাদশায় বা লৌকিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁহারাও ব্যাপারান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই সকল কথা প্রথম উদ্দ্যোতে বিস্তারিত করিয়া নিরূপণ করিয়াছি। এইভাবে মীমাংসকদের ও বৈয়াকরণদের সংশয়ের নিরসন করিয়া দেখাইতে চাহেন যে এই বিষয়ে প্রমাণতত্ত্ববিদ্ নৈয়ায়িকদেরও সংশয় যুক্তিযুক্ত হইবে না। এতদুদ্দেশ্যে বলিতেছেন—কৃত্রিমেতি। সঙ্কেত মাত্র স্বভাব বলিয়া শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ কৃত্রিম অর্থাৎ যাহার একমাত্র স্বভাব অভিধাকৃত সঙ্কেত বলিয়া পরিকল্পিত—এইরূপ যাঁহারা বলেন ; নৈয়ায়িক ও

কোন রমণীয় অর্থদ্যোতক ব্যাপার মুক্তকাদিতে প্রসিদ্ধরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে অথবা গদ্যের মত অবিন্যস্তরূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই যে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত ব্যাপারসমূহ—নিজেকে উপহাসাস্পদ না করিয়া কোন্ সচেতা ব্যক্তি তাহার অস্তিত্ব সম্পর্কে অতি সন্দেহপরায়ণ হইবেন? কেহ বলেন—সন্দেহ করিয়া দেখার অবসর অবশ্যই আছে। ব্যঞ্জকত্ব শব্দসমূহের অর্থবোধক শক্তি; তাহা অনুমিতির সাধনরূপ লিঙ্গস্বরূপ। ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি লিঙ্গী বা সাধ্যের প্রতীতিই। সুতরাং শব্দসমূহের ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক সম্বন্ধ লিঙ্গ এবং লিঙ্গীর সম্বন্ধই, আর কিছু নহে। তুমি এখনই প্রতিপাদন করিয়াছ যে ব্যঞ্জকত্ব বক্তার অভিপ্রায়ের অপেক্ষা রাখে এবং বক্তার অভিপ্রায় অনুমেয়স্বরূপই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত অবশ্য গ্রহণ করিতে হইবে যে ব্যঞ্জক ও ব্যঙ্গ্যের সম্বন্ধ লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্পর্কের ন্যায়।

ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—যদি এইরূপই হয় তাহা হইলেও আমাদের মতের কোন অংশ খণ্ডিত হইল? বাচকত্ব ও গৌণীবৃত্তির

বৌদ্ধমতাবলম্বী প্রভৃতি। যেহেতু বলাই হইয়াছে—"শব্দার্থপ্রত্যয় সঙ্কেত নিয়ন্ত্রিত বলিয়া প্রামাণ্য নহে।" তাহাদের মতে শব্দ শুধু সঙ্কেতিত বিষয়ই বলে। অর্থান্তরাণামিতি। দীপাদিব। আপত্তি হইতে পারে এইভাবে অনুভবের দ্বারা তো দুইটি চন্দ্রও সিদ্ধ হইতে পারে, সেইরূপ সংশয়স্থল আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অবিবোধশ্চেতি। দ্বিতীয় জ্ঞানের জন্য যেখানে বিবোধ বা বাধকাত্মক প্রতিবন্ধক উপস্থিত থাকে না তজ্জন্য অনুভবসিদ্ধ ও অব্যবহিত। যেমন বাচকত্বের সম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না যাহা অনুভবসিদ্ধ তৎসম্পর্কেও সেইরূপে সংশয় হইতে পারে না। আপত্তি হইতে পারে যে বাচকত্বসম্পর্কে তো ইঁহাদের সংশয় আছে। এই আপত্তি ঠিক নহে। বাচকত্বশক্তি সম্পর্কে ইঁহাদের সংশয় নাই, সেই সেই শক্তি নৈসর্গিক কি কৃত্রিম ইহা লইয়াই সংশয়। তাই বলিতেছেন—বাচকত্বে হীতি। এইভাবে ব্যঞ্জকত্বের নৈসর্গিকত্ব প্রভৃতি ধর্মান্তর সম্পর্কে সংশয় হইতে পারে; এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ব্যঞ্জকত্বেত্বিতি। ভাবান্তরেতি। চক্ষু প্রভৃতির যোগ্যতা অনাদি, চক্ষুর

শব্দের আর একটি ব্যাপার আছে যাহা ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত—আমরা এইমত মানিয়া লইয়াছি। এইরূপ লিঙ্গ-লিঙ্গী ভাব বিচার করিলেও তাহার কোন ক্ষতি হয় না। সেই যে ব্যঞ্জকত্ব তাহা লিঙ্গত্বই হউক্ বা অন্য কিছু হয়তো হউক্। শব্দের যে বাচকশক্তি, ব্যঞ্জকত্ব তাহা হইতে বিভিন্ন অথচ ইহা শব্দেরই ব্যাপার—এই দুইটি জিনিষ মানিয়া লইলে আমাদের মধ্যে আর বিরোধই থাকে না। যাহা ব্যঞ্জকত্ব তাহাই লিঙ্গত্ব এবং যাহা ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতি তাহাই লিঙ্গীর প্রতীতি—এইরূপ মত কিন্তু খাঁটি কথা নহে, যেহেতু নিজের মত প্রমাণ করিবার জন্য তুমিও আমাদের কথার অনুসরণ করিয়া বক্তার অভিপ্রায়কেই ব্যঙ্গ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছ এবং সেই অভিপ্রায় প্রকাশন বিষয়ে শব্দের ব্যাপারকে লিঙ্গত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছ।

সেইজন্য আমাদের পূর্ব্বে প্রচারিত মত এখন বিভাগ করিয়া বলিতেছি। শ্রবণ কর—শব্দের বিষয় দ্বিবিধ—প্রতিপাদ্য ও অনুমেয়।

বিকারাদি শক্তি কৃত্রিম ও সঙ্কেতের দ্বারা নিয়মিত, ইহা দেখিয়া শব্দের অভিধা বা প্রকাশ শক্তি সম্বন্ধে সংশয় হয় ত হউক। প্রদীপাদির দ্বারা একটি বস্তু বুঝাইবার ব্যাপারে ব্যঞ্জকত্বের যে রূপ থাকে প্রস্তাবিত বিষয়েও তাহার সেই একই রূপ। যাহার রূপ নিশ্চিতভাবে একই তাহার সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ কোথায়? নীল বিষয়ে এইরূপ সংশয় হয় না যে ইহা নীল নহে। ইহা মূল প্রকৃতির বিকারজাত কি না, অথবা পরমাণু-জন্য কিনা, ইহা বিজ্ঞানস্বরূপ কিনা, ইহা বস্তুশূন্য কি না—জগৎসৃষ্টি বিষয়ে এই সকল অলৌকিক ব্যাপারেই সংশয় থাকিতে পারে। বাচকানামিতি। ধ্বনির উদাহরণ সমূহে। অভিধাব্যাপারের দ্বারা স্পৃষ্ট না হইয়া। রমণীয়মিতি। গোপনীয়তার জন্যই ইহা সুন্দর হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা যে আস্বাদাত্মক অসাধারণ প্রতীতিলাভ হয় তাহাই ধ্বন্যমানতার প্রয়োজন বলিয়া কথিত হয়। নিবদ্ধাঃ—প্রসিদ্ধ। তানিতি। ব্যবহারসমূহ। কোন্ সচেতা অতি সন্দেহ করিবে বা আদর করিবে না অর্থাৎ কেহই সন্দেহ করিবে না। পরিহরণ্—লক্ষণ বুঝাইতে শতৃপ্রত্যয়। আত্মনঃ—(উপহাসক্রিয়ার) কর্ম্মভূত, নিজের যে উপহসনীয়তা তাহার পরিহারের দ্বারা উপলক্ষিত, সেই উপহাস্যতাকে পরিহার করিতে ইচ্ছুক—ইহাই ভাবার্থ। অস্তীতি। ব্যঞ্জকত্বের স্বরূপ

তন্মধ্যে অনুমানের লক্ষণই হইল বিবক্ষা। সেই বিবক্ষা দুই প্রকারের হইতে পারে—শব্দস্বরূপের প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আর শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা। তন্মধ্যে প্রথমটি শব্দের ব্যবহারের অঙ্গ নহে। তাহা শুধু ইহাই বুঝায় যে বক্তা সজীব প্রাণী। দ্বিতীয় যে ইচ্ছা তন্মধ্যে শব্দ স্বরূপের অবধারণ ব্যবধানের সৃষ্টি করে; তাহার অবসান হইলে শব্দের অর্থের বোধ হয় এবং শব্দের করণরূপে ব্যবহারই এই শব্দসম্পর্কিত বোধের কারণ। এই দুই ইচ্ছাই শব্দসমূহের অনুমেয় বিষয়। কিন্তু প্রয়োগকর্তার অর্থ প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছার বিষয়ভূত যে অর্থ তাহা শব্দের প্রতিপাদ্য ব্যাপার; তাহাও দ্বিবিধ—বাচ্য ও ব্যঙ্গ্য। প্রয়োগকর্তা কখনও কখনও স্ববোধক শব্দের (স্ব-শব্দের) দ্বারা অর্থপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে আবার কখনও এমন কোন প্রয়োজনের অনুসারে অর্থপ্রকাশ করিতে চাহে যাহা স্ববোধক শব্দের দ্বারা অভিহিত করা যায় না। শব্দসমূহের সেই দ্বিবিধ প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোনটিই শব্দকে লিঙ্গরূপে ব্যবহার করিয়া নিজের প্রকৃত রূপে

আচ্ছন্ন হয় না; কিন্তু তাহার কোন [illegible] নাই, বরং তাহা লিঙ্গ-লক্ষ্মী ভাবেই। ইদানীমেবোক্তম্। মীমাংসকের মতের আলোচনার আরম্ভে।

যদি নাম স্যাদিতি। নিজের সিদ্ধ প্রমাণ করিবার জন্য পরমত স্বীকার করিবার ব্যতিরেকে তাহা মানিয়া লইলেও পূর্বপক্ষের মত সিদ্ধ হয় না, ইহা দেখাইতেছেন শব্দেতি। শব্দের ব্যাপার ইচ্ছা বিষয় ইতি শব্দব্যাপার বিষয়। অন্যে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—শব্দের [illegible] তাহার [illegible] বিশেষ। ন পুনরাবর্তি। প্রদীপ—আলোকাদি [illegible] লেও ব্যঙ্গ্যাত্মক ভাব আছে, কিন্তু লিঙ্গভাব [illegible] ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক ভাব পাওয়া যাইবে তাহা নহে। সুতরাং কেবল বাক্য তাহারা [illegible] বিষয় ইতি। শব্দ উচ্চারিত হইলে যে প্রতীতি হয় তাহা বিষয় বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে শব্দ প্রয়োগের ইচ্ছা এবং অর্থপ্রতিপাদনের ইচ্ছা—এই উভয়রূপ বিবক্ষাই অনুমানের বিষয়। যেখানে অর্থপ্রতিপাদনের ইচ্ছাই বিষয়ীভূত হয় সেইখানে শব্দ করণরূপে অবস্থিত থাকে, তাহা অনুমেয় নহে। কেবল সেই বিষয়ক ইচ্ছা অনুমিত হয়। যে অর্থ বুঝাইতে শব্দ করণরূপে

প্রকাশিত হয় না; বরং কৃত্রিম-অকৃত্রিম বা অন্য কোন সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকে। শব্দের প্রতিপাদ্য যে অর্থ তাহার বিবক্ষা অনুমেয়রূপে প্রতীত হয়, অর্থের প্রতিপাদ্য বাচ্যত্ব ও ব্যঞ্জনা সেইভাবে প্রতীত হয় না। যদি এই অর্থ লিঙ্গ-ভাবেই প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে ধূমাদি লিঙ্গের দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি অন্য অনুমেয় বিষয়ে যেমন সত্যমিথ্যা লইয়া বিবাদ হইতে পারে না এইখানেও সেইরূপ বিবাদের কোন অবকাশই থাকে না। ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় বলিয়া বাচ্য অর্থের মত ইহাও শব্দের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্তই। যদি আপত্তি হয় যে ইহা সাক্ষাৎভাবে শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হয় না, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে সাক্ষাৎ-অসাক্ষাৎভাব এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কারণ তাহার দ্বারা সম্বন্ধের যোজনা হইতেছে না। ব্যঞ্জকত্ব যে বাচ্যবাচক ভাবকে আশ্রয় করে তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং ব্যঙ্গ্যবিষয়ে বক্তার অভিপ্রায় যে বোঝান হয় তাহাই এখানে শব্দসমূহের লিঙ্গভাবমূলক ব্যাপার। কিন্তু তাহার বিষয়ীভূত যে অর্থ তাহা প্রতিপাদ্য হইয়া প্রকাশিত হয়। সেই

অবস্থিত থাকে সেইখানে পক্ষধর্ম্ম গ্রহণরূপ লিঙ্গ নির্ণয়ের সহকারিতা (ইতিকর্ত্তব্যতা) নাই, বরং সঙ্কেতস্ফুরণাদি বিষয়ক অন্য শক্তি আছে। সুতরাং সেইখানে শব্দ লিঙ্গ নহে। ইতিকর্ত্তব্যতা বা সহকারিতা দুই প্রকারের—একটির দ্বারা অভিধাব্যাপার সম্পাদিত হয়, অপরের দ্বারা ব্যঞ্জনাব্যাপার। তাহাই বলিতেছেন—তত্র ইত্যাদির দ্বারা। কয়াচিদিতি। গোপন করা হইয়াছে যে সৌন্দর্য্যাদি তাহার লাভের প্রতি অনুসন্ধান মূলক চেষ্টার দ্বারা। শব্দার্থ ইতি। অনুমানের স্বরূপই নিশ্চিত জ্ঞান। ঔপাধিকত্বেনেতি। বক্তার ইচ্ছা বাচ্য অর্থের বিশেষণ রূপে প্রতিভাত হয়। প্রতিপাদ্যস্যেতি। অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য অর্থের। লিঙ্গিত্ব ইতি। অনুমেয়ত্ব হইলে। লৌকিকৈরিতি। ইচ্ছা প্রভৃতি সম্পর্কে লোকের সংশয় হয় না; অর্থ সম্পর্কে সংশয় হয়ই বটে। আপত্তি হইবে যে ব্যঙ্গ্য অর্থ যদি প্রতিপন্নই হইল তবে অনুমানরূপ অন্য প্রমাণ হইতেই তাহার সত্যত্বনিশ্চয় করা হইবে। সুতরাং আবার দেখা যাইতেছে যে এই ব্যঙ্গ্য অনুমেয়ই। এই আপত্তি ঠিক নহে; বাচ্যের সত্যত্বনিশ্চয় অনুমান হইতেই করা হয়। যেহেতু বলা হইয়াছে—"আপ্ত-

যে অর্থ যাহার মধ্যে আংশিকভাবে অভিপ্রায় আছে এবং আংশিকভাবে অভিপ্রায় নাই, তাহা যে প্রতীয়মান হয় তাহা বাচকত্বের দ্বারাই প্রতীয়-মান হয় অথবা অন্যসম্বন্ধের দ্বারা হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বাচকত্বের দ্বারা ইহা সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি অন্যসম্বন্ধ স্বীকার করা যায় তবে দেখা যে যায় তাহার মধ্যে ব্যঞ্জকত্বই আছে। ব্যঞ্জকত্ব লিঙ্গত্বস্বরূপ নহে, কারণ আলোকাদিতে অন্যপ্রকার দেখা যায়। সুতরাং শব্দ সমূহের যে প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা ঠিক বাচ্যের মতই লিঙ্গ-লিঙ্গী ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় না। তাহার যে ব্যাপার লিঙ্গ-লিঙ্গী ভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়া দেখান হইয়াছে তাহা বাচ্যরূপে প্রতীত হয় না; বরং তাহা বক্তার ইচ্ছারূপে বাচ্য অর্থের উপাধিরূপে প্রতীত হয়। লৌকিক ব্যবহারে বক্তার অভিপ্রায় লইয়া কোন কলহ নাই; বক্তাপ্রযুক্ত শব্দের অর্থ লইয়াই যত মতদ্বৈধ। এই অর্থ যদি শব্দের দ্বারা লিঙ্গীরূপে অনুমেয় হইত তাহা হইলেও কোন সংশয়

বাক্যের সাধারণ লক্ষণ এই যে তাহাতে বিসংবাদের অবকাশ নাই, যদি তাহা হইতে মনে করা যায় যে বাক্যের অর্থ অনুমানের দ্বারা পাওয়া যায়, তাহা ঠিক নহে।" বাচ্যের প্রতীতি যে অনুমান হইতে পাওয়া যায় তাহা দেখান হয় নাই, কিন্তু বাচ্যগত অংশ তাহা হইতে অধিক যে সত্যত্ব তাহা অনুমানের বিষয়। সেইরূপ ব্যঙ্গ্যেও হইবে। ইহা বলিতেছেন যথাচ ইত্যাদির দ্বারা। এই সকল কথা তর্কের খাতিরে স্বীকার করিয়া বলা হইল, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কাব্যবিষয়ে চেতি। অপ্রযোজকত্বমিতি। অগ্নিষ্টোমাদি বাক্যের ন্যায় অর্থাৎ বেদবাক্যের ন্যায় কাব্যবাক্য সত্যত্ব প্রতিপাদনের দ্বারা কাব্যে প্রবৃত্তি জাগরণের উদ্দেশ্যে প্রামাণ্যের সন্ধান করে না; কারণ তাহা প্রীতিতেই পর্য্যবসিত হয় এবং সেই প্রীতিই অলৌকিক চমৎকাররূপ ব্যুৎপত্তির অঙ্গ। পূর্ব্বেই এই সকল কথা বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে। উপহাসায়েবেতি। "ইনি সহৃদয় ব্যক্তি নহেন; কেবল শুষ্কতর্কের অবতারণার দ্বারা ইহার হৃদয় কর্কশ হইয়াছে; ইনি কাব্যজনিত প্রতীতির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না" এই জাতীয় উপহাস্যতা।

থাকিত না। এই সকল কথা বলা হইয়াছে। যেমন বক্তা প্রভৃতির বিষয়ে অন্য প্রমাণের দ্বারা বোধিত সমস্ত [illegible] সম্পাদিত হইল তাহা সেই অন্য প্রমাণের বিষয় হইলেও তাহাতে [illegible] ব্যঞ্জকত্বের বিষয়ত্বের হানি হয় না, [illegible] সেইরূপ। বাচ্যবিষয়েও সম্যক্‌ নিরূপণ ব্যঞ্জনাশক্তির প্রয়োজক হয় না। সেইখানে ব্যঙ্গ্যব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণের পরীক্ষা করিতে গেলে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। অতএব ইহা বলা যায় না যে লিঙ্গের প্রতীতিই সর্বত্র ব্যঙ্গ্যের প্রতীতি। অভিপ্রায়লক্ষণযুক্ত যে অনুমেয়রূপ ব্যঙ্গ্য তন্মধ্যে শব্দসমূহের যে ব্যঞ্জকত্ব আছে তাহা ধ্বনিব্যবহারের কারণ হয় না। বরং শব্দসমূহের যে ব্যঞ্জকত্বলক্ষণযুক্ত ব্যাপার তাহা যে মীমাংসক শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে নিত্য বলিয়া মনে করেন তাঁহারাও স্বীকার করিবেন; ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এই যুক্তিসমূহ বিন্যস্ত হইল। সেই ব্যঞ্জকত্ব যে কোথাও লিঙ্গত্বরূপে, কোথাও অন্যরূপে বাচক এবং অবাচক শব্দে থাকে তাহা সকল মতাবলম্বীর পক্ষেই

পক্ষ হইতে বাদী—এইরূপ বিচার করিতে পারে [illegible] যেখানে [illegible] সেখানে সেইখানে অনুমানই না [illegible] কিন্তু [illegible] অনুমানই সেইখানে সেইখানে [illegible] হইবে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যত্নমনেবেতি। সেই ব্যঞ্জকত্ব [illegible] লক্ষণ নহে, কারণ তন্মধ্যে অভিপ্রায়ের অতিরিক্ত [illegible] ইহাই ভাবার্থ। অনুমানের সঙ্গে তুল্যরূপ সম্বন্ধ [illegible] ব্যঞ্জকত্ব তাহা যদি ধ্বনিব্যবহারের প্রয়োজক নাই হয়, তাহা হইলে পূর্বে ইহার কথা কেন বলা হইয়াছে? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অপিত্বিতি। ইহাই সংক্ষেপে নিরূপণ করিতেছেন তদ্বীতি। কোন জায়গায় অনুমানের দ্বারা যেমন অভিপ্রায়াদিতে, কোন জায়গায় প্রত্যক্ষের দ্বারা যেমন দীপালোকাদিতে, কোন জায়গায় কারণত্বের দ্বারা যেমন সঙ্গীতের ধ্বনি প্রভৃতিতে, কোন জায়গায় গৌণীবৃত্তির দ্বারা যেমন অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনিতে—যেহেতু ব্যঞ্জকত্ব এইভাবে নানা জায়গায় নানা বস্তুর সঙ্গে অনুগ্রাহক-অনুগৃহীত

অনস্বীকার্য্য। ইহা দেখাইবার জন্য আমরা যত্ন আরম্ভ করিয়াছি। সুতরাং এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে শব্দের গৌণীবৃত্তি, বাচকত্ব প্রভৃতি প্রকার হইতে ইহা অবশ্যই বিভিন্ন। সেই ব্যঞ্জকত্ব গৌণীবৃত্তি ও বাচকত্বের অন্তর্ভুক্ত হইলেও যদি জোর করিয়া তাহাকে অভিধার পর্য্যায়ে আনা যায় তাহা হইলেও ব্যঞ্জকত্ববিশেষাত্মক ধ্বনির যে প্রকাশন ব্যাপার তাহা সহৃদয়ের ব্যুৎপত্তির জন্য অথবা সন্দেহের নিরসনের জন্য সম্পাদিত হইলে অতিশয় আদরণীয় হইবে। সাধারণ লক্ষণ মাত্র করা হইলে তদ্দারা বিশেষ বিশেষ লক্ষণের উপযোগিতার খণ্ডন করা হয় না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে শুধু অস্তিত্বের লক্ষণ করিলেই তদন্তর্গত সকল অস্তিত্বশালী বস্তুর লক্ষণ করা হইয়া যায় এবং তাহাদের কথা বলিতে গেলে পুনরুক্তির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং এইভাবে বলা যাইতে পারে—

"কাব্যের ধ্বনি নামক তত্ত্ব জানা ছিল না ; তাই তাহা মনীষীদের সংশয়ের বিষয় ছিল ; সেই ধ্বনি প্রকাশিত হইল।"

সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় সেইজন্য ইহাদের সকলের রূপ হইতে ইহার রূপ যে বিভিন্ন আমাদের সেই মত সিদ্ধ হইল। তাই বলিতেছেন—তদেবমিতি। আপত্তি হইতে পারে—প্রসিদ্ধ অভিধাব্যাপার ও গৌণীবৃত্তির রূপসঙ্কোচ কেন করা হইতেছে? ইহারা অন্য সামগ্রীতে নিপতিত হইলে যে বিশিষ্ট রূপ পাওয়া যায় তাহাকেই ব্যঞ্জকত্ব বলা হউক। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তদন্তঃপাতিত্বেঽপীতি। আমরা নামকরণে নিষেধ করি না। বিপ্রতিপত্তিঃ—ব্যঞ্জকস্বরূপ বিশেষ বস্তু নাই এইরূপ ব্যুৎপত্তি। বিপ্রতিপত্তির নিরসন অর্থাৎ সংশয় ও অজ্ঞানের নিরসন। ন হীতি। উপযোগিবিশেষলক্ষণানাং—লোকযাত্রার উপযোগী বস্তুবিশেষে যে সকল লক্ষণ তাহাদের। 'উপযোগি'-পদের দ্বারা কাকদন্তাদির ন্যায় অনুপযোগী পদার্থের নিরসন করা হইল। এবং হীতি। সত্তা ত্রিপদার্থ লক্ষণযুক্ত, ইহা বলিলেই দ্রব্যগুণকর্ম্ম লক্ষিত হয় বলিয়া শ্রুতি, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি লোকযাত্রার উপযোগী সকল ব্যাপারের আরম্ভে বাধা হইতে পারে—ইহাই ভাবার্থ। সংশয়বিষয়ে হেতু—অবিদিতসতত্ত্ব ইতি। সুতরাং এখন অর্থাৎ

গুণীভূতব্যঙ্গ্য নামে কাব্যের আর এক প্রকার দেখা যায়; সেইখানে ব্যঙ্গ্য অর্থের সঙ্গে অন্বিত হইয়া বাচ্য অর্থের সৌন্দর্য্য প্রকর্ষ লাভ করে। ৩৪ ॥

রমণীর লাবণ্যসদৃশ যে ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রতিপাদন করা হয় তাহার প্রাধান্য হইলে তাহা ধ্বনিপদবাচ্য হয়। তাহা গৌণ হইলে যেখানে বাচ্য অর্থের দ্বারা প্রকট হয় তাহাকে কাব্যের গুণীভূতব্যঙ্গ্য নামক প্রভেদ বলিয়া কল্পনা করা হয়। সেইখানে যে বাচ্য অর্থ আচ্ছন্ন হইয়াছে তাহা হইতে যদি শুধু বস্তু প্রতীয়মান হয় এবং সেই ব্যঙ্গ্যবস্তু পুনরায় কোথাও বাচ্যরূপ বাক্যার্থের তুলনায় অপ্রধান হয় তাহা হইলে গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন—

"এখানে এই কি অপূর্ব্ব লাবণ্যের সিন্ধু যেখানে চন্দ্রের সহিত উৎপলেরা সন্তরণ করিতেছে, যেখানে হস্তীর কুম্ভতট উঁচু হইয়া আছে, যেখানে অনন্যসাধারণ কদলীকাণ্ড ও মৃণালদণ্ডও আছে।"

যে সকল শব্দসমূহের বাচ্য অর্থ আচ্ছন্ন হইয়া যায় নাই সেইরূপ শব্দ হইতেও যদি ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রতীয়মান হয় এবং সেইখানে যদি বাচ্য অর্থের প্রাধান্যের দ্বারা কাব্যের চারুত্বলাভ হয় এবং ব্যঙ্গ্য অর্থ তদপেক্ষা গৌণ হইয়া পড়ে তাহা হইলেও গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা হয়। যেমন—

এইক্ষণ হইতে কাহারও বিমতি থাকিতে পারে না—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইয়াছে—আসীৎ। ৩৩ ॥

এইভাবে ভেদ-উপভেদ সহিত ধ্বনির যাবতীয় আত্মগত রূপ এবং ব্যঞ্জক-ভেদ মার্গে তাহার যে রূপ তাহা প্রতিপাদন করিয়া প্রাণস্বরূপ যে ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক-ভাব—একই প্রচেষ্টার দ্বারা ইহাদিগকে শিষ্যবুদ্ধিতে সন্নিবেশিত করিবার জন্য ব্যঞ্জকবাদস্থান রচিত হইয়াছে। ধ্বনি সম্পর্কে যে বক্তব্য ছিল তাহা বলা শেষ হইল। গৌণ হইলেও এই ব্যঙ্গ্য কবিবাক্য পবিত্রিত করে, এই ভাবে ধ্বনিরই আত্মত্ব সমর্থন করিবার জন্য বলিতেছেন—প্রকার ইতি। ব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সম্বন্ধের ফলে বাচ্যের যে অলঙ্করণ হয়। প্রতিপাদিত ইতি। "প্রতীয়-মানং পুনরন্যদেব" ইত্যাদিতে (১।৪)। উক্তমিতি। "যত্রার্থঃ শব্দো বা"

(১।১৩)—এই প্রসঙ্গে বস্তুব্যঙ্গ্য প্রভৃতি যে তিনপ্রকার ব্যঙ্গ্যের প্রভেদের কথা বলা হইয়াছে, ক্রমান্বয়ে তাহাদের গৌণতা দেখাইতেছেন -তত্রেতি। লাবণ্যেতি। কোন তরুণের এই অভিলাষ-বিস্ময়গত উক্তি। এখানে ‘সিন্ধু’ শব্দের দ্বারা পরিপূর্ণতা, ‘উৎপল’ শব্দের দ্বারা কটাক্ষচ্ছটা, ‘শশি’-শব্দের দ্বারা বদন, ‘দ্বিরদকুম্ভতটী’ শব্দের দ্বারা স্তনযুগল, ‘কদলিকাণ্ড’ শব্দের দ্বারা উরুযুগল, ‘মৃণালদণ্ড’ দ্বারা বাহুদ্বয়— এই সকল ধ্বনিত হইতেছে। এইখানে এই সকল শব্দের নিজের অর্থের সর্ব্বথা অনুপলব্ধির জন্য ‘ নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ” ইত্যাদিতে (পৃঃ ৬৩) ‘অন্ধ’ শব্দে যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার অনুসারে বাচ্য অর্থ তিরস্কৃত হইয়াছে। সেই অর্থ বিশেষ প্রতীয়মান হইলেও “অপরের বাচ্য” এই উক্তিগুলি বাচ্য অর্থ চারুত্ব আনয়ন করে, কারণ বাচ্যই নিজেকে উন্নত করিয়া তোলে বলিয়া সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়, ব্যঙ্গ্যসমূহ বাচ্যমুখ-প্রেক্ষিতার জন্য নিমগ্ন থাকে। যে কুবলয়াদি পদার্থ সকললোকসারভূত, যাহাদের সঙ্গে সমাগম অসম্ভব তাহারা এই নায়িকারূপ এক অতি সুন্দর আধারের মধ্যে বিশ্রাম লাভ করিয়া একত্রিত হইয়াছে। এইজন্য ইহারা বিস্ময়ে বিভোর হইয়াছে এবং ইহাকেই পুরোভাগে রাখিয়া ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের পরিপোষকতা করিতেছে। এইরূপ বাচ্য অর্থ উন্নত হইয়া অভিলাষাদির বিভাবত্বের জন্য সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছে। অতএব যদিও এইটুকুমাত্র বাচ্যের প্রাধান্য তথাপি রসধ্বনিতে বাচ্যেরই গৌণতা। গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যে সর্ব্বত্র এইরূপ হয় ইহা মনে রাখিতে হইবে। অতএব ধ্বনিই কাব্যের আত্মা—ইহা বহুভাবে বলা হইয়া গেল। অন্য সহৃদয় ব্যক্তি ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—জলক্রীড়ার জন্য অবতীর্ণ তরুণীর লাবণ্যরূপ তরল পদার্থের দ্বারা সুন্দরীকৃত নদীবিষয়ক এই উক্তি। সেইখানেও কথিত প্রকারেই যোজনা করিতে হইবে। অথবা বলা যাইতে পারে নদীসন্নিহিত, স্নানের জন্য অবতীর্ণ যুবতীবিষয়ক এই উক্তি। সকল রকমেই এখানকার ব্যাপার গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিস্ময়মার্গ অবলম্বন করে। উদাহৃতমিতি। ইহা প্রথম উদ্দ্যোতে নিরূপিত হইয়াছে। যে পদার্থ যাহার দ্বারা উপরঞ্জিত হয় সেই পদার্থ সেই বস্তুই, এই লক্ষণার জন্য ‘অনুরাগ’ শব্দ অভিলাষ বিষয়ে লাবণ্যবৎ (১।১৬) প্রযুক্ত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই বলা হইয়াছে যে বাচ্য অর্থ তিরস্কৃত বা আচ্ছন্ন হয় নাই। তস্যেবেতি। ‘আদি’ শব্দের দ্বারা ভাবাদি আর রসাদি শব্দের দ্বারা প্রেয়, ঊর্জস্বী প্রভৃতি অলঙ্কার উপলক্ষিত হইয়াছে।

উদাহৃত—"অনুরাগবতী সন্ধ্যা" ইত্যাদিতে (পৃঃ ৫৪)। এই প্রকার ভেদেই যেখানে নিজের উক্তির দ্বারাই ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশিত হইয়া তাহার অপ্রাধান্য হয়, তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, যেমন—'সঙ্কেতকালমনসমং' ইত্যাদি (পৃঃ ১৪৭)। রসাদিরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের যে অপ্রধান অবস্থা তাহা রসবদ্ অলঙ্কারে দর্শিত হইয়াছে। সেই রসবদ্ অলঙ্কারাদিতে বাক্যের যে মূল প্রতিপাদ্য অংশ তাহার তুলনায় যে ব্যঙ্গ্য অর্থ অপ্রধান হয় তাহা যেন বিবাহে প্রবৃত্ত ভৃত্যের পশ্চাতে রাজার অনুগমন। ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অপ্রধান হইলে তাহা দীপকাদির বিষয় হয়। সুতরাং—

এই যে প্রসন্ন, গম্ভীর পদবিশিষ্ট কাব্যনিবন্ধসমূহ যাহারা সুখ আনয়ন করে তন্মধ্যেই মেধাবী ব্যক্তি এই প্রভেদটি যোজনা করিবেন। ৩৫ ॥

এই যে কাব্যনিবন্ধসমূহ ইহাদের স্বরূপ পরিমাপ করা না গেলেও প্রকাশমান হইলে ইহারা তথাবিধ অর্থের জন্য রমণীয় হইয়া সুবিবেচক

প্রশ্ন হইতে পারে অতিশয় প্রধানীভূত রসাদি কেমন করিয়া গৌণ হয় এবং গৌণ হইলে কেনই বা তাহার অচারুত্ব হয় না? এই আশঙ্কা করিয়া প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইতেছেন যে অ-চারুত্ব তো হয়ই না বরং সৌন্দর্য্য হয়—তত্র চেতি। রসবদ্ প্রভৃতি অলঙ্কার বিষয়ে। এইভাবে বস্তু ও রসাদির গৌণতা দেখাইয়া অলঙ্কারাত্মা তৃতীয় প্রকারেও তাহাই হয় ইহা দেখাইতেছেন—ব্যঙ্গ্যালঙ্কারস্যেতি। উপমাদির। ৩৪ ॥

এইভাবে তিন প্রকারেরই গৌণতা দেখাইয়া ইহা যে বহুতর লক্ষ্য বস্তুতে ব্যাপ্ত হয় তাহা দেখাইবার জন্য বলিতেছেন—তথেতি। পদগুলি প্রসাদগুণবিশিষ্ট হইয়া এবং ব্যঙ্গ্য আক্ষিপ্ত করিয়া গাম্ভীর্য্য লাভ করে যাহাদের মধ্যে। সুখাবহা ইতি—চারুত্বহেতু। সেইখানে এই প্রকারই—ইহাই ভাবার্থ। যিনি এই সকল প্রকার যোজনা করিতে পারেন না তিনি মিথ্যা সহৃদয়ত্বের ভাবনার দ্বারা লোচন মুকুলিত করিয়া অতিশয় উপহসনীয় হইবেন—ইহাই ভাবার্থ। লক্ষ্মীঃ — সকলজনের অভিলাষের পাত্র, তাহার দুহিতা। জামাতা হরি যিনি সকল ভোগ ও

ব্যক্তিদের সুখ আনয়ন করে। এই সকল কাব্যবন্ধের মধ্যেই গুণীভূত ব্যঙ্গ্যপ্রকারও যোগ করিতে হইবে। যেমন—

"কন্যা লক্ষ্মী, জামাতা হরি, গৃহিণী গঙ্গা পুত্রদ্বয় চন্দ্র ও অমৃত—অহো সমুদ্রের কি কুটুম্ব-সৌভাগ্য।"

ব্যঙ্গ্য অংশ বাচ্যের অনুসরণ করিলে এই বাচ্য-অলঙ্কারবর্গ প্রায়ই অতিশয় শোভা ধারণ করে—ইহা লক্ষ্য দৃষ্টান্তে দেখা যায়। ৩৬॥

ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অথবা ব্যঙ্গ্য বস্তুমাত্র যথাযোগ্য ভাবে বাচ্যের অনুসরণ করিলে এই বাচ্য-অলঙ্কারবর্গ অতিশয় শোভা লাভ করে। ইহা লক্ষণকারকেরা একদেশবিবর্ত্তী রূপক সম্পর্কে দেখাইয়াছেন। লক্ষ্য দৃষ্টান্তে সকল অলঙ্কার পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে সর্ব্বত্রই প্রায় এইরূপ দেখা যায়। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে দীপক ও সমাসোক্তির ন্যায় অন্য অলঙ্কারসমূহও অন্য ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার অথবা অন্য ব্যঙ্গ্যবস্তুর সংস্পর্শ লাভ করে। যেহেতু প্রথমেই বলা যাইতে পারে সকল অলঙ্কারের অভ্যন্তরেই অতিশয়োক্তির সন্নিবেশ করা যাইতে পারে এবং মহাকবিরা তাহার সন্নিবেশ করিলে তাহা কি না

অপবর্গদান করিতে সতত উদ্যমশীল। গৃহিণী গঙ্গা যিনি সকল অভিলষণীয় বস্তুর প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ। অমৃত ও মৃগাঙ্ক যাহার পুত্র—এখানে অমৃত বলিতে বারুণী বুঝিতে হইবে। গঙ্গাস্নান, হরিচরণ আরাধনা প্রভৃতি অসংখ্য উপায়ের দ্বারা যে লক্ষ্মী লাভ হয় তাহার মুখ্যফল চন্দ্রোদয় ও অমৃত রস। ইহাতে সমুদ্রের ত্রিজগতে সারভূততা প্রতীয়মান হইয়া "অহো কুটুম্বং মহোদধেঃ" বাক্যাংশের 'অহো'-শব্দের জন্য গুণীভাব অনুভূত হয়। ৩৫॥

যেখানে অলঙ্কার নাই সেইখানেও প্রতীয়মান অর্থ অতি অল্পভাবে প্রতিভাত হইয়া কাব্যের অন্তঃসাররূপে তাহাকে পবিত্রিত করে এই কথা বলিয়া দেখাইতেছেন যে ইহার দ্বারাই অলঙ্কারও সুন্দরতর হয়—বাচ্যেতি। গুণীভূত ব্যঙ্গ্যত্বমাত্রই বাচ্যের অংশত্ব। একদেশেতি। ইহার দ্বারা একদেশবিবর্ত্তী রূপক দর্শিত হইল। সুতরাং অর্থ এই:—"একদেশবিবর্ত্তিরূপকে—শরৎকাল রাজহংসের দ্বারা সরোবরের নৃপতিদিগকে

অপূর্ব্ব শোভার পোষকতা করে। আতিশয্যের সংযোগ নিজের বিষয়ের ঔচিত্যের অনুসারে করা হইলে কেনই বা না তাহা উৎকর্ষ বহন করিয়া আনিবে? ভামহও অতিশয়োক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"এই সবই বক্রোক্তি; ইহার দ্বারা অর্থ বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইহার বিষয়ে কবি যত্ন করিবেন; ইহা ব্যতিরেকে আর কি অলঙ্কার আছে?"

সেই অলঙ্কার বিষয়ে দেখা যায় যে অতিশয়োক্তি যে অলঙ্কারের মধ্যে থাকে কবির প্রতিভাবলে তাহা অতিশয় চারুত্বযুক্ত হয়; অন্য অলঙ্কার শুধু অলঙ্কারই থাকে। সুতরাং ইহার সকল অলঙ্কারের শরীর গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকায় উপচারবলে মনে হয় যে ইহাই সর্ব্বালঙ্কাররূপী। এই অর্থই বুঝিতে হইবে। তাহার যে অন্য অলঙ্কারের সঙ্গে সম্মিশ্রণ বা সঙ্কর হয় তাহা কদাচিৎ বাচ্যার্থের দ্বারা আবার কদাচিৎ ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা সম্পাদিত হয়। ব্যঙ্গ্যার্থ কদাচিৎ

বীজন করিয়াছিল।" এখানে হংসসমূহের যে চামরত্ব রূপ প্রতীয়মান অর্থ তাহা 'সবোনৃপ' এই বাচ্য অর্থে গৌণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; আলঙ্কারিকেরা যাহা দেখাইয়াছেন তাহাতে এইভাবে এই প্রকারই দর্শিত হইয়াছে! "একদেশেন দর্শিতঃ"—ইহার ব্যাখ্যা অন্য কেহ কেহ কিন্তু বাচ্যবিভাগবৈচিত্র্যমাত্রের দ্বারা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে ব্যঙ্গ্য এখানে অনুদ্ভিন্ন অর্থাৎ তাহার অর্থ অস্পষ্ট। যাহারা ব্যঙ্গ্য অন্য অলঙ্কার বা অন্য বস্তুকে স্পর্শ করে, যাহারা নিজেদের সাতিশয় উপযোগিতার জন্য আশ্লিষ্ট হইয়া থাকে সেই তথাভূত অলঙ্কারবর্গ। মহাকবিভিরিতি। কালিদাসাদি কর্ত্তৃক। কাব্যশোভার পোষকতা করে—ইহা যে বলিয়াছেন তাহার হেতু দেখাইতেছেন—কথং হীতি। হি শব্দ হেতু বুঝাইতেছে। অতিশয়োক্তির সংযোগ কেন কাব্যে উৎকর্ষ আনয়ন করিবে না অর্থাৎ কাব্যে এমন কোন প্রকারই নাই। নিজের বিষয়ে যে ঔচিত্য তাহা হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া কবি সেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার সৃষ্টি করেন। যেমন, ভট্টেন্দুরাজের নিম্নলিখিত শ্লোক —"যে সকল বিষয় পূর্ব্বে বেশ ভাল করিয়া দেখা হইয়াছে চোখ দুইটি থাকিয়া

থাকিয়া যে তাহাদের প্রতি চঞ্চল হইয়া উঠে, ছিন্নপদ্মের মৃণালের নালের মত অঙ্গুলি যে বিশীর্ণ হইতেছে, গণ্ডের নিবিড়তা যে দূর্ব্বাকাণ্ডকে বিড়ম্বিত করিতেছে—কৃষ্ণ প্রণয়ী হইলে যুবতী রমণীদের এইরূপই ভূষণ বচনা হয়।" এই যে শ্লোক ইহাতে কামদেহাবিশিষ্ট ভগবানের সৌভাগ্যাতিশয্য সম্ভাবিতই হয়। সেই জন্য এই আতিশয্য। এই কারণে লোকোত্তর শোভা প্রকাশ পায়। অনৌচিত্য হইলে সেই শোভা নষ্ট প্রাপ্ত হইত। যেমন—"তোমার স্তনের বিকাশ যে এইরূপ হইবে তাহার আলোচনা না করিয়াই বিধাতা আকাশকে সৃষ্টি করায় আকাশ ছোট হইয়া গিয়াছে।" প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যে সকল অলঙ্কারে অতিশয়োক্তি ব্যঙ্গ্যরূপে অন্তর্নিহিত হইয়া থাকে তাহার অর্থ কি? ভামহ বলিয়াছেন যে অতিশয়োক্তি সকল অলঙ্কারের একটি সাধারণ রূপ। শব্দ হইতে বিশেষ অর্থের প্রতীতির পর সাধারণ অর্থ পরে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয় না, তবে কেমন করিয়া সাধারণাত্মক অতিশয়োক্তির ব্যঙ্গ্যত্ব হয়? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন ভামহেনেতি। ভামহেন যদুক্তং তদয়মেবার্থোঽবগন্তব্যঃ"—এইভাবে দূরবর্ত্তী পদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া যোজনা করিতে হইবে। তিনি কি বলিয়াছেন? সৈষেতি। যে অতিশয়োক্তির লক্ষণ করা হইয়াছে সেই সকল প্রকার অতিশয়োক্তিই বক্রোক্তি এবং তাহাই সকল অলঙ্কারের বিশিষ্ট প্রকার। যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, "বক্র অর্থ বুঝা যাইতে পারে এইরূপ অভিপ্রায়ে শব্দের উক্তি যে বাক্যে সন্নিবেশিত হয় তাহাই বাক্যে অলঙ্কার।" শব্দের বক্রতা ও অভিধেয় অর্থের বক্রতা লোকোত্তররূপে অবস্থান করে, এই ভাবেই অলঙ্কারের অলঙ্কারত্ব লাভ হয়। এই লোকোত্তরতাই আতিশয্য এবং সেইজন্যই অতিশয়োক্তি সকল অলঙ্কারে আছে। অতএব অনয়া অর্থাৎ অতিশয়োক্তির দ্বারা অর্থ বিভাবিত হয় অর্থাৎ সকল জনের উপভোগের দ্বারা পুরান হইয়া গেলেও বিচিত্ররূপে ভাবিত হয়। সেইভাবে প্রমদা, উদ্যান প্রভৃতি বিভাবতা প্রাপ্ত হয়। বিশেষরূপে ভাবিত হয়। অর্থাৎ রসময় হয়। এই যে তিনি বলিয়াছেন তাহার অর্থ কি? তাই বলিতেছেন—অভেদোপচারাৎসৈব সর্ব্বালঙ্কাররূপেতি। উপচারের নিমিত্ত বলিতেছেন—সর্ব্বালঙ্কারেতি। উপচারের প্রয়োজন বলিতেছেন—'অতিশয়োক্তি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অলঙ্কার মাত্রতা' পর্য্যন্ত উক্তির দ্বারা। মুখ্যার্থে বাধাও এইখানেই দর্শিত হইয়াছে—'কবি প্রতিভাবশাৎ ইত্যাদির দ্বারা'।

প্রাধান্য লাভ করে আবার কদাচিৎ অপ্রধান থাকে। প্রথম প্রকারে পাই বাচ্য অলঙ্কার, দ্বিতীয় প্রকারে তাহা ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তৃতীয় প্রকারে পাই গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা। এইরূপ প্রকারভেদ অন্যান্য অলঙ্কারেও পাওয়া যায় কিন্তু তাহারা সমস্ত অলঙ্কারের সাধারণ রূপ গ্রহণ করে না। কিন্তু সকল অলঙ্কারই অতিশয়োক্তির বিষয় হইতে পারে অর্থাৎ অন্য অলঙ্কার অনুপ্রবিষ্ট হইলেও অতিশয়োক্তি সম্ভব হয়। ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। রূপক, উপমা, তুল্যযোগিতা, নিদর্শনা প্রভৃতি যে সকল অলঙ্কারে সাদৃশ্যের দ্বারা নিহিত তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে হয় সেইখানে ব্যঙ্গ্য সাদৃশ্যধর্ম্মই শোভাতিশয্যশালী হয়। তাহারা চারুত্বাতিশয্যযুক্ত হইয়া সবাই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয় হয়। সমাসোক্তি, আক্ষেপ, পর্য্যায়োক্ত প্রভৃতিতে নিহিত তত্ত্ব ব্যঙ্গ্য অংশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে; তাই ইহা যে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হয় তাহা লইয়া বিবাদের অবকাশই নাই। সেই গুণীভূতব্যঙ্গ্য অবস্থায় দেখা যায় যে কোন কোন অলঙ্কার অন্য অলঙ্কারের অভ্যন্তরে থকে—ইহাই

ভাবার্থ এই :—যদি অতিশয়োক্তি সকল অলঙ্কারে সাধারণভাবে থাকে, তবে ইহা তাহাদের সঙ্গে একাত্মতায় পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং তদ্ব্যতিরিক্ত অলঙ্কারই দেখা যায় না এবং কবিপ্রতিভার উপরেও অপেক্ষা করার প্রয়োজন থাকে না। অধিকন্তু অন্য অলঙ্কারও আর দেখা যাইবে না। আর যদি অতিশয়োক্তিকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ করার উদ্দেশ্যে এইরূপ বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে ঔচিত্যের সহিত রচিত না হইলেও তাহা কাব্যের প্রাণই হইবে। যদি বলা হয় যে ঔচিত্যশালী অতিশয়োক্তিই কাব্যের প্রাণ, তাহা হইলে বলিব যে ঔচিত্যের কারণ রস, ভাব প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং রসভাবাদিই কাব্যের অন্তরঙ্গ মুখ্য প্রাণস্বরূপ, অতিশয়োক্তি নহে—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেহ কেহ বলেন, "ঔচিত্যঘটিত সুন্দর শব্দার্থময় কাব্যে অন্য আত্মভূত ধ্বনি থাকার প্রয়োজন কি? তাহারা স্বীয় উক্তিকেই ধ্বনির অস্তিত্বের সাক্ষী বলিয়া মানিয়া লইলেন। ইহার দ্বারা তাঁহাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া হইল। সুতরাং মুখ্য অর্থে বাধা হেতু এবং উপচারের নিমিত্ত ও প্রয়োজন থাকার জন্য

নিয়ম। যেমন ব্যাজস্তুতি অলঙ্কাবের অভ্যন্তরে কোন বিশেষ অলঙ্কাব থাকে না, যে কোন অলঙ্কারেব স্পর্শ থাকে। যেমন সন্দেহাদি অলঙ্কাবেব অভ্যন্তরে থাকে সাদৃশ্য বা উপমা। আবার কোন কোন অলঙ্কার পবস্পব পবস্পবেব অভ্যন্তরে থাকে। যেমন—দীপক ও উপমা। দীপকেব অভ্যন্তবে যে উপমা থাকে তাহা সুপ্রসিদ্ধই। উপমাও কোথাও কোথাও দীপকেব শোভাব উপকবণ হয। যেমন—মালোপমা। এই ভাবে বিচাব কবিলে দেখা যাইবে যে "প্রভামহত্যা শিখযেব দীপঃ" (মহতী প্রভাবিশিষ্ট শিখার দ্বারা দীপ যেমন) ইত্যাদিতে (কুমাবসম্ভব ১।২৮) দীপকের শোভা স্পষ্ট হইয়াই প্রকাশিত হয়।

ইহা সংভেদাত্ম উপচাবই বটে। তাহা হইতেই অতিশয়োক্তিব ব্যঙ্গাত্ব প্রমাণিত হইল। অন্য অলঙ্কারেব সম্মিশ্রণেব কথা যে বলা হইয়াছে তাহাকে তিনভাগে ভাগ করিতেছেন অস্যাশ্চেতি। বাচ্যেঃনেতি। তাহাও বাচ্য হয। যথা "অপবৈব হি কেয়মত্র" ইত্যাদিতে (পৃঃ ৩০৬)। এখানে রূপক থাকিলেও অতিশয়োক্তি শব্দকে স্পর্শ করিয়াই আছে। এই ত্রৈবিধ্যের বিষয় বিভাগ করিতেছেন—তত্রেতি। সেই প্রকাব সমূহেব মধ্যে যে প্রথম প্রকার তাহাতে। প্রশ্ন হইতে পাবে যদি অতিশয়োক্তিই এইরূপ হয় তবে কাহাব অপেক্ষা করিয়া ইহা প্রথম এইরূপ ক্রম সূচিত হইল? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন অস্যংচেতি। এক অলঙ্কাব অন্য অলঙ্কাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে এই যে বৈশিষ্ট্য অতিশয়োক্তি সম্পর্কে নিরূপিত হইয়াছে তাহা অন্যান্য অলঙ্কাব সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রশ্ন হইতে পাবে, এইরূপ হইলেও অতিশয়োক্তি প্রথম ইহা কি অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে? এই আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন—তেষামিতি। এইভাবে অলঙ্কাব সমূহে ব্যঙ্গ্যেব স্পর্শ আছে সমগ্রভাবে এইরূপ বলায় সেইখানে কি ব্যঙ্গ্য হইয়া প্রতিভাত হয? এই বিভাগ বুঝাইতেছেন—যেষু-চেতি। রূপকাদিব স্বরূপ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু নিদর্শনার লক্ষণ এই "ক্রিয়ার দ্বাবাই সেই বিশিষ্ট অর্থের উপমাব নিকটবর্ত্তীরূপে দর্শন। ইহা নিদর্শনা বলিয়া অভিপ্রেত।" উদাহবণ—"সম্পৎশালীব উদয় পতনের জন্য হইয়া থাকে ইহা বুঝাইতে বুঝাইতে এই উজ্জ্বলমূর্ত্তি মন্দদ্যুতি সূর্য্যদেব অস্ত

এইভাবে ব্যঙ্গ্যের সংস্পর্শ হইলে রূপকাদি অলঙ্কারবর্গ অতিশয় চারুত্ব-যুক্ত হয় এবং ইহারা সবাই গুণীভূতব্যঙ্গ্যের মার্গ। যে সকল অলঙ্কারের কথা বলা হইল অথবা বলা হয় নাই তজ্জাতীয় সকল অলঙ্কারের মধ্যেই গুণীভূতব্যঙ্গ্য সাধারণভাবে থাকে। তাহার লক্ষণ করা হইলে ইহারা সবাই ভালভাবে লক্ষিত হইয়া পড়ে। সকল শব্দের সাধারণ লক্ষণ বাদ দিয়া প্রতিপদ পাঠ করিয়া তাহাদের তত্ত্ব নিশ্চিত করিয়া জানা যায় না, কারণ শব্দের অন্ত নাই। এইখানেও সেইরূপ। শব্দ সংখ্যাতীত এবং অলঙ্কার তাহারই প্রকার। অলঙ্কার ছাড়া ব্যঙ্গ্যের বস্তু ও রসমূলক আর যে দুইপ্রকার আছে তাহাদের বিচার করিলেও দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যেও যেখানে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের উপকরণ হয় সেই-খানে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয় অবশ্যই আছে। সুতরাং এই যে দ্বিতীয় প্রকার আছে যাহাতে ধ্বনি নিঃস্যন্দিত হয় তাহাও অতি রমণীয় বলিয়া

যাইতে আরম্ভ করেন।" প্রেয়োলঙ্কারস্যেতি। তাহা চাটু উক্তিতে পর্যবসিত হয় বলিয়া। দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে আমাদের কর্তৃক তাহা উদাহৃত হইয়াছে। উপমাগতত্বে ইতি। এখানে 'উপমা'শব্দের দ্বারা রূপক প্রভৃতি তাহার সকল প্রকার বিবক্ষিত হইয়াছে, অথবা উপমা বা সাদৃশ্য উপমাজাতীয় অলঙ্কারসমূহে সাধারণভাবে থাকে, সুতরাং উপমাশব্দের দ্বারা সেই শ্রেণীর সকল অলঙ্কার আক্ষিপ্তই হয়। স্ফুটৈবেতি। "তদ্দ্বারা সে পূত হইল, বিভূষিতও হইল" ইত্যাদি। দীপ যেরূপ বহু পদার্থের প্রকাশ করে সেইরূপে এইখানে দীপক অলঙ্কার বহু অর্থের যুগপৎ প্রকাশ করে, দীপক এখানে প্রতীয়মানরূপে অনু-প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই মালোপমায় স্পষ্ট অভিধাব্যাপারের দ্বারাই সাধারণ ধর্মের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তথাজাতীয়ানামিতি। চারুত্বাতিশয্যসম্পন্ন অলঙ্কার সমূহের। সুলক্ষিতা ইতি—উপমাদির গুণীভূতব্যঙ্গ্যবিরহিত যে রূপ তাহা নিশ্চয়ই কাব্যে অভিনন্দনীয় নহে। উপমা—"যেমন গো তেমনি গবয়। রূপক—"খলেবালি (কাষ্ঠ বিশেষ) যূপই" শ্লেষ—"দ্বির্বচনে অচি।"। এই পাণিনিসূত্রে। যথাসংখ্যং—"তুদীশলাতুঃ" ইত্যাদি পাণিনিসূত্রে। দীপক—গোকে, অশ্বকে। সসন্দেহ—"স্থাণু হইবেও বা।" অপহ্নুতি—"ইহা রজত নহে।" পর্য্যায়োক্ত—"স্থূলকায় দেবদত্ত (দিনে) খায় না।" তুল্যযোগিতা—

"স্থাধ্বোরিচ্চ" এই পাণিনিসূত্রে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা—সমস্ত জ্ঞাপক সূত্রই অপ্রস্তুত প্রশংসার উদাহরণ যেমন—"যাহার দ্বারা বিধি করা হইতেছে তাহা পদান্তে থাকিবে, অন্যত্র অর্থাৎ সংজ্ঞাবিধিতে প্রত্যয় গ্রহণ করিলে সেই পদান্ত বিধির প্রয়োগ হইবে না।" আক্ষেপ—"যেখানে উভয়ত্র বিভাষা সেইখানেই বিকল্পাত্মক কোন অভিধানের ইচ্ছা থাকিলে বিধি সেইখানেই অভিপ্রেত হইলেও পূর্ব্বে নিষেধ থাকার দরুণ সেই নিষেধের বিষয় সমানীকৃত হইয়া বিধি সূচিত করে।" এই ন্যায়বশতঃ। অতিশয়োক্তি—জলপূর্ণ কুণ্ডিকা দেখিয়া কেহ বলিতে পারে, "কুণ্ডিকাই সমুদ্র।" "বিন্ধ্যপর্ব্বত বৰ্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যের পথ আটকাইয়াছে।" এইরূপ আরও। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা কাব্যের রহস্য কীর্ত্তন করা হয় না, কারণ গুণীভূতব্যঙ্গ্যই অলঙ্কারতার মর্ম্মস্বরূপ এবং তাহাই সকল অলঙ্কারকে সুন্দরভাবে লক্ষিত করে। গুণীভূতব্যঙ্গ্যের দ্বারা তাহারা সুন্দরভাবে লক্ষিত বা সংগৃহীত হয় নচেৎ অতিশয় অব্যাপ্তি দোষ ঘটিবে। তাই বলিতেছেন—'ৈককস্যেতি। চারুত্বহীন অতিশয়োক্তি, বক্রোক্তি ও উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের কোন সাধারণ রূপ হইতে পারে না। চারুত্ব হইতেছে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের আয়ত্ত, সুতরাং গুণীভূতব্যঙ্গ্যের গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বই সকল অলঙ্কারের সাধারণ লক্ষণ। রসের অভিব্যক্তির যোগ্যতাই ব্যঙ্গ্যের চারুত্ব, রস আপনাতে আপনি বিশ্রাম লাভ করে বলিয়া তাহা আনন্দাত্মক, সুতরাং কোন অনবস্থা হয় না—ইহাই তাৎপর্য্য। অনবস্থাইতি। প্রথম উদ্দ্যোতেই ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে—বাগ্মিকল্পনাযানস্যাৎ ইত্যাদির (পৃঃ ১১) আলোচনার অবসরে। সকল অলঙ্কারে তো অন্য অলঙ্কার ব্যঙ্গ্য হইয়া প্রকাশ পায় না; তবে কেমন করিয়া গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বের দ্বারা লক্ষণ করিলে সকল অলঙ্কার সংগৃহীত হইবে? ইহা ঠিক নহে। বস্তুমাত্র বা রস গুণীভূত হইয়া ব্যঙ্গ্য হইবে। তাই বলিতেছেন—বস্তু বা রসরূপ আত্মার দ্বারা উপলক্ষিত গুণীভূতব্যঙ্গ্যের। অথবা যদি এইভাবে অবতরণিকা করা যায় গুণীভূতব্যঙ্গ্যের দ্বারা যদি অলঙ্কার লক্ষিত হয় তবে লক্ষণ অবশ্য বক্তব্য, কিন্তু তাহা কেন বলা হয় নাই? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—গুণীভূতেতি। বিষয়ত্বমিতি। লক্ষণীয়ত্ব। কেমন করিয়া লক্ষণীয়ত্ব? ধ্বনিব্যতিরিক্ত যে প্রকার যাহাতে ব্যঙ্গ্য অর্থ বাচ্য অর্থের অনুগামী হয়, তাহাই লক্ষণ, তাহার দ্বারা। ব্যঙ্গ্য লক্ষিত হইলে এবং তাহার গৌণভাব নিরূপিত হইলে অন্য আর কি লক্ষণ করা হইবে? ইহাই তাৎপর্য্য।

মহাকবিদের কাব্যের বিষয়ীভূত হয়; সহৃদয় ব্যক্তিরা ইহার লক্ষণ নিরূপণ করিবেন। এমন কোন কাব্য নাই যাহা সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়-গ্রাহী অথচ যেখানে প্রতীয়মান অর্থের সংস্পর্শের দ্বারা সৌন্দর্য্যলাভ হয় নাই। সুতরাং ইহাই কাব্যের রহস্য; পণ্ডিতেরা ইহা মনে রাখিবেন।

রমণীরা অলঙ্কার ধারণ করিলেও যেমন লজ্জাই তাহাদের প্রধান ভূষণ হয় মহাকবিদের বাক্যের প্রতীয়মান অর্থের শোভাও সেইরূপ। ৩৭॥

অর্থ সুপ্রসিদ্ধ হইলেও ইহার জন্য কি অপূর্ব্ব কমনীয়তা লাভ করে।

"সম্ভোগকালে কামদেবের আজ্ঞানুসারে মুগ্ধনয়না রমণীর মধ্যে যে অপূর্ব্ব চিরনবীন লীলাবিলাস সমূহ দেখা দেয় তাহা কেবল চিত্তের মধ্যে ভাবনার বিষয়।"

এইখানে "কেঽপি" (কি অপূর্ব্ব) এই পদের দ্বারা বাচ্য অর্থকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া অনন্তপ্রসারিত, সুস্পষ্ট প্রতীয়মান অর্থের বিন্যাস করিয়া কি শোভাই না সম্পাদন করা হইয়াছে।

"কাব্যের আত্মা ধ্বনি এই প্রসঙ্গ এইভাবে নির্ব্বাহিত করিয়া উপসংহার করিতেছেন —তদয়ম ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সৌভাগ্যম্ এই পর্য্যন্ত উক্তির দ্বারা পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে যে ইহা সকল কাব্যের উপনিষদ্ বা সারস্বরূপ তাহার দ্বারা প্রতারণা করিয়া অর্থবাদ রচনা করা হয় নাই, ইহা দেখাইতে বলিতেছেন —তদিদমিতি। ৩৬॥

মুখ্যা ভূষেতি। অলঙ্কৃতিভৃতামপি—'অপি' শব্দের দ্বারা বুঝান হইতেছে অলঙ্কারশূন্য বাক্যসমূহেরও। প্রতীয়মান অর্থের দ্বারা কৃত ছায়া অর্থাৎ শোভা, তাহা লজ্জার মত, কারণ গোপনভাবে যে সৌন্দর্য্য নিঃস্যন্দিত হয় তাহা তাহার প্রাণস্বরূপ। নায়িকারা অলঙ্কারধারিণী হইলেও লজ্জা তাহাদের মুখ্য ভূষণ। প্রতীয়মানচ্ছায়া শোভা (ছায়া) অর্থাৎ আন্তরিক কামভাবজাত হৃদয়সৌন্দর্য্যই রূপ যাহার, সেই শোভার দ্বারা প্রতীয়মান; লজ্জা হইতেছে অন্তর্নিরুদ্ধ কামবিকার গোপন করিবার ইচ্ছারূপ এবং কামেরই প্রকাশ, কারণ বীতরাগ ব্যক্তিদের কৌপীন অপসারিত করিয়া লইলেও লজ্জা বা কলঙ্ক দেখা যায় না। তাই কোন কবির

"কুবঙ্গীবাঙ্গানি" ইত্যাদি শ্লোক। (পক্ষান্তরে) যে হেতুবশতঃ প্রিয়তমার অভিলাষ প্রার্থনা, মান প্রভৃতির কান্তি বা শোভা (ছায়া) হইয়া থাকে। শৃঙ্গার রসতরঙ্গিণী লজ্জার দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য গাত্র-নেত্রবিকার পরম্পরারূপ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিলাসের সৃষ্টি হয়, সুতরাং ইহাদের মধ্যেই প্রকাশ যাহার এমন সৌন্দর্য গোপনে সংস্থাপিত হয়। বিস্ময়ো খ্যাত। মন্মথাচার্য যাঁহার বিচার ত্রিভুবনে বন্দনীয় এবং যিনি লজ্জাভীরুতাবন্ধু সখী দ্বারা দত্ত অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞা, তাহার অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয় হইলেও ভয় ও লাজ। পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহারা সম্ভোগকালে সমুপস্থিত হইয়াছে, মুকুলাক্ষি। তাহাই অকপট সম্ভোগের আস্বাদের দ্বারা যাহার দৃষ্টি-বিস্তার পবিত্রিত হইয়াছে, সে সকল অসাধারণ বিলাস অর্থাৎ গাত্র ও নেত্রের বিকার, অম্লানা অর্থাৎ যাহারা প্রতিক্ষণে নব নব রূপে উন্মেষণশীল তাহারা, কেবলেন অন্যত্র অভিনিবেশ না করিয়া, একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক, সর্ব্ব ইন্দ্রিয় সংহরণ করিয়া ভাবনীয়াঃ—ভাবনা করার উপযুক্ত। যেহেতু ইহাদের কোনটিই অন্য উপায়ে নিরূপণীয় নহে। ৩৭ ॥

গুণীভূতব্যঙ্গ্যের অন্য উদাহরণ বলিতেছেন—অর্থান্তরেতি। "কক লৌল্যে' -এই 'কক' ধাতু হইতে কাকু নিষ্পন্ন হইয়াছে। কাকু বিষয়ে শব্দ সাকাঙ্ক্ষ অথবা নিরাকাঙ্ক্ষ যে কোন ভাবে পঠিত হইলে তাহা প্রকৃত অর্থের অতিরিক্ত কিছু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে। তাই ইহার মধ্যে ইচ্ছা বা লৌল্য অভিহিত হয়। অথবা 'ঈষ' অর্থে কু শব্দ, তাহার 'কা' আদেশ। এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে, কাকু—হৃদয়স্থিত অর্থের প্রতীতির কোন উপায়, তাহার দ্বারা যে অর্থান্তরের প্রতীতি হয় সেই বাক্যবিশেষ এই গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যপ্রকারকে আশ্রয় করে। ইহার হেতু এই যে সেইখানে ব্যঙ্গ্যের গৌণতা হয়। এখানে 'অর্থান্তরগতি' শব্দের দ্বারা কাব্যের কথাই বলা হইয়াছে। প্রতীতি গুণীভূত হয় এমন কথা এখানে বলা হয় নাই, কাব্যের গুণীভূতত্ব নিরূপিত হইয়াছে। অন্যে কেহ কেহ কিন্তু বলিয়াছেন—ব্যঙ্গ্যের গৌণতা হইলে এই গুণীভূত প্রকার, অন্যথা কাকুতেও ধ্বনিত্বই হয়। এই মত ঠিক নহে, কারণ কাকুর প্রয়োগ হইলে তাহা সর্ব্বত্র শব্দের দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ায় ব্যঙ্গ্য উন্মীলিত হইলেও গৌণ হয়। কাকু হইতেছে শব্দেরই কোন একটি ধর্ম্ম। "হসন্নেত্রার্পিতং আকুতম্" (পৃঃ ১৪৭) ইত্যাদিতে ব্যঙ্গ্য অর্থ যেমন শব্দের দ্বারা অনুগৃহীত হয় তেমনি "গোপ্যেবং গদিতঃ সলেশং"

কাকু বা স্বরব্যতিক্রমের দ্বারা এই যে অর্থান্তরের বোধ জন্মান হয় তাহাতে ব্যঙ্গ্যের অপ্রাধান্য হয় এবং তাহা এই গুণীভূতব্যঙ্গ্যপ্রকারকে আশ্রয় করে। ৩৮ ॥

কাকুর দ্বারা এই যে অর্থান্তরের প্রতীতি কোথাও দৃষ্ট হয় তাহাতে ব্যঙ্গ্য অর্থের অপ্রাধান্য হয় বলিয়া তাহা এই কাব্যপ্রভেদকে আশ্রয় করে। যেমন "স্বস্থা ভবন্তি ময়ি জীবতি ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ" ("আমি জীবিত থাকিতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা সুস্থ থাকিবে)" ইত্যাদিতে। অথবা যেমন—

"আমরা তো অসতীই; হে পতিব্রতে, তোমাকে আর বলিতে হইবে না; তোমার কুল তো কলঙ্কিত হয় নাই। আমরা কিন্তু অপরের স্ত্রী হইয়া সেই নাপিতের প্রতি অনুরক্ত হই নাই।"

(পৃঃ ১৯৩) কাকুরূপ শব্দধর্ম্মের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া শব্দানুগৃহীতই হইয়া থাকে। "ভম ধম্মিঅ" ইত্যাদিতে (পৃঃ ২২) কাকু যোজনা করিলে গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাই ব্যক্ত হইবে। কারণ সেইভাবে অর্থের অবগতি হইবে। স্বস্থাঃ ভবন্তি, ময়ি জীবতি, ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ—উদ্দীপনের দ্বারা বিচিত্রিত। এখানকার অর্থ ("আমি জীবিত থাকিতে তাহারা সুস্থ থাকিবে") অসম্ভাব্য ও অতিশয় অনুচিত; কাকু সেই অসম্ভাব্যতাসূচক ব্যঙ্গ্য অর্থকে স্পর্শ করিয়া এবং ব্যঙ্গ্যকে উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যঙ্গ্য অর্থের দ্বারা অলঙ্কৃত বাচ্য অর্থকেই ক্রোধের অনুভাবত্ব দান করিতেছে। আম অসত্যঃ—আমরা অসতী; এখানে কাকু স্বীকারমূলক হইয়া উপহাসের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতেছে। উপরম—এখানে কোন আকাঙ্ক্ষা নাই: অথচ ইহার দ্বারা কিছু সূচিত হইতেছে। পতিব্রতে দীপ্ত হাস্য সমন্বিত উক্তি। ন ত্বয়া মলিনিতং শীলং—এখানে গদ্গদময় সাকাঙ্ক্ষ কাকু। কিং পুনর্জনস্যজায়েব অর্থাৎ তবে কামান্ধই বা কেন? চান্দলং (নাপিতকে) ন কাময়ামহে এইখানে নিরাকাঙ্ক্ষা এবং গদ্গদময় উপহাসগর্ভ কাকু। কোন নাপিতানুরক্ত কুলবধূ কোন রমণীর অভিনয় দেখিয়া তাহাকে উপহাস করিলে সে প্রতি উত্তর দেয়। এই প্রত্যুক্তি প্রত্যুপহাসগর্ভ, কাকুপ্রধান উক্তি। গৌণতা দেখাইবার জন্য প্রমাণ করিতেছেন ইহা কেমন করিয়া শব্দের দ্বারা অনুগৃহীত হয়

শব্দের শক্তিই নিজের অভিধেয় অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা আক্ষিপ্ত স্বর-বিকারের (কাকুর) সহায়তা লাভ করিলে অর্থ বিশেষের বোধ জন্মাইতে পারে, যে কোন কাকু নহে। কারণ অন্য বিষয়ে নিজের ইচ্ছানুসারে যে কোনভাবে স্বরবিকার করিলে তাহার দ্বারা সেই প্রকারের অর্থের বোধ সম্ভব নহে। যেখানে প্রতীয়মান অর্থ থাকে সেইখানে বিশেষ স্বরবিকার শব্দব্যাপারের সহকারী হইলেও এবং প্রতীয়মান অর্থ শব্দব্যাপারের আশ্রয় লইলেও তাহা অর্থের সামর্থ্যের দ্বারা প্রাপণীয়; তাই ইহাও ব্যঙ্গ্যেরই প্রকারবিশেষ। যেখানে ব্যঞ্জকত্ব বাচকত্বের অনুগমন করে এবং সেইজন্যই ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্যের প্রতীতি হয় সেইখানে সেই জাতীয় অর্থবোধক কাব্যকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলিয়া নামকরণ করিতে হইবে। যাহা ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্য অর্থ অভিহিত করে তাহা গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্ব লাভ করে।

শব্দ-শক্তি ইত্যাদির দ্বারা। এইভাবে দেখিলে ব্যঙ্গ্য কেমন করিয়া হয়? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—স চেতি। এখন গুণীভাব বা গৌণতা দেখাইতেছেন—বাচকত্বেতি। বাচকত্বানুগমনেন বাচকত্বে অনুগম অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবের গৌণতা। সেইখানেই ব্যঙ্গ্যবিশিষ্ট বাচ্যপ্রতীতির দ্বারা কাব্যের প্রকাশত্ব কল্পিত হয়; সেই জন্য তাহার সেইরূপ নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং কাকুযোজনা করা হইলে সর্বত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাই হইয়া থাকে। সুতরাং "মথ্নামি কৌরবশতং সমরে ন কোপাৎ (যুদ্ধে কোপভরে আমি শত কৌরবকে মথিত করিব না)" এখানে যাহারা বিপরীত লক্ষণার কথা বলেন তাহারা সম্যক্ বিচার করিয়া বলেন নাই। "ন কোপাৎ" ইহার উচ্চারণ কালে দীপ্ত, তার, গদ্গদময় সাকাঙ্ক্ষ কাকু বলে কোপের নিষেধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবিত সন্ধিমার্গ যে অক্ষমণীয় সেই অভিপ্রায় ইহার দ্বারাই বুঝান হইতেছে। সুতরাং মুখ্য অর্থে বাধা প্রভৃতির অনুসরণ করিলে যে বিঘ্নের আবশ্যক হয় তাহা নাই বলিয়া বিপরীতলক্ষণার কি অবকাশ আছে? (মীমাংসককে বলিতেছেন) "দর্শে (অমাবস্যায়) যজন করিবে।" এখানে তথাপি কাকু প্রভৃতি উপায়ান্তরের অভাবে বিপরীতলক্ষণা হয়ত হউক। বহু অবান্তর কথা বলিয়া লাভ কি? ৩৮ ॥

যেখানে যুক্তির প্রয়োগের দ্বারা গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয় নির্দ্ধারিত হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা তাহাতে ধ্বনি যোজনা করিবেন না। ৩৯॥

দৃষ্টান্ত বিচার করিলে দেখা যায় যে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের কোন কোন মার্গ মিশিয়া যায়। সেইরূপ হইলে যেখানে যে মার্গ অধিক যুক্তিসঙ্গত তদ্দ্বারাই সেইখানে নামকরণ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই যে ধ্বনির প্রতি অনুরাগ দেখাইতে হইবে তাহা নহে। যেমন—

'"পতির শিরস্থিত চন্দ্রকলা ইহার দ্বারা স্পর্শ করিও"—সখী তাহার চরণ অলক্তকে রঞ্জিত করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি কথা না বলিয়া মাল্যের দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন।'

অথবা যেমন—

"স্বামী উচ্চস্থিত পুষ্পগুলি দিতে যাইয়া সপত্নীর নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে মানিনী নায়িকা কিছুই বলিল না; বাষ্পাকুললোচনে পা দিয়া মাটিতে লিখিতে লাগিল।"

এইখানে "নির্বচনং জঘান" (কিছু না বলিয়া আঘাত করিলেন) এবং "ন কিঞ্চিদুচে" (কিছুই বলিল না)—এই বাক্যাংশদ্বয়ে কথা বলার নিষেধ বুঝাইতেছে বলিয়া ব্যঙ্গ্য কথঞ্চিৎ বাচ্য অর্থের বিষয়ীকৃত হইয়া গৌণভাবেই শোভা পাইতেছে। যেখানে ভঙ্গীবিশিষ্ট বক্র উক্তি ছাড়া ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশিত হয় সেইখানে তাহার প্রাধান্য হয়।

অধুনা সঙ্করযুক্ত বিষয়ের বিভাগ করিতেছেন—প্রভেদেস্বেতি। যুক্ত্যেতি। চারুত্বপ্রতীতিই এখানে যুক্তি। পত্যুরিতি। অনেনেতি। অলক্তকের দ্বারা উপরঞ্জিত হওয়ার সৌভাগ্য হইতে পারে না। উপদেশ এই যে অনবরত পায়ে পড়িয়া প্রসাদন না করিলে পতিব যথেষ্ট অনুবর্ত্তিনী হইবে না। শিরস্থিত যে চন্দ্র কলা তাহাকেও পরাস্ত কর; ইহাতে সপত্নীর পরাজয় কথিত হইল। নির্বচনমিতি। নির্বচনং জঘান। এই বাক্যাংশের দ্বারা লজ্জা, সঙ্কোচ, হর্ষ, ঈর্ষ্যা ভয়, সৌভাগ্য, অভিমান প্রভৃতি ধ্বনিত হইলেও তাহারা কুমারীজনোচিত

যেমন—"এবংবাদিনি দেবর্ষৌ" ইত্যাদিতে (পৃঃ ১৪৬)। এখানে কিন্তু উক্তির বক্রতা বা বিশেষ ভঙ্গীর দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হওয়ায় বাচ্যেরই প্রাধান্য। সুতরাং এইখানে অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি নামকরণ করিলে তাহা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

কাব্যের এই প্রকারকে গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলা হইলেও যে কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহাতে রসাদি মুখ্যরূপে আছে তাহা ধ্বনিরূপ পাইয়া থাকে। ৪০ ॥

যে কাব্যপ্রকার গুণীভূতব্যঙ্গ্যশ্রেণীভুক্ত তাহার মধ্যেও পর্য্যালোচনার দ্বারা যদি রস-ভাব প্রভৃতির মুখ্যতা পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা ধ্বনিত্বই লাভ করে। যেমন, এইখানেই যে শ্লোক দুইটির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে। অথবা যেমন—

"হে সুন্দর, রাধা সহজে আরাধ্য নহে। যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তুমি প্রাণেশ্বরীর নীবী-বসনের দ্বারা অশ্রুমোচন করিতেছ।

অপ্রগল্‌ভতাসূচক 'নির্ব্বচনম্' শব্দের অর্থকে অলঙ্কৃত করে। অর্থ ঐরূপে অলঙ্কৃত হইয়া শৃঙ্গারাঙ্গতা লাভ করে। প্রায়চ্ছতেতি। উচ্চৈরিতি। উচ্চস্থিত যে সকল কুসুম কান্তা স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া সে স্বামীর কাছে যাচ্ঞা করিয়াছে। আমাদের উপাধ্যায়েরা কিন্তু উচ্চৈঃ শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"হে অমুকে (সপত্নীর নাম করিয়া) মনোহর ফুলগুলি নেও, নেও।" এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে আদরাতিশয্য দেখাইয়া ফুলগুলি দিতে দিতে। অতএব লজ্জিতা—(প্রতিদ্বন্দ্বিনীর নাম) শোনান হইল। ন কিঞ্চিদুচেতি। এবংবিধ শৃঙ্গারের অবকাশে এই ব্যক্তি অন্য নায়িকাকে স্মরণ করিতেছে। তাই মানপ্রদর্শন এখানে যথেষ্ট হইবে না; সাতিশয় মন্যু এখানে ব্যঙ্গ্য। তাই বলিবেন—উক্তি ভঙ্গ্যাস্তীতি। তস্যেতি—ব্যঙ্গ্যের। ইহেতি—'পত্যুঃ' ইত্যাদিতে। বাচ্যস্যাপীতি। 'অপি'-শব্দের ক্রমভঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে—প্রাধান্যমপি ভবতি বাচ্যস্য। বাচ্যের প্রাধান্যও হয়, কিন্তু রসাদির অপেক্ষায় গৌণতা হয়। অতএব উপসংহারে ধ্বনিশব্দের অনুরূপ ব্যঙ্গ্য এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ৩৯ ॥

স্ত্রীচরিত্র কঠিন, সুতরাং আর প্রসাদোপচার করিয়া লাভ কি? অতএব তুমি বিরত হও। বহু অনুনয়পরায়ণ হইলে যে হরিকে এরূপ বলা হইল তিনি তোমাদের কল্যাণ করুন।"

এইভাবে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের প্রভেদ স্থির করা হইলে বোঝা যায় যে "ন্যক্কার হ্যয়মেব" ইত্যাদিতে (পৃঃ ২২২) নির্দ্দিষ্টপদে ব্যঙ্গ্য-বিশিষ্ট বাচ্য অর্থের প্রতিপাদন করা হইয়া থাকিলেও বাক্যের প্রধান অর্থ হইল রসের অভিব্যক্তি এবং তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই শ্লোকের ব্যঞ্জকত্ব কথিত হইয়াছে। সেই সকল পদে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনি আছে এইরূপ ভ্রম করিলে চলিবে না, কারণ সেই সকল পদের

ইহা নির্ব্বাহিত করিয়া ধ্বনিই যে কাব্যের আত্মা তাহা স্পষ্ট করিতেছেন—প্রকার ইতি। শ্লোকদ্বয় ইতি। 'পত্যুঃ' ইত্যাদি তুল্যশোভাবিশিষ্ট যে দুই শ্লোক উদাহৃত হইয়াছে সেইখানে। 'দ্বয়' শব্দের ব্যবহার করায় "এবংবাদিনি" ইত্যাদি (পৃঃ ১৪৬) এই শ্লোকের বিচারের অবকাশ থাকে না। দুরারাধেতি। নায়ক বলিতেছেন, "আমি পায়ে পড়িলে তুমি অকারণে কুপিতা হইয়া আমার উপরে প্রসন্ন হইতেছ না। অহো তুমি কি দুরারাধ্যা!" নায়কের এই উক্তি স্বীকার করিয়া লইয়া সখী হরিকে বলিলেন, "তুমি রোদন করিও না" এবং অশ্রুমোচন করিতে থাকিলে সখীর স্বীকারগর্ভ এই উক্তি। সুভগেতি। যে তুমি প্রিয়াসম্ভোগরূপ ভূষণবিহীন হইয়া ক্ষণকালও অতিবাহিত করিতে পার না। অনেনাপীতি। তুমি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখ। এই যে তুমি আদর করিতেছ ইহা তুমি লজ্জা ত্যাগ করিয়াই করিতেছ, ইহা অবধারিত। মৃজতঃ ইতি—ইহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে নয়নে বাষ্পস্রোত সহস্রধারায় প্রবাহিত হইতেছে। তুমি এইরূপ হতচেতন হইয়াছ যে আমাকে ভুলিয়া সেই প্রণয়কুপিতাকেই বহুমান দিতেছ। তাহা না হইলে এইরূপ করিবে কেন? পতিতমিতি। এখন রোদনের অবকাশও চলিয়া গিয়াছে। যদি বলা হয় যে এত আদরেও কোপ পরিত্যাগ করিতেছ না কেন, তবে বলিব কি করা যায়? স্ত্রীচিত্ত স্বভাবতঃই কঠোর। স্ত্রীতি। প্রেম না থাকিলে স্ত্রী বস্তুবিশেষমাত্র; তাহার ইহা স্বভাব। রাধাগত ব্যঙ্গ্য এই—রাধা যে মনে করেন নারীরা সুকুমারহৃদয়বিশিষ্ট তাহা সত্য নহে।

বাচ্য অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে। সেই সকল পদে বাচ্য অর্থের উপ-করণ রূপে ব্যঙ্গ্য অর্থ থাকে এইরূপ প্রতীতি হয়, বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গ্য অর্থে পরিণত হয় এইরূপ দেখা যায় না। সুতরাং সেইখানে সমগ্র বাক্যই ধ্বনির অন্তর্গত। পদগুলিতে রহিয়াছে গুণীভূতব্যঙ্গ্যতা। কেবল যে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের পদগুলিই অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির ব্যঞ্জক হয় তাহা নহে; অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনি প্রভেদগুলিও অলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গের ব্যঞ্জক হয়। যেমন এই শ্লোকেই 'রাবণ' এই পদ ধ্বনির অন্য প্রভেদের ব্যঞ্জক হইয়াছে। কিন্তু যে বাক্যে রসাদিতাৎপর্য্য নাই, সেই বাক্য গুণীভূতব্যঙ্গ্যের অন্তর্গত পদসমূহের দ্বারা উদ্ভাসিত হইলেও গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাই সেইখানে সমুদায় বাক্যের ধর্ম্ম। যেমন—

"মানুষেরা রাজাকেও সেবা করে. বিষও ভক্ষণ করে, স্ত্রীদের সহিতও রমণ করে—ইহারা বস্তুতঃই কর্ম্মকুশল।"

ইহাদের হৃদয় বজ্রসারের অপেক্ষাও কঠিন, যেহেতু এইরূপ বৃত্তান্ত দেখিয়াও তাহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না। উপচারৈরিতি। দাক্ষিণ্যপ্রযুক্ত অনুকূল আচরণের দ্বারা। অনুনয়ৈরিতি। বহুবচনের দ্বারা বুঝান হইতেছে যে বারংবার এই বহুবল্লভের এই দশাই ঘটিবে। অতএব সৌভাগ্যের আতিশয্য কথিত হইল। এইভাবে ব্যঙ্গ্য অর্থের সারাংশ বাচ্য অর্থকেই অলঙ্কৃত করিতেছে। সেই বাচ্য অর্থই কিন্তু অলঙ্কৃত হইয়া ঈর্ষ্যাবিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গার রসের অঙ্গত্ব লাভ করিতেছে। এই তিনটি শ্লোকেই প্রতীয়মান অর্থের রসাঙ্গত্ব হইয়াছে বলিয়া যিনি বলিয়াছেন তিনি দেবতাকে বিক্রয় করিয়া দেবতার যাত্রাব উৎসব করিয়া থাকিবেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে ব্যঙ্গ্যের গৌণতা থাকিলেও এইভাবে বিচার করিলে তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত। রসাদিব্যতিরিক্ত যে ব্যঙ্গ্য (অর্থাৎ বস্তু বা অলঙ্কার) রসের অঙ্গ হইবার উপযোগিতাই তাহার প্রাধান্য, অন্য কিছু নহে। সুতরাং নিজসম্প্রদায়ের প্রাচীনদের সঙ্গে আর বিবাদ করিয়া লাভ কি? এবং স্থিত ইতি। এইমাত্র ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের যে বিভাগ বলা হইল তাহা ঐরূপে নির্দ্ধারিত হওয়ায়। কারিকাগত 'অপি' শব্দ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি। এই শ্লোক পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাই পুনরায় লিখিত হইল না। যত্রেতি।

ইত্যাদিতে। যত্নের সহিত বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য বিচার করিতে হইবে, যাহাতে ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও অলঙ্কারের বিশুদ্ধ অবিমিশ্র বিষয় ভালভাবে জানা যাইতে পারে। তাহা না হইলে প্রসিদ্ধ অলঙ্কার বিষয়েই ভ্রম হইবে। যেমন—

"এই তন্বীর দেহ নির্ম্মাণ করিবার সময় বিধাতার মনে কি ইচ্ছা ছিল তাহা আমরা জানি না। তিনি লাবণ্যধনের ব্যয় গণনা করেন নাই। মহান্ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন; যে লোকসমাজ সুখে, নিশ্চিন্তে, স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতেছিল তাহার চিন্তাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছেন আর এই হতভাগিনীও উপযুক্ত প্রণয়ীর অভাবে নিপীড়িতা হইতেছে।"

বিষয়নির্ব্বেদাত্মক শান্তরসের প্রতীতি হইতেছে তথাপি ঐ চমৎকার বাচ্যেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে। রাজসেবাদি অসম্ভব ও বিপরীত ফল আনয়নকারী—ইহাই বাচ্য অর্থ এবং ব্যঙ্গ্য ইহারই অনুগামী। উভয়তঃ যোজিত 'অপি'-শব্দ (রাজানমপি সেবন্তে ইত্যাদি), স্থানত্রয়ে যোজিত 'চ'-শব্দ, উভয়তঃ যোজিত 'খলু'-শব্দ এবং 'মানব'-শব্দ—ইহাদের ব্যঙ্গ্য অর্থ কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে; অতএব ব্যঙ্গ্য যে গুণীভূত তাহা স্পষ্টই। যে বিভাগবিচার দেখান হইল তাহা অনুপযোগী নহে, ইহা দেখাইতেছেন—বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োরিতি। অলঙ্কারানাং চেতি। যেখানে ব্যঙ্গ্য নাই, সেখানে বিশুদ্ধ অলঙ্কারেরই প্রাধান্য। অন্যথা ত্বিতি। যদি প্রযত্নবান্ না হওয়া যায়। যে ব্যঙ্গ্যপ্রকার আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি তাহা অবশ্যই বিভ্রান্তির বিষয়; 'এব' প্রয়োগের এই অভিপ্রায়। লাবণ্যে ধনত্ব আরোপ করিয়া ইহাই কথিত হইয়াছে যে তাহা সর্ব্বস্বপ্রায় এবং বিধাতার অনেক সঞ্চিত কৃতিত্বের উপযোগী। গণিত ইতি। যে ব্যয় দীর্ঘকাল ধরিয়া হয়, বিদ্যুতের মত হঠাৎ শেষ হইয়া যায় না—তৎসম্পর্কে গণনা অবশ্য করিতে হইবে। অনন্তকাল ধরিয়া নির্ম্মাণকার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও বিধাতা কিন্তু এখানে বিন্দুমাত্র বিবেচনা করেন নাই; সুতরাং তাঁহার অবিমৃশ্যকারিতা খুব বেশী। অতএব বলিতেছেন—ক্লেশো মহানিতি। স্বচ্ছন্দস্যেতি। যিনি বাধারহিত তাঁহার। এষাপীতি। যাহা নিজেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা নিজেই নষ্ট করিতেছেন—ইহা পরম ক্ষোভের বিষয়, ইহা 'অপি' এবং 'এব'-পদের দ্বারা কথিত হইয়াছে। কোঽর্থ ইতি। না নিজের,

এই শ্লোকটিকে কেহ কেহ যে ব্যাজস্তুতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। যেহেতু এই পদ্যের বাচ্য অর্থ যদি ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারমাত্রে পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে তাহাতে অর্থের সুসঙ্গতি হয় না, কারণ কোন অনুরাগী ব্যক্তি এইভাবে বিতর্ক করিতে পারে না। "এষাপি স্বয়মপি তুল্যরমণাভাবাদ্বরাকী হতা"—এবংবিধ উক্তি তাহার পক্ষে অসম্ভব। বীতরাগ ব্যক্তির পক্ষেও এই যুক্তি শোভন নহে। কারণ যে অনুরাগকে জয় করিয়াছে এবংবিধ বিতর্ককে পরিহার করাই তাহার একমাত্র কাজ। এই শ্লোক কোন বিশেষ কাব্যপ্রবন্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন শোনা যায় নাই; তাহা হইলে সেই প্রকরণ অনুসারে ইহার অর্থ পরিকল্পিত হইতে পারে। সুতরাং ইহা অপ্রস্তুত-প্রশংসা। যেহেতু এই শ্লোকের বাচ্য অর্থ গৌণ হইয়া উপচাররূপে গৃহীত হইয়া কোন বিশেষ মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের পরিতাপ প্রকাশ করিতেছে। বক্তা নিজেকে অসামান্য গুণশালী বলিয়া মনে করে এবং সেই অভিমানে স্ফীত; নিজের মহিমার আধিক্যের জন্য এই ব্যক্তি অপরের প্রতি মাৎসর্য্যাক্রান্ত এবং অন্য কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছে বলিয়া সে মনে করে না। ইহা ধর্ম্মকীর্ত্তির শ্লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহা সম্ভবও বটে যে এই শ্লোক তাঁহারই। যেহেতু তাঁহারই—

না জনসমাজের, না নির্ম্মিত ব্যক্তির—ইহাই অর্থ। তস্যেতি। এই কার্পণ্যসূচক, অকল্যাণদুষ্ট বচন অনুরাগীর পক্ষে শোভন নহে। "বরাকী হতা"—নিজেকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উক্তি করিলেও তাহা অনুচিত হইবে। অপরের কথা ছাড়িয়া দিলেও নিজের সম্পর্কেও তুল্যরমণত্বের অভাব অথচ অনুরাগিতা পশুপ্রায়ত্বই সূচনা করে। কিন্তু কোন অনুরাগী ব্যক্তিও কোন কারণে কতিপয় কালের জন্য ব্রত ধারণ করিলে অথবা রাবণসদৃশ লোকের সীতা প্রভৃতি বিষয়ে অথবা দুষ্মন্তাদির অজ্ঞাতকুলশীল শকুন্তলাদিতে এইরূপ স্বীয় সৌভাগ্যসূচক এবং সেই রমণীর স্তুতিগর্ভ উক্তি কেন সম্ভব হইবে না? অনাদিকালযাবত অভ্যস্ত অনুরাগ ও বাসনার সংস্কারের জন্য বীতরাগ ব্যক্তিও

"অল্প ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আমার মতবাদের মধ্যে গাহন করিতে পারে নাই। যাহারা অধিক আয়াস করিয়াছে তাহারাও ইহার পরমার্থতত্ত্ব দেখিতে পায় নাই। আমার মত জগতে কোন উপযুক্ত প্রতিগ্রাহক লাভ না করিয়া সমুদ্রের জলের মত স্বদেহের মধ্যেই জরা প্রাপ্ত হইবে।"

এই শ্লোকের দ্বারাও এবংবিধ অভিপ্রায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারেও যাহা বাচ্য তাহা কোথাও বিবক্ষিত হয়, আবার কোথাও অবিবক্ষিত হয়, আবার কোথাও তাহা বিবক্ষিত ও অবিবক্ষিতও হয়—এই তিন রকমেই ইহার রচনা হইতে পারে। তন্মধ্যে বিবক্ষিতত্বের উদাহরণ যেমন—

"পরার্থে যে পীড়া অনুভব করে, ভাঙ্গিলেও যে মধুর থাকে, যাহার বিকার সংসারের সকলের কাছে প্রিয়ই হয়, সেই ইক্ষু যদি একেবারে অক্ষেত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধি না পায় তাহা কি ইক্ষুর দোষ না ঊষর মরুভূমির অপরাধ?"

স্বীয় ঔদাসীন্য সত্ত্বেও তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিলে যদি এইরূপ উক্তি করেন তাহা অসম্ভব হইবে কেন? বীতরাগ ব্যক্তি ভাবসমূহ উল্টা রকমে দেখেন না; বীণানিক্কণ তাঁহার কাছে কাকের রবের মত শোনায় না। সুতরাং প্রস্তাবিত বিষয় অনুসারে অনুরাগী ও বীতরাগ উভয়ের পক্ষেই এইরূপ উক্তি সম্ভব। অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলঙ্কারেও অপ্রস্তাবিত অর্থ সম্ভবপর হইলেই সেই অর্থ গ্রাহ্য হয়। তেজস্বী ব্যক্তি সম্পর্কে এইরূপ অপ্রস্তুতপ্রশংসা হইতে পারে না—"অহো ধিক্ তোমার দীনতা।" আপত্তি হইতে পারে যে এই শ্লোকে ব্যাজস্তুতি প্রসঙ্গানুগত বলিয়াই অসম্ভব হইবে না; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—ন চেতি। এই শ্লোকের চারিটি পদের দ্বারা ক্রমান্বয়ে নিঃসামান্যগুণশীলতা, নিজের মহিমার উৎকর্ষ, বিশেষজ্ঞতা ও পরিতাপ ব্যঞ্জিত হইয়াছে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহারই (অপ্রস্তুতপ্রশংসারই) বা কি প্রমাণ আছে? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তথা চেতি। "এই শ্লোক ধর্ম্মকীর্ত্তির রচিত।"—এইরূপ বলায় কি সুবিধা হইল? এইরূপ আপত্তি আশঙ্কা করিয়া তাঁহার রচিত এমন একটি

অথবা যেমন মদীয় শ্লোকে—

"এই যে সুন্দরাকৃতিবিশিষ্ট অবয়বসমূহ দৃষ্টি পথে আসে ক্ষণকালের জন্যও যে চক্ষুর বিষয়ীভূত হইলে ইহারা সফলতা লাভ করে সেই চক্ষু এখন আলোকহীন লোকজগতে অন্য সকল নগণ্য অবয়বের তুল্য হইয়াছে অথবা তাহাদের তুল্য হয় নাই।"

এই দুই শ্লোকে ইক্ষু ও চক্ষুর স্বরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ইহারা প্রস্তাবিত বিষয় নহে; যেহেতু কোন মহাগুণসম্পন্ন ব্যক্তি অনুপযুক্ত স্থানে পতিত হইলে তিনি যে ব্যর্থতা লাভ করেন তাহা বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যই দুইটি শ্লোকের ব্যঞ্জিত তাৎপর্য্য এবং তাহাই প্রস্তাবিত বিষয়। অবিবক্ষিতত্বের উদাহরণ, যেমন—

শ্লোকের সাহায্যে ইহার অভিপ্রায় বুঝাইতেছেন যাহার অর্থসম্পর্কে কোন বিবাদ নাই—সম্ভাব্যত ইতি। অনধ্যবসিতাবগাহনম্—যেখানে অবগাহনের উদ্যোগ করা হইলেও তাহা সম্পাদিত হয় নাই। পরমার্থতত্ত্বম্—যে পরম অর্থতত্ত্ব কৌস্তুভাদি হইতেও উত্তম। অলব্ধসদৃশপ্রতিগ্রাহকম্—অলব্ধঃ যত্নের সহিত পরীক্ষিত হইলেও পাওয়া যায় নাই, যাহার সদৃশ বস্তু যেখানে সেইরূপ প্রতিগ্রাহন্—একটি একটি করিয়া গ্রাহ বা জলচর প্রাণী অর্থাৎ ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা ধন্বন্তরি সদৃশ। এবংবিধ ই' ৬। পরিদেবিত বা খেদ-বিষয়ক।

এই সমগ্র অর্থে অপ্রস্তুতপ্রশংসা ও উপমা—এই দুইটি অলঙ্কার আছে। বাচ্য অলঙ্কারের প্রতীতির পর নিজের মধ্যে বিস্ময়ের আধার থাকায় অদ্ভুত রসে বিশ্রান্তি হইতেছে। এই অর্থ পরের কাছে অত্যন্ত আদরের বস্তু হওয়ায় এবং প্রযত্নের সহিত গ্রহণযোগ্য হওয়ায় উৎসাহ উৎপাদন করিতেছে; ইহা অত্যন্ত উপাদেয় হইয়া কতিপয় সমুচিত জনের উপকার সাধন করিয়াছে। এইভাবে নিজের মধ্যে কুশলকারিতা প্রদর্শনের দ্বারা ধর্ম্মবীরের কথঞ্চিৎ স্পর্শের জন্য বীর রসে বিশ্রান্তি হইতেছে—ইহা মানিতে হইবে। অন্যথা শুধু খেদোক্তি প্রকাশে কি ফল হইবে? যদি বলা যায় নিজের সম্বন্ধে অদূরদর্শিতা আবেদিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নিজেরও কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইল না, পরেরও কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। অধিক বলিয়া লাভ কি? আপত্তি হইতে পারে যে যেখানে যথাশ্রুত-প্রস্তাবিত অর্থের সঙ্গে অসঙ্গতি ঘটে সেইখানে অপ্রস্তুত-

" 'ওহে তুমি কে ?' 'বলিতেছি, আমাকে দৈবাহত শাখোটক বৃক্ষ বলিয়া জানিবে।' 'তুমি যেন বৈরাগ্য হইতেই এইরূপ বলিতেছ ?' 'তুমি তো তাহা ভাল করিয়াই জান।' 'কেন এইরূপ কথা বলিতেছ ?' 'এখানে বামদিকে বটবৃক্ষ ; তাহাকে পথিকেরা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করে। কিন্তু আমি পথে অবস্থিত থাকিলেও আমার পরোপকারক ছায়ামাত্র নাই।' "

কোন বৃক্ষবিশেষের সঙ্গে উক্তি-প্রত্যুক্তি সম্ভব নহে। সুতরাং এই শ্লোকের বাচ্য অর্থ বিবক্ষিত হয় নাই। সমৃদ্ধিশালী অসৎপুরুষের সমীপবর্ত্তী কোন দরিদ্র মনস্বী ব্যক্তির পরিতাপ এই বাক্যের তাৎপর্য্য। তাহাই বাচ্য অর্থের দ্বারা প্রকাশিত হইয়া প্রতীত হইতেছে। বিবক্ষিতত্ব ও অবিবক্ষিতত্ব যেমন—

"হে পামর, তুমি এই উৎপথবর্ত্তী শোভাহীন ফুলফলপত্ররহিত বদরীবৃক্ষকে জীবিকা দান করিয়া উপহাসের পাত্র হইবে।"

এখানে বাচ্য অর্থ সুসঙ্গত নহে আবার একেবারে অসম্ভবও নহে। সুতরাং বাচ্য অর্থ ও ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য যত্নসহকারে নিরূপণীয়।

প্রশংসার বিষয় হয়ত হউক ; এখানে তো অর্থসঙ্গতি আছেই। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া দেখাইতে উপক্রম করিতেছেন যে সঙ্গতি থাকিলেও এইখানেও অপ্রস্তুতপ্রশংসা হইবে—অপ্রস্তুতেতি। নম্বিতি। যাহাদের দ্বারা জগৎ অলঙ্কৃত হয়। যাহার অর্থাৎ চক্ষুর ক্ষণকালের জন্য বিষয়ীভূত হইলে ইহারা সফলতা লাভ করে সেই চক্ষু—এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। 'আলোক' বলিতে বিবেচনাও বুঝিতে হইবে। ন সমমিতি। হাত পরের স্পর্শ ও গ্রহণ প্রভৃতির পক্ষেও উপযোগী। অবয়বৈরিতি। অর্থাৎ অতিতুচ্ছপ্রায়। অপ্রাপ্তপরভাগ্যস্য—অপ্রাপ্ত পরঃ উৎকৃষ্ট ভাগঃ—অর্থলাভাত্মক ও কীর্ত্তিবিস্তারাত্মক সৌভাগ্য যাহার দ্বারা তাহার। কথয়ামি—ইত্যাদি তৎপ্রশ্নের প্রত্যুত্তর। এই পদের দ্বারা বলিতেছেন যে ইহা বলিবার বিষয় নহে, কারণ শুনিলে খেদেরই কারণ হইবে ; তথাপি যদি নির্ব্বন্ধ দেখাও তাহা হইলে বলিতেছি। বৈরাগ্যাদিতি। কাকুর দ্বারা এবং 'দৈবহতকং' এই পদের দ্বারা তোমার

বৈরাগ্য সূচিত হইতেছে। সাধুবিদিতমিতি—ইহা উত্তর। কস্মাদিতি—বৈরাগ্যবিষয়ে হেতুবাচক প্রশ্ন। ইদং কথ্যতে—এই অংশে যে উত্তর দেওয়া হইতেছে নির্ব্বেদের কথা স্মরণ করিয়া তাহার তাৎপর্য্য কোনরূপে নিরূপণ করিতে হইবে। বামেনেতি। অর্থাৎ নীচকুলোদ্ভব। বট ইতি। ফলদানশক্তিরহিত; শুধু ছায়া করিতেছে তাই ঘাড় উঁচু করিয়া আছে। ছায়াপীতি। শাখোটক এক প্রকারের বৃক্ষ শ্মশানাগ্নির শিখা যাহাকে স্পর্শ করে।

এখানে অবিবক্ষিত হওয়ার কারণ বলিতেছেন—ন হীতি। যে অসৎপুরুষ সমৃদ্ধিশালী। 'সমৃদ্ধসৎপুরুষঃ'—এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিলে, সমৃদ্ধিবশতঃ সৎপুরুষ, গুণের জন্য নহে; এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। নাত্যন্তমিতি। ব্যঙ্গ্য আছে বলিয়া বাচ্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই, এইরূপ বলা যায় না—ইহাই তাৎপর্য্য। সুতরাং উৎপথজাতায়াঃ ইতি—সেই কুলোদ্ভূতা নহে এইরূপ রমণীর। অশোভনায়াঃ ইতি—লাবণ্যরহিতার। ফলকুসুমপত্ররহিতায়াঃ ইতি—এইরূপ হইলেও কোন রমণী পুত্রশালিনী হইলে অথবা ভ্রাতা প্রভৃতি জনে পরিপূর্ণ হইলে সম্বন্ধবর্গের দ্বারা পোষিত হইয়া পরিরক্ষিত হয়। হে পামর, কেহ যদি বদরীবৃক্ষকে অতিশয় যত্নে লালনপালন করে তাহা হইলে সে যেমন উপহাসাস্পদ হয় তুমিও সেইরূপ হইবে। এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে অপ্রস্তুতপ্রশংসার নিরূপণ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে যাহা নিরূপণীয় তাহার উপসংহার করিতেছেন—তস্মাদিতি। যেহেতু লাবণ্য ইত্যাদি (পৃঃ ২১৬)। অপ্রস্তুতপ্রশংসার উদাহরণেও লোকের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়াছে সেই জন্য। ৪০ ॥

এইভাবে ব্যঙ্গ্যের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া যেখানে তাহা একেবারেই নাই সেইখানে কিরূপ হইবে তাহা নিরূপণ করিতেছেন—'প্রধান' ইত্যাদি কারিকা দুইটির দ্বারা। শব্দ চিত্রমিতি। যমক, চক্রবন্ধ প্রভৃতি চিত্র বলিয়া তো প্রসিদ্ধই; অর্থচিত্রও সেইরূপ মনে রাখিতে হইবে। আলেখ্যপ্রখ্যমিতি। রসাদি প্রাণবর্জ্জিত, মুখ্যবস্তুর প্রতিকৃতিস্বরূপ। অথ কিমিদমিতি। পূর্ব্বপক্ষীর প্রশ্ন উত্থাপনের দ্বারা অভিপ্রায় বলা হইতেছে। প্রশ্নের উত্তর—যত্র নেতি। যিনি আক্ষেপ বা অভীষ্ট বস্তুর প্রতিষেধ করিয়াছেন তিনি স্বীয় অভিপ্রায় দেখাইতেছেন—প্রতীয়মান ইতি। অবস্তুসংস্পর্শিতা। ক-চ-ট-ত-পাদিবৎ অর্থশূন্যত্ব অথবা দশদাড়িম্ প্রভৃতি বাক্য যাহাদের মধ্যে প্রত্যেকটির অর্থ আছে কিন্তু সব কয়টি বাক্য মিলিয়া কোন অর্থ হয় না। আপত্তি হইতে পারে যে ইহা কবির বিষয় হইবে না, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—কবিবিষয়শ্চেতি।

"কথিত নিয়মানুসারে ব্যঙ্গ্য অর্থ কাব্যে প্রধান ও অপ্রধান উভয় প্রকারে অবস্থিত থাকে। তাহা ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু তাহা চিত্র বলিয়া অভিহিত হয়।" ৪১ ॥

"শব্দ ও অর্থের প্রভেদানুসারে চিত্র দ্বিবিধ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে কতক অংশ শব্দচিত্র; বাকী অংশ বাচ্য অর্থ-সম্পর্কিত।" ৪২ ॥

ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রাধান্য লাভ করিলে ধ্বনিনামক কাব্যপ্রকারের পরিচয় পাওয়া যায়; তাহার অপ্রাধান্য হইলে সেই কাব্যকে বলা যায় গুণীভূতব্যঙ্গ্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত যাহা রসভাবাদি তাৎপর্য্যরহিত ও ব্যঙ্গ্যার্থপ্রকাশের শক্তিশূন্য তাহা কেবল বাচ্য ও বাচকের বৈচিত্র্যকে আশ্রয় করিয়া রচিত হয়; তাহা প্রাণহীন আলেখ্যের মত হইয়া প্রকাশিত হয় এবং তাহার নাম চিত্র। তাহা প্রধানতঃ কাব্য নহে; তাহা কাব্যের অনুকরণ। তন্মধ্যে কোনটি শব্দচিত্র, যেমন দুর্ঘট যমকাদি। বাচ্যচিত্র শব্দচিত্র হইতে বিভিন্ন; ইহাতে ব্যঙ্গ্যার্থের সংস্পর্শরহিত,

---

যদিও এই বক্তব্য কাব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তবু কবিরা এইরূপ করিয়াই থাকেন; যেহেতু বাসুকিবৃত্তান্তের ন্যায় অন্য কোন অপ্রকৃত বিষয়ের এখানে নামকরণ করা যাইতে পারে না। যদি ইহা কবির বিষয়ীভূত হইল তাহা হইলে ইহার দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিতে হইবেই এবং তাহা অবশ্য বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবে পর্য্যবসিত হইবে। কিংত্বিতি। "বিবক্ষা তৎপরত্বেন নাঙ্গিত্বেন কদাচন" ইত্যাদিতে (২।১৮) অলঙ্কার প্রয়োগ করিবার সম্পর্কে অভিনিবেশের যে নিয়মপ্রকার বলা হইয়াছে তাহা যখন অনুসরণ করেন না। রসাদিশূন্যতেতি। সেইখানে রসাদির প্রতীতি নাই, যেমন পাক প্রভৃতিতে অনভিজ্ঞ পাচক কর্ত্তৃক বিরচিত মাংসপাকবিশেষ। আপত্তি হইতে পারে যে যেমন অকুশলী ব্যক্তিকৃত শিখরিণী নামক খাদ্যে মধুর আস্বাদ পাওয়া যায় সেইরূপ সেইপ্রকার কাব্যেও বস্তুনিষ্ঠ সৌন্দর্য্য হইতে কখনও কখনও রসাস্বাদ হইয়া থাকে; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বাচ্য ইত্যাদি। অনেনাপীতি। পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপ রসশূন্যতার কথা বলা হইয়াছে; এখন রস-দুর্ব্বলতার কথা বলা হইতেছে। ইহা 'অপি' শব্দের অর্থ। অজ্ঞ ব্যক্তি

রসাদিতাৎপর্য্যশূন্য উৎপ্রেক্ষাদি বাক্যের অর্থরূপে অবস্থিত থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে—আচ্ছা, এই চিত্রনামধেয় বস্তুটি কি?—যেখানে প্রতীয়মান অর্থের সংস্পর্শ নাই। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে প্রতীয়-মান অর্থ তিন প্রকারের। তন্মধ্যে যেখানে বস্তু বা অন্য অলঙ্কার ব্যঙ্গ্য হয় না তাহা চিত্রের বিষয় বলিয়া কল্পিত হউক। যেখানে রসাদির বিষয় থাকে না, সেইরূপ কাব্যপ্রকার সম্ভবই হয় না; কারণ কাব্য কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিবে না এইরূপ হইতেই পারে না। আবার জগৎগত সকল বস্তুই কোন রস বা ভাবের অঙ্গ হিসাবে থাকে, অন্ততঃ ইহাদের বিভাব হিসাবে। রসাদিও চিত্তবৃত্তিবিশেষ; এমন বস্তু জগতে নাই যাহা কোন চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন করে না। তাহা উৎপন্ন না হইলে উহা কবির বিষয়ই হইবে না; তাই কবির কোন বিশেষ বিষয়ই চিত্র বলিয়া নিরূপিত হয়। পূর্ব্বপক্ষীর এই আপত্তির উত্তরে বলা হইতেছে—ইহা সত্য; এমন কোন কাব্যপ্রকার নাই যাহাতে রসাদির প্রতীতি হয় না। কিন্তু যখন রসভাবাদি প্রকাশ

যে শিখরিণী প্রস্তুত করিয়াছে তাহাতে "অহো শিখরিণী" শিখরিণীসম্পর্কিত এইরূপ জ্ঞান হইয়া চমৎকারের আস্বাদ হয় না; বরং বক্তারা বলিয়া থাকেন, "এখানে দধি, গুড় ও মরিচের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ হইয়াছে।" উক্তমিতি। আমাকর্তৃকই। অলঙ্কারনিবন্ধ:—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের যোজনা। প্রশ্ন হইতে পারে "তচ্চিত্রমভিধীয়তে" (তাহা চিত্র বলিয়া অভিহিত হয়—৩।৪১)—এইরূপ উপদেশের কি প্রয়োজন? তাহা কাব্য নহে—ইহা কথিতই হইয়াছে। যদি বলা হয় তাহা হেয় এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, আচ্ছা, কেহ ঘট নির্ম্মাণ করিলে তো কবি হয়েন না। এই বক্তব্যই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে কবিরা অবশ্যই চিত্র রচনা করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে ইহা হেয়; ইহা নিরূপণ করিতেছেন—এতচ্চ ইত্যাদির দ্বারা। পরিপাক-বতামিতি। শব্দার্থবিষয়ক রসৌচিত্যলক্ষণযুক্ত পরিপক্কতা আছে যাহাদের। "পদসমূহ যে পরিবর্ত্তনসহিষ্ণুতা পরিত্যাগ করে"—পরিপক্কতার এই যে লক্ষণ ইহা রসৌচিত্যকে আশ্রয় করে এইরূপ বলিতে হইবে; অন্যথা তাহার

করিবার ইচ্ছা না করিয়া কবি শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার রচনা করেন তখন রচয়িতার সেই বিবক্ষা অনুসারে অর্থের রসাদি-শূন্যতার পরিকল্পনা করা হয়। কাব্যে শব্দসমূহের অর্থ কবির বিবক্ষাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত থাকে। কবির বিবক্ষা না থাকিলেও শুধু বাচ্য অর্থের সামর্থ্যের দ্বারাই রসাদির প্রতীতি উৎপন্ন হইলে তাহা অতিশয় দুর্ব্বল হয়। এই ভাবেই নীরসত্বের পরিকল্পনা করিয়া রসহীন চিত্রের বিষয় ব্যবস্থাপিত হয়। তাই ইহা বলা হইয়াছে—

"রসভাবাদিবিষয়ক বিবক্ষা না থাকিলে যে অলঙ্কার রচনা করা হয় তাহা চিত্রের বিষয় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। রসাদির বর্ণনা দেওয়ার বিবক্ষাই যেখানে কাব্যের তাৎপর্য্যের বিষয় হয় সেইখানে এমন কাব্যই হইতে পারে না যাহা ধ্বনির অন্তর্গত নয়।"

বিশৃঙ্খলবাক্ কবিরা রসাদির তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়াই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন দেখিয়া আমরা এই চিত্রের পরিকল্পনা করিয়াছি। আধুনিক লেখকগণ উপযুক্তরূপে কাব্যনীতির ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া এখন আর এমন কাব্যপ্রকারই নাই যাহা ধ্বনির বহির্ভূত; যেহেতু পরিপক্ক কবিরা রসাদিতাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে তাহা শোভন হয় না। রসাদিতাৎপর্য্যে

কোন হেতু থাকে না। অপার ইতি। অনাদি ও অনন্ত। যথারুচি পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছেন—শৃঙ্গারীতি। শৃঙ্গারোক্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের চর্ব্বণারূপ প্রতীতি থাকিলেই কবি শৃঙ্গারী হয়েন, স্ত্রীর প্রতি আসক্তিশীল হইলেই তিনি শৃঙ্গারী হয়েন না—ইহা মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং "কবেরন্তর্গতং ভাবং" (কবির অন্তর্গত ভাব) "কাব্যার্থান্ ভাবয়তি" (কাব্যার্থসমূহকে ভাবিত করে)—ইত্যাদি বাক্যে ভরতমুনি 'কবি' শব্দকেই প্রধান করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। রসের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে এই সকল কথা নিরূপিত হইয়াছে। জগদিতি। সেই রসে নিমজ্জন-বশতঃ। সকল রসের উপলক্ষণ হিসাবে 'শৃঙ্গার' পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা অভীষ্ট রসাঙ্গতা লাভ করিলে প্রশস্ত গুণসম্পন্ন না হয়। এমন অচেতন বস্তু নাইই যাহারা যথাযথভাবে সমুচিত রসের বিভাব হইলে অথবা যাহাদের বর্ণনায় চেতনবস্তুর বৃত্তান্ত যোজনা করা হইলে তাহা রসের অঙ্গ হয় না। তাই ইহা বলা হইতেছে—

"অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র প্রজাপতি ব্রহ্মা। যেমন ইহার অভিরুচি সেইভাবেই এই বিশ্ব পরিবর্ত্তিত হয়। যদি কবি শৃঙ্গাররসপ্রবণ হয়েন তাহা হইলে সমগ্র জগৎ রসময় হয়। আবার তিনিই যদি বীতরাগ হয়েন তাহা হইলে সকল জগৎ রসহীন হইয়া পড়ে। সুকবি নিজের স্বাধীন প্রেরণা অনুসারে চেতনাহীন বস্তুসমূহকে চেতন প্রাণীর মত ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত করান এবং চেতনবস্তুকে অচেতনবস্তুর মত ব্যবহারে নিয়োজিত করান।"

সুতরাং এমন বস্তু নাই যাহা সর্ব্বতোভাবে রসতাৎপর্য্যবান্ কবির রসসৃষ্টিমূলক ইচ্ছানুসারে তাঁহার অভিপ্রেত রসের অঙ্গতা লাভ না করে এবং সেইভাবে সন্নিবেশিত হইলে চারুত্বাতিশয্যের পোষকতা

স এবেতি যতক্ষণ রসিক না হইবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই বস্তুনিচয় (ভাবার্থ) পরিদৃশ্যমান হইলেও ইহারা সুখ, দুঃখ, ঔদাসীন্য প্রভৃতি লৌকিক অনুভূতিমাত্র দান করিতে পারে, তথাপি কবিবর্ণনা পর্য্যন্ত না পহুঁছিতে পারিলে ইহারা অলৌকিক রসাস্বাদভূমিতে অধিষ্ঠিত হয় না। যাহা চারুত্বাতিশয্যের পরিপোষণ করে না তাহা নাইই—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। স্বেষ্বিতি। বিষমবাণলীলাদিতে। হৃদয়বতীষ্বিতি। "হি অ অ ল লি আ"—প্রাকৃত কবিগোষ্ঠিতে প্রসিদ্ধ এই সকল গাথাসমূহে। ধর্ম্ম প্রভৃতি (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) ত্রিবর্গের যে উপায় সেই সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনায় কুশল যে সকল গাথা তাহাদের সম্পর্কে যাঁহারা প্রাজ্ঞ তাঁহারা সহৃদয় বলিয়া কথিত হয়েন। সেইরূপ গাথা যেমন ভট্টেন্দুরাজের— '"কার্পাসলতা গগনলক্ষ্মী হউক"—এইভাবে কেহ কৃষকের সুখবর্দ্ধন করিয়া প্রতিবেশী বধূর পরম শাস্তির ব্যবস্থা করিল।' কার্পাসলতা গগন-সজ্ঘন করুক—এখানে এইভাবে কৃষকের সুখ বর্দ্ধন করিয়া প্রতিবেশী

না করে। এই সকল জিনিষই মহাকবিদের কাব্যে দেখা যায়। আমরাও স্বীয় কাব্যপ্রবন্ধে ইহা যথাযথভাবে দেখাইয়াছি। এইভাবে অবস্থিত থাকিলে কোন কাব্যপ্রকারই ধ্বনির ধর্ম্মত্ব হইতে বিচ্যুত হয় না। রসানুযায়ী হইলে কবির রচিত গুণীভূতব্যঙ্গ্যলক্ষণযুক্ত কাব্যও রসাঙ্গতা লাভ করে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আবার চাটু বাক্যসমূহে অথবা দেবতাস্তুতিসমূহে রসাদি যে অঙ্গ হিসাবে থাকে অথবা ত্রিবর্গলাভোপায়ের জ্ঞাতব্য বিষয়ে নৈপুণ্যশালী ব্যক্তির হৃদয়গ্রাহী কোন কোন গাথাতে যে ব্যঙ্গ্যসমন্বিত বাচ্য অর্থের প্রাধান্য থাকে ও সেই গুণীভূতব্যঙ্গ্যকাব্যে বাচ্যপ্রাধান্য লাভ করে বলিয়া ধ্বনি নিশ্চল হইয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং কাব্যবিষয়ক নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়া গেলে যদি বা প্রাথমিক অভ্যাসার্থী চিত্রের ব্যবহার করে তবুও পরিণতবুদ্ধি কবিদের পক্ষে ধ্বনিই কাব্য। তাই এই সংগ্রহশ্লোক দেওয়া হইল—

"যেখানে রস বা ভাব তাৎপর্য্যের সহিত প্রকাশিত হয়, যেখানে বস্তু বা অলঙ্কারকে গোপন করিয়াই অভিহিত করা হয়, কাব্যমার্গে তাহার নাম ধ্বনি ; ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য তাহার একমাত্র নিমিত্ত এবং সহৃদয় ব্যক্তিরা তাহাকেই কাব্যের বিষয় বলিয়া জানিবেন।"

বধূকে পরম শাস্তি দেওয়া হইল। চৌর্য্যসম্ভোগ অভিলষণীয় ; এই ব্যঙ্গ্যের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া বাচ্যই সুন্দর হইয়াছে। "গোদাবরী তীর-স্থিত লতানিকুঞ্জ পরিপক্ব জম্বুফলে পরিপূর্ণ হইলে কৃষকবধূ জম্বুফলের রসের ন্যায় রক্তবর্ণ বসন পরিধান করে।" অতএব ত্বরিত চৌর্য্যসম্ভোগের জন্য বস্ত্রের সেই সেই ভাগ জম্বুফলের রসে রঞ্জিত হইতে পারে ; তাহা গোপন করিবার ইচ্ছা এখানে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিষয়। অধিক বলিয়া লাভ নাই। ধ্বনিরেব কাব্যমিতি। দেহ ও দেহী অভিন্নই বটে ; শুধু ভেদ বুঝাইবার জন্য ইহাদের মধ্যে বিভাগ করা হইয়াছে। 'বা' পদের প্রয়োগের জন্য তাহার পূর্ব্বোক্ত আভাস প্রভৃতিও ধরিতে হইবে। সংবৃত্ত্যোক্তি। গোপন করিবার জন্য ইহার সৌন্দর্য্য লাভ হয়—ইহাই অর্থ। কাব্যাধ্বনীতি। কাব্যমার্গে। বিষয়ীতি। ত্রিবিধ ধ্বনির তাহা কাব্যমার্গ বা বিষয়। ৪১, ৪২ ॥

সেই ধ্বনির আবার গুণীভূত অলঙ্কার এবং নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে সঙ্কর বা সংসৃষ্টি হয় বলিয়া তাহা বহুভাবে প্রকাশিত হয়। ৪৩ ॥

সেই ধ্বনির নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও বাচ্যালঙ্কারসমূহের সঙ্গে সঙ্কর ও সংসৃষ্টির ব্যবস্থা করিলে দৃষ্টান্তে ইহার বহু প্রভেদ লক্ষ্য করা যাইবে। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে নিজের প্রভেদের সঙ্গে সঙ্করযুক্ত, নিজের প্রভেদের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত, গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সঙ্করযুক্ত, গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত, ব্যঙ্গ্যাতিরিক্ত বাচ্যালঙ্কারের সঙ্গে সঙ্করযুক্ত, ব্যঙ্গ্যাতিরিক্ত বাচ্য অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত, সংসৃষ্টিমূলক অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টিযুক্ত—ইত্যাদি বহুরকমে ধ্বনি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে নিজের প্রভেদের সঙ্গে সঙ্কর কখনও কখনও অনুগ্রাহ্য-

---

এইভাবে দুইটি শ্লোকের দ্বারা সংগ্রহার্থ বুঝাইয়া তাহার বহুপ্রকারত্ব প্রদর্শক কারিকাপাঠ যোজনা করিতেছেন—সগুণীতি। গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও অলঙ্কারের সহিত যাহারা বর্তমান থাকে তাহারা ধ্বনির নিজস্ব প্রভেদ; তাহাদের সঙ্কর ও সংসৃষ্টিমূলক মিশ্রণের জন্য ধ্বনি অনন্তপ্রকারযুক্ত হয়—ইহাই তাৎপর্য্য। বহুপ্রকারতা দেখাইতেছেন -তথাহীতি। নিজের ভেদসমূহের দ্বারা, গুণীভূতব্যঙ্গ্যের দ্বারা এবং অলঙ্কারের দ্বারা প্রকাশিত হয়—এই তিন প্রভেদ। সেইখানেও প্রত্যেকটির সঙ্কর ও সংসৃষ্টির জন্য ছয় প্রকার। সঙ্করেরও তিন প্রকার হইতে পারে—অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক ভাবমূলক সঙ্কর, সন্দেহমূলক সঙ্কর এবং একই বাক্যে অনুপ্রবেশমূলক সঙ্কর। এইভাবে দ্বাদশ প্রভেদ। পূর্ব্বে যে পঁয়ত্রিশ ভেদের কথা বলা হইয়াছে তাহা গুণীভূতব্যঙ্গ্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ধ্বনির নিজের পঞ্চত্রিংশ প্রভেদ অলঙ্কারবিশিষ্ট হইলে একসপ্ততি প্রভেদ পাওয়া যায়। তাহাদের সঙ্গে তিন প্রকারের সঙ্কর ও সংসৃষ্টির গুণন করিলে দুইশত চুরাশি প্রভেদ হয়। তাহাদের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত পঁয়ত্রিশ ভেদের গুণ করিলে সাত হাজার চারশত কুড়ি প্রভেদ হয়। অলঙ্কার প্রভৃতির অনন্তত্বের জন্য ইহারা অসংখ্যেয় হইয়া পড়ে। সেই বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মাইবার জন্য কয়েকটি প্রভেদের উদাহরণ দিতে চাহিতেছেন;

অনুগ্রাহক ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকে এইরূপ দেখা যায়, যেমন "এবংবাদিনি দেবর্ষৌ" ইত্যাদিতে (পৃঃ ১৯৬)। এখানে অর্থশক্তি-মূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনি প্রভেদের দ্বারা অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি অনুগৃহীত হইতেছে। কোথাও প্রভেদদ্বয়ের সম্পাতসম্পর্কে সন্দেহ-মূলক সঙ্করও এইভাবে প্রতীত হয়। যেমন—

"হে দেবর, এই রমণী উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছিল, তোমার স্ত্রী ইহাকে কি জানি বলিয়াছে। এই হতভাগিনী শূন্য বলভীগৃহে রোদন করিতেছে—ইহাকে অনুনয় কর।"

এখানে 'অনুনীয়তাম্' (অনুনয় কর)—এই পদ অর্থান্তরসংক্রমিত-বাচ্য এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য দুই ভাবেই আসিতে পারে।

'সগুণীভূতব্যঙ্গ্যৈঃ', 'সালঙ্কারৈঃ'—এই দুই অপর পদার্থের দ্বারা কারিকায় ধ্বনির স্বীয় প্রভেদের প্রাধান্য কথিত হইয়াছে বলিয়া সেই বিষয়েরই চারটি উদাহরণ দিতেছেন—তত্রেতি। অনুগৃহ্যমাণ ইতি। লজ্জা প্রতীত হওয়ায় তৎ কর্তৃক। লজ্জা শৃঙ্গারের ব্যভিচারী ভাব বলিয়া এখানে অভিলাষ-শৃঙ্গার অনুগৃহীত হইয়াছে। ক্ষণঃ—উৎসব; সেইখানে নিমন্ত্রণের দ্বারা আনীত হইলে, হে দেবর, এই রমণীকে তোমার স্ত্রী এমন কিছু বলিয়াছে যাহাতে সে রোদন করিতেছে। এই হতভাগিনীকে পড়াহরে অর্থাৎ শূন্য বলভীগৃহে তুমি অনুনয় কর। সেই রমণী দেবরের প্রতি অনুরক্ত; দেবর-জায়া সেই বৃত্তান্ত জানিয়া তাহাকে কোন অনুচিত বাক্য বলিয়াছে। যে রমণী এই শ্লোক বলিতেছে সেও সেই দেবরের চৌরপ্রণয়িণী; সে এই ঘটনা দেখিয়া এই উক্তি করিতেছে—তবে তোমার গৃহিণী এই বৃত্তান্ত জানিয়াছে। এইভাবে উভয়ের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই সে এইরূপ বলিতেছে। "যে সম্ভোগ একান্ত নির্জ্জনেই কর্ত্তব্য তদ্দ্বারা ইহাকে পরিতুষ্ট কর"—এইভাবে দেখিলে বাচ্য অর্থ এবংবিধ অর্থান্তরে সংক্রমিত হইতেছে। (অথবা) "তুমি তো ইহার প্রতিই অনুরক্ত হইয়াছ"—এই ভাবে বিচার করিলে ঈর্ষ্যাকোপতাৎপর্য্যের জন্য 'অনুনয়ন'-শব্দের বাচ্য অর্থ ঈর্ষ্যাকোপব্যঙ্গ্যসূচক হয়। "ইদানীং এই রমণী তোমার উপযুক্ত অনিন্দনীয় প্রেমাস্পদ; আমরা কিন্তু আজকাল গর্হণীয় হইয়া পড়িয়াছি।"

ইহার কোন একটি পক্ষ গ্রহণ করিবার স্বপক্ষে নিশ্চিত প্রমাণ নাই। একই ব্যঞ্জকে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির ও তাহার স্বীয় অন্য প্রভেদ প্রবেশ করিতেছে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখান সম্ভব। যেমন —"স্নিগ্ধশ্যামল" ইত্যাদিতে (পৃঃ ৮৯)। নিজের প্রভেদের সঙ্গে সংসৃষ্টির উদাহরণ যেমন পূর্ব্ব উদাহরণেই। এই যে শ্লোক ইহাতে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনি ও অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ধ্বনির সংসৃষ্টি হইয়াছে। গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সঙ্করের উদাহরণ, যেমন—"ন্যক্কারো হ্যয়মেব যদরয়ঃ" ইত্যাদিতে (পৃঃ ২২২)। অথবা যেমন—

"যে দ্যূতক্রীড়াচাতুরীসমূহের কর্ত্তা, যে জতুময় গৃহে অগ্নি-সংযোগ করাইয়াছে, যে কৃষ্ণার কেশ এবং উত্তরীয় অপনয়নে পটু, পাণ্ডবেরা যাহার দাস, দুঃশাসনাদির যে রাজা, একশত অনুজের যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অঙ্গরাজের যে মিত্র—সেই অভিমানী দুর্য্যোধন কোথায় আছে বল। আমরা ক্রোধভরে তাহাকে দেখিতে আসি নাই।"

এই ঈর্ষ্যাসূচক ব্যঙ্গ্য অর্থের অনুগামিতা বশতঃ বিবক্ষিতান্যপরত্ব হইয়াছে। উভয়প্রকারেই নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ হওয়ায় একটি পক্ষের নিশ্চিত সিদ্ধান্তের কোন প্রমাণ নাই, ইহাই কথিত হইয়াছে। যে অর্থ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই শব্দের সেই বাচ্য অর্থ রাখিয়াই ইহা ব্যঙ্গ্যপরতন্ত্র হইয়াছে; কিন্তু অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যের ক্ষেত্রে বাচ্য অর্থের রূপান্তর ঘটিয়াছে। অথবা অন্য ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে:—দেবরকে অন্য রমণী সম্ভোগ করিতে দেখিয়া ঐ দেবরানুরক্ত কোন ভ্রাতৃজায়া সেই দেবরকে ইহা বলিতেছে, যেহেতু 'হে দেবর' এইরূপ আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বব্যাখ্যায় "হে, দেবর" এই সম্ভাষণ আমন্ত্রিতা রমণীর প্রতি অপেক্ষা-সূচক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়ছে। বাহুল্যেনেতি। কাব্যে সর্ব্বত্র রসাদি তাৎপর্য্য আছে; সেইখানে একই ব্যঞ্জকের অনুপ্রবেশের দ্বারা রসধ্বনি ও ভাবধ্বনির অভিব্যঞ্জন হইতে পারে; যেমন "স্নিগ্ধশ্যামল" ইত্যাদিতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস ও তাহার শোক ও আবেগাত্মক ব্যভিচারী ভাবের চর্ব্বণা হয়।

এইভাবে ত্রিবিধ সঙ্করের ব্যাখ্যা করিয়া সংসৃষ্টির উদাহরণ দিতেছেন—

এই যে উদাহরণ ইহাতে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনি সমগ্র বাক্যের অর্থ; পদগুলি ব্যঙ্গ্যসমন্বিত বাচ্য অর্থ অভিহিত করিতেছে; তজ্জন্য ইহাদের সম্মিশ্রণ হইয়াছে। সুতরাং আরও বলা যাইতে পারে যে যদি পদের অর্থকে আশ্রয় করিয়া গুণীভূতব্যঙ্গ্য থাকে এবং বাক্যের অর্থকে আশ্রয় করিয়া ধ্বনি থাকে, এইভাবে সঙ্কর হইলেও তাহাতে কোন বিরোধ হয় না। যেমন নিজ প্রভেদসমূহের মধ্যে সঙ্করের ফলে বিরোধ হয় না, এইখানেও তেমনি। আবার ধ্বনির অন্যান্য প্রভেদসমূহ পদের অর্থ এবং বাক্যের অর্থকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরের সঙ্গে সঙ্করমূলক সম্বন্ধের দ্বারা যুক্ত হইলে কোন বিরোধিতা হয় না। অধিকন্তু, এই ব্যঙ্গ্যকে আশ্রয় করিয়া প্রধান ও অপ্রধান ভাব হইলে তাহারা পরস্পরবিরোধী হয়; বিভিন্ন ব্যঙ্গ্যকে আশ্রয় করিলে সেই বিরোধিতা হয় না। এই কারণেও ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধিতা হয় না। বাচ্যবাচকভাব থাকিলে যেমন একই জায়গায় বহু পদার্থের এই সঙ্কর ও সংসৃষ্টিমূলক

স্বপ্রভেদেতি। অত্রহীতি। 'লিপ্ত' শব্দাদিতে বাচ্য অর্থ তিরস্কৃত হইয়াছে. 'রামা'দিতে বাচ্য অর্থান্তরে সংক্রমিত হইয়াছে। এইভাবে স্বপ্রভেদসম্পর্কিত চারটি প্রকারের উদাহরণ দিয়া গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সঙ্গে সঙ্কর ও সংসৃষ্টির উদাহরণ দিতেছেন—গুণীভূতেতি। অত্রহীতি। এই দুই উদাহরণেও অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যস্যেতি। রৌদ্ররসের, ব্যঙ্গ্যবিশিষ্টেতি—ইহার দ্বারা ব্যঙ্গ্যের গৌণতা কথিত হইয়াছে। পদৈরিতি—উপলক্ষণে তৃতীয়া। সুতরাং তদুপলক্ষিত যে বাচ্য অর্থ ব্যঙ্গ্য অর্থকে গৌণ করিয়া বর্ত্তমান থাকে তাহার সহিত সম্মিশ্রতা বা সঙ্কর। অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক ভাবমূলক সঙ্কর; সন্দেহসংযোগমূলক সঙ্কর এবং একব্যঞ্জকানুপ্রবেশমূলক সঙ্কর—এই তিন প্রকারের সম্মিশ্রতা যথাসম্ভব এই উদাহরণ দুইটিতে যোজনা করিতে হইবে। সেই ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে "মে যদরয়ঃ" ইত্যাদি সকল পদের অর্থ এবং 'কর্ত্তা' ইত্যাদি পদের অর্থ বিভাবাদিরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের দ্বারা রৌদ্ররসই অনুগৃহীত হইতেছে। 'কর্ত্তা'—ইত্যাদিতে প্রতি পদ, প্রতি অবান্তর বাক্য, প্রতি সমাস ব্যঙ্গ্য অর্থ বুঝাইতে পারে; তাই লিখিত

ব্যবহারে কোন বিরোধিতা হয় না, ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবের প্রয়োগেও সেইরূপই—ইহা মনে রাখিতে হইবে। আবার যেখানে কোন কোন পদ অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির অন্তর্গত, কোন কোন পদের বাচ্য অর্থই প্রধান এবং অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য তাহার সহকারী, সেই সকল ক্ষেত্রে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের সংসৃষ্টি হয়। যেমন—"তেষাং গোপবধূবিলাস সুহৃদাম্" ইত্যাদিতে (পৃঃ ১১১)। এখানে 'বিলাস-সুহৃদাং', 'রাধারহঃ সাক্ষিণাম্'—এই দুইটি পদ ধ্বনির প্রভেদস্বরূপ-বিশিষ্ট, 'তে', 'জানে' এই দুইটি পদ গুণীভূতব্যঙ্গ্যের লক্ষণযুক্ত। রসবদলঙ্কারযুক্ত কাব্যে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যের সঙ্গে বাচ্যালঙ্কারের সঙ্কর নিশ্চয়ই হইতে পারে। বস্তুধ্বনি প্রভৃতি অন্য প্রভেদসমূহেরও সঙ্কর হইয়াই থাকে। যেমন মদীয় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে—

হইল না। "পাণ্ডবা যস্য দাসাঃ"—ইহা দুর্যোধনের উক্তির অনুকরণ। সেইখানে গুণীভূতব্যঙ্গ্যতাও যোজনা করা যাইতে পারে, কারণ বাচ্য অর্থই ক্রোধের উদ্দীপন করে। কাজ সমাপন করিয়া দাসদের পক্ষে অবশ্যই প্রভুর সঙ্গে দেখা করা উচিত, সুতরাং এখানে অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যও আছে। উভয়ভাবেই চারুত্ব থাকে বলিয়া কোন একটি পক্ষ গ্রহণ করিতে গেলে প্রমাণের অভাব হয় (সন্দেহসঙ্কর)। সেই সকল পদের দ্বারাই গুণীভূতব্যঙ্গ্য অভিব্যক্ত হয় আবার প্রধানীভূত রস বিভাবাদির দ্বারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং একব্যঞ্জকানুপ্রবেশমূলক সঙ্কর। অতএব চেতি। যেহেতু এই উদাহরণে দেখা যায় সেই জন্যই। আপত্তি হইতে পারে ব্যঙ্গ্য যুগপৎ গৌণ ও প্রধান; ইহারা পরস্পরবিরোধীই হয়। তাহা উদাহরণে দেখা গেলেও বিরুদ্ধ হয় না—এইরূপ মত অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়ে। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেছেন যে ব্যঞ্জকের বিভিন্নতার জন্য কোন বিরোধ হয় না—অতএবেতি। স্বেতি। নিজের অন্যান্য প্রভেদের সঙ্করের উদাহরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে; সেই সেই উদাহরণকেই পুনরায় দৃষ্টান্তরূপে দেখান হইতেছে। তাহাই বলিতেছেন—যথা হীতি। "তথা অত্রাপি" (সেইরূপ এইখানেও) বাক্যশেষে এই অংশ বসাইয়া লইতে হইবে। "তথাহি" এইরূপ পাঠও আছে। প্রশ্ন হইতে পারে,

"হে সমুদ্রশয্যাশায়ি, কবিদিগের যে নবীন দৃষ্টি রসসমূহকে রসান্বিত করিতে ব্যাপৃত থাকে, পণ্ডিতদের যে দৃষ্টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত বিষয়ের উন্মেষণে নিয়োজিত—আমরা এই দুইটিকেই অবলম্বন করিয়া বিশ্বকে নিঃশেষে বর্ণনা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তোমার প্রতি ভক্তির তুল্য সুখ আমরা একেবারেই পাই নাই।"

ব্যঞ্জকের প্রভেদের জন্য প্রথম দুই প্রকারে ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিরোধের পরিহার করা হয় তো হউক্। কিন্তু একব্যঞ্জকানুপ্রবেশমূলক সঙ্করে কি বলা যাইবে? এই আশঙ্কা করিয়া সমূলে বিরোধ পরিহারের কথা বলিতেছেন—কিঞ্চেতি। ততোঽপীতি। যেহেতু একটি ব্যঙ্গ্য গুণীভূত (গৌণ) আর একটি প্রধান হইল; সুতরাং বিরোধ কোথায়? আপত্তি হইতে পারে, বাচ্য অলঙ্কারের বিষয়ে এই সঙ্করাদির ব্যবহারের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু ব্যঙ্গ্যবিষয়ে নহে, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অয়ং চেতি। মন্তব্য ইতি। মনন অর্থাৎ প্রতীতির দ্বারা সেইভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে, কারণ উভয়ত্র প্রতীতিই আশ্রয়—ইহাই ভাবার্থ। এইভাবে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের তিনটি প্রভেদের উদাহরণ দিয়া সংসৃষ্টির উদাহরণ দিতেছেন—যত্রতু পদানীতি। "কানিচিৎ"—ইহার দ্বারা সঙ্করের অবকাশ নিরাকরণ করিতেছেন। 'সুহৃদ্'-শব্দ, 'সাক্ষি'-শব্দে অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি; 'তে'-এই পদের দ্বারা অসাধারণগুণ-সমূহ অভিব্যক্ত হইলেও ব্যঙ্গ্য গৌণ হয়, যেহেতু স্মরণমূলক বাচ্য অর্থের প্রাধান্যের জন্যই চারুত্বের সৃষ্টি হইতেছে। 'জানে'—এই পদ পরিকল্পিত অনন্তধর্মের ব্যঞ্জক হইলেও বাচ্যই সেই পরিকল্পনার স্বরূপ, তাই ইহা প্রধান হইয়াছে। এইভাবে গুণীভূতব্যঙ্গ্যেরও চারিটি প্রভেদ উদাহৃত হইল। এখন অলঙ্কারগত ভেদে সঙ্কর ও সংসৃষ্টি দেখাইতেছেন—বাচ্যালঙ্কারেতি: অলঙ্কারসমূহ ব্যঙ্গ্য হইলে উক্ত আট ভেদেরই অন্তর্ভূত হয়—ইহা 'বাচ্য'-শব্দের আশয়। কাব্য ইতি। কাব্য এবংবিধ হয়। সুব্যবস্থিতমিতি। "বিবক্ষা তৎপরত্বেন"—দ্বিতীয় উদ্দ্যোতে এই কারিকার (২।১৮) ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বৃত্তিতে যে মূল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে তিন প্রকারের সঙ্কর ও সংসৃষ্টি পাওয়া যায়। "চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং'—এই

শ্লোকে (পৃঃ ১২৭) পূর্ব্বেই যে রূপক ও ব্যতিরেকের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা শৃঙ্গার রসের সঙ্গে অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক ভাবে সম্বদ্ধ। স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ও শৃঙ্গার রসও একই পদে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ; "উপপহ জায়া" এই গাথাতে (পৃঃ ৩২৮) প্রকরণাদির অভাবে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না ইহা মূর্খ-স্বভাবোক্তি অলঙ্কার না ধ্বনি ; এই স্থানে একটি গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রমাণ নাই। যদিও অলঙ্কার অবশ্যই রসের অনুগ্রাহক হয়, তথাপি যে অভিপ্রায় "নাতিনির্বহণৈষিতা" ইত্যাদিতে (২।১৯) বলা হইয়াছে সেইখানে সঙ্করের সম্ভাবনা নাই বলিয়া রসধ্বনির সহিত অলঙ্কারের সংসৃষ্টিই বিবক্ষিত হইয়াছে। যেমন "বাহুলতিকাপাশেন বধ্বা দৃঢ়ম্" ইত্যাদি শ্লোকে (পৃঃ ১৩২)। প্রভেদান্তরাণামপীতি। রসাদিধ্বনি ব্যতিরিক্ত প্রভেদসমূহের। ব্যাপারবতীতি। নিষ্পাদন রসের প্রাণ, সেই বিষয়ে বিভাবাদি যোগ করিয়া বর্ণনা ; তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া সংঘটনা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়ার নাম ব্যাপার, তদ্দ্বারা সতত যুক্ত। রসানিতি। যে স্থায়ী ভাবসমূহের সার রস্যমানতা। রসয়িতুং—রস্যমানতাপ্রতীতির যোগ্য করিতে। কাচিদিতি। লৌকিক জ্ঞানের অবস্থা ত্যাগ করিয়া যাহা উন্মীলিত হয়। তাহাদের বর্ণনা করিতে সমর্থ বলিয়া তাঁহারা কবি ; তাঁহাদের। ক্ষণে ক্ষণে নতন নতন বৈচিত্র্যের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া। দৃষ্টিরিতি। প্রতিভারূপ। সেইখানে অর্থাৎ লৌকিক জগতে দৃষ্টি অর্থে চাক্ষুষ জ্ঞান। দৃষ্টিও এখানে মিছরীর ন্যায় মধুর রসে যুক্ত করে ; তাই বিরোধ অলঙ্কার এবং এই জন্যই দৃষ্টিকে 'নবা' বলা হইয়াছে। বিরোধ-অলঙ্কারের দ্বারা ধ্বনি অনুগৃহীত হইয়াছে। তাই চাক্ষুষ জ্ঞান এখানে অবিবক্ষিতবাচ্য নহে, কারণ তাহা একেবারে অসম্ভব নহে। ইহা বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যও নহে। বরং বাচ্য অর্থ অর্থান্তরে সংক্রমিত হইয়াছে ; দর্শন-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পুনঃপুনঃ দেখিতে দেখিতে বস্তুর স্বরূপ জানার যে প্রতিভা জন্মায় 'দৃষ্টি' সেই প্রতিভা অর্থে সংক্রমিত হইয়াছে। এই অর্থান্তরসংক্রমণ ব্যাপারে বিরোধ অলঙ্কার অনুগ্রাহকই। বিরোধালঙ্কারেণ ইত্যাদির দ্বারা ইহাই বলিবেন। যে এবংবিধ দৃষ্টি, নিশ্চয়যোগ্য বিষয়ে যাহার উন্মেষ অবিচল থাকে তাহাই পরিনিষ্ঠিতার্থবিষয়োন্মেষা। (অথবা) পরিনিষ্ঠিতে অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ অর্থে। কবিবৎ অপূর্ব্ব অর্থে নহে—উন্মেষ যাহার সেই দৃষ্টি। ইহা বিপশ্চিৎদের এই অর্থে বৈপশ্চিতী। তে অবলম্ব্যেতি। কবীনামিতি

এইখানে বিরোধ-অলঙ্কারের সঙ্গে অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য নামক ধ্বনি প্রভেদের সঙ্কর। বাচ্য অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টি হইতে হইলে, পদকে আশ্রয় করিয়াই সেইরূপ সংসৃষ্টি হইতে পারে, যেহেতু সেইখানে কোন কোন পদে বাচ্য অলঙ্কার থাকে আর কোন কোন পদে ধ্বনির প্রভেদ থাকে। যেমন—

"যেখানে সারসদের নিপুণ, মদোচ্ছ্বসিত কূজনকে বিস্তীর্ণ করিয়া, প্রস্ফুট কমলের সুগন্ধের সঙ্গে সংস্পর্শের জন্য সুরভিত হইয়া সিপ্রা-নদীর বায়ু অঙ্গের অনুকূল হইতেছে এবং প্রিয়তমের মত চাটু প্রার্থনা-পরায়ণ হইয়া সুরতগ্লানি হরণ করিতেছে।"

বৈপশ্চিতী—কবিদের এবং বিপশ্চিৎদের এইরূপ বলায় আমি কবিও নহি, পণ্ডিতও নহি এইভাবে স্বীয় অনৌদ্ধত্য ধ্বনিত হইতেছে। দরিদ্রগৃহে যেমন অন্যগৃহ হইতে উপকরণ আহৃত হয়, সেইরূপ এই দৃষ্টিদ্বয় আমার নিজের না হইলেও আমি ইহাদিগকে আহরণ করিয়াছি। তে দ্বে অপীতি। একটি দৃষ্টির দ্বারা নিঃশেষরূপে বর্ণনা নিবাহ করা যায় না। বিশ্বমিতি—অশেষ: অনিশমিতি। পুনঃ পুনঃ, অনবরত। নিবর্ণয়ন্তঃ—বর্ণনার দ্বারা; নির্ণয়ান্তে এবং নিশ্চিত বিষয়ে বর্ণনা করিয়া; "ইহা এই রকমের"—এইরূপ পরামর্শ ও অনুমানের দ্বারা বিভক্ত করিয়া নিবর্ণন অর্থাৎ এখানে কি সারবস্তু থাকিতে পারে তিল তিল করিয়া তাহার অনুসন্ধান। যাহা নির্বর্ণিত হইতেছে তাহা নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে ব্যাপারের বিষয়ীভূত হয়, মধ্যে মধ্যে অর্থবিশেষে অবিচল দৃষ্টির নিশ্চিত উন্মেষের দ্বারা সম্যক্‌রূপে নির্বর্ণিত হয়। বয়মিতি। আমরা মিথ্যাতত্ত্বদৃষ্টি আহরণে অর্থাৎ মিথ্যাবস্তুকে দেখিতে তৎপর; এইভাবে ব্যসনযুক্ত—ইহাই অর্থ। শ্রান্তা ইতি। কেবল যে সারই লাভ করা যায় নাই তাহা নহে; খেদও হইয়াছে। 'চ'-শব্দ 'তু' (কিন্তু)-শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অব্ধিশয়নেতি। তুমি যোগনিদ্রায় শায়িত আছ, অতএব বিশ্বসারভূত যে স্বরূপ তাহা তুমি জান এবং নিজরূপে তুমি অবস্থিত আছ। যে শ্রান্ত সে শয়নাবস্থিতের প্রতি বহুমান দেখাইয়া থাকে। স্বদ্ভক্তীতি। তুমিই পরমাত্মস্বরূপ, বিশ্বের সার। সেই তোমার প্রতি ভক্তি অর্থাৎ শ্রদ্ধাদিপূর্ব্বক উপাসনাক্রম সঞ্জাত যে

আবেশ ; তজ্জাতীয় সুখের কথা দূরে থাকুক তাহার তুল্য সুখই লাভ করা যায় নাই। এইভাবে পরমেশ্বরে ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কৌতূহল মাত্র অবলম্বন করিয়া কবি বা তার্কিকের বৃত্তি গ্রহণ করিবেন এবং পরে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির মধ্যে বিশ্রান্তি লাভ করিবেন—ইহাই যুক্তিযুক্ত, এইরূপ মতাবলম্বী ব্যক্তির এই উক্তি। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিষয়। বিশেষের সম্পর্কে সকল প্রমাণের দ্বারা পরিনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করিলে যে সুখ হয় আবার যে সুখ রসচর্ব্বণাত্মক বলিয়া অলৌকিক—পরমেশ্বরে বিশ্রান্তির যে আনন্দ তাহা এই উভয় প্রকারের সুখ হইতে প্রকৃষ্ট। সেই আনন্দের অংশমাত্রের প্রকাশনই রসাস্বাদ—ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লৌকিক সুখ কিন্তু তাহাদের অর্থাৎ রসচর্ব্বণাত্মক এবং পরিনিশ্চিতজ্ঞানজাত সুখ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কারণ ইহার সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে বহু দুঃখ জড়িত আছে—ইহাই তাৎপর্য্য। এই শ্লোকেই 'দৃষ্টি' পদকে আশ্রয় করিয়া একপদানুপ্রবেশরূপ সন্দেহসঙ্কর হইয়াছে। অথবা দৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া নিবর্ণন করা হয় বলিয়া বিরোধ অলঙ্কার আশ্রয় করিতে হইবে ; অথবা "নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শঃ" (পৃ: ৯১) এই বাক্যাংশের ন্যায় 'দৃষ্টি' —শব্দে অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যধ্বনি হইবে। ইহাদের কোন একটিকে নিশ্চিতরূপে অবলম্বন করার পক্ষে প্রমাণ নাই, কারণ দুই প্রকারই হৃদয়গ্রাহী। "যা দৃষ্টিঃ রসান্ রসয়িতুং" ইত্যাদিতে কিন্তু এইরূপ বলা যাইতে পারে না, কারণ এইখানে 'নবা' শব্দের দ্বারা শব্দশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনবশতঃ অবশ্যই বিরোধ অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

এইভাবে ত্রিবিধ সঙ্করের উদাহরণ দিয়া সংসৃষ্টির উদাহরণ দিতেছেন—বাচ্যেতি সম্পূর্ণ বাক্যে যদি অলঙ্কার ও ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান হয়, তবে অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহকভাবমূলক সঙ্কর, সেই সঙ্করের অভাবে অসঙ্গতি হইবে। সুতরাং সংসৃষ্টিতে ধ্বনি বা অলঙ্কার পর্য্যায়ক্রমে পদে বিশ্রান্তি লাভ করে অথবা উভয়ই যুগপৎ বিশ্রান্তি লাভ করে—এইরূপ হইতে হইবে। এইভাবে তিন প্রকারের প্রভেদ। এই অন্তর্লীন উদ্দেশ্য লইয়া অবধারণ-পূর্ব্বক বলিতেছেন—পদাপেক্ষয়ৈবেতি। যেখানে অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক ভাবের আশঙ্কাও থাকে না সেই তৃতীয় প্রকারেরই উদাহরণ দিতে উপক্রম করিতেছেন—যত্রহীতি। যেহেতু যেখানে কোন কোন পদ অলঙ্কার সমন্বিত, কোন কোন পদ ধ্বনিযুক্ত, যেমন—দীর্ঘীকুর্ব্বন্ ইত্যাদিতে। তথাবিধ পদের উপরে অপেক্ষা রাখিয়াই বাচ্য অলঙ্কারের সংসৃষ্টি—এইরূপ

এখানে 'মৈত্রী' পদে অবশ্যই অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি আছে এবং অন্যান্য পদে অন্য বাচ্য অলঙ্কার আছে। সংসৃষ্টিযুক্ত অলঙ্কারসমূহের সঙ্গে সঙ্করের উদাহরণ, যেমন—

"আপনার শরীরে ঘন রোমাঞ্চ উদ্ভিন্ন হইয়াছে ; রক্তলোলুপ সিংহ-বধূ সেই দেহে দাঁত দিয়া ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে এবং নখ দিয়া বিদীর্ণ করিতেছে। মুনিরা পর্য্যন্ত স্পৃহাযুক্ত হইয়া তাহা দেখিতেছে।"

পুনরাবৃত্তি করিয়া পূর্ব্ব কথার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে। অত্রহীতি। এখানকার 'হি'-শব্দ 'মৈত্রী'পদের পরে যোজনা করিতে হইবে—ইহাই পাঠসঙ্গতি। দীর্ঘীকুর্ব্বন্নিতি। 'সিপ্রাবায়ু' এই শব্দ দূরেও বহন করিয়া নেয় ; তজ্জন্য মন্দ পবনের স্পর্শে হর্ষ সঞ্জাত হওয়ায় পাখীরা দীর্ঘ সময় কূজন করে ; তাহাদের কূজন বায়ুতে আন্দোলিত সিপ্রাতরঙ্গ হইতে উত্থিত মধুর শব্দের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া দীর্ঘত্ব। পটিুতি। বায়ু সেইরূপ সুকুমার যাহাতে তজ্জনিত শব্দ সারসের কূজনকেও অভিভূত করে না, প্রত্যুত তৎসদৃশ হইয়া তাহারই পোষকতা করে। এই পরিপোষণ তাহার পক্ষে অনুপযোগী নহে, কারণ তাহার মাদকতাবশতঃই ইহা কল অর্থাৎ শ্রুতি-মধুর। প্রত্যূষেষ্বিতি। প্রভাতে তথাবিধ সেবার অবসর আছে ; উজ্জয়িনীতে সর্ব্বদা এইরূপ রমণীয়তা আছে—বহুবচনের দ্বারা ইহা নিরূপিত হইতেছে। স্ফুটিতানি—অন্তঃস্থিত মকরন্দভারে স্ফুটিত। সেইরূপে স্ফুটিত বা বিকসিত যে সকল নয়নহরণকারী কমল, তাহাদের যে সৌরভ তাহার সঙ্গে যে মৈত্রী অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সংশ্লেষের দ্বারা পরস্পরের যে আনুকূল্যলাভ তদ্দ্বারা কষায় অর্থাৎ সম্বদ্ধ, মকরন্দের দ্বারা কষায়বর্ণীকৃতও। স্ত্রীণামিতি। উজ্জয়িনীর রমণীকুল সকল স্ত্রীলোকের সারভূত, ইহাদের সুরতজনিত গ্লানি বা শরীরের শ্রম যে হরণ করে, অথবা যে পুনঃ পুনঃ সম্ভোগের অভিলাষের উদ্দীপনের দ্বারা তদ্বিষয়ক গ্লানি হরণ করে অর্থাৎ সম্ভোগের উৎসাহ সঞ্চার করে। জোর করিয়া হরণ করে না, বরং অঙ্গের অনুকূল হইয়া মধুর স্পর্শ-বিশিষ্ট ও স্নিগ্ধ হইয়া হরণ করে। প্রিয়তম যাহাতে স্ত্রীদের সম্ভোগ প্রার্থনা করে তজ্জন্য চাটুবাক্যপরায়ণ করাইতেছে ; সেই পবনের স্পর্শে প্রিয়তমের হৃদয়েও সম্ভোগের অভিলাষ প্রবুদ্ধ হয় এবং প্রার্থনার জন্য সে চাটুবাক্য প্রয়োগ

করে; বায়ু তাহাকে ইহা করায়। সুতরাং পরস্পরের প্রতি অনুরাগ যে শৃঙ্গারের প্রাণ এই পবন তাহার সর্ব্বস্বভূত। তাহার পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তই, কারণ সিপ্রার সঙ্গে পরিচিত বলিয়া এই বায়ু বিদগ্ধ নাগরিক, অবিদগ্ধ গ্রাম্য-সদৃশ নহে। সুরতের পর প্রিয়তম ও সংবাহনাদির দ্বারা অঙ্গানুকূল হইয়া প্রার্থনার উদ্দেশ্যে চাটুবাক্য বলিয়া এইভাবেই সুরতগ্লানি হরণ করে। কূজিতং—অস্বীকারমূলক মধুর ধ্বনিযুক্ত বচনাদি; ইহাকে দীর্ঘ করে। এই চাটুকরণের অবসরে স্ফুটিত অর্থাৎ বিকসিত যে কমলকান্তিধারী বদন তাহার যে আমোদ তৎসঙ্গে মৈত্রী অর্থাৎ সহজাত সৌরভের সঙ্গে পরিচয় তদ্দ্বারা কষায় অর্থাৎ উপরক্ত বা সম্বদ্ধ হয়। চৌষট্টি প্রকার প্রয়োগযুক্ত অঙ্গের পক্ষে অনুকূল। শব্দ, রূপ, গন্ধ ও স্পর্শ যেখানে এইরূপ হৃদয়গ্রাহী, যেখানে পবনও সেইরূপ বিদগ্ধ নাগরিক সেই দেশ তোমার পক্ষে অবশ্য গন্তব্য—মেঘদূতে মেঘের প্রতি কামী যক্ষের এই উক্তি। উদাহরণে লক্ষণ যোজনা করিতেছেন —মৈত্রীপদবীমিতি। 'হি' শব্দ পরে পঠিতব্য ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অলঙ্কারান্তরাণীতি—যথাক্রমে উৎপ্রেক্ষা, স্বভাবোক্তি, রূপক ও উপমা। "সগুণীভূতব্যঙ্গ্যৈঃ সালঙ্কারৈঃ সহ প্রভেদৈঃ সঙ্করসংসৃষ্টিভ্যাম্"—কারিকার (৩।৪৩) এই পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া এবং উদাহরণ নিরূপণ করিয়া, "পুনরপি" এই কারিকাভাগে যে দুইটি পদ আছে উদাহরণের দ্বারাই তাহার অর্থ প্রকাশ করিতেছেন—সংসৃষ্টেত্যাদি। 'পুনঃ' শব্দের অর্থ এই:—কেবল যে ধ্বনির নিজের প্রভেদাদির সঙ্গে সঙ্কর ও সংসৃষ্টি বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, কারণ তাহাদের পরস্পরের সঙ্কর ও সংসৃষ্টিও বিবক্ষিত হইয়াছে। নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে অথবা গুণীভূতব্যঙ্গ্যের প্রভেদসমূহের সঙ্গে যে সকল ধ্বনির সঙ্কর বা সংসৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সঙ্কর বা সংসৃষ্টি সহজে লক্ষ্য হয় না; সুতরাং সুস্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় না। তাই ধ্বনিতে সংসৃষ্টি বা সঙ্করযুক্ত অলঙ্কারের সহিত অলঙ্কারের সংসৃষ্টি বা সঙ্কর প্রদর্শনীয়। এই ভেদ চতুষ্টয়ের প্রথমটির উদাহরণ দিতেছেন—স্বীয় শিশুকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত সিংহীর সম্মুখে জনৈক বোধিসত্ত্ব নিজের শরীর ভক্ষ্যরূপে বিস্তার করিয়া দিলে কোন ব্যক্তি এই চাটুবাক্য বলিল। সেখানে পরের পরিত্রাণজনিত আনন্দের ভরে সান্দ্র অর্থাৎ রোমাঞ্চসমন্বিতপুলক প্রোদ্ভূত হইয়াছে। সিংহীপক্ষে—রক্তে অর্থাৎ রুধিরে মন অর্থাৎ অভিলাস যাহার; নায়িকাপক্ষে—রক্ত অর্থাৎ অনুরাগবিশিষ্ট মন যাহার। মুনিরা এবং যাহাদের মনে কাম-

এই যে শ্লোক এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কারের সঙ্গে বিরোধ অলঙ্কারের সংসৃষ্টি হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির সঙ্কর হইয়াছে, যেহেতু দয়াবীরসম্পর্কিত রস এখানে বাক্যের প্রধান অর্থ। সংসৃষ্টিযুক্ত অলঙ্কারের সঙ্গে সংসৃষ্টির উদাহরণ। যেমন—

"যে দিবসসমূহ অভিনব গর্জ্জনের সহিত শ্যামায়িত হইয়া পথিকদের কাছে রজনীর মত প্রতীয়মান হয় (অথবা যে দিবসসমূহে অভিনব প্রয়োগনৈপুণ্যবিশিষ্ট পথিকসামাজিকেরা বিচরণ করে) তন্মধ্যে প্রসারিত গ্রীবাবিশিষ্ট (অথবা উল্লসিত গীতবিশিষ্ট) ময়ূরবৃন্দের নৃত্য শোভা পায়।"

এখানে উপমারূপকের সঙ্গে শব্দশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপব্যঙ্গ্যধ্বনির সংসৃষ্টি হইয়াছে।

প্রবৃত্তির আবেশ উদ্দ্যোতিত হইয়াছে—অতএব বিরোধ অলঙ্কার এবং জাতস্পৃহৈরিতি—আমরা কোন এক সময়ে এইরূপ কারুণিকপদ লাভ করিব এবং তখন প্রকৃতপক্ষে মুনি হইব—মনে এইরূপ স্পৃহাযুক্ত হইয়া। নায়িকাবৃত্তান্তের প্রতীতির জন্য এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কারও আছে। দয়াবীরস্যেতি। দয়াপ্রযুক্ত বলিয়া এখানে 'দয়াবীর' শব্দের দ্বারা ধর্ম্মবীর কথিত হইয়াছে। এখানে প্রস্তাবিত রস বীররসই, যেহেতু উৎসাহই এখানে স্থায়ীভাব। অথবা 'দয়াবীর'-শব্দের দ্বারা শান্তরসের উল্লেখ করিতেছেন। এখানে সেই রস সংসৃষ্টিযুক্ত সমাসোক্তি ও বিরোধ অলঙ্কারদ্বয়ের দ্বারা অনুগৃহীত হইতেছে। সমাসোক্তি অলঙ্কারের মাহাত্ম্যে এই অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে—যেমন কোন ব্যক্তি শত মনোরথের দ্বারা প্রার্থিত প্রেয়সীর সঙ্গে সম্ভোগের অবসরে শরীরে পুলক অনুভব করে। পরার্থসম্পাদনের জন্য সেইরূপ পুলক তোমার শরীরে উদ্গত হইয়াছে। এইভাবে অনুভাব-বিভাবসম্পন্ন হইয়া করুণরসের আতিশয্য উদ্দীপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রভেদের উদাহরণ দিতেছেন—সংসৃষ্টেতি। অভিনবং—মনোহরং পয়োদানাং—মেঘসমূহের, রসিতং—গর্জ্জন, যে সকল দিবসে এবং পথিকদের কাছে শ্যামায়িত অর্থাৎ যাহা মোহ জন্মাইয়া রাত্রির মত আচরণ করিতেছে। (অথবা) পথিকদের শ্যামায়িত বা দুঃখ জন্মান বশতঃ শ্যামিকা (অর্থাৎ পথিকদের বর্ণের মালিন্য)

কে এইভাবে ধ্বনির প্রভেদ ও তাহার প্রভেদের প্রভেদ গণিতে পারে? আমরা মোটামুটিভাবে তাহাদের আভাস-মাত্র দিলাম। ৪৪ ॥

ধ্বনির প্রকারসমূহ অনন্ত। সহৃদয়ব্যক্তিদের ব্যুৎপত্তির জন্য আমরা তাহাদের মোটামুটি বর্ণনা দিলাম।

সৎকাব্য নির্ম্মাণ করিতে হইলে অথবা জানিতে হইলে সাধুজনেরা সম্যক্‌রূপে উদ্যোগী হইয়া উক্তলক্ষণযুক্তধ্বনির বিচার করিবেন। ৪৫ ॥

সৎকবি এবং সহৃদয়ব্যক্তিরা উক্তস্বরূপবিশিষ্ট ধ্বনির নিরূপণে নৈপুণ্যলাভ করিলে সর্ব্বদাই কাব্যবিষয়ে প্রকর্ষ লাভ করেন।

এই যে কাব্যতত্ত্বের কথা যথোচিতভাবে বলা হইল তাহা অস্ফুটরূপে স্ফুরিত হইলে যাঁহারা সম্যক্‌রূপে তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই তাঁহারা রীতিসমূহের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ৪৬ ॥

যে সমস্ত দিবস হইতে। প্রসারিতগ্রীবাশালী ময়ূরবৃন্দের নৃত্য শোভা পায়। অভিনয়-প্রয়োগ রসিক পথিক সামাজিক থাকিলে প্রসারিতগীতানাং অর্থাৎ যাহাদের গীত প্রকৃষ্ট তালিকা অনুযায়ী সেই সকল ময়ূরবৃন্দের নৃত্য শোভা পায়। (অথবা) গ্রীবা উত্তোলন করিবার জন্য যাহারা গ্রীবা প্রসারিত করিয়াছে তাহাদের নৃত্য শোভা পায়। পথিকদের সম্পর্কে শ্যামা বা রাত্রির মত আচরণ করে—এতদর্থে ক্যচ্ প্রত্যয়। ক্যচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা লুপ্তোপমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পথিকসামাজিকেষু—কর্ম্মধারয় সমাস স্পষ্ট বলিয়া রূপক অলঙ্কার। তাহাদের সঙ্গে ধ্বনির সংসৃষ্টি—ইহা গ্রন্থকারের আশয়। এই শ্লোকেই অন্য দুই প্রভেদের উদাহরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া অন্য উদাহরণ দেওয়া হইল না। (উপমিত কর্ম্মধারয় সমাসের প্রয়োগ দেখিয়া ব্যাঘ্রাদিগণ বুঝিতে হয় বলিয়া) 'অভিনয়'-প্রয়োগে 'পথিকসামাজিকেষু' পদে উপমা ও রূপকের মধ্যে সন্দেহের বিষয় থাকায় সঙ্কর হয়; 'অভিনব'-প্রয়োগে রসিকদের উদ্দেশ্যে গ্রীবা প্রসারণে যে শব্দশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপব্যঙ্গ্য আছে

ধ্বনি-প্রবর্ত্তনের দ্বারা নির্ণীত কাব্যতত্ত্ব অস্ফুটভাবে স্ফুরিত হইলে যাঁহারা তাহা প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই তাঁহারা বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতিসমূহের অবতারণা করিয়াছেন। রীতিতত্ত্বের যাঁহারা বিধান করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এই কাব্যতত্ত্ব অস্ফুটভাবে ঈষৎ স্ফুরিত হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়। সেই রীতির লক্ষণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া বিশদরূপে দেখাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না।

কাব্যের এই স্বরূপ জানা থাকিলে বৃত্তিগুলিও যথাযথরূপে প্রকাশিত হয়—কতকগুলি বৃত্তি শব্দতত্ত্ব আশ্রয় করিয়া থাকে আর কতকগুলি অর্থতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৪৭ ॥

এই ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবের বিচারযুক্ত কাব্যলক্ষণ জানা হইলে যে কতকগুলি শব্দতত্ত্ববিষয়ক উপনাগরিকাদি বৃত্তি আছে আর যে সকল অর্থতত্ত্বসম্পর্কিত কৈশিকী প্রভৃতি বৃত্তি আছে তাহারা সম্পূর্ণভাবে রীতি পদবী লাভ করে। নচেৎ সেই সকল বৃত্তিগুলি অদৃষ্ট অর্থের মত

তাহার সঙ্গে উপমা ও রূপকের সংসৃষ্টি হয়, কারণ ইহাদের মধ্যে অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক ভাব থাকে না। "পহিঅ সামাইএসু' (পথিকশ্যামায়িতেষু)—এই পদে কিন্তু একই ব্যঞ্জকে অনুপ্রবেশের জন্য উপমা ও রূপকের সঙ্কর হয় এবং সেই সঙ্করযুক্ত অলঙ্কারদ্বয়ের সঙ্গে শব্দশক্তিমূলক অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্য-ধ্বনির সংসৃষ্টি হয়। এইভাবে অলঙ্কারদ্বয়ের সঙ্করের সঙ্গে সংসৃষ্টি এবং অলঙ্কারদ্বয়ের সঙ্করের সঙ্গে সঙ্কর—এই দুই প্রভেদের উদাহরণ দেখা যায় এইরূপ বলা যাইতে পারে। উপসংহারে ইহা বলিতেছেন—এবমিতি। ইহা স্পষ্ট। ৪৩, ৪৪ ॥

পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছিল "সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে" (১।১) তাহা এখন আর শুধু কথা মাত্র নহে, তাহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল। এই অভিপ্রায় লইয়া বলিতেছেন—ইত্যুক্তেতি। ধ্বনির যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে যাহা আমাদের কাছে সপ্রযত্ন বিবেচনার উপযুক্ত তাহাই কাব্যের তত্ত্ব। লক্ষণপ্রপঞ্চ নিরূপণাদির দ্বারা যে আলঙ্কারিকেরা এই কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে অশক্ত তাঁহারা রীতিসমূহের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—পরের কারিকায় (৩।৪৬) এই সকল কথার সঙ্গে যোজনা করিতে হইবে।

অশ্রদ্ধেয় হয়, অনুভবের দ্বারাই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না। যদি ঐরূপই হইল তবে এই ধ্বনির স্বরূপের লক্ষণ পরিষ্কার করিয়া নির্ণয় করা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কেহ কেহ ধ্বনির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—রত্নবিশেষের উৎকর্ষের মত কোন কোন শব্দ ও অর্থের রহস্যবিশেষ বোদ্ধা ব্যক্তিরা জানিতে পারেন; সুতরাং ইহাদের চারুত্ব অনির্ব্বচনীয় হইয়া প্রতিভাত হয় এবং সেইভাবেই কাব্যে ধ্বনির ব্যবহার হয়। এই যে ধ্বনির লক্ষণ করা হইয়াছে ইহা অসঙ্গত এবং বলার যোগ্যই নহে। যেহেতু, শব্দ যখন অর্থবিশেষকে না বুঝাইয়া স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে তখন শ্রুতিকটু না হইলে তাহা নির্দ্দোষই থাকিয়া যায়। যখন শব্দ বাচকধর্ম্ম লাভ করে তখন তাহা প্রসাদগুণবিশিষ্ট হয় এবং তখন তাহার ব্যঞ্জকত্বও থাকে—ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়া, ব্যঙ্গ্যের অনুগামী হওয়া আর ব্যঙ্গ্য অংশের সহকারিতা লাভ করা—অর্থের ইহাই বৈশিষ্ট্য। সেই যে দুই বৈশিষ্ট্য তাহা ব্যাখ্যা করা যায় এবং বহুভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা ছাড়া যে অনির্ব্বচনীয়তারূপ বৈশিষ্ট্যের কল্পনা করা হইয়াছে বিবেচনা-বুদ্ধির শৈথিল্যের জন্যই তাহা

"ইত্যুক্তলক্ষণো যো ধ্বনির্বিবেচ্যঃ"—অন্যে কেহ কেহ 'যৎ'-শব্দের জায়গায় 'অয়ং'-শব্দ পাঠ করেন। প্রকর্ষপদবীমিতি। নির্ম্মাণে এবং বোধে—ইহাই ভাবার্থ। বিশ্লেষণ করিতে অশক্ত—ইহার হেতু—অস্ফুটভাবে স্ফুরিত হয়। লক্ষ্যত ইতি। রীতি গুণেই পর্য্যবসিত হয়। যেহেতু পূর্ব্বে "শৃঙ্গার এব মধুরঃ"—এই কারিকার (২।৭) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে রীতিবৈশিষ্ট্য গুণাত্মক এবং গুণগুলি রসে পর্য্যবসিত হয়। ৪৫, ৪৬ ॥

প্রকাশন্ত ইতি। কাব্যের প্রাণনিরূপণ বিষয়ে অনুভবসিদ্ধ হয়। রীতিপদবীমিতি। রীতির মতই রসে পর্য্যবসিত হয় বলিয়া। 'প্রতীতিপদবীং'—এইরূপ পাঠও আছে। নাগরিকা বা বিদগ্ধনায়িকার সহিত উপমিত এইভাবে উপনাগরিকা; এই অনুপ্রাসমূলক বৃত্তি শৃঙ্গারাদিতে বিশ্রান্তি লাভ করে। পরুষা—দীপ্তরৌদ্রাদিতে বিশ্রান্তি লাভ করে;

সম্ভব হইয়াছে ; যেহেতু অনির্ব্বচনীয়ত্বের দ্বারা ইহাই বুঝান হয় যে ইহা সকল শক্তির অগোচর। এই অনির্ব্বচনীয়ত্ব কোন বস্তুর পক্ষেই হইতে পারে না, যেহেতু অন্ততঃ 'অনির্ব্বচনীয়' শব্দের দ্বারা তাহার বর্ণনা সম্ভব। কোথাও কোথাও বলা হয় যে সাধারণ লক্ষণ স্পর্শ করা হইয়াছে কিন্তু বিশেষের জ্ঞান জন্মাইতেছে না, শব্দের যে এইরূপ প্রকাশমানত্ব তাহাকেই অনির্ব্বচনীয়ত্ব বলে। এইরূপ অনিব্বচনীয়ত্ব রত্নের বৈশিষ্ট্যের ন্যায় কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে, যেহেতু লক্ষণকারকেরা কাব্যের রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং রত্নের বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে দেখি যে জাতিনির্ণয়ের সম্ভাবনার দ্বারাই মূল্যের নিশ্চিত পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু ইহারা উভয়েই যে বোদ্ধা বিশেষের কাছে জ্ঞেয় হয় তাহা ঠিকই। জহুরীরা রত্নের তত্ত্ব জানেন, এবং সহৃদয় ব্যক্তিরাই কাব্যের রস উপলব্ধি করেন—ইহাতে কাহার সংশয় আছে? সকল বস্তুরই লক্ষণ নির্ণয় করিতে গেলে দেখা যাইবে

কোমলা—হাস্যরসাদিতে বিশ্রান্তি লাভ করে। তাই ভরতমুনি যে বলিয়াছেন —"বৃত্তিসমূহ কাব্যমাতৃক"—সেখানে রসের পক্ষে সমুচিত চেষ্টা বিশেষকেই বৃত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনিই বলিয়াছেন—"কৈশিকীবৃত্তি স্নিগ্ধ-স্বভাবযুক্ত, ইহা শৃঙ্গার রস হইতে সমুদ্ভূত।" "তস্যাভাবং জগদুরপরে" ইত্যাদিতে (১।১) অভাববাদীদের যে সকল সম্ভাবনা আছে তন্মধ্যে একটি এই—বৃত্তয়োরীতয়শ্চগতা শ্রবণগোচরং, তদতিরিক্ত কোঽয়ং ধ্বনিরীতি (বৃত্তি ও রীতিসমূহ আমাদের শ্রবণগোচর হইয়াছে ; তদ্ব্যতিরিক্ত এই ধ্বনি নামক পদার্থ কি?—পৃঃ ৫-৬) কৈশিকীবৃত্তি সম্বন্ধে ভরতমুনির যে উক্তি এইমাত্র উদ্ধৃত হইল তাহাতে অভাববাদীদের এইমত কথঞ্চিৎ স্বীকার করা হইয়াছে ; আবার 'অস্ফুটস্ফুরিতং' এই বচনের দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ খণ্ডন করা হইয়াছে। "বাচাংস্থিতমবিষয়ে"—এই (১।১) যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, প্রথম উদ্দ্যোতে ইহার খণ্ডন করা হইলেও পুনরায় ইদানীং তাহার খণ্ডন করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে যাহার সকল লক্ষণ বিস্তারিত করিয়া বলা হইয়াছে তাহার সম্পর্কে অনাখ্যেয়ত্ব দোষ দেওয়া অসম্ভব। অক্লিষ্টত্ব ইতি—শ্রুতিকটুতার অভাব। অপ্রযুক্তস্য প্রয়োগ ইতি—পুনরুক্তির অভাব।

যে তাহা অনির্দ্দেশ্য—এই বৌদ্ধমত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অন্য গ্রন্থে বৌদ্ধমতের পরীক্ষাপ্রসঙ্গে এই যুক্তির বিচার করিব। অন্য গ্রন্থে যাহা শোনা যাইবে তাহার অংশ প্রকাশ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিদের মন বিরূপ হইতে পারে বলিয়া সেই প্রচেষ্টা করা হইল না। অথবা ইহা বলা যাইতে পারে যে বৌদ্ধমতে যাহা প্রত্যক্ষের লক্ষণ তাহাই ধ্বনির লক্ষণ হইবে। সেইজন্যই ধ্বনির অন্য লক্ষণ করা সম্ভব হয় না বলিয়া এবং তাহা বাচ্য অর্থের অধিগম্য নহে বলিয়া যে লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহাই যুক্তিযুক্ত। সেইজন্যই ইহা বলা হইয়াছে—

ধ্বনি নিশ্চিতরূপে আখ্যানযোগ্য। তাহার মধ্যে অনির্ব্বচনীয় কিছু প্রকাশ পায়—এইরূপ লক্ষণ ধ্বনিতে প্রযোজ্য নহে। ইহার যেরূপ লক্ষণ বলা হইল তাহা সাধু।

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্যবিরচিত ধ্বন্যালোকে তৃতীয় উদ্দ্যোত।

তাবিতি। শব্দগত ও অর্থগত। যেখানে বিবেকের অবসাদ হয় তাহার ভাব নির্বিবেকত্ব। সামান্যসংস্পর্শিবিকল্পশব্দ—জাতি প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণযুক্ত বিশেষের যে জ্ঞান তাহা হইতে সঞ্জাত যে শব্দ। দৃষ্টান্তেও সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়ত্ব নাই। ইহা দেখাইতেছেন—রত্নবিশেষাণামিতি। আপত্তি হইতে পারে সকলের কাছে সেই উৎকৃষ্টত্ব সংবেদ্য হয় না, এই আশঙ্কা করিয়াই উত্তর দিতেছেন—উভয়েষামিতি। রত্নসমূহের ও কাব্যসমূহের। আপত্তি হইতে পারে শব্দসমূহ অর্থকে স্পর্শও করে না; আবার এই প্রশ্নও করা যাইতে পারে, 'অনির্দ্দেশ্যস্য বেদকম্' (সব কিছুই অনির্দ্দেশ্যের জ্ঞাপক) ইত্যাদিতে বস্তুসমূহের অনাখ্যেয়ত্বের কথা কেমন করিয়া বলা হইয়াছে? তদুত্তরে এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—যত্বিতি। এইভাবে বিচার করিলে ধ্বনিশব্দ সকল বস্তুবৃত্তান্তের তুল্য হইয়া পড়ে এবং ধ্বনির স্বরূপ অনাখ্যেয়, এই লক্ষণ অতিব্যাপকতাদোষদুষ্ট হয়। গ্রন্থান্তর ইতি। 'বিনিশ্চয়' টীকায় বর্ত্তমান গ্রন্থকার যে ধর্ম্মোত্তরী রচনা করিয়াছেন, সেইখানেই তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উক্তমিতি। সংগ্রহের জন্য আমাকর্ত্তৃকই। অনির্ব্বচনীয়ত্বের আভাস যে কাব্যে আছে সেই যে ভাব বা গুণ তাহা ধ্বনির লক্ষণ নহে—

এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। ইহার হেতু—নির্ব্বাচ্যার্থতয়েতি। নিশ্চিত-রূপে বিভাগ করিয়া বলা সম্ভব বলিয়া। অন্য কেহ 'নির্ব্বাচ্যার্থতয়া'-পদে 'নির্'-উপসর্গের নঞ্‌সূচক অর্থ পরিকল্পনা করিয়া বলেন যে 'অনাখ্যেয়াংশ-ভাসিত্ব' বিষয়ের ইহা হেতু। এই ব্যাখ্যা ক্লিষ্ট; কারণ হেতু সাধ্যবস্তুতে অবচ্ছিন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা ঠিক। এইভাবে শিবকে স্মরণ করিয়া সমাপ্ত করিলাম।

"কাব্যালোকে যে ধ্বনিপ্রভেদসমূহ বিস্তৃত হইয়া আছে 'লোচন' তাহার হেতু নির্ণয় করিয়া লোকসমূহকে কৃতার্থ করিবে। ধ্বনির যে সকল প্রভেদ আছে, যাহাদের মধ্যে ধ্বনি সূত্রের মত থাকে তাহাদিগের পরিস্ফুট-বোধদায়িনী, ত্রিলোচনপ্রিয়া, মধ্যমারূপে অবস্থিতা পরমেশ্বরীকে আমি বন্দনা করি।"

ইতি শ্রীমহামাহেশ্বরাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর অভিনব গুপ্ত কর্ত্তৃক উন্মীলিত সহৃদয়ালোকলোচনে ধ্বনিসঙ্কেতে তৃতীয় উদ্দ্যোত।

চতুর্থ উদ্দ্যোত

সন্দেহের নিরাকরণের জন্য এইভাবে সবিস্তারে ধ্বনির নিরূপণ করিয়া তাহার নিরূপণের অন্য প্রয়োজন বলিতেছেন—

গুণীভূতব্যঙ্গ্যসমন্বিত ধ্বনির যে পথ প্রদর্শিত হইল ইহার দ্বারা কবিদের প্রতিভা অনন্ততা লাভ করে। ১ ॥

ধ্বনি ও গুণীভূতব্যঙ্গ্যের এই যে মার্গ প্রকাশিত হইল ইহার অপর ফল এই যে ইহার দ্বারা কবিপ্রতিভা অনন্ততা প্রাপ্ত হয়। যদি প্রশ্ন করা হয় কেমন করিয়া তাহা সম্ভবপর হয় :—

যেহেতু পূর্ব্বকবিদের বাক্যার্থসমন্বিত হইলেও কোন কবির বাণী ইহাদের কোন একটি প্রকারের দ্বারা বিভূষিত হইয়াই নবীনতা লাভ করে। ২ ॥

যেহেতু ধ্বনির যে সকল প্রভেদের কথা বলা হইল কবির বাণী তাহাদের যে কোন একটির দ্বারা বিভূষিত হইলে তাহা পুরাতন কবিদের দ্বারা নিবদ্ধ অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হইলেও নবীনতা লাভ করে। অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনির যে দুইটি প্রকার আছে তাহারা পূর্ব্বকবিদের অর্থের অনুগমন করা সত্ত্বেও যে নবীনতা লাভ করা যায় তাহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—

সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চবিধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার প্রয়োজন হইলেও শঙ্করের যে মায়ারূপিণী শক্তি থাকায় পরমেশ্বরকে অন্য উপকরণের অপেক্ষা করিতে হয় না তাহাকে প্রণাম করি।

অন্য উদ্দ্যোতের সঙ্গে সঙ্গতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে বৃত্তিকার বলিতেছেন— এবমিতি। প্রয়োজনান্তরমিতি। যদিও 'সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে'র (১।১) দ্বারা পূর্ব্বেই প্রয়োজন বলা হইয়াছে এবং সৎকাব্য নির্ম্মাণ করার বা জানার প্রয়োজন তৃতীয় উদ্দ্যোত পর্য্যন্ত ঈষৎ পরিস্ফুট করা হইয়াছে তথাপি সেই প্রয়োজনকে আরও স্ফুট করার জন্য এখন আবার প্রযত্ন করা হইতেছে। যেহেতু সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত হইলে কোন বিষয় বিশেষরূপে জানা যায় সেইজন্য যাহা স্পষ্টভাবে নিরূপিত হইয়াছে তাহা অস্পষ্ট নিরূপিত বিষয়

"যে মৃগনয়না নায়িকা তারুণ্য স্পর্শ করিতেছে তাহার হাস্য কিঞ্চিৎ মুগ্ধ; তাহার দৃষ্টিবিভব তরলমধুর। তাহার বাগ্‌বিস্তার অভিনববিলাসোক্তিতে লীলায়িত, তাহার সঞ্চরণ নবপত্রশোভায় সুশোভিত—ইহার কার্য্যকলাপে এমন কি আছে যাহা মনোহারী নহে?"

ইহার অর্থ নিম্নলিখিত শ্লোকের অর্থের মধ্যে নিহিত আছে—

"লোলনয়না, স্খলিতবাক্, বিভ্রমবিলাসযুক্ত হাস্যসমন্বিত, নিতম্বভারে অলসগামিনী কামিনীরা কাহার না প্রিয় হয়?"

কিন্তু এইরূপ হইলেও তিরস্কৃতবাচ্যধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করায় প্রথমোদ্ধৃত শ্লোকে কবিপ্রতিভার নবীনতা প্রতিভাত হয়? সেইরূপ—

"যে প্রথম সে প্রথমই। তাই নিহত হস্তীর মাংসভোজী সিংহ সিংহই; পশুসমাজে কে তাহাকে হীন করিতে পারে?"

ইহার অর্থ নিম্নলিখিত শ্লোকে নিহিত আছে—

"স্বীয় তেজে যাহার মহিমা আহৃত হইয়াছে তাহাকে কে অতিক্রম করিতে পারে? মহাগৌরবশালী হইলেও কি মাতঙ্গেরা সিংহকে অভিভূত করিতে পারে?"

হইতে অন্য ভাবেই প্রতিভাত হয়। ইহাই অন্য প্রয়োজন বলিয়া কথিত হইল। অথবা বৃত্তিস্থিত 'প্রয়োজনান্তরং' পদের 'অন্তর' শব্দকে 'বিশেষ' অর্থে গ্রহণ করিলে এইরূপ অর্থ দাঁড়াইবে—পূর্ব্বে যে দুইটি প্রয়োজনের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য বলা হইতেছে। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য সৎকাব্যের নির্ম্মাণ ও ধ্বনির ব্যুৎপাদনের প্রয়োজন হয় এবং যে বৈশিষ্ট্যের জন্য সৎকাব্যের উপলব্ধি হয় সেই বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হইতেছে। যাহা নিষ্পাদন করা হয় তাহা(ই) জ্ঞানের বিষয় হয় এই জন্য প্রথমে বলিতে হইবে কেমন করিয়া সৎকাব্য নির্ম্মিত হয়। তাহাই বলা হইতেছে—ধ্বনের ইতি। ১ ॥

আপত্তি হইতে পারে যে ধ্বনিভেদের জন্য প্রতিভার অনন্ততা হয় এইরূপ বলা অসঙ্গত। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—কথমিতি। ইহার উত্তর—অতোহীতি। ধ্বনির বহু প্রকার থাকে তো থাকুক; একটি প্রকারের

কিন্তু এইরূপ হইলেও অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যধ্বনির সংযোগবশতঃ প্রথম শ্লোকে অভিনবত্ব আনীত হয়।

এই প্রকারে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনিতেও নবীনতা আরোপিত হয়। যেমন—

"স্বামী নিদ্রার ভান করিয়া শুইয়াছিল। বধূ তাহার মুখে মুখ রাখিয়া চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা নিরুদ্ধ করিয়া চুপ করিয়া ছিল, কারণ তাহার ভয় হইতেছিল যে স্বামী জাগিয়া যাইতে পারে এবং স্বামী নিদ্রা যাইতেছে কিনা তাহা বারংবার পরীক্ষা করিতে করিতে তাহার দেহে চঞ্চলতার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল। 'আমি জাগিয়া উঠিলে সে লজ্জায় বিমুখী হইবে' ইহা মনে করিয়া স্বামীও চুম্বনের প্রচেষ্টা করে নাই। স্বামীর আশঙ্কাযুক্ত হৃদয় রতির চরমপরিণতিই প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

দ্বারাই এইরূপ অনন্ততার সৃষ্টি হইবে—ইহাই 'অপি' শব্দের অর্থ। কথাটা দাঁড়াইল এই—যে প্রজ্ঞাবৈশিষ্ট্য বর্ণনীয় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া তন্মধ্যে নিহিত থাকে তাহাই কবির প্রতিভা। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু অপরিমিত নহে এবং আদিকবি বাল্মীকিই তাহা স্পর্শ করিয়াছেন। সব কবিরই সেই সেই বিষয়ক প্রতিভা সেই আদি কবির প্রতিভাজাতীয়ই হইয়া পড়িবে এবং কাব্যও সেই জাতীয় হইবে। অতএব ইদানীন্তন কবিদের রচনাপ্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যাইবে। উক্তিবৈচিত্র্যের জন্যই অর্থ সীমাহীন হইয়া থাকে এবং এই ভাবে সেই বিষয়ক প্রতিভার অনন্ততা জন্মায়। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রতিভার অনন্ততার ফল কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—বাণী নবত্বমায়াতীতি। এই ভাবে কাব্যবাক্যসমূহে নবত্ব আসে। প্রতিভার অনন্ততা থাকিলে সেই নবীনতা আসে; অর্থের অনন্ততা থাকিলে প্রতিভার অনন্ততা আসে এবং ধ্বনির প্রভেদবশতঃ অর্থের অনন্ততা সঞ্জাত হয়। তন্মধ্যে প্রথমে অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য ধ্বনিতে নবীনতার অস্তিত্বের উদাহরণ দিতেছেন—স্মিতমিতি। 'মুগ্ধ', 'মধুর', 'বিভব', 'সরস', 'কিসলয়িত', 'পরিমল' ও 'স্পর্শ' পদের বাচ্য অর্থ অত্যন্তরূপে আচ্ছন্ন হইয়াছে। এই সকল শব্দের দ্বারা যথাক্রমে যে অকৃত্রিম সৌন্দর্য্য, সর্ব্বজনপ্রিয়ত্ব, অক্ষীণ বিকাশ, সন্তাপপ্রশমন ও তৃপ্তিদায়কত্ব, সৌকুমার্য্য, সর্ব্বকালব্যাপী লীলাময়ত্ব ও সযত্নে অভিলষিত

এই শ্লোকে নিম্নলিখতি শ্লোকের অর্থ নিহিত আছে—

"বাসগৃহ শূন্য দেখিয়া বালিকাবধূ আস্তে আস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া কপটনিদ্রামগ্ন স্বামীর মুখ অনেকক্ষণ যাবত দেখিল এবং তৎপরে নিশ্চিন্তচিত্তে তাহাকে পরিচুম্বন করিল। চুম্বন করিয়া দেখিল যে স্বামীর গণ্ডস্থল রোমাঞ্চিত হইয়াছে। ইহাতে সে লজ্জায় অবনতমুখী হইলে স্বামী হাসিয়া তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুম্বন করিল।

ইহা সত্ত্বেও প্রথম শ্লোকে নবীনতা আছে। অথবা যেমন "তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গা" ইত্যাদি (পৃঃ ১১০) শ্লোক "নানাভঙ্গিভ্রমদ্ভ্রূঃ" ইত্যাদি অপেক্ষা নূতন।

বহুপ্রসারশালী রসাদি এই যুক্তি অনুসারে উদাহরণীয়। রসাদির আশ্রয়ে কাব্যের নানা প্রকারের পরস্পর মিশ্রণের জন্য কাব্যমার্গ অনন্ততা প্রাপ্ত হয়।৩॥

হইবার যোগ্যতা ধ্বনিত হয় তদ্দ্বারা যখন ব্রহ্মাকর্তৃক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াও ইহারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তখন তাহা অপূর্ব্ব হইয়াই সম্পাদিত হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র মনে রাখিতে হইবে। অন্যেতি। দূরস্থিত 'অপূর্ব্বত্বম্'-শব্দের সহিত 'অন্য'-শব্দের সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে। সর্ব্বত্রই ইহার নবীনতা হয় এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। যঃ প্রথম ইতি— এখানে দ্বিতীয় 'প্রথম' শব্দ অপরাশ্রেয়ত্ব, প্রধানত্ব, অসাধারণত্বাদি বুঝাইয়া অন্য ব্যঙ্গ্য ধর্ম্মে সংক্রমিত হইয়া নিজের অর্থকে অভিব্যক্ত করিতেছে। 'সিংহ'-শব্দও এইভাবে বীরত্ব, অপরের উপর নির্ভরের অভাব এবং বিস্ময়াস্পদত্ব প্রভৃতি অন্য ব্যঙ্গ্য অর্থে সংক্রমিত হইয়া নিজ অর্থকে ধ্বনিত করিতেছে। এইরূপে প্রথমের অর্থাৎ অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনির দুই প্রভেদের উদাহরণ দিয়া দ্বিতীয়ের (বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনির) উদাহরণ দিতে আরম্ভ করিতেছেন। নিদ্রাতে কৈতবী অর্থাৎ কপটনিদ্রাগত। বদনে বিন্যস্য বক্ত্রমিতি। মুখ স্পর্শ করিয়াই স্বর্গীয় সুখ পাইতেছে; তাহা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া। সুতরাং প্রিয়স্যেতি। বধূঃ—নবোঢ়া পত্নী। বোধত্রাসনিরুদ্ধ—বোধত্রাসেন অর্থাৎ প্রিয়তম জাগিয়া উঠিবে এই ভয়ে নিরুদ্ধ অর্থাৎ যে জোর করিয়া হঠাৎ প্রবৃত্ত হইয়া এবং প্রবৃত্ত

কাব্যের মার্গ রস, ভাব, তাহাদের আভাস ও প্রশমনের লক্ষণযুক্ত, ইহাদের অন্তর্গত বিভাব, অনুভাব প্রভৃতির গণনা করিলে কাব্যমার্গ বহুব্যাপকতা লাভ করে। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই সকল বিষয় এই যুক্তি অনুসারে উদাহরণীয়। যাহার অর্থাৎ রসাদির আশ্রয়ে প্রাচীন কবিগণ সহস্র বা অসংখ্য উপায়ে সঞ্চরণ করিয়াছেন; সেইজন্য ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে অনন্ততা লাভ হয়। রসভাবাদির প্রত্যেকে বিভাবানুভাবব্যভিচারীদের আশ্রয়ে অপরিমিত হইয়া থাকে। জগৎ-ব্যাপার নিজের ভাবে অবস্থিত থাকে, কিন্তু সুকবিরা রসভাবাদির একটি প্রভেদানুসারে জগৎব্যাপার রচনা করিলে সেই সমগ্র ব্যাপার কবিদের ইচ্ছানুসারে অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। চিত্র (কাব্যের) বিচারের অবসরে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই অর্থ বুঝাইবার জন্য এই গাথাও মহাকবি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে—

"যে অর্থ যেরূপভাবে নাই কবির বাণী তাহাকে সেইরূপ ভাবেই হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া অপরিসীমতা লাভ করিয়া উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।"

সুতরাং এইভাবে রসভাবাদির আশ্রয়ে কাব্যের অর্থের অনন্ততা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইতেছে—

হইয়াও যে কোন ক্রমে ক্ষণমাত্রের জন্য চুম্বনের ইচ্ছা রোধ করিয়াছিল তৎকর্ত্তৃক। সুতরাং আভোগেন অর্থাৎ স্বামী নিদ্রিত কিনা তাহা পুনঃপুনঃ বিচার করিতে করিতে চঞ্চল হইয়া অবস্থিত ছিল। ভাবার্থ এই যে, চুম্বন-কার্য্য হইতে একেবারে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। বধূ এই অবস্থায় থাকিয়া যদি আমাকর্ত্তৃক চুম্বিত হয় তাহা হইলে লজ্জিত হইয়া বিমুখী হইবে, এইজন্য যে প্রিয়ও চুম্বনকার্য্য আরম্ভ করে নাই তাহার। হৃদয়ং সাকাঙ্ক্ষ প্রতিপত্তিনামেতি। যে হৃদয়ে অভিলাষপূর্ণ প্রবৃত্তি আছে তাদৃশ হৃদয়, যাহা ঔৎসুক্যের দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছে, কিন্তু যাহার মনোরথ পরিপূর্ণ হয় নাই। তবুও যেহেতু একে অপরকে নিজের প্রাণসর্ব্বস্ব মনে করিলে যে পরস্পরনির্ভরশীলতা হয় তাহাই রতির প্রাণ, সেইজন্য চুম্বন-আলিঙ্গনাদি কোন অনুভাবের দ্বারা পরিপূর্ণ চরিতার্থতা লাভ না করিলেও হৃদয় রতির পরম সার্থকতা পাইয়াছিল; সুতরাং শৃঙ্গার সম্পূর্ণ হইয়াছিল। দ্বিতীয়

যেমন বসন্তকালে পুরাতন বৃক্ষ নূতন করিয়া বিকশিত হয়, সেইরূপ অর্থসমূহ পূর্ব্বদৃষ্ট হইলেও কাব্যে রস-পরিগ্রহ করিয়া সবাই নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। ৪ ॥

এইভাবে দেখা যায় যে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যধ্বনিই শব্দশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যপ্রকারের সমাশ্রয়ে অভিনবত্ব লাভ করে। যেমন—

"শেষনাগ, হিমগিরি এবং তুমি—তোমরা মহান্ গৌরবশালী এবং তোমরা স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছ, যেহেতু তোমরা চলমান পৃথিবীকে সীমা অতিক্রম করিতে না দিয়া তাহাকে বহন করিতেছ।"

এই শ্লোকটি থাকা সত্ত্বেও "ধরণীধারণায়াধুনা ত্বং শেষঃ" এই বাক্যে অভিনবত্ব আছে। এই প্রকারের ধ্বনিতেই অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যের আশ্রয়ে নবীনতা হয়। যেমন—

"বর-সম্বন্ধীয় কথার আলাপ হইলে কুমারীরা অন্তর্লজ্জায় অবনত-মুখী হইয়া দেহে পুলক-সঞ্চারের দ্বারা নিজের প্রণয়াভিলাষ সূচিত করে।"

শ্লোকে কিন্তু চুম্বনকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে এবং লজ্জা 'লজ্জা' স্বশব্দের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও এই দ্বিতীয় শ্লোকে স্বামী তাহাকে পরিচুম্বন করিতেছে বলিয়া শৃঙ্গাররস পরিপুষ্ট হইয়াছে তথাপি প্রথম শ্লোকে পরস্পরের প্রতি অভিলাষের যে নিরোধের কথা আছে তন্মধ্যেই অর্থ পর্য্যবসিত হইতেছে না বলিয়া পরম চরিতার্থতা দর্শিত হইয়াছে এবং তাহা উভয়ের মধ্যে একইরূপ চিত্তবৃত্তির অনুপ্রবেশের বর্ণনা দিতেছে বলিয়া রতির সমধিক পরিপুষ্টি বিধান করিতেছে। ২ ॥

এইভাবে চারটি মূল প্রভেদের দৃষ্টান্ত দিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন যে ইহা উপাচারক্রমে অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যধ্বনির সকল অবান্তরভেদের বিষয়ীভূত হয়—যুক্ত্যানয়েতি। অনুসর্ত্তব্য ইতি। উদাহরণীয়। যথোক্তমিতি। "অঙ্গী রসের যে সকল প্রভেদ, তাহার অঙ্গ প্রভৃতির যে সকল প্রভেদ এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিলে যে সকল প্রভেদ হয় তাহা অনন্ত।" ২।১২—এইখানে। প্রতিপাদিতং চেতি। 'চ' শব্দ 'অপি' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া তাহার ক্রম ভাঙ্গিয়া লইতে হইবে। এতদপি প্রতি-

ইত্যাদি শ্লোক থাকা সত্ত্বেও 'এবংবাদিনি দেবর্ষৌ' ইত্যাদি (পৃঃ ১৪৬) অভিনবত্ব লাভ করে। অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপব্যঙ্গ্য ধ্বনিতে কবিপ্রসিদ্ধিসম্পন্ন উক্তির দ্বারা কাব্যশরীর নির্ম্মিত হয় বলিয়া এই শ্লোকের অভিনবত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। যেমন—

"বসন্তকাল আরম্ভ হইলে আম্রকলিকার সহিত অনুরাগীদের উৎকণ্ঠা সহসা সঞ্জাত হয়।"

ইত্যাদি শ্লোক থাকা সত্ত্বেও 'সজ্জেইসুরহিমাসো' ইত্যাদি (পৃঃ ১৫১) অবশ্যই অপূর্ব্বত্ব লাভ করে।

অর্থশক্ত্যুদ্ভব অনুরণনরূপ ব্যঙ্গ্যধ্বনিতে কবিকল্পিতবক্তার উক্তি প্রসিদ্ধিমাত্রের দ্বারা নবত্ব লাভ হয়। যেমন—

"আমার পুত্র একমাত্র বাণের দ্বারা লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিত; সে পূর্ব্বে হস্তিনীদের বৈধব্যের কারণ ছিল। হতভাগিনী বধূ তাহাকে এমন করিয়া দিয়াছে যে সে এখন বাণের আধার তূণীরমাত্র বহন করে।"

পাদিতং (ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে)। অতথাস্থিতানপি বহিস্তথা সংস্থিতামিবেতি। সম্ভাবনার্থক 'ইব' শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছেন যে অর্থ এক জায়গায় বিশ্রান্তি লাভ করে না বলিয়া বিচিত্ররূপী হয়। হৃদয় ইতি। যাহা প্রধানতম এবং সমস্তভাবের কষ্টিপাথর। নিবেশয়তি—যাহার যাহার হৃদয় আছে তাহার তাহার হৃদয়ে অবিচল ভাবে স্থাপিত করে। সুতরাং প্রসিদ্ধ অর্থ হইতে বিভিন্ন হইয়াই অর্থবিশেষ সম্পাদিত হয়। হৃদয়ে নিবিষ্ট হইয়াই তাহারা এইরূপ হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। সা জয়তি। পরিমিত-শক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মার সৃষ্টি হইতেও তাহা উৎকৃষ্ট হইয়া বর্তমান থাকে। তাহার প্রসাদেই কবির বর্ণনীয় অর্থ সুপরিস্ফুট ও সীমাহীন হইয়া থাকে। ৩॥

কবির প্রতিভা ও বাণীর যে অনন্ততা ধ্বনির দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহা অস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছিল; তাহাই কারিকায় উক্তিচাতুর্য্যের দ্বারা নিরূপিত হইতেছে। তাই বলিতেছেন—উপপাদয়িতুমিতি। অর্থবোধ করাইয়া নিরূপণ করাইবার জন্য। যদিও বৃত্তিকার "যুক্ত্যানয়া" ইত্যাদির ব্যাখ্যার অবসরে অর্থের অনন্ততার হেতু বলিয়াছেন তথাপি কারিকাকার বলেন নাই।

ইত্যাদি শ্লোক থাকা সত্ত্বেও "বাণিঅঅহত্থিদন্তা" ইত্যাদি (পৃঃ ১৮২) গাথার অর্থের অভিনবত্ব খণ্ডিত হয় নাই।

যেমন ব্যঙ্গ্যপ্রভেদের আশ্রয়ে ধ্বনিকাব্যের অর্থসমূহের নবীনতা সম্পাদিত হয় সেইরূপ ব্যঞ্জকের প্রভেদের আশ্রয়েও হইতে পারে। গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে তাহা লক্ষিত হইল না; সহৃদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই বুঝিয়া লইবেন। পুনঃ পুনঃ উক্ত হইলেও সারাংশ বলিয়া ইহা এখানে কথিত হইতেছে—

এই ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব বিবিধ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা থাকিলেও কবি এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে যত্নবান্ হইবেন। ৫ ॥

অথবা ইহা বৃত্তিকার কর্তৃক কথিত সংগ্রহ শ্লোক। এইজন্যই বৃত্তিকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই। দৃষ্টপূর্ব্ব ইতি। বাহিরে প্রত্যক্ষাদির দ্বারা অথবা পূর্ব্বকবিদের দ্বারা এই উভয় ভাবে অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কাব্য এখানে মধুমাস বা বসন্তকালস্থানীয়। স্পৃহাং—লজ্জা, রাগবতীং উৎকলিকা ইতি—যেখানে শব্দ নিজেই অর্থ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছে সেইখানে রমণীয়তা কোথায়? এই সকল উদাহরণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বকবিরা এই সকল কথা বলায় কেবল গ্রন্থবৃদ্ধি হইল, আর কিছুই নহে। "আমার পুত্র একমাত্র বাণের দ্বারা লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারিত; সে পূর্ব্বে হস্তিনীদের বৈধব্যের কারণ ছিল। হতভাগিনী বধূ তাহাকে এমন করিয়া দিয়াছে যে সে এখন বাণের আধার তূণীরমাত্র বহন করে।" এই অর্থ সহজেই করা যাইতে পারে। "বাণি অঅ হত্থিদন্তা" ইত্যাদি গাথার অর্থের নবীনতা আছে—এইভাবে যোজনা করিতে হইবে। ৪ ॥

অত্যন্তবিয়োগপর্য্যন্তমেব—'অত্যন্ত' শব্দের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে সীতাকে পাইবার আর ভরসা নাই; এইভাবে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন। যাদবগণ নিজেরা নিজেদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, মহাযাত্রার সময় পাণ্ডবেরা যে ক্লেশ পাইয়াছিলেন তাহা মৃত্যুতে পরিণতি লাভ করিয়াছিল, কৃষ্ণও ব্যাধের হাতে ধ্বংস পাইয়াছিলেন—এইভাবে সকলের তিরোধানই বর্ণিত হইয়াছে। মুখ্যতয়েতি। "হে ভারতর্ষভ, ধর্ম্মবিষয়ে ও অর্থবিষয়ে ও

এখানে অর্থাৎ অনন্ততার হেতু, ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জক যে সম্বন্ধ তাহার বিচিত্ররূপ সম্ভব হইলেও অপূর্ব্ব অর্থলাভেচ্ছু কবি এক রসাদিময় ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবে যত্নবান্ হইবেন। রস, ভাব, তদাভাসরূপ ব্যঙ্গ্য এবং তাহার বর্ণপদবাক্যরচনাপ্রবন্ধরূপ ব্যঞ্জকে যে কবি অবহিতমনা হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে সবই অপূর্ব্ব কাব্যরূপে প্রতিপন্ন হয়। সেই জন্যই রামায়ণমহাভারতাদিতে সংগ্রামাদি পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইলেও অভিনবরূপে প্রকাশিত হয়। কাব্যপ্রবন্ধে এক অঙ্গী রস নিবদ্ধ হইয়া অর্থবিশেষপ্রতিপত্তির এবং অতিশয় শোভার পোষকতা করে। যদি প্রশ্ন করা হয়, কোথায় এইরূপ হয় তাহা হইলে উত্তর দিব—যেমন রামায়ণে বা মহাভারতে। "শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ" (১।৫)—ইহা বলিয়া দেখান হইয়াছে যে স্বয়ং আদিকবি রামায়ণে করুণরসের প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি স্বীয় কাব্যে সীতার তিরোভাব পর্য্যন্ত বর্ণনা দিয়া ইহা নিঃশেষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কাব্যশোভাশালী মহাভারতেও মহামুনি যাদব ও পাণ্ডবদের সম্পূর্ণ তিরোধানজনিত সংসার

কামবিষয়ে ও মোক্ষবিষয়েও এখানে যাহা কিছু আছে তাহা অন্যত্রও থাকিবে, আর যাহা এখানে নাই তাহা অন্য কোথাও নাই।" এখানে যদিও চার প্রকারের পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে তথাপি চারবার 'চ' (ও) কারের প্রয়োগের দ্বারা বুঝান হইতেছে—যদিও ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের অন্যত্র এমন কোন প্রধান স্বরূপ দেখা যায় না যাহা মহাভারতে নাই তথাপি মহাভারতেই ইহা দেখিয়া লইবে যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম শেষ পর্য্যন্ত ধ্বংস লাভ করে। মোক্ষের যে স্বরূপ তাহা যে সকল বস্তুর সারাংশ তাহা এইখানেই বিচার করিয়া দেখ। লোকতন্ত্রম্—লোকসমাজ অর্জ্জন, ভক্ষণাদি যে যে প্রকারে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং তাহাদের উপায়কে সারভূত বলিয়া মনে করিয়া তাহাদের সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। অসারবৎ—তুচ্ছ ইন্দ্রজালাদিবৎ। বিপর্য্যেতি। প্রত্যুত বিপরীত বলিয়া সম্পন্ন হয়। তাহার স্বরূপ চিন্তার কথা এখন থাক্। সেই সেই প্রকারে অত্র অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারে। বিরাগো জায়তে ইতি—ইহাদ্বারা শান্তরসের স্থায়ী ভাব তত্ত্বজ্ঞানোত্থিত নির্ব্বেদকে সূচিত করিয়া এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অঙ্গ সকলের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া তাহার প্রাধান্য বলিলেন।

বিতৃষ্ণাদায়িনী সমাপ্তির বর্ণনা দিয়া দেখাইয়াছেন যে মোক্ষই পরম-পুরুষার্থ এবং শান্তরসই তদীয় কাব্যের প্রধান বক্তব্য বিষয়। অন্য ব্যাখ্যাকারেরা এই সকল কথা আংশিকভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সত্ত্ব ও রজোভাব যেখানে অভিভূত হইয়াছে সেই মহামোহে মগ্ন লোক-সমাজকে অতিবিমল জ্ঞানালোকদায়ী লোকনাথ উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন ; তিনি নিজেই—

"সারহীন লৌকিক পদার্থসমূহ যেমন যেমন ভাবে বিপর্য্যয় লাভ করে তেমন তেমন ভাবে দর্শকের মনে বৈরাগ্য সঞ্জাত হয় ; উহাতে সংশয় নাই।"

ইত্যাদি বহুবার বলিয়া এই বিষয়ের সম্যক্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা হইতে মহাভারতের তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে— অন্য রস শান্তরসের অঙ্গ হইয়া তাহার অনুগমন করিতেছে, অন্য পুরুষার্থ মোক্ষের অনুগমন করিয়া তাহার অঙ্গ হইয়াছে। রসসমূহের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গিভাব থাকে তাহা প্রতিপাদিতই হইয়াছে। শরীর

আপত্তি হইতে পারে যে মহাভারতে শৃঙ্গারবীরাদি রসের চমৎকারও প্রতিভাত হইতেছে। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন— পারমার্থিকেতি। যেমন শরীর শুধু ভোগের আশ্রয় হইলেও কোন বিচারক তাহাকেই প্রধান বলিয়া মনে করে সেইরূপ যাঁহারা লৌকিক বাসনাগতপ্রাণ, যাঁহারা ভোগে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাঁহারা যে রস অঙ্গস্বরূপ তাহাকে প্রধান বলিয়া বলেন। কেবলেম্বিতি। পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করিলে কোন দোষ হয় না—ইহাই অর্থ। বিভূতিষু রাগিণো-গুণেষু চ নিবিষ্টধিয়ো মা ভূত (ঐশ্বর্য্যসমূহে অনুরাগী এবং গুণে অভিনিবিষ্ট হইও না) এই ভাবে যোজনা করিতে হইবে। অগ্র ইতি। অনুক্রমণিকার পরে যে মহাভারত গ্রন্থ আছে সেইখানে। আপত্তি হইতে পারে যে 'বাসুদেব' বলিতে বসুদেবের পুত্রকে বোঝায়, পরমেশ্বর পরমাত্মা মহাদেবকে নহে। ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বাসুদেবসংজ্ঞাভিধেয়ত্বেনেতি। বহু জন্মের শেষে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সর্ব্বজগৎ বাসুদেবময় এই উপলব্ধির দ্বারা আমাকে পায়— ইত্যাদিতে এই তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে যে বাসুদেব-সংজ্ঞা অংশী (সমগ্র) রূপে

আত্মার অঙ্গ, কিন্তু যখন তাহাকে আত্মার উপরে নির্ভরশীল বলিয়া মনে করা হয় না তখন তাহার নিজের প্রাধান্য অনুসারে তাহার চারুত্বের বিচার করিলেও বিরোধিতা হয় না। সেইরূপ নিহিত পারমার্থিক তত্ত্বের অপেক্ষা না করিয়া অঙ্গভূত রস এবং পুরুষার্থের নিজের প্রাধান্য অনুসারে চারুত্ববিচারে কোন বিরোধিতা হয় না। আপত্তি হইতে পারে—মহাভারতের যে বক্তব্য বিষয় তাহা সবই অনুক্রমণিকায় কথিত হইয়াছে; সেইখানে এইরূপ কিছুই দেখা যায় না। বরং সেইখানে অনুক্রমণিকায় শব্দের দ্বারা সোজাসুজিভাবে ইহাই বুঝান হইয়াছে যে মহাভারত সকল পুরুষার্থের হেতু এবং সর্ব্বরসের আকর। এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—মহাভারতে শান্তরস যে সকল রসের অঙ্গী, মোক্ষ যে অন্য সকল পুরুষার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুক্রমণিকায় ইহা সত্যই শব্দের দ্বারা সোজাসুজিভাবে অভিহিত হয় নাই; কিন্তু "এখানে বাসুদেব এবং সনাতন ভগবানও কীর্ত্তিত হইতেছেন"—এই বাক্যে ইহা ব্যঙ্গ্যরূপে দেখান হইয়াছে। ইহার দ্বারা এই অর্থই ব্যঙ্গ্যরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে যে ইহাতে যে পাণ্ডবাদি চরিত্র বিরচিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে সকলের অবসানজনিত বৈরাগ্য এবং অবিদ্যাপ্রপঞ্চের কথন; পারমার্থিক সত্য হিসাবে ভগবান বাসুদেব কীর্ত্তিত হইয়াছেন। সুতরাং সেই পরমেশ্বর ভগবানেই তোমরা সমাহিতচিত্ত হও; সারহীন ঐশ্বর্য্যসমূহে অনুরাগী হইও না অথবা কেবল নয়বিনয়পরাক্রমাদি

প্রকাশ পাইতেছে। "ঋষ্যন্ধকবৃষ্ণিকুরুভ্যশ্চ"—এই সূত্রের ব্যাখ্যাবসরে কাশিকাবৃত্তিকার কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যে শব্দ নিত্যপদার্থ, এইরূপে কাকতালীয় ন্যায়ে শব্দে ব্রহ্মত্ব ও পরমেশ্বরত্ব সঙ্কেতিত হইয়াছে। শান্তনয় ইতি। শাস্ত্রমার্গে ইহার সঙ্গে আস্বাদের যোগাযোগ নাই; তবু পুরুষেরা যখন ইহাকে চায় তখন পুরুষার্থ নামেই ইহার সংজ্ঞা দেওয়া উচিত আর কাব্যে চমৎকারের সংযোগ হইলে ইহা রস নামে অভিহিত হয়। গ্রন্থকার এই সকল কথা 'তত্ত্বালোক' গ্রন্থে বিস্তারিত করিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু এইখানে

কোন গুণে তোমরা একাগ্রমনে অভিনিবিষ্ট হইও না। "সংসারের নিঃসারতা দেখিও"—পরের শ্লোকে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া ব্যঞ্জকশক্তির দ্বারা অনুগৃহীত শব্দ স্ফুট হইয়া অবভাসিত হয়। পরে—"স হি সত্যম্" প্রভৃতি যে সকল শ্লোক পরিলক্ষিত হয় এবংবিধ অর্থ তাঁহাদের অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে।

কবিপ্রজাপতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতের শেষে হরিবংশের বর্ণনায় এই বিষয়ের সমাপ্তি করিয়া নিজেই এই রমণীয় নিগূঢ় অর্থ সম্যক্ প্রস্ফুট করিয়াছেন। অর্থের দ্বারা তিনি সংসারাতীত পরম তত্ত্বে অতিশয় ভক্তির প্রবর্ত্তনা করায় সকল সাংসারিক ব্যবহারই খণ্ডনযোগ্য বলিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দেবতা, তীর্থ, তপস্যা প্রভৃতির এবং অন্য দেবতাবিশেষের প্রভাবাতিশয্যের বর্ণনা সেই পরব্রহ্মলাভের উপায় বা তাঁহার বিভূতি হিসাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাণ্ডবাদির চরিত্র বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে তাহা বৈরাগ্য জন্মায় ও বৈরাগ্য মোক্ষমূলক; এবং গীতাদিতে দেখান হইয়াছে যে মোক্ষ প্রধানতঃ ভগবান্‌কে পাইবার উপায়। সুতরাং পাণ্ডবাদিচরিত্রবর্ণনারও উদ্দেশ্য

এই আলোচনার মুখ্য অবসর নাই বলিয়া আমরা তাহা দেখাইলাম না। সুতরামেবেতি। এইরূপ যে বলা হইল তাহার কারণ বলিতেছেন—প্রসিদ্ধশ্চেতি। 'চ' শব্দ হেতুবাচক। যেহেতু অনাদিকাল হইতেএই লৌকিক প্রসিদ্ধি আছে সেইজন্য ভগবান্ ব্যাস প্রভৃতিও এই অভিপ্রায় লইয়াই এমন রচনাভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন যেখানে স্বশব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয় না। অন্যথা 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইত্যাদি শ্লোকে শব্দ ও অর্থের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয় অথবা ক্রিয়াকারকাদির যে অন্বয় করা হয় ভগবান্ ব্যাসের সেইখানে যে সেই সেইরূপ অভিপ্রায়ই ছিল তাহার প্রমাণ কি ?—ইহাই ভাবার্থ। বিদগ্ধবিদ্বৎপরিষৎসু—কাব্যমার্গে বিদগ্ধ এবং শাস্ত্রমার্গে বিদ্বান্ এইরূপ অর্থ অনুসরণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কবি এক রসভাবাদিসম্পন্ন ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবে যত্নবান্ হইবেন ; প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের অর্থ নিরূপণ করিয়া সেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপসংহার করিতেছেন—তস্মাৎ স্থিতমিতি। অত ইতি। যেহেতু নিশ্চিতরূপে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে সেইজন্যই দৃষ্টান্তেও যে এইরূপ দেখা যায় তাহাও

পরব্রহ্মলাভই। অপরিমিত শক্তির আকর পরব্রহ্ম মথুরায় যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই অবতার অন্য সকল স্বরূপকে নিন্দিত করিয়াছে; তাই তিনি লোকপরম্পরায় বাসুদেব নামে সংজ্ঞিত হইয়াছেন এবং গীতাদি স্থানে সেই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা সমগ্র পরব্রহ্মকেই বুঝান হইয়াছে, শুধু মথুরায় প্রাদুর্ভাবের অংশ বুঝান হয় নাই, কারণ তিনি 'সনাতন'-শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছেন এবং রামায়ণাদিতে ভগবানের অন্য মূর্ত্তিতে এই 'বাসুদেব' সংজ্ঞার প্রয়োগ দেখা যায়। বৈয়াকরণেরা এই অর্থই নির্ণীত করিয়াছেন।

স্থতরাং অনুক্রমণিকায় নির্দ্দিষ্ট বাক্যের দ্বারা ভগবদ্ব্যতিরিক্ত অন্য সমস্ত বস্তুর অনিত্যতা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং শাস্ত্রমার্গে ইহা দেখান হইয়াছে যে মোক্ষ একমাত্র পরম পুরুষার্থ; কাব্যমার্গের দিক্ দিয়াও ইহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে তৃষ্ণাক্ষয়সমন্বিত সুখের পরিপুষ্টিলক্ষণযুক্ত শান্তরস মহাভারতের অঙ্গী রস বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে। এই যে অর্থ যাহা একেবারে সারভূত তাহা ব্যঙ্গ্যরূপেই দর্শিত হইয়াছে, বাচ্যরূপে নহে। সারভূত এই অর্থ স্ববোধক শব্দের দ্বারা সোজাসুজিভাবে প্রকাশিত না হইয়া অতিশয় শোভা আনয়ন

বোঝা গেল। এইরূপ না হইলে দৃষ্টান্তে অঙ্গী রসের প্রাধান্যের কারণ বোঝা যাইত না। দৃষ্টান্তে অঙ্গী রসের প্রাধান্য অনস্বীকার্য্য, যেহেতু তাহা হইতেই চারুত্বের প্রতীতি হয়। রসের আনুকূল্য করিয়াই অর্থের সন্নিবেশ করা হইবে—ইহাই চারুত্বপ্রতীতির কারণ। অলঙ্কারান্তরেতি। 'অন্তর' শব্দ এইখানে বৈশিষ্ট্যবোধক। অথবা—যেহেতু বক্ষ্যমাণ উদাহরণে রসবদ্ অলঙ্কার আছে সেইজন্য তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য অলঙ্কার বুঝাইবার জন্য এইখানে 'অন্তর'শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে যে, যেহেতু মৎস্যকুন্তদর্শন হইতে এখানে জলধির সান্নিধ্য প্রতীয়মান হইতেছে এবং তাহা হইতেই মুনির মাহাত্ম্যের বোধ হইতেছে তাই রসের অনুকূল কোন অর্থের দ্বারা কাব্যশোভার পরিপুষ্টি হয় নাই। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—অত্রহীতি। প্রশ্ন হইতে পারে—আচ্ছা, সমুদ্রদর্শন অদ্ভুত রসের অনুকূল হয়তো হউক। এইখানে বাচ্য অর্থই রসের অনুকূল হইল;

করিতেছে। বিদগ্ধ পণ্ডিতসমাজে এইরূপ প্রসিদ্ধিও আছে যে অধিকতর অভীষ্ট বস্তু ব্যঙ্গ্য হইয়াই প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারা বাচ্য হয় না। সুতরাং ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল—অঙ্গিভূত রসাদির আশ্রয়ে কাব্য রচিত হইলে নূতন অর্থলাভ হয় এবং রচনা অতিশয় শোভাসম্পন্ন হয়। অতএব লক্ষণীয় উদাহরণেও দেখা যায় যে রসের অনুগামী অর্থ রচনা করিলে বিশেষ কোন অলঙ্কার না থাকিলে তাহা অতিশয় শোভাযুক্ত হয়। যেমন—

"ঘটজন্মা যোগিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা অগস্ত্যমুনি সর্ব্বজয়ী; তিনি এক কোষে ভগবানের অবতার মৎস্য ও কূর্ম্ম এই উভয় রূপকেই দেখিতে পাইয়াছিলেন।" ইত্যাদিতে।

এইখানে অদ্ভুত রসের অনুগামী মৎস্য-কচ্ছপদর্শন অতিশয় শোভা-পরিপোষক হইয়াছে। অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া ভগবানের অবতার মৎস্য ও কূর্ম্ম দর্শন সমুদ্রের নৈকট্য হইতেও অদ্ভুত রসের সমধিক অনুকূল হইয়াছে। যে বস্তু পূর্ব্বদৃষ্ট ও পূর্ব্বশ্রুত তাহা লোক-

---

অতএব এই অংশে এইরূপ উদাহরণ কেন দেওয়া হইল? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তত্রেতি। ক্ষুণ্ণং হীতি। পিষ্টপেষণবৎ পুনঃ পুনঃ বর্ণনা ও নিরূপণের দ্বারা যাহার স্বরূপ দলিত হইয়াছে। ইহা যে বহুতর দৃষ্টান্তে পরিব্যাপ্ত হয় তাহা দেখাইতেছেন—ন চ ইত্যাদির দ্বারা। রথ্যায়াং—সঙ্কীর্ণ; তুলাগ্রেণ—কাকতালীয়বৎ, অকস্মাৎ; প্রতিলগ্নঃ—সংস্পৃষ্ট, সম্মুখে থাকিয়া; হে সুভগ—সেই পার্শ্ব যাহা হইতে তুমি অতিক্রান্ত হইয়াছিলে তাহা আজও। রসপ্রতীতিরিতি। একে অপরের প্রতি অনুরক্ত হইলে রতির সঞ্চার হয়; অতএব শৃঙ্গাররসপ্রতীতি। এই অর্থই যে রসের অনুকূল তাহা ব্যতিরেকের দ্বারা দৃঢ় করিয়া বুঝাইতেছেন—সা ত্বাম্ ইত্যাদির দ্বারা। "ধ্বনের্য গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যাধ্বা প্রদর্শিতঃ" উদ্দ্যোতের আরম্ভে এই শ্লোকে যে দেখান হইয়াছিল যে ধ্বনির পথে কবিদের প্রতিভা অনন্ততা লাভ করে; সেই অংশের ব্যাখ্যা শেষ হইয়া গেল বলিয়া উপসংহার করিতেছেন—তদেবম্ ইত্যাদির দ্বারা। সেই শ্লোকের 'সগুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য' অংশ ব্যাখ্যা করিতে-ছেন—'গুণীভূত' ইত্যাদির দ্বারা। ত্রিপ্রভেদব্যঙ্গ্যাপেক্ষয়া—বস্তু, অলঙ্কার

প্রসিদ্ধিঅনুসারে অদ্ভুত হইলেও আশ্চর্য্যজনক হয় না। যাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব তাহা যে অদ্ভুতরসেরই অনুগামী হয় তাহা নহে, অন্য রসেরও হয়। তাই যেমন—

"হে সুভগ, তুমি তাহার যে ক্ষীণ পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া অকস্মাৎ অতিক্রান্ত হইয়াছিলে সেই পার্শ্ব অদ্যাপি স্বেদযুক্ত, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইতেছে।"

এই গাথার অর্থ চিন্তা করিলে যে শৃঙ্গার রসপ্রতীতি হয়, "সে তোমাকে স্পর্শ করিয়া স্বেদযুক্ত, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়"—এবংবিধ অদ্ভুতরসাত্মক প্রতীয়মান অর্থ হইতে তাহা একটুও হয় না।

ও রসাত্মক যে তিন প্রভেদবিশিষ্ট ব্যঙ্গ্য তাহার যে অপেক্ষা অর্থাৎ বাচ্য অর্থের তুলনায় গৌণতা তদ্দ্বারা। সেইখানে যে সকল ধ্বনিপ্রকার আছে তাহাদের গৌণতার জন্য অনন্ততা হইয়া থাকে; তাই বলিতেছেন— অতিবিস্তরেতি। স্বয়মিতি। তন্মধ্যে পুরাণ কাব্যের অর্থের স্পর্শ থাকিলেও গুণীভূতবস্তুব্যঙ্গ্যের দ্বারা যে নবীনতা আসে তাহার উদাহরণ, যেমন আমারই নিম্নলিখিত শ্লোকে—"যিনি ভয়বিহ্বল ব্যক্তিদের রক্ষণকার্য্যে একমাত্র বীর তিনি শরণাগত ধনকে ক্ষণমাত্র বিশ্রামের আশ্বাস দেন নাই—ইহা যুক্তিযুক্তই।" এখানে প্রাচীন কবির কাব্যের অর্থের স্পর্শ থাকিলেও "তুমি অনবরত অর্থ দান কর", এই ঔদার্য্যলক্ষণযুক্ত বস্তু ধ্বনিত হইয়া বাচ্যের অলঙ্কার হইয়া নবীনতা দান করিতেছে। এই অর্থসূচক এই পুরাণ গাথা আছে—"ত্যাগিজনের হাতে হাতে সঞ্চরণজনিত যে খেদ তাহা ধনসমূহের পক্ষে অসহনীয় হওয়ায় কৃপণের গৃহে থাকিয়া তাহারা সুস্থ হইয়া যেন নিদ্রা যাইতেছে।" ব্যঙ্গ্য অলঙ্কার বাচ্য অর্থের অলঙ্কার হইলে যে নবীনতা আসে তাহার উদাহরণ যেমন আমারই শ্লোকে—"যৌবনে তোমার কেশসমূহ বসন্তকালীন মত্তভৃঙ্গসমূহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ছিল; তাই তাহারা অনুরাগবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। কিন্তু আজ তাহারা শ্মশানভস্মরেণুর মত শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াও কেন তোমার ঈষৎ বৈরাগ্যও সঞ্চারিত করিতেছে না?" এখানে যদিও প্রাচীন কবির কাব্যের অর্থের উপযোগিতা আছে তথাপি আক্ষেপ ও

সুতরাং ধ্বনিকাব্যপ্রভেদের সমাশ্রয়ে যে ভাবে কাব্যার্থের অভিনবত্ব হয় তাহা এমনি করিয়া প্রতিপন্ন করা হইল। ত্রিভেদ-বিশিষ্টব্যঙ্গ্যের উপরে নির্ভর করায় গুণীভূতব্যঙ্গ্যের যে সকল প্রকারভেদ হইয়া থাকে তাহার সমাশ্রয়েও কাব্যবস্তুসমূহের নবত্ব হইয়াই থাকে। তাহার উদাহরণ দেওয়া হইল না, কারণ সেইরূপ করিতে গেলে গ্রন্থ অতিশয় বিস্তারিত হইয়া পড়ে; সহৃদয় ব্যক্তিরা নিজেরাই বুঝিয়া লইবেন।

যদি প্রতিভাগুণ থাকে তাহা হইলে ধ্বনি ও গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের সমাশ্রয়ে কাব্যার্থের বিরাম হয় না। ৬॥

যদি প্রতিভাগুণ থাকে তাহা হইলে পুরাতন কাব্যপ্রবন্ধ থাকিলেও নূতন কাব্যের অর্থ অনন্ততা লাভ করে। আর তাহা না থাকিলে,

বিভাবনা অলঙ্কার ধ্বনিত হইয়া বাচ্য অর্থের অলঙ্করণ করিতেছে। এই অর্থ-সূচক এই পুরান শ্লোক উদাহৃত হইতেছে—"ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, মাৎসর্য্য এবং মরণ হইতে মহাভয়—বার্দ্ধক্যে বিদ্বান্ লোকদেরও এই পাঁচটি দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।" ব্যঞ্জিত রস যে গৌণ হইয়া বাচ্যের অলঙ্কার হয় তাহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে—"ইহা জরা নহে; ইহা নিশ্চয়ই ক্রোধান্ধ কালসাপ যাহা মাথার উপরে বসিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া প্রস্ফুট গরলবিশিষ্ট ফেনা বর্ষণ করিতেছে। ইহাকে দেখিয়াও যে জন নিজেকে সুখী মনে করিয়া শিবকে পাইবার উপায় লাভ করিতে চাহে না সে অবশ্যই সুধীর বটে।" উদ্ধৃত প্রাচীন শ্লোকের অর্থ এই যে জরাজীর্ণ শরীরবিশিষ্ট মানবের হৃদয়ে যে বৈরাগ্য সঞ্জাত হয় না তাহা হইতে বোধ হয় যে বৃদ্ধ নিশ্চয়ই হৃদয়ে মনে করে যে মৃত্যু নাই। এই পুরাতন অর্থ থাকিলেও অদ্ভুত রস ব্যঙ্গ্য হইয়া বাচ্য অর্থকে অলঙ্কৃত করিতেছে বলিয়া এবং সেই বাচ্য অর্থ শান্তরসের প্রতীতির অঙ্গ হইতেছে বলিয়া চারুত্ব লাভ করিয়া নবীনতা লাভ করিতেছে। ৫॥

সত্স্বপীত্যাদি—ইহা কারিকার উপস্কার বা উপকরণ অর্থাৎ "ন কাব্যার্থবিরামোঽস্তি" কারিকার এই অংশের সঙ্গে ইহার অন্বয় করিতে হইবে। কারিকার প্রথম তিন পাদের অর্থ স্পষ্ট মনে করিয়া চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যা দিতেছেন—যদীতি। যে প্রতিভাগুণ বর্তমান আছে তাহাই উক্তরীতিতে

কবির কোন কিছু বস্তুই থাকে না। অর্থদ্বয়ের অনুরূপ শব্দ সন্নিবেশকে রচনার শোভা বলা যাইতে পারে; অর্থরচনার প্রতিভার অভাবে তাহা কেমন করিয়া উৎপন্ন হইবে? অর্থবিশেষের অপেক্ষা না করিয়া যদি অক্ষরসন্নিবেশকেই রচনার শোভা মনে করা যায় তাহা হইলে তাহা সহৃদয় ব্যক্তির মনঃপূত হইবে না। এইরূপ মনে করা হইলে অর্থের বিচার না করিয়া শুধু চতুর ও মধুর রচনাকেও কাব্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। যখন শব্দ ও অর্থের সংযোগের দ্বারা কাব্যত্ব লাভ হয় তখন তথাবিধ বিষয়ে কেমন করিয়া কাব্যব্যবস্থা হইবে? যদি এইরূপ আশঙ্কা করা হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে—যে কাব্যের অর্থ পরের দ্বারা নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার সম্পর্কে যেমন কাব্যত্বের প্রয়োগ হয়, তথাবিধ সন্দর্ভসমূহের সম্পর্কেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

শুধু যে ব্যঙ্গ্য অর্থের অনুসারেই অর্থের অনন্ততা হয় তাহা নহে যেহেতু বাচ্য অর্থের অনুসারেও হইতে পারে; ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে:—

বহুলতা লাভ করে, প্রতিভাগুণ না থাকিলে তাহা সম্ভব হয় না। তস্মিন্নিতি। প্রতিভাগুণ অনন্ততা লাভ করিলে। ন কিঞ্চিদেবেতি। সবই পুরান কবি স্পর্শ করিয়াছে, তাই এমন কোন বর্ণনীয় বস্তু রহিল না যাহাতে ব্যাপার থাকিতে পারে। আপত্তি হইতে পারে যে যদিও অপূর্ব্ব বর্ণনীয় বিষয় কিছু নাও থাকে, তথাপি যে রচনাশোভার অপর নাম উক্তিবৈচিত্র্য বা সংঘটনানৈপুণ্য প্রভৃতি তাহা নব নব হইবে এবং তাহার সন্নিবেশ করিলে পুরান কাব্য থাকা সত্ত্বেও নূতন কাব্যের আরম্ভ হইতে পারে। এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বন্ধচ্ছায়াপীতি। অর্থদ্বয়ং—গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও প্রধানীভূতব্যঙ্গ্য। নেদীয় ইতি। ইহা হৃদয়ের নিকটস্থ হইয়া অনুপ্রবিষ্ট হয় না—ইহা ভাবার্থ। ইহার হেতু বলিতেছেন—এবং হি সতীতি। চতুরত্বং—সমাসের সংঘটনা। মধুরত্বং—অপরুষতা। তথাবিধানামপীতি। অপূর্ব্ব রচনাশোভাযুক্ত কাব্যসন্দর্ভসমূহের মধ্যেও যদি পরের কল্পিত অর্থই থাকে তবে তাহার যে কাব্যত্ব তাহা পরেরই কৃত হইল; সুতরাং অর্থেরই অপূর্ব্বতা আশ্রয়ণীয়। যাহা কথনীয় বা বর্ণনীয় তাহা কাব্য,

শুদ্ধ বাচ্য অর্থেরও অবস্থা-দেশ-কালাদি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা স্বভাবতঃ অনন্ততা হইয়া থাকে। ৭ ॥

শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যের উপরে যাহার অপেক্ষা নাই এইরূপ বাচ্যার্থের অবশ্য স্বভাবতঃই অনন্ততা হইয়া থাকে। বাচ্য অর্থের স্বভাবই এই যে চেতন ও অচেতন পদার্থের অবস্থাভেদ, দেশভেদ, কালভেদ ও স্বরূপভেদ হইতে অনন্ততা হয়। তাহারা ঐরূপভাবে ব্যবস্থাপিত থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধ অনেক স্বভাবের অনুকরণকারী স্বভাবোক্তির দ্বারা যে কাব্যার্থ রচিত হয় তাহারও অবধি থাকে না। তাই অবস্থা-ভেদে নবত্ব যেমন—কুমারসম্ভবে "সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন" ইত্যাদি (১।৪৯) উক্তির দ্বারা প্রথমে পার্ব্বতীর রূপবর্ণনা পরিসমাপ্ত হইয়া গেলেও পরে তিনি শম্ভুর নয়নগোচর হইলে "বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী"—ইত্যাদি (৩।৫৩) উক্তির দ্বারা অন্য ভঙ্গীতে তাঁহাকে মন্মথের উপকরণরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। আবার নবপরিণয় সময়ে তাঁহাকে প্রসাধন করা হইতে থাকিলে "তাং প্রাঙ্মুখীং তত্র তন্বীম্"—

তাহার ভাব এই অর্থে কাব্যত্ব। কবির ভাব কাব্য এবং তাহার ভাব কাব্যত্ব এইরূপ ভাব প্রত্যয়ের আশঙ্কা করা যায় না। ৬ ॥

প্রতিপাদয়িতুমিতি। প্রসঙ্গক্রমে, শেষে এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে। অথবা—ব্যঙ্গ্যোপযোগী বাচ্য দ্বিবিধ; তাহা যদি অনন্ত হয় তাহা হইলে ব্যঙ্গ্যেরও অনন্ততা হইবে। এই অভিপ্রায় লইয়া প্রধানভাবেই—প্রসঙ্গক্রমে নহে—ইহা বলা হইতেছে। শুদ্ধস্যেতি। ব্যঙ্গ্যবিষয়ক যে ব্যাপার তাহার স্পর্শ ছাড়াও বাচ্য অর্থ শুধু আপনার স্বরূপবলেই অনন্ততা লাভ করে। পরে স্বরূপের মধ্যে অনন্ততা লাভ করিয়া ইহা ব্যঙ্গ্য অর্থকে প্রকাশ করে—ইহাই ভাবার্থ। মনে রাখিতে হইবে সেইখানে ব্যঙ্গ্যার্থ যে একেবারে নাই তাহা নহে; তাহা হইলে সেইখানে কাব্যত্বই থাকিত না। তাই যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রসধ্বনি অবশ্যই আছে। 'অবস্থাদেশকালা'দিতে যে 'আদি' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা বুঝাইতেছেন—স্বালক্ষণ্যেতি। অর্থাৎ স্বরূপ। যেমন তীব্র একাবস্থাবিশিষ্ট, একদ্রব্যনিষ্ঠ, একসময়গত রূপ ও

ইত্যাদি (৭।১৩) উক্তির দ্বারা নূতন রকমে তাঁহার রূপসৌষ্ঠব নির্ণীত হইয়াছে। সেই কবির সেই একাধিক বর্ণনাভঙ্গী পুনরুক্তি বলিয়া মনে হয় না, অথবা তাহারা নূতন নূতন অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে না এইরূপও মনে হয় না। বিষমবাণলীলায় ইহা দর্শিতই হইয়াছে—"সুকবিদের বাণী এবং প্রিয়াদের ভাববিলাসসমূহ—ইহাদের অবধিও নাই এবং ইহাদের মধ্যে পুনরুক্তিও দেখা যায় না।"

অবস্থাভেদের আর একটি প্রকার এই যে, হিমালয় ও গঙ্গাদি সকল অচেতন পদার্থের সচেতন রূপ পরিকল্পিত হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সেই অচেতন স্বরূপে দ্বিতীয় চেতনাবিশিষ্ট স্বরূপ যোজনা করিয়া কাব্য রচনা করিলে তাহা অপূর্ব্ব বলিয়াই প্রকাশিত হয়। যেমন কুমার-সম্ভবেই পর্ব্বতস্বরূপ হিমালয়ের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে আবার হিমালয় সপ্তর্ষিগণের প্রিয় এইরূপ উক্তিতে তাঁহার যে চেতনাবিশিষ্ট স্বরূপ

স্পর্শের মধ্যে স্বলক্ষণসম্পর্কিত প্রভেদ। ন চ তেষাং ইত্যাদি—দুইটি 'চ'-কারের দ্বারা অতিশয় বিস্ময় সূচিত হইতেছে। কথমপীতি। খুব যত্ন করিয়া বিচার করিলেও পুনরুক্তিদোষ পাওয়া যায় না। প্রিয়াণামিতি। রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ বহুবল্লভ নায়ক সেই সেই কামিনীকে সম্ভোগ করিবার সুখ জানিলেও সে সম্ভোগসময়ে প্রিয়ার বিভ্রমে পুনরুক্তি দেখিতে পায় না। ইহাকেই কান্তাত্ব বলা হইয়া থাকে। কান্তাদের বিভ্রমবৈশিষ্ট্য সমগ্রসংসারব্যাপী প্রবাহের ন্যায়; তাহা নব নব হইয়াই দেখা দেয়। ইহা অগ্নিচয়ন কার্যের ন্যায় অন্যের নিকট হইতে শিক্ষা করা হয় না। তাহা হইলে সেইরূপ কার্য্যের মত ইহাতেও পুনরুক্তিদোষ থাকিতে পারিত। বরং ইহা নিসর্গসঞ্জাত কামাঙ্কুরবিকাশ মাত্র। ইহাই নবনবত্ব। সেইরূপ কাব্যার্থও নিজের প্রতিভাগুণ হইতেই নিঃস্যন্দিত হয়; ইহা পরকীয় শিক্ষার অপেক্ষা রাখে না। ইহাই ভাবার্থ। তাবদিতি। 'তাবৎ'-শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায় এই যে পরে ব্যঙ্গ্যের সংস্পর্শে অবশ্যই বৈচিত্র্য আসে, কিন্তু প্রথমে বাচ্যের নিজের স্বভাবের দ্বারাই বৈচিত্র্য লাভ হয়। তন্নিমিত্তানাঙ্কাতি। ঋতুমাল্যাদির। স্বেতি। স্বপরানুভূতরূপসামান্যমাত্রাশ্রয়েণেতি।—নিজের অনুভূতি এবং পরের অনুভূতির মধ্যে যাহা সাধারণভাবে থাকে তাহা

প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা অপূর্ব্ব হইয়াই প্রতিভাত হয়। সৎকবিদের এই মার্গের প্রসিদ্ধিও আছে। কবিদের ব্যুৎপত্তির জন্য এই পদ্ধতি 'বিষম-বাণলীলা'য় সবিস্তারে দর্শিত হইয়াছে। সচেতন প্রাণীদের বাল্য প্রভৃতি অবস্থার বর্ণনায় যে অভিনবত্ব থাকে তাহা সৎকবিদের কাছে প্রসিদ্ধই। সচেতন প্রাণীদের অবস্থাভেদের মধ্যেও অপ্রধান অবস্থা-ভেদে নূতনত্ব হয়। যেমন কুমারীদের বা অন্য রমণীদের হৃদয় কুসুমশরের দ্বারা বিদীর্ণ হইলে এই বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সেইখানেও বিদগ্ধস্বভাবা ও অবিদগ্ধস্বভাবা রমণী—এই উভয় পক্ষে বিভিন্নতা হয়। অচেতন বস্তুসমূহ যাহারা আরম্ভাদি অবস্থাভেদে বৈচিত্র্যলাভ করে তাহাদের স্বরূপ একটি একটি করিয়া বর্ণনা দিলে অনন্ততা লাভ হয়। যেমন—

অন্য বৈশিষ্ট্যশূন্য এই মাত্র। তাহার আশ্রয়ে। নহি তৈরিতি। ইহা অত্যন্ত অসম্ভব এইরূপ বুঝাইতে ইহা কথিত হইল। যদিও কবিরা প্রত্যক্ষের দ্বারা বস্তুজগৎ দেখিয়া থাকেন, তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে—"শব্দসমূহ সঙ্কেতগত অর্থই বলিয়া থাকে; ব্যবহারের জন্যই সঙ্কেতস্মরণ হইয়া থাকে। এই ব্যবহারের সময় বস্তুর নিজ নিজ রূপের বিশিষ্ট লক্ষণ থাকে না; যেহেতু আমরা এই ভাবেই সঙ্কেত প্রযোগ করিয়া থাকি।" এই সকল যুক্তির দ্বারা বোঝা যায় যে কবির বাণী শব্দের সাধারণ ধর্ম্মকেই স্পর্শ করিয়া থাকে। কিমিতি। ভাবার্থ এই:—যাঁহারা প্রকরণানুসারে অর্থ গ্রহণ করেন তাঁহারা যদি পুনরুক্তি অনুভব না করেন তবে সেই পুনরুক্তি দোষ তাঁহারা স্বীকার করিবেন কেন? ইহাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—ন চেদিতি। উক্তিহীতি। যদি এক শব্দের পরিবর্ত্তে সমান অর্থবোধক অপর শব্দের দ্বারা অর্থ অবিকলভাবে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে পুনরুক্তি হইল না এমন মনে হইবে না। সুতরাং বিশিষ্ট বাচ্য অর্থের প্রতিপাদকের দ্বারাই উক্তির বৈশিষ্ট্য লাভ হইয়া থাকে। গ্রাহ্যবিশেষেতি। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা যে বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয় তাহার যে অভিন্নতা। সুতরাং অর্থ দাড়াইল এই—পদসমূহের সাধারণ অর্থে অথবা সাধারণ অর্থসমহিত বিশিষ্ট অর্থে অথবা

"যে সমস্ত মৃণালসমূহ ভক্ষিত হইয়া শব্দায়মান হংসসমূহের কণ্ঠরবের সংস্পর্শ লাভ করে বলিয়া এক অপূর্ব্ব ঘর্ঘর শব্দবিলাস ঘটিয়া থাকে তাহারা সম্প্রতি হস্তিনীর নবোদ্ভিন্ন মৃদু দন্তাঙ্কুরের তুল্য শুভ্রতা লাভ করিয়া কমলিনীর প্রথম অঙ্কুররূপে সরোবরে আবির্ভূত হইল।"

অন্য জায়গায়ও এই রীতি অনুসরণ করিতে হইবে। দেশভেদ হইতে সমগ্র অচেতন পদার্থসমূহ বিচিত্রতা লাভ করে। যেমন নানা দিগ্দেশবিহারী বায়ুসমূহের এবং সলিল, কুসুম প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুরও বৈচিত্র্য প্রসিদ্ধই। পশু, পক্ষী প্রভৃতি সচেতন প্রাণীরাও গ্রাম, অরণ্য, জল প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে যে অতিশয় পার্থক্য লাভ করে তাহা দেখাই যায়। বিবেচনা সহকারে এই পার্থক্য যথাযথ রচনা করিলে তাহা সেই ভাবেই অনন্ততা লাভ করে। সেই ভাবেই বলা যাইতে পারে—দিগ্দেশাদির জন্য বিভিন্নতা-প্রাপ্ত মানুষদের ব্যবহার ও ব্যাপারাদিতে যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায় কে তাহার শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারে? বিশেষ করিয়া রমণীদের। সুকবিরা স্বীয় প্রতিভানুসারে এই সকল বিষয় রচনা করেন।

বৌদ্ধমতে অন্য বস্তুর অভাবে বা অপোহ—সঙ্কেত এইভাবে যে কোন একটি বস্তুতে বর্ত্তে; ইহাতে আর অন্য তর্ক করিয়া লাভ কি? বাক্য হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য প্রতীত হয়; ইহাতে বাদীদের সংশয়ের অবকাশ কোথায়? অন্বিতাভিধানবাদী, তদ্বিপরীত অভিহিতান্বয়বাদী অথবা যে সম্প্রদায় মনে করেন যে কোন বিশেষ সংসর্গে অর্থ থাকে—বাক্যের অর্থগ্রহণবিষয়ে যে সকল মতবাদী আছেন ইঁহারা কেহই বস্তুবিশেষের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। বলা হইয়াছে যে যাহাকে উক্তিবৈচিত্র্য নাম দেওয়া হয় তাহা শুধু সমানার্থবোধক শব্দের দ্বারা করা হয় না। অন্য যে উক্তিবৈচিত্র্য আছে তাহা তো আমাদের মতেরই সমর্থক। ইহা বলিতেছেন—কিঞ্চেতি। পুনরিতি। অর্থাৎ বার বার। উপমা, নিভ, প্রতিম, চ্ছল, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়, তুল্য, সদৃশ, আভাষ প্রভৃতি বিচিত্র উক্তির দ্বারা উপমাই বৈচিত্র্য লাভ করিয়া থাকে; যেহেতু বস্তুতঃপক্ষে এই সকল উক্তির অর্থের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। যাহার সঙ্গে যাহার প্রকাশ অবশ্যই হইয়া থাকে তাহাই

কালভেদ হইতেও বৈচিত্র্য লাভ হয়। যেমন ঋতুভেদ হইতে দিক্, ব্যোম, জল প্রভৃতি অচেতন বস্তুদের। সচেতন বস্তুদের কাল বিশেষানুসারে যে ঔৎসুক্যাদি হয় তাহা প্রসিদ্ধই আছে। জগৎগত যে সকল বস্তু আছে তাহাদের নিজস্ব প্রভেদবশতঃ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ জন্মায় তাহা প্রসিদ্ধই। বস্তুরা যেমন যেমন অবস্থায় ছিল সেই সেই অবস্থায় অবস্থিত থাকিলেও স্বভাব-ভেদের জন্য কাব্যার্থের অনন্ততা আসে।

এই বিষয়ে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—বস্তুসমূহ যে বাচ্যার্থের বিষয়ীভূত হয় তাহা তাহাদের সাধারণ রূপের দ্বারা, কোন বিশেষরূপের দ্বারা নহে। কবিরা নিজেরা সুখাদি অনুভব করেন; তাহাদের নিমিত্তস্বরূপ যে সকল পদার্থ আছে তাহাদিগকে অন্যত্র আরোপ করিয়া স্বীয় ও পরের অনুভূতির মধ্যে যে সর্ব্বসাধারণত্ব আছে তাহাই রচনা করেন। যোগীদের ন্যায় তাঁহারা অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং পরিচিত বস্তু প্রভৃতির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন না। পরকে যাহা

তাহার নিভ, যাহা যাহার অনুকরণ করে তাহাই তাহার প্রতিম—বাচ্য অর্থ এইরূপ সর্ব্বত্র হইয়া থাকে; বালকদের উপযোগী করিয়া কাব্যের টীকা অনুশীলন করিলে অর্থের উপরে যে অত্যাচার করা হয় কেবল তাহার জন্যই এই ভ্রম জন্মে যে এই সকল স্থানে সমানার্থবোধক শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে—ইহাই ভাবার্থ। এইভাবেই উক্তিবৈচিত্র্য হইতে অর্থের অনন্ততা ও অলঙ্কারের অনন্ততা পাওয়া যায়। অন্যভাবেও উক্তিবৈচিত্র্য হইতে অর্থাদির বৈচিত্র্য আসিতে পারে, ইহা দেখাইতেছেন—ভণিতিশ্চেতি। নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভাষার গোচরীভূত হয় যে বাচ্য অর্থ তজ্জনিত বৈচিত্র্য, তাহা কারণ যাহার অর্থাৎ অলঙ্কারসমূহের ও কাব্যার্থসমূহের অনন্ততার। এই অনন্ততা কর্ম্মস্বরূপ; কর্তৃস্বরূপ উক্তিবৈচিত্র্য এই অনন্ততা সম্পাদন করে। 'প্রতিনিয়ত' ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কর্ম্মভূত অনন্ততার হেতু দেখান হইয়াছে।

মহমহ ইতি—যে অনবরত মধুসূদনের নাম করিতেছে ভগবান কেন তাহার মনের গোচর হয়েন না? এইভাবে এইখানে বিরোধ অলঙ্কারের

অনুভব করান যায় এবং নিজে যাহা অনুভব করা হয় ইহাদের যে সাধারণ রূপ, যাহা সকল প্রতিপত্তার বিষয়ীভূত তাহা পরিমিত বলিয়া পুরাতন কবিদের গোচর হইয়াই আছে ; সেই সাধারণ বস্তুকে বিষয় বহির্ভূত বলিলে অসঙ্গত হইবে। সুতরাং সেই প্রকারবিশেষকে যে আধুনিক কবিরা নূতন বলিয়া মনে করেন ইহা তাঁহাদের নিজেদের একটা [ভ্রমাত্মক] বিশ্বাসমাত্র। ইহার মধ্যে উক্তির বৈচিত্র্যমাত্র আছে।

উত্তরে এই প্রসঙ্গে বলা হইতেছে—যদি বস্তুর সাধারণ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই কবির কাব্যপ্রবৃত্তি হয় তাহা হইলে কাব্যপ্রকারের অবস্থাদিবৈশিষ্ট্যমূলক যে বৈচিত্র্য দেখান হইয়াছে তন্মধ্যে কি পুনরুক্তি হইবে ? যদি সেই পুনরুক্তি নাই হয় তবে কেন কাব্যের অনন্ততা হইবে না ? বস্তুর সাধারণ রূপমাত্রকে আশ্রয় করিয়া যে কাব্য প্রবৃত্ত হয় তাহা পরিমিত বলিয়া পূর্ব্বেই কবিদের গোচরীভূত হইয়াছে। সুতরাং তাহার নূতনত্ব নাই—এই যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অযুক্ত। যদি সাধারণ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই কাব্য প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে মহাকবিবিরচিত কাব্যার্থের আতিশয্য কিসের দ্বারা কৃত হয় ?

শোভা আসিয়াছে। সিন্ধুদেশের ভাষায় 'মহ্ মহ্' শব্দের 'মধুমথন' বা 'মম মম' এই দুই প্রকারের ছায়া হইতে পারে। তাই ভাষার বৈচিত্র্যের জন্য বিরোধ অলঙ্কারের শোভা উন্মেষিত হইয়াছে। "অবস্থাদি বিভিন্নানাং বিনিবন্ধনং। ভূম্নৈব দৃশ্যতে লক্ষ্যে যত্তু ভাতি রসাশ্রয়াৎ ॥" ইহাই কারিকা। অন্য যাহা কিছু আছে তাহা কারিকামধ্যস্থিত টিপ্পনী। এখানে প্রথম তিন পাদের অর্থ সমর্থন করিয়া চতুর্থ পাদে মূল বিধিবাচক অর্থকে তাৎপর্য্যময় করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। 'তদ্' হইতে আরম্ভ করিয়া 'শক্তীনাম্' পর্য্যন্ত পদসমূহ কারিকার মধ্যস্থিত টিপ্পনী। দ্বিতীয় কারিকার চতুর্থপাদ বুঝাইতেছেন—যথাহীতি। ৭—১০॥

সংবাদা ইতি—কারিকার প্রথম অর্দ্ধেক, নৈকরূপতয়েতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধ। ইহা কি রাজাজ্ঞার মত বিনা আপত্তিতে মানিতে হইবে ? এই আশঙ্কা

কিন্তু বাল্মীকি ব্যতিরিক্ত অন্য লোককেও কবি বলা হইয়া থাকে। (যদি পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে) সর্ব্বসাধারণ-প্রযোজ্য অর্থ ছাড়া অন্য কোন কাব্যার্থ থাকে না এবং সর্ব্বসাধারণ-প্রযোজ্য অর্থ তো আদিকবিই দেখাইয়া দিয়াছেন। যদি বলা হয় উক্তির বৈচিত্র্যবশতঃ ইহাতে কোন দোষ হয় না তাহা হইলে বলিব, এই উক্তিবৈচিত্র্য জিনিষটি কি? উক্তি হইতেছে সেই বচন যাহার দ্বারা বাচ্য অর্থবিশেষ প্রতিপাদিত হয়। তাহার যদি বৈচিত্র্য থাকে, তবে বাচ্য অর্থের কেন বৈচিত্র্য থাকিবে না, কারণ বাচ্য ও বাচক অবিনাভূত হইয়া থাকে? কাব্যে যে বাচ্য অর্থ প্রতিভাসিত হয় তাহার রূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য বস্তুবিশেষের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং যিনি উক্তির বৈচিত্র্য সম্পর্কিত মত পোষণ করেন তিনি ইচ্ছা না করিলেও বাচ্য অর্থের বৈচিত্র্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তাই এই সংক্ষিপ্ত মত বলা হইতেছে—

করিতেছেন—কথমিতি চেদিতি। ইহার উত্তর দিতেছেন—'সংবাদো' ইত্যাদি কারিকার দ্বারা। বৃত্তিতে এই কারিকাকেই ভাগ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 'শরীরীণাং'-শব্দ প্রতিবিম্বাদি তিনটি শব্দের সঙ্গে যোজনা করিতে হইবে ইহা দেখান হইল। শরীরিণ ইতি। পূর্ব্বেই ইহার স্বরূপের উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া যাহা প্রাধান্য পাইয়াছে তাহার। ১১, ১২ ॥

"তত্র পূর্ব্বমনন্যাত্ম······কবিঃ।" ইহাই কারিকা। অনন্যাত্ম—পূর্ব্বে যে কাব্য রচিত হইযাছে তাহা হইতে যাহার স্বভাব অভিন্ন, ইহা যে রূপে প্রকাশ পায় তাহা পূর্ব্বকবিদের দ্বারা স্পৃষ্টই বটে। যেভাবে প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয় সেইরূপে, পূর্ব্ব কবির কাব্য বিম্বের ন্যায়। এই কাব্য নিজে কিরূপ তাহা এখানে বুঝাইতেছেন—তাত্ত্বিকশরীরশূন্যমিতি। তাহার দ্বারা অপূর্ব্ব কিছু পরিকল্পিত হয় না; প্রতিবিম্বও এইরূপই হইয়া থাকে। এইভাবে প্রথম প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া দ্বিতীয় প্রকার বুঝাইতেছেন—তদনন্তরমিতি। অর্থাৎ দ্বিতীয়। অন্যের সহিত যে সাম্য তাহা; সেইভাবে। তুচ্ছাত্মেতি। চিত্র প্রভৃতির অনুকরণে অনুকরণীয় বস্তু সম্পর্কে প্রতীতি জাগ্রত হয়; কিন্তু সেইখানে মনে হয় না বাস্তবিক পক্ষেই সিন্দুরাদি আছে

"বাল্মীকিব্যতিরিক্ত কোন একটি কবির রচিত অর্থে যদি প্রতিভা মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে তাহার অনন্ততা অক্ষয় হইয়া পড়ে।"

অপিচ, উক্তির বৈচিত্র্যকে যদি কাব্যের নবীনতার কারণ মনে করা যায় তাহা হইলে তাহা আমাদের পক্ষে অনুকূলই হয়। কারণ কাব্যার্থের অনন্ত ভেদের হেতু এই যে প্রকার পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে তাহা পুনরুক্তির বৈচিত্র্যবশতঃ দ্বিগুণ হয়। এই যে উপমাশ্লেষাদি অলঙ্কারবর্গ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা ভণিতিবৈচিত্র্যের সহিত রচিত হইলে নিজেই শত শাখা লাভ করে। যাহাকে ভণিতি বা উক্তি বলা হয় তাহাও নিজ ভাষাভেদের দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইলে প্রত্যেক ভাষার নিয়মানুসারে যে অর্থ তাহার গোচরীভূত হয় তাহার বৈচিত্র্য-হেতু কাব্যার্থে অন্য রকমের বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। যেমন আমারই রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকে—

" 'আমার', 'আমার' বলিতে বলিতে মানুষের কাল চলিয়া যায়। তথাপি দেব জনার্দ্দন মনের গোচর হয়েন না।" [মধুসূদন আমারই, আমারই]

এইভাবে যেমন যেমন নিরূপিত হয় তেমন তেমন ভাবে কাব্যার্থ অনন্ততা লাভ করে। ইহা কিন্তু বলা হইতেছে—

অবস্থাদির দ্বারা বিভিন্নতা প্রাপ্ত বাচ্য অর্থের যে রচনা

যাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—

তাহা উদাহরণীয় কাব্যে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায় ;

তাহা পৃথক্ করা যায় না—

বরং তাহা রসাশ্রয়ে দীপ্তি প্রাপ্ত হয়। ৮ ॥

এবং এই প্রতীতি চারুত্বের সৃষ্টিও করে না—ইহাই ভাবার্থ। এতদেবেতি। তৃতীয় যে রূপ তাহা অপরিহার্য্য। আত্মনোঽন্যস্য ইত্যাদি। এই কারিকা বৃত্তিতে ভাগ করিয়া পঠিত হইয়াছে। আবার কোন কোন পুস্তকে ইহা অবিভক্তভাবেই দেখান হইয়াছে। 'আত্মনঃ', অর্থাৎ সারভূত তত্ত্বের ব্যাখ্যা

তাই সৎকবিদের উপদেশের নিমিত্ত ইহা সংক্ষেপে বলা হইতেছে—

দেশকালাদির ভেদে বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত বস্তুজগৎ যদি রস-ভাবাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া ঔচিত্যানুসারে অন্বিত হয়…৯ ॥

তবে পরিমিতশক্তিসম্পন্ন, বাল্মীকিব্যতিরিক্ত অন্য কবিদের গণনা কি ভাবে করা যাইবে—

জগতের প্রকৃতির মত তাহা সহস্র বাচস্পতির দ্বারা রচিত হইলেও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না। ১০ ॥

যেমন অতীত কল্পপরম্পরায় বিচিত্র বস্তুপ্রপঞ্চের আবির্ভাব হইলেও ইহা বলা যায় না যে এখন জগৎ প্রকৃতির অন্য পদার্থ নির্ম্মাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে সেইরূপ কাব্যের অর্থপরম্পরাযুক্ত মর্য্যাদা অনন্ত কবিপ্রতিভার দ্বারা আহৃত হইলেও তাহা এখনও ক্ষয় পাইতেছে না বরং নব নব ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন কবিপ্রতিভার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপ হইলেও—

পূর্ব্বপঠিত পদ দুইটির দ্বারাই দেওয়া হইয়াছে। সসংবাদানামিতি—এইরূপ পাঠ গ্রাহ্য। সংবাদানাম্—এই পাঠ গ্রহণ করিলে, বাক্যার্থরূপ সমুদায়ের যে সংবাদসকল তাহাদের, এইরূপে ভিন্ন বিভক্তি করিয়া অর্থযোজনা করিতে হইবে। 'বস্তু' শব্দের দ্বারা এক, দুই, তিন বা চারটি পদের অর্থ। তানিতি। অক্ষর ও পদ। তান্যেবেতি। সেইরূপের দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ যাহারা ঈষৎভাবেও অন্যরূপ পায় নাই। এইভাবে অক্ষরাদির রচনারূপ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা করিয়া অর্থতত্ত্বরূপ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের যোজনা করিতেছেন—তথৈবেতি। শ্লেষাদিময়ানীতি। শ্লেষাদিস্বভাবযুক্ত। 'সদ্বৃত্ত', 'তেজস্বী', 'গুণ', 'দ্বিজ' প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বে হাজার হাজার কবি কর্ত্তৃক শ্লেষমূলক অর্থে প্রযুক্ত হইলেও এখনও সেইরূপভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; 'চন্দ্র' প্রভৃতি শব্দও উপমানরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। তথৈব পদার্থরূপাণি—ইত্যাদিতে 'নাপূর্ব্বাণি ঘটয়িতুং শক্যন্তে' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিরুধ্যন্তি' পর্য্যন্ত পদ পূর্ব্ব বাক্য হইতে যোগ করিতে হইবে। ১৩—১৫ ॥

সুমেধাসম্পন্ন কবিদের মধ্যে সাদৃশ্য (সংবাদ) বহুল পরিমাণেই থাকে।

ইহা নিশ্চিতরূপে দেখা যায় যে মেধাবীদের বুদ্ধির মধ্যে সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু—

সেই সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে যে সাদৃশ্য তাহা অবিকল একাকার নহে। ১১ ॥

যদি প্রশ্ন করা হয় কেন—

অন্য কাব্যার্থের সহিত সাদৃশ্যকে সংবাদ বা সম্মতি বলে। সেই সাদৃশ্য আবার তিন প্রকারের হইতে পারে—দেহীদের সঙ্গে প্রতিবিম্বের যেরূপ সাদৃশ্য থাকে সেইরূপ, অথবা দেহীদের সঙ্গে আলেখ্যের যেরূপ সাদৃশ্য থাকে সেইরূপ, অথবা এক দেহীর তুল্য অন্য শরীরীর যে সাদৃশ্য থাকে, সেইরূপ। ১২ ॥

'লোকস্য' এই পদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—সহৃদয়ানামিতি। চমৎকৃতিরিতি। আস্বাদপ্রধানবুদ্ধি। 'অভ্যুজ্জীহিতে' পদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—উৎপদ্যত ইতি। উদিত হয়। বুদ্ধির আকার দেখাইতেছেন—স্ফুরণেয়ং কাচিদিতি। যদপি তদপি......নোপযাতি। এই কারিকা ভাগ করিয়া পাঠ করা হইয়াছে। স্ববিষয় ইতি। যাহা নিজে তৎকালিক হিসাবে স্ফুরিত হয় নাই। পরস্বাদানেচ্ছাবিরতমনসো বস্তু সুকবেরিতি। ইহা তৃতীয় পাদ। "কেমন করিয়া নূতনত্ব আনয়ন করিব" এইরূপ অভিপ্রায় লইয়া কাব্যবিষয়ে উদ্যমহীন হইতে পারেন অথবা অপরে যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার উপরে নির্ভরশীল হইতে পারেন; এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সরস্বত্যেবেতি। কারিকায় যে 'সুকবি' বলা হইয়াছে ইহা কবিদের জাতি বুঝাইতে একবচন, এই অভিপ্রায় লইয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন—সুকবীনামিতি। ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—"প্রাক্তন হইতে আরম্ভ করিয়া ন তেষাম্" এই পর্য্যন্ত। আবির্ভাবয়তীতি। নূতন করিয়াই সৃজন করে। ১৬—১৭ ॥

ইত্তীতি। কারিকা ও তাহার বৃত্তির দ্বারা যে নিরূপণ সেই প্রকারের

অন্য কাব্যবস্তুর সহিত যে সাদৃশ্য তাহাকেই সংবাদ বলে। তাহা আবার তিন প্রকারের—শরীরীদের প্রতিবিম্বের সহিত, আলেখ্যের সহিত বা তুল্য দেহীর সহিত। এমন কোন কোন কাব্যবস্তু আছে যাহা অন্য বস্তুর হুবহু নকল করিয়া সাদৃশ্য লাভ করে, এই সাদৃশ্য প্রতিবিম্ববৎ। আবার কোন কোন কাব্যবস্তু আছে যাহার সঙ্গে অন্য কাব্যবস্তুর সাদৃশ্য আলেখ্যের সহিত সাদৃশ্যের ন্যায়। আর এক প্রকারের কাব্যবস্তু আছে যাহার সঙ্গে অন্য কাব্যবস্তুর সাদৃশ্য তুল্য শরীরীর সঙ্গে সাদৃশ্যের ন্যায়।

এই সকল সাদৃশ্যের মধ্যে প্রথমটি মূল হইতে বিভিন্ন অন্য আত্মাশূন্য, দ্বিতীয় সাদৃশ্যের মধ্যে যে আত্মা আছে তাহা তুচ্ছ—কবি ইহাদিগকে পরিহার করিবেন। তৃতীয় যে সাদৃশ্য আছে তাহা প্রসিদ্ধ আত্মাবিশিষ্ট; তাহা কবি পরিহার করিবেন না। ১৩ ॥

দ্বারা। অক্লিষ্টা অর্থাৎ রসের আশ্রয়বশতঃ সমুচিত গুণ ও অলঙ্কারের যে অম্লান শোভা কাব্য তাহা বহন করে। (উদ্যানপক্ষে) কালোচিত জলসেচনাদিরূপ আশ্রয়; তৎকৃত সৌকুমার্য্য, শোভাশালিত্ব সৌগন্ধ্য প্রভৃতি গুণসমূহের যে অলঙ্কার অর্থাৎ পরিপূর্ণতাপ্রাপ্তি উদ্যান তাহা বহন করে। যস্মাদিতি—কাব্যনামক উদ্যান হইতে। সর্ব্বং সমীহিতমিতি। ব্যুৎপত্তি, কীর্ত্তি, প্রীতিলক্ষণযুক্ত। এই সকল কথা পূর্ব্বেই বিস্তারিতভাবে বোঝান হইয়াছে, তাই এখানে শ্লোকের অর্থমাত্র ব্যাখ্যাত হইল। সুকৃতিভিরিতি। যাঁহারা দুরূহ উপদেশ বিনাও সেইরূপ ফলভোগী হয়েন তাঁহাদের কর্ত্তৃক। অখিলসৌখ্যধাম্নীতি। অখিলং অর্থাৎ দুঃখলেশের দ্বারাও স্পৃষ্ট হয় নাই যে সৌখ্য তাহার একাশ্রয়ে। যাহা সকল দিক্ দিয়া প্রিয় এবং সকল দিক্ দিয়া হিতকারী তাহা সংসারে দুর্লভ। বিবুধোদ্যান অর্থাৎ নন্দনকানন। যে সকল পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ করিয়াছেন অভিলষিত বস্তু লাভ করিবার কারণ তাঁহাদেরই আছে। 'বিবুধাঃ' বলিতে দেবতাদের সহিত কাব্যতত্ত্বজ্ঞ লোকদিগকেও বুঝিতে হইবে। দর্শিত ইতি। আছে বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা অপ্রকাশিত

তন্মধ্যে প্রথম প্রতিবিম্বকল্প কাব্যবস্তু সুমতিসম্পন্ন কবি পরিহার করিবেন ; যেহেতু তাহা পূর্ব্ব আত্মা হইতে বিভিন্ন অন্য তাত্ত্বিক আত্মাসম্পন্ন নহে। অপর যে দ্বিতীয় আলেখ্যবৎ সাদৃশ্য আছে তাহাও পরিত্যাজ্য, কারণ তাহার মধ্যে যে আত্মা আছে অন্য শরীরে তাহা যুক্ত হইলেও তাহা তুচ্ছ। তৃতীয় যে প্রকার তাহাতে কমনীয়তাবিশিষ্ট শরীর থাকিলে সেই কাব্যবস্তু সাদৃশ্যময় হইলেও কবি তাহা পরিহার করিবেন না। একই দেহী অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত হইলেও তাহারা এক এমন বলা যায় না।

ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে—

পৃথক্ আত্মার অস্তিত্ব থাকিলে, কোন বস্তু পূর্ব্ব তত্ত্বানুযায়ী হইলেও অধিকতর ঔজ্জ্বল্য লাভ করে, যেমন তন্বীর মুখ চন্দ্র-তুল্য হইলেও অধিকতর দীপ্তি পায়।১৪॥

বাচ্যাতিরিক্ত অন্য সারভূত তত্ত্বরূপ আত্মা থাকিলে কাব্যবস্তু পূর্ব্ব-কবিদের বর্ণিত বিষয়ের অনুযায়ী হইলেও অধিকতর ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। পুরাতন রমণীয় কান্তির দ্বারা অনুগৃহীত বস্তু শরীরের ন্যায় পরম শোভার পোষকতা করে। তাহার মধ্যে পুনরুক্তি দোষ প্রকাশিত হয় না। ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে চন্দ্রের শোভা বিশিষ্ট তন্বীর মুখের।

তাহা কেমন করিয়া ভোগ্য হইবে ? কল্পতরুর মহিমার সহিত তুলনা যাহার ; সেইরূপ মহিমা আছে যাহার—এইভাবে বহুব্রীহিগর্ভ বহুব্রীহি। কাব্যে যে সকল অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি হয় এক ধ্বনির দ্বারা তাহা সম্ভব। এই সকল কথা বিস্তারিত করিয়া বলা হইয়াছে। সংকাব্য···হেতোঃ—ধ্বনি স্বরূপ ও এই গ্রন্থের মধ্যে যে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক-সম্বন্ধ আছে তাহার, অভিধেয় ধ্বনির এবং তাহার জ্ঞানস্বরূপ প্রীতিরূপ প্রয়োজনের (সহৃদয়মনঃপ্রীতয়ে) উপসংহার করা হইল। ইহা লোকপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই প্রত্যয় হয় যে এখানে অভিলষণীয় বস্তু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সেইজন্য লোকসমাজ বহুল পরিমাণে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। এই সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রত্যয় দুই কারণে হইতে পারে—প্রথমতঃ গ্রন্থকারের নাম শ্রবণ করিয়া ; দ্বিতীয়তঃ কবি ও বিদ্বান্ বলিয়া

এইভাবে সমগ্ররূপবিশিষ্ট, সাদৃশ্যযুক্ত বাক্যার্থের সীমা বিভাগ করা হইল। অন্যবস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যসম্পন্ন পদার্থ এবং সেইজাতীয় কাব্য-বস্তুতে কোন দোষ নাই, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে—

নূতন কাব্যবস্তু স্ফুরিত হইলে প্রাচীন কবিপরম্পরানিবদ্ধ কাব্যবস্তুর রচনা অক্ষরাদি রচনার ন্যায়ই দোষাবহ হয় না। ১৫॥

বাচস্পতি ও অপূর্ব্ব কোন অক্ষর বা পদ ঘটাইতে সমর্থ হয়েন না। কাব্যাদিতে সেই সকল পুরাতন অক্ষর বা পদ নিবদ্ধ হইলে তাহারা কাব্যের নূতনত্বের বিরোধী হয় না। সেইরূপ শ্লেষাদিময় অর্থতত্ত্ব সম্পন্ন অপূর্ব্ব পদার্থও কেহ ঘটাইতে পারে না।

সুতরাং—

যে কোন বস্তুই হউক তাহা যদি লোকের নিকট স্ফুরিত হয় সেইখানে এই চমৎকৃতি উৎপন্ন হয়।

এই স্ফুরণা কি?—সহৃদয় ব্যক্তিদের চমৎকৃতি। ইহা উৎপন্ন হয়।

তাঁহার যে অসাধারণ প্রসিদ্ধি আছে তাহা স্মরণ করিয়া। ভর্তৃহরিও নিজের সম্পর্কে এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছেন—"যাঁহার এইরূপ ঔদার্য্যমহিমা, যাঁহার এই শাস্ত্রে এবংবিধ শক্তিমত্তা দেখা যায়, তাঁহার এই কাব্যপ্রবন্ধ; সুতরাং ইহা আদরণীয় ও লোকসমাজ ইহাতে প্রবৃত্ত হয় এইরূপ দেখা যায়।" লোকসমাজ এই শাস্ত্রোক্ত প্রয়োজনের জ্ঞান লাভ করিতে অবশ্য প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং যে শ্রোতৃজনসমাজ অনুগৃহীত হইবে নিজের নামকরণ তাহাদের প্রবৃত্তিজাগরণের অঙ্গ হইবে, এই মনে করিয়া গ্রন্থকার তাহা করিতেছেন। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—আনন্দবর্দ্ধন ইতি। 'প্রথিত' শব্দের দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইল যে সেই নামকরণ কাহাকেও কাহাকেও নিবৃত্তও করিবে। সুতরাং এখানে মাৎসর্য্য বা অহঙ্কার আছে এইরূপ গণনা অগ্রাহ্য। যদি নিঃশ্রেয়সরূপ প্রয়োজনের কথা শুনিয়াও সংসারানুরাগান্ধ কোন ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত হয়েন তবে কি করা যাইতে পারে? প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন—উভয়ই যে বলিতে হইবে

সেইরূপ কাব্যবস্তু পূর্ব্বতন কাব্যের শোভার অনুগামী হইলেও সুকবি তাহা রচনা করিলে তাহা নিন্দার্হ হয় না।১৬॥

সেইরূপ বস্তু পূর্ব্বতন কাব্যের শোভার অনুগত হইলেও সুকবি যদি তাঁহার অভিপ্রেত ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ অর্থ ও শব্দ রচনারূপ শোভা চয়ন করিয়া সেই কাব্যবস্তু সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তিনি নিন্দনীয় হয়েন না। সুতরাং ইহা স্থির হইল—

"কবিকর্ত্তৃক সুষ্ঠুরূপে প্রকটিত, বিবিধ অর্থসমন্বিত, অমৃতরসযুক্ত বাণী বিস্তার লাভ করুক্। স্বীয় অনবদ্য বিষয়ে কবিরা যেন অবসাদ-গ্রস্ত না হয়েন।"

"কাব্যার্থসমূহ অভিনব; অপর কবি কর্ত্তৃক রচিত অর্থ সৃষ্টি করায় কোন গুণ নাই।"—ইহা চিন্তা করিয়া [তাঁহারা অবসাদগ্রস্ত হইবেন না।]

যে সুকবি পরস্ব গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাঁহার এই ঐশ্বর্য্যশালিনী বাণী যথেষ্ট কাব্যবস্তু সৃজন করিয়া দেয়।১৭॥

এমন নহে। প্রথিতাভিধান অর্থাৎ ইহার নাম অথিজনের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"বৈখরা নামক যে চতুর্থী শক্তি অর্থকে স্পষ্ট করিয়া বাহিরে ব্যাপ্ত করিয়া দেয় সেই প্রত্যক্ষ অর্থদর্শিনী শক্তিকে আমি বন্দনা করি।"

"কাব্যালোকের অর্থতত্ত্ব আনন্দবর্দ্ধনের বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিকশিত হইয়াছে বলিয়া তাহার উৎকর্ষ অনুমেয়। যাহা উন্মেষিত হইয়া সকল সদ্বিষয় প্রকাশ করিয়াছে অভিনবগুপ্তের লোচন তাহাকে সৃষ্টির বিষয়ীভূত করুক্।"

"শ্রী সিদ্ধিচেলের চরণকমলের পরাগের দ্বারা যে ভট্টেন্দুরাজ পবিত্রিত হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছে; যিনি মীমাংসা, ন্যায়, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কাব্যপ্রবন্ধসেবায় যিনি নিবিষ্টচিত্ত সেই অভিনবগুপ্ত এই ধ্বনিবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন।"

পরস্বগ্রহণে বিরতমনা সুকবির এই ঐশ্বর্য্যশালিনী বাণী যথাভিলষিত বস্তু ঘটাইয়া থাকে। যে সকল সুকবিরা পুণ্যাভ্যাস বলে কাব্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন এবং যাঁহারা অপরের রচিত অর্থগ্রহণে নিঃস্পৃহ তাঁহাদের নিজস্ব চেষ্টার কোন উপযোগিতা থাকে না; সেই ঐশ্বর্য্যশালিনী বাণী স্বয়ং অভিপ্রেত অর্থের আবির্ভাব করায়। ইহাই মহাকবিদের মহাকবিত্ব। ইতি ওঁ। অধিক বলা বাহুল্য।

যে উদ্যান অম্লান রসের আশ্রয়, যাহা সমুচিত গুণ ও অলঙ্কারাদির শোভায় সমন্বিত, যাহা হইতে সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা সকল অভিলষিত বস্তু লাভ করেন, সেই কাব্যনামক নিখিল সৌখ্যের ধামস্বরূপ পণ্ডিতদের কল্পোদ্যানে আমি ধ্বনিমার্গ দেখাইয়াছি। এই সেই ধ্বনি যাহার মহিমা কল্পতরুর তুল্য; তাহা ভাগ্যবান্ সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে আস্বাদযোগ্য হইয়া থাকুক।

সৎকাব্যতত্ত্বের ন্যায্য পথ যাহা পরিপক্কবুদ্ধি গ্রন্থকারদের মনে প্রসুপ্ত অবস্থায় ছিল প্রথিতনামা আনন্দবর্দ্ধন সহৃদয় ব্যক্তিদের অভ্যুদয়ের জন্য তাহা প্রকাশ করিলেন।

ইতি শ্রীরাজানক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত ধ্বন্যালোকে চতুর্থ উদ্দ্যোত।

এই গ্রন্থ সমাপ্ত

"এই কবি নিজের আনন্দের জন্য সজ্জনদিগকে প্রার্থনা করেন না। সজ্জনের আনন্দদান তাঁহার স্বভাব। লোকসমাজ কি চন্দ্রকে আনন্দদান করিতে আমন্ত্রণ করে? খলজন পুনঃপুনঃ ধিক্কার দিলেও সে তাহাদিগকে নিন্দা করে না। ধিক্কার দিলেও অনল কখনও নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শীতল হয় না। বাস্তবিকপক্ষে হৃদয় শিবময় হইলে সকল বস্তুজগৎ শিবময় বলিয়া মনে হয়। কোথাও কাহারও বচন শিবহীন হয় না; সুতরাং তোমাদের শিবময় অবস্থা হউক্।"

ইতি মহামাহেশ্বর অভিনবগুপ্তবিরচিত কাব্যালোকলোচনে চতুর্থ উদ্দ্যোত।

এই গ্রন্থও সমাপ্ত॥

টীকা

অতিব্যাপ্তি—যদি কোন বস্তুর লক্ষণ করিতে যাইয়া এমন দেখা যায় যে সেই লক্ষণটি লক্ষ্যবস্তু ও তদতিরিক্ত অন্য বস্তুতেও প্রযোজ্য হয় তাহা হইলে লক্ষণের যে দোষ হয় তাহাকে বলে অতিব্যাপ্তি দোষ। যেমন গরুর লক্ষণ করিতে যাইয়া কেহ যদি বলেন যে ইহা লেজবিশিষ্ট পশু তাহা হইলে এই দোষ হইবে, কারণ গরু-ব্যতিরিক্ত অন্য পশুরও লেজ আছে।

অতিসর্গ—"প্রৈষাতিসর্গপ্রাপ্তকালেষু কৃত্যাশ্চ"—এইরূপ পাণিনিসূত্র আছে। প্রৈষ—বিধি বা নির্দেশ ; অতিসর্গ—যথেচ্ছ কাজ করিবার অনুমতি, প্রাপ্তকাল—যথোযোগ্যরূপে উপস্থিত কাল—এই তিনটি ক্ষেত্রে ধাতুর উত্তর কৃত্য প্রত্যয় হইবে ও লোটের প্রয়োগ হইবে।

অনবস্থা—যে বস্তুর সাহায্যে অন্য কোন বস্তুর উপপাদন করা হয় সেই পদার্থটি সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে। এই সহায়ক বস্তু সিদ্ধ বলিয়া ইহার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে না এবং চিন্তা সেইখানে বিশ্রান্তি লাভ করে। "গঙ্গায় ঘোষবসতি" বলিলে 'গঙ্গা'-শব্দের লাক্ষণিক (গৌণ) অর্থ গ্রহণ করিতে হয়। ইহার প্রয়োজন শীতলতা ও পবিত্রতা বুঝান। এই প্রয়োজনকে চরম বলিয়া মানিয়া লইলে চিন্তা বিশ্রান্তি লাভ করে। কিন্তু যদি কেহ মনে করেন যে এই শীতলতা ও পবিত্রতা-সূচক অর্থও 'গঙ্গা'-শব্দের লাক্ষণিক অর্থের অন্তর্ভূত তাহা হইলে এই দ্বিতীয় লক্ষণার জন্য নূতন প্রয়োজন বাহির করিতে হইবে। এইভাবে চিন্তা অবিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে একটি হেতু অবলম্বন করিয়া অন্য দুইটি বস্তুর মধ্যে নিশ্চিত সম্বন্ধের জ্ঞান হয়। প্রত্যেক অনুমান (inference) সিদ্ধ হইল কিনা ইহা লইয়া সংশয় উঠিতে পারে এবং সেই সংশয় নিরসনের উপায় আছে। কিন্তু যদি কেহ বলেন যে অনুমানরূপ প্রমাণ যে প্রামাণিক তাহাই অনুমানের সাহায্যে দেখাইতে হইবে তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হইবে, কারণ তাহা হইলে এই অনুমানের প্রামাণ্যতা লইয়া আবার প্রশ্ন উঠিবে।

অনুমান বা অনুমিতি—নিশ্চিত জ্ঞানকে বলা হয় প্রমা। প্রমার অন্যতম প্রকারের নাম অনুমিতি বা অনুমান। যখন কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়া অন্য দুইটি বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের জ্ঞান হয় তখন সেই জ্ঞানকে বলা হয় অনুমান। পর্বতে ধূম দেখিয়া কেহ যদি মনে করেন সেইখানে বহ্নি আছে,

কারণ পাকশালা প্রভৃতি স্থানে যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেইখানে সেইখানে বহ্নিও থাকে এবং হ্রদ প্রভৃতি স্থানে যেখানে বহ্নি নাই সেইখানে ধূম নাই, তাহা হইলে এই জ্ঞানকে অনুমান বলা যাইতে পারে। এই অনুমানের তিনটি অংশ আছে। যাহার সম্পর্কে অনুমান করা হয় তাহার নাম 'পক্ষ' (পর্ব্বত), পক্ষে যাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় তাহাকে বলা হয় 'সাধ্য' (বহ্নি) এবং যে বস্তু সাধ্যের সঙ্গে নিয়তসম্বন্ধযুক্ত থাকে বলিয়া অনুমান সম্ভব হয় তাহাকে বলা হয় হেতু (ধূম)।

অনুবাদ—কোন প্রমাণবিশেষের দ্বারা যাহা পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে এমন বিষয়ের পুনরায় শ্রবণকে অনুবাদ বলে। (বিধি দেখুন) বিধিবাক্যের পুনরায় কথন ও সমর্থনের নাম অনুবাদ।

অনৈকান্তিক—যদি হেতু (ধূম) সাধ্যের (বহ্নির) সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে, যদি পক্ষ (পর্ব্বত) ও পক্ষজাতীয় বস্তুতে (বহ্নিযুক্ত পাকশালায়) তাহার অস্তিত্ব দেখা যায় এবং বিপক্ষজাতীয় বস্তুতে (বহ্নিহীন হ্রদে) তাহার অভাব দেখা যায় তাহা হইলে সেই হেতু অনুমানের কারণ হইতে পারে।

যদি হেতু পক্ষের সজাতীয় ও বিজাতীয় বস্তুতে থাকে তবে ভ্রমাত্মক জ্ঞান জন্মিবে এবং এই হেতুকে বলা হইবে অনৈকান্তিক হেতু। যদি বলা হয়, এই পশু গরু, কারণ ইহার লেজ আছে, তাহা হইলে এই অনুমানে হেতু অনৈকান্তিক, কারণ লেজ যেমন অন্যান্য গরুতে (সপক্ষে) আছে তেমনি আবার মহিষ প্রভৃতি বিপক্ষেও আছে।

যদি সাধ্যেও থাকে এবং সাধ্যের অভাবস্থলেও থাকে, তবে সেই হেতুকেও অনৈকান্তিক বলা হয়। যেমন, এই পর্ব্বতে বহ্নি থাকে, সুতরাং এখানে ধূমও থাকিবে। এখানে হেতু অনৈকান্তিক কারণ ধূম না থাকিলেও বহ্নি থাকিতে পারে, যেমন জলন্ত লৌহশলাকায়।

অনৌপাধিক—নিয়ত, স্বাভাবিক। উপাধি দেখুন।

অন্যোন্যাশ্রয়—যদি দুইটি বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকটির দ্বারা অপরটিকে প্রমাণিত করিতে হয় তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে। যেমন কেহ কোন শাস্ত্রকে ঈশ্বরনির্ম্মিত বলিয়া তাহাকে প্রামাণ্য মনে করিতে পারেন। আবার তিনিই যদি সেই শাস্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে চাহেন তাহা হইলে এই দোষ হইবে।

অন্বয়—ইহা থাকিলে, উহা থাকে। এই জাতীয় দৃষ্টান্তের নাম অন্বয়ী (affirmative, positive) দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। যেমন, চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। অথবা যেমন, যেখানে যেখানে ধূম আছে সেইখানে সেইখানে বহ্নি আছে।

অন্বিতাভিধানবাদ—অভিহিতান্বয়বাদ দেখুন। প্রভাকরের মতানুবর্ত্তী মীমাংসকসম্প্রদায় মনে করেন যে কোন শব্দের কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ থাকিতে পারে না। প্রত্যেক শব্দের অর্থ অপর শব্দের অর্থের সঙ্গে অন্বিত হইয়াই প্রতিপন্ন হয়। তাই বাক্যস্থিত শব্দসমূহের অভিধার বলেই বাক্যের অন্বয় বোধ হয়। ইহার জন্য তাৎপর্য্যশক্তিনামক পৃথক্ কোন শক্তি স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না। ইহাদের মতে অন্বিত হইয়াই শব্দ অর্থবোধ জন্মায় অর্থাৎ প্রথমে ক্রিয়া ও কারকের অন্বয় বোধ হয় এবং তৎপর শব্দের অভিধামূলক অর্থ গৃহীত হয়।

অপোহ—অতদ্ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ তদ্ভিন্ন সমস্ত পদার্থের ভেদ। জাতি ও সঙ্কেত দেখুন।

অভিধা—শব্দের জ্ঞান হওয়া মাত্র যে অর্থ সাক্ষাৎভাবে কথিত হয় তাহার নাম মুখ্য, বাচ্য বা অভিধেয় অর্থ। ইহা অর্থের প্রথম কক্ষ্যায় নিবিষ্ট বা প্রাথমিক অর্থ। শব্দের যে শক্তির বলে এই প্রাথমিক, মুখ্য অর্থ জানা যায় তাহার নাম অভিধা-শক্তি। যেমন 'গরু'শব্দ উচ্চারণ করিলেই কতকগুলি লক্ষণযুক্ত চতুষ্পদকে বুঝায়। ইহা গরুর অভিধামূলক অর্থ। সঙ্কেত দেখুন।

অভিধানিয়ামক—নিয়ামক দেখুন।

অভিহিতান্বয়বাদ—কুমারিল ভট্টের মতানুবর্ত্তী মীমাংসকসম্প্রদায় মনে করেন যে শব্দের অভিধাশক্তি শুধু শব্দের অর্থ বুঝাইয়াই ক্ষীণ হইয়া যায়। তাহার আর কোন কিছু বুঝাইবার ক্ষমতা থাকে না। একাধিক শব্দ লইয়া বাক্য নিষ্পন্ন হয়। ইহাদের মধ্যে যে অন্বয় করা হয় তাহা অভিধাশক্তির দ্বারা সম্ভব হয় না, কারণ বিভিন্ন শব্দের অর্থ বুঝাইতেই তাহা ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। এই জন্য দ্বিতীয় (দ্বিতীয় কক্ষ্যানিবিষ্ট) শক্তির প্রয়োজন হয়। যে শক্তির বলে বাক্যস্থিত বিভিন্ন শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া বাক্যের অন্বয় করা হয় তাহার নাম তাৎপর্য্যশক্তি। যাহারা তাৎপর্য্যশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের নাম অভিহিতান্বয়বাদী। কুমারিল ভট্টের সম্প্রদায় ছাড়া আরও কেহ কেহ তাৎপর্য্যশক্তি স্বীকার করেন। এই মতে কোন

পদের জ্ঞান হইলে শুধু পদের অর্থেরই উপস্থিতি হইয়া থাকে। পদসমূহের অর্থনিচয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বা অন্বয় অভিধাশক্তির দ্বারা উপস্থাপিত হয় না।

অরুণাধিকরণ ন্যায়—জ্যোতিষ্টোম প্রকরণে "অরুণয়া পিঙ্গাক্ষ্যা একহায়ন্যা সোমং ক্রীণাতি" এইরূপ একটি বেদবাক্য আছে। এখানে অরুণা—অরুণগুণবিশিষ্টা; পিঙ্গাক্ষী—পিঙ্গলবর্ণ অক্ষি দুইটি যাহার সে; এবং এক হায়ন বা বৎসর যাহার। 'পিঙ্গাক্ষ্যা' এবং 'একহায়ন্যা' পদ দুইটির দ্বারা একটি ধেনু সূচিত হইয়াছে। প্রত্যেক ক্রিয়াপদের ন্যায় 'ক্রীণাতি' এই ক্রিয়াপদের মধ্যেও "ক্রয়ং করোতি" এই দুই অংশ আছে। ইহাদের প্রথমটিকে বলে ফলাংশ; দ্বিতীয়টিকে বলে ভাবনাংশ। পূর্বোক্ত 'অরুণা', 'পিঙ্গাক্ষী' ও 'একহায়নী' এই তিনটি পদ যেমন উপলক্ষিত ধেনুকে বুঝাইতেছে সেইরূপ লক্ষণার দ্বারা তত্তদ্বিশিষ্ট ক্রয়কেও বুঝাইতেছে। উক্ত 'করোতি' এই ভাবনাংশের সহিত ক্রয়ের করণসম্বন্ধ এবং 'সোম'পদের কর্মসম্বন্ধ। এইরূপে অর্থ দাঁড়াইতেছে এই—অরুণাদিগুণবিশিষ্ট যে ধেনু, তদুপলক্ষিতক্রয়ের দ্বারা সোম সম্পাদন করিবে। মীমাংসকেরা ক্রিয়াপদের ভাবনাংশকে মুখ্যরূপে বিশেষ্য করিয়া বাক্যের শাব্দবোধ করেন বলিয়া অরুণাদিপদের ক্রিয়ার ভাবনাংশেই প্রথম অন্বয় হয়। এইজন্য 'একহায়নী' শব্দের তৃতীয়া-বিভক্তির যেমন ক্রয়রূপ ভাবনাংশে অন্বয় হয় তেমনি 'অরুণা'-শব্দের তৃতীয়া বিভক্তিরও প্রথমে সেইখানেই অন্বয় হয়। এইরূপে 'একহায়নী' (দ্রব্যবাচক) ও 'অরুণা' (গুণবাচক) এই পদদ্বয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রয়ের সহিত অন্বয় থাকিলেও একটি অপরটির বিশেষণরূপে অন্বিত হয়। এইরূপে অরুণগুণ-বিশিষ্ট একহায়নীর দ্বারা ক্রয় করা হইতেছে—এই অর্থে পর্যবসিত হয়। মীমাংসকেরা মনে করেন যে কারকবিশিষ্ট পদ প্রথমে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হয়, যেমন 'অরুণয়া' প্রভৃতি তৃতীয়ান্ত করণকারকসূচক পদ প্রথমে 'ক্রীণাতি' এই পদের সঙ্গে অন্বিত হইবে, পরে ইহাদের নিজেদের মধ্যে অন্বয় বাহির করিতে হইবে। এই পরের অন্বয়কে বলা যাইতে পারে পাক্ষিক বা পশ্চাদ্গামী অন্বয়। অঙ্গী রসের অঙ্গ হিসাবে যে বিরোধী অর্থের বা রসের সমাবেশ হয় তাহাদের মধ্যে এই পশ্চাদ্গামী অন্বয় হয় না।

অবিদ্যাপদ—যে অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান হয় না, লৌকিক, সাংসারিক ব্যবহারের ক্ষেত্র।

অবিনাভাব—ইহা ছাড়া উহা থাকে না এইরূপ সাহচর্য্য বা ক্রমিকতা। ব্যাপ্তি দেখুন।

অব্যবস্থা—অনিয়ম।

অব্যভিচারী—যথার্থ, ব্যতিক্রমহীন। অনৈকান্তিক দেখুন। যাহা অনৈকান্তিক তাহা ব্যভিচারী। যাহা অনৈকান্তিক নহে তাহা অব্যভিচারী। যেখানে যেখানে ধূম আছে সেইখানে সেইখানে বহ্নি আছে। তাই বহ্নির সঙ্গে ধূমের সম্পর্ক অব্যভিচারী। যেখানে যেখানে বহ্নি আছে সেইখানে সেইখানে ধূম নাও থাকিতে। ধূমের সঙ্গে বহ্নির সম্পর্ক ব্যভিচারী।

অব্যাপ্তি—যদি কোন বস্তুর লক্ষণ করিতে যাইয়া এমন দেখা যায় যে সেই লক্ষণটি লক্ষ্য সকল বস্তুতে প্রয়োগ করা যায় না তাহা হইলে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যেমন গরুর লক্ষণ করিতে যাইয়া কেহ বলিতে পারেন যে যে-পশুর শৃঙ্গ আছে তাহা গরু; তাহা হইলে শৃঙ্গহীন বৎস বাদ পড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষও হয়, কারণ গরুর অতিরিক্ত মহিষ প্রভৃতিরও শৃঙ্গ আছে।

আকাঙ্ক্ষা—বাক্যের অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে তিনটি ধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়—(১) আকাঙ্ক্ষা, (২) যোগ্যতা, (৩) সন্নিধি।

আকাঙ্ক্ষা—বাক্যস্থিত কোন একটি শব্দ উচ্চারিত হইলে সে নিজেই কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ বুঝাইতে পারে না। মনে হয় অন্য কিছু আছে যাহার সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহার অর্থ সম্পূর্ণ হইবে। এই অসম্পূর্ণতার জন্য কোন শব্দ যে অন্য শব্দের অপেক্ষা রাখে সেই অপেক্ষার নাম আকাঙ্ক্ষা। 'দেবদত্ত গ্রামে যাইতেছে'—ইহাদের যে কোন একটি শব্দ কোন সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না; ইহাদের প্রত্যেকটিই অন্য শব্দের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা রাখে। যোগ্যতা ও সন্নিধি দেখুন।

আখ্যাত—লট্, লোট্ প্রভৃতি পাণিনিব্যাকরণের দশ ল'কারের যে তিঙ্ হইতে মহিঙ্ পর্য্যন্ত তিঙ্ বিভক্তিগুলি আছে তাহাদের নাম আখ্যাত।

আভাস—যাহা কোন বস্তুর ন্যায় আভাসিত বা প্রকাশিত হয় কিন্তু সেই বস্তু নহে তাহাকে বলা হয় আভাস। যেমন সীতার প্রতি রাবণের যে কামপ্রবৃত্তি তাহা প্রকৃতপক্ষে রতি নহে, তাহা রতি এইরূপ ভ্রম হইতে পারে। তাহা রতির আভাস। অথবা যেমন. যাহা হেতু নহে তাহাকে হেতু বলিয়া মনে করিলে বলা হইবে হেত্বাভাস।

ইতিকর্ত্তব্যতা—সহকারিতা।

উপচার—যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ হয় শব্দ যদি সেই অর্থ অতিক্রম করিয়া তৎসম্পর্কিত অন্য অর্থ প্রকাশ করে তাহা হইলে সেই প্রয়োগকে উপচার বলা হয়। এই উপচরিত প্রয়োগকে গৌণ, ভাক্ত বা লাক্ষণিক প্রয়োগ বলে। খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে শুধু সাদৃশ্যমূলক সম্বন্ধবিশিষ্ট অপর অর্থে প্রয়োগকেই উপচার বলা হয়। অন্য সম্বন্ধবিশিষ্ট অপর অর্থে প্রয়োগকে লাক্ষণিক বা ভাক্ত প্রয়োগ বলা হয়। লক্ষণা দেখুন।

উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ সামান্যাপ্রয়োগে—ইহা পাণিনীয় সূত্র। ইহা তৎপুরুষাধিকারের অন্তর্ভূ́ত, উপমিতকর্ম্মধারয়বিধায়ক। ব্যাঘ্র প্রভৃতি কতকগুলি উপমান পদ (যাহাদের মধ্যে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও প্রয়োগ দেখিয়াই উক্ত দ্রব্যগণের অন্তর্ভূ́ত বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়)—ইহাদের সহিত উপমিত বা উপমেয় পদের যে সমাস হয় তাহারই নাম উপমিত সমাস, এই উপমিত সমাস হইতে হইলে বাক্যে উপমান-উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্মবাচক কোনও শব্দের প্রয়োগ করিলে চলিবে না। যেমন, পুরুষঃ (উপমিত) সিংহঃ (উপমান) ইব—পুরুষসিংহঃ। কিন্তু যদি বলি পুরুষঃ সিংহঃ ইব শূরঃ তাহা হইলে হইবে না।

উপলক্ষণ—(১) কোন বস্তু অপর বস্তুর স্বরূপ বা লক্ষণ না বলিয়া কখনও কখনও তাহার বোধ জন্মাইতে পারে। তখন যে বস্তু বোধ জন্মায় তাহা অপর বস্তুর উপলক্ষণ এইরূপ বলা হয়। দেবদত্তের গৃহে কখনও কখনও কাক আসিয়া বসে। যদি বলা হয়, যে গৃহে কাক আসিয়া বসে সেই গৃহ, তাহা হইলে কখনও কখনও গৃহের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা দেবদত্তের গৃহের লক্ষণ বলা হইল না। কাক দেবদত্তের গৃহের উপলক্ষণ। লক্ষণ দেখুন।

(২) কোন বস্তুকে তজ্জাতীয় সকল বস্তুর প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করিলে তাহাকে উপলক্ষণ বলা যাইতে পারে। যেমন সকল রস সম্পর্কে প্রযোজ্য কোন কথা বলিয়া শুধু শৃঙ্গারের নাম উল্লেখ করিলে বলা যাইতে পারে, শৃঙ্গার উপলক্ষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপাধি, ঔপাধিক—'উপ' শব্দের অর্থ সমীপবর্ত্তী। নিকটবর্ত্তী অন্য পদার্থে যাহা নিজ ধর্ম্মের আধান বা আরোপ জন্মায় তাহা উপাধি। যেমন, জবাফুলের নিকটে স্ফটিক থাকিলে জবাফুলের রক্তিমা স্ফটিকে আরোপিত

হইবে। জবাপুষ্প এখানে উপাধি; স্ফটিকের রক্তিমা স্বাভাবিক নহে, ইহা অবাস্তব বা ঔপাধিক।

যাহা সাধ্যে নিশ্চিতভাবে থাকে অথচ হেতু বা সাধনের সঙ্গে যাহার নিয়ত সম্বন্ধ নাই তাহাকেও উপাধি বলে। যেমন, বহ্নি আর্দ্র ইন্ধন সংযুক্ত হইলে ধূম হয়। যদি বলা যায় পর্ব্বত ধূমবান্ কারণ তাহা বহ্নিমান্ তাহা হইলে আর্দ্র ইন্ধন বহ্নির উপাধি। ইহা ধূমরূপ সাধ্যে নিশ্চিতভাবে থাকে, কিন্তু বহ্নিযুক্ত স্থানমাত্রেই আর্দ্র ইন্ধন নাও থাকিতে পারে। সুতরাং বহ্নির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক ঔপাধিক। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে যে-সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও নিয়ত নহে তাহাই ঔপাধিক সম্বন্ধ।

কাকতালীয় ন্যায়—কাক এবং তাল দ্বন্দ্ব সমাসে কাকতাল। এইরূপ সমাস হইলে একদিকে যেমন 'কাক'শব্দে কাকের আগমন এবং 'তাল'শব্দে তালের পতন বুঝায় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে কাকের আগমনের ন্যায় ও তালের পতনের ন্যায় এইরূপও বুঝায়। ইহাকে বলে 'ইব' অর্থে সমাস। কাকের আগমন হইলে সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতভাবে যদি তালের পতন ঘটে তবে ইহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ থাকে তাহা কারণকার্য্যের সম্বন্ধ নহে; ইহা আকস্মিক। এই জাতীয় সম্বন্ধের দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের সংঘটনকে বলা হয় কাকতালীয় ন্যায়ে সংঘটন। সাদৃশ্য বুঝাইতে 'কাকতাল' শব্দের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় হয়। কাকতালীয় ন্যায়ের দ্বারা আকস্মিক কার্য্যকারণভাবশূন্য সম্বন্ধ বুঝান হয়।

গম্যাদীনামুপসংখ্যানম্—ইহা পাণিনীয় ব্যাকরণের একটি বার্ত্তিক সূত্র, তৎপুরুষ সমাসের অধিকারভুক্ত। দ্বিতীয়া তৎপুরুষের বিধায়ক সূত্র পাণিনিতে মাত্র একটি ছিল। ইহার দ্বারা ভাষায় প্রচলিত 'গ্রামগমী' 'অন্নবুভুক্ষু' প্রভৃতি সমাস সিদ্ধ হয় না। এই জন্যই কাত্যায়ন ভাষাদৃষ্টে গম্যাদীনাম্ ইত্যাদি সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সূত্রের বলে 'রসস্থায়ী' পদকে 'রসং স্থায়ী' এইভাবে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গৌণ—উপচার ও লক্ষণা দেখুন।

জাতি—বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে অভিন্ন ধর্ম্ম সংসক্ত থাকিয়া সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয় তাহাকে বহু দার্শনিকেরা জাতি বা সামান্য (universal) বলিয়াছেন। সকল গরুর মধ্যে একটি ধর্ম্ম

অনুস্যূত হইয়া আছে যাহাকে বলা যায় গোত্ব; ইহার জন্যই সকল বিভিন্ন গো এক নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে শব্দ ভাবরূপ সামান্য বা জাতিকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যমতে শব্দ জাতি-বিশিষ্ট ব্যক্তি (particular)-কে উপস্থাপিত করে। বৌদ্ধ দার্শনিকেরা জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া এই উভয়মত অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা জাতির পরিবর্ত্তে অপোহ স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে 'গো' শব্দ গোত্বজাতি বা গোত্ববিশিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বুঝায় না, কিন্তু গো-ব্যক্তির অভাবের অভাবকে বুঝায়। ব্যক্তিবিশেষের অভাবের অভাবকে বলা হয় অপোহ।

তাৎপর্য্যবৃত্তি—অভিহিতান্বয়বাদ দেখুন।

দশদাড়িমাদি বাক্য—দশদাড়িমানি (দশটি দাড়িম), ষড়পুপাঃ (ছয়টি পিষ্টক), কুণ্ডম্ (পাত্র) অজাজিনম্ (ছাগচর্ম্ম)—পতঞ্জলি এইরূপ একটি মহাবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যেকটি খণ্ড লইয়া একেকটি বাক্য সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু ইহাদের সবগুলিকে মিলিত করিলে যে বাক্য পাওয়া যায় তাহা অসংলগ্ন অর্থের সমষ্টি হয়; সেই বাক্য সম্পূর্ণ এক অর্থের বাচক হয় না।

নান্তরীয়ক—অবিনাভূত (অন্তর—বিনা)। অবিনাভাব দেখুন।

নিয়ামক (অভিধার)—যদি কোন্ অভিধেয় বা বাচ্য অর্থ গ্রহণ করিব এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে যাহার বলে সেই সন্দেহ দূর করিয়া অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহাকে অভিধার নিয়ামক বলা যায়। প্রকরণ প্রভৃতি অভিধার নিয়ামক। যেমন "সৈন্ধব আনয়ন কর" বলিলে প্রকরণের সাহায্যে বুঝিতে হইবে সৈন্ধব অশ্ব অথবা লবণ বুঝাইতেছে। শব্দান্তরসন্নিধি—"রামলক্ষ্মণ" বলিলে সন্নিধির জন্য 'রাম'শব্দ দাশরথি রামকে বুঝাইবে, জামদগ্ন্য পরশুরামকে নহে। সামর্থ্য—"অনুদরা কন্যা" বলিলে উদরহীন কন্যা বুঝাইবে না, কারণ উদরহীন কন্যা সম্ভবে না; 'অনুদরা' শব্দের সামর্থ্যের দ্বারা বুঝিতে হইবে উদরীরোগশূন্য কন্যা। "কুপিত মকরধ্বজ" বলিলে কুপিত সমুদ্র বা মকরাকৃতিবিশিষ্ট ধ্বজা না বুঝাইয়া কামদেবকে বুঝাইবে কারণ সমুদ্র বা ধ্বজা কুপিত হইতে পারে না। "সমুদ্র কুপিত"—এইরূপ বলিলে কুপিত শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, সোজাসুজিভাবে সমুদ্রকে কুপিত বলা যায় না। কুপিতত্বের সঙ্গে কামদেবের যে সম্পর্ক আছে তদ্দ্বারা

অন্য দুই পক্ষ (সমুদ্র ও ধ্বজা) খণ্ডিত হইয়া গেল। এই জাতীয় সম্বন্ধকে বলা যাইতে পারে লিঙ্গ। ইহা এখানে অভিধার নিয়ামক।

নিরূঢ়া লক্ষণা—লক্ষণা দেখুন। যেখানে শব্দের মুখ্য প্রাথমিক অর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং শব্দ দ্বিতীয় গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেইস্থলে সেই শব্দের লক্ষণাকে নিরূঢ়া লক্ষণা বলে। এইস্থলে কোন বিশেষ প্রয়োজন বুঝাইতে গৌণ অর্থের প্রয়োগ হইতেছে না—যেমন 'কর্ম্মকুশল' শব্দে 'কুশল' শব্দের দর্ভগ্রহণে ক্ষমতাবাচক অর্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'কুশল' শব্দের নৈপুণ্যসূচক অর্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 'লাবণ্য'শব্দ হইতেও লবণযুক্ততাবাচক অর্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পক্ষ—যে বস্তুতে কোন লিঙ্গ বা হেতু দেখিয়া তাহার সম্পর্কে অন্য কিছুর অস্তিত্ব অনুমিত হয় তাহার নাম পক্ষ।

পক্ষধর্ম্মতা—হেতু (ধূম) যে পক্ষে থাকে, এই ধর্ম্মের নাম পক্ষধর্ম্মতা।

পর্য্যুদাস—(নিষেধার্থক) নঞ্ দুই প্রকারের—পর্য্যুদাস ও প্রসজ্য-প্রতিষেধ। যেখানে বিধির প্রাধান্য, নিষেধাংশের গৌণতা, সেইখানে নঞের শক্তি পর্য্যুদাস। যেমন অব্রাহ্মণ বলিলে 'ব্রাহ্মণ নয়' এইরূপ অর্থ এখানে অভিপ্রেত নহে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত। তাই পর্য্যুদাসশক্তিসম্পন্ন নঞেরই নঞ্ তৎপুরুষ সমাস হয়।

পক্ষান্তরে, যেখানে বিধি অপ্রধান এবং নিষেধই মুখ্য সেইখানে নঞের শক্তি প্রসজ্য-প্রতিষেধ। ক্রিয়াপদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই কেবল নঞ্ এইশক্তি লাভ করে এবং এই নঞের সঙ্গে সমাস হয় না। যেমন, একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত। কিন্তু "অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারাঃ", "অশ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণঃ" প্রভৃতি অতি বিরল কয়েকটি মাত্র স্থলে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মতে ঐরূপ নঞের সমাস হইয়া থাকে।

পরা—স্ফোট দেখুন।

পরামর্শ—জ্ঞান। লিঙ্গপরামর্শ দেখুন।

পশ্যন্তী—স্ফোট দেখুন।

প্রকরণ—যে প্রসঙ্গে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় বা কোন বস্তু উপস্থাপিত হয় তাহাকে প্রকরণ (context) বলে।

প্রতিপ্রসব—একবার নিষেধ করিয়া সেই নিষেধকে নিষিদ্ধ করিয়া পুনরায় বিধির প্রবর্ত্তন।

প্রত্যুদাহরণ—বিপরীত পক্ষের উদাহরণ।

প্রধ্বংসাভাব—প্রাগভাব দেখুন। কোন বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহার যে অভাব হয় তাহাকে বলে প্রধ্বংসাভাব।

প্রযোজক—যে হেতুর সাহায্যে অনুমান সম্ভব হয়। হেতু দেখুন।

প্রাগভাব—কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে উপাদান-কারণে কার্য্যের যে অভাব তাহাকে বলে প্রাগভাব। যেমন ঘট নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ঘটের উপাদান যে মৃত্তিকা তাহাতে ঘটের যে অভাব ছিল তাহাকে বলা যাইতে পারে মৃত্তিকায় ঘটের প্রাগভাব।

কোন বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেলে তাহার যে অভাব হয় তাহার নাম প্রধ্বংসাভাব।

প্রৌঢ়োক্তি—যে উক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহাকে বলে প্রৌঢ়োক্তি। যেমন বসন্ত কামদেবের সহচর অথবা তরুণীর অধর বিম্বফলের ন্যায়, এই জাতীয় উক্তি কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে বলা হয় কবিপ্রৌঢ়োক্তি।

ভূতপ্রাণতা—যে বস্তু নাই বা হয় নাই তাহার সম্ভাবনা হয় না। যাহা হইতে পারে সেই অনাগত বস্তু সম্পর্কেই সম্ভাবনা চলিতে পারে। সুতরাং সম্ভাবনা বুঝাইতে যে লিঙের প্রয়োগ হয় তাহা ভাবী বস্তু বা বিষয়মূলক। কিন্তু ভাবী বস্তু বা বিষয় যদি বর্ত্তমান বুদ্ধিতে আরোপিত হইয়া অতীতের বিষয়রূপে গৃহীত হয় তবে সেইখানেও লিঙের প্রয়োগ হইতে পারে। সেইখানে লিঙের অতীত (ভূত) প্রাণতা যুক্তিযুক্ত।

যোগ্যতা—আকাঙ্ক্ষা দেখুন। বাক্যস্থিত কোন একটি শব্দের এমন অর্থ হইলে চলিবে না যে তাহা সেই বাক্যস্থিত অন্য শব্দের অর্থের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে না। এই বিরোধাভাবের নাম যোগ্যতা। যদি বলি "অগ্নির দ্বারা সেচন কর" তাহা হইলে যোগ্যতার অভাব হইবে।

লক্ষণ—যাহা কোন বস্তুকে তদ্ভিন্ন সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয় তাহাই সে বস্তুর লক্ষণ। যেমন পৃথিবীর পৃথিবীত্ব; তদ্বশতঃই তাহা পৃথিবীব্যতিরিক্ত বস্তু হইতে বিভিন্ন।

লক্ষণলক্ষণা—লক্ষণা দেখুন।

লক্ষণা, লাক্ষণিক—কোন শব্দের সাক্ষাৎ সঙ্কেতিত মুখ্য অর্থে বাধা হইলে সে যদি সেই মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য

মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থ বুঝায় তাহা হইলে সেই দ্বিতীয় অর্থকে বলে লাক্ষণিক, গৌণ বা ভাক্ত অর্থ। যেমন কোন মানুষকে দেখিয়া বলা যাইতে পারে—সে গরু। এখানে গরুর মুখ্য অর্থ বাধিত হইয়াছে। চতুষ্পদ জন্তু না বুঝাইয়া এই শব্দটি একটি মানুষকে বুঝাইতেছে। এই দ্বিতীয় অর্থ বুঝাইবার প্রয়োজন—লোকটির মূর্খতা। শব্দের এই শক্তির নাম লক্ষণা।

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে গৌণ অর্থ লক্ষণার অন্তর্ভূত। তবে বিশুদ্ধ লক্ষণা ও গৌণী লক্ষণার মধ্যে পার্থক্য করা যাইতে পারে। গৌণী লক্ষণা সেইখানেই প্রযোজ্য যেখানে মুখ্য অর্থ এবং গৌণ অর্থের মধ্যে সাদৃশ্য-মূলক সম্বন্ধ আছে। যেমন যদি বলি—বালকটি সিংহ, সেইখানেই শৌর্য্যাদি-বিষয়ে সিংহের সঙ্গে বালকের সাদৃশ্য আছে বলিয়া 'সিংহ'-শব্দের নূতন গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। উপচার দেখুন।

লক্ষণলক্ষণা—যে সকল স্থলে কোন শব্দ নিজের মুখ্য অর্থ একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া অপর অর্থ বুঝায় তাহার নাম অজহৎস্বার্থ লক্ষণা। যেমন, যষ্টিগুলি প্রবেশ করিতেছে। এখানে যষ্টি বলিতে যষ্টিধারী পুরুষকে বুঝাইতেছে। কিন্তু যেখানে কোনও শব্দ মুখ্য অর্থকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ বুঝায় সেইখানে সেই শব্দের জহৎস্বার্থ বা লক্ষণ লক্ষণা হইয়া থাকে। যেমন, গঙ্গায় ঘোষবসতি। এখানে 'গঙ্গা'শব্দের গঙ্গাপ্রবাহ অর্থ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লিঙ্গ, লিঙ্গপরামর্শ—যে হেতুর বলে অনুমান-প্রমাণ জাত হয় তাহার নাম লিঙ্গ। যিনি পাকশালাদিতে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্য দেখিয়াছেন তিনি পর্ব্বতে ধূম দেখিলে সন্দেহ করিবেন যে তথায় বহ্নি থাকিতে পারে। তখন তিনি স্মরণ করিবেন যে তিনি যেখানে যেখানে ধূম দেখিয়াছেন সেইখানে সেখানেই বহ্নি দেখিয়াছেন (ব্যাপ্তিস্মৃতি)। ইহা হইতে অনুমান হইবে পর্ব্বত ধূমবান্ বলিয়া বহ্নিমান্। বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম যে পর্ব্বতে আছে, এই রূপ জ্ঞানকে বলে লিঙ্গ-পরামর্শ। লিঙ্গকে প্রযোজক বা সাধক হেতু বা সাধন বলা যাইতে পারে।

লোষ্টপ্রস্তার (Permutation and Combination)—ছন্দঃশাস্ত্রে একাক্ষরাদি করিয়া যতগুলি বিভিন্ন ছন্দঃ আছে সেই সংখ্যাসমষ্টি এবং সেই সংখ্যাসমষ্টিতে কতটি একাক্ষর লঘু, কতটি দ্ব্যক্ষর লঘু, কতটি ত্র্যক্ষর লঘু

ইত্যাদি জানিবার জন্য বনমেরুর চিত্র ও বনমেরুর প্রস্তার প্রণালী দেখান হইয়াছে। মেরুচিত্রের প্রতিপ্রকোষ্ঠে যথাযোগ্যসংখ্যক লোষ্টস্থাপন করিয়া প্রস্তার ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে উক্ত জ্ঞাতব্য সংখ্যাগুলিও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া অনন্ততাপ্রাপ্ত হইবে। কোন স্থলে কোন বিষয়-বিশেষের অসংখ্যেয়ত্ব বুঝাইতে হইলে এই ন্যায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিদ্যাপদ—যে অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে।

বিধি—কোনও বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য যেখানে বুঝা যাইতেছে না সেইখানে যে বাক্য স্পষ্টরূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয় সেই বাক্যের নাম বিধি। ইহার দ্বারা নিষেধও পাওয়া গেল। ইহারা বেদের ব্রাহ্মণাংশের অন্তর্ভূত। যেমন, "স্বর্গকামী যাগ করিবেন।" (বিধি) "সর্ব্বভূতে হিংসা করিও না।" (নিষেধ) অনুবাদ দেখুন।

বিপক্ষ—পক্ষ হইতে বিজাতীয় বস্তু। পর্ব্বতে ধূমরূপ হেতু দেখিয়া বহ্নিরূপ সাধ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইলে দেখিতে হইবে যেখানে বহ্নি অবশ্যই নাই সেইখানে ধূম আছে কিনা। যেমন হ্রদ। হ্রদে বহ্নির অভাব সুবিদিত। হ্রদে ধূমের অভাব বিপক্ষাসত্ত্ব। ইহা অনুমানব্যাপারের অঙ্গ। সপক্ষ দেখুন।

বিরম্য ব্যাপারাভাবঃ—অভিধা ও সঙ্কেত দেখুন। অভিধাশক্তি সঙ্কেতিত অর্থ বুঝাইয়াই ক্ষীণ হইয়া যায়। যদি কোন শব্দের দ্বারা সাক্ষাৎ-সঙ্কেতিত অর্থ ছাড়া অন্য দ্বিতীয় অর্থ বুঝায় তাহা হইলে কেহ বলিতে পারেন অভিধাই একটির পর একটি অর্থ বুঝাইতেছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ একটি ব্যাপার বুঝাইয়া আর একটি ব্যাপার বুঝাইবার শক্তি অভিধার নাই। এই জন্যই বলা হইয়াছে অভিধা (গো) বিশেষণকে (গোত্বধর্ম্মকে) বুঝাইয়া কোন ব্যক্তি বা বিশেষ্যকে (গরুকে) বুঝাইতে পারে না। সুতরাং শব্দের একটি অর্থ বুঝাইয়াই অভিধা বিরত হইয়া যায়, তারপর তাহার আর কোন ব্যাপার থাকে না।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, অন্বিতাভিধানবাদীরা অভিধাকে খুব দীর্ঘ করিয়া দেখেন। তাঁহাদের মতে এক অভিধা ব্যাপারই এক অর্থ বুঝাইয়া আর এক অর্থ বুঝাইতে পারে। যেমন ধনুর্দ্ধারী তীর নিক্ষেপ করিলে সেই তীর একই বেগের দ্বারা শত্রুর বর্ম্ম ভেদ করিয়া গাত্রভেদ প্রভৃতি করিতে

পারে সেইরূপ অভিধাই অর্থ হইতে অর্থান্তরের বোধ জন্মাইতে পারে, ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীদের মত।

ব্যতিরেক—ইহা না থাকিলে, উহা থাকে না, এইরূপ সম্বন্ধকে ব্যতিরেকী (negative) সম্বন্ধ বলে। যেমন চক্ষুঃসন্নিকর্ষ না হইলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না; অথবা বহ্নি না থাকিলে ধূম হয় না। যেখানে কোন ধর্ম্মের অভাববশতঃ কোন বস্তুর অভাব অনুমিত হয় সেই ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলে। যেমন আত্মার উৎপত্তি হয় না; এই উৎপত্তির অভাবের দ্বারা অনিত্যত্বের অভাবের অনুমান করিলে এই ব্যাপ্তিকে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বলা যাইবে।

ব্যপদেশী—যেখানে ভেদ নাই, সেইখানে ভেদ কল্পনা করিয়া একই বস্তুর দুই অংশের অবতারণা করা যাইতে পারে। রাহু ও রাহুর শির একই বস্তু, শির ছাড়া রাহুর দেহের আর কোন অংশ নাই। তবু রাহুকে ব্যপদেশী করিয়া বলা যাইতে পারে: "রাহুর শির"। রস প্রতীতিস্বরূপ; সুতরাং রস ও প্রতীতির মধ্যে ভেদ করা সম্ভব নহে। তবু রসকে ব্যপদেশী করিয়া বলা যাইতে পারে—রসের প্রতীতি।

ব্যভিচার, ব্যভিচারী—ব্যভিচার বলিতে একতর পক্ষে অব্যবস্থা বা নিয়মের অভাব বুঝায়। যাহা পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মের (যেমন নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব) একটিতেই (এক অন্তে) থাকে তাহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী। যে হেতু উভয় অন্তেই থাকে তাহা ঐকান্তিক নহে; তাহা অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারী।

যে সকল ভাব স্থায়ী ও নিয়ত নহে তাহারা ব্যভিচারী বা সঞ্চারী।

ব্যাপ্তি—অনুমান দেখুন। কোন হেতুর সাহায্যে অন্য কোন দুইটি বস্তুর মধ্যে কোন সম্বন্ধের অনুমান যে সম্ভব হয় তাহার কারণ এই যে যে-সাধ্যের অস্তিত্ব অনুমান করা হইতেছে হেতু তাহার সহিত নিয়তসম্বন্ধযুক্ত থাকে। এই যে নিয়ত, ব্যভিচার বা ব্যতিক্রমহীন, অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ইহার নাম ব্যাপ্তি। যেমন, যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেইখানে সেইখানে বহ্নি থাকে। ইহাকে অবিনাভাবও বলে।

ব্রাহ্মণ-শ্রমণ-ন্যায়—বৌদ্ধ শ্রমণের জাতি থাকে না। কোন ব্রাহ্মণ শ্রমণ হইলে তাঁহাকে আর ব্রাহ্মণ বলা চলে না। কিন্তু পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া পূর্ব্ব সংজ্ঞানুসারে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ শ্রমণ বলা যাইতে পারে।

এই ন্যায় অন্যত্রও প্রযোজ্য। ধ্বনি অলঙ্কার্য, অলঙ্কার নহে। সুতরাং অলঙ্কারধ্বনি নামের কোন সার্থকতা থাকিতে পারে না। ধ্বনি হওয়ার পূর্ব্বে বাচ্যত্ব অবস্থায় অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলা হইত বলিয়া ধ্বনিত্ব অবস্থায়ও তাহার অলঙ্কারনাম স্মরণ করিয়া তাহাকে অলঙ্কারধ্বনি বলা যাইতে পারে।

শ্রুতার্থাপত্তি—দেবদত্ত স্থূলকায়; অথচ সে দিনে ভোজন করে না। ভোজন না করিলে স্থূলত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে সে রাত্রিতে ভোজন করে। ইহা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান; অথচ এই স্থলে অনুমান-প্রমাণ নাই; এখানে লক্ষণারও প্রয়োগ হয় নাই।

শ্রুতিলিঙ্গাদি প্রমাণষট্কস্য পারদৌর্ব্বল্যম্—দর্শ পৌর্ণমাস যাগগুলি প্রধান। প্রযাজাদি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাগ ইহাদের অঙ্গস্বরূপ। মীমাংসা দর্শনানুসারে এই অঙ্গত্ববোধক প্রমাণ ছয়টি—(১) শ্রুতিবাক্যস্থ বিভক্তির প্রয়োগ, (২) লিঙ্গ বা শব্দগত ও অর্থগত সামর্থ্য, (৩) বাক্য অর্থাৎ পদান্তরের সহিত মিলনযুক্ত পদান্তর, (৪) প্রকরণ বা পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা, (৫) স্থান (সন্নিধি) এবং (৬) সমাখ্যা (সংজ্ঞা)। এই প্রমাণগুলির দুই বা ততোধিকের একত্র সমাবেশ হইলে পূর্ব্বপূর্ব্বটি বলবান্ ও পরপরটি দুর্ব্বল হয়।

সঙ্কর—সম্মিশ্রণ। দুইটি অলঙ্কার বা অপর বস্তু যদি এমন ভাবে সম্মিশ্রিত হয় যে তাহাদের মধ্যে অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক ভাব থাকে তাহা হইলে সেই সম্মিশ্রণকে সঙ্কর বা সঙ্কর-অলঙ্কার বলা হয়।

সঙ্কেত—এই শব্দ হইতে এই অর্থ গৃহীত হয়—এই যে নিয়ম ইহাকে বলে সঙ্কেত বা সময়। সঙ্কেতের প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা শব্দের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে লগ্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণ করা হইলে অন্য কোন অর্থের ব্যবধান না রাখিয়া এই সঙ্কেতিত অর্থের প্রতীতি হয়। কেহ কেহ মনে করেন এই সঙ্কেত নিত্য, কেহ কেহ মনে করেন ইহা ঈশ্বরদত্ত, কেহ কেহ মনে করেন ইহা লৌকিক ব্যবহার-সঞ্জাত। অভিধা ও জাতি দেখুন।

সংঘটনা—(১) শব্দের রচনা বা বিন্যাস (২) শব্দের মেলন অর্থাৎ সমাস।

সংসর্গ—(১) সংসৃষ্টি দেখুন।

(২) বাক্য উচ্চারিত হইলে প্রথমে বাক্যস্থিত শব্দ শ্রুত হয়, তৎপর ইহাদের অর্থের স্মরণ হয়। অতঃপর ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ

বা সংসর্গ আছে তাহার বোধ জন্মায়। ইহার নাম সংসর্গবোধ। কেহ কেহ মনে করেন যে এই সংসর্গেই শব্দের সঙ্কেত বর্ত্তে।

সংসৃষ্টি—যদি দুইটি অলঙ্কার বা দুইটি অপর বস্তু এমন ভাবে সম্মিশ্রিত হয় যে ইহাদের মধ্যে অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক ভাব থাকে না তাহা হইলে সেই সম্মিশ্রণকে বলা হয় সংসৃষ্টি বা সংসৃষ্টি-অলঙ্কার।

সন্নিধি—আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা দেখুন। বাক্যস্থিত শব্দগুলির প্রয়োগের মধ্যে ব্যবধান রাখিলে চলিবে না। আমি যদি আজ বলি 'দেবদত্ত' আর কাল বলি 'যাইতেছে' তাহা হইলে সন্নিধি বা নৈকট্যের অভাব হইবে।

সপক্ষ—পক্ষ দেখুন। পক্ষজাতীয় অপর বস্তুর নাম সপক্ষ। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া যদি কেহ বহ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিতে চাহেন, তজ্জন্ম তিনি দেখিবেন যে অপর কোন বস্তু আছে কিনা যেখানে সাধ্য বা অনুমেয় বহ্নি আছে, যেমন রন্ধনশালা; এই স্থলে রন্ধনশালা সপক্ষ। ধূম যদি রন্ধনশালায় থাকে তবে তাহাকে বলা হইবে সপক্ষসত্ত্ব। অনুমানের জন্ম চাই—(১) পক্ষধর্ম্মতা (পর্ব্বতে ধূমের অস্তিত্ব), (২) সপক্ষসত্ত্ব (রন্ধনশালা প্রভৃতিতে ধূমের অস্তিত্ব) এবং (৩) বিপক্ষাসত্ত্ব (হ্রদ প্রভৃতিতে ধূমের অভাব)।

সময়—সঙ্কেত দেখুন।

সমবায়, সমবায়িকারণ—যদি কোন কিছু অপর কোন কিছুর সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত থাকে যে ইহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না, তবে ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধকে সমবায় সম্বন্ধ বলা হয়। ঘটে যে রং আছে; বস্ত্রে যে তন্তু আছে, সমগ্রের সঙ্গে অংশের বা কোন দ্রব্যের সঙ্গে তাহার গুণের যে সম্বন্ধ থাকে তাহা সমবায়ের উদাহরণ।

উপাদাননির্ম্মিত বস্তু সম্পর্কে উপাদানকে বলা হয় সমবায়িকারণ, যেমন ঘটের সমবায়িকারণ মৃত্তিকা।

সাধক, সাধন, সাধ্য—কোথাও কোন কিছু দেখিয়া তাহার সাহায্যে তথায় অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করিলে যে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করা হয় তাহাকে অনুমেয় বা সাধ্য বলা হয় এবং অনুমাপক হেতুকে বলা হয় সাধক বা সাধন।

সামান্য—(১) সর্ব্বসাধারণভাবে প্রযোজ্য। (২) জাতি। জাতি দেখুন।

সিদ্ধসাধন—অনুমিতির দোষ বিশেষ। যাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে তাহাকে পুনরায় প্রমাণ করিলে সেই দোষকে বলা হয় সিদ্ধসাধন।

স্খলদ্গতি—লক্ষণা দেখুন। যেখানে মুখ্যার্থে বাধাদির অনুসন্ধানের দ্বারা শব্দের গতি বা অর্থাববোধনশক্তি স্খলিত অর্থাৎ বিলম্বিত হয় সেইখানে শব্দ স্খলদ্গতি হইয়াছে এইরূপ বলা যায়। রুচ(য্য)ক মুখ্যার্থবাধা ও স্খলদ্গতিত্বের মধ্যে এই বলিয়া পার্থক্য করিয়াছেন যে বাচ্যার্থের অভিপ্রায়ে মুখ্যার্থবাধার এবং লক্ষ্যার্থের অভিপ্রায়ে স্খলদ্গতিত্বের প্রয়োগ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ প্রভেদ যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা সুধীরা বিচার করিয়া দেখিবেন।

স্ফোট—যাহা হইতে অর্থ স্ফুটিত হয় তাহার নাম স্ফোট। কেহ কেহ মনে করেন যে বর্ণ হইতেই অর্থের অবগতি হয়। এই মতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যাইতে পারে। উচ্চারিত হওয়ার পরমুহূর্ত্তেই বর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তাই এক বর্ণ কেমন করিয়া অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইবে? আবার শুধু বর্ণ হইতেই যদি অর্থের অবগতি হইত তাহা হইলে 'গমন'ও 'মগন' শব্দ একই অর্থ বহন করিত। এই সকল আপত্তি এড়াইবার জন্য স্ফোটবাদীরা স্ফোটের অবতারণা করিয়াছেন। স্ফোট অর্থ নহে, কিন্তু তাহা হইতেই অর্থ স্ফুটিত হয়। স্ফোটবাদীরা মনে করেন যে, সকল শব্দের অন্তরালে এক নিত্য, অবিভাজ্য, ক্রমবিহীন স্ফোট আছে; উচ্চারিত বর্ণ তাহারই ব্যঞ্জক। ইহা একক ও নিত্য বলিয়া ইহাই শব্দব্রহ্ম। ইহাই অর্থ-প্রত্যায়ক।

যদিও সকল শব্দ ও বাক্যের অন্তরালে এক নিত্য স্ফোট আছে তবু লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক অবিভাজ্য স্ফোট হইতে অন্যান্য স্ফোটের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক উচ্চারিত শব্দ ও বাক্যের অন্তরালে যথাক্রমে শব্দস্ফোট ও বাক্যস্ফোট আছে। নিত্যস্ফোট ক্রমবিহীন হইলেও তাহা হইতে যে ধ্বনি প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে ক্রমিকতা আবিষ্কার করা যাইতে পারে। প্রকাশমান শব্দের অপ্রকাশ ক্রমিক যে তিন অবস্থা আছে তাহাদের নাম—(১) পরা, (২) পশ্যন্তী ও (৩) মধ্যমা। শব্দ প্রকাশিত হইলে তাহার যে অবস্থা হয় তাহার নাম বৈখরী।

স্বরূপাসিদ্ধ--যে হেতু নিজেই অবাস্তব তাহা স্বরূপতঃ অসিদ্ধ; তাহা অনুমাপক লিঙ্গ হইতে পারে না। ইহাকে স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়; যেমন, কেহ বলিতে পারেন—ছায়া দ্রব্য, কারণ তাহা দ্রব্যের মত গতিশীল। এই হেতু অসিদ্ধ, কারণ ছায়া বাস্তবিকপক্ষে গতিশীল নহে।

স্বশব্দ—স্ব-বোধক শব্দ। যে শব্দ স্বগত অর্থকেই বুঝায়। যেমন, যদি 'লজ্জা' শব্দের দ্বারা লজ্জার, 'শৃঙ্গার' শব্দের দ্বারা শৃঙ্গার রসের প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে লজ্জা ও শৃঙ্গার স্বশব্দবাচ্য হইল।

হেতু—যাহা নিয়ত হইয়া সাধ্যে থাকে এবং যাহার বলে অনুমান করা সম্ভব হয়। অনুমাপক হেতুকে লিঙ্গ, সাধন বা সাধকও বলা হয়।